৭ম পর্ব্ব।
৪৪ শ সংখ্যা।

পুরাণসংগ্রহ

মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস প্রণীত

মহাভারত

দ্রোণ পর্ব্ব।

৺কালীপ্রসন্ন সিংহ মহোদয় কর্ত্তৃক মূল সংস্কৃত হইতে
বাঙ্গালা ভাষায় অনুবাদিত।

শ্রীনবীনচন্দ্র মুখোপাধ্যায় এবং কোং কর্ত্তৃক পুনঃ প্রকাশিত।

"বেদাধ্যয়নে যে ফল, এই দ্রোণ পর্ব্ব অধ্যয়নেও সেই ফল লাভ হয়। এই পর্ব্বে নির্ভয় ক্ষত্রিয়গণের যশ বর্ণিত এবং অর্জ্জুন ও বাসুদেবের জয় কীর্ত্তিত হইয়াছে। এই পর্ব্ব প্রত্যহ পাঠ বা শ্রবণ করিলে মহা-পাপলিপ্ত পুরুষও পাপমুক্ত হইয়া মঙ্গল লাভ করিতে পারে। ইহা শ্রবণ ও পাঠে ব্রাহ্মণগণের যজ্ঞফল লাভ, ক্ষত্রিয়-গণের ঘোর সংগ্রামে বিজয় লাভ এবং বৈশ্য ও শূদ্রের ধন পুত্রাদি অভিলষিত বিষয় লাভ হয়, সন্দেহ নাই।"

মহাভারত।

সারস্বত যন্ত্র।

কলিকাতা,—পাথুরিয়াঘাটা ব্রজদুলালের ষ্ট্রীট নং ৩।

সম্বৎ ১৯২৯।

শ্রীকৃষ্ণপ্রসাদ মজুমদার কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

ব্যোমচারী বহু সংখ্য গরুড়ের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। আপনার পুত্রেরাও ভিন্ন হৃদয় হইয়া রথ হইতে ভূতলে নিপতিত হইলেন। তাঁহাদের পতন সময়ে বোধ হইল যেন গিরিসানু সমুৎপন্ন বনস্পতি গজভগ্ন হইয়া ভূতলে নিপতিত হইতেছে। হে মহারাজ! এই রূপে শত্রুঞ্জয়, শত্রুসহ, চিত্র, চিত্রায়ুধ, দৃঢ়, চিত্রসেন ও বিকর্ণ আপনার এই সাত পুত্র নিপাতিত হইলেন। তন্মধ্যে পাণ্ডব প্রিয় বিকর্ণের নিমিত্ত বৃকোদর শোকে নিতান্ত ব্যাকুল হইয়া কহিতে লাগিলেন, হে বিকর্ণ! আমি রণস্থলে তোমাদিগের শত ভ্রাতারে বিনাশ করিব বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম; সেই প্রতিজ্ঞা প্রতিপালন নিবন্ধনই আজি তুমি নিহত হইলে, তুমি আমাদিগের বিশেষত মহারাজ যুধিষ্ঠিরের হিত সাধনে একান্ত তৎপর। হে ভ্রাত! তুমি যুদ্ধই ক্ষত্রিয়ের প্রধান ধর্ম্ম এই মনে করিয়া ন্যায়ানুসারে রণস্থলে আগমন করিয়াছিলে। অতএব তোমার নিমিত্ত অনুতাপ করা ন্যায়ানুগত নহে।

হে কুরুরাজ! ভীমসেন এই রূপে রাধেয় সমক্ষে আপনার পুত্রগণকে বিনাশ করিয়া ঘোরতর সিংহনাদ পরিত্যাগ করিলেন। ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির মহাধনুর্দ্ধর ভীমসেনের সেই সিংহনাদ শ্রবণ করিয়া আপনারে জয়শালী বিবেচনা করত অত্যন্ত প্রীত হইলেন এবং সুমহান্ বাদিত্র শব্দ করিয়া ভ্রাতার সিংহনাদ প্রতিগ্রহ করিতে লাগিলেন। এই রূপে যুধিষ্ঠির মহাবীর বৃকোদরের সঙ্কেত শ্রবণে পরম আহ্লাদিত হইয়া শস্ত্রবিদগ্রগণ্য দ্রোণের অভিমুখে ধাবমান হইলেন। এ দিকে রাজা দুর্য্যোধন একত্রিংশৎ সহোদরকে নিহত

দেখিয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন যে, মহাত্মা বিদুর যাহা কহিয়াছিলেন, তাহা এক্ষণে সার্থক হইতেছে। মহারাজ দুর্য্যোধন এই প্রকার চিন্তা করত ইতিকর্ত্তব্যতা বিমূঢ় হইয়া রহিলেন।

হে মহারাজ! আপনার পুত্র দুর্ম্মতি দুর্য্যোধন ও দুরাত্মা কর্ণ দ্যূতক্রীড়াকালে সভা মধ্যে পাঞ্চালীরে সমানীত করিয়া সমস্ত পাণ্ডুপুত্রের, কৌরবগণের ও আপনার সমক্ষে কৃষ্ণারে সম্বোধন পূর্ব্বক বলিয়াছিলেন যে, কৃষ্ণে! পাণ্ডবেরা বিনষ্ট ও শাশ্বত নরকগামী হইয়াছে, তুমি অন্য কাহারে পতিত্বে বরণ কর; এক্ষণে সেই পরুষ বাক্যের ফলোদয় কাল সমুপস্থিত হইয়াছে। আপনার পুত্রেরা মহাত্মা পাণ্ডবগণকে ষণ্ডতিল প্রভৃতি কটুবাক্য বলিয়া তাঁহাদের মনে যে ক্রোধাগ্নি উদ্দীপিত করিয়াছিলেন, মহাবীর ভীমসেন ত্রয়োদশ বৎসরের পর সেই ক্রোধাগ্নি উদ্গীরণ পূর্ব্বক আপনার পুত্রগণকে বিনাশ করিতেছেন। মহাত্মা বিদুর অনেক বিলাপ করিয়াও আপনারে শান্তিপক্ষ অবলম্বন করাইতে সমর্থ হন নাই; এক্ষণে আপনি পুত্রের সহিত সেই ক্ষত্তার বাক্য লঙ্ঘনের ফল ভোগ করুন। আপনি বৃদ্ধ, ধীর ও তত্ত্বার্থদর্শী হইয়াও দৈববিড়ম্বনা বশত সুহৃদের হিত বাক্য শ্রবণ করিলেন না। এক্ষণে শোক সম্বরণ করুন। আমার বোধ হইতেছে, আপনিই স্বীয় দুর্নয় নিবন্ধন আপনার পুত্রগণের বিনাশ হেতু হইয়াছেন। হে কুরুরাজ! মহাবল পরাক্রান্ত বিকর্ণ ও চিত্রসেন প্রভৃতি আপনার যে যে মহারথ পুত্রেরা ভীমের দৃষ্টিপথে নিপতিত হইয়াছিলেন, সকলেই শমন সদনে গমন

করিয়াছেন। আপনার নিমিত্তই আমারে মহাবীর ভীমসেন ও কর্ণের শরে সহস্র সহস্র সৈন্যগণকে নিপাতিত অবলোকন করিতে হইল।

অষ্টত্রিংশদধিক শততম অধ্যায়।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে সঞ্জয়! বোধ করি এক্ষণে আমারই সেই মহতী দুর্নীতির পরিণাম সমুপস্থিত হইয়াছে। আমি পূর্ব্বে যাহা হইয়াছে তাহার নিমিত্ত চিন্তা করা নিতান্ত অনাবশ্যক, এই মনে করিয়া বিগত বিষয়ে উপেক্ষা প্রদর্শন করিতাম; কিন্তু এক্ষণে তাহার প্রতিবিধানের নিমিত্ত নিতান্ত ব্যগ্র হইয়াছি। যাহা হউক এক্ষণে আমি ধৈর্য্যাবলম্বন করিয়াছি; তুমি আমার দুর্নীতি নিবন্ধন যে মহান্ বীরক্ষয় সমুপস্থিত হইয়াছে, তদ্বৃত্তান্ত বর্ণন কর।

সঞ্জয় কহিলেন, হে মহারাজ! অনন্তর মহাবল পরাক্রান্ত কর্ণ ও ভীম উভয়ে বারিধারাবর্ষী মেঘের ন্যায় শরধারা বর্ষণ করিতে লাগিলেন। ভীম-নামাঙ্কিত স্বর্ণপুঙ্খ শাণিত শর সমুদায় কর্ণের জীবন ভেদ করিয়াই যেন তাঁহার শরীর মধ্যে প্রবেশ করিল। কর্ণ নির্ম্মুক্ত ময়ূরপুচ্ছ লাঞ্ছিত অসংখ্য শরও বৃকোদরকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল। ঐ মহাবীর দ্বয়ের শর সমুদায় চতুর্দ্দিকে নিপতিত হওয়াতে কৌরব পক্ষীয় সৈন্যগণ সংক্ষুব্ধ সমুদ্রের ন্যায় ছিন্ন ভিন্ন হইয়া পড়িল। মহাবীর ভীমসেন স্বীয় শরাসন নির্ম্মুক্ত আশীবিষ সদৃশ ভীষণ শরনিকরে কৌরব সৈন্য সমুদায়কে বিনাশ করিতে লাগিলেন। বায়ুভগ্ন বনস্পতি সমুদায়ের ন্যায় তীক্ষ্ণ শর নিপাতিত অসংখ্য হস্তী, অশ্ব ও মনুষ্যগণে সমরভূমি সমাকীর্ণ হইল।

সহস্র সহস্র কৌরব সৈন্যগণ ভীমের শরে গাঢ় বিদ্ধ হইয়া, একি আশ্চর্য্য ব্যাপার ! এই বলিতে বলিতে সকলে পলায়ন করিতে লাগিল। মহাবীর কর্ণও ঐ সময় বিমোহিত প্রায় হইয়া কৌরব পক্ষীয় অসংখ্য সৈন্য সংহার করিলেন। হতাবশিষ্ট সিন্ধু, সৌবীর ও কৌরব সৈন্য সমুদায় মহাবীর কর্ণ ও ভীমসেনের শরে উৎসারিত ও অশ্ব গজবিহীন হইয়া তাঁহাদিগকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক চতুর্দ্দিকে পলায়নে প্রবৃত্ত হইল এবং কহিতে লাগিল, নিশ্চয়ই বোধ হইতেছে, দেবতারা পাণ্ডবের নিমিত্ত আমাদিগকে মুগ্ধ করিতেছেন ; নতুবা কর্ণ ও ভীমসেনের শরে আমাদিগেরই বল ক্ষয় হইবে কেন ? হে মহারাজ ! আপনার সেই ভয়ার্ত্ত সেনা সমুদায় এই বলিতে বলিতে সেই বীর দ্বয়ের শর নিপাতের পথ পরিত্যাগ পূর্ব্বক দূরে গমন করিয়া সমর দর্শনার্থ দণ্ডায়মান রহিল।

ঐ সময় অসংখ্য হস্তী, অশ্ব ও মনুষ্যগণের রুধিরে সমরাঙ্গনে শূরগণের হর্ষ বর্দ্ধন ও ভীরুগণের ত্রাস জনক এক ভীষণ রুধিরনদী প্রবাহিত হইল। নিহত অসংখ্য মনুষ্য, হস্তী, অশ্ব ও তাহাদিগের অলঙ্কার এবং রাশি রাশি অনুকর্ষ, পতাকা, রথভূষণ, চক্র, অক্ষ ও কূবরবিহীন রথ, গভীর নিস্বন স্বুবর্ণ চিত্রিত শরাসন, স্বুবর্ণপুঙ্খ বাণ, নির্ম্মোক মুক্ত পন্নগ সদৃশ প্রাস, তোমর, খড়্গ ও পরশু, স্বুবর্ণময় গদা, মুষল ও পট্টিশ এবং বিবিধাকার হীরক, শক্তি, পরিঘ ও বিচিত্র শতঘ্নীতে সমরাঙ্গন পরিব্যাপ্ত হইল। শরনিকর সংচ্ছিন্ন রাশি রাশি অঙ্গদ, হার, কুণ্ডল, মুকুট, বলয়, অঙ্গুলিবেষ্টন, চূড়ামণি ও উষ্ণীষ, স্বর্ণালঙ্কার, তনুত্রাণ, তলত্র, গ্রৈবেয়,

বস্ত্র, ছত্র, ব্যজন এবং অসংখ্য হস্তী, অশ্ব ও নরগণের কলেবর ইতস্তত নিপতিত থাকাতে সমর ভূমি গ্রহ সমুদায় সমাকীর্ণ আকাশমণ্ডলের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। সংগ্রাম দর্শনার্থ সমাগত সিদ্ধ ও চারণগণ সেই মহাবীর দ্বয়ের অচিন্তনীয় ও অমানুষিক কার্য্য দর্শনে সাতিশয় বিস্ময়াবিষ্ট হইলেন। হুতাশন যেমন বায়ুসহায় হইয়া কক্ষমধ্যে বিচরণ পূর্ব্বক উহা অনায়াসে দগ্ধ করে, তদ্রূপ মহাবীর ভীমসেন কর্ণ সমভিব্যাহারে সৈন্য মধ্যে বিচরণ পূর্ব্বক তাহাদিগকে বিনষ্ট করিতে লাগিলেন। গজদ্বয় যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া যেমন নলবন বিমর্দ্দন করে, তদ্রূপ মহাবীর কর্ণ ও ভীমসেন পরস্পর সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়া কৌরব পক্ষীয় অসংখ্য রথ, ধ্বজ, হস্তী, অশ্ব ও মনুষ্যদিগকে মর্দ্দিত করিলেন। হে মহারাজ! এই রূপে মহাবীর ভীম ও কর্ণ অসংখ্য সৈন্য বিমর্দ্দন করিতে লাগিলেন।

ঊনচত্বারিংশদধিক শততম অধ্যায়।

হে মহারাজ! অনন্তর কর্ণ তিন বাণে ভীমসেনকে বিদ্ধ করিয়া বহুবিধ বিচিত্র শর বর্ষণ করিতে লাগিলেন। মহাবীর ভীমসেন কর্ণের বাণে বিদ্ধ হইয়া ভিদ্যমান অচলের ন্যায় কিঞ্চিন্মাত্রও ব্যথিত হইলেন না। তিনি তৈলধৌত নিশিত কর্ণিদ্বারা কর্ণের কর্ণদেশ ভেদ পূর্ব্বক অম্বরস্খলিত সূর্য্যজ্যোতির ন্যায় তাঁহার সুচারু কুণ্ডল ভূতলে পাতিত করিলেন এবং অম্লান মুখে অন্য ভল্ল দ্বারা তাঁহার বক্ষঃস্থল বিদ্ধ করিয়া পুনরায় ললাটদেশে আশীবিষোপম দশ নারাচ প্রয়োগ করিলেন। সর্পগণ যেমন বল্মীক মধ্যে প্রবেশ করে, তদ্রূপ

ভীমনিক্ষিপ্ত নারাচ নিকর সূতপুত্রের ললাটে প্রবিষ্ট হইল। তিনি পূর্ব্বে মস্তকে নীলোৎপলময়ী মালা ধারণ করিয়া যে রূপ শোভা পাইতেন, এক্ষণে ললাট বিদ্ধ নারাচ দ্বারা তদ্রূপ শোভা পাইতে লাগিলেন। মহাবীর কর্ণ এই রূপে ভীমের শরে গাঢ়বিদ্ধ ও রুধিরাক্ত কলেবর হইয়া তৎক্ষণাৎ রথকূবর অবলম্বন পূর্ব্বক নয়নদ্বয় নিমীলিত করিয়া রহিলেন এবং অল্প কাল মধ্যে পুনরায় চৈতন্য লাভ পূর্ব্বক ক্রোধভরে মহাবেগে ভীমসেনের রথাভিমুখে ধাবমান হইয়া তাঁহার উপর গৃধ্রপক্ষ বিশিষ্ট শত বাণ পরিত্যাগ করিলেন।

তখন মহাবীর ভীমসেন কর্ণের বলবীর্য্যের বিষয় কিছু-মাত্র চিন্তা না করিয়া তাঁহারে অনাদর করত তাঁহার উপর উগ্র শরনিকর বর্ষণ করিতে লাগিলেন। কর্ণও রোষপরবশ হইয়া নয় শরে ভীমসেনের বক্ষঃস্থল বিদ্ধ করিলেন। এই রূপে সেই শার্দ্দূল সদৃশ পরাক্রান্ত মহাবীর দ্বয় প্রতিচিকীর্ষা পরতন্ত্র হইয়া বারিবর্ষী মেঘ দ্বয়ের ন্যায় বিবিধ শরজাল বর্ষণ ও তলশব্দ প্রয়োগ করত পরস্পরকে শঙ্কিত করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তখন মহাবাহু ভীমসেন ক্ষুরপ্র দ্বারা কর্ণের শরাসন ছেদন করিয়া সিংহনাদ করিতে লাগিলেন। মহারথ কর্ণ অবিলম্বে সেই ছিন্ন চাপ পরিত্যাগ করিয়া অন্য সুদৃঢ় শরাসন গ্রহণ করিলেন। তৎকালে কৌরব, সৌবীর ও সৈন্ধব সৈন্যগণকে নিহত, রাশি রাশি বর্ম্ম, ধ্বজ ও শস্ত্র দ্বারা পৃথিবী সমাচ্ছন্ন এবং চতুর্দ্দিকে হস্ত্যারোহী, অশ্বারোহী ও রথারোহিগণকে নিপতিত নিরীক্ষণ করিয়া তাঁহার সর্ব্বশরীর ক্রোধে প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল। তখন তিনি সেই শরাসন

বিস্ফারণ পূর্ব্বক সরোষ নয়নে ভীমসেনের প্রতি দৃষ্টিপাত করত অসংখ্য শর বর্ষণ করিয়া শরৎকালীন মধ্যাহ্নগত ময়ূখ-মালী দিনকরের ন্যায় দীপ্তি পাইতে লাগিলেন। তাঁহার ভীষণ কলেবর ভীমের শরনিকরে সমাচ্ছন্ন হইয়া কিরণাবৃত সূর্য্যের ন্যায় শোভা ধারণ করিল। তিনি যে কোন্ সময় শরসমূহ গ্রহণ, কখন সন্ধান, কখন আকর্ষণ ও কখনই বা বিসর্জ্জন করিলেন, তাহার কিছুই লক্ষিত হইল না। তিনি দুই হস্তে বাণ বর্ষণ করিতে আরম্ভ করিলে তাঁহার ভীষণ শরনিকর হুতাশন চক্রের ন্যায় মণ্ডলাকারে প্রকাশ পাইতে লাগিল। তাঁহার কার্ম্মুক নিক্ষিপ্ত সুবর্ণপুঙ্খ নিশিত অসংখ্য শরজাল আকাশমার্গে সমুত্থিত হইয়া সমুদায় দিক্ বিদিক্ ও সূর্য্য প্রভা সমাচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল এবং ক্রৌঞ্চ পক্ষীর ন্যায় শ্রেণীবদ্ধ হইয়া আকাশপথে বিচরণ করিতে আরম্ভ করিল। অধিরথনন্দন কর্ণ পুনরায় সুবর্ণ ভূষিত শিলাধৌত গৃধ্রপক্ষ যুক্ত বেগবান্ বাণ বর্ষণ করিতে লাগিলেন। সেই সুবর্ণ নির্ম্মিত শরজাল নিরন্তর ভীমসেনের রথে পতিত হইল। ঐ সমুদায় শর আকাশপথে গমন সময়ে শলভ সমূহের ন্যায় শোভা ধারণ করিল। তিনি এরূপ লঘুহস্তে শরনিকর নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন যে, ঐ শর সকল এক দীর্ঘ শরের ন্যায় বোধ হইতে লাগিল। জলধর যেমন বারিধারা বর্ষণ করিয়া ভূধরকে আচ্ছন্ন করে, তদ্রূপ মহাবীর কর্ণ ক্রুদ্ধ হইয়া সায়ক বর্ষণে ভীমসেনকে সমাচ্ছন্ন করিলেন।

হে মহারাজ! ঐ সময় আপনার পুত্ত্রগণ সৈন্য সামন্ত সমভিব্যাহারে বৃকোদরের বলবীর্য্য, পরাক্রম ও কার্য্য দর্শন

করিতে লাগিলেন। ঐ মহাবীর উদ্ধৃত সাগর সদৃশ ভীষণ শরজাল লক্ষ্য না করিয়া ক্রোধভরে কর্ণের প্রতি ধাবমান হইলেন। তাঁহার স্বুবর্ণপৃষ্ঠ মণ্ডলীকৃত ইন্দ্রায়ুধ সদৃশ শরাসন হইতে সুবর্ণপুঙ্খ শরজাল বিনির্গত হইয়া আকাশমণ্ডল সমাচ্ছন্ন করাতে বোধ হইল যেন, নভোমণ্ডলে কনকময়ী মালা লম্বমান রহিয়াছে।

তখন মহাবীর কর্ণের আকাশ বিষক্ত শরজাল ভীমসেনের শরে আহত হইয়া ধরাতলে নিপতিত হইতে লাগিল। ভীম-সেন ও কর্ণের কনকপুঙ্খ, সরলগামী, অগ্নিস্ফুলিঙ্গ সদৃশ শরজালে নভোমণ্ডল পরিব্যাপ্ত হইল। তখন প্রভাকরের প্রভা নাশ ও সমীরণের গতিরোধ হইয়া গেল এবং কোন পদার্থই নয়নগোচর হইল না। ঐ সময় সূতপুত্র কর্ণ মহাত্মা বৃকোদরের বলবীর্য্য অগ্রাহ্য করত তাঁহারে অসংখ্য শরে সমাচ্ছন্ন করিয়া সমধিক পরাক্রম প্রকাশ করিতে লাগিলেন। ভীমসেনও তাঁহার উপর সহস্র সহস্র শর নিক্ষেপ করিলেন। ঐ বীর দ্বয় বিসৃষ্ট শরনিকর সমীরণের ন্যায় পরস্পর সঙ্ঘ-ট্টিত হইতে লাগিল। সেই শরনিকরের সঙ্ঘর্ষণে নভোমণ্ডলে হুতাশন প্রাদুর্ভূত হইল। তখন মহাবীর কর্ণ ক্রোধাবিষ্ট হইয়া ভীমসেনকে সংহার করিবার নিমিত্ত কর্ম্মার পরিমার্জ্জিত নিশিত শরজাল নিক্ষেপ করিতে আরম্ভ করিলেন। মহাবীর ভীম সমধিক পরাক্রম প্রকাশ পূর্ব্বক শর দ্বারা অন্তরীক্ষে কর্ণ নিক্ষিপ্ত প্রত্যেক শর তিন তিন খণ্ডে ছেদন করিয়া তাঁহারে থাক্ থাক্ বলিয়া আস্ফালন করিতে লাগিলেন। পরে তিনি পুনর্ব্বার দহনোন্মুখ হুতাশনের ন্যায় রোষপ্রদীপ্ত

হইয়া সুতীক্ষ্ণ শরনিকর বর্ষণ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তখন সেই বীর দ্বয়ের গোধানির্ম্মিত অঙ্গুলিত্রের আঘাতে চট চটা শব্দ সমুত্থিত হইল। ভয়ঙ্কর তলশব্দ, সিংহনাদ, রথঘর্ঘর রব ও জ্যাশব্দে সমরভূমি পরিপূর্ণ হইয়া গেল। অন্যান্য যোদ্ধারা পরস্পর বধাভিলাষী কর্ণ ও ভীমের পরাক্রম দর্শন মানসে সংগ্রামে বিরত হইলেন। দেবর্ষি, সিদ্ধ ও গন্ধর্ব্বগণ তাঁহাদিগকে সাধুবাদ প্রদান করিতে লাগিলেন। বিদ্যাধরগণ তাঁহাদের উপর পুষ্পবৃষ্টি করিতে আরম্ভ করিলেন। অনন্তর মহাবীর ভীমসেন ক্রোধাবিষ্ট হইয়া অস্ত্র প্রয়োগ পূর্ব্বক কর্ণের অস্ত্র সমুদায় নিবারণ করিয়া তাঁহারে শরনিকরে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। মহাবল পরাক্রান্ত কর্ণও ভীমের শরজাল নিবারণ করিয়া তাঁহার প্রতি আশীবিষ সদৃশ নয় নারাচ নিক্ষেপ করিলেন। ভীমসেন নয় বাণে নভোমণ্ডলে সেই নয় নারাচ ছেদন পূর্ব্বক কর্ণকে থাক্ থাক্ বলিয়া আস্ফালন করিতে লাগিলেন এবং তৎপরে ক্রোধভরে তাঁহারে লক্ষ্য করিয়া যমদণ্ড সদৃশ এক ভীষণ শর নিক্ষেপ করিলেন। প্রবল প্রতাপ কর্ণ সেই ভীমবিসৃষ্ট শর উপস্থিত না হইতে হইতেই হাস্যমুখে তিন শরে ছেদন করিয়া ফেলিলেন। তখন মহাবীর বৃকোদর পুনর্ব্বার ভয়ঙ্কর শরনিকর বর্ষণ করিতে লাগিলেন। কর্ণও স্বীয় অস্ত্রবল প্রকাশ পূর্ব্বক নিতান্ত নির্ভীকের ন্যায় ঐ সমস্ত শর প্রতিগ্রহ করিলেন। পরে তিনি রোষাবিষ্ট হইয়া সন্নতপর্ব্ব শরজালে ভীমের তূণীর, ধনুর্জ্জ্যা এবং অশ্বগণের রশ্মি ও যোক্ত্র ছেদন করিয়া ফেলিলেন। তৎপরে তাঁহার অশ্বগণকে বিনাশ করিয়া সারথিরে পাঁচ শরে বিদ্ধ

করিলেন। ভীমসারথি কর্ণ শরে সমাহত হইয়া সত্বরে তথা হইতে মহাবীর যুধামন্যুর রথে গমন করিল।

তখন কালানল সন্নিভ মহাবীর কর্ণ রোষাবিষ্ট হইয়া হাস্যমুখে ভীমের ধ্বজ ও পতাকা ছেদন করিয়া ফেলিলেন। ভীমসেন তদ্দর্শনে ক্রোধে একান্ত অধীর হইয়া এক কনক সমলঙ্কৃত শক্তি গ্রহণ পূর্ব্বক বিঘূর্ণিত করিয়া কর্ণের রথের প্রতি নিক্ষেপ করিলেন। মিত্রার্থে সংগ্রামে প্রবৃত্ত সূতনন্দন সেই মহোল্কা সদৃশ মহাশক্তি আগমন করিতে দেখিয়া দশ শরে খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিলেন। তখন মহাবীর বৃকোদর মৃত্যু ও জয়ের অন্যতর লাভ করিতে অভিলাষী হইয়া এক সুবর্ণ খচিত চর্ম্ম ও খড়্গ গ্রহণ করিলেন। কর্ণ হাস্যমুখে তৎক্ষণাৎ বহু সংখ্য শরে সেই চর্ম্ম ছেদন করিয়া ফেলিলেন। তখন ভীমসেন ক্রোধভরে সত্বরে কর্ণের রথাভিমুখে ভয়ঙ্কর অসি নিক্ষেপ করিলেন। ভীম নিক্ষিপ্ত অসি কর্ণের জ্যাসমবেত কার্ম্মুক ছেদন করিয়া অম্বরতল পরিভ্রষ্ট রোষাবিষ্ট ভুজঙ্গের ন্যায় ভূতলে নিপতিত হইল। তখন কর্ণ ভীমকে বিনাশ করিবার বাসনায় হাস্য করিয়া এক সুদৃঢ় জ্যাসম্পন্ন শত্রু বিনাশন শরাসন গ্রহণ করিয়া সুতীক্ষ্ণ রুক্মপুঙ্খ সহস্র সহস্র শর পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন।

মহাবীর ভীম এইরূপে কর্ণশরে নিতান্ত নিপীড়িত হইয়া তাঁহার অন্তঃকরণ একান্ত ব্যথিত করত অন্তরীক্ষে উত্থিত হইলেন। কর্ণ সেই বিজয়াভিলাষী ভীমের অসাধারণ কার্য্য অবলোকন পূর্ব্বক রথে লীন হইয়া তাঁহারে বঞ্চিত করিলেন। ভীম তাঁহারে রথমধ্যে লীন ও ব্যাকুলেন্দ্রিয় নিরীক্ষণ

করিয়া তাঁহার ধ্বজ গ্রহণ পূর্ব্বক ভূতলে অবস্থান করিতে লাগিলেন। কৌরব ও চারণগণ ভীমকে পতগরাজ গরুড় যেমন ভুজঙ্গ সংহার করিবার নিমিত্ত যত্নবান্ হয়, তদ্রূপ রথ হইতে কর্ণকে বিনাশ করিতে উদ্যত দেখিয়া তাঁহার ভূয়সী প্রশংসা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। এইরূপে ভীম আপনার রথ পরিত্যাগ করিয়া ক্ষত্রিয় ধর্ম্ম প্রতিপালন পূর্ব্বক যুদ্ধার্থে কর্ণ সন্নিধানে অবস্থান করিতে লাগিলেন। মহাবীর কর্ণও রোষভরে যুদ্ধার্থ সমুপস্থিত ভীমের সন্নিধানে আগমন করিলেন। তখন সেই মহাবল পরাক্রান্ত বীর দ্বয় সমবেত হইয়া পরস্পর স্পর্দ্ধা প্রকাশ পূর্ব্বক বর্ষাকালীন জলদ পটলের ন্যায় তর্জ্জন গর্জ্জন করিতে লাগিলেন। দেবাসুর সংগ্রামের ন্যায় তাঁহাদের ঘোরতর সংগ্রাম আরম্ভ হইল। তখন মহাবীর কর্ণ অস্ত্রবলে ভীমসেনকে শস্ত্রবিহীন করিয়া তাঁহার পশ্চাৎ ধাবমান্ হইলেন। ভীমসেন তদ্দর্শনে ভীত হইয়া অর্জ্জুন নিপাতিত পর্ব্বতোপম করিসৈন্য অবলোকন পূর্ব্বক, কর্ণ রথ লইয়া কদাচ তন্মধ্যে প্রবেশ করিতে সমর্থ হইবেন না, এই ভাবিয়া তাহার মধ্যে প্রবেশ করিলেন। তৎপরে রথদুর্গে প্রবিষ্ট হইয়া প্রাণ রক্ষা করিবার নিমিত্ত কর্ণকে আর প্রহার করিলেন না এবং আত্মরক্ষা করিবার বাসনায় হনুমান্ যেমন মহৌষধি সম্পন্ন গন্ধমাদন উত্তোলন করিয়াছিলেন, তদ্রূপ ধনঞ্জয় শরাহত এক হস্তী উত্তোলিত করিয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন। মহাবীর কর্ণ বিশিখ জালে সেই হস্তী ছিন্ন ভিন্ন করিয়া ফেলিলেন। ভীমসেন তদ্দর্শনে একান্ত ক্রোধাবিষ্ট হইয়া মাতঙ্গের ছিন্ন

অঙ্গ প্রত্যঙ্গ গ্রহণ পূর্ব্বক কর্ণের প্রতি নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। তিনি চক্র অশ্ব প্রভৃতি যে সমস্ত বস্তু রণস্থলে নিপতিত দেখিতে পাইলেন, তৎসমুদায়ই কর্ণের প্রতি নিক্ষেপ করিলেন! মহাবীর কর্ণ নিশিত শরনিকরে ভীম নিক্ষিপ্ত সেই সমস্ত বস্তু তৎক্ষণাৎ ছেদন করিয়া ফেলিলেন।

অনন্তর ভীম কর্ণকে সংহার করিবার বাসনায় বজ্রসার সুদারুণ মুষ্টি উদ্যত করিলেন ; কিন্তু তাঁহারে বিনাশ করিতে সমর্থ হইয়াও অর্জ্জুনের পূর্ব্ব প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিবার নিমিত্ত তৎকালে সূতপুত্রকে সংহার করিলেন না। তখন মহাবীর কর্ণ নিশিত শরজাল বিস্তার পূর্ব্বক ভীমকে নিতান্ত ব্যাকুল ও বারংবার মোহে অভিভূত করিতে লাগিলেন; কিন্তু তৎকালে আর্য্যা কুন্তীর বাক্য স্মরণ করিয়া সেই নিরস্ত্র ভীমসেনের প্রাণ সংহার করিলেন না। অনন্তর তিনি ধাবমান্ হইয়া ধনুষ্কোটি দ্বারা ভীমের অঙ্গ স্পর্শ করিলেন। ভীম তৎক্ষণাৎ কর্ণের কার্ম্মুক আচ্ছিন্ন করিয়া তাঁহার মস্তকে আঘাত করিতে লাগিলেন। তখন কর্ণ ক্রোধে আরক্ত লোচন হইয়া হাস্যমুখে কহিলেন, হে তুবরক! তুমি মূঢ়, উদর পরায়ণ, সংগ্রাম কাতর ও বালক। তুমি অস্ত্র বিদ্যা কিছুমাত্র অবগত নও রণস্থল তোমার উপযুক্ত স্থান নহে। যেস্থানে বহুবিধ ভক্ষ্য, ভোজ্য ও পানীয় আছে, তুমি সেই স্থানেরই যোগ্য। তুমি অরণ্য মধ্যে পুষ্প ও ফলমূল আহার করিয়া ব্রত ও নিয়ম প্রতিপালনে অভ্যস্ত ; যুদ্ধকরা তোমার কার্য্য নহে। মুনিব্রত ও যুদ্ধ পরস্পর অনেক ভিন্ন। হে বৃকোদর! তুমি বনবাস

নিরত ; অতএব রণ পরিত্যাগ পূর্ব্বক বনগমন করা তোমার বিধেয়। তুমি আহারের নিমিত্ত স্বীয় গৃহে সূদ, ভৃত্য ও দাসগণের প্রতি ক্রোধ প্রকাশ করিয়া তাড়না করিতে পার ; যুদ্ধে প্রবৃত্ত হওয়া তোমার সাধ্য নহে। তুমি মুনিজনের ন্যায় বনে গমন পূর্ব্বক ফল আহরণ কর। ফল মূলাহার ও অতিথিসৎকারই তোমার উপযুক্ত কার্য্য ; শস্ত্র গ্রহণ করা তোমার উচিত নহে। হে মহারাজ! সূতপুত্র ভীমসেনকে এই রূপ উপহাস করিয়া তিনি বাল্যাবস্থায় যে সকল অভিপ্রায় কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন, তাহাও তাঁহার কর্ণগোচর করিতে লাগিলেন এবং তৎপরে সেই রণক্লান্ত বৃকোদরকে ধনুষ্কোটি দ্বারা স্পর্শ করিয়া পুনরায় হাসিতে হাসিতে কহিলেন, ও হে ভীম! মাদৃশ ব্যক্তির সহিত যুদ্ধ করা তোমার বিধেয় নহে। আমার সদৃশ ব্যক্তির সহিত যুদ্ধ করিতে হইলে এই রূপ এবং অন্য রূপ অবস্থাও ঘটিয়া থাকে। অতএব যে স্থানে কৃষ্ণ ও অর্জ্জুন বিদ্যমান্ আছেন, তুমি সেই স্থানে গমন কর ; তাঁহারা তোমারে রক্ষা করিবেন। অথবা তুমি বালক, তোমার যুদ্ধে প্রয়োজন কি অবিলম্বে গৃহে গমন কর।

মহাবীর ভীমসেন কর্ণের সেই নিদারুণ বাক্য শ্রবণ করিয়া হাস্য করত সর্ব্বসমক্ষে তাঁহারে কহিলেন। হে মূঢ় কর্ণ! আমি তোমারে অনেকবার পরাজিত করিয়াছি। তবে কেন তুমি বৃথা আত্মশ্লাঘা করিতেছ। পূর্ব্বতন লোকেরা দেবরাজ ইন্দ্রেরও জয় পরাজয় অবলোকন করিয়াছেন। হে দুষ্কুলোদ্ভব! তুমি একবার আমার সহিত মল্লযুদ্ধে প্রবৃত্ত হও ; তাহা হইলে আজিই আমি সমস্ত রাজগণ সমক্ষে

মহাবল পরাক্রান্ত বৃহৎকায় কীচকের ন্যায় তোমারে সংহার করিব। তখন মতিমান্ কর্ণ ভীমের অভিসন্ধি বুঝিতে পারিয়া সমস্ত ধনুর্দ্ধর সমক্ষে মল্লযুদ্ধ হইতে বিরত হইলেন।

হে মহারাজ! এই রূপে মহাবীর কর্ণ ভীমসেনকে রথ-বিহীন করিয়া কৃষ্ণ ও অর্জ্জুনের সমক্ষে আত্মশ্লাঘা আরম্ভ করিলে কপিধ্বজ অর্জ্জুন কেশবের বাক্যানুসারে কর্ণের উপর শাণিত শরনিকর নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। পার্থবিসৃষ্ট, কনক সমলঙ্কৃত গাণ্ডীব বিনির্গত, ভুজঙ্গাকার শর সমুদায় ক্রৌঞ্চপর্ব্বতগামী হংসের ন্যায় কর্ণের শরীর মধ্যে প্রবেশ করিল। ভীম ইতিপূর্ব্বে মহাবীর কর্ণের শরাসন ছেদন করিয়াছিলেন, এক্ষণে তিনি অর্জ্জুন শরে দৃঢ়তর আহত হইয়া রথারোহণে সত্বরে ভীমের নিকট হইতে পলায়ন করিতে লাগিলেন। মহাবীর ভীমসেনও সাত্যকির রথে আরোহণ করিয়া সমরাঙ্গনে ভ্রাতা সব্যসাচীর অনুগমনে প্রবৃত্ত হইলেন। তখন মহাবীর ধনঞ্জয় অন্তকের ন্যায় ক্রোধারুণ লোচনে অতি সত্বরে কর্ণকে লক্ষ্য করিয়া নারাচ নিক্ষেপ করিলেন। গাণ্ডীব নির্ম্মুক্ত নারাচ ভুজগ লোলুপ গরুড়ের ন্যায় অন্তরীক্ষ হইতে কর্ণের উপর পতনোন্মুখ হইল। ঐ সময়ে মহারথ অশ্বত্থামা ধনঞ্জয় হস্ত হইতে কর্ণকে উদ্ধার করিবার বাসনায় শর দ্বারা আকাশ মার্গেই সেই নারাচ দ্বিখণ্ড করিয়া ফেলিলেন। মহাবীর অর্জ্জুন তদ্দর্শনে রোষ-পরবশ হইয়া চতুঃষষ্টি শরে দ্রোণপুত্রকে বিদ্ধ করিয়া তাঁহারে কহিলেন, হে অশ্বত্থামা! পলায়ন না করিয়া ক্ষণকাল রণস্থলে অবস্থান কর। শরনিপীড়িত অশ্বত্থামা অর্জ্জুনের বাক্য শ্রবণ

না করিয়া সত্বরে মত্তমাতঙ্গ সমাকীর্ণ রথসঙ্কুল সৈন্য মধ্যে প্রবেশ করিলেন। তখন মহাবল পরাক্রান্ত কৌন্তেয় গাণ্ডীব নির্ঘোষে অন্যান্য সুবর্ণপৃষ্ঠ কার্ম্মুকের নিস্বন তিরোহিত করিয়া পশ্চাৎ ভাগে অনতিদূরে প্রস্থিত অশ্বত্থামারে শর-নিকরে ত্রাসিত করত কঙ্কপত্রালঙ্কৃত নারাচ সমূহে নর, বারণ ও অশ্বগণের দেহ বিদারণ পূর্ব্বক সমস্ত সৈন্য বিনাশ করিতে লাগিলেন।

চত্বারিংশদধিক শততম অধ্যায়।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে সঞ্জয়! প্রতিদিনই আমার প্রদীপ্ত যশ ক্ষীণ এবং বহুসংখ্য যোদ্ধা বিপক্ষ শরে নিহত হইতেছে; অতএব বোধ হয়, দৈব আমাদিগের পক্ষে নিতান্ত প্রতিকূল। মহাবীর ধনঞ্জয় অশ্বত্থামা ও কর্ণ কর্ত্তৃক সুরক্ষিত, সুরগণেরও অপ্রবেশ্য কৌরবসৈন্য মধ্যে রোষভরে প্রবেশ করিয়াছে। প্রভূতবলশালী কৃষ্ণ, ভীম ও শিনিপ্রবীর সাত্যকির সহিত মিলিত হওয়াতে তাহার পরাক্রম পরিবর্দ্ধিত হইয়াছে। হে সঞ্জয়! ঐ বৃত্তান্ত শ্রবণাবধি অগ্নি যেমন তৃণ দগ্ধ করে, তদ্রূপ শোকানল আমারে নিরন্তর দগ্ধ করিতেছে। আমি জয়দ্রথ প্রভৃতি মহীপালগণকে যেন কালগ্রাসে নিপতিত বোধ করি-তেছি। হে সঞ্জয়! সিন্ধুরাজ জয়দ্রথ ধনঞ্জয়ের অনিষ্টাচরণ করিয়া এক্ষণে তাহার নেত্রগোচর হইয়া কি রূপে প্রাণ রক্ষায় সমর্থ হইবেন। আমার বোধ হইতেছে যেন, সিন্ধুরাজ কলে-বর পরিত্যাগ করিয়াছেন। যাহা হউক, এক্ষণে সংগ্রাম বৃত্তান্ত কীর্ত্তন কর। যে মহাবীর ধনঞ্জয়ের সাহায্যার্থ নলিনীদল প্রমাথী মত্ত মাতঙ্গের ন্যায় বারংবার কৌরব সৈন্য সকল

সংক্ষোভিত করিয়া ক্রোধভরে তন্মধ্যে প্রবেশ করিয়াছেন, সেই বৃষ্ণিবংশাবতংস সাত্যকি কিরূপে সংগ্রাম করিলেন।

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ ! অনন্তর মহারথ সাত্যকি কর্ণশরে নিতান্ত নিপীড়িত পুরুষ প্রবীর বৃকোদরকে গমন করিতে দেখিয়া রথারোহণে তাঁহার অনুগমন করিতে লাগিলেন এবং বর্ষাকালীন জলদজালের ন্যায় গভীর গর্জ্জন পূর্ব্বক ক্রোধে শরৎকালীন দিবাকরের ন্যায় প্রদীপ্ত হইয়া কৌরব পক্ষীয় সেনাগণকে বিকম্পিত করত শত্রু সংহারে প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি যখন রজতের ন্যায় ধবল বর্ণ অশ্ব সমুদায় সঞ্চালন পূর্ব্বক গমন করিতে লাগিলেন, তৎকালে কৌরব পক্ষীয় কোন বীরই তাঁহারে নিবারণ করিতে সমর্থ হইলেন না। অনন্তর অমর্ষ পূর্ণ, সমরে অপরাঙ্মুখ, শরাসন ও সুবর্ণ বর্ম্মধারী মহারাজ অলম্বুষ সেই মাধবকুলতিলক সাত্যকির সমীপে সমুপস্থিত হইয়া তাঁহারে নিবারণ করিতে লাগিলেন। তখন সেই বীর দ্বয়ের অভূতপূর্ব্ব ঘোরতর যুদ্ধ আরম্ভ হইল। উভয় পক্ষীয় যোদ্ধারা তাঁহাদিগকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। অলম্বুষ সাত্যকিরে লক্ষ্য করিয়া দশ শর পরিত্যাগ করিলে তিনি তৎসমুদায় উপস্থিত না হইতে হইতেই শরনিকরে ছেদন করিয়া ফেলিলেন। তখন মহারাজ অলম্বুষ শরাসন আকর্ণ আকর্ষণ করিয়া পুনরায় অগ্নিকল্প সুতীক্ষ্ণ সুপুঙ্খ তিন শর প্রয়োগ করিলেন। ঐ শরত্রয় সাত্যকির বর্ম্ম ভেদ করিয়া শরীর মধ্যে প্রবিষ্ট হইল। এই রূপে অলম্বুষ অগ্নি ও অনিল সদৃশ প্রভাব সম্পন্ন অতিভাস্বর শরত্রয়ে সাত্যকির দেহ ভেদ করিয়া

চারি বাণে তৎক্ষণাৎ তাঁহার ধবলকায় চারি অশ্বকে বিদ্ধ করিলেন।

অনন্তর চক্রধর সদৃশ প্রভাবশালী সাত্যকি মহাবেগ সম্পন্ন চারি শরে অলম্বুষের অশ্বগণকে বিনাশ করিলেন। পরে কালানল সন্নিভ ভল্ল দ্বারা অলম্বুষের সারথির কণ্ঠ ছেদন করিয়া তাঁহার কুণ্ডলালঙ্কৃত পূর্ণশশি প্রকাশ বদনমণ্ডল কলেবর হইতে পৃথক্ করিয়া ফেলিলেন। হে মহারাজ! এইরূপে যদুকুল তিলক সাত্যকি মহারাজ অলম্বুষকে বিনাশ করিয়া কৌরব সৈন্যগণকে নিবারণ পূর্ব্বক অর্জ্জুন সন্নিধানে গমন করিতে লাগিলেন। তাঁহার গোতুগ্ধ, কুন্দ, ইন্দু ও হিমসবর্ণ স্বুবর্ণ জালজড়িত, সিন্ধুদেশীয় অশ্বগণ তাঁহার অভিলাষানুসারে তাঁহারে ইতস্তত বহন করিতে লাগিল। তখন আপনার আত্মজগণ ও যোধ সকল যোদ্ধা প্রধান দুঃশাসনকে সম্মুখীন করিয়া সাত্যকির অভিমুখে ধাবমান্ হইলেন এবং সৈন্যগণের সহিত সাত্যকিরে পরিবেষ্টন পূর্ব্বক তাঁহার উপর শরাঘাত করিতে লাগিলেন। মহাবীর সাত্যকিও অগ্নিকল্প শরনিকরে তাঁহাদিগকে নিবারণ করিয়া সত্বরে দুঃশাসনের অশ্বগণকে বিনাশ করিলেন। ঐ সময় মহাবীর অর্জ্জুন ও বাসুদেব মহাবীর সাত্যকিরে নিরীক্ষণ করিয়া সাতিশয় হর্ষ প্রাপ্ত হইলেন।

এক চত্বারিংশদধিক শততম অধ্যায়।

হে মহারাজ! তখন সুবর্ণধ্বজ সম্পন্ন ত্রিগর্ত্ত দেশীয় মহারথগণ সেই শিনিবংশাবতংস সাত্যকিরে ধনঞ্জয়ের জয়াভিলাষে দুঃশাসনের রথাভিমুখে সমুদ্যত ও অসীম কৌরব সৈন্য মধ্যে প্রবিষ্ট দেখিয়া ক্রোধাবিষ্ট চিত্তে চতুর্দ্দিক হইতে রথ

সমুদায় দ্বারা তাঁহারে পরিবৃত করিয়া নিবারণ করত শরজালে সমাচ্ছন্ন করিয়া ফেলিলেন। তখন সত্যবিক্রম সাত্যকি একাকী অসি, শক্তি ও গদা সঙ্কুল, তলনিস্বনপূর্ণ অপার জলধি সদৃশ সেই মহা সৈন্যমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া অনায়াসে ত্রিগর্ত্ত দেশীয় পঞ্চাশত রাজপুত্রকে পরাজিত করিলেন। মহারাজ! মহাবীর সাত্যকির এমনি অদ্ভুত ক্ষিপ্র গতি দেখিলাম যে, তাঁহারে পশ্চিম দিকে অবলোকন করিয়া পূর্ব্ব দিকে দৃষ্টিপাত করিবা মাত্র পুনরায় তিনি নয়নপথে নিপতিত হইলেন। এইরূপে সেই মহাবীর সাত্যকি একাকী শত রথীর ন্যায় মুহূর্ত্তকাল-মধ্যে নৃত্য করতই যেন সমস্ত দিগ্বিদিক্ বিচরণ করিতে লাগিলেন। ত্রিগর্ত্ত সেনারা সিংহ বিক্রান্ত সাত্যকির দ্রুত-গতি দর্শনে সন্তপ্ত হইয়া স্বজন সমীপে প্রস্থান করিল। তখন শূরসেন দেশীয় প্রধানতম বীরগণ অঙ্কুশ দ্বারা যেমন মত্ত-মাতঙ্গকে নিবারণ করে, তদ্রূপ সাত্যকিরে শর নিপীড়িত করিয়া নিবারণ করিতে লাগিলেন। অচিন্ত্য বিক্রম সাত্যকি মুহূর্ত্তকাল তাঁহাদিগের সহিত সংগ্রাম করিয়া দুরতিক্রমণীয় কলিঙ্গ দেশীয়দিগের সহিত যুদ্ধ করিতে আরম্ভ করিলেন এবং অবিলম্বে তাহাদিগকে অতিক্রম করিয়া মহাবাহু ধনঞ্জয়কে প্রাপ্ত হইলেন। সন্তরণ ক্লান্ত ব্যক্তি স্থলভাগ প্রাপ্ত হইলে যেরূপ আহ্লাদিত হয়, যুযুধান পুরুষশ্রেষ্ঠ অর্জ্জুনকে অব-লোকন করিয়া তদ্রূপ আহ্লাদিত হইতে লাগিলেন।

মহাত্মা কেশব সাত্যকিরে আগমন করিতে সন্দর্শন করিয়া অর্জ্জুনকে কহিলেন, পার্থ! ঐ তোমার পদানুসারী শৈনেয় আগমন করিতেছে। ঐ মহাবীর তোমার শিষ্য এবং

প্রাণাধিক প্রিয় সখা। ঐ পুরুষর্ষভ সমস্ত যোদ্ধৃগণকে তৃণ তুল্য বোধ করিয়া পরাজয় করিয়াছেন। উনি কৌরব পক্ষীয় যোদ্ধৃগণের প্রতি ঘোরতর উপদ্রব করিয়াছেন, উহাঁর শর প্রভাবে দ্রোণাচার্য্য ও কৃতবর্ম্মা পরাজিত হইয়াছেন। ঐ মহাবীর অস্ত্রে সুশিক্ষিত ও সর্ব্বদা ধর্ম্মরাজের হিতসাধনে নিরত। উনি সৈন্যমধ্যে বহুতর যোধগণকে নিপাত করিয়া অতি দুষ্কর কার্য্যের অনুষ্ঠান এবং একাকী বাহুবল অবলম্বন পূর্ব্বক সৈন্য সমুদায় ভেদ করিয়া দ্রোণাচার্য্য প্রভৃতি বহুতর মহারথদিগের সহিত যুদ্ধ করিয়াছেন। কৌরব দলে উহাঁর সদৃশ যোদ্ধা কেহই নাই। সিংহ যেমন গোযূথ হইতে অনায়াসে বহির্গত হয়, তদ্রূপ ঐ মহাবীর অসংখ্য কুরুসৈন্য বিনাশ করিয়া তন্মধ্য হইতে বহির্গত হইয়াছেন। ইহাঁর প্রভাবেই অসংখ্য নরপতিদিগের পঙ্কজ সদৃশ বদনমণ্ডলে বসুধা সমাকীর্ণ হইয়াছে। উনি জলসন্ধকে বিনষ্ট, দুর্য্যোধন ও তাঁহার ভ্রাতৃগণকে পরাজিত এবং কৌরবগণকে সংহার পূর্ব্বক শোণিত নদী প্রবাহিত করিয়া এক্ষণে তোমার নিকট আগমন করিতেছেন।

মহাবীর অর্জ্জুন কৃষ্ণের বাক্য শ্রবণে বিমনায়মান হইয়া তাঁহারে কহিলেন, হে মহাবাহো! সাত্যকির আগমনে আমার কিছুমাত্র প্রীতি হইতেছে না। ধর্ম্মরাজ সাত্যকি বিহীন হইয়া জীবিত আছেন কি না সন্দেহ। যুযুধানের উপর ধর্ম্মরাজের রক্ষার ভার অর্পিত হইয়াছিল; তবে উনি কিরূপে আমার নিকট আগমন করিতেছেন; অতএব বোধ হয় ধর্ম্মরাজ দ্রোণকর্ত্তৃক নিগৃহীত হইলেন এবং জয়দ্রথ বধেরও

বিলক্ষণ ব্যাঘাত উপস্থিত হইল। হে কেশব! ঐ দেখ, ভূরিশ্রবা যুদ্ধার্থ সাত্যকির প্রতি ধাবমান্ হইয়াছে। আমি এক জয়দ্রথের নিমিত্ত গুরুতর ভারে আক্রান্ত হইলাম। এখন ধর্ম্মরাজের তত্ত্বাবধারণ ও সাত্যকিরে রক্ষা করা আমার অবশ্য কর্ত্তব্য। এ দিকে দিবাকর প্রায় অস্তাচল শিখরে আরোহণ করিতেছেন, জয়দ্রথকেও শীঘ্র বিনাশ করিতে হইবে। হে মাধব! সম্প্রতি মহাবাহু সাত্যকির শর সকল প্রায় নিঃশেষিত হইয়া গিয়াছে। তিনি স্বয়ং অতিশয় শ্রান্ত হইয়াছেন এবং তাঁহার অশ্বগণ ও সারথি অতিশয় ক্লান্ত হইয়াছে; কিন্তু সহায় সম্পন্ন ভূরিশ্রবা এখনও শ্রান্ত হয় নাই। সাত্যকি কি উহার সহিত সংগ্রামে জয় লাভ করিতে পারিবেন? মহাতেজস্বী সত্যবিক্রম যুযুধান কি সমুদ্র পার হইয়া গোষ্পদে অবসন্ন হইবেন? হে কেশব! ধর্ম্মরাজের এ কি বুদ্ধি বিপর্য্যয় দেখিতেছি! তিনি দ্রোণাচার্য্যের ভয়ে শঙ্কিত না হইয়া সাত্যকিরে আমার নিকট প্রেরণ করিয়াছেন। দ্রোণাচার্য্য আমিষ গ্রহণার্থী শ্যেন পক্ষীর ন্যায় সতত ধর্ম্ম-রাজের গ্রহণে অভিলাষ করিয়া থাকেন; অতএব তাঁহার কুশল বিষয়ে আমার অত্যন্ত সন্দেহ জন্মিতেছে।

দ্বি চত্বারিংশদধিক শততম অধ্যায়।

হে মহারাজ! অনন্তর মহাবীর ভূরিশ্রবা যুদ্ধদুর্ম্মদ সাত্যকিরে আগমন করিতে দেখিয়া ক্রোধভরে সহসা তাঁহার সন্নিধানে গমন পূর্ব্বক কহিলেন, হে শৈনেয়! আজি ভাগ্যক্রমে তুমি আমার নেত্রগোচর হইয়াছ। আমি এক্ষণে রণস্থলে চিরসঞ্চিত মনোরথ পূর্ণ করিব, সন্দেহ নাই। যদি তুমি সমরে

পরাঙ্মুখ না হও, তাহা হইলে প্রাণসত্ত্বে কদাচ আমার হস্ত হইতে মুক্তিলাভ করিতে সমর্থ হইবে না। তুমি সতত শৌর্য্যাভিমান করিয়া থাক। আজি আমি তোমার প্রাণ সংহার করিয়া কুরুরাজ দুর্য্যোধনকে আনন্দিত করিব। আজি মহাবীর কৃষ্ণ ও অর্জ্জুন সমবেত হইয়া তোমারে আমার শরানলে দগ্ধ ও ভূতলে নিপতিত নিরীক্ষণ করিবেন। তুমি যাঁহার আদেশানুসারে সমর সাগরে প্রবেশ করিয়াছ; সেই ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির আজি তোমারে আমার শরজালে বিনষ্ট শ্রবণ করিয়া অতিশয় লজ্জিত হইবেন। আজি তুমি নিহত ও রুধিরোক্ষিত কলেবর হইয়া রণস্থলে শয়ন করিলে মহাবীর অর্জ্জুন আমার বিক্রমের সম্যক্ পরিচয় লাভ করিবেন। হে শৈনেয়! তোমার সহিত সংগ্রামে সমাগম আমার চির প্রার্থনীয়। পূর্ব্বে দেবাসুর যুদ্ধে দানবরাজ বলির সহিত দেবরাজ ইন্দ্রের যেরূপ যুদ্ধ হইয়াছিল, তদ্রূপ আজি তোমার সহিত আমার ঘোরতর সংগ্রাম সমুপস্থিত হইলে তুমি আমার বলবীর্য্য ও পৌরুষ সম্যক্ অবগত হইবে। আজি তুমি রামানুজ লক্ষ্মণের শরে নিহত রাবণাত্মজ ইন্দ্রজিতের ন্যায় আমার শরনিকরে বিনষ্ট হইয়া যমরাজের রাজধানীতে গমন করিবে। আজি কৃষ্ণ, অর্জ্জুন ও যুধিষ্ঠির তোমার বিলাপ দর্শনে উৎসাহ শূন্য হইয়া নিশ্চয়ই যুদ্ধ পরিত্যাগ করিবেন। আজি আমি তোমারে নিশিত সায়কে সংহার করিয়া তোমার শর নিহত বীরবর্গের রমণীগণকে আনন্দিত করিব। হে মাধব! তুমি সিংহের নয়ন পথে নিপতিত ক্ষুদ্র মৃগের ন্যায় আমার নেত্রগোচর হইয়াছ; আর তোমার নিস্তার নাই।

হে মহারাজ! মহাবীর সাত্যকি ভূরিশ্রবার এই সমস্ত বাক্য শ্রবণ করিয়া হাস্য মুখে কহিলেন, হে কৌরবেয়! আমি যুদ্ধে ভীত নহি। কেবল বাক্য দ্বারা আমারে ভয় প্রদর্শন করা কাহারও সাধ্যায়ত্ত নহে। হে কৌরব! যে আমারে অস্ত্র শূন্য করিবে, সেই আমারে সংহার করিতে পারিবে এবং যে আমারে বিনাশ করিবে, সে চিরকাল অপ্রতিহতগতি হইয়া অবস্থান করিতে সমর্থ হইবে। যাহা হউক, এক্ষণে বৃথা বাগ্‌জাল বিস্তার করিবার প্রয়োজন কি; তুমি যাহা কহিলে, তাহা কার্য্যে পরিণত কর। তোমার এই আস্ফালন শরৎকালীন মেঘ গর্জ্জনের ন্যায় নিতান্ত নিষ্ফল; উহা শ্রবণ করিয়া আমি হাস্য সম্বরণে অসমর্থ হইতেছি। এক্ষণে আমাদিগের চির প্রার্থিত যুদ্ধ উপস্থিত হউক। তোমার সহিত সংগ্রাম করিবার নিমিত্ত আমার মন অতিশয় ব্যগ্র হইতেছে। হে নরাধম! আজি আমি তোমারে বিনাশ না করিয়া কদাচ প্রতিনিবৃত্ত হইব না।

হে মহারাজ! এই রূপে সেই মহাতেজস্বী স্পর্দ্ধাশীল বীর দ্বয় পরস্পারের প্রতি কটূক্তি প্রয়োগ পূর্ব্বক করিণী গ্রহণার্থ রোষাবিষ্ট মদোৎকট মাতঙ্গ যুগলের ন্যায় ক্রুদ্ধমনে পরস্পর জিঘাংসা পরবশ হইয়া প্রহারে প্রবৃত্ত হইলেন মেঘ যেমন জলধারা বর্ষণ করে, তদ্রূপ অনবরত শরজাল বর্ষণ করিতে লাগিলেন। তখন মহাবীর ভূরিশ্রবা সাত্যকিরে বিনাশ করিবার নিমিত্ত তাঁহারে শরনিকরে সমাচ্ছন্ন করত দশ শরে বিদ্ধ করিয়া পুনরায় অনবরত শরজাল বিস্তার করিতে আরম্ভ করিলেন। মহাবীর সাত্যকি শর বর্ষণ পূর্ব্বক

সেই সমস্ত সুতীক্ষ্ণ সায়ক উপস্থিত না হইতে হইতেই অন্তরীক্ষে খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিলেন। এই রূপে সেই বীর দ্বয় পরস্পরের প্রতি অনবরত শর বর্ষণ করিতে লাগিলেন। যেমন শার্দ্দূল দ্বয় নখ দ্বারা ও কুঞ্জর দ্বয় দন্ত দ্বারা পরস্পরকে প্রহার করিয়া থাকে, তদ্রূপ তাঁহারাও রথ শক্তি ও বিশিখ জাল দ্বারা পরস্পরকে প্রহার করিতে আরম্ভ করিলেন। তখন তাঁহাদের কলেবর ছিন্ন ভিন্ন ও গাত্র হইতে অনবরত রুধির ধারা প্রবাহিত হইতে লাগিল। এই রূপে তাঁহারা পরস্পরের প্রাণ সংহারে প্রবৃত্ত হইয়া পরস্পরকে স্তম্ভিত করিলেন।

অনন্তর সেই ব্রহ্মালোক পুরস্কৃত বীর যুগল মৃত্যুর পর দেবলোকে গমন করিবার বাসনায় যূথপতি মাতঙ্গ দ্বয়ের ন্যায় যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া পরস্পরের প্রতি তর্জ্জন গর্জ্জন করত প্রহৃষ্ট ধার্ত্তরাষ্ট্রগণ সমক্ষে অনবরত শরবৃষ্টি করিতে লাগিলেন। সমরদর্শী মনুষ্যেরা করিণী গ্রহণার্থ যুদ্ধে প্রবৃত্ত যূথপতি কুঞ্জর যুগলের ন্যায় তাঁহাদের সেই ঘোরতর যুদ্ধ অবলোকন করিতে লাগিল। তখন সেই মহাবীর দ্বয় পরস্পরের অশ্ব বিনষ্ট ও কার্ম্মুক ছেদন করিয়া রথ পরিত্যাগ পূর্ব্বক অসি যুদ্ধ করিবার নিমিত্ত একত্র সমবেত হইলেন এবং অতি বৃহৎ বিচিত্র ঋষভ চর্ম্ম নির্ম্মিত চর্ম্ম গ্রহণ ও কোষ হইতে অসি নিষ্কাশন করিয়া রণ স্থলে সঞ্চরণ করিতে লাগিলেন। তৎপরে সেই বিচিত্র বর্ম্ম ও কনকাঙ্গদধারী বীর দ্বয় মণ্ডলাকারে ভ্রমণ এবং ভ্রান্ত, উদ্ভ্রান্ত, আবিদ্ধ, আপ্লুত, বিপ্লুত, সম্পাত ও সমুদীর্ণ প্রভৃতি বিবিধ গতি প্রদর্শন করিয়া

ক্রোধভরে পরস্পরকে অসি প্রহার করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তাঁহারা পরস্পরের ছিদ্রান্বেষী হইয়া আশ্চর্য্য বল্গন এবং শিক্ষালাঘব ও সৌষ্ঠব প্রদর্শন করিয়া পরস্পরকে আকর্ষণ করিতে লাগিলেন। এই রূপে সেই বীর দ্বয় সেনাগণ সমক্ষে পরস্পরকে কিয়ৎক্ষণ প্রহার করিয়া বিশ্রাম করিতে আরম্ভ করিলেন। অনন্তর সেই বিস্তীর্ণবক্ষা দীর্ঘভুজ-যুগল-সম্পন্ন, বাহুযুদ্ধকুশল বীর দ্বয় পরস্পরের অসি ও শতচন্দ্রক সমলঙ্কৃত চর্ম্ম ছেদন পূর্ব্বক বাহুযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন এবং লৌহময় অর্গল তুল্য বাহু যুগল দ্বারা পরস্পরের বাহু বেষ্টন করিয়া ভুজবন্ধন ও ভুজ মোক্ষণ প্রদর্শন করিতে লাগিলেন। অন্যান্য যোদ্ধারা তাঁহাদের শিক্ষাবল সন্দর্শনে পরম পরিতুষ্ট হইলেন। তখন সেই বাহুযুদ্ধে প্রবৃত্ত বীর দ্বয় বজ্রাহত পর্ব্বতের ন্যায় ঘোরতর শব্দ করিতে আরম্ভ করিলেন। তৎপরে যেমন মাতঙ্গ দ্বয় বিষাণাগ্র দ্বারা এবং বৃষভ দ্বয় শৃঙ্গ দ্বারা যুদ্ধ করে, তদ্রূপ তাঁহারা কখন ভুজবন্ধন, কখন মস্তকাঘাত, কখন চরণাকর্ষণ, কখন তোমর, অঙ্কুশ ও চাপ নিক্ষেপ, কখন পাদ বেষ্টন, কখন ভূতলে উদ্ভ্রমণ, কখন গত, প্রত্যাগত ও আক্ষেপ প্রদর্শন এবং কখন বা পাতন, উত্থান ও লম্ফ প্রদান করত ঘোরতর যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। এই রূপে তাঁহারা দ্বাত্রিংশৎ ক্রিয়া বিশেষ সম্পন্ন যুদ্ধ প্রদর্শন করিতে আরম্ভ করিলেন।

ঐ সময় মহাবীর সাত্যকির আয়ুধ সমুদায় অল্পমাত্রাবশিষ্ট হইলে বাসুদেব অর্জ্জুনকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, হে ধনঞ্জয়! ঐ দেখ, সর্ব্ব ধনুর্দ্ধরাগ্রগণ্য সাত্যকি রথশূন্য হইয়া

সংগ্রাম করিতেছেন। যুযুধান তোমার পশ্চাৎভাগে কৌরব সৈন্যগণকে ভেদ করিয়া তন্মধ্যে প্রবেশ পূর্ব্বক মহাবল পরাক্রান্ত যোদ্ধাদিগের সহিত ঘোরতর যুদ্ধ করিয়াছেন। এক্ষণে ভূরিদক্ষিণ ভূরিশ্রবা উহাঁরে একান্ত পরিশ্রান্ত হইয়া আগমন করিতে দেখিয়া যুদ্ধার্থ উহাঁর সম্মুখীন হইয়াছেন। ইহা কিছুতেই যুক্তি সঙ্গত বলিয়া বোধ হইতেছে না। ঐ সময় যুদ্ধদুর্ম্মদ ক্রোধাবিষ্ট ভূরিশ্রবা রথস্থ কৃষ্ণ ও অর্জ্জুনের সমক্ষে মত্তমাতঙ্গের ন্যায় সাত্যকিরে আঘাত করিলেন। মহাবাহু কৃষ্ণ তদ্দর্শনে অর্জ্জুনকে কহিলেন, হে ধনঞ্জয়! ঐ দেখ, বৃষ্ণিবংশাবতংস সাত্যকি অতি দুরূহ কার্য্য সম্পাদন পূর্ব্বক নিতান্ত পরিশ্রান্ত ও ভূরিশ্রবার বশবর্ত্তী হইয়া ভূতলে অবস্থান করিতেছেন। উনি তোমার শিষ্য; উহাঁরে রক্ষা করা তোমার অবশ্য কর্ত্তব্য। ঐ মহাবীর তোমার নিমিত্তই এই বিপদগ্রস্ত হইয়াছেন; অতএব উনি যাহাতে ভূরিশ্রবার বশবর্ত্তী না হন, শীঘ্র তাহার চেষ্টা কর। তখন ধনঞ্জয় হৃষ্টচিত্তে বাসুদেবকে কহিলেন, হে কৃষ্ণ! ঐ দেখ, বনমধ্যে মত্তমাতঙ্গের সহিত যূথপতি পশুরাজের যেরূপ ক্রীড়া হইয়া থাকে, তদ্রূপ বৃষ্ণিবীর সাত্যকির সহিত কুরুপুঙ্গব ভূরিশ্রবার ক্রীড়া হইতেছে।

হে ভরতকুলতিলক! মহাবীর ধনঞ্জয় এই রূপ কহিতেছেন, এমন সময় ভূরিশ্রবা আঘাত দ্বারা সাত্যকিরে ভূতলে পাতিত করিলেন। তদ্দর্শনে সৈন্য মধ্যে হাহাকার শব্দ সমুত্থিত হইল। তখন সিংহ যেমন কুঞ্জরকে আকর্ষণ করে, তদ্রূপ ভূরিশ্রবা সাত্যকিরে আকর্ষণ করিতে লাগিলেন এবং

কোষ হইতে খড়্গ নিষ্কাশন পূর্ব্বক যুযুধানের কেশাকর্ষণ ও বক্ষঃস্থলে পদাঘাত করিয়া তাঁহার কুণ্ডলালঙ্কৃত মস্তক ছেদন করিতে উদ্যত হইলেন। ঐ সময়ে মহাবীর সাত্যকি দণ্ড ঘট্টিত কুলালচক্রের ন্যায় কেশধারী ভূরিশ্রবার হস্তের সহিত মস্তক বিঘূর্ণন করিতে লাগিলেন। মহাত্মা বাসুদেব সাত্যকিরে তদবস্থ অবলোকন করিয়া পুনরায় অর্জ্জুনকে কহিলেন, হে মহাবাহো! ঐ দেখ, অন্ধকশ্রেষ্ঠ সাত্যকি ভূরিশ্রবার বশবর্ত্তী হইয়াছেন। উনি তোমার শিষ্য এবং ধনুর্ব্বিদ্যায় তোমা অপেক্ষা ন্যূন নহেন; কিন্তু আজি ভূরিশ্রবা উহাঁরে পরাভব করাতে উহাঁর সত্যবিক্রম নাম ব্যর্থ হইতেছে। মহাবাহু অর্জ্জুন কৃষ্ণের বাক্য শ্রবণ করিয়া মনে মনে ভূরিশ্রবারে ভূয়সী প্রশংসা করত কহিলেন, কুরুকুল কীর্ত্তিবর্দ্ধন ভূরিশ্রবা বৃষ্ণিপ্রবীর সাত্যকিরে বিনাশ না করিয়া মৃগেন্দ্র যেমন অরণ্য মধ্যে মহাগজকে আকর্ষণ করে, তদ্রূপ যে আকর্ষণ করিতেছেন, ইহাতে আমি যৎপরোনাস্তি আহ্লাদিত হইলাম। মহাবীর অর্জ্জুন মনে মনে ভূরিশ্রবার এই রূপপ্রশংসা করিয়া বাসুদেবকে কহিলেন, হে মাধব! আমি নিয়ত সিন্ধুরাজকেই নিরীক্ষণ করিতেছি, তন্নিমিত্ত ভূরিশ্রবা আমার দৃষ্টিপথে পতিত হন নাই; যাহা হউক, এক্ষণে আমি সাত্যকির রক্ষার্থ এই দুরূহ কার্য্য সম্পাদনে প্রবৃত্ত হইলাম। মহাবীর অর্জ্জুন বাসুদেবকে এই কথা বলিয়া গাণ্ডীব শরাসনে নিশিত ক্ষুরপ্র সংযোজন পূর্ব্বক নিক্ষেপ করিলেন। সেই অর্জ্জুনবিসৃষ্ট দারুণ ক্ষুরপ্র আকাশচ্যুত মহোল্কার ন্যায় ভূরিশ্রবার অঙ্গদ সুশোভিত খড়্গ সমবেত বাহু ছেদন করিয়া ফেলিলেন।

ত্রিচত্বারিংশদধিক শততম অধ্যায়।

হে মহারাজ! মহাবীর ভূরিশ্রবার সেই অঙ্গদ মণ্ডিত সখড়্গ ভুজদণ্ড অদৃশ্য অর্জ্জুনের শরে নিকৃত্ত হইয়া জীবলোকের দুঃসহ দুঃখ উৎপাদন পূর্ব্বক পঞ্চাস্য উরগের ন্যায় মহাবেগে ভূতলে নিপতিত হইল। তখন ভূরিশ্রবা আপনারে নিতান্ত অকর্ম্মণ্য স্থির করিয়া সাত্যকিরে পরিত্যাগ পূর্ব্বক ক্রোধভরে অর্জ্জুনকে তিরস্কার করত কহিলেন, হে কৌন্তেয়! আমি অনন্যমনে কার্য্যান্তরে ব্যাসক্ত ছিলাম, সেই অবস্থায় তুমি আমার বাহু ছেদ করিয়া নিতান্ত গর্হিত কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছ। ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির আমার বধবৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করিলে তুমি কি তাঁহারে কহিবে যে, আমি ভূরিশ্রবারে সাত্যকি বধ-রূপ কুৎসিত কার্য্যে প্রবৃত্ত দেখিয়া তাঁহারে সংহার করি-য়াছি। হে ধনঞ্জয়! তুমি যেপ্রকারে আমার উপর অস্ত্র নিক্ষেপ করিয়াছ, ঐরূপে অস্ত্র প্রয়োগ করিতে কি দেবরাজ ইন্দ্র বা ভগবান্ রুদ্র কিংবা মহাবীর দ্রোণ অথবা মহাত্মা কৃপাচার্য্য তোমারে উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন। তুমি অন্যান্য বীর অপেক্ষা অস্ত্রধর্ম্ম সমধিক অবগত আছ, তবে কি বুঝিয়া তোমার সহিত যুদ্ধে অপ্রবৃত্ত ব্যক্তিকে প্রহার করিলে। সাধু-লোকেরা প্রমত্ত, ভীত, রথশূন্য, প্রার্থনা পরতন্ত্র ও বিপদাপন্ন ব্যক্তিরে কদাচ প্রহার করেন না; কিন্তু তুমি এই নীচাচরিত নিতান্ত দুষ্কর পাপ কর্ম্মে কি রূপে প্রবৃত্ত হইলে। আর্য্য ব্যক্তি অনায়াসেই সৎকার্য্যের অনুষ্ঠান করিতে পারেন; কিন্তু অসৎ কার্য্য তাঁহার পক্ষে নিতান্ত দুষ্কর হইয়া উঠে। হে মহাত্মন্! মনুষ্য যেরূপ মনুষ্যের সহবাসে কালযাপন

করে, অবিলম্বে তাহারই স্বভাব প্রাপ্ত হয়, ইহা তোমাতেই সম্যক্ লক্ষিত হইতেছে। দেখ, তুমি রাজ বংশে বিশেষত কুরুকুলে জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছ ; তুমি অতি সুশীল ও ব্রত-পরায়ণ ; কিন্তু এক্ষণে ক্ষত্রিয় ধর্ম্মের বিরুদ্ধাচরণ পূর্ব্বক সাত্যকির নিমিত্ত যে অন্যায্য কার্য্যের অনুষ্ঠান করিলে, ইহা বোধ হইতেছে কৃষ্ণেরই অভিপ্রেত ; এ রূপ অভিপ্রায় তোমাতে কখনই সম্ভাবিত হইতে পারে না। হে পার্থ! বাসুদেবের সহিত যাহার সখ্য ভাব নাই, এমন কোন ব্যক্তিই অন্যের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত প্রমত্ত ব্যক্তিরে এইরূপ বিপদাপন্ন করিতে প্রবৃত্ত হন না। হে অর্জ্জুন! বৃষ্ণি ও অন্ধক বংশীয়গণ ব্রাত্য, ক্ষত্রিয় এবং স্বভাবতই নিন্দনীয় ; তাহারা ক্রোধান্ধ হইয়া কার্য্যানুষ্ঠান করে। তুমি কি রূপে তাহা-দিগের মতানুসারে কার্য্যানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হও।

হে মহারাজ! মহাবীর অর্জ্জুন ভূরিশ্রবা কর্ত্তৃক এই রূপ অভিহিত হইয়া কহিতে লাগিলেন, হে প্রভো! নিশ্চয়ই বোধ হইতেছে, মনুষ্য জরা জীর্ণ হইলে তাহার বুদ্ধিও জীর্ণ হইয়া যায়। এক্ষণে আমারে যে সকল কথা কহিলে তৎ-সমুদায় নিরর্থক। তুমি কৃষ্ণকে ও আমারে সম্যক্ জ্ঞাত হইয়াও আমাদিগের নিন্দাবাদে প্রবৃত্ত হইয়াছ। আমি সংগ্রাম ধর্ম্মজ্ঞ ও সর্ব্বশাস্ত্র বিশারদ হইয়া কি নিমিত্ত অধর্ম্মা-চরণ করিব। তুমি ইহা অবগত হইয়াও বিমোহিত হইতেছ। ক্ষত্রিয়গণ পিতা, ভ্রাতা, পুত্র, সম্বন্ধী ও অন্যান্য বন্ধু বান্ধব-গণে পরিবৃত হইয়া তাঁহাদেরই বাহুবল অবলম্বন পূর্ব্বক যুদ্ধ করিতেছেন। হে মহারাজ! রণস্থলে কেবল আত্মরক্ষা করা

রাজার কর্ত্তব্য নহে; যাহাদিগকে কার্য্য সাধনে নিযুক্ত করা হইয়াছে, অগ্রে তাহাদিগকে রক্ষা করা সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। সেই সকল ব্যক্তি রক্ষিত হইলে রাজা সুরক্ষিত হইয়া থাকেন। মহাবীর সাত্যকি আমাদিগেরই নিমিত্ত নিতান্ত দুষ্কর প্রাণ পরিত্যাগে কৃতসঙ্কল্প হইয়া ঘোরতর সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। তিনি আমার শিষ্য, সম্বন্ধী ও দক্ষিণ বাহু স্বরূপ; যদি তাঁহারে নিহন্যমান দেখিয়া উপেক্ষা করি, তাহা হইলে অবশ্যই আমারে পাপভাগী হইতে হইবে। আমি এই কারণে সাত্যকিরে রক্ষা করিয়াছি; অতএব তুমি কি নিমিত্ত আমার উপর বৃথা রোষাবিষ্ট হইতেছ। হে রাজন্! তুমি অন্যের সহিত যুদ্ধ করিতে ছিলে, সেই অবস্থায় আমি তোমার কর ছেদন করিয়াছি, এই নিমিত্ত তুমি আমারে নিন্দা করিতেছ; কিন্তু বিশেষ বিবেচনা করিয়া দেখ, আমি কদাচ নিন্দনীয় নহি। আমি হস্ত্যশ্ব রথ পদাতি সমাকুল, সিংহনাদ বহুল, অতি গভীর সৈন্য সাগর মধ্যে কখন কবচ কম্পন, কখন রথারোহণ, কখন ধনুর্জ্যা আকর্ষণ ও কখন বা শত্রুগণের সহিত ঘোরতর সংগ্রাম করিতেছিলাম। সেই ভীষণ সমর সাগরে এক মাত্র সাত্যকির সহিত এক ব্যক্তির যুদ্ধ কি রূপে সম্ভবপর হইতে পারে। এই মনে করিয়া তৎকালে আমার বুদ্ধি বিভ্রম জন্মিয়াছিল। হে মহাবীর! সমর পারদর্শী সাত্যকি একাকী অসংখ্য মহারথগণের সহিত সংগ্রাম করত তাঁহাদিগকে পরাজয় পূর্ব্বক শ্রান্ত, শ্রান্তবাহন, শস্ত্র নিপীড়িত ও নিতান্ত বিমনায়মান হইয়া তোমার বশবর্ত্তী হইয়াছিল। তুমি রূপে তাহারে পরাজয় করিয়া আপনার শৌর্য্যাধিক্য

প্রকাশ করিতে বাসনা করিলে। তুমি খড়্গ দ্বারা সাত্যকির শিরশ্ছেদন করিতে সমুদ্যত হইয়াছিলে, সুতরাং আমায় তাহারে রক্ষা করিতে হইল। কোন্ ব্যক্তি আত্মীয়কে তদ্রূপ বিপদগ্রস্ত দেখিয়া উপেক্ষা করিতে পারে? হে বীর! তুমি তোমার আশ্রিত ব্যক্তির সহিত কিরূপ ব্যবহার করিয়া থাক? যাহা হউক, তুমি আত্মরক্ষায় অমনোযোগী হইয়া পরপীড়নে সমুদ্যত হইয়াছিলে। অতএব এক্ষণে আপনার নিন্দা করাই তোমার কর্ত্তব্য।

হে মহারাজ! মহাযশস্বী যূপকেতু ভূরিশ্রবা অর্জ্জুন কর্ত্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া মহাবীর যুযুধানকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক প্রায়োপবেশনে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। তিনি ব্রহ্মলোক গমনাভিলাষে সব্য হস্তে শরশয্যা প্রস্তুত করিয়া ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠাত্রী দেবতাতে ইন্দ্রিয় গ্রাম সমর্পণ, সূর্য্যে দৃষ্টি সন্নিবেশ ও চন্দ্রে মন সমাধান পূর্ব্বক মহোপনিষদ্ ধ্যান করত যোগারূঢ় হইয়া মৌনব্রত অবলম্বন করিলেন। তখন সমুদায় সৈন্যগণই কৃষ্ণ ও ধনঞ্জয়কে নিন্দা এবং পুরুষর্ষভ ভূরিশ্রবারে প্রশংসা করিতে লাগিল। কৃষ্ণ ও অর্জ্জুন নিন্দাবাদ শ্রবণে কিছুমাত্র কটূক্তি প্রয়োগ করিলেন না। ভূরিশ্রবাও প্রশংসিত হইয়া অণুমাত্রও আহ্লাদিত হইলেন না। হে রাজন্! ঐ সময় মহাবীর ধনঞ্জয় আপনার পুত্রগণের ও ভূরিশ্রবার বাক্য সহ্য করিতে না পারিয়া অক্রুদ্ধমনে গর্ব্বিত বচনে ভূরিশ্রবারে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন, হে যূপকেতো! আমাদের পক্ষ যে কেহ আমার সম্মুখে উপস্থিত থাকিবে, তাহারে কেহই বিনাশ করিতে সমর্থ হইবেন না। আমি প্রাণপণে তাহারে রক্ষা করিব।

আমার এই মহাব্রতের বিষয় সমুদায় ক্ষত্রিয়গণই অবগত আছেন। অতএব ইহা বিচার করিয়া আমারে নিন্দা করা কর্ত্তব্য। যথার্থ ধর্ম্ম না জানিয়া অন্যকে নিন্দা করা কদাপি বিধেয় নহে। আমি যে, তোমারে প্রভূত অস্ত্র শস্ত্র সহকারে অস্ত্রহীন সাত্যকির প্রাণ সংহারে প্রবৃত্ত দেখিয়া তোমার বাহু ছেদন করিয়াছি, তাহা অধর্ম্ম সঙ্গত নহে; কিন্তু বল দেখি, রথ, বর্ম্ম ও শস্ত্রবিহীন বালক অভিমন্যুরে নিহত করা কি ধার্ম্মিক জনের প্রশংসনীয় কার্য্য হইয়াছে? হে মহারাজ! মহাবীর ভূরিশ্রবা অর্জ্জুন কর্ত্তৃক এই রূপ অভিহিত হইয়া মস্তক দ্বারা ভূমিস্পর্শ পূর্ব্বক ধনঞ্জয় ধর্ম্মপথ অবলম্বন করিয়াই তাঁহার বাহু ছেদন করিয়াছেন, ইহা জ্ঞাপন করিবার নিমিত্ত সব্য হস্ত দ্বারা স্বীয় দক্ষিণভুজ গ্রহণ ও তাঁহারে প্রদান করিয়া অধোমুখে তুষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করিয়া রহিলেন। তখন অর্জ্জুন ভূরিশ্রবারে কহিলেন, হে শলাগ্রজ! ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির, মহাবীর ভীমসেন, নকুল ও সহদেবে আমার যেরূপ প্রীতি, তোমাতেও সেই রূপ আছে। অতএব আমি মহাত্মা কেশবের আদেশানুসারে কহিতেছি যে, উশীনর তনয় শিবিরাজা যে পবিত্র স্থানে গমন করিয়াছেন, তুমিও সেই স্থানে গমন কর। তখন বাসুদেব কহিলেন, হে ভূরিশ্রবা! তুমি অসংখ্য অগ্নিহোত্র যাগের অনুষ্ঠান করিয়াছ; অতএব বিরিঞ্চি প্রভৃতি সুরগণ আমার যে সকল স্থান প্রার্থনা করেন, তুমি অবিলম্বে তথায় গমন পূর্ব্বক আমার সমান হইয়া গরুড় কর্ত্তৃক মস্তকে বাহিত হও।

সঞ্জয় কহিলেন, হে মহারাজ! অনন্তর মহাবীর সাত্যকি

ভূরিশ্রবার হস্তগ্রহ হইতে বিমুক্ত ও উত্থিত হইয়া অর্জ্জুন শরে ছিন্ন হস্ত, ছিন্ন শুণ্ড গজের ন্যায় উপবিষ্ট, নিরপরাধী মহাত্মা ভূরিশ্রবার মস্তক ছেদন করিবার বাসনায় খড়্গ গ্রহণ করিলেন। তখন সমস্ত সৈন্য উচ্চস্বরে তাঁহারে নিন্দা করিতে লাগিল। মহাত্মা কৃষ্ণ, অর্জ্জুন, ভীমসেন, উত্তমৌজা, যুধামন্যু, অশ্বত্থামা, কৃপাচার্য্য কর্ণ, বৃষসেন ও সিন্ধুরাজ বারংবার তাঁহারে নিষেধ করিলেন; কিন্তু মহাবীর যুযুধান কাহারও বাক্যে কর্ণপাত না করিয়া খড়্গাঘাতে সেই প্রায়োপবিষ্ট সংযমী ছিন্নবাহু ভূরিশ্রবার মস্তক ছেদন করিয়া ফেলিলেন। তিনি অর্জ্জুনাহত ভূরিশ্রবারে নিধন করিলেন বলিয়া কেহই তাঁহার প্রশংসা করিল না। তখন দেবতা, সিদ্ধ, চারণ ও মানবগণ দেবরাজ সদৃশ ভূরিশ্রবারে যুদ্ধে প্রায়োপবেশনানন্তর নিহত নিরীক্ষণ করিয়া বিস্ময়াবিষ্ট চিত্তে তাঁহারে ধন্যবাদ প্রদান করিলেন। সৈনিক পুরুষেরা কহিতে লাগিলেন, এ বিষয়ে সাত্যকির কোন অপরাধ নাই; ভাগ্যে যাহা ছিল তাহাই ঘটিয়াছে। অতএব আমাদিগের রোষপরবশ হওয়া বিধেয় নহে। ক্রোধ মানবগণের দুঃখের প্রধান কারণ। ভগবান্ বিধাতা সাত্যকির হস্তেই ভূরিশ্রবার বিনাশ নির্দ্দেশ করিয়াছেন; অতএব ভূরিশ্রবা যুযুধানেরই বধ্য, এ বিষয়ে আর বিচার করিবার প্রয়োজন নাই।

তখন মহাবীর সাত্যকি ক্রোধভরে কুরুবংশীয়দিগকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন, হে ধর্ম্মকঞ্চুকধারী অধার্ম্মিক কৌরবগণ! তোমরা ইতিপূর্ব্বে আমারে ভূরিশ্রবারে বিনাশ করিতে বারংবার নিষেধ করত ধার্ম্মিকতা প্রকাশ

করিতে ছিলে ; কিন্তু অতিবালক অস্ত্রবিহীন সুভদ্রাপুত্র অভিমন্যুরে নিহত করিবার সময় তোমাদিগের ধর্ম্ম কোথায় ছিল? আমি পূর্ব্বে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম যে, যে ব্যক্তি কোন কারণে আমারে ভূতলে পাতিত করিয়া ক্রোধভরে আমার বক্ষঃস্থলে পদাঘাত করিবে, সে মুনিব্রতাবলম্বী হইলেও আমি তাহারে বিনাশ করিব। যাহা হউক, তোমরা আমারে অচ্ছিন্ন-বাহু ও প্রতিঘাতে যত্নবান দেখিয়াও মৃত-জ্ঞান করিয়া আপনাদের নিতান্ত নির্বুদ্ধিতা প্রকাশ করিয়াছ। হে কৌরবপ্রধান যোদ্ধাগণ! ভূরিশ্রবারে প্রতিঘাত করা উপযুক্ত কার্য্যই হইয়াছে। মহাবীর অর্জ্জুন আমার প্রতি স্নেহ প্রকাশ পূর্ব্বক স্বীয় প্রতিজ্ঞা প্রতিপালনার্থ উহার খড়্গযুক্ত বাহু ছেদন করিয়া কেবল আমারে বঞ্চিত করিয়াছেন। যাহা হউক, ভাগ্যে-যাহা থাকে, দৈবই তাহা সঙ্ঘটন করিয়া দেন। এই সমরাঙ্গনে ভূরিশ্রবারে নিধন করাতে আমার কি অধর্ম্মাচরণ হইয়াছে? মহাকবি বাল্মীকি কহিয়াছেন যে, স্ত্রীলোককে বিনাশ করা বিধেয় নহে। সকল কালেই অসামান্য যত্নসহকারে অরাতিগণের ক্লেশকর কার্য্যানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হওয়া অবশ্য কর্ত্তব্য।

হে কুরুরাজ! মহাবীর সাত্যকি এই রূপ কহিলে পর সমস্ত পাণ্ডব ও কৌরবগণ কিছুমাত্র প্রত্যুত্তর প্রদান করিলেন না; কেবল মনে মনে ভূরিশ্রবারে অভিবাদন করিতে লাগিলেন। তৎকালে সেই অধ্বরপূত, মহাযশস্বী, অরণ্যগত তপোধন সদৃশ ভূরিসুবর্ণপ্রদ ভূরিশ্রবার বধে কেহই আহ্লাদিত হইলেন না। মহাবীর ভূরিশ্রবার সুনীল কেশকলাপ-

সমলঙ্কৃত কপোতনেত্র সদৃশ লোহিত নয়নযুক্ত ছিন্ন মস্তক সমরাঙ্গনে নিপতিত হইয়া অশ্বমেধ যজ্ঞভূমিস্থিত পবিত্র অশ্বের ছিন্ন মস্তকের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। মহাবীর ভূরিশ্রবা এই রূপে সমরাঙ্গনে অস্ত্রাঘাতে নিহত হইয়া দেহ পরিত্যাগ করত স্বীয় পূর্ব্বকৃত পুণ্যে সমুদায় আকাশ মণ্ডল পরিব্যাপ্ত করিয়া ঊর্দ্ধলোকে গমন করিলেন।

চতুশ্চত্মারিংশদধিক শততম অধ্যায়।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে সঞ্জয়! যে মহাবীর সাত্যকি ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের নিকট প্রতিজ্ঞারূঢ় হইয়া অনায়াসে সৈন্যসাগর সমুত্তীর্ণ হইল এবং মহাবীর দ্রোণ, কর্ণ, বিকর্ণ ও কৃতবর্ম্মাও যাহারে পরাজিত করিতে সমর্থ হয় নাই, ভূরিশ্রবা কিরূপে তাহারে নিগ্রহ করিয়া বলপূর্ব্বক ভূতলে পাতিত করিল?

সঞ্জয় কহিলেন, হে মহারাজ! আমি এক্ষণে মহাবীর সাত্যকি এবং ভূরিশ্রবার জন্ম বৃত্তান্ত বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ করুন; তাহা হইলে অনায়াসে আপনার সন্দেহ ভঞ্জন হইবে। মহর্ষি অত্রির পুত্র সোম, সোমের পুত্র বুধ, বুধের পুত্র পুরন্দর সদৃশ পুরূরবা, পুরূরবার পুত্র আয়ু, আয়ুর পুত্র নহুষ ও নহুষের পুত্র দেবতুল্য রাজর্ষি যযাতি। দেবযানীর গর্ব্ভে যযাতি রাজার যদু নামে পুত্র সমুৎপন্ন হন। তিনি সর্ব্বজ্যেষ্ঠ; তাঁহার বংশে দেবমীঢ় নামে এক মহাত্মা জন্ম গ্রহণ করেন। দেবমীঢ়ের পুত্র ত্রিলোক প্রসিদ্ধ শূর। শূরের পুত্র মহাযশস্বী বসুদেব। মহাবল পরাক্রান্ত শূর ধনুর্ব্বিদ্যা পারদর্শী ও যুদ্ধে কার্ত্তবীর্য্য অর্জ্জুনের তুল্য ছিলেন। তাঁহারই

বংশে শিনি নামে এক মহাত্মা জন্মগ্রহণ করেন। হে মহারাজ! মহাত্মা দেবকরাজের কন্যার স্বয়ম্বর সময়ে মহাবীর শিনি সমস্ত ভূপালগণকে পরাজিত করিয়া দেবক নন্দিনীরে গ্রহণ করিয়াছিলেন। ঐ মহাবীর বসুদেবের সহিত দেবকীর পরিণয় সম্পাদন মানসে তাঁহারে আপনার রথে আরোপিত করিয়া গৃহগমনে সমুদ্যত হইলেন। ঐ সময় মহাতেজস্বী সোমদত্ত শিনির এই কার্য্য সহ্য করিতে অসমর্থ হইয়া তাঁহার সহিত সংগ্রাম করিতে লাগিলেন। বেলা দুই প্রহর পর্য্যন্ত সেই বীর দ্বয়ের অতি অদ্ভুত বাহু যুদ্ধ হইল। পরিশেষে মহাবীর শিনি অসংখ্য ভূপাল সমক্ষে বলপূর্ব্বক সোমদত্তকে ভূতলে নিপাতিত করত কেশাকর্ষণ পূর্ব্বক করবারি উদ্যত করিয়া তাঁহারে পদাঘাত করিতে লাগিলেন। অনন্তর কৃপা প্রকাশ পূর্ব্বক তুমি জীবিত থাক এই কথা বলিয়া তাঁহারে পরিত্যাগ করিলেন।

হে কুরুরাজ! মহাবীর সোমদত্ত শিনির নিকট সেইরূপ আঘাতিত হইয়া অমর্ষিত চিত্তে ভগবান্ ভূতনাথের আরাধনায় প্রবৃত্ত হইলেন। বরদাতা মহাদেব সোমদত্তের ভক্তিভাবে প্রীত হইয়া তাঁহারে বর প্রার্থনা করিতে কহিলেন। তখন সোমদত্ত বলিলেন, হে ভগবন্! আমি এরূপ এক পুত্র প্রার্থনা করি যে, অসংখ্য মহীপাল সমক্ষে সমরাঙ্গনে শিনির পুত্র বা পৌত্রকে নিক্ষেপ করিয়া পদাঘাত করিতে সমর্থ হইবে। ভগবান্ ভূতপতি তাঁহার প্রার্থনা শ্রবণানন্তর তথাস্তু বলিয়া অন্তর্হিত হইলেন। সোমদত্ত সেই বর প্রভাবে ঐ ভূরিশ্রবা নামে পুত্র লাভ করিয়াছিলেন। ভূরিশ্রবা মহাদেবের

বর প্রভাবেই সমস্ত নরপতিগণ সমক্ষে সমরক্ষেত্রে সাত্যকিরে পাতিত ও পদাহত করিলেন। হে মহারাজ! আপনি যাহা জিজ্ঞাসা করিতেছিলেন, তৎসমুদায়ই আপনার কর্ণ গোচর করিলাম।

হে কুরুকুলতিলক! সাত্যকিরে কেহই পরাজিত করিতে সমর্থ নহেন। বৃষ্ণিবংশীয়েরা সমরাঙ্গনে লব্ধলক্ষ্য হইয়া নানা প্রকার যুদ্ধকৌশল প্রকাশ করিয়া থাকেন। উহাঁরা দেব, দানব ও গন্ধর্ব্বদিগের বিজেতা এবং কখন বিস্মিত হন না। উহাঁরা স্বীয় বাহু বলেই যুদ্ধ করিয়া থাকেন; অন্যের সাহায্য অপেক্ষা করেন না। উহাঁদিগের তুল্য বলবান্ ব্যক্তি কখন দৃষ্টিগোচর হয় নাই, হইবেও না এবং এক্ষণেও হইতেছে না। উহাঁরা জ্ঞাতি দিগকে অবজ্ঞা করেন না এবং নিয়ত বৃদ্ধগণের আজ্ঞা প্রতিপালন করিয়া থাকেন। মনুষ্যগণের কথা দূরে থাকুক, দেব, দানব, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ, উরগ, এবং রাক্ষসেরাও বৃষ্ণিদিগকে পরাজিত করিতে সমর্থ নহেন। উহাঁরা ব্রাহ্মণ, গুরু ও জ্ঞাতিদিগের দ্রব্যে অভিলাষী নন। আপদ উপস্থিত হইলে যে কেহ তাহাঁদিগের রক্ষিতা হয়, তাঁহারা কদাপি তাহার দ্রব্যে অভিলাষ করেন না। ঐ সত্যবাদী, ব্রহ্মানুষ্ঠান নিরত মহাত্মারা বিপুল অর্থশালী হইয়াও গর্ব্ব প্রকাশ করেন না। তাঁহারা বিপদকালে সমর্থ ব্যক্তিদিগকেও দীন বোধে উদ্ধার করিয়া থাকেন। তাহাঁরা দেবপরায়ণ, দাতা ও নিরহঙ্কার; তন্নিবন্ধন বৃষ্ণিবংশীয়দিগের চক্র সতত অপ্রতিহত থাকে। হে রাজন্! যদি কেহ ভূধর বহনে অথবা জলজন্তু পূর্ণ মহার্ণব সন্তরণেও সমর্থ হয়, তথাপি সে বৃষ্ণিবীরগণের সহিত

সংগ্রামে জয়লাভ করিতে পারে না। হে প্রভো! আপনার যে বিষয়ে সংশয় ছিল, তদ্বিষয় আদ্যোপান্ত কীর্ত্তন করিলাম। যাহা হউক, আপনার দুর্নীতি নিবন্ধনই এইরূপ ঘটিতেছে।

পঞ্চচত্বারিংশদধিক শততম অধ্যায়।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে সঞ্জয়! মহাবীর ভূরিশ্রবা তদবস্থ হইয়া নিহত হইলে পুনরায় যেরূপ যুদ্ধ উপস্থিত হইয়াছিল তদ্বৃত্তান্ত বর্ণন কর।

সঞ্জয় কহিলেন, হে মহারাজ! মহাবীর ভূরিশ্রবা পরলোক গমন করিলে পর মহাবাহু অর্জ্জুন বাসুদেবকে কহিলেন, হে হৃষীকেশ! তুমি অবিলম্বে জয়দ্রথ সমীপে রথ সঞ্চালন করিয়া আমারে সফল প্রতিজ্ঞ কর। হে মহাবাহো! দিবাকর সত্বর অস্তাচলে গমন করিতেছেন। আমারে অবিলম্বে এই জয়দ্রথবধরূপ মহৎকার্য্য সম্পাদন করিতে হইবে। কৌরব পক্ষীয় মহারথগণও প্রাণপণে সিন্ধুরাজকে রক্ষা করিতেছেন। অতএব যাহাতে আমি দিবাকর অস্তাচলে গমন না করিতে করিতে জয়দ্রথকে বিনাশ পূর্ব্বক স্বীয় প্রতিজ্ঞা সফল করিতে পারি, এরূপ বিবেচনা করিয়া অশ্ব সঞ্চালন কর। তখন অশ্বলক্ষণবিৎ মহাবাহু কেশব অবিলম্বে জয়দ্রথের রথাভিমুখে রজত প্রতিম তুরঙ্গগণকে প্রেরণ করিতে লাগিলেন। মহাবীর দুর্য্যোধন, কর্ণ, বৃষসেন, শল্য, অশ্বত্থামা, কৃপ এবং সিন্ধুরাজ অমোঘাস্ত্র মহাবীর ধনঞ্জয়কে শর সদৃশ বেগশীল অশ্ব সমুদায় সঞ্চালন পূর্ব্বক আগমন করিতে দেখিয়া সত্বরে তাঁহার অভিমুখে ধাবমান্ হইলেন। মহাবীর ধনঞ্জয় সিন্ধুরাজকে সম্মুখে

অবস্থিত দেখিয়া ক্রোধ প্রদীপ্ত নেত্রে তাঁহারে যেন দগ্ধ করিতে লাগিলেন।

হে মহারাজ! ঐ সময় আপনার পুত্র দুর্য্যোধন ধনঞ্জয়কে জয়দ্রথ রথের প্রতি গমন করিতে দেখিয়া কর্ণকে কহিলেন, হে কর্ণ! এক্ষণে অর্জ্জুনের সেই যুদ্ধ সময় উপস্থিত হইয়াছে। অতএব যাহাতে জয়দ্রথ বিনষ্ট না হয়, পরাক্রম প্রদর্শন পূর্ব্বক তাহার চেষ্টা কর। দিবাভাগের আর অতি অল্পমাত্র অবশিষ্ট আছে; শরনিকরে অরাতির বিঘ্ন বিধান করিতে আরম্ভ কর। দিনক্ষয় হইলে নিশ্চয়ই আমরা জয়লাভ করিব। সূর্য্যের অস্তগমন পর্য্যন্ত সিন্ধুরাজকে রক্ষা করিতে পারিলে অর্জ্জুন বিফল প্রতিজ্ঞ হইয়া অবশ্যই অনলে প্রবেশ করিবে। তাহা হইলে উহার সহোদরেরা অনুগামিগণ সমভিব্যাহারে এক মুহূর্ত্তও অর্জ্জুন শূন্য পৃথিবীতে প্রাণধারণ করিতে সমর্থ হইবে না। এইরূপে পাণ্ডবগণ বিনষ্ট হইলে আমরা এই সসাগরা ধরিত্রী নিষ্কণ্টকে উপভোগ করিব। আজি কিরীটী দৈব প্রভাবে বিপরীত বুদ্ধি হইয়া কার্য্যাকার্য্য বিবেচনা না করিয়া আত্ম বিনাশের নিমিত্ত জয়দ্রথ বধে প্রতিজ্ঞারূঢ় হইয়াছে। হে দুর্দ্ধর্ষ! তুমি জীবিত থাকিতে অর্জ্জুন কিরূপে সূর্য্যের অস্তগমন সময় মধ্যেই সিন্ধুরাজকে বিনষ্ট করিবে? আমি, মদ্ররাজ, কৃপ, অশ্বত্থামা ও দুঃশাসন আমরা সকলে মহাবীর জয়দ্রথকে রক্ষা করিলে অর্জ্জুন কিরূপে উহাঁর বিনাশে সমর্থ হইবে? একে বহু সংখ্য বীর যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছেন তাহাতে আবার দিবাকর প্রায় অস্তাচল চূড়াবলম্বী হইলেন; অতএব বোধ হয় ধনঞ্জয় কখনই জয়দ্রথের বধে কৃতকার্য্য হইতে

পারিবেন না। হে কর্ণ! এক্ষণে তুমি আমারে এবং অশ্বত্থামা শল্য, কৃপ ও অন্যান্য বীরগণকে সমভিব্যাহারে লইয়া অসামান্য যত্ন সহকারে অর্জ্জুনের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হও।

হে মহারাজ! মহাবীর কর্ণ দুর্য্যোধন কর্ত্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া কহিলেন, হে রাজন্! মহাবল পরাক্রান্ত ভীমসেন শরজালে বারংবার আমার কলেবর ছিন্ন ভিন্ন করিয়াছে। এক্ষণে আমি রণস্থলে অবস্থান করিতে হয় বলিয়াই অবস্থান করিতেছি। আমার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ তাহার শরনিকরে একান্ত সন্তপ্ত ও নিতান্ত অবসন্ন হইয়াছে। যাহা হউক তোমার নিমিত্তই আমি প্রাণ ধারণ করিয়া আছি; অতএব যাহাতে অর্জ্জুন সিন্ধুরাজকে সংহার করিতে না পারে সাধ্যানুসারে যুদ্ধ করিয়া তাহার চেষ্টা করিব। আমি সমরাঙ্গনে শরনিকর বর্ষণ করিতে আরম্ভ করিলে ধনঞ্জয় কদাচ জয়দ্রথকে প্রাপ্ত হইতে সমর্থ হইবে না। হে কুরুরাজ! হিতানুষ্ঠান পরতন্ত্র ভক্তি পরায়ণ লোকে যেরূপ কার্য্য করিয়া থাকে আমিও তদনুরূপ কার্য্যানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইব, কিন্তু জয় পরাজয় দৈবায়ত্ত। আজি আমি তোমার প্রিয়কার্য্য সংসাধন ও সিন্ধুরাজ জয়দ্রথকে রক্ষা করিবার নিমিত্ত যাহার পর নাই যত্ন করিব। আজি সৈন্যগণ আমার ও অর্জ্জুনের লোমহর্ষণ অতি দারুণ যুদ্ধ অবলোকন করুক।

হে মহারাজ! তাঁহারা উভয়ে এই রূপ কথোপকথন করিতেছেন, এই অবসরে মহাবীর অর্জ্জুন আপনার সৈন্য সংহার করিতে প্রবৃত্ত হইয়া নিশিত ভল্ল দ্বারা সমরে অপরাঙ্মুখ বীরগণের অর্গল তুল্য করিশুণ্ড সদৃশ ভুজদণ্ড ও মস্তক সমুদায়

ছেদন করিয়া ফেলিলেন। তৎপরে অশ্বগ্রীবা, করিশুণ্ড ও রথের অক্ষ সকল ছেদন করিয়া রুধির লিপ্ত কলেবর, প্রাস তোমরধারী অশ্বারোহীদিগকে ক্ষুরদ্বারা দুই তিন খণ্ডে ছেদন করিতে লাগিলেন। অসংখ্য অশ্ব ও মাতঙ্গ তাঁহার শরে নিহত হইয়া ভূতলে নিপতিত হইল। ধ্বজ, ছত্র, চাপ, চামর ও মস্তক সকল চতুর্দ্দিকে পতিত হইতে লাগিল। হুতাশন যেমন প্রাদুর্ভূত হইয়া তৃণরাশি দগ্ধ করে, তদ্রূপ মহাবীর অর্জ্জুন শরানলে কৌরব সৈন্যগণকে দগ্ধ করিয়া অনতিকাল মধ্যে ধরণীতল রুধিরাভিষিক্ত করিলেন। হে মহারাজ! মহাবল পরাক্রান্ত নিতান্ত দুর্দ্ধর্ষ সত্যবিক্রম অর্জ্জুন এই রূপে আপনার পক্ষ বহুসংখ্য বীরগণকে সংহার করিয়া সিন্ধুরাজ জয়দ্রথের নিকট সমুপস্থিত হইলেন। তিনি ভীম ও সাত্যকি কর্ত্তৃক সুরক্ষিত হইয়া প্রজ্বলিত হুতাশনের ন্যায় অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিলেন। আপনার পক্ষীয় বীরগণ অর্জ্জুনকে স্বীয় বীর্য্য প্রভাবে তদবস্থায় অবস্থান করিতে নিরীক্ষণ করিয়া কিছুতেই সহ্য করিতে পারিলেন না। তখন মহারাজ দুর্য্যোধন, কর্ণ, বৃষসেন, শল্য, অশ্বত্থামা ও কৃপ ইহাঁরা রোষাবিষ্ট হইয়া জয়দ্রথকে সমভিব্যাহারে লইয়া অর্জ্জুনকে বেষ্টন করিলেন। সংগ্রাম কোবিদ, ব্যাদিতানন অন্তক সদৃশ, নিতান্ত ভয়ঙ্কর মহাবীর ধনঞ্জয় ধনুষ্টঙ্কার ও তলধ্বনি করত সমরাঙ্গনে যেন নৃত্য করিতে লাগিলেন। কৌরব পক্ষীয় বীরগণ নির্ভীকচিত্তে তাঁহারে পরিবেষ্টন ও জয়দ্রথকে পশ্চাদ্ভাগে সংস্থাপন করিয়া কৃষ্ণের সহিত উহাঁরে সংহার করিতে অভিলাষী হইলেন। হে মহারাজ! ঐ সময় ভগবান্ ভাস্কর লোহিত বর্ণ ধারণ

করিলেন। কৌরব পক্ষীয় বীরগণ তদ্দর্শনে আহ্লাদিত হইয়া সূর্য্যের অচিরাৎ অস্ত গমন বাসনা করত ভূজঙ্গভোগ সদৃশ ভূজ দ্বারা কার্ম্মুক আনত করিয়া অর্জ্জুনের প্রতি সূর্য্যরশ্মি সদৃশ শত শত সায়ক প্রয়োগ করিতে লাগিলেন। সমর দুর্ম্মদ মহাবীর অর্জ্জুন তাঁহাদের প্রত্যেক শর দ্বিধা, ত্রিধা ও অষ্টধা ছেদন পূর্ব্বক তাঁহাদিগকে শরনিকরে বিদ্ধ করিতে আরম্ভ করিলেন। তখন সিংহলাঙ্গূল কেতু অশ্বত্থামা আপনার শক্তি প্রদর্শন করিবার বাসনায় অর্জ্জুনকে নিবারণ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন এবং দশ শরে পার্থ ও সাত শরে বাসুদেবকে বিদ্ধ করিয়া জয়দ্রথকে রক্ষা করত রথমার্গে অবস্থান করিতে লাগিল। কৌরব পক্ষীয় অন্যান্য মহারথগণও মহারাজ দুর্য্যোধনের আদেশানুসারে রথ সমূহে অর্জ্জুনকে চতুর্দ্দিকে বেষ্টন করিয়া সিন্ধুরাজকে রক্ষা করত শরাসন আকর্ষণ পূর্ব্বক সায়কনিকর পরিত্যাগ করিতে আরম্ভ করিলেন। ঐ সময় সকলে মহাবীর পার্থের বাহুবল, গাণ্ডীব বল ও শরজালের অক্ষয়ত্ব দর্শন করিতে লাগিল। তিনি অস্ত্র প্রয়োগ পূর্ব্বক অশ্বত্থামা ও কৃপের অস্ত্রজাল নিবারণ করিয়া সেই সিন্ধুরাজের রক্ষায় সমুদ্যত কৌরব পক্ষীয় বীরগণের প্রত্যেককে নয় নয় বাণে বিদ্ধ করিলেন। তখন অশ্বত্থামা পঞ্চ বিংশতি, বৃষসেন সাত, দুর্য্যোধন বিংশতি এবং কর্ণ ও শল্য তিন তিন শরে তাঁহারে বিদ্ধ করিয়া তর্জ্জন গর্জ্জন ও শরাসন বিধূনন পূর্ব্বক তাঁহার চতুর্দ্দিকে বেষ্টন করত বারংবার শরনিকরে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন।

অনন্তর সেই মহাবীরগণ অবিলম্বে পরস্পরের রথ

সংশ্লিষ্ট করিয়া সূর্য্যের অচিরাৎ অস্তাচল গমনাভিলাষে ধনুঃ-কম্পন ও সিংহনাদ পরিত্যাগ করিয়া জলধর যেমন পর্ব্বতের উপর জলধারা বর্ষণ করিয়া থাকে, তদ্রূপ অর্জ্জুনের প্রতি সুতীক্ষ্ণ দিব্য শরনিকর নিক্ষেপ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তখন মহাবীর অর্জ্জুন কৌরব পক্ষীয় বহুসংখ্য বীরগণকে বিনাশ করিয়া সিন্ধুরাজ জয়দ্রথের নিকট গমন করিলেন। কর্ণ তদ্দর্শনে ভীমসেন ও সাত্যকির সমক্ষেই অর্জ্জুনকে শর-নিকরে নিবারণ করিতে লাগিলেন। অর্জ্জুনও সর্ব্ব সৈন্যগণ সমক্ষে তাঁহারে দশ শরে বিদ্ধ করিলেন। তৎপরে সাত্যকি তিন, ভীম তিন ও অর্জ্জুন সাত শরে কর্ণকে বিদ্ধ করিলে কর্ণ তাঁহাদিগের প্রত্যেককেই ষষ্টি শরে বিদ্ধ করিলেন। এই রূপে বহুবীরের সহিত কর্ণের ঘোরতর যুদ্ধ হইতে লাগিল। ঐ সময় আমরা সূতপুত্রের আশ্চর্য্য পরাক্রম অবলোকন করি-লাম। তিনি একমাত্র হইয়াও ক্রোধভরে ঐ তিন মহারথকে নিবারণ করিতে লাগিলেন।

অনন্তর মহাবীর অর্জ্জুন শত সায়কে কর্ণের মর্ম্মস্থল আহত করিলে সূত পুত্র রুধিরদিগ্ধদেহ হইয়া পঞ্চাশত শরে তাঁহারে বিদ্ধ করিলেন। মহাবীর অর্জ্জুন কর্ণের হস্তলাঘব দর্শনে নিতান্ত ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহার কার্ম্মুক ছেদন পূর্ব্বক সত্বরে নয় বাণে তাঁহার বক্ষঃস্থল বিদ্ধ করিয়া তাঁহারে সংহার করি-বার নিমিত্ত সত্বরে এক সূর্য্য সঙ্কাশ সায়ক নিক্ষেপ করিলেন। মহাবীর অশ্বত্থামা সেই অর্জ্জুন বিসৃষ্ট শর মহাবেগে আগমন করিতেছে দেখিয়া সুতীক্ষ্ণ অর্দ্ধচন্দ্র বাণে উহা ছেদন করিয়া ফেলিলেন। তখন সূতপুত্র সত্বরে অন্য শরাসন গ্রহণ করিয়া

সহস্র সহস্র সায়কে পাণ্ডবপ্রধান অর্জ্জুনকে সমাচ্ছন্ন করিলেন। সমীরণ যেমন শলভশ্রেণী অপসারিত করে, তদ্রূপ প্রবলপ্রতাপ অর্জ্জুন কর্ণবিসৃষ্ট সেই সমস্ত শর তৎক্ষণাৎ নিরাশ করিয়া বীরগণ সমক্ষে পাণিলাঘব প্রদর্শন পূর্ব্বক তাঁহারে শরনিকরে সমাচ্ছন্ন করিতে লাগিলেন। কর্ণও প্রতিকার প্রদর্শন করিবার অভিলাষে সহস্র সহস্র সায়কে অর্জ্জুনকে আচ্ছন্ন করিলেন। এইরূপে সেই বীর দ্বয় বৃষের ন্যায় নিনাদ করত অজিহ্মগ সায়কনিকর পরিত্যাগ পূর্ব্বক আকাশমণ্ডল সমাচ্ছন্ন করিয়া আপনারাও তিরোহিত হইলেন। পরে সেই দুই মহাবীর স্ব স্ব নামোল্লেখ পূর্ব্বক পরস্পরকে তিষ্ঠ তিষ্ঠ বলিয়া গর্জ্জন করত ক্ষিপ্রহস্তে অত্যাশ্চর্য্য ঘোরতর সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইলেন। তৎকালে সংগ্রাম স্থলস্থিত সকলেই তাঁহাদিগের আশ্চর্য্য রূপ অবলোকন এবং বায়ুবেগগামী সিদ্ধ ও চারণগণ তাঁহাদিগের ভূয়সী প্রশংসা করিতে লাগিলেন। হে মহারাজ! এই রূপে সেই বীর দ্বয় পরস্পর বধার্থী হইয়া ঘোরতর যুদ্ধ করিতে আরম্ভ করিলেন।

তখন মহারাজ দুর্য্যোধন আপনার পক্ষীয় বীরগণকে আহ্বান পূর্ব্বক কহিলেন, হে বীরগণ! কর্ণ আমারে কহিয়াছেন, তিনি অর্জ্জুনকে বিনাশ না করিয়া কদাচ প্রতিনিবৃত্ত হইবেন না; অতএব এক্ষণে তোমরা সাবধানে সূতপুত্রকে রক্ষা কর। হে মহারাজ! দুর্য্যোধন বীরগণকে এই কথা কহিতেছেন, এমন সময় শ্বেতবাহন অর্জ্জুন কর্ণের বলবীর্য্য দর্শনে ক্রুদ্ধ হইয়া আকর্ণাকৃষ্ট চারি শরে তাঁহার চারি অশ্ব বিনষ্ট ও ভল্লাস্ত্রে সারথিরে রথোপস্থ হইতে নিপাতিত করিয়া আপনার পুত্র

রাজা দুর্য্যোধনের সমক্ষেই তাঁহারে শরনিকরে সমাচ্ছন্ন করিতে লাগিলেন। মহাবীর কর্ণ এই রূপে অর্জ্জুন শর সমাচ্ছন্ন এবং হতাশ্ব ও হত সারথি হইয়া মোহাবেশ প্রভাবে কিঙ্কর্ত্তব্য বিমূঢ় হইয়া রহিলেন। তখন মহাবীর অশ্বত্থামা কর্ণকে স্বীয় রথে আরোপিত করিয়া পুনরায় অর্জ্জুনের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। ঐ সময় মদ্ররাজ ত্রিংশৎ শরে অর্জ্জুনকে বিদ্ধ করিলে কৃপাচার্য্য বিংশতি শরে বাসুদেবকে বিদ্ধ করিয়া ধনঞ্জয়ের উপর দ্বাদশ শর নিক্ষেপ করিলেন। তৎপরে সিন্ধু-রাজ চারি ও বৃষসেন সাতশরে তাঁহারে বিদ্ধ করিলেন। এই রূপে তাঁহারা প্রত্যেকেই কৃষ্ণ ও অর্জ্জুনকে প্রহার করিতে লাগিলেন। তখন মহাবীর ধনঞ্জয় অশ্বত্থামারে চতুঃষষ্টি, মদ্র-রাজকে শত ও জয়দ্রথকে দশ ভল্লে এবং বৃষসেনকে তিন ও কৃপাচার্য্যকে বিংশতি শরে বিদ্ধ করিয়া সিংহনাদ পরিত্যাগ করিলেন। পরে আপনার পক্ষ বীরগণ পার্থের প্রতিজ্ঞা প্রতিঘাতের নিমিত্ত নিতান্ত ক্রোধাবিষ্ট হইয়া সত্বরে তাঁহার প্রতি ধাবমান হইলেন।

অনন্তর মহাবীর অর্জ্জুন কৌরবগণের ত্রাসোৎপাদন করিয়া চতুর্দ্দিকে বরুণাস্ত্র প্রাদুর্ভূত করিলেন। কৌরবেরাও মহার্হ রথারোহণ পূর্ব্বক শরবর্ষণ করত অর্জ্জুনের অভিমুখে ধাবমান হইলেন। এইরূপে মহা মোহকর অতি ভীষণ তুমুল সংগ্রাম উপস্থিত হইলে কিরীটী কিছুমাত্র চমৎকৃত না হইয়া শরবর্ষণ করিতে লাগিলেন। তিনি কৌরবগণ কৃত দ্বাদশ বর্ষ সমুৎপন্ন ক্লেশ পরম্পরা স্মরণ পূর্ব্বক রাজ্য লাভার্থী হইয়া গাণ্ডীব নির্ম্মুক্ত শরনিকরে চতুর্দ্দিক্ সমাচ্ছন্ন করিয়া ফেলি-

লেন। তখন নভোমণ্ডলে উল্কা সকল প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল ও বহুসংখ্য বায়স নরকলেবরে নিপতিত হইতে লাগিল। ব্যোমকেশ যেমন রোষপরবশ হইয়া পিঙ্গলবর্ণ জ্যা সম্পন্ন পিনাক দ্বারা শত্রুগণকে সংহার করিয়াছিলেন, তদ্রূপ মহাবীর অর্জ্জুন গাণ্ডীব শরাসন নির্ম্মুক্ত শরনিকর দ্বারা অশ্ব ও গজ সমুদায়ে সমারূঢ় কৌরবগণের শরজাল নিরাশ করিয়া তাঁহাদিগকে নিপাতিত করিতে আরম্ভ করিলেন। তখন মহীপালগণ গুর্ব্বী গদা, লৌহময় অর্গল, অসি, শক্তি ও অন্যান্য নানাবিধ অস্ত্র শস্ত্র গ্রহণ পূর্ব্বক সহসা অর্জ্জুনাভিমুখে ধাবমান হইলেন। মহাবীর অর্জ্জুন তদ্দর্শনে হাস্যমুখে যুগান্ত কালীন মেঘগম্ভীর নিস্বন মহেন্দ্র চাপ প্রতিম গাণ্ডীব শরাসন আকর্ষণ করিয়া কৌরবগণকে শরাসনে দগ্ধ করিতে লাগিলেন। হে মহারাজ! এইরূপে মহাবীর সেই সমস্ত ধনুর্দ্ধর দিগকে রথী, নাগ ও পদাতিগণের সহিত অস্ত্র বিহীন ও নিপাতিত করিয়া যমরাজ্য বর্দ্ধন করিলেন।

ষট্‌চত্বারিংশদধিক শততম অধ্যায়।

হে মহারাজ! ঐ সময় মহাবীর ধনঞ্জয় কার্ম্মুক আকর্ষণ করিলে আপনার পক্ষীয় সৈন্যগণ অন্তকের সুস্পষ্ট উৎক্রোশ শব্দ সদৃশ, দেবরাজের অতিগভীর অশনি নির্ঘোষ তুল্য টঙ্কার ধ্বনি শ্রবণ করিয়া যুগান্ত বাতাহত, উত্তাল তরঙ্গমালা সঙ্কুল, মীন মকর সমাকীর্ণ সমুদ্র জলের ন্যায় অতিশয় উদ্ভ্রান্ত হইয়া নিতান্ত উদ্বিগ্ন হইল। তখন মহাবীর ধনঞ্জয় এককালে দশ দিকে বিচিত্র অস্ত্রজাল বিস্তার পূর্ব্বক ইতস্তত বিচরণ করিতে লাগিলেন। তিনি যে, কখন শরগ্রহণ, কখন শরসন্ধান, কখন

শরাকর্ষণ, আর কখনই বা শর পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন, তাঁহার হস্তলাঘব প্রযুক্ত তাহা কিছুই লক্ষিত হইল না। অনন্তর তিনি নিতান্ত ক্রোধাবিষ্ট হইয়া কৌরব সৈন্যগণের ত্রাসোৎপাদন করত দুরাসদ ঐন্দ্রাস্ত্র প্রয়োগ করিলেন। সেই অস্ত্রের প্রভাবে অসংখ্য অগ্নিমুখ সুপ্রদীপ্ত দিব্যাস্ত্র প্রাদুর্ভূত হইতে লাগিল। ঐ সমুদায় সূর্য্যাগ্নি সন্নিভ অস্ত্র অন্তরীক্ষে সমুত্থিত হওয়াতে আকাশমণ্ডল অসংখ্য মহোল্কা পরিবৃতের ন্যায় দুর্নিরীক্ষ্য হইয়া উঠিল। হে মহারাজ! কৌরবেরা ইতি পূর্ব্বে বহু সহস্র সায়ক নিক্ষেপ পূর্ব্বক রণস্থলে যে গাঢ় অন্ধকার সমুৎপাদিত করিয়াছিলেন, অন্যান্য বীরগণ মনেও উহা নিবারণ করিবার কল্পনা করিতে সমর্থ নহেন, কিন্তু দিবাকর যেমন প্রাতঃকালে স্বীয় করজাল দ্বারা গাঢ় অন্ধকার বিনাশ করেন, তদ্রূপ মহাবীর ধনঞ্জয় পরাক্রম প্রকাশ পূর্ব্বক মন্ত্রপূত দিব্যাস্ত্র প্রভাবে সেই শরান্ধকার অনায়াসে দূরীকৃত করিলেন এবং নিদাঘ সূর্য্য যেমন করজাল দ্বারা পল্বল সলিল বিনাশ করেন, তদ্রূপ শরজাল দ্বারা কৌরব সৈন্যগণকে নিধন করিতে লাগিলেন। সূর্য্যকিরণ যেমন ধরাতলে নিপতিত হয়, তদ্রূপ অর্জ্জুন বিসৃষ্ট শর সমুদায় কৌরব পক্ষীয় বীর-গণের উপর নিপতিত হইয়া প্রিয় সুহৃদের ন্যায় তাহাদের হৃদয়ে প্রবেশ করিল। ফলত তৎকালে যে যে শূরাভিমানী যোদ্ধা ধনঞ্জয় সমীপে গমন করিলেন, তৎসমুদায়কেই তাঁহার শরানলে পতঙ্গবৃত্তি লাভ করিতে হইল।

হে মহারাজ! এইরূপে মহাবীর অর্জ্জুন অরাতিগণের জীবন ও কীর্ত্তি বিলোপ করিয়া মূর্ত্তিমান্ মৃত্যুর ন্যায় রণস্থলে

ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। তিনি কাহারও কিরীটমণ্ডিত মস্তক, কাহারও অঙ্গদযুক্ত বিপুলভুজ এবং কাহারও বা কুণ্ডলালঙ্কৃত কর্ণ ছেদন করিয়া সাদিগণের প্রাসযুক্ত, নিষাদিগণের তোমর যুক্ত, পদাতিগণের চর্ম্মযুক্ত, রথিগণের কার্ম্মুকযুক্ত ও সারথিগণের প্রতোদযুক্ত বাহু সমুদায় খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিলেন এবং দীপ্ত শরনিকর বর্ষণ করত স্ফুলিঙ্গ যুক্ত প্রজ্বলিত পাবকের ন্যায় শোভমান হইলেন। ঐ দেবরাজ প্রতিম সর্ব্বশস্ত্র বিশারদ মহাবীর রথারোহণে একেবারে চতুর্দ্দিক্ ভ্রমণ করত কখন মহাস্ত্র নিক্ষেপ, কখন রথমার্গে নৃত্য, কখন জ্যাশব্দ ও কখন বা তলধ্বনি করিতে লাগিলেন। অন্যান্য নরপতিরা যত্নবান্ হইয়াও মধ্যাহ্নকালীন সূর্য্যের ন্যায় ঐ প্রতাপশালী বীরকে নিরীক্ষণ করিতে সমর্থ হইলেন না। তিনি সশর শরাসন ধারণ করিয়া বারিধারাবর্ষী ইন্দ্রায়ুধ সমাযুক্ত বর্ষাকালীন জলধরের ন্যায় বিরাজমান হইলেন।

এইরূপে মহাবীর অর্জ্জুন নিতান্ত দুস্তর ভয়ঙ্কর অস্ত্রজাল বিস্তার করিলে কাহার মস্তক ছিন্ন, কাহার বাহু নিকৃত্ত, কাহার ভুজদণ্ড পাণিশূন্য এবং কাহারও বা পাণিতল অঙ্গুলি বিযুক্ত হইয়া গেল। মদমত্ত মাতঙ্গগণের দন্ত ও শুণ্ড খণ্ড খণ্ড হইল। অশ্ব সকল ছিন্নগ্রীব ও রথ সমূহ চূর্ণ হইতে লাগিল এবং যোধগণ কেহ ছিন্নাস্ত্র, কেহ ছিন্নপাদ ও কেহ কেহ ভগ্নসন্ধি হইয়া নিশ্চেষ্ট হইয়া পড়িল। হে মহারাজ! ঐ সময় সমর ভূমি মৃত্যুর আবাস স্থানের ন্যায় পশুঘাতী রুদ্রের আক্রীড় ভূমির ন্যায় ভীরুজনের নিতান্ত ভয়াবহ হইল। মাতঙ্গগণের খণ্ডিত শুণ্ড সমুদায় ইতস্তত নিক্ষিপ্ত থাকাতে রণস্থল ভুজগ-

কুলে সমাকুল বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। অসংখ্য মস্তক সমন্তাৎ বিকীর্ণ হওয়াতে বোধ হইল যে, রণভূমি পদ্মমাল্যে বিভূষিত হইয়াছে। চতুর্দ্দিকে রাশি রাশি বিচিত্র উষ্ণীষ, মুকুট, কেয়ূর, অঙ্গদ, কুণ্ডল, স্বর্ণ বর্ম্ম, হস্তী ও অশ্বগণের অলঙ্কার এবং শত শত কিরীট নিপাতিত থাকাতে সমরভূমি নববধূর ন্যায় শোভা ধারণ করিল।

হে মহারাজ! ঐ সময় সমরাঙ্গনে ভীষণ বৈতরণী নদীর ন্যায় ভীরুগণের ভয়াবহ এক অগাধ বিচিত্র ধ্বজপতাকা পরিশোভিত শোণিত নদী প্রবাহিত হইল। মজ্জা ও মেদ উহার কর্দ্দম; কেশনিচয় শাদ্বল ও শৈবাল; মস্তক ও বাহু সকল তটস্থিত পাষাণ খণ্ড; ছত্র এবং চাপ সমূহ তরঙ্গ; রথ সমুদায় ভেলা; অশ্ব সকল তীরভূমি; কাক ও কঙ্ক সমুদায় মহানক্র, গোমায়ু সকল মকর এবং গৃধ্রকুল উহার গ্রাহ সমূহের ন্যায় বোধ হইতে লাগিল। ঐ নদীর মধ্যে অসংখ্য নরকলেবর, গজদেহ, গ্রীবা, অস্থি, রথ, চক্র, যুগ, ঈষা, অক্ষ, কূবর, ভুজগাকার প্রাস, শক্তি, অসি, পরশু ও বিশিখ সকল বিকীর্ণ থাকাতে উহা নিতান্ত দুর্গম হইয়া উঠিল। উহার উভয় কূলে শিবাগণ অতি ভীষণ রব এবং অসংখ্য ভূত, প্রেত ও পিশাচগণ নৃত্য করিতে আরম্ভ করিল। গতাসু যোধগণের স্পন্দহীন শত শত দেহ উহার স্রোতে প্রবাহিত হইতে লাগিল।

মহারাজ! মূর্ত্তিমান অন্তকের ন্যায় অর্জ্জুনের এই রূপ অদ্ভুত বিক্রম দর্শনে কৌরবগণের মনে অভূতপূর্ব্ব ভয়ের সঞ্চার হইল। তখন মহাবীর ধনঞ্জয় স্বীয় অস্ত্র দ্বারা বীরগণের অস্ত্র সমুদায় ছেদন করত অতি রৌদ্র কার্য্যের অনুষ্ঠান

করিয়া আপনারে রৌদ্রকর্ম্মা বলিয়া পরিচয় প্রদান করিতে লাগিলেন। তিনি রথিগণকে অতিক্রম করিলে কোন বীরই মধ্যাহ্ন কালীন প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ডের ন্যায় তাঁহারে নিরীক্ষণ করিতে সমর্থ হইল না। তাঁহার গাণ্ডীব ধনু হইতে শর সমূহ নির্গত হইলে আকাশমণ্ডল বকপংক্তি পরিশোভিত বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। এই রূপে সিন্ধুরাজ বধার্থী কৃষ্ণসারথি অর্জ্জুন নারাচ নিক্ষেপ পূর্ব্বক সমস্ত রথীদিগকে মুগ্ধ করিয়া চতুর্দ্দিকে শর বর্ষণ করত দ্রুতবেগে সমরাঙ্গনে বিচরণ করিতে আরম্ভ করিলেন। তাঁহার শরাসন বিমুক্ত শরনিকর যেন অন্তরীক্ষে ভ্রমণ করিতে লাগিল। ঐ সময় তিনি যে, কখন কার্ম্মুক গ্রহণ, কখন শরসন্ধান, আর কখনই বা শর নিক্ষেপ করিলেন, তাহা কিছুই লক্ষিত হইল না। মহাবীর অর্জ্জুন এই রূপে শরনিকরে দিঙ্মণ্ডল সমাচ্ছন্ন ও সমস্ত রথীদিগকে একান্ত ব্যাকুলিত করত জয়দ্রথের প্রতি ধাবমান হইয়া তাঁহারে চতুঃষষ্টি শরে বিদ্ধ করিলেন। কৌরব পক্ষীয় যোধগণ ধনঞ্জয়কে সৈন্ধবাভিমুখে সমুপস্থিত দেখিয়া জয়দ্রথের জীবিতাশা পরিত্যাগ পূর্ব্বক সমরে নিবৃত্ত হইতে লাগিলেন। হে মহারাজ! আপনার পক্ষ যে সমস্ত বীর মহাবীর অর্জ্জুনের সম্মুখীন হইয়াছিলেন, অর্জ্জুন নির্ম্মুক্ত শরনিকর তাঁহাদের উপর নিপতিত হইয়া প্রাণ সংহার করিল! মহাবীর অর্জ্জুন এই রূপে অনল সঙ্কাশ শরজাল দ্বারা আপনার সেই চতুরঙ্গ বল একান্ত ব্যাকুলিত ও সমরাঙ্গন কবন্ধ সমাকুল করিয়া জয়দ্রথের প্রতি ধাবমান হইলেন এবং অশ্বত্থামারে পঞ্চাশত, কর্ণকে দ্বাত্রিংশৎ, কৃপাচার্য্যকে

নয়, শল্যকে ষোড়শ, কর্ণকে দ্বাত্রিংশৎ ও সিন্ধুরাজকে চতুঃষষ্টি শরে বিদ্ধ করিয়া সিংহনাদ পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। সিন্ধুরাজ ধনঞ্জয় শরাঘাতে অঙ্কুশাহত মাতঙ্গের ন্যায় ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহার বিক্রম কিছুতেই সহ্য করিতে সমর্থ হইলেন না। তখন তিনি ধনঞ্জয়ের রথ লক্ষ্য করিয়া অবিলম্বে আশীবিষ সদৃশ কর্ম্মার পরিমার্জ্জিত কঙ্কপত্রালঙ্কৃত শরনিকর আকর্ণ সন্ধান পূর্ব্বক পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। তৎপরে বাসুদেবকে তিন, ধনঞ্জয়কে ছয় নারাচে বিদ্ধ করিয়া আট শরে তাঁহার অশ্ব ও এক শরে ধ্বজদণ্ড বিদ্ধ করিলেন। অনন্তর মহাবীর অর্জ্জুন সৈন্ধব প্রেরিত সুতীক্ষ্ণ শরনিকর নিরাস করিয়া শরযুগল দ্বারা যুগপৎ জয়দ্রথের সারথির মস্তক ও সুসজ্জিত অগ্নিশিখা সদৃশ বরাহধ্বজ ছেদন করিয়া ফেলিলেন।

ঐ সময় বাসুদেব দিবাকরকে অতি সত্বরে অস্তাচল শিখরে আরোহণ করিতে দেখিয়া অর্জ্জুনকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, হে ধনঞ্জয়! ঐ দেখ, মহাবল পরাক্রান্ত ছয় জন মহারথ জয়দ্রথকে মধ্যস্থলে সংস্থাপন পূর্ব্বক অবস্থান করিতেছেন। সিন্ধুরাজ জয়দ্রথও প্রাণ রক্ষার্থ নিতান্ত ভীত হইয়াছে। তুমি ঐ ছয় রথীকে পরাজয় না করিয়া প্রাণপণে যত্ন করিলেও জয়দ্রথকে সংহার করিতে সমর্থ হইবে না। অতএব আমি সূর্য্যকে আবরণ করিবার নিমিত্ত যোগমায়া প্রকাশ করিব; তাহার প্রভাবে দুরাত্মা সিন্ধুরাজ দিবাকরকে অস্তগত নিরীক্ষণ পূর্ব্বক আপনার জীবন লাভ ও তোমার বধ সাধন হইল বিবেচনা করিয়া হর্ষভরে কদাচ আত্মগোপন

করিবে না। সেই সুযোগে তুমি উহারে অনায়াসে বিনাশ করিতে সমর্থ হইবে; কিন্তু তৎকালে সূর্য্যদেব অস্তগত হইলেন মনে করিয়া তুমি সৈন্ধব সংহারে কদাচ উপেক্ষা প্রদর্শন করিও না। তখন অর্জ্জুন তাহাই হইবে বলিয়া তৎক্ষণাৎ কৃষ্ণের বাক্যে স্বীকার করিলেন।

অনন্তর মহাত্মা কৃষ্ণ যোগমায়া প্রভাবে অন্ধকার সৃষ্টি করিলেন। দিবাকর তিরোহিত হইল। কৌরব পক্ষীয় বীরগণ অর্জ্জুন বিনাশার্থ সাতিশয় হর্ষ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। সূর্য্যের অদর্শনে সৈনিক পুরুষগণের আনন্দের আর পরিসীমা রহিল না। সিন্ধুরাজ জয়দ্রথ আনন উন্নমিত করিয়া দিবাকরকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। তখন বাসুদেব পুনরায় অর্জ্জুনকে কহিলেন, হে অর্জ্জুন! ঐ দেখ, জয়দ্রথ নিঃশঙ্কচিত্তে দিবাকরকে দর্শন করিতেছে, উহারে সংহার করিবার এই উপযুক্ত অবসর। অতএব তুমি অবিলম্বে উহার মস্তক ছেদন করিয়া আপনার প্রতিজ্ঞা সফল কর।

মহাত্মা কেশব এই রূপ কহিলে প্রবল প্রতাপ অর্জ্জুন সূর্য্য ও অনল সদৃশ শরনিকরে কৌরব সৈন্যগণকে বিনাশ করিয়া কৃপাচার্য্যকে বিংশতি, কর্ণকে পঞ্চাশত, শল্যকে ছয়, দুর্য্যোধনকে ছয়, বৃষসেনকে আট, সিন্ধুরাজকে ষষ্টি এবং অন্যান্য কৌরব সৈন্যদিগকে অসংখ্য শরে বিদ্ধ করিয়া মহাবীর জয়দ্রথের প্রতি ধাবমান হইলেন। জয়দ্রথ রক্ষক বীরগণ প্রজ্বলিত পাবক সদৃশ অর্জ্জুনকে অভিমুখে উপস্থিত দেখিয়া অত্যন্ত সংশয়ারূঢ় হইলেন এবং জয়লাভার্থ তাঁহার উপর শরধারা বর্ষণ করিতে লাগিলেন। তখন জয়শালী

মহাবাহু অর্জ্জুন অরাতিগণের শরজালে সমাচ্ছন্ন হইয়া রোষাবিষ্ট মনে তাঁহাদের বিনাশ বাসনায় অতি ভীষণ শরজাল বিস্তার করিলেন। কৌরব পক্ষীয় সৈন্যেরা অর্জ্জুনের শরনিকরে সমাহত হইয়া সিন্ধুরাজকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক পলায়ন করিতে লাগিল ; তৎকালে ভয়ে দুইজনে একত্র গমন করিতে সাহসী হইল না। মহারাজ! তখন আমরা সেই মহাযশস্বী অর্জ্জুনের কি অদ্ভুত পরাক্রম অবলোকন করিলাম। তিনি যেরূপ যুদ্ধ করিলেন, সেরূপ যুদ্ধ আর কুত্রাপি হয় নাই হইবেও না। রুদ্র যেমন প্রাণিগণকে বিনাশ করেন, তদ্রূপ ধনঞ্জয় গজ ও গজারোহী, অশ্ব ও অশ্বারোহী এবং সারথিদিগকে বিনাশ করিতে লাগিলেন। সেই সময়ে কোন হস্তী, অশ্ব বা মনুষ্যকে অর্জ্জুন শরে অনাহত অবলোকন করিলাম না। ঐ সময় সকলেই রজোরাশি ও অন্ধকার প্রভাবে দৃষ্টিহীন হইয়া ঘোরতর মোহপ্রাপ্ত হইল। কেহ কাহারে বিদিত হইতে সমর্থ হইল না। কাল প্রেরিত অসংখ্য সৈন্য অর্জ্জুন শরে মর্ম্ম পীড়িত হইয়া কেহ ভ্রমণ, কেহ স্খলিত পদ, কেহ পতিত, কেহ অবসন্ন এবং কেহ বা ম্লান হইতে লাগিল। হে মহারাজ! সেই প্রলয়কাল সদৃশ মহা দুস্তর অতি ভীষণ সংগ্রাম সময়ে ধরাতল রুধিরসিক্ত এবং বায়ু প্রবলবেগে প্রবাহিত হইলে পার্থিব রজোরাশি নিরাকৃত হইয়া গেল। রথচক্র সকল নাভিদেশ পর্য্যন্ত রুধিরে নিমগ্ন হইল। আরোহিবিহীন বেগবান্ কুঞ্জর ক্ষত বিক্ষতাঙ্গ ও রুধির নিমগ্ন হইয়া আর্ত্তনাদ করত স্বপক্ষীয় বলমর্দ্দন পূর্ব্বক পলায়ন করিতে লাগিল। সাদিবিহীন অশ্বগণ এবং পদাতি

সমুদায় অর্জ্জুন শরে সমাহত হইয়া প্রাণভয়ে ইতস্তত ধাবমান হইল। বীরগণ বর্ম্মবিহীন হইয়া ভয়ে সমর পরিত্যাগ পূর্ব্বক মুক্তকেশে, রুধিরাক্ত গাত্রে পলায়ন করিতে আরম্ভ করিলেন। কেহ কেহ গাঢ় আঘাতে বিনষ্ট হইয়া সমর ভূমিতে নিপতিত রহিল এবং অনেকে নিহত হস্তি সমুদায় মধ্যে বিলীন হইয়া প্রাণ রক্ষা করিল।

হে মহারাজ! মহাবীর ধনঞ্জয় এইরূপে কৌরব সৈন্য বিদ্রাবিত করিয়া সিন্ধুরাজের রক্ষক কর্ণ, অশ্বত্থামা, কৃপাচার্য্য, শল্য, বৃষসেন এবং দুর্য্যোধনকে শরজালে সমাচ্ছন্ন করিতে লাগিলেন। তিনি লঘুহস্ততা প্রযুক্ত যে কখন শর গ্রহণ, কখন শর সন্ধান, আর কখনই বা শর নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন, তাহা কিছুই দৃষ্টিগোচর হইল না। কেবল তাঁহার মণ্ডলাকার কার্ম্মুক ও সমন্তাৎ সমাকীর্ণ শরজালই আমাদের নেত্রপথে পতিত হইল। অনন্তর মহাবীর অর্জ্জুন অবিলম্বে কর্ণ ও বৃষসেনের শরাসন ছেদন পূর্ব্বক ভল্লাস্ত্র দ্বারা শল্যের সারথিরে রথ হইতে নিপাতিত করিয়া অসংখ্য শরনিপাতে অশ্বত্থামা ও কৃপাচার্য্যকে গাঢ়তর বিদ্ধ করিলেন। এইরূপে মহাবীর অর্জ্জুন কৌরব পক্ষীয় মহারথগণকে একান্ত ব্যাকুলিত করিয়া অনল সন্নিভ, অশনিসম, দিব্যমন্ত্রপূত নিরন্তর গন্ধমাল্যে অর্চ্চিত, এক ভয়ঙ্কর শর তূণীর হইতে উদ্ধার করিয়া বিধিপূর্ব্বক বজ্রাস্ত্রের সহিত সংযোজিত করত সত্বরে গাণ্ডীব শরাসনে সন্ধান করিলেন। নভোমণ্ডলস্থ প্রাণিগণ তদ্দর্শনে মহানাদ পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। তখন বাসুদেব পুনরায় সত্বরে ধনঞ্জয়কে কহিলেন, হে অর্জ্জুন! দিবাকর অস্তাচল

শিখরে আরোহণ করিতেছেন; অতএব তুমি শীঘ্র দুরাত্মা সিন্ধুরাজের শিরশ্ছেদন কর; কিন্তু আমি সিন্ধুরাজ বধবিষয়ে এক উপদেশ প্রদান করিতেছি, তুমি অবহিত হইয়া শ্রবণ কর।

জয়দ্রথের পিতা ত্রিলোক বিশ্রুত মহারাজ বৃদ্ধক্ষত্র বহুকালের পর জয়দ্রথকে লাভ করেন। জয়দ্রথের জন্মকালে এই দৈববাণী তাহার পিতার কর্ণগোচর হইয়াছিল, হে রাজন্! তোমার আত্মজ এই জীবলোকে সূর্য্য ও চন্দ্রবংশীয়দিগের ন্যায় কুল, শীল ও ইন্দ্রিয় নিগ্রহ প্রভৃতি সদ্গুণে ভূষিত হইবেন এবং সকল বীর পুরুষেরাই প্রতি নিয়ত ইহাঁর সৎকার করিবেন; কিন্তু কোন এক ক্ষত্রিয় প্রধান সুপ্রসিদ্ধ শত্রু ক্রোধাবিষ্ট হইয়া যুদ্ধকালে ইহাঁর শিরশ্ছেদন করিবেন। সিন্ধুরাজ বৃদ্ধক্ষত্র এই দৈববাণী শ্রবণ করিবামাত্র পুত্রস্নেহে অতিমাত্র কাতর হইয়া বহুক্ষণ চিন্তা করত জ্ঞাতিদিগকে কহিলেন, যে ব্যক্তি ঘোরতর সংগ্রামকালে আমার এই একান্ত দুর্ভর ভারবাহী পুত্রের মস্তক ধরণীতলে নিপাতিত করিবে, তাহার মস্তক তৎক্ষণাৎ শতধা বিদীর্ণ হইয়া ভূতলে নিপতিত হইবে, সন্দেহ নাই। মহারাজ বৃদ্ধক্ষত্র এই বলিয়া জয়দ্রথকে রাজ্যে অভিষেক করিয়া বন গমন পূর্ব্বক তপোনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইলেন। হে অর্জ্জুন! তিনি এক্ষণে এই কুরুক্ষেত্রের বহির্ভাগে সমন্ত পঞ্চক নামক তীর্থে অতি কঠোর তপস্যা করিতেছেন; অতএব তুমি ভয়ঙ্কর দিব্যাস্ত্র প্রভাবে জয়দ্রথের কুণ্ডলালঙ্কৃত মস্তক ছেদন করিয়া অবিলম্বে তাঁহার অঙ্কে নিপাতিত কর। যদি তুমি স্বয়ং ইহার মস্তক ভূতলে নিক্ষেপ কর, তাহা হইলে নিঃসন্দেহ তোমারও মস্তক শতধা বিদীর্ণ

হইয়া ভূতলে নিপতিত হইবে। হে ধনঞ্জয়! দিব্যাস্ত্র প্রভাবে এরূপ অলক্ষিত ভাবে জয়দ্রথের মস্তক উহার পিতার অঙ্কে নিপাতিত করিবে যেন তিনি কোনমতেই ঐ বিষয় বিদিত হইতে সমর্থ না হন। হে অর্জ্জুন! এই ত্রিলোক মধ্যে তোমার অসাধ্য কিছুই নাই।

মহাবীর অর্জ্জুন কৃষ্ণের এই কথা শ্রবণ করিয়া সৃক্কণী লেহন পূর্ব্বক সেই সৈন্ধব বধার্থে কৃতসন্ধান ভীষণ শর পরিত্যাগ করিলেন। শ্যেন পক্ষী যেমন বৃক্ষাগ্র হইতে শকুন্তকে হরণ করিয়া থাকে, তদ্রূপ সেই গাণ্ডীব নির্ম্মুক্ত অশনি সদৃশ শর জয়দ্রথের মস্তক হরণ করিল। তখন মহাবীর ধনঞ্জয় শত্রুগণের শোকোদ্দীপন ও মিত্রগণের হর্ষ বর্দ্ধন করিবার নিমিত্ত ঐ ছিন্ন মস্তক ধরাতলে নিপতিত না হইতে হইতেই শরনিকর দ্বারা পুনর্ব্বার ঊর্দ্ধে উত্থাপিত করিয়া সমন্ত পঞ্চকের বহির্ভাগে উপনীত করিলেন। ঐ সময় মহারাজ বৃদ্ধক্ষত্র সন্ধ্যোপাসনা করিতেছিলেন। ধনঞ্জয় সেই জয়দ্রথের কুণ্ডলালঙ্কৃত ছিন্নমুণ্ড অলক্ষিত রূপে তাঁহার অঙ্কদেশে নিপাতিত করিলেন। মহারাজ বৃদ্ধক্ষত্র জপসমাপনান্তে আসন হইতে উত্থিত হইবামাত্র সেই জয়দ্রথের ছিন্ন মস্তক ভূতলে নিপতিত হইল। তখন বৃদ্ধক্ষত্রের মস্তকও শতধা বিদীর্ণ হইয়া গেল। তদ্দর্শনে সকলেই অতিশয় বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া কৃষ্ণ ও অর্জ্জুনের ভূয়সী প্রশংসা করিতে লাগিলেন।

হে মহারাজ! এইরূপে অর্জ্জুন শরে সিন্ধুরাজ জয়দ্রথ নিহত হইলে মহাত্মা কৃষ্ণ অন্ধকার প্রতিসংহার করিলেন। তখন আপনার পুত্রগণ সেই বাসুদেব কৃত মায়াজাল বিস্তা-

রের বিষয় সম্যক অবগত হইলেন। হে রাজন্! আপনার জামাতা সিন্ধুরাজ জয়দ্রথ এই প্রকারে আট অক্ষৌহিণী সেনা বিনষ্ট করিয়া পরিশেষে অর্জ্জুন শরে কলেবর পরিত্যাগ করিলেন। তদ্দর্শনে আপনার পুত্রগণের নেত্রযুগল হইতে শোকাবেগ প্রভাবে অনর্গল অশ্রুজল নিপতিত হইতে লাগিল। মহাবীর ধনঞ্জয় পাঞ্চজন্য শঙ্খ প্রধ্মাপিত করিতে আরম্ভ করিলেন। ভীমসেন ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে প্রতিবোধিত করিয়াই যেন সিংহনাদ দ্বারা রোদসী প্রতিধ্বনিত করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। যুধিষ্ঠির সেই সিংহনাদ শ্রবণে অর্জ্জুন শরে সিন্ধুরাজ নিহত হইয়াছেন অনুমান করিয়া বাদ্যধ্বনি দ্বারা স্বপক্ষীয় যোদ্ধাদিগকে আনন্দিত করত সংগ্রাম করিবার বাসনায় দ্রোণের সহিত সমাগত হইলেন। ঐ সময় দিবাকর অস্তাচল চূড়াবলম্বী হইলে সোমকদিগের সহিত দ্রোণাচার্য্যের লোমহর্ষণ ঘোরতর সংগ্রাম আরম্ভ হইল। সোমকেরা ভারদ্বাজকে বিনাশ করিবার বাসনায় পরম প্রযত্ন সহকারে যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। পাণ্ডবগণ সিন্ধুরাজ বধ জনিত জয়লাভে উন্মত্ত প্রায় হইয়া দ্রোণের সহিত সমরে প্রবৃত্ত হইলেন। মহাবীর ধনঞ্জয়ও সিন্ধুরাজকে সংহার করিয়া আপনার পক্ষ মহারথগণের সহিত ঘোরতর সংগ্রাম আরম্ভ করিলেন।

সপ্ত চত্বারিংশদধিক শততম অধ্যায়।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন হে সঞ্জয়! মহাবীর সিন্ধুরাজ নিহত হইলে কৌরব পক্ষীয় বীরগণ কি করিলেন, তাহা কীর্ত্তন কর।

সঞ্জয় কহিলেন, হে মহারাজ! মহাবীর কৃপাচার্য্য জয়দ্রথকে নিহত দেখিয়া রোষাবিষ্ট চিত্তে ধনঞ্জয়ের উপর শরবর্ষণ

করিতে লাগিলেন। অশ্বত্থামাও ঐ সময় রথারোহণ পূর্ব্বক অর্জ্জুনের প্রতি ধাবমান হইলেন। এই রূপে মহারথ কৃপাচার্য্য ও অশ্বত্থামা উভয়ে দুই দিক হইতে অতি তীক্ষ্ণ শর নিক্ষেপ করিতে আরম্ভ করিলেন। মহারথশ্রেষ্ঠ মহাবাহু অর্জ্জুন তাঁহাদের শরনিকরে নিপীড়িত হইয়া অত্যন্ত কাতর হইলেন। তখন তিনি গুরু, কৃপাচার্য্য ও গুরুপুত্র অশ্বত্থামারে বিনাশ করিবার বাসনায় আচার্য্যের ন্যায় বিক্রম প্রকাশ পূর্ব্বক স্বীয় অস্ত্র দ্বারা কৃপ ও অশ্বত্থামার শরবেগ নিবারণ করিলেন। তৎপরে তাঁহাদের নিধন বাসনা পরিত্যাগ পূর্ব্বক মন্দবেগে শর বর্ষণ করিতে লাগিলেন। অর্জ্জুন নির্ম্মুক্ত শর সমুদায় অনবরত গাত্রে নিপতিত হওয়াতে তাঁহারা দুইজনে অতিশয় কাতর হইয়া উঠিলেন। কৃপাচার্য্য পার্থ শর প্রভাবে মূর্চ্ছিত হইয়া রথোপরি অবসন্ন হইলেন। সারথি তাঁহারে বিহ্বল দেখিয়া মৃতজ্ঞানে রথ লইয়া পলায়ন করিল। তদ্দর্শনে অশ্বত্থামাও ভীত হইয়া অর্জ্জুনের নিকট হইতে প্রস্থান করিলেন।

ঐ সময় মহাধনুর্দ্ধর ধনঞ্জয় শর পীড়িত কৃপাচার্য্যকে রথোপরি মূর্চ্ছিত অবলোকন করিয়া বিলাপ করত অশ্রুপূর্ণ নয়নে দীন বচনে কহিতে লাগিলেন, বিজ্ঞবর বিদুর কুলান্তক পাপাত্মা দুর্য্যোধন জন্মিবা মাত্র মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রকে কহিয়াছিলেন যে, এই কুলাঙ্গারকে বিনাশ করুন। ইহা হইতেই কৌরবগণের মহা ভয় উপস্থিত হইবে। এখন সত্যবাদী বিদুরের সেই কথা সপ্রমাণ হইতেছে। দুরাত্মা দুর্য্যোধনের নিমিত্তই আজি গুরুকে শরশয্যায় শয়ান দেখিতে হইল।

অতএব ক্ষত্রিয়দিগের আচার ও বলবীর্য্যে ধিক্; আমার সদৃশ কোন্ ব্যক্তি আচার্য্যের অনিষ্টাচরণে প্রবৃত্ত হয়। মহাত্মা কৃপ ঋষিপুত্র, আমার আচার্য্য ও দ্রোণের প্রিয় সখা; আমি ইচ্ছা না করিয়াও উহাঁরে শরনিকরে নিপীড়িত করিলাম। উনি আমার বাণে নিপীড়িত ও রথোপরি অবসন্ন হইয়া আমার হৃদয় বিদীর্ণ করিতেছেন। উনি আমারে অসংখ্য শরে নিপীড়িত করিলেও আমার উপেক্ষা করা উচিত; কিন্তু আমি বিপরীতাচরণ করিয়াছি। এক্ষণে উনি আমার শরে মূর্চ্ছিত হইয়া আমারে পুত্রশোক অপেক্ষা অধিকতর দুঃখগ্রস্ত করিলেন। হে কৃষ্ণ! ঐ দেখ, কৃপাচার্য্য দীনভাবে রথোপরি অবসন্ন রহিয়াছেন! যাঁহারা কৃতবিদ্য হইয়া গুরুকে অভিলষিত দ্রব্য প্রদান করেন, তাঁহারা দেবত্ব লাভ করিয়া থাকেন। আর যে দুরাত্মারা কৃতবিদ্য হইয়া শিক্ষকদিগকে বিনাশ করে, তাহারা নিরয়গামী হয়। অতএব আজি আমি শরবর্ষণে আচার্য্যকে রথমধ্যে অবসন্ন করিয়া নরক গমনের কার্য্য করিলাম। কৃপাচার্য্য আমার অস্ত্রশিক্ষা সময়ে কহিয়াছিলেন যে, হে কুরুবংশোদ্ভব! তুমি কখনই গুরুরে প্রহার করিও না; কিন্তু আজি আমি তাঁহারে শরাঘাত করিয়া তাঁহার বাক্য উল্লঙ্ঘন করিলাম। এক্ষণে রণে অপরাঙ্মুখ, পূজ্যতম গোতম পুত্রকে প্রণাম করি, আমি উহাঁরে প্রহার করিয়াছি; আমারে ধিক্।

হে মহারাজ! অর্জ্জুন এই রূপ বিলাপ করিতেছেন, এমন সময়ে মহাবীর কর্ণ সিন্ধুরাজকে নিহত নিরীক্ষণ করিয়া ধনঞ্জয়ের প্রতি ধাবমান হইলেন। যুধামন্যু, উত্তমৌজা ও

সাত্যকি, কর্ণকে অর্জ্জুনের সমীপে আগমন করিতে দেখিয়া সহসা তাঁহার প্রতি গমন করিতে লাগিলেন। তখন মহাবীর কর্ণ অর্জ্জুন হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইয়া সাত্যকির অভিমুখে ধাবমান হইলেন। তদ্দর্শনে ধনঞ্জয় হাস্য বদনে কৃষ্ণকে কহিলেন, হে হৃষীকেশ! ঐ দেখ, মহাবীর সূতপুত্র সাত্যকির অভিমুখে গমন করিতেছে, ঐ মহাবীর কখনই ভূরিশ্রবার বিনাশ সহ্য করিতে পারিবে না। অতএব শীঘ্র কর্ণের সমীপে রথ সঞ্চালন কর। কর্ণ যেন সাত্যকিরে ভূরিশ্রবার পদবীতে প্রেরণ করিতে না পারে।

মহাবীর অর্জ্জুন এই রূপ কহিলে মহাবাহু কেশব তাঁহারে তৎকালোচিত কথা কহিতে লাগিলেন, হে অর্জ্জুন! মহাবাহু সাত্যকি একাকীই কর্ণের সহিত সংগ্রাম করিতে সমর্থ; তাহাতে আবার যুধামন্যু ও উত্তমৌজা উহার সহায় রহিয়াছে। বিশেষত এখন কর্ণের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হওয়া তোমার কর্ত্তব্য নহে। উহার নিকট প্রজ্বলিত মহোল্কা সদৃশ বাসব প্রদত্ত শক্তি বিদ্যমান রহিয়াছে। ঐ মহাবীর তোমার সংহারার্থই যত্ন পূর্ব্বক ঐ শক্তি রাখিয়াছে। অতএব কর্ণ এক্ষণে সাত্যকির নিকট গমন করুক। হে অর্জ্জুন! তুমি যে সময়ে ঐ দুরাত্মারে তীক্ষ্ণ শরে ভূতলে নিপাতিত করিবে, আমি তাহা বিলক্ষণ অবগত আছি।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে সঞ্জয়! মহাবীর ভূরিশ্রবা ও সিন্ধুরাজ জয়দ্রথ নিহত হইলে কর্ণের সহিত সাত্যকির কিরূপ সংগ্রাম হইল? সাত্যকি রথ বিহীন হইয়াছিলেন; এক্ষণে তিনি কোন্ রথে আরোহণ করিয়া যুদ্ধ করিলেন? আর

পাণ্ডব পক্ষ চক্র রক্ষক যুধামন্যু ও উত্তমৌজাই বা কিরূপে সংগ্রাম করিলেন ? এই সমুদায় বৃত্তান্ত কীর্ত্তন কর।

সঞ্জয় কহিলেন, হে মহারাজ! আমি আপনার নিকট আপনারই দুরাচার জনিত সমর বৃত্তান্ত বর্ণন করিতেছি; আপনি ধৈর্য্যাবলম্বন পূর্ব্বক শ্রবণ করুন। মহাত্মা বাসুদেব অতীত ও অনাগত বিষয় বর্ত্তমানের ন্যায় প্রত্যক্ষ করিয়া থাকেন। যূপকেতু ভূরিশ্রবা যে, সাত্যকিরে পরাজয় করিতে সমর্থ হইবেন, ইহা পূর্ব্বেই তাঁহার হৃদয়ঙ্গম হইয়াছিল। তিনি তন্নিবন্ধন নিজ সারথি দারুককে রথ সুসজ্জিত করিয়া রাখিতে আদেশ করিয়াছিলেন। হে কুরুরাজ! দেবতা, গন্ধর্ব্ব যক্ষ, উরগ, রাক্ষস ও মনুষ্যগণের মধ্যে মহাত্মা কৃষ্ণ ও অর্জ্জুনকে পরাজয় করিতে পারে, এমন কেহই নাই। পিতামহ প্রভৃতি দেবগণ ও সিদ্ধগণ ঐ দুই মহাত্মার অতুল প্রভাবের বিষয় সম্যক্ বিদিত আছেন। যাহা হউক, এক্ষণে যেরূপ যুদ্ধ হইয়াছিল, তাহা কীর্ত্তন করিতেছি, আপনি অবহিত হইয়া শ্রবণ করুন।

মহামতি বাসুদেব মহাবীর সাত্যকিরে রথ শূন্য ও কর্ণকে যুদ্ধে সমুদ্যত অবলোকন করিয়া ঋষভস্বরে শঙ্খধ্বনি করিতে লাগিলেন। দারুক সেই শঙ্খধ্বনি শ্রবণে কৃষ্ণের সঙ্কেত বুঝিতে পারিয়া অবিলম্বে সাত্যকির নিকট গরুড় ধ্বজ রথ উপনীত করিলেন। তখন মহাবীর সাত্যকি কেশবের আদেশানুসারে কামগামী স্বর্ণালঙ্কার ভূষিত শৈব্য, সুগ্রীব, মেঘপুষ্প ও বলাহক নামক চারি অশ্ব সংযোজিত, সূর্য্যাগ্নি সঙ্কাশ, বিমান প্রতিম রথে আরোহণ করিয়া সায়ক বর্ষণ পূর্ব্বক কর্ণের

প্রতি ধাবমান হইলেন। ঐ সময় চক্ররক্ষক যুধামন্যু ও উত্তমৌজাও ধনঞ্জয়ের রথ পরিত্যাগ করিয়া কর্ণের প্রতি দ্রুতবেগে গমন করিতে লাগিলেন। তখন মহাবীর কর্ণ রোষভরে শরবর্ষণ পূর্ব্বক সাত্যকির প্রতি ধাবমান হইলেন। হে মহারাজ! তৎকালে সাত্যকির সহিত কর্ণের যেরূপ সংগ্রাম হইল, ঐরূপ যুদ্ধ ভূলোক বা দ্যুলোকেও দেবতা, গন্ধর্ব্ব, অসুর, উরগ ও রাক্ষসগণ মধ্যেও কদাচ উপস্থিত হয় নাই। সেই উভয় পক্ষীয় চতুরঙ্গ বল তৎকালে ঐ বীর দ্বয়ের মোহকর কার্য্য অবলোকন করিয়া যুদ্ধ হইতে বিরত হইল। তাহারা সেই বীর দ্বয়ের অলৌকিক সংগ্রাম এবং রথস্থ দারুকের গত, প্রত্যাগত, আবৃত্ত, মণ্ডল ও সন্নিবর্ত্তন প্রভৃতি বিবিধ গতি প্রদর্শন সহকারে সারথ্য কার্য্যের অনুষ্ঠান নিরীক্ষণ করিয়া বিস্মিত হইলেন। দেব, দানব ও গন্ধর্ব্বগণ নভোমণ্ডলে অবস্থান করিয়া অনন্যমনে ঐ উভয় বীরের ঘোরতর যুদ্ধ সন্দর্শন করিতে লাগিলেন।

তখন মিত্রার্থ যুদ্ধে প্রবৃত্ত সেই মহাবল পরাক্রান্ত বীর দ্বয় পরস্পরের প্রতি শরনিকর বর্ষণ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। অমর সঙ্কাশ মহাবীর কর্ণ ভূরিশ্রবা ও জলসন্ধের বিনাশ সহ্য করিতে অসমর্থ হইয়া শরবর্ষণ পূর্ব্বক সাত্যকিরে মর্দ্দিত করিতে লাগিলেন। তৎপরে তিনি শোকাবেগ বশত ভীষণ ভুজগের ন্যায় নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক রোষারুণ নেত্রে সাত্যকিরে দগ্ধ করিয়াই যেন বারংবার মহাবেগে ধাবমান হইলেন। সাত্যকি তাঁহারে ক্রোধাবিষ্ট দেখিয়া মাতঙ্গ যেমন প্রতিদ্বন্দ্বী মাতঙ্গকে দন্তাঘাত করিয়া থাকে, তদ্রূপ অনবরত

শরাঘাত করিতে আরম্ভ করিলেন। এইরূপে সেই অনুপম পরাক্রমশালী বীর দ্বয় ব্যাঘ্র দ্বয়ের ন্যায় পবস্পর মিলিত হইয়া শরনিকরে পরস্পরকে ক্ষত বিক্ষত করিতে লাগিলেন।

অনন্তর মহাবীর সাত্যকি শরজাল দ্বারা বারংবার কর্ণের কলেবর ভেদ করিয়া ভল্লাস্ত্রে তাঁহার সারথিরে রথোপস্থ হইতে নিপাতিত করিলেন এবং নিশিত শরনিকরে তাঁহার শ্বেতবর্ণ চারি অশ্ব বিনষ্ট ও শত শরে ধ্বজ দণ্ড শতধা খণ্ড খণ্ড করিয়া আপনার আত্মজ দুর্য্যোধনের সমক্ষেই তাঁহারে রথহীন করিলেন। অনন্তর আপনার পক্ষ মদ্ররাজ শল্য, কর্ণাত্মজ বৃষসেন ও দ্রোণপুত্র অশ্বত্থামা চতুর্দ্দিক হইতে সাত্যকিরে পরিবেষ্টন করিতে লাগিলেন। তখন সমস্ত সৈন্য আকুল হইয়া উঠিল ; কেহ কিছুই জ্ঞাত হইতে সমর্থ হইল না। সৈন্যগণ কর্ণকে রথশূন্য নিরীক্ষণ করিয়া হাহাকার করিতে লাগিল। হে মহারাজ ! এইরূপে মহাবীর কর্ণ মহারাজ দুর্য্যোধনের সহিত বাল্যাবধি সৌহার্দ্দ স্মরণ ও তাঁহারে রাজ্য প্রদান করিবার প্রতিজ্ঞা প্রতিপালন পূর্ব্বক সংগ্রাম করত সাত্যকির শরজালে সমাচ্ছন্ন ও একান্ত বিহ্বল হইয়া নিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে করিতে দুর্য্যোধনের রথে আরোহণ করিলেন।

মহাবীর সাত্যকি এইরূপে কর্ণকে রথশূন্য করিয়া দুঃশাসন প্রভৃতি শূরগণকে বিরথ ও বিহ্বল করিতে লাগিলেন ; কিন্তু ভীমের পূর্ব্বকৃত প্রতিজ্ঞা স্মরণ পূর্ব্বক কিছুতেই তাঁহাদিগের প্রাণ নাশ করিলেন না। আর মহাবীর অর্জ্জুন পুনর্দ্যূত সময়ে কর্ণকে সংহার করিবেন বলিয়া অঙ্গীকার করিয়া-

ছিলেন, তন্নিবন্ধন যুযুধান তাঁহার বিনাশেও ক্ষান্ত হইলেন। কর্ণ প্রমুখ মহারথগণ সাত্যকিরে বধ করিবার নিমিত্ত বারংবার যত্ন করিয়াছিলেন কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। ঐ মহাবীর ধর্ম্মরাজের হিতানুষ্ঠানার্থ জীবিতাশা পরিত্যাগ পূর্ব্বক সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়া একমাত্র ধনু প্রভাবে অশ্বত্থামা, কৃতবর্ম্মা ও অন্যান্য মহারথগণকে পরাজয় করিলেন। এইরূপে বাসুদেব ও অর্জ্জুন সদৃশ মহাবল পরাক্রান্ত সাত্যকি হাস্য-মুখে আপনার পক্ষ সৈন্যগণকে যমালয়ে প্রেরণ করিতে লাগিলেন। হে মহারাজ! এই ভূমণ্ডলে কৃষ্ণ, অর্জ্জুন ও সাত্যকি এই তিন জনই মহাধনুর্দ্ধর; ইহাঁদের তুল্য ধনুর্দ্ধর আর কাহাকেও উপলব্ধ হয় না।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে সঞ্জয়! বলবীর্য্য দর্পিত, দারুক সারথি সমবেত, বাসুদেব সদৃশ মহাবীর সাত্যকি কৃষ্ণের অজেয় রথে আরোহণ পূর্ব্বক কর্ণকে রথশূন্য করিয়া কি আর কোন রথে সমারূঢ় হইয়াছিলেন? ইহা শ্রবণ করিতে আমার নিতান্ত অভিলাষ হইয়াছে। অতএব আমার সমক্ষে উহা কীর্ত্তন কর। আমার মতে সাত্যকির পরাক্রম নিতান্ত অসহ্য।

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! আপনি যাহা কহিলেন, কীর্ত্তন করিতেছি শ্রবণ করুন। কিয়ৎক্ষণ পরে দারুকের অনুজ যথাবিধ সুসজ্জিত লৌহ ও কাঞ্চনময় পট্টে বিভূষিত, বিচিত্র কূবর যুক্ত, তারা সহস্র খচিত, সিংহ ধ্বজ ও পতাকা সম্পন্ন, সুবর্ণালঙ্কৃত বায়ুবেগগামী অশ্বগণে সংযুক্ত, মেঘ গভীর নিস্বন অন্য এক রথ সাত্যকির নিকট আনয়ন করিল। মহাবীর যুযুধান উহাতে আরোহণ করিয়া কৌরব সৈন্যগণের

প্রতি ধাবমান হইলেন। কৃষ্ণ সারথি দারুক স্বেচ্ছানুসারে কৃষ্ণের সন্নিধানে গমন করিলেন। তখন কর্ণের এক সারথিও শঙ্খ ও গোক্ষীরের ন্যায় পাণ্ডুর বর্ণ, কাঞ্চন বর্ম্মধারী বেগগামী অশ্বগণে সংযুক্ত, স্বর্ণ কক্ষা যুক্ত, ধ্বজ দণ্ডে সুশোভিত, যন্ত্র-বদ্ধ, পতাকায় সমলঙ্কৃত, বহুবিধ অস্ত্র শস্ত্র ও পরিচ্ছদে পরি-পূর্ণ রথ সমানীত করিল। মহাবীর কর্ণ তাহাতে আরোহণ করিয়া বিপক্ষগণের প্রতি ধাবমান হইলেন। হে মহারাজ! আপনি যাহা জিজ্ঞাসা করিতেছিলেন, তৎসমুদায় কহিলাম। এক্ষণে আপনার দুর্নীতিজনিত বিনাশ বৃত্তান্তও শ্রবণ করুন। এই যুদ্ধে বিচিত্র যোদ্ধা ভীমসেন আপনার দুর্ম্মুখ প্রমুখ এক ত্রিংশৎ পুত্রকে এবং সাত্যকি ও অর্জ্জুন ভীষ্ম ও ভগদত্ত প্রভৃতি শত শত বীরগণকে বিনাশ করিলেন। হে মহারাজ! কেবল আপনার দুর্ম্মন্ত্রণা প্রভাবেই এইরূপ লোক ক্ষয় হইতেছে।

অষ্টচত্বারিংশদধিক শততম অধ্যায়।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে সঞ্জয়! আমার এবং পাণ্ডব পক্ষীয় বীরপুরুষগণ রণস্থলে তদবস্থাপন্ন হইলে মহাবীর ভীম কি করিল, তদ্বৃত্তান্ত কীর্ত্তন কর।

সঞ্জয় কহিলেন, হে মহারাজ! রথবিহীন মহাবীর ভীম-সেন কর্ণের বাক্যে অতিমাত্র কাতর হইয়া রোষাবিষ্ট চিত্তে ধনঞ্জয়কে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, হে ভ্রাত! কর্ণ তোমার সাক্ষাতেই আমারে তূবরক, অমর, অস্ত্রমূঢ়, বালক ও সংগ্রাম কাতর বলিয়া বারংবার কটূক্তি প্রয়োগ করিতেছে। আমি পূর্ব্বে তোমার সমক্ষে প্রতিজ্ঞা করিয়াছি, যে দুরাত্মা আমারে

ঐ প্রকার কটূক্তি করিবে, সে আমার বধ্য। হে পার্থ! তুমিও কর্ণবধের নিমিত্ত পূর্ব্বে প্রতিজ্ঞা করিয়াছ; অতএব এক্ষণে যাহাতে আমাদের উভয়ের সত্য প্রতিপালন হয়, তাহার চেষ্টা কর।

অমিত পরাক্রম মহাবীর অর্জ্জুন ভীমসেনের বাক্য শ্রবণ করিয়া কর্ণের অভিমুখে গমন পূর্ব্বক তাঁহারে কহিতে লাগিলেন, হে সূতপুত্র! তুমি নিতান্ত পাপাশয়, অদূরদর্শী ও আত্মশ্লাঘা পরায়ণ। যাহা হউক, আমি যাহা কহিতেছি, তাহাতে কর্ণপাত কর। যুদ্ধে বীরপুরুষগণের জয় ও পরাজয় এই উভয়ই হইয়া থাকে। রণস্থলে ইন্দ্রকেও কখন জয়শালী ও কখন পরাজিত হইতে হয়। তুমি মহাবীর সাত্যকি কর্ত্তৃক বিরথ, বিকলেন্দ্রিয় ও মুমূর্ষু প্রায় হইলে তিনি তোমারে আমার বধ্য স্মরণ করিয়া জীবিতাবস্থায় পরিত্যাগ করিয়াছেন। এক্ষণে তুমি ভীমসেনকে রথশূন্য করিয়া তাঁহার প্রতি দুর্ব্বাক্য প্রয়োগ করত নিতান্ত অধর্ম্মাচরণ করিতেছ। শত্রুরে পরাজয় করিয়া আত্মশ্লাঘা, পরগ্লানি বা অরাতির প্রতি দুর্ব্বাক্য প্রয়োগ করা বীরপুরুষের কর্ত্তব্য নহে। তুমি সূতপুত্র ও অল্পজ্ঞান সম্পন্ন; এই নিমিত্তই সতত সদ্বৃত পরায়ণ মহাবল পরাক্রান্ত ভীমসেনের প্রতি কটূক্তি করিতেছ। মহাবীর ভীমসেন সমুদায় সৈন্যগণের, কেশবের ও আমার সমক্ষে তোমারে অনেক বার রথবিহীন করিয়াছেন; কিন্তু তিনি কিছুমাত্র পরুষ বাক্য প্রয়োগ করেন নাই। যাহা হউক, তুমি ভীমসেনের প্রতি বারংবার কটূক্তি প্রয়োগ এবং আমার অসমক্ষে অন্যান্য বীরগণের সহিত সমবেত হইয়া অভিমন্যুকে

বিনাশ করিয়া যে গর্ব্ব প্রকাশ করিতেছ, অবিলম্বেই তাহার ফল ভোগ করিবে। হে দুর্ম্মতে! তুমি আত্ম বিনাশের নিমিত্তই অভিমন্যুর শরাসন ছেদন করিয়াছ। আমি তোমারে তোমার ভৃত্য, বল ও বাহনের সহিত বিনাশ করিব, সন্দেহ নাই। হে রাধানন্দন! এক্ষণে তোমার মহা ভয়াবহ সময় উপস্থিত হইয়াছে। অতএব যাহা কর্ত্তব্য থাকে, তাহা এই সময়েই অনুষ্ঠান কর। আমি এই অস্ত্র স্পর্শ করিয়া প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে, আজি তোমার সমক্ষে তোমার পুত্র বৃষসেনকে সংহার করিব। আর যে সমুদায় ভূপতি মোহ বশত আমার সম্মুখে আগমন করিবেন, তাহাদিগকেও আমার শরে শমন ভবনে গমন করিতে হইবে। হে আত্মাভিমানী অজ্ঞান! দুর্ম্মতি দুর্য্যোধন নিশ্চয়ই তোমারে রণে নিপতিত নিরীক্ষণ করিয়া সাতিশয় অনুতাপ করিবে।

এইরূপে মহাবীর ধনঞ্জয় কর্ণের পুত্রকে বিনাশ করিতে প্রতিজ্ঞা করিলে রথিগণ তুমুল কোলাহল করিতে লাগিলেন। ঐ ভয়াবহ সময়ে দিবাকর করনিকর সংক্ষোচ করিয়া অস্তাচল শিখরে আরোহণ করিলেন। তখন মহাত্মা হৃষীকেশ ধনঞ্জয়কে আলিঙ্গন পূর্ব্বক কহিলেন, হে অর্জ্জুন! তুমি ভাগ্যবলে জয়দ্রথ বধরূপ প্রতিজ্ঞা প্রতিপালন করিয়াছ। ভাগ্যবলে বৃদ্ধক্ষত্র পুত্রের সহিত নিহত হইয়াছেন। হে অর্জ্জুন! এই ধার্ত্তরাষ্ট্র সৈন্য মধ্যে মহাবীর কার্ত্তিকেয় অবতীর্ণ হইলেও তাঁহারে অবসন্ন হইতে হয়, সন্দেহ নাই। যাহা হউক, এই জগতীতলে তোমা ভিন্ন আর কোন ব্যক্তিরেই এই সৈন্যগণের সহিত যুদ্ধ করিতে সমর্থ বলিয়া বিবেচনা হয় না।

তোমার তুল্য বা তোমা হইতে সমধিক বলবীর্য্য সম্পন্ন মহাপ্রভাব মহীপালগণ মহাবাহু দুর্য্যোধনের আদেশানুসারে কৌরব সৈন্য মধ্যে সমবেত হইয়াছেন। তাঁহারা তোমারে ক্রোধাবিষ্ট অবলোকন ও তোমার সন্নিধানে আগমন করিয়াও তোমার সহিত যুদ্ধ করিতে সমর্থ হন নাই। তোমার বলবীর্য্য রুদ্র, শক্র ও অন্তকের সদৃশ; অদ্য তুমি যেরূপ পরাক্রম প্রকাশ করিলে, এই রূপ পরাক্রম প্রদর্শন করিতে কেহই সমর্থ নহে। হে মহাবীর! এক্ষণে তুমি জয়দ্রথকে সংহার করাতে আমি তোমার যেরূপ প্রশংসা করিতেছি দুরাত্মা কর্ণ অনুচরগণ সমভিব্যাহারে তোমার শরনিকরে নিহত হইলে আমি পুনরায় তোমারে এই রূপ প্রশংসা করিব।

তখন মহাবীর অর্জ্জুন বাসুদেবের বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, হে মাধব! আমি তোমার অনুকম্পাতেই অদ্য এই অমরগণেরও দুস্তর প্রতিজ্ঞা সাগর হইতে উত্তীর্ণ হইয়াছি। হে মধুসূদন! তুমি যাহাদের নাথ, তাহাদের জয় লাভ হওয়া আশ্চর্য্য নহে। ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির তোমার প্রসাদেই সমগ্র পৃথিবী অধিকার করিবেন। হে কৃষ্ণ! আমাদের সমস্ত কার্য্যের ভার তোমাতেই সমর্পিত আছে; সুতরাং এক্ষণে এই জয় লাভ তোমারই হইল। আমরা তোমার কিঙ্কর, আমাদিগকে উত্তেজিত করা তোমার কর্ত্তব্যই হইতেছে।

মহাবীর মধুসূদন অর্জ্জুন কর্ত্তৃক এই রূপ অভিহিত হইয়া হাস্যমুখে তাঁহারে সেই ভয়ঙ্কর সংগ্রামস্থল প্রদর্শন পূর্ব্বক মন্দভাবে অশ্ব সঞ্চালন করত কহিতে লাগিলেন। হে অর্জ্জুন! ঐ দেখ মহাবল পরাক্রান্ত পার্থিবগণ যুদ্ধে জয় ও বিপুল

যশোলাভের অভিলাষে তোমার সহিত সংগ্রাম করিয়া তোমার শরনিকরে সমাহত ও সমরাঙ্গনে শয়ান রহিয়াছেন। ঐ তাঁহাদিগের শস্ত্র ও আভরণ সকল ইতস্তত বিকীর্ণ রহিয়াছে; রথ সকল চূর্ণ, অশ্ব ও হস্তিগণ বিনষ্ট ও বর্ম্ম সকল ছিন্ন ভিন্ন হইয়া গিয়াছে। ঐ সকল ভূপালের মধ্যে কাহারও প্রাণ বিয়োগ হইয়া গিয়াছে এবং কেহ কেহ এখনও জীবিত আছেন। হে অর্জ্জুন! ঐ সমস্ত অবনিপালগণ গতজীবিত হইয়াও স্ব স্ব প্রভা প্রভাবে সজীবের ন্যায় লক্ষিত হইতেছেন। ঐ দেখ, উহাঁদের অসংখ্য বাহন, সুবর্ণপুঙ্খ শরনিকর ও অন্যান্য বিবিধ অস্ত্র শস্ত্র দ্বারা রণস্থল সমাচ্ছন্ন হইয়া গিয়াছে এবং বর্ম্ম, মণিহার, কুণ্ডলালঙ্কৃত মস্তক, উষ্ণীষ, মুকুট, মাল্যদাম, চূড়ামণি, কণ্ঠসূত্র, অঙ্গদ, নিষ্ক ও অন্যান্য নানাবিধ ভূষণ দ্বারা রণভূমির অপূর্ব্ব শোভা হইয়াছে। রাশি রাশি অনুকর্ষ, তূণীর, পতাকা, ধ্বজদণ্ড, অলঙ্কার, আসন, ঈষাদণ্ড, চক্র, বিচিত্র অক্ষ, যুগ, যোক্ত্র, শর, শরাসন, চিত্রকম্বল, পরিঘ, অঙ্কুশ, শক্তি, ভিন্দিপাল, শূল, পরশু, প্রাস, তোমর, কুন্ত, যষ্টি, শতঘ্নী, ভুশুণ্ডী, খড়্গ, মুষল, মুদ্গর, গদা, কুণপ, স্বর্ণ মণ্ডিত কষা, করিদিগের ঘণ্টা ও বিবিধ অলঙ্কার এবং মহামূল্য নানাবিধ বসন ভূষণ, ইতস্তত বিকীর্ণ থাকাতে রণস্থল শরৎকালীন গ্রহ নক্ষত্র পরিপূর্ণ নভোমণ্ডলের ন্যায় শোভা পাইতেছে। অবনিপালগণ পৃথিবী লাভার্থ নিহত হইয়া নিদ্রিত পুরুষেরা যেমন মনোরমা প্রিয়তমাকে আলিঙ্গন করিয়া থাকে, তদ্রূপ পৃথিবীরে আলিঙ্গন করিয়া শয়ান রহিয়াছেন। ঐ দেখ, যেমন পর্ব্বত সমুদায়ের গুহা মুখ

হইতে গৈরিক ধাতু ধারা প্রবাহিত হয়, তদ্রূপ শরনিকর সমাহত, ক্ষিতিতলে বিলুণ্ঠমান, ঐরাবত সদৃশ মাতঙ্গগণের শস্ত্র ক্ষত অঙ্গ প্রত্যঙ্গ হইতে শোণিত বিনির্গত হইতেছে। সুবর্ণালঙ্কারে অলঙ্কৃত, অশ্বগণ নিহত এবং রথিসারথিহীন গন্ধর্ব্ব নগরাকার বিমান সদৃশ রথ সকল ধ্বজ, পতাকা, অক্ষ, চক্র, কূবর, যুগ ও ঈষা বিহীন হইয়া ভূতলে নিপতিত হইয়াছে। শরাসন চর্ম্মধারী সহস্র সহস্র পদাতি ধূলি-ধূসরিত-কেশ হইয়া রুধিরলিপ্ত কলেবরে পৃথিবী আলিঙ্গন পূর্ব্বক শয়ান রহিয়াছে। ঐ দেখ, তোমার শরজালে যোদ্ধাদিগের দেহ বিদীর্ণ হইয়া গিয়াছে। রণস্থল নিপতিত কুঞ্জর, রথ ও অশ্বকুল সমাকুল, দুর্নিরীক্ষ্য সমর ভূমি মধ্যে অনবরত রুধির, বসা, মাংস নিপতিত হওয়াতে প্রভূত কর্দ্দম সমুৎপন্ন হইয়াছে। অসংখ্য নিশাচর, কুক্কুর, বৃক, পিশাচ উহাতে নিরন্তর আমোদ প্রমোদ করিতেছে। হে ধনঞ্জয়! তুমি এই সংগ্রাম স্থলে যেরূপ যশস্কর কার্য্যানুষ্ঠান করিয়াছ, ইহা কেবল তোমার ও দৈত্য দানব সংহারকারী সুররাজ ইন্দ্রেরই সাধ্যায়ত্ত; ঐ দেখ, অসংখ্য চামর, ছত্র, ধ্বজ, অশ্ব, হস্তী, রথ, বিচিত্র কম্বল, বল্গা, কুথ ও মহামূল্য বরূথ সকল ইতস্তত বিকীর্ণ থাকাতে রণস্থল বিচিত্র বস্ত্র সমাচ্ছন্নের ন্যায় শোভা পাইতেছে। সহস্র সহস্র বীর সুসজ্জিত মাতঙ্গ হইতে নিপতিত হইয়া বজ্র ভগ্ন পর্ব্বত শিখর হইতে নিপতিত সিংহের ন্যায় শোভা ধারণ করিয়াছে। ঐ দেখ, সাদিগণ অশ্বের সহিত ও পদাতিগণ কার্ম্মুকের সহিত নিপতিত হইয়া অনবরত রুধির ধারা ক্ষরণ করিতেছে। হে মহারাজ!

এই রূপে বাসুদেব হৃষ্ট অনুচরগণ সমভিব্যাহারে অর্জ্জুনকে সমরস্থল প্রদর্শন পূর্ব্বক পাঞ্চজন্য শঙ্খধ্বনি করিতে লাগিলেন।

একোনপঞ্চাশদধিক শততম অধ্যায়।

হে মহারাজ! অনন্তর মহাত্মা হৃষীকেশ সাতিশয় আহ্লাদিত চিত্তে ধর্ম্মপুত্র রাজা যুধিষ্ঠিরের নিকট আগমন পূর্ব্বক তাঁহার পাদবন্দন করত কহিতে লাগিলেন, হে নরোত্তম! আজি আপনার পরম সৌভাগ্য। আজি ভাগ্যক্রমে আপনার শত্রু বিনষ্ট হইয়াছে, মহাবীর অর্জ্জুনও প্রতিজ্ঞা হইতে উত্তীর্ণ হইয়াছেন। অরাতিপাতন ধর্ম্মনন্দন কেশবের বাক্য শ্রবণে পরম আহ্লাদিত হইয়া স্বীয় রথ হইতে অবতরণ পূর্ব্বক আনন্দাশ্রুপূর্ণ লোচনে কৃষ্ণ ও অর্জ্জুনকে আলিঙ্গন করিলেন। তৎপরে নেত্রজল অপনীত করিয়া বাসুদেব ও ধনঞ্জয়কে কহিতে লাগিলেন, হে বীর দ্বয়! আজি ভাগ্যক্রমে পাপাত্মা নরাধম সিন্ধুরাজ নিহত হইয়াছে; তোমরা প্রতিজ্ঞাভার হইতে উত্তীর্ণ হইয়াছ; আমি যাহার পর নাই প্রীতি লাভ করিয়াছি এবং অরাতিগণও শোকসাগরে নিমগ্ন হইয়াছে। হে মধুসূদন! তুমি ত্রিলোক গুরু, তুমি সহায় থাকিলে ত্রিলোক মধ্যে কোন কার্য্যই দুষ্কর হয় না। হে গোবিন্দ! পূর্ব্বকালে পাকশাসন যেরূপ তোমার প্রসাদে দানবগণকে পরাজিত করিয়াছেন, তদ্রূপ আমরাও তোমারই প্রসাদে অরাতিগণকে পরাজিত করিতেছি। হে বার্ষ্ণেয়! তুমি যাহাদিগের প্রতি পরিতুষ্ট থাক, তাহাদের পক্ষে পৃথিবী পরাজয়ও অতি তুচ্ছ; ত্রিলোক বিজয়ও তাহাদিগের দুষ্কর হয় না। হে জনার্দ্দন! তুমি ত্রিদশেশ্বর তুমি যাহাদের নাথ,

তাহাদের পাপের লেশমাত্রও থাকে না এবং কদাচ সংগ্রামে পরাজয় হয় না। তোমার প্রসাদেই সুররাজ রণক্ষেত্রে দানবদল দলন পূর্ব্বক ত্রিলোক মধ্যে জয়লাভ করিয়া সুর-গণের ঈশ্বর হইয়াছেন। তোমার অনুগ্রহেই দেবগণ অমরত্ব লাভ করিয়া অক্ষয় স্বর্গভোগ করিতেছেন। তোমার প্রসাদেই এই চরাচর পৃথিবীস্থ সমুদায় লোক স্ব স্ব ধর্ম্ম অবলম্বন পূর্ব্বক নিত্য জপহোমাদির অনুষ্ঠানে তৎপর রহিয়াছে। পূর্ব্বকালে সমস্ত জগৎ একার্ণবময় হইয়া গাঢ় অন্ধকারে আচ্ছন্ন ছিল; কেবল তোমার কৃপাতেই পুনরায় ব্যক্ত হইয়াছে। তুমি সর্ব্বলোকের স্রষ্টা, পরমাত্মা, অব্যয়, পুরাণ পুরুষ, দেবদেব, সনাতন, পরাৎপর ও পরম পুরুষ; তোমার আদি নাই, নিধনও নাই। তুমি একবার যাহাদিগের নয়নে নিপতিত হও, তাহারা কখনই মুগ্ধ হয় না। তুমি ভক্ত জনগণকে আপদ হইতে উদ্ধার করিয়া থাক, যে ব্যক্তি তোমার শরণাপন্ন হয়, সে পরমৈশ্বর্য্য লাভ করে। হে পরমাত্মন্! তুমি চারি বেদে গীত হইয়া থাক, আমি তোমারে প্রাপ্ত হইয়া যার পর নাই ঐশ্বর্য্য ভোগ করিতেছি। হে নরেশ্বর! তুমি পরমেশ্বর, তির্য্যক্‌গণের ঈশ্বর এবং ঈশ্বরেরও ঈশ্বর; অতএব তোমারে নমস্কার। হে মাধব! তুমি জয়লাভে পরিবর্দ্ধিত হও। হে সর্ব্বাত্মন্! হে পৃথুলোচন! তুমি সমস্ত লোকের আদি কারণ। যিনি ধনঞ্জয়ের সখা ও সর্ব্বদা উহাঁর হিত সাধনে রত আছেন, তিনিও তোমারে প্রাপ্ত হইয়া অপার সুখ লাভ করিয়া থাকেন।

হে মহারাজ! রাজা যুধিষ্ঠির এই রূপ কহিলে পর কৃষ্ণ

ও অর্জ্জুন উভয়ে পরম আহ্লাদিত হইয়া তাঁহারে কহিতে লাগিলেন। হে রাজন্! আপনার ক্রোধাগ্নি প্রভাবেই পাপাত্মা সিন্ধুরাজ ও বিপুল কৌরব সৈন্য দগ্ধ হইয়াছে। আপনার কোপেই কৌরবগণ নিহত হইয়াছে, হইতেছে ও হইবে। হে বীর! দুরাত্মা দুর্য্যোধন আপনারে কোপান্বিত করিয়াই বন্ধু বান্ধবগণ সমভিব্যাহারে সমরাঙ্গনে প্রাণত্যাগ করিবে। পূর্ব্বে দেবতারাও যাঁহারে পরাভব করিতে সমর্থ হন নাই, আজি সেই কুরু পিতামহ ভীষ্ম আপনার কোপ প্রভাবেই শর শয্যায় শয়ন করিয়াছেন। আপনি যাহাদিগের দ্বেষ্টা, তাহাদিগকে অবশ্যই মৃত্যুমুখে নিপতিত হইতে হয়, তাহারা কখনই সংগ্রামে জয় লাভ করিতে পারে না। আপনি যাহাদের উপর ক্রুদ্ধ হন, তাহাদিগের রাজ্য, প্রাণ, প্রিয়তর পুত্র ও বিবিধ সুখভোগ অচিরাৎ বিনষ্ট হইয়া যায়। হে রাজধর্ম্ম পরায়ণ ভূপাল! আপনি যখন ক্রুদ্ধ হইয়াছেন, তখন নিশ্চয়ই কৌরবগণ বন্ধু বান্ধবগণের সহিত বিনষ্ট হইবে।

হে মহারাজ! মহাত্মা কৃষ্ণ ও অর্জ্জুন যুধিষ্ঠিরকে এই রূপ কহিতেছেন, এমন সময় অরাতিশরে ক্ষত বিক্ষতাঙ্গ মহাধনুর্দ্ধর মহাবীর ভীমসেন ও মহারথ সাত্যকি তথায় সমুপস্থিত হইয়া পরম গুরু যুধিষ্ঠিরকে অভিবাদন পূর্ব্বক পাঞ্চালগণে পরিবেষ্টিত হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে ক্ষিতিতলে দণ্ডায়মান রহিলেন। মহাত্মা ধর্ম্মরাজ, মহাবীর ভীমসেন ও সাত্যকিরে হৃষ্টচিত্তে কৃতাঞ্জলিপুটে দণ্ডায়মান অবলোকন করিয়া তাঁহাদিগকে অভিনন্দন পূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন, হে বীরদ্বয়! আজি তোমরা ভাগ্যক্রমে দ্রোণরূপ গ্রাহ ও

হার্দ্দিক্য মকরযুক্ত কৌরব সৈন্যরূপ মহাসাগর হইতে উত্তীর্ণ হইয়াছ। আজি ভাগ্যক্রমে পৃথিবীস্থ ভূপতিগণ এবং দ্রোণ ও কৃতবর্ম্মা তোমাদের নিকট পরাজিত হইয়াছেন। ভাগ্যবলে তোমরা বিকীর্ণ অস্ত্র দ্বারা কর্ণকে পরাভূত ও শল্যকে পরাঙ্মুখ করিয়াছ। হে যুদ্ধ বিশারদ মহারথ দ্বয়! আজি ভাগ্যক্রমে তোমাদিগকে সমরাঙ্গন হইতে কুশলে প্রত্যাগত দেখিলাম। তোমরা আমার আজ্ঞা প্রতিপালন ও সম্মান করিয়া থাক এবং কদাচ সংগ্রামে পরাঙ্মুখ হও না; তোমরা আমার প্রাণতুল্য।

হে মহারাজ! রাজা যুধিষ্ঠির ভীমসেন ও সাত্যকিরে এই রূপ কহিয়া আনন্দাশ্রুপূর্ণনেত্রে তাঁহাদিগকে আলিঙ্গন করিলেন। তখন পাণ্ডব পক্ষীয় সৈন্যগণ তাঁহাদিগকে হৃষ্ট দেখিয়া পরমাহ্লাদিত চিত্তে সংগ্রামে মনোনিবেশ করিল।

পঞ্চাশদধিক শততম অধ্যায়।

হে মহারাজ! এ দিকে আপনার আত্মজ দুর্য্যোধন সিন্ধুরাজের নিধন দর্শনে শত্রুজয়ে উৎসাহ শূন্য ও নিতান্ত বিমনায়মান হইয়া বাষ্পাকুল লোচনে দীন বদনে ভগ্নদশন ভুজঙ্গের ন্যায় দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। তিনি মহাবীর অর্জ্জুন, ভীম ও সাত্যকির শরনিকর প্রভাবে আপনার সৈন্যগণের সংহার নিরীক্ষণ পূর্ব্বক বিবর্ণ, কৃশ ও একান্ত দীন ভাবাপন্ন হইয়া মনে মনে চিন্তা করিলেন, এই পৃথিবীতে অর্জ্জুনের তুল্য যোদ্ধা আর নাই। সে ক্রোধাবিষ্ট হইলে কি দ্রোণ, কি কৃপ, কি কর্ণ, কি অশ্বত্থামা কেহই তাহার সম্মুখে অবস্থান করিতে সমর্থ হন না। মহাবীর পার্থ আমার পক্ষ

সমুদায় মহারথকে পরাজয় করিয়া সিন্ধুরাজ জয়দ্রথকে সংহার করিল; কিন্তু কেহই তাহারে নিবারণ করিতে পারিলেন না। এ ক্ষণে পাণ্ডবগণ নিশ্চয়ই আমার বিপুল বল বিনষ্ট করিবে; সাক্ষাৎ সুররাজ ইন্দ্রও উহাদিগকে রক্ষা করিতে পারিবেন না। আমরা যাঁহারে আশ্রয় করিয়া শস্ত্র সমুদ্যত করত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছি, অর্জ্জুন সেই মহারথ কর্ণকে সমরে পরাজিত করিয়া জয়দ্রথকে নিহত করিল। আমি যাঁহার বল বীর্য্য আশ্রয় করিয়া সন্ধি স্থাপন লালস বাসুদেবকে তৃণজ্ঞান করিয়াছিলাম, সেই মহারথ কর্ণ আজি সমরে পরাজিত হইয়াছেন।

হে মহারাজ! রাজা দুর্য্যোধন এইরূপ কলুষিত চিত্ত হইয়া দ্রোণকে সন্দর্শন করিবার বাসনায় তৎসন্নিধানে গমন পূর্ব্বক কৌরবগণের নাশ ও বিজয় বাসনা পরবশ ধার্ত্তরাষ্ট্রগণের বিনাশ বৃত্তান্ত আদ্যোপান্ত কীর্ত্তন করত কহিলেন, হে আচার্য্য! অস্মৎ পক্ষীয় মহীপালগণের বিনাশ অবলোকন কর। তাঁহারা যে মহাবীর ভীষ্মকে সম্মুখবর্ত্তী করিয়া সমরে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, শিখণ্ডী তাঁহারে সংহার পূর্ব্বক পূর্ণ মনোরথ ও বিজয়ান্তরলাভে একান্ত লোলুপ হইয়া পাঞ্চালগণ সমভিব্যাহারে সেনামুখে অবস্থান করিতেছে। ধনঞ্জয়, আপনার শিষ্য, নিতান্ত দুর্দ্ধর্ষ, সাত অক্ষৌহিণী সেনার সংহর্ত্তা, মহাবীর জয়দ্রথকে নিহত করিয়াছে। হে আচার্য্য! এক্ষণে আমি কি রূপে আমাদিগের বিজয়াভিলাষী, উপকার নিরত, যম সদনে প্রস্থিত সুহৃৎগণের ঋণ হইতে মুক্ত হইব। যে সকল ভূপালগণ আমারে রাজ্য প্রদান করিতে অভিলাষ

করিয়াছিলেন, এক্ষণে তাঁহারাই সমস্ত ঐশ্বর্য্য পরিত্যাগ পূর্ব্বক ধরাসনে শয়ান রহিয়াছেন। আমি অতি কাপুরুষ। আমি এই রূপে মিত্রগণকে মৃত্যুমুখে নিপাতিত করিয়াছি। এক্ষণে সহস্র অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিলেও আমার এই পাপধ্বংস হইবে না। আমি অতি লুব্ধস্বভাব ও পাপপরায়ণ; নৃপতিগণ আমারই নিমিত্ত যুদ্ধে জয়লাভার্থী হইয়া কাল-কবলে নিপতিত হইয়াছেন। এক্ষণে বসুন্ধরা কেন এই মিত্রদ্রোহী পাপাত্মারে স্থান প্রদানার্থ বিদীর্ণ হইতেছেন না। আরক্তলোচন নিতান্ত দুর্দ্ধর্ষ মহাবীর ভীষ্ম ভূপালগণ মধ্যে আমারে কি বলিবেন? হে মহারথ! সাত্যকি প্রাণপণে যুদ্ধ করিয়া আমার কার্য্য সাধনার্থ সমুদ্যত মহাবল পরাক্রান্ত জলসন্ধকে বিনাশ করিয়াছে। হায়! অদ্য কাম্বোজরাজ, অলম্বুষ ও অন্যান্য সুহৃৎগণকে নিহত নিরীক্ষণ করিতে হইল। আর আমার প্রাণ ধারণের আবশ্যক কি। যাহা হউক, এক্ষণে যে সমস্ত বীরেরা আমার বিজয়লাভার্থ সাধ্যানুসারে যত্নবান্ হইয়া সমরে কলেবর পরিত্যাগ করিয়াছেন, আজি আমি স্বীয় বিক্রম প্রদর্শন পূর্ব্বক তাঁহাদের নিকট ঋণ শূন্য হইয়া যমুনায় গমন ও তাঁহাদের উদ্দেশে জলাঞ্জলি প্রদান করিয়া তাঁহাদিগের তৃপ্তি সাধন করিব। আমি ইষ্টাপূর্ত্ত, বলবীর্য্য ও পুত্রের শপথ করিতেছি যে, আমি হয় পাণ্ডবগণকে পাঞ্চাল-দিগের সহিত বিনাশ করিয়া শান্তিলাভ করিব, না হয় তাহা-দের শরে নিহত হইয়া আমার কার্য্য সাধনার্থ নিহত ভূপতি-গণের সলোকতা প্রাপ্ত হইব। আমার সাহায্য দানে প্রবৃত্ত বীর পুরুষেরা যথোচিত রক্ষিত না হইয়া এক্ষণে আর

আমাদের পক্ষ অবলম্বন করিতে অভিলাষ করেন না। তাঁহারা আমাদের অপেক্ষা পাণ্ডবগণের আশ্রয় গ্রহণ নিতান্ত শ্রেয়স্কর বলিয়া বিবেচনা করিতেছেন। হে আচার্য্য! আপনি সংগ্রামে আমাদিগের মৃত্যু বিধান করিয়া দিয়াছেন। দেখুন, আপনি অর্জ্জুনকে শিষ্য বলিয়া উপেক্ষা প্রদর্শন করাতে আমাদিগের বিজয়াভিলাষী বীরগণ বিনষ্ট হইতেছেন। এক্ষণে কেবল কর্ণকে আমাদিগের জয়ার্থী বলিয়া বোধ হইতেছে। হে ব্রহ্মন্! মন্দ বুদ্ধি ব্যক্তি যেমন যথার্থ বন্ধু অবগত না হইয়া তাহার নিমিত্ত জয়াভিলাষ করত স্বয়ং অবসন্ন হয়, আমার সুহৃৎগণ আমার নিমিত্ত তদ্রূপ হইতেছেন। আমি অতিমূঢ়, পাপাশয়, কুটিল হৃদয় ও ধনলোভী। আমার নিমিত্তই মহাবীর সিন্ধুরাজ, ভূরিশ্রবা এবং অভীষাহ, শূরসেন, শিবি ও বশাতিগণ অর্জ্জুনের সহিত সংগ্রাম করিয়া বিনষ্ট হইয়াছেন। অতএব আজি আমি সেই সকল মহাত্মাদিগের অনুগমন করিব। যখন তাঁহাদিগের মৃত্যু হইয়াছে, তখন আমার আর জীবন ধারণ করিবার কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই। হে পাণ্ডবগণের আচার্য্য! আমি উক্ত মহাবীরগণের অনুগমনে নিতান্ত উৎসুক হইয়াছি; আপনি আমারে তদ্বিষয়ে অনুজ্ঞা প্রদান করুন।

একপঞ্চাশদধিক শততম অধ্যায়।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে সঞ্জয়! মহাবীর অর্জ্জুন সিন্ধুরাজ ও ভূরিশ্রবারে বিনষ্ট করিলে তোমাদের মন কি প্রকার হইল? দুর্য্যোধন কৌরবগণ সমক্ষে দ্রোণাচার্য্যকে সেই রূপ কহিলে তিনি তাঁহারে কি প্রত্যুত্তর প্রদান করিলেন। তৎসমুদায় কীর্ত্তন কর।

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! মহাবীর জয়দ্রথ ও ভূরিশ্রবা নিহত হইলে আপনার সৈন্য মধ্যে মহান্ আর্ত্তনাদ শব্দ সমুত্থিত হইল। আপনার পুত্রের মন্ত্রণাতে শত শত প্রধান পুরুষেরা নিহত হইলেন দেখিয়া সকলেই তাঁহার পরামর্শে অবজ্ঞা প্রদর্শন করিতে লাগিল। মহাবীর দ্রোণাচার্য্য আপনার পুত্রের সেই বাক্য শ্রবণে নিতান্ত বিমনায়মান হইয়া মুহূর্ত্ত-কাল চিন্তা করিয়া অতি দীন ভাবে কহিলেন, দুর্য্যোধন! কেন বৃথা আমারে বাক্যবাণে বিদ্ধ করিতেছ। আমি ত তোমারে সততই বলিয়া থাকি যে, অর্জ্জুন অজেয়; শিখণ্ডী অর্জ্জুন সংরক্ষিত হইয়া মহাবীর ভীষ্মকে নিপাতিত করাতেই ধনঞ্জয়ের অসাধারণ বলবীর্য্য অবগত হওয়া গিয়াছে। আমি দানবগণেরও অবধ্য মহাবীর ভীষ্মকে নিহত নিরীক্ষণ করিয়া কৌরবসৈন্যগণের সমূলে উন্মূলন স্থির করিয়াছি। আমরা ত্রিলোক মধ্যে যাঁহারে সর্ব্বাপেক্ষা মহাবীর বলিয়া বোধ করিতাম, সেই ভীষ্মই সমরশায়ী হইয়াছেন; এক্ষণে আমার আর কি উপায় আছে? হে বৎস! শকুনি কৌরব সভায় যে অক্ষ নিক্ষেপ করিয়াছিল, উহা অক্ষ নহে, শত্রু বিনাশন সুতীক্ষ্ণ শর। ঐ সকল শর এক্ষণে অর্জ্জুন কর্ত্তৃক নিক্ষিপ্ত হইয়া আমাদিগের যোধগণকে সংহার করিতেছে। হে দুর্য্যোধন! ধীর প্রকৃতি মহাত্মা বিদুর তোমারই হিত সাধনার্থ তোমারে বিবিধ উপদেশ প্রদান এবং তোমার সমক্ষে বারংবার বিলাপ ও পরিতাপ করিয়াছিলেন কিন্তু তুমি অনাদর প্রদর্শন পূর্ব্বক তাঁহার বাক্যে কর্ণপাতও কর নাই; তন্নিবন্ধনই এক্ষণে এই ঘোরতর হত্যাকাণ্ড সমুপস্থিত হইয়াছে। যে মূঢ়

হিতকারী সুহৃদের বাক্যে অনাস্থা প্রদর্শন পূর্ব্বক আপনার মতানুসারে কার্য্যানুষ্ঠান করিয়া থাকে, সে অবিলম্বে শোচনীয় হয়। হে মহারাজ! তুমি যে সৎকুল সম্ভূত, ধর্ম্মপরায়ণ, অসৎকারের নিতান্ত অনুপযুক্ত দ্রৌপদীরে আমাদিগের সমক্ষে সভা মণ্ডপে আনয়ন করাইয়াছিলে, এক্ষণে সেই অধর্ম্মের ফলভোগ করিতেছ এবং পরলোকে ইহা অপেক্ষাও অধিকতর ফলভোগ করিবে।

তুমি কপটতাচরণ পূর্ব্বক যে পাণ্ডবগণকে দ্যূত ক্রীড়ায় পরাজয় করত রৌরব চর্ম্ম পরিধান করাইয়া অরণ্যে প্রব্রাজিত করিয়াছিলে, এক্ষণে আমা ভিন্ন অন্য কোন্ ব্রাহ্মণবাদী মনুষ্য সেই ধর্ম্ম পরায়ণ আত্মজ তুল্য পাণ্ডবগণের অনিষ্টাচরণ করিবে? তুমি শকুনির সাহায্যে ও মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রের সম্মতি ক্রমে পাণ্ডবগণের কোপ সংগ্রহ করিয়াছ। দুঃশাসন ও কর্ণ ঐ ক্রোধানল সন্ধুক্ষিত করিয়াছেন এবং তুমি বিদুরের বাক্যে অনাদর প্রদর্শন পূর্ব্বক বারংবার উহা উত্তেজিত করিয়াছ। দেখ, তোমরা সকলে পরাভূত হইয়াও জয়দ্রথের রক্ষার্থ যত্ন সহকারে অর্জ্জুনকে নিবারণ করিতে গিয়াছিলে; তবে সিন্ধুরাজ তোমাদিগের মধ্যে কেন বিনষ্ট হইলেন। মহাবীর কর্ণ, কৃপ, শল্য, অশ্বত্থামা ও তুমি তোমরা সকলে জীবিত থাকিতে জয়দ্রথ কেন কালসদনে আতিথ্য গ্রহণ করিলেন? ভূপালগণ জয়দ্রথকে পরিত্রাণ করিবার নিমিত্ত প্রখর তেজ ধারণ করিয়াছিলেন, তবে তিনি কেন সংগ্রামে নিপতিত হইলেন। হে দুর্য্যোধন! সিন্ধুরাজ তোমার বিশেষত আমার পরাক্রম প্রভাবে ধনঞ্জয় হইতে আত্মরক্ষা করিবার

বাসনা করিয়াছিলেন; কিন্তু তিনি তদ্বিষয়ে কৃতকার্য্য হন নাই। এক্ষণে আমি কোন্ স্থানে গমন করিলে জীবিত থাকিব, কিছুই বুঝিতে পারি না। আমি যে পর্য্যন্ত না ধনঞ্জয়কে পাঞ্চালগণের সহিত সংহার করিতেছি, তদবধি বোধ হইতেছে যেন, পাপাত্মা ধৃষ্টদ্যুম্নের হস্তে আমার পরিত্রাণ নাই। হে রাজন্! সিন্ধুরাজ রক্ষায় অকৃতকার্য্য হইয়া আমারে বিলাপ ও পরিতাপ করিতে দেখিয়াও কি নিমিত্ত বাক্য বাণে বিদ্ধ করিতেছ। আর সেই সত্যসন্ধ মহাবীর ভীষ্মের সুবর্ণময় ধ্বজ দণ্ড নিরীক্ষণ না করিয়া কিরূপে তোমার মনে জয়লাভের প্রত্যাশা হইতেছে। যে যুদ্ধে সৈন্ধব ও ভূরিশ্রবা মহারথগণের মধ্যবর্ত্তী হইয়াও নিহত হইয়াছেন, তথায় তুমি আর কি বিবেচনা কর। কৃপাচার্য্য এখনও সিন্ধুরাজের পথে পদার্পণ করেন নাই, এই নিমিত্ত আমি তাঁহারে যথোচিত সৎকার করি। হে দুর্য্যোধন! দেবগণ সমবেত দেবরাজও যাঁহারে বিনাশ করিতে সমর্থ নহেন, সেই দুষ্করকর্ম্মকারী মহাবীর ভীষ্মকে যখন তোমার ও দুঃশাসনের সমক্ষে নিপতিত হইতে অবলোকন করিলাম, তখন স্পষ্টই বোধ হইতেছে যে, বসুন্ধরা তোমারে পরিত্যাগ করিলেন। যাহা হউক, এক্ষণে পাণ্ডব ও সৃঞ্জয়দিগের সৈন্য সমুদায় আমার সম্মুখে আগমন করিতেছে। আমি তোমার হিতানুষ্ঠানার্থ সমস্ত সৃঞ্জয়গণকে বিনাশ না করিয়া কখনই কবচ মোক্ষণ করিব না। হে রাজন্! তুমি আমার পুত্র অশ্বত্থামার নিকট গমন পূর্ব্বক তাহারে বল যে, তুমি জীবিত রক্ষার্থ সোমকদিগকে পরিত্যাগ করিও না। আর তোমার পিতা যে যে

বিষয়ে আদেশ প্রদান করিয়াছেন, এক্ষণে তৎসমুদায় প্রতিপালন পূর্ব্বক আনৃশংস্য, দম, সত্য ও সরলতায় মন সমাহিত কর। ধর্ম্মার্থ কামে নিরত থাকিয়া ধর্ম্ম ও অর্থের পীড়ন না করিয়া সতত ধর্ম্ম প্রধান কার্য্যের অনুষ্ঠানে তৎপর হও। মন ও নেত্র দ্বারা ব্রাহ্মণগণকে সন্তুষ্ট ও সাধ্যানুসারে তাঁহাদের পূজা কর। তাঁহারা অগ্নিশিখা সদৃশ; অতএব কদাচ তাঁহাদিগের অপ্রিয় কার্য্যের অনুষ্ঠান করা বিধেয় নহে। হে মহারাজ! তুমি অশ্বত্থামারে আমার এই সকল উপদেশ বাক্য কহিবে। এক্ষণে আমি তোমার বাক্য শল্যে পীড়িত হইয়া সৈন্য মধ্যে সংগ্রাম করিতে চলিলাম। যদি তুমি সমর্থ হও, তবে সৈন্য সমুদায়কে রক্ষা কর। পাণ্ডব ও সৃঞ্জয়গণ অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়াছে, তাহারা রজনীযোগেও যুদ্ধে নিবৃত্ত হইবে না। হে মহারাজ! দ্রোণাচার্য্য দুর্য্যোধনকে এইরূপ কহিয়া পাণ্ডব ও সৃঞ্জয়দিগের প্রতি ধাবমান হইয়া দিবাকর যেমন নক্ষত্রগণের তেজ নাশ করেন, তদ্রূপ ক্ষত্রিয় তেজ বিনাশ করিতে লাগিলেন।

দ্বিপঞ্চাশদধিক শততম অধ্যায়।

হে মহারাজ! দ্রোণাচার্য্য এইরূপ কহিলে আপনার পুত্র দুর্য্যোধন রোষাবিষ্ট চিত্তে যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইয়া কর্ণকে কহিতে লাগিলেন, হে রাধেয়! দেখ, একাকী অর্জ্জুন একমাত্র কৃষ্ণকে সহায় করিয়া তোমার, দ্রোণাচার্য্যের এবং অন্যান্য প্রধানতম যোদ্ধৃগণের সমক্ষেই দেবগণেরও দুর্ভেদ্য সেই আচার্য্য বিরচিত ব্যূহ ভেদ করিয়া সিন্ধুরাজকে নিহত করিল। সিংহ যেমন অন্যান্য মৃগ সমুদায় বিনষ্ট করে, তদ্রূপ অর্জ্জুন

আমার ও দ্রোণাচার্য্যের সমক্ষেই প্রধান প্রধান নরপতিগণকে সংগ্রামে বিনাশ করিয়া আমার সৈন্য নিঃশেষিত প্রায় করিয়াছে। মহাত্মা দ্রোণাচার্য্য যদি যত্ন পূর্ব্বক অর্জ্জুনকে নিগ্রহ করিতেন, তাহা হইলে সে কখনই দুর্ভেদ্য ব্যূহ ভেদ পূর্ব্বক সিন্ধুরাজকে বিনাশ করিয়া প্রতিজ্ঞাভার হইতে উত্তীর্ণ হইতে সমর্থ হইত না। অর্জ্জুন মহাত্মা দ্রোণাচার্য্যের অতি-শয় প্রিয় ; সেই জন্যই আচার্য্য যুদ্ধ না করিয়া তাহারে পথ প্রদর্শন করিয়াছেন। আমার কি দুর্ভাগ্য ! শত্রুতাপন আচার্য্য পূর্ব্বে সিন্ধুরাজকে অভয় প্রদান করিয়া এক্ষণে অর্জ্জুনকে সৈন্য মধ্যে প্রবেশ করিতে পথ প্রদান করিলেন। যদি তিনি পূর্ব্বেই সিন্ধুরাজকে গৃহ গমনে অনুমতি করিতেন, তাহা হইলে কখনই এ রূপ জনক্ষয় উপস্থিত হইত না। আমিও নিতান্ত অনার্য্য। সিন্ধুরাজ যখন জীবিত রক্ষার্থ গৃহে গমন করিতে প্রার্থনা করিয়াছিলেন, তখন আমি অভয় প্রদানে আশ্বস্ত হইয়া তাঁহারে নিবারণ করিলাম। হায় ! আজি আমা-দের সমক্ষেই আমার চিত্রসেন প্রভৃতি সহোদরেরা ভীমহস্তে কলেবর পরিত্যাগ করিল।

কর্ণ কহিলেন, হে মহারাজ ! দ্রোণাচার্য্য জীবিত নিরপেক্ষ হইয়া বলবীর্য্য ও উৎসাহ অনুসারে যুদ্ধ করিতেছেন ; তুমি তাঁহার নিন্দা করিও না। শ্বেতবাহন অর্জ্জুন আচার্য্যকে অতিক্রম করিয়া যে সৈন্য মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে, তদ্বিষয়ে তাঁহার অণুমাত্রও অপরাধ লক্ষিত হইতেছে না। দ্রোণাচার্য্য স্থবির, শীঘ্র গমনে নিতান্ত অক্ষম ও বাহু ব্যায়ামে একান্ত অশক্ত ; কিন্তু কৃষ্ণ-সারথি মহাবীর অর্জ্জুন কৃতকার্য্য, যুবা,

শিক্ষিতাস্ত্র, লঘু বিক্রম; সে দুর্ভেদ্য বর্ম্ম সংবৃত কলেবর ও ভুজ বল দর্পিত হইয়া দিব্যাস্ত্র যুক্ত বানর লাঞ্ছিত রথে আরোহণ, অজর গাণ্ডীব শরাসন ধারণ ও সুতীক্ষ্ণ শরনিকর বর্ষণ পূর্ব্বক যে দ্রোণাচার্য্যকে অতিক্রম করিয়াছে, উহা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে; সুতরাং আমি তদ্বিষয়ে দ্রোণের কিছুমাত্র দোষ দর্শন করি না। যাহা হউক, যখন ধনঞ্জয় দ্রোণকে অতিক্রম করিয়া সৈন্য মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে, তখন পাণ্ডবগণকে পরাজয় করা তাঁহার সাধ্যায়ত্ত নহে। হে মহারাজ! দৈব নির্দ্দিষ্ট বিষয় কদাচ অন্যথা হয় না। দেখ, আমরা সকলেই শক্ত্যনুসারে সংগ্রাম করিতেছিলাম; কিন্তু আমাদের মধ্যে সিন্ধুরাজ নিহত হইলেন। অতএব এই বিষয়ে দৈবই বলবান্, তাহার আর কোন সন্দেহ নাই। আমরা তোমার সহিত মিলিত হইয়া শঠতা ও বিক্রম প্রকাশ পূর্ব্বক পরম যত্ন সহকারে জয়লাভের চেষ্টা করিতে ছিলাম; কিন্তু দৈবই আমাদিগের পুরুষকার নষ্ট করিলেন। দুর্দৈবগ্রস্ত মনুষ্য যে কার্য্যের অনুষ্ঠান করে, দৈবই তাহার সেই বিষয়ে বারংবার বিঘ্ন সম্পাদন করিয়া থাকেন। মনুষ্য সতত অধ্যবসায় সম্পন্ন হইয়া যে কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়, নিঃশঙ্ক চিত্তে তাহার অনুষ্ঠান করা কর্ত্তব্য; কিন্তু সিদ্ধিলাভ দৈবায়ত্ত। আমরা শঠতা প্রকাশ ও বিষ প্রয়োগ পূর্ব্বক পাণ্ডবগণকে বঞ্চনা এবং জতুগৃহে দগ্ধ করিবার চেষ্টা করিয়াছিলাম; তাহারা দ্যূতে পরাজিত ও রাজনীতির অনুসারে অরণ্যে প্রব্রাজিত হইয়া ছিল; কিন্তু দৈব আমাদিগের যত্ন সম্পাদিত সেই সমস্ত বিষয়ে বিঘ্নানুষ্ঠান করিয়াছেন। অতএব হে

মহারাজ! তুমি জীবিত নিরপেক্ষ হইয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত হও। তোমাদের উভয় পক্ষের মধ্যে যাহারা সুদৃঢ় যত্নশালী হইবে, দৈব তাহাদেরই অনুকূল হইবেন। পাণ্ডবগণের বুদ্ধি পূর্ব্বক অনুষ্ঠিত সৎকার্য্য বা তোমার দুর্ব্বদ্ধি কৃত অসৎকার্য্য কদাচ লক্ষিত হয় না; তবে যে তাহাদের জয় ও তোমার পরাজয় হইতেছে, এই বিষয়ে দৈবই প্রমাণ। মনুষ্যগণ যখন নিদ্রায় অভিভূত হয়, অনন্য কর্ম্মা দৈব তখনও জাগরিত থাকে। হে মহারাজ! প্রথম যুদ্ধ আরম্ভের সময় তোমার পক্ষে বহু সংখ্যক সৈন্য ও যোদ্ধা ছিল; কিন্তু পাণ্ডবগণের তাদৃশ ছিল না, তথাচ তাহারা তোমার পক্ষ বহুবীরকে সংহার করিল। অতএব স্পষ্টই বোধ হইতেছে, দৈবই আমাদিগের পুরুষকার বিনষ্ট করিতেছেন।

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! তাঁহারা উভয়ে এই রূপ বহুবিধ কথা কহিতেছেন, ইত্যবসরে সংগ্রামস্থলে পাণ্ডবগণের সৈন্য সমুদায় নিরীক্ষিত হইল। তখন উভয় পক্ষে ঘোরতর যুদ্ধ হইতে লাগিল। হে রাজন্! কেবল আপনার দুর্ম্মন্ত্রণা প্রভাবেই এই মহান্ জনসংক্ষয় সমুপস্থিত হইয়াছে।

জয়দ্রথ বধ পর্ব্ব সমাপ্ত।

ঘটোৎকচ বধ পর্ব্বাধ্যায়

ত্রিপঞ্চাশদধিক শততম অধ্যায়।

হে মহারাজ! আপনার সেই প্রভূত গজ সমাকীর্ণ মহা সৈন্য পাণ্ডব সেনাদিগকে অতিক্রম করিয়া চারিদিকে যুদ্ধ করিতে লাগিল। পাঞ্চাল ও কৌরবগণ যমরাজ্য গমনে কৃত-সঙ্কল্প হইয়া পরস্পর যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল। বীরগণ বীরগণের সহিত সমাগত হইয়া শর, শক্তি ও তোমর দ্বারা পরস্পরকে বিদ্ধ করত যমরাজের রাজধানীতে প্রেরণ করিতে লাগিলেন। রথিগণ রথিগণের সহিত মিলিত হইয়া শরনিকর দ্বারা পরস্পরের গাত্র হইতে রুধিরধারা স্রাবিত করিতে আরম্ভ করিলেন। মদমত্ত মাতঙ্গগণ কোপাবিষ্ট হইয়া বিষাণ দ্বারা পরস্পরকে বিদারিত করিতে লাগিল। অশ্বারোহীরা অশ্বারোহিগণের সহিত সমাগত হইয়া যশোলাভাভিলাষে প্রাস, শক্তি ও পরশু দ্বারা পরস্পরের দেহ ভেদ করিতে আরম্ভ করিল এবং পদাতিগণ শস্ত্রপাণি হইয়া পরম যত্ন সহকারে পরস্পরের প্রতি ধাবমান হইল। তখন কেবল নাম, গোত্র ও কুল শ্রবণেই কৌরবগণের সহিত পাঞ্চালদিগের বৈলক্ষণ্য বোধ হইতে লাগিল। হে মহারাজ! এই রূপে যোধগণ পরস্পর পরস্পরকে শর, শক্তি ও পরশু দ্বারা শমন সদনে প্রেরণ করত নির্ভীক চিত্তে রণস্থলে ভ্রমণ করিতে লাগিল। দিবাকরের অস্ত গমন নিবন্ধন সৈন্যগণ কর্ত্তৃক দশদিকে পরিত্যক্ত শরনিকর পূর্ব্বের ন্যায় উদ্ভাসিত হইল না।

পাণ্ডবেরা এই রূপে কৌরবগণের সহিত যুদ্ধ করিতেছেন, এমন সময়ে মহাবীর দুর্য্যোধন সিন্ধুরাজ বধ জনিত দুঃখে অতিমাত্র কাতর হইয়া রথ নির্ঘোষে বসুন্ধরা প্রতিধ্বনিত ও কম্পিত করত জীবিতাশা পরিত্যাগ পূর্ব্বক অরিবাহিনী মধ্যে প্রবেশ করিলেন। তথায় পাণ্ডবদিগের সহিত তাঁহার তুমুল সংগ্রাম সমুপস্থিত হইল। ঐ যুদ্ধে অসংখ্য সৈন্য বিনষ্ট হইয়া গেল। দিবাকর যেমন মধ্যাহ্ন কালে করজাল দ্বারা সমুদায় জগৎ তাপিত করেন, তদ্রূপ আপনার পুত্র শরনিকর দ্বারা পাণ্ডব সৈন্যগণকে সন্তাপিত করিতে লাগিলেন। পাণ্ডবগণ তাঁহারে নিরীক্ষণ করিতে অসমর্থ ও বিজয়লাভে ভগ্নোৎসাহ হইয়া পলায়নোন্মুখ হইলেন। পাঞ্চালগণ মহাধনুর্দ্ধর দুর্য্যোধনের সুবর্ণপুঙ্খ শাণিত শরনিকরে বিদ্ধ হইয়া ইতস্তত ধাবমান হইতে লাগিলেন এবং পাণ্ডবগণের সৈনিক পুরুষেরা সুতীক্ষ্ণ শরে নিপীড়িত হইয়া রণ শয্যায় শয়ন করিতে আরম্ভ করিল। হে মহারাজ! আপনার পুত্র তৎকালে সমরাঙ্গনে যেরূপ কার্য্য করিয়াছিলেন পাণ্ডবেরা কখনই তদ্রূপ কার্য্য করিতে সমর্থ হন নাই। দ্বিরদ যেরূপ নলিনীবন আলোড়িত করে, তদ্রূপ তিনি পাণ্ডব সৈন্যগণকে প্রমথিত করিয়া ফেলিলেন। পদ্মবন যেমন সূর্য্য ও অনিল প্রভাবে সলিল বিহীন হইয়া শোভা শূন্য হয়, তদ্রূপ দুর্য্যোধন প্রভাবে পাণ্ডবসৈন্য সমুদায় শোভা হীন হইল।

ঐ সময় পাঞ্চালগণ পাণ্ডবসেনাগণকে নিহত নিরীক্ষণ পূর্ব্বক ভীমসেনকে অগ্রবর্ত্তী করিয়া আপনার পুত্র দুর্য্যোধনের প্রতি ধাবমান হইলেন। তখন মহাবীর দুর্য্যোধন ভীমসেনকে

দশ, নকুলকে তিন, সহদেবকে তিন, বিরাট ও দ্রুপদকে ছয়, শিখণ্ডীরে শত, ধৃষ্টদ্যুম্নকে সপ্ততি, যুধিষ্ঠিরকে সাত, সাত্যকিরে পাঁচ, দ্রৌপদীতনয়গণকে তিন তিন এবং কেকয় ও চেদিদিগকে অসংখ্য নিশিত শরে বিদ্ধ করিলেন। তৎপরে ঘটোৎকচ ও অন্যান্য অসংখ্য যোধগণকে বিদ্ধ করিয়া সিংহনাদ পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন এবং ক্রোধাবিষ্ট অন্তকের ন্যায় সুতীক্ষ্ণ শরনিপাতে হস্তী ও অশ্বগণের দেহ খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিলেন।

তখন পাণ্ডবজ্যেষ্ঠ যুধিষ্ঠির দুর্য্যোধনকে এই রূপে অরাতি সংহারে প্রবৃত্ত দেখিয়া সুতীক্ষ্ণ ভল্ল দ্বারা তাঁহার সুবর্ণপৃষ্ঠ কার্ম্মুক ত্রিধা ছেদন করিয়া তাঁহারে শাণিত দশ বাণে বিদ্ধ করিলেন। সেই যুধিষ্ঠির নিক্ষিপ্ত তীক্ষ্ণ শরনিকর দুর্য্যোধনের দেহ ভেদ করিয়া ধরাতলে প্রবিষ্ট হইল। তখন পাণ্ডবপক্ষীয় যোদ্ধারা বৃত্রাসুর বিনাশ সময়ে দেবতারা যেরূপ পুরন্দরকে পরিবেষ্টন করিয়াছিলেন, তদ্রূপ যুধিষ্ঠিরকে বেষ্টন করিলেন। তৎপরে ধর্ম্মাত্মা যুধিষ্ঠির পুনরায় শর নিক্ষেপ করিলে মহারাজ দুর্য্যোধন অতিমাত্র বিদ্ধ ও অবসন্ন হইয়া রথোপরি অবস্থান করিতে লাগিলেন। তখন পাঞ্চাল সৈন্যগণ রাজা দুর্য্যোধন বিনষ্ট হইয়াছে বলিয়া ঘোরতর চীৎকার করিতে লাগিল। ঐ সময় অতিভীষণ শর শব্দও শ্রুতিগোচর হইল। দ্রোণাচার্য্য সেই শব্দ শ্রবণে সত্বরে তথায় গমন পূর্ব্বক অবলোকন করিলেন যে, মহাবীর দুর্য্যোধন পুনরায় হৃষ্টচিত্তে কার্ম্মুক গ্রহণ পূর্ব্বক রাজা যুধিষ্ঠিরকে তিষ্ঠ তিষ্ঠ বলিয়া তাঁহার প্রতি ধাবমান হইতেছেন। হে মহারাজ! ঐ সময় পাঞ্চালগণ

জয়লাভার্থ দ্রোণের অভিমুখীন হইলেন। মহাবীর দ্রোণাচার্য্যও কুরুপ্রবীর দুর্য্যোধনের রক্ষণেচ্ছায় তাঁহাদিগকে প্রতিগ্রহ করিলেন। হে মহারাজ! তৎপরে যুদ্ধার্থ সমবেত কৌরব ও পাণ্ডবপক্ষীয় যোধগণের নাশজনক ঘোরতর সংগ্রাম হইতে লাগিল।

চতুঃপঞ্চাশদধিক শততম অধ্যায়।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে সঞ্জয়! মহাবল পরাক্রান্ত দ্রোণ মূঢ় দুর্য্যোধনকে সেই কথা বলিয়া রোষভরে পাণ্ডব মধ্যে প্রবেশ করিলে পাণ্ডবগণ তাঁহারে ইতস্তত সঞ্চরণ করিতে নিরীক্ষণ করিয়া কিরূপে নিবারণে প্রবৃত্ত হইল? যখন দ্রোণ শত্রুসংহারে প্রবৃত্ত হইলেন, তৎকালে অস্মৎ পক্ষীয় কোন্ কোন্ বীর তাঁহার দক্ষিণ চক্র ও কোন্ কোন্ বীরই বা তাঁহার বাম চক্র রক্ষা করিল? কোন্ কোন্ রথী তাঁহার পৃষ্ঠবর্ত্তী ও কাহারাই বা তাঁহার সম্মুখবর্ত্তী হইলেন? এক্ষণে স্পষ্টই বোধ হইতেছে যে, সর্ব্বাস্ত্র বিশারদ মহাবীর দ্রোণ রথ মার্গে নৃত্য করত পাঞ্চালগণ মধ্যে প্রবেশ করিলে তাহারা শিশির সময়ে গো সমুদায় যেমন কম্পিত হয়, তদ্রূপ মহাভয়ে কম্পিত হইয়াছিল। যাহা হউক, সেই সর্ব্বশস্ত্র বেত্তা মহাবীর দ্রোণ হুতাশন সদৃশ স্বীয় প্রভাবে পাঞ্চাল সৈন্যগণকে দগ্ধ করত কিরূপে কালগ্রাসে নিপতিত হইলেন?

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! মহাবীর অর্জ্জুন সায়াহ্নে জয়দ্রথ বিনাশানন্তর ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের সহিত সাক্ষাৎকার করিয়া সাত্যকি সমভিব্যাহারে দ্রোণাভিমুখে ধাবমান হইলেন। তখন অসংখ্য সৈন্যপরিবৃত ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির ও

ভীমসেন, মহাবীর নকুল, ধীমান সহদেব, সসৈন্য ধৃষ্টদ্যুম্ন, কেকয়গণ সমবেত বিরাট, অসংখ্য সেনা পরিবৃত মৎস্য ও শাল্যগণ, পাঞ্চালগণ পরিরক্ষিত মহারাজ দ্রুপদ, দ্রৌপদীর পঞ্চপুত্র ও সসৈন্য রাক্ষস ঘটোৎকচ, শিখণ্ডী পুরঃসর ষট্ সহস্র পাঞ্চাল ও প্রভদ্রকগণ এবং একত্র সমবেত অন্যান্য অসংখ্য মহারথ আচার্য্যের অভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন। ঐ সমস্ত মহাবীরেরা যুদ্ধার্থ গমন করিলে ভীরুজন ভয়বর্দ্ধিনী ঘোর রজনী সমুপস্থিত হইল। ঐ রজনীতে বহুতর কুঞ্জর ও যোদ্ধাদিগের প্রাণনাশ হইয়াছিল।

হে মহারাজ! ঐ ভীষণ বিভাবরীতে শিবাগণ গ্রাস সম্পন্ন জ্বালাকরাল মুখ ব্যাদান পূর্ব্বক লোকের অন্তঃকরণে ভয় সঞ্চার করত ঘোরতর চীৎকার করিতে আরম্ভ করিল। ভয়ঙ্কর উলূক সকল কৌরব সৈন্যগণকে শঙ্কিত করিয়া ভৈরব রব পরিত্যাগ করিতে লাগিল। তখন সৈন্য মধ্যে তুমুল কোলাহল উপস্থিত হইল। ভেরী ও মৃদঙ্গের বিপুল শব্দ, করিনিকরের বৃংহিত ধ্বনি, অশ্বগণের হ্রেষারব ও খুরশব্দে রণস্থল তুমুল হইয়া উঠিল। ঐ সময় মহাবীর দ্রোণের সহিত সৃঞ্জয়গণের ঘোরতর যুদ্ধ আরম্ভ হইল। দিঙ্মণ্ডল গাঢ়তর তিমিরে সমাচ্ছন্ন ও সৈন্যগণের চরণ সমুত্থিত ধূলিজাল নভোমণ্ডলে উড্ডীন হইলে আর কিছুই দৃষ্টিগোচর হইল না। কিয়ৎক্ষণ পরে মনুষ্য, অশ্ব ও মাতঙ্গগণের রুধির প্রবাহে ধূলিপটল তিরোহিত হইয়া গেল। নিশাকালে পর্ব্বতোপরি দহ্যমান বংশবনের ন্যায় প্রক্ষিপ্ত শস্ত্র সমুদায়ের ঘোরতর চট চটা শব্দ হইতে লাগিল। মৃদঙ্গ, আনক, বল্লরী ও পটহ শব্দ

এবং অশ্ব সকলের চীৎকারে সমুদায় রণস্থল একান্ত আকুল হইয়া উঠিল। তখন আমরা মোহে অভিভূত হইলাম। কাহারই আত্ম পর বিবেচনা রহিল না। সকলেই উন্মত্তের ন্যায় হইল। অনন্তর ধূলিপটল শোণিত প্রবাহে উচ্ছিন্ন হইলে স্বুবর্ণময় বর্ম্ম ও ভূষণ প্রভায় অন্ধকার নিরাকৃত হইল। তখন সেই শক্তি ধ্বজ সমাকুল মণি ও স্বুবর্ণময় অলঙ্কারে অলঙ্কৃত ভারতী সেনা সকল নিশাকালে নক্ষত্রসার্থ সঙ্কুল নভোমণ্ডলের ন্যায় অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিল। ঐ সৈন্য মধ্যে গোমায়ু ও কাকগণ অনবরত কোলাহল, করি সমুদায় বৃংহিত ধ্বনি এবং সৈন্যগণ সিংহনাদ ও উৎক্রোশ ধ্বনি করিতে লাগিল।

অনন্তর সমরাঙ্গনে মহেন্দ্রের বজ্রনির্ঘোষ সদৃশ লোমহর্ষণ তুমুল শব্দ সমুত্থিত হইয়া এককালে দিঙ্মণ্ডল পরিপূর্ণ করিল। মহারাজ ! সেই অন্ধকার কালে অঙ্গদ, কুণ্ডল ও নিষ্ক প্রভৃতি বিবিধ স্বর্ণালঙ্কারে বিভূষিত অসংখ্য রথ ও হস্তিসম্পন্ন সেই কৌরব সৈন্য বিদ্যুদ্দামমণ্ডিত জলদপটলের ন্যায় লক্ষিত হইল। চতুর্দ্দিকে অসি, শক্তি, গদা, খড়্গ, মুষল, প্রাস ও পট্টিশ প্রভৃতি অস্ত্র সকল বিক্ষিপ্ত হওয়াতে বোধ হইতে লাগিল যেন অগ্নি বৃষ্টি হইতেছে। হে মহারাজ ! দুর্য্যোধন আপনার সেই সৈন্যমেঘের পুরোবর্ত্তী বায়ু ; রথ ও নাগ উহার বকপংক্তি ; বাদিত্র ধ্বনি নির্ঘোষ, দ্রোণাচার্য্য ও পাণ্ডব পর্জ্জন্য ; খড়্গ, শক্তি ও গদা অশনি ; শরবৃষ্টি বারিধারা এবং অস্ত্র উহার পবন স্বরূপ শোভা পাইতে লাগিল।

যুদ্ধার্থী বীরগণ সেই বিস্ময়কর অতি ভয়াবহ ভারতী সেনা মধ্যে প্রবেশ করিল। এইরূপে সেই প্রদোষ সময়ে মহাশব্দ

সঙ্কুল ভীরুগণের ভয়বর্দ্ধন শূরগণের হর্ষজনন ঘোরতর যুদ্ধ উপস্থিত হইলে পাণ্ডব ও সৃঞ্জয়গণ সমবেত হইয়া ক্রোধভরে দ্রোণের অভিমুখে ধাবমান হইলেন। হে মহারাজ! ঐ সময় যে যে বীর আচার্য্যের সমক্ষে সমুপস্থিত হইয়াছিলেন, মহাবীর দ্রোণ তাঁহাদের মধ্যে অনেককে বিমুখ ও অনেককে নিহত করিলেন। সেই সময়ে তিনি একাকীই সহস্র হস্তী, অযুত রথ, প্রযুত পদাতি এবং অর্ব্বুদ অশ্বকে নারাচাস্ত্রে বিদীর্ণ করিয়া ফেলিলেন।

পঞ্চপঞ্চাশদধিক শততম অধ্যায়।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে সঞ্জয়! সিন্ধুরাজ জয়দ্রথ ও ভূরিশ্রবা নিহত হইলে নিতান্ত দুর্দ্ধর্ষ মহাবীর দ্রোণ আমার আত্মজ দুর্য্যোধনকে সেই কথা কহিয়া ক্রোধাবিষ্ট চিত্তে পাঞ্চাল ও সৃঞ্জয়গণ মধ্যে প্রবিষ্ট হইলে তোমরা কি মনে করিলে? ধনঞ্জয় অপরাজিত মহাবীর আচার্য্যকে সৈন্য মধ্যে প্রবেশ করিতে দেখিয়া কি বিবেচনা করিতে লাগিল এবং মূঢ় দুর্য্যোধনই বা কোন্ কার্য্য তৎকালোচিত বলিয়া অবধারণ করিল, তৎকালে কোন্ কোন্ বীর দ্রোণের অনুগমনে প্রবৃত্ত হইল? আর কোন্ কোন্ বীরই বা তাঁহারে শত্রু সংহারে সমুদ্যত দেখিয়া তাঁহার পশ্চাৎ ও সম্মুখে যুদ্ধ করিতে লাগিল? স্পষ্টই বোধ হইতেছে পাণ্ডবগণ দ্রোণের শরনিকরে নিপীড়িত হইয়া শীতার্ত্ত কৃশ গো সমূহের ন্যায় কম্পিত হইয়াছিল। যাহা হউক, সেই অরাতি নিপাতন মহাবীর পাঞ্চালগণ মধ্যে প্রবেশ করিয়া কি রূপে পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইলেন? হে সঞ্জয়! সেই রাত্রিকালে সমস্ত মহারথ ও সৈন্যগণ

সমবেত হইয়া বিমর্দ্দিত হইতে লাগিলে তোমাদের মধ্যে কোন্ কোন্ বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি তথায় অবস্থান করিলেন? তুমি কহিতেছ, আমার পক্ষীয় বীরগণ ও মহারথগণ নিহত, পরাভূত ও রথ শূন্য হইয়াছেন। এক্ষণে তাঁহারা গাঢ়ান্ধকার নিমগ্ন, পাণ্ডবগণের শরে নিপীড়িত ও মোহাবিষ্ট হইয়া কিরূপ কর্ত্তব্য অবধারণ করিলেন? তুমি কহিতেছ পাণ্ডবগণ জয়লাভে একান্ত হৃষ্ট ও নিতান্ত সন্তুষ্ট এবং অস্মৎ পক্ষীয় বীরগণ অপ্রহৃষ্ট, ভীত ও বিমনস্ক হইতেছে; কিন্তু সেই ঘোর নিশাকালে পাণ্ডব ও কৌরবগণের বিভিন্নতা কিরূপে তোমার অনুমান হইল?

সঞ্জয় কহিলেন, হে মহারাজ! সেই রাত্রিকালে ঘোরতর যুদ্ধ আরম্ভ হইলে পাণ্ডবগণ সোমকদিগের সহিত দ্রোণের অভিমুখে ধাবমান হইলেন। তখন আচার্য্য দ্রুতগামী শরনিকরে কেকয়গণ ও ধৃষ্টদ্যুম্নের আত্মজগণকে যমরাজের রাজধানীতে প্রেরণ করিলেন। ঐ সময়ে যে যে মহারথ তাঁহার সম্মুখীন হইয়াছিলেন, সকলেই শমনসদনে আতিথ্য গ্রহণ করিলেন। তখন প্রবল প্রতাপশালী মহারাজ শিবি ক্রোধাবিষ্ট হইয়া বলপ্রমাথী মহারথ দ্রোণাচার্য্যের প্রতি ধাবমান হইলেন। মহাবীর আচার্য্য তাঁহারে সমাগত সন্দর্শন করিয়া লৌহময় দশ শরে বিদ্ধ করিলে তিনি কঙ্কপত্র ভূষিত ত্রিংশৎ বাণে আচার্য্যকে প্রতিবিদ্ধ করিয়া ভল্লাস্ত্রে তাঁহার সারথিরে নিপাতিত করিলেন। মহাবীর দ্রোণাচার্য্য তদ্দর্শনে ক্রুদ্ধ হইয়া মহাত্মা শিবির অশ্ব ও সারথিরে সংহার পূর্ব্বক তাঁহার উষ্ণীষ যুক্ত মস্তক ছেদন করিয়া ফেলিলেন। তখন

মহারাজ দুর্য্যোধন সত্বরে দ্রোণের নিকট অন্য এক সারথি প্রেরণ করিলেন। সারথি দুর্য্যোধনের আদেশানুসারে দ্রোণের অশ্ব সঞ্চালন করিতে আরম্ভ করিলে মহাত্মা আচার্য্য অরাতিগণের অভিমুখে ধাবমান হইলেন।

এ দিকে কলিঙ্গরাজের পুত্র পিতৃবধ জনিত দুঃখে অতিমাত্র ক্রুদ্ধ হইয়া কলিঙ্গদেশোদ্ভব সৈন্যগণ সমভিব্যাহারে ভীমের অভিমুখে গমন পূর্ব্বক প্রথমত পাঁচ ও তৎপরে সাত শরে তাঁহারে বিদ্ধ করিলেন। তদনন্তর তাঁহার সারথি বিশোককে তিন শরে নিপীড়িত করিয়া এক বাণে তাঁহার রথধ্বজ ছেদন করিয়া ফেলিলেন। মহাবল ভীমসেন তদ্দর্শনে ক্রোধভরে স্বীয় রথ হইতে তাঁহার রথে গমন পূর্ব্বক মুষ্টি প্রহারে তাঁহারে নিহত করিলেন। ভীমের ভীষণ মুষ্টি প্রহারে কলিঙ্গরাজতনয়ের অস্থি সকল চূর্ণ হইয়া পৃথক্ পৃথক্ নিপতিত হইল। মহাবীর কর্ণ এবং কলিঙ্গরাজতনয়ের ভ্রাতা ধ্রুব ও জয়রাত প্রভৃতি বীরগণ কলিঙ্গরাজপুত্রের বিনাশ সহ্য করিতে না পারিয়া আশীবিষ সদৃশ নারাচ দ্বারা ভীমকে প্রহার করিতে লাগিলেন। তখন মহাবীর ভীম অবিলম্বে ধ্রুবের রথে গমন পূর্ব্বক তাঁহারে নিরন্তর শরনিকর বর্ষণ করিতে দেখিয়া মুষ্টি প্রহার করিলেন। ধ্রুব সেই মহাবল পরাক্রান্ত পাণ্ডুনন্দনের মুষ্ট্যাঘাতে তৎক্ষণাৎ ভূতলে নিপতিত হইলেন। মহাবীর ভীম এই রূপে ধ্রুবকে সংহার করত জয়রাতের রথে সমুপস্থিত হইয়া সিংহনাদ করিতে লাগিলেন এবং কর্ণের সমক্ষেই তাঁহারে বামহস্তে আকর্ষণ পূর্ব্বক তল প্রহারে বিনষ্ট করিলেন। তখন মহাবীর কর্ণ ভীমের প্রতি কাঞ্চনময় শক্তি

প্রয়োগ করিলেন। মহাবল পরাক্রান্ত ভীম হাস্যমুখে তৎক্ষণাৎ সেই শক্তি গ্রহণ পূর্ব্বক তাঁহারই প্রতি নিক্ষেপ করিলেন। সুবলনন্দন শকুনি সেই শক্তি কর্ণের প্রতি আগমন করিতে দেখিয়া সত্বরে সুতীক্ষ্ণ শরে ছেদন করিয়া ফেলিলেন।

হে মহারাজ! এই রূপে. ভীম পরাক্রম ভীমসেন এই সমুদায় মহৎ কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া স্বরথে আরোহণ পূর্ব্বক পুনরায় আপনার সৈন্যগণের প্রতি ধাবমান হইলেন। তখন আপনার মহারথ পুত্রগণ ভীমকে ক্রুদ্ধ অন্তকের ন্যায় জিঘাংসা পরবশ হইয়া আগমন করিতে দেখিয়া শরজাল বিস্তার পূর্ব্বক তাঁহারে নিবারণ করিতে লাগিলেন। মহাবীর ভীম তদ্দর্শনে হাস্যমুখে শরনিকর বর্ষণ পূর্ব্বক দুর্ম্মদের সারথি ও অশ্বগণকে শমন সদনে প্রেরণ করিলেন। দুর্ম্মদ সত্বরে দুষ্কর্ণের রথে সমারূঢ় হইলেন। তখন সেই ভ্রাতৃ দ্বয় বরুণ ও সূর্য্য যেমন তারকাসুরের অভিমুখীন হইয়াছিলেন, তদ্রূপ ভীমের অভিমুখীন হইয়া শরনিকর বর্ষণ পূর্ব্বক তাঁহারে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। মহাবীর ভীম তদ্দর্শনে ক্রোধভরে কর্ণ, দ্রোণ, দুর্য্যোধন, কৃপ, সোমদত্ত ও বাহ্লিকের সমক্ষে পাদ প্রহারে ঐ বীর দ্বয়ের রথ ধরাতলে পোথিত করিলেন এবং ক্রোধভরে তাঁহাদিগকে মুষ্টি প্রহারে বিনষ্ট করিয়া সিংহনাদ করিতে লাগিলেন। তখন সৈন্যগণ মধ্যে হাহাকার শব্দ সমুত্থিত হইল। মহীপালগণ ভীমকে নিরীক্ষণ করিয়া কহিতে লাগিলেন, এই ভীমসেন সাক্ষাৎ রুদ্রদেব, ইনি ভীমরূপে এক্ষণে ধৃতরাষ্ট্র তনয়গণকে বিনাশ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। হে মহারাজ! ভূপতিগণ এই বলিয়া মোহাবিষ্ট চিত্তে অশ্ব

সঞ্চালন পূর্ব্বক প্রত্যেকে পৃথক্ পৃথক্ দিকে পলায়ন করিতে লাগিলেন।

এই রূপে কমললোচন ভীম পরাক্রম ভীম সেই নিশাকালে ধার্ত্তরাষ্ট্র সৈন্যগণকে সংহার পূর্ব্বক ভূপতিগণের প্রশংসাভাজন হইয়া যুধিষ্ঠির সন্নিধানে গমন করত তাঁহারে পূজা করিলেন। ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির, নকুল, সহদেব, বিরাট, দ্রুপদ ও কেকয়গণ ভীমকে নিরীক্ষণ করিয়া সাতিশয় সন্তুষ্ট হইলেন এবং ভগবান্ শঙ্কর অন্ধকাসুরকে সংহার করিয়া আগমন করিলে সুরগণ যেমন তাঁহার সৎকার করিয়াছিলেন, তদ্রূপ তাঁহারাও ভীমের সৎকার করিতে লাগিলেন।

হে মহারাজ! অনন্তর বরুণাত্মজ সদৃশ আপনার আত্মজগণ দ্রোণ সমবেত হইয়া ক্রোধাবিষ্ট চিত্তে রথ, পদাতি ও কুঞ্জরগণ সমভিব্যাহারে যুদ্ধার্থ ভীমকে পরিবেষ্টন করিলেন। তখন সেই জলদজাল সদৃশ অন্ধকার সমাচ্ছন্ন ভয়ঙ্কর নিশাকালে বৃক, কাক ও গৃধ্রগণের আমোদ জনক ঘোরতর সংগ্রাম আরম্ভ হইল।

ষট্‌পঞ্চাশদধিক শততম অধ্যায়।

হে মহারাজ! এ দিকে মহারথ সোমদত্ত মহাবীর সাত্যকির হস্তে প্রায়োপবিষ্ট স্বীয় পুত্র ভূরিশ্রবার নিধন দর্শনে সাতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া শৈনেয়কে কহিতে লাগিলেন, হে যুযুধান! তুমি দেবনির্দ্দিষ্ট ক্ষত্রিয় ধর্ম্মের অনুষ্ঠানে রত ও বিজ্ঞ বলিয়া প্রসিদ্ধ; তবে তুমি কিরূপে সেই ক্ষত্রিয়ধর্ম্ম পরিত্যাগ পূর্ব্বক দস্যুবৃত্তি অবলম্বন করিয়া রণ পরাঙ্মুখ, অস্ত্র শস্ত্র ত্যাগী, অতি দীন ভূরিশ্রবারে প্রহার করিলে? বৃষ্ণিবংশে

মহাবীর প্রদ্যুম্ন ও তুমি তোমরা এই দুই জন মহারথ ও মহাতেজস্বী বলিয়া বিখ্যাত আছ; কিন্তু তুমি কিরূপে সেই অর্জ্জুনশরে ছিন্ন বাহু, প্রায়োপবিষ্ট ভূরিশ্রবার প্রতি নিষ্ঠুরাচরণে প্রবৃত্ত হইলে? যাহা হউক, এক্ষণে অবশ্যই তোমারে সেই নিষ্ঠুরতাচরণের ফলভোগ করিতে হইবে। আজিই শর দ্বারা তোমার মস্তক ছেদন করিব। হে দুরাত্মন্! বৃষ্ণিকুলাঙ্গার! আমি আমার পুত্র দ্বয়, যজ্ঞ ও সুকৃত দ্বারা শপথ করিয়া কহিতেছি যে, যদি অর্জ্জুন তোমারে রক্ষা না করেন, তাহা হইলে এই রাত্রি মধ্যেই তোমারে এবং তোমার পুত্র ও অনুজগণকে বিনাশ করিব। যদি আমার এই প্রতিজ্ঞা বিফল হয়, তাহা হইলে যেন আমি ঘোরতর নরকে নিপতিত হই। মহাবল পরাক্রান্ত সোমদত্ত এই কথা বলিয়া ক্রোধভরে শঙ্খধ্বনি ও সিংহনাদ পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন।

তখন মহাবল পরাক্রান্ত কমললোচন সাত্যকি ক্রোধাবিষ্ট হইয়া সোমদত্তকে কহিলেন, হে কৌরবেয়! তোমার বা অন্য কাহারও সহিত যুদ্ধ করিতে আমার অন্তঃকরণে কিছু মাত্র ভয়সঞ্চার হয় না। তুমি সমস্ত সৈন্য পরিরক্ষিত হইয়া যুদ্ধ করিলেও আমি কিছুমাত্র ব্যথিত হই না। আমি ক্ষত্রিয় ধর্ম্মাবলম্বী; তুমি সমর কালে অনর্থক বাক্য প্রয়োগ করিয়া আমারে বিভীষিকা প্রদর্শন করিতে সমর্থ হইবে না। যদি আমার সহিত তোমার যুদ্ধ করিতে বাসনা হইয়া থাকে, তবে আইস, উভয়েই নির্দ্দয়ভাবে নিশিত শর প্রহারে প্রবৃত্ত হই। আমি তোমার মহাবল পুত্র ভূরিশ্রবারে নিধন এবং শল ও

বৃষসেনকে পরাভব করিয়াছি। তুমিও একজন মহাবলশালী, অতএব ক্ষণকাল রণস্থলে অবস্থান কর; আজি পুত্র ও বান্ধবগণ সমভিব্যাহারে তোমারে যমরাজের রাজধানীতে প্রেরণ করিব। তুমি দান, দম, শৌচ, অহিংসা, হ্রী, ধৃতি ও ক্ষমা প্রভৃতি অবিনশ্বর গুণ সমূহে ভূষিত, মৃদঙ্গকেতু রাজা যুধিষ্ঠিরের তেজঃপ্রভাবে নিহত প্রায় হইয়াছ। এক্ষণে কর্ণ ও সৌবল সমভিব্যাহারে তোমারে অবশ্যই শমন সদনে গমন করিতে হইবে। যদি তুমি রণ পরিত্যাগ পূর্ব্বক পলায়ন কর, তাহা হইলে মুক্ত হইতে পারিবে; নতুবা আমি কৃষ্ণের চরণ ও ইষ্টাপূর্ত্ত দ্বারা শপথ করিয়া কহিতেছি যে, আজি তোমারে পুত্রের সহিত বিনষ্ট করিব। হে মহারাজ! সেই পুরুষ প্রধান বীর দ্বয় পরস্পর এইরূপ বাক্য প্রয়োগ পূর্ব্বক শর সম্পাতে প্রবৃত্ত হইলেন।

ঐ সময় মহারাজ দুর্য্যোধন অযুত হস্তী ও অশ্ব এবং সহস্র রথ লইয়া সোমদত্তকে পরিবেষ্টন পূর্ব্বক অবস্থান করিতে লাগিলেন। আপনার শ্যালক যুবা শকুনি ও ইন্দ্রসম বিক্রম ভ্রাতৃগণ পুত্র পৌত্রগণ ও এক লক্ষ অশ্বে পরিবৃত হইয়া মহাধনুর্দ্ধর সোমদত্তের চতুর্দ্দিকে অবস্থান পূর্ব্বক তাঁহার রক্ষায় প্রবৃত্ত হইলেন। মহাবল সোমদত্ত এই রূপে সেই বীরগণ কর্ত্তৃক রক্ষিত হইয়া সাত্যকিরে সন্নতপর্ব্ব শরে সমাচ্ছন্ন করিতে লাগিলেন। তদ্দর্শনে মহাবীর ধৃষ্টদ্যুম্ন রোষপরবশ হইয়া অসংখ্য সৈন্য সমভিব্যাহারে তাঁহার অভিমুখে ধাবমান হইলেন। ঐ সময়ে পরস্পর প্রহরণশীল সৈন্যগণ মধ্যে বাতাহত সমুদ্র নিস্বন সদৃশ মহাশব্দ সমুত্থিত

হইল। মহাবীর সোমদত্ত সাত্যকির প্রতি নয় বাণ নিক্ষেপ করিলে মহাবল পরাক্রান্ত মহাধনুর্দ্ধর সাত্যকিও তাঁহারে নয় শরে বিদ্ধ করিলেন। মহাবীর সোমদত্ত সাত্যকির শরাঘাতে অতিমাত্র বিদ্ধ ও বিগত সংজ্ঞ হইয়া রথোপরি মোহ প্রাপ্ত হইলেন। সারথি তাঁহারে বিহ্বল অবলোকন করিয়া সত্বরে রথ লইয়া পলায়ন করিল। তখন মহাবীর দ্রোণাচার্য্য সোমদত্তকে সাত্যকির শরাঘাতে অচৈতন্য অবলোকন করিয়া যুযুধানের বিনাশ বাসনায় তাঁহার প্রতি ধাবমান হইলেন। যুধিষ্ঠির প্রভৃতি পাণ্ডবগণ ভারদ্বাজকে আগমন করিতে দেখিয়া সাত্যকির রক্ষার্থ তাঁহারে পরিবেষ্টন করিলেন।

মহারাজ! পূর্ব্বে সুরগণের সহিত ত্রৈলোক্য বিজয়াভিলাষী বলিরাজার যেরূপ যুদ্ধ হইয়াছিল, ঐ সময় পাণ্ডবগণের সহিত আচার্য্যের সেই রূপ সংগ্রাম হইতে লাগিল। তেজঃপুঞ্জ কলেবর দ্রোণাচার্য্য শরজালে পাণ্ডব সৈন্য সমাচ্ছন্ন ও যুধিষ্ঠিরকে বিদ্ধ করিলেন এবং সাত্যকিরে দশ, ধৃষ্টদ্যুম্নকে বিংশতি, ভীমসেনকে নয়, নকুলকে পাঁচ, সহদেবকে আট, শিখণ্ডীরে শত, মৎস্যরাজ বিরাটকে আট, দ্রুপদকে দশ, দ্রৌপদী তনয়দিগকে পাঁচ পাঁচ, যুধামন্যুরে তিন, উত্তমৌজারে ছয় এবং অন্যান্য সেনাপতিগণকে অসংখ্য শরে বিদ্ধ করিয়া যুধিষ্ঠিরের প্রতি ধাবমান হইলেন। পাণ্ডব সৈন্যগণ এই রূপে দ্রোণ শরে বিদ্ধ হইয়া আর্ত্তনাদ পরিত্যাগ করত ভয়ে চারিদিকে পলায়ন করিতে লাগিল।

তখন মহাবীর অর্জ্জুন স্বীয় সৈন্যগণকে দ্রোণ শরে ছিন্ন ভিন্ন অবলোকন করিয়া ঈষৎ কোপান্বিত চিত্তে আচার্য্যের

প্রতি ধাবমান হইলেন। তদ্দর্শনে পাণ্ডব সৈন্যগণ পুনরায় প্রতিনিবৃত্ত হইল। অনন্তর পুনর্ব্বার পাণ্ডবগণের সহিত দ্রোণের ঘোরতর যুদ্ধ আরম্ভ হইল। হুতাশন যেমন তূলরাশি দগ্ধ করিয়া থাকেন, তদ্রূপ মহাবীর দ্রোণ আপনার পুত্রগণে পরিবেষ্টিত হইয়া শরানলে পাণ্ডব সৈন্যগণকে দগ্ধ করিতে লাগিলেন। তৎকালে সেই প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ড তুল্য, প্রজ্বলিত পাবক সদৃশ মহাবীর দ্রোণকে কার্ম্মুক মণ্ডলীকৃত করত প্রদীপ্ত শরনিকরে বিপক্ষ সৈন্যগণকে নিরন্তর নিপীড়িত করিতে দেখিয়া কেহই নিবারণ করিতে সমর্থ হইল না। ঐ সময় যে যে ব্যক্তি দ্রোণের সম্মুখে নিপতিত হইল, তন্নিক্ষিপ্ত শরনিকর তৎক্ষণাৎ তাহাদিগের শিরশ্ছেদন পূর্ব্বক ভূতলে নিপতিত হইল। এই রূপে সেই পাণ্ডব সেনা দ্রোণের শরে সমাহত ও নিতান্ত ভীত হইয়া ধনঞ্জয়ের সমক্ষেই পুনরায় পলায়ন করিতে লাগিল। তদ্দর্শনে মহাবীর অর্জ্জুন বাসুদেবকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, হে গোবিন্দ! তুমি এক্ষণে আচার্য্যের রথাভিমুখে অশ্ব চালন কর। বাসুদেব অর্জ্জুনের বাক্যানুসারে রজত, গোক্ষীর, কুন্দ ও চন্দ্রের সদৃশ ধবল কায় অশ্বগণকে দ্রোণের রথাভিমুখে সঞ্চালিত করিতে লাগিলেন। তখন ভীমসেন অর্জ্জুনকে আচার্য্যের প্রতি ধাবমান দেখিয়া সারথি বিশোককে কহিলেন, হে বিশোক! তুমি এক্ষণে আমারে দ্রোণসৈন্য মধ্যে লইয়া যাও। বিশোক তাঁহার আদেশ শ্রবণ মাত্র অর্জ্জুনের পশ্চাৎ পশ্চাৎ অশ্বগণকে সঞ্চালন করিতে আরম্ভ করিল। তখন পাঞ্চাল, সৃঞ্জয়, মৎস্য, চেদি, কারুষ, কোশল ও কৈকয়গণ সেই ভ্রাতৃ দ্বয়কে পরম

যত্ন সহকারে দ্রোণসৈন্যাভিমুখে ধাবমান দেখিয়া তাঁহাদিগের অনুগমন করিতে লাগিলেন।

হে মহারাজ! ঐ সময় লোমহর্ষণ ঘোরতর সংগ্রাম আরম্ভ হইল। মহাবীর অর্জ্জুন দক্ষিণ পার্শ্ব ও ভীমসেন উত্তর পার্শ্ব অবলম্বন পূর্ব্বক রথিগণের সহিত আপনার সৈন্য মধ্যে প্রবেশ করিলেন। তদ্দর্শনে মহাবীর ধৃষ্টদ্যুম্ন ও সাত্যকি যুদ্ধার্থ আপনার সৈন্যাভিমুখে ধাবমান হইলেন। প্রচণ্ড বায়ুর অভিঘাতে মহাসাগরের যেমন ঘোরতর শব্দ হইয়া থাকে, তদ্রূপ সেই পরস্পর প্রহারে প্রবৃত্ত সৈন্যগণের ভীষণ কোলাহল হইতে লাগিল। ঐ সময় মহাবীর অশ্বত্থামা সাত্যকিরে নিরীক্ষণ পূর্ব্বক ভূরিশ্রবার বিনাশে জাতক্রোধ হইয়া তাঁহার প্রতি ধাবমান হইলেন, তদ্দর্শনে ভীমসেন-তনয় মহাবীর ঘটোৎকচ লৌহ নির্ম্মিত ঋক্ষ চর্ম্ম সমাচ্ছন্ন, ত্রিংশৎ নল্ল বিস্তীর্ণ; যন্ত্র সন্নাহ যুক্ত, অষ্ট চক্র সমন্বিত, মেঘ গম্ভীর নিস্বন, অন্ত্রমালা সমলঙ্কৃত, শোণিতার্দ্র ধ্বজ পট পরিশোভিত বিপুল ভয়ঙ্কর রথে আরোহণ পূর্ব্বক শূল মুদ্গর শৈল ও পাদপ ধারী ভয়ঙ্কর রাক্ষসী সেনাগণ সমভিব্যাহারে দ্রোণ-পুত্রের প্রত্যুদ্গমন করিলেন। তাঁহার রথে অশ্ব মাতঙ্গগণ সংযোজিত ছিল না; করি নিকরাকার পিশাচগণ উহা আক-র্ষণ করিতেছিল এবং বিকট গৃধ্ররাজ পক্ষ ও চরণ বিস্তীর্ণ করিয়া চীৎকার করত উহার সমুত্থিত ধ্বজ দণ্ডে উপবিষ্ট রহিয়াছিল। মহীপালগণ তাঁহারে যুগান্ত কালীন দণ্ডপাণি অন্তকের ন্যায় শরাসন উদ্যত করত আগমন করিতে দেখিয়া অতিশয় ব্যথিত হইলেন। আপনার সৈন্যগণ সেই গিরিশৃঙ্গ

সদৃশ, ভীমরূপ, ভয়াবহ, দংষ্ট্রাকরাল, বিকট মুখ, শঙ্কুকর্ণ, ঊর্দ্ধকেশ, সন্নতোদর, কিরীটালঙ্কৃত মস্তক; মহাগর্ত্তের ন্যায় বিস্তীর্ণ গলদ্বার যুক্ত, প্রদীপ্ত বক্ত্র, বিপক্ষগণের বিক্ষোভ জনক রাক্ষস ঘটোৎকচকে ব্যাদিতাস্য অন্তকের ন্যায় রোষভরে তথায় আগমন করিতে নিরীক্ষণ করিয়া সাতিশয় ভীত ও বায়ুভরে ক্ষুভিত ভাগীরথীর ন্যায় বিচলিত হইল। মাতঙ্গগণ ঘটোৎকচের সিংহনাদ শব্দে একান্ত ভীত হইয়া মূত্র পরিত্যাগ করিতে লাগিল।

অনন্তর রাক্ষসেরা রাত্রিকাল প্রভাবে অধিকতর বলশালী হইয়া সেই রণস্থলের চতুর্দ্দিকে শিলাবৃষ্টি করিতে আরম্ভ করিল। লৌহময় চক্র, ভুশুণ্ডী, শক্তি, তোমর, শূল, শতঘ্নী ও পট্টিশ প্রভৃতি অস্ত্র সকল চতুর্দ্দিকে অনবরত নিপতিত হইতে লাগিল। হে মহারাজ! সমস্ত নরপতি ও আপনার তনয়গণ ও মহাবীর কর্ণ সেই ভীষণ সংগ্রাম দর্শনে নিতান্ত কাতর হইয়া পলায়নে প্রবৃত্ত হইলেন। ঐ সময় কেবল অস্ত্রবল্ দীক্ষিত অশ্বত্থামা একাকী অনাকুলিত চিত্তে সংগ্রামস্থলে অবস্থান পূর্ব্বক সেই ঘটোৎকচ বিস্তৃত মায়াজাল ছেদন করিয়া ফেলিলেন। মহাবীর ঘটোৎকচ তদ্দর্শনে অমর্ষ পরবশ হইয়া তাঁহার উপর শরনিকর নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। ক্রুদ্ধ ভুজঙ্গ সমুদায় যেমন বল্মীক মধ্যে প্রবেশ করে, তদ্রূপ সেই ঘটোৎকচ নিক্ষিপ্ত শর সকল অশ্বত্থামার দেহ বিদারণ পূর্ব্বক রুধিরলিপ্ত হইয়া ধরাতলে প্রবিষ্ট হইল। তখন প্রবল প্রতাপশালী লঘুহস্ত অশ্বত্থামা ক্রোধাবিষ্ট হইয়া দশশরে ভীমপুত্রকে বিদ্ধ করিলেন। ঘটোৎকচ অশ্বত্থামার

শরে মর্ম্ম নিপীড়িত হইয়া তাঁহার বিনাশ বাসনায় তাঁহার উপর এক কালার্ক সদৃশ, মণি হীরক বিভূষিত, এক লক্ষ অর সমাযুক্ত, ক্ষুরধার চক্র নিক্ষেপ করিলেন। সেই ঘটোৎকচ নিক্ষিপ্ত চক্র মহাবেগে অশ্বত্থামার সমীপে সমাগত হইবামাত্র তিনি শরনিকর দ্বারা উহা ছেদন করিয়া ফেলিলেন। এই রূপে সেই চক্র ভাগ্যহীন জনের বাসনার ন্যায় বিফল হইলে মহাবীর ভীমতনয় রাহু যেমন ভাস্করকে আচ্ছন্ন করে, তদ্রূপ দ্রৌণিরে শরজালে সমাচ্ছন্ন করিলেন।

ঐ সময় ভিন্নাঞ্জন সন্নিভ কলেবর ঘটোৎকচতনয় অঞ্জন-পর্ব্বা অশ্বত্থামারে আগমন করিতে দেখিয়া সুমেরু যেমন বায়ুর গতি রোধ করে, তদ্রূপ তাঁহার গতি রোধ পূর্ব্বক মেঘ যেমন সুমেরু পর্ব্বতের উপর বারিধারা বর্ষণ করে, তদ্রূপ তাঁহার উপর শরধারা বর্ষণ করিতে লাগিলেন। রুদ্র, উপেন্দ্র ও ইন্দ্রতুল্য পরাক্রমশালী অশ্বত্থামা তদ্দর্শনে অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া এক বাণে অঞ্জনপর্ব্বার ধ্বজ, তিন বাণে ত্রিবেণুক, এক বাণে ধনু, চারিবাণে চারি অশ্ব এবং দুই বাণে সারথিদ্বয়কে ছেদন করিয়া ফেলিলেন। মহাবীর অঞ্জনপর্ব্বা এই রূপে রথ বিহীন হইয়া অশ্বত্থামার উপর খড়্গপ্রহারে উদ্যত হইল। দ্রোণপুত্র তৎক্ষণাৎ সুতীক্ষ্ণ শর দ্বারা তাহার হস্ত হইতে সেই স্বর্ণবিন্দু খচিত অসিদণ্ড দ্বিখণ্ড করিলেন। তখন ঘটোৎ-কচ নন্দন ক্রোধভরে গদা বিঘূর্ণন পূর্ব্বক অশ্বত্থামার প্রতি নিক্ষেপ করিল। মহাবীর দ্রোণাত্মজ তাহাও শরনিকরে ছেদন করিয়া ফেলিলেন। অনন্তর অঞ্জনপর্ব্বা সহসা আকাশ-মার্গে সমুত্থিত হইয়া কাল মেঘের ন্যায় গর্জ্জন করত বৃক্ষ বৃষ্টি

করিতে আরম্ভ করিল। তখন দ্রোণপুত্র তদ্দর্শনে ক্রুদ্ধ হইয়া দিবাকর যেমন স্বীয় করজালে মেঘমণ্ডল ভেদ করিয়া থাকে, তদ্রূপ শরজালে অঞ্জনপর্ব্বার কলেবর ভেদ করিতে লাগিলেন। তখন ঘটোৎকচতনয় অন্তরীক্ষ হইতে অবতীর্ণ হইয়া সেই সুবর্ণ খচিত রথে অবস্থান পূর্ব্বক পৃথিবীস্থিত অত্যুচ্চ অঞ্জনপর্ব্বতের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। অনন্তর মহাবীর অশ্বত্থামা ক্রুদ্ধ চিত্তে মহেশ্বর যেমন অন্ধকাসুরকে বিনাশ করিয়াছিলেন, তদ্রূপ সেই লৌহবর্ম্মধারী ভীমনপ্তা অঞ্জনপর্ব্বারে শমন সদনে প্রেরণ করিলেন।

হে মহারাজ! মহাবীর ঘটোৎকচ স্বীয় পুত্রকে এই রূপে নিহত নিরীক্ষণ করিয়া কোপজ্বলিত চিত্তে দবদহন প্রবৃত্ত দাবানল সদৃশ পাণ্ডবসৈন্য সংহারকারী মহাবীর অশ্বত্থামার সমীপে আগমন পূর্ব্বক নির্ভীক চিত্তে কহিতে লাগিলেন। হে দ্রোণনন্দন! তুমি ক্ষণকাল ঐ স্থানে অবস্থান কর। তুমি কদাচ আমার হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইবে না। পার্ব্বতীনন্দন স্কন্দ যেমন ক্রৌঞ্চ পর্ব্বত বিদীর্ণ করিয়াছিলেন, তদ্রূপ অদ্য আমি তোমারে বিদীর্ণ করিব। অশ্বত্থামা ঘটোৎকচের বাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহারে কহিলেন, হে বৎস! তুমি এক্ষণে প্রতিনিবৃত্ত হইয়া অন্যের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হও। পুত্রের সহিত যুদ্ধ করা পিতার কর্ত্তব্য নহে। হে হিড়িম্বানন্দন! তোমার প্রতি আমার কিছু মাত্র ক্রোধ নাই; কিন্তু মনুষ্য রোষপরবশ হইয়া আত্ম নাশেও পরাঙ্মুখ হয় না। এই নিমিত্তই তোমারে এ স্থান হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইতে কহিতেছি। তখন পুত্রশোক সন্তপ্ত মহাবীর ঘটোৎকচ রোষ-

কষায়িতলোচনে অশ্বত্থামারে কহিলেন, হে দ্রোণাত্মজ ! আমি নীচ লোকের ন্যায় সংগ্রাম কাতর নহি। তবে কেন নিরর্থক বাক্য ব্যয় করিয়া আমারে বিভীষিকা প্রদর্শন করিবার চেষ্টা করিতেছ। আমি এই সুবিস্তীর্ণ কৌরবকুলে মহাবীর ভীমের ঔরসে উৎপন্ন হইয়াছি। আমি সমরে অপরাঙ্মুখ পাণ্ডবগণের পুত্র, রাক্ষসগণের অধিরাজ ও দশাননের ন্যায় মহাবল পরাক্রান্ত। হে দ্রোণাত্মজ ! তুমি ক্ষণকাল ঐ স্থানে অবস্থান কর! প্রাণ সত্বে তুমি কদাপি অন্যত্র গমন করিতে সমর্থ হইবে না। আজি আমি তোমার যুদ্ধাভিলাষ অপনীত করিব। মহাবীর ঘটোৎকচ এই বলিয়া কুঞ্জরাভিমুখীন কেশরীর ন্যায় ক্রোধভরে অশ্বত্থামার অভিমুখে ধাবমান হইলেন এবং জলধর যেমন জলধারা বর্ষণ করে, তদ্রূপ অশ্বত্থামার প্রতি রথাক্ষ পরিমিত আয়ত শরনিকর বর্ষণ করিতে লাগিলেন। মহাবল অশ্বত্থামা হিড়িম্বা তনয় বিসৃষ্ট সেই শর সমুদায় উপস্থিত না হইতে হইতেই অন্তরীক্ষে খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিলেন। তৎকালে বোধ হইল যেন, নভোমণ্ডলে শরজালের একটি স্বতন্ত্র যুদ্ধ হইতেছে। অস্ত্র সমুদায়ের সংঘর্ষণে স্ফুলিঙ্গ সকল সমুৎপন্ন হওয়াতে বোধ হইতে লাগিল যেন, গগনতল খদ্যোত পুঞ্জে সুশোভিত হইয়াছে।

এই রূপে দ্রোণপুত্র কর্ত্তৃক ঘটোৎকচের অস্ত্র মায়া প্রতিহত হইলে ভীমতনয় প্রচ্ছন্নভাবে পুনর্ব্বার মায়াজাল বিস্তার করিবার বাসনায় উত্তুঙ্গ শৃঙ্গ সম্পন্ন পাদপকুল সমাচ্ছন্ন, শূল, প্রাস, অসি ও মুষল রূপ প্রস্রবণ যুক্ত এক পর্ব্বতের আকার পরিগ্রহ করিলেন। মহাবাহু অশ্বত্থামা সেই অঞ্জন-

স্তূপ সদৃশ মহীধর ও তাহা হইতে অনবরত নিপতিত অস্ত্রজাল নিরীক্ষণ করিয়া কিছু মাত্র বিচলিত হইলেন না। তখন তিনি হাস্যমুখে বজ্রাস্ত্র প্রয়োগ করিয়া সেই শৈলেন্দ্রকে চূর্ণ করিয়া ফেলিলেন।

অনন্তর ঘটোৎকচ ইন্দ্রায়ুধ বিভূষিত নীল নীরদ রূপ ধারণ করিয়া পাষাণ বর্ষণ পূর্ব্বক অশ্বত্থামারে সমাচ্ছন্ন করিতে লাগিলেন। মহাবীর অশ্বত্থামা বায়ব্যাস্ত্র সন্ধান পূর্ব্বক সেই সমুত্থিত নীল মেঘ অপসারিত করিয়া শরনিকরে দিঙ্মণ্ডল সমাচ্ছন্ন করত লক্ষ রথীর প্রাণ সংহার করিলেন।

অনন্তর মহাবীর ঘটোৎকচ সিংহ শার্দ্দূল সদৃশ মত্ত দ্বিরদ বিক্রম, বিকটাস্য, বিকৃত মস্তক, বিকৃতগ্রীব, নানা শস্ত্রধারী, কবচ সমলঙ্কৃত, ভয়ঙ্কর, ক্রোধোদ্বৃত্ত লোচন, দেবরাজ সম মহাবল পরাক্রান্ত, সমরদুর্ম্মদ, রথারোহী, গজারোহী ও অশ্বারোহী রাক্ষসগণে পরিবৃত হইয়া পুনরায় অশ্বত্থামার অভিমুখে ধাবমান হইলেন। আপনার আত্মজ দুর্য্যোধন তদ্দর্শনে নিতান্ত বিষণ্ণ হইলেন। তখন মহাবীর দ্রোণাত্মজ দুর্য্যোধনকে বিষণ্ণ নিরীক্ষণ করিয়া সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, হে মহারাজ! তুমি ধৈর্য্যাবলম্বন পূর্ব্বক ভ্রাতৃগণ ও ইন্দ্র সম বিক্রম পার্থিবগণের সহিত এই স্থানেই অবস্থান কর। আমি সত্য প্রতিজ্ঞা করিয়া কহিতেছি, তোমার শত্রুগণকে সংহার করিব। তুমি কখনই পরাজিত হইবে না। এক্ষণে যত্ন সহকারে স্বীয় সৈন্যগণকে আশ্বাসিত কর। মহারাজ দুর্য্যোধন অশ্বত্থামার বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, হে দ্রোণনন্দন! তোমার মনের এইরূপ ঔদার্য্য ও আমাদের প্রতি এই রূপ

গাঢ়তর ভক্তি হওয়া নিতান্ত অদ্ভুত নহে। রাজা দুর্য্যোধন অশ্বত্থামারে এই কথা বলিয়া শকুনিরে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, হে সুবল নন্দন! অর্জ্জুন লক্ষ রথী কর্ত্তৃক পরিবৃত হইয়া সংগ্রাম করিতেছে; তুমি ষষ্টি সহস্র রথী সমভিব্যাহারে তাহার অভিমুখে গমন কর। কর্ণ, বৃষসেন, কৃপ, নীল, কৃতবর্ম্মা, দুঃশাসন, নিকুম্ভ, কুণ্ডভেদী, পুরুদ্রুম, পুরঞ্জয়, দৃঢ়রথ, পতাকী, হেমপুঞ্জক, শল্য, আরুণি, ইন্দ্রসেন, সঞ্জয়, বিজয়, জয়, কমলাক্ষ, পরক্রাথী, জয়ধর্ম্মা ও সুদর্শন এবং পুরুমিত্রের পুত্র সমুদায়, উদীচ্যগণ ও ছয় অযুত পদাতি তোমার অনুগমন করিবেন। হে মাতুল! দেবরাজ যেমন অসুরগণকে সংহার করিয়াছিলেন, তদ্রূপ তুমি ভীম, নকুল, সহদেব ও যুধিষ্ঠিরকে বিনাশ কর। আমি এক্ষণে তোমার উপর জয় লাভ নির্ভর করিয়াছি। অতএব কার্ত্তিকেয় যেমন দানবদল দলন করিয়াছিলেন, তদ্রূপ তুমি অশ্বত্থামার শরনিকরে ক্ষত বিক্ষত কলেবর পাণ্ডবগণকে বিনাশ কর। হে মহারাজ! শকুনি দুর্য্যোধনের বাক্য শ্রবণানন্তর আপনার পুত্রগণের সন্তোষ ও পাণ্ডবদিগের বিনাশ সম্পাদনার্থ দ্রুতবেগে গমন করিতে লাগিলেন।

ঐ সময় ইন্দ্র ও প্রহ্লাদের ন্যায় অশ্বত্থামা ও ঘটোৎকচের তুমুল সংগ্রাম আরম্ভ হইল। ঘটোৎকচ কুপিত হইয়া বিষাগ্নি সদৃশ সুদৃঢ় দশবাণ পরিত্যাগ করিয়া দ্রোণপুত্রের বক্ষঃস্থল আহত করিলেন। অশ্বত্থামা ভীমসুতের শর প্রহারে নিতান্ত ব্যথিত হইয়া পবনোদ্ধূত পাদপের ন্যায় রথ মধ্যে বিচলিত হইলেন। তখন ভীমতনয় পুনর্ব্বার অবিলম্বে

অঞ্জলিক বাণ পরিত্যাগ পূর্ব্বক করস্থিত সুপ্রভ শরাসন ছেদন করিয়া ফেলিলেন। দ্রোণনন্দন তৎক্ষণাৎ সুদৃঢ় অন্য শরাসন গ্রহণ করিয়া জলধর যেমন বারি বর্ষণ করিয়া থাকে, তদ্রূপ রাক্ষসগণের প্রতি সুবর্ণপুঙ্খ অরাতি নিপাতন শরজাল নিক্ষেপ করিলেন। বিশালবক্ষা রাক্ষসগণ দ্রোণপুত্রের বাণে নিপীড়িত হইয়া সিংহার্দ্দিত মত্ত মাতঙ্গ যূথের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। প্রলয়কালে ভগবান্ হুতাশন যেমন জীবগণকে দগ্ধ করিয়া থাকেন, তদ্রূপ মহাবীর অশ্বত্থামা হস্তী, অশ্ব, সারথি ও রথের সহিত রাক্ষসগণকে শরানলে দগ্ধ করিতে আরম্ভ করিলেন। পূর্ব্বকালে দেবাদিদেব মহাদেব আকাশপথে ত্রিপুরাসুরকে দগ্ধ করিয়া যেরূপ দীপ্তি পাইয়াছিলেন, মহাবীর দ্রোণতনয় সেই অক্ষৌহিণী রাক্ষসসেনা ধ্বংস করিয়া সেই রূপ বিরাজিত হইতে লাগিলেন।

তখন মহাবীর ঘটোৎকচ কোপাবিষ্ট হইয়া দ্রোণপুত্রকে বিনাশ করিতে আজ্ঞা প্রদান পূর্ব্বক অসংখ্য রাক্ষস সৈন্যকে প্রেরণ করিলেন। দশনোদ্দীপ্ত-বদন নানাস্ত্রধারী ঘোররূপ নিশাচরগণ ঘটোৎকচের আজ্ঞা প্রাপ্তিমাত্র মুখব্যাদান পূর্ব্বক সিংহনাদে বসুন্ধরা প্রতিধ্বনিত করত দ্রোণপুত্রের সংহারার্থ ধাবমান হইয়া তাঁহার মস্তকে সহস্র সহস্র শাণিত শক্তি, শতঘ্নী, পরিঘ, অশনি, শূল, পট্টিশ, খড়্গ, গদা, ভিন্দিপাল, মুষল, পরশু, প্রাস, অসি, তোমর, কুণপ, কশন, শূল, ভুষুণ্ডী, অশ্বগুড়, লৌহময় স্থূণ এবং শত্রুদারণ ঘোর মুদ্গর সকল নিক্ষেপ করিতে লাগিল। হে মহারাজ! আপনার পক্ষীয় যোধগণ ভীষণ অস্ত্র সমুদায় অশ্বত্থামার মস্তকোপরি নিপতিত

হইতে দেখিয়া সাতিশয় ব্যথিত হইল ; কিন্তু মহাবল পরাক্রান্ত দ্রোণতনয় অসম্ভ্রান্ত চিত্তে শিলানিশিত বজ্রকল্প শরনিকর নিক্ষেপ পূর্ব্বক অনায়াসে সেই ঘোরতর শরজাল নিবারণ করিয়া সত্বরে দিব্য মন্ত্রপূত স্বর্ণপুঙ্খ শরনিকরে বিপুল-বক্ষা রাক্ষসগণকে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। নিশাচরগণ অশ্বত্থামার ভীষণ শর সমাহত হইয়া সিংহ বিদলিত গজ যূথের ন্যায় একান্ত সমাকুল হইয়া ক্রোধভরে তাঁহার বিনাশ বাসনায় ধাবমান হইল। তখন অস্ত্রবিদগ্রগণ্য মহাবীর অশ্বত্থামা অতি দুষ্কর আশ্চর্য্য জনক বিক্রম প্রদর্শন পূর্ব্বক একাকীই ঘটোৎকচের সমক্ষে প্রজ্বলিত শরানলে সেই রাক্ষসী সেনা দগ্ধ করত যুগান্ত কালীন সম্বর্ত্তক হুতাশনের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। ঐ সময় পাণ্ডবপক্ষীয় অসংখ্য নরপতি মধ্যে মহাবল পরাক্রান্ত ঘটোৎকচ ভিন্ন আর কেহই তাঁহারে নিরীক্ষণ করিতে সমর্থ হইলেন না। পরে রাক্ষসেন্দ্র ভীমতনয় ক্রোধে নয়ন বিঘূর্ণন, করতালি প্রদান ও ওষ্ঠাধর দংশন পূর্ব্বক স্বীয় সারথিরে কহিলেন, হে সারথে! তুমি সত্বরে দ্রোণ পুত্র সমীপে রথ সঞ্চালন কর। সারথি আজ্ঞা প্রাপ্তি মাত্র অশ্বত্থামার সমীপে রথ সমানীত করিলেন। ভীমবিক্রম অরাতিপাতন ঘটোৎকচ পুনরায় সিংহনাদ পরিত্যাগ পূর্ব্বক জয়পতাকা সমাযুক্ত বিকট বেশধারী দ্রোণপুত্রের সহিত দ্বৈরথ যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া তাঁহার প্রতি অষ্ট ঘণ্টাযুক্ত দেবনির্ম্মিত অশনি নিক্ষেপ করিলেন। তখন মহাবীর অশ্বত্থামা কার্ম্মুক পরিত্যাগ ও লম্ফ প্রদান পূর্ব্বক সেই অশনি গ্রহণ করিয়া ঘটোৎকচের প্রতি নিক্ষেপ করিলেন। মহাপ্রভা

সম্পন্ন সেই ঘোররূপ অশনি রাক্ষসেন্দ্রের অশ্ব, সারথি ও ধ্বজ ছেদন পূর্ব্বক পৃথিবী বিদীর্ণ করিয়া ধরাতলে প্রবিষ্ট হইল। তদ্দর্শনে সকলেই দ্রোণপুত্রকে প্রশংসা করিতে লাগিল। অনন্তর ভীমপরাক্রম ভীমতনয় ধৃষ্টদ্যুম্নের রথে আরোহণ পূর্ব্বক ইন্দ্রায়ুধ সদৃশ অতি ভীষণ কার্ম্মুক গ্রহণ করিয়া পুনরায় অশ্বত্থামার উপর নিশিত শরনিকর নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। ঐ সময় মহাবীর ধৃষ্টদ্যুম্নও নির্ভীক চিত্তে আচার্য্য পুত্রের বক্ষঃস্থলে আশীবিষ সদৃশ সুবর্ণপুঙ্খ শর সমুদায় নিক্ষেপ করিতে আরম্ভ করিলেন। তখন মহাবীর অশ্বত্থামা তাহাদের দুইজনের উপর অসংখ্য নারাচ নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। তাঁহারাও হুতাশন সদৃশ শরনিকরে তাঁহার নারাচ সকল ছেদন করিয়া ফেলিলেন।

হে মহারাজ! এই রূপে যোধগণের ও মহাবীর অশ্বত্থামার প্রীতিজনক অতি ভীষণ সংগ্রাম উপস্থিত হইল। ঐ সময়ে মহাবীর ভীমসেন সহস্র রথ, তিন শত হস্তী এবং ছয় সহস্র অশ্বে পরিবৃত হইয়া সেই স্থানে আগমন করিলেন। তখন বিক্রমশালী অশ্বত্থামা ঘটোৎকচ ও অনুজ সহায় ধৃষ্টদ্যুম্নের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। তৎকালে তিনি এরূপ অদ্ভুত পরাক্রম প্রদর্শন করিলেন যে, পৃথিবী মধ্যে আর কেহই সেরূপ পরাক্রম প্রদর্শনে সমর্থ নহেন। তিনি নিমেষ মাত্রে মহাবীর ভীমসেন, ঘটোৎকচ, ধৃষ্টদ্যুম্ন, নকুল, সহদেব, ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির, বিজয় ও কেশবের সমক্ষে সেই অসংখ্য হস্তী, অশ্ব, সারথি ও রথ সমবেত এক অক্ষৌহিণী রাক্ষসী সেনা নিপাত করিলেন। দ্বিরদগণ অশ্বত্থামার অবক্র নারাচে

গাঢ়তর বিদ্ধ হইয়া শৃঙ্গ বিহীন পর্ব্বত সমুদায়ের ন্যায় ভূতলে নিপতিত হইল। নিকৃত্ত করিশুণ্ড সকল সমরভূমিতে বিলুণ্ঠিত হওয়াতে বোধ হইতে লাগিল যেন, ভীষণ ভুজগগণ ইতস্তত ভ্রমণ করিতেছে। কাঞ্চনময় দণ্ড ও শ্বেতছত্র সকল ছিন্ন ও নিপতিত হওয়াতে বোধ হইতে লাগিল যেন আকাশ মণ্ডল যুগান্ত কালে চন্দ্র সূর্য্য ও গ্রহমণ্ডলে সমাকীর্ণ হইয়াছে। ঐ সময় দ্রোণাত্মজের শরনিকর প্রভাবে অসংখ্য হস্তী, অশ্ব ও মনুষ্যগণ নিহত হওয়াতে সমরাঙ্গনে এক ভীষণ তরঙ্গ যুক্ত ভীরু জনের মোহজনক শোণিত নদী প্রবাহিত হইল। বৃহদাকার ধ্বজ সকল উহার মণ্ডূক ; ভেরী সকল বৃহদাকার কচ্ছপ ; শ্বেতছত্র সমুদায় হংসাবলি ; চামর ফেন ; কঙ্ক ও গৃধ্র সকল মহানক্র ; অসংখ্য আয়ুধ মৎস্য ; বৃহদাকার হস্তি সমুদায় পাষাণ ; অশ্বগণ মকর ; রথ সকল তীরভূমি, পতাকা নিচয় তীরস্থিত মনোহর বৃক্ষ ; প্রাস, শক্তি ও ঋষ্টি সকল ডুণ্ডুভ ; মজ্জা ও মাংস পঙ্ক ; কবন্ধগণ ভেলক ; কেশকলাপ শৈবাল এবং যোধগণের আর্ত্তনাদ উহার শব্দ স্বরূপ শোভা পাইতে লাগিল।

মহাবীর অশ্বত্থামা এইরূপে রাক্ষসগণকে নিহত করিয়া ঘটোৎকচকে শরনিকরে নিপীড়িত করিতে আরম্ভ করিলেন। তৎপরে তিনি পুনরায় সাতিশয় রোষাবিষ্ট হইয়া দ্রুপদ ও মহারথ পাণ্ডবগণকে শরজালে বিদ্ধ করত দ্রুপদপুত্র সুরথকে সংহার পূর্ব্বক সুরথের অনুজ শত্রুঞ্জয়, বলানীক, জয়ানীক ও জয়কে বিনাশ করিয়া ফেলিলেন এবং সিংহনাদ পরিত্যাগ পূর্ব্বক সুতীক্ষ্ণ শরে পৃষধ্রু ও চন্দ্রসেনকে নিহত করিয়া দশ

শরে কুন্তীভোজের দশ পুত্রকে ও সুপুঙ্খ সুশাণিত তিন শরে শ্রুতায়ুধরে শমন সদনে প্রেরণ করিলেন। তৎপরে সেই মহাবীর ক্রোধাবিষ্ট হইয়া শরাসন আকর্ণ আকর্ষণ পূর্ব্বক ঘটোৎকচকে লক্ষ্য করিয়া এক যমদণ্ডোপম ভয়ঙ্কর শর পরিত্যাগ করিলেন। সেই শর পরিত্যক্ত হইবা মাত্র ঘটোৎকচের হৃদয় ভেদ পূর্ব্বক ভূগর্ব্ভে প্রবিষ্ট হইল। তখন মহারথ ধৃষ্টদ্যুম্ন ঘটোৎকচকে নিহত ও নিপতিত বোধ করিয়া অশ্বত্থামার নিকট হইতে পলায়ন করিলেন। তদ্দর্শনে পাণ্ডব সৈন্যগণও সমরে পরাঙ্মুখ হইতে লাগিল। এইরূপে মহাবীর অশ্বত্থামা শত্রুগণকে পরাজয় করিয়া সিংহনাদ পরিত্যাগ করিতে আরম্ভ করিলেন। তখন সমর ভূমি শরনিকরে ভিন্নকলেবর, নিহত ও নিপতিত গিরিশৃঙ্গ সদৃশ রাক্ষসগণে সমাচ্ছন্ন হওয়াতে নিতান্ত দুর্গম ও ভয়ঙ্কর হইয়া উঠিল। হে মহারাজ! তখন আপনার পুত্রগণ ও অন্যান্য বীরগণ এবং সিদ্ধ, গন্ধর্ব্ব, পিশাচ, নাগ, সুপর্ণ, পিতৃলোক, পক্ষী, রাক্ষস, ভূত, অপ্সরা ও দেবতাগণ অশ্বত্থামার প্রশংসা করিতে লাগিলেন।

সপ্ত পঞ্চাশদধিক শততম অধ্যায়।

হে মহারাজ! অনন্তর ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির, ভীমসেন, ধৃষ্টদ্যুম্ন ও যুযুধান ইহাঁরা, দ্রুপদতনয়গণ, কুন্তীভোজের পুত্রগণ এবং সহস্র সহস্র রাক্ষসগণকে অশ্বত্থামার শরনিকরে নিহত নিরীক্ষণ করিয়া পরম যত্ন সহকারে যুদ্ধে মনোনিবেশ করিলেন। তখন উভয় পক্ষে অতি অদ্ভুত ঘোরতর যুদ্ধ আরম্ভ হইল। সোমদত্ত সাত্যকিরে পুনরায় অবলোকন পূর্ব্বক ক্রোধাবিষ্ট হইয়া তাঁহারে শরনিকরে সমাচ্ছন্ন করিতে

লাগিলেন। মহাবীর ভীমসেন সাত্যকির সাহায্যার্থ দশ শরে সোমদত্তকে বিদ্ধ করিলে সোমদত্তও তাঁহারে শত শরে বিদ্ধ করিলেন। তখন মহাবল পরাক্রান্ত সাত্যকি একান্ত ক্রোধাবিষ্ট হইয়া পুত্র বিনাশে নিতান্ত সন্তপ্ত, স্ববিরোচিত গুণগ্রাম সমলঙ্কৃত, যযাতিরাজ সদৃশ বৃদ্ধ সোমদত্তকে প্রথমত বজ্রসঙ্কাশ সুতীক্ষ্ণ দশ শর ও ভীষণ শক্তি দ্বারা বিদ্ধ করিয়া পুনর্ব্বার তাঁহার উপর সাত শর প্রয়োগ করিলেন। তখন মহাবীর ভীম সাত্যকির সাহায্যার্থ সোমদত্তের মস্তকে এক সুদৃঢ় ভয়ঙ্কর পরিঘ নিক্ষেপ করিলেন। সাত্যকিও সেই সময় ক্রোধাবিষ্ট হইয়া সোমদত্তের বক্ষঃস্থলে অনল সঙ্কাশ শাণিত শর পরিত্যাগ করিলেন। সেই ভীষণ পরিঘ ও শর এককালে সোমদত্তের কলেবরে নিপতিত হইলে তিনি মূর্চ্ছিত হইয়া ভূতলে পতিত হইলেন। মহাবীর বাহ্লীক স্বীয় পুত্রের তদবস্থা দর্শনে বর্ষাকালীন নীরবর্ষী নীরদের ন্যায় অনবরত শর বর্ষণ করত সাত্যকির প্রতি ধাবমান হইলেন। তখন মহাবীর ভীম সাত্যকির সাহায্যার্থ নয় শরে বাহ্লীককে বিদ্ধ করিলেন। মহাবীর প্রতীপতনয় বাহ্লীক তদ্দর্শনে ক্রোধাবিষ্ট হইয়া পুরন্দর বিনির্ম্মুক্ত অশনির ন্যায় ভীমের বক্ষঃস্থলে এক শক্তি প্রহার করিলেন। মহাবাহু ভীমসেন সেই শক্তি দ্বারা আহত হইয়া একান্ত বিচলিত ও বিমোহিত হইলেন এবং অবিলম্বে পুনরায় সংজ্ঞালাভ করিয়া বাহ্লীকের প্রতি এক গদা নিক্ষেপ করিলেন। সেই ভীমসেন প্রেরিত ভীষণ গদা বাহ্লীকের মস্তক চূর্ণ করিয়া ফেলিল। তখন তিনি তৎক্ষণাৎ বজ্রাহত পাদপের ন্যায় ভূতলে নিপতিত হইলেন।

অনন্তর আপনার আত্মজ নাগদত্ত, দৃঢ়রথ, বীরবাহু অয়োভুজ, দৃঢ়, সুহস্ত, বিজয়, প্রমাথ ও উগ্রযায়ী, দাশরথি সদৃশ এই নয় মহাবীর বাহ্লীককে নিহত নিরীক্ষণ করিয়া ভীমসেনকে নিপীড়িত করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। মহাবীর ভীম তাঁহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া কার্য্যসাধনক্ষম নারাচ সকল সন্ধান পূর্ব্বক প্রত্যেকের মর্ম্মদেশ বিদ্ধ করিলেন। তাঁহারা ভীমের নারাচে বিদ্ধ হইয়া মহীরুহগণ যেমন প্রচণ্ড বায়ু সহকারে ভগ্ন হইয়া পর্ব্বত শিখর হইতে নিপতিত হয়, তদ্রূপ গতাসু হইয়া ভূতলে নিপতিত হইলেন। এইরূপে ভীম নয় নারাচে সেই নয় বীরের প্রাণ সংহার করিয়া কর্ণের প্রিয় পুত্র বৃষসেনের প্রতি শরজাল বিস্তার করিতে লাগিলেন। তখন কর্ণের ভ্রাতা বৃকরথ তাঁহারে নারাচ নিকরে বিদ্ধ করিতে আরম্ভ করিলেন। মহাবীর ভীম তৎক্ষণাৎ তাঁহারে শমন সদনে প্রেরণ পূর্ব্বক আপনার সাত জন শ্যালককে বিনাশ করিয়া নারাচ দ্বারা শতচন্দ্রকে সংহার করিলেন। তখন বীরগবাক্ষ, শরভ ও বিভু শকুনির ভ্রাতা শতচন্দ্রকে নিহত নিরীক্ষণ করিয়া একান্ত ক্রোধাবিষ্ট চিত্তে ভীমসেনের প্রতি দ্রুতবেগে গমন পূর্ব্বক তাঁহার উপর সুতীক্ষ্ণ নারাচ নিকর প্রহার করিতে লাগিলেন। তখন মহাবীর ভীমসেন সেই জলধারা সদৃশ নারাচ নিকরে তাড়িত হইয়া পাঁচ শরে অলৌকিক বলশালী পাঁচ মহীপালকে বিনাশ করিলেন। অন্যান্য নৃপতিগণ তাঁহাদিগকে বিনষ্ট দেখিয়া সাতিশয় বিচলিত হইলেন।

হে মহারাজ! ঐ সময় রাজা যুধিষ্ঠির ক্রুদ্ধ হইয়া দ্রোণাচার্য্য ও আপনার পুত্রগণের সমক্ষেই আপনার পক্ষীয় অম্বষ্ঠ,

মালব, ত্রিগর্ত্ত, শিবি, অভীষাহ, শূরসেন, বাহ্লীক, বসাতি, যৌধেয়, মালব ও মদ্রকগণকে অসংখ্য শরে শমন সদনে প্রেরণ করিলেন। তাহাদের মাংস ও শোণিতে পৃথিবী কর্দ্দমাক্ত হইল। ঐ সময় যুধিষ্ঠিরের রথ সমীপে, বধ কর, আহরণ কর, গ্রহণ কর, বিদ্ধ কর, ইত্যাকার তুমুল শব্দ হইতে লাগিল। তখন দুর্য্যোধন প্রেরিত মহাত্মা দ্রোণাচার্য্য যুধিষ্ঠিরকে কৌরবসৈন্য বিদ্রাবণ করিতে দেখিয়া তাঁহারে শরনিকরে সমাচ্ছন্ন করিয়া তাঁহার উপর বায়ব্যাস্ত্র নিক্ষেপ করিলেন। ধর্ম্মনন্দন স্বীয় অস্ত্র দ্বারা আচার্য্যের অস্ত্র ছেদন করিয়া ফেলিলেন। এই রূপে অস্ত্র বিনষ্ট হইলে ভারদ্বাজ রোষ পরবশ হইয়া যুধিষ্ঠিরের বিনাশার্থ বারুণ, যাম্য, আগ্নেয়, ত্বাষ্ট্র ও সাবিত্র অস্ত্র প্রয়োগ করিলেন। মহাবাহু যুধিষ্ঠির অকুতোভয়ে স্বীয় অস্ত্র দ্বারা সেই দ্রোণ নিক্ষিপ্ত অস্ত্র সমূহ নিরাকৃত করিতে লাগিলেন। তখন দুর্য্যোধন হিতৈষী দ্রোণাচার্য্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়া ধর্ম্মরাজের বিনাশ বাসনায় ঐন্দ্র ও প্রাজাপত্য অস্ত্র আবিষ্কৃত করিলেন। গজ সিংহগামী, বিশালবক্ষা পৃথুলোহিতাক্ষ, অমিততেজা ধর্ম্মরাজও মাহেন্দ্র অস্ত্র আবিষ্কৃত করিয়া দ্রোণাস্ত্র ছেদন করিয়া ফেলিলেন। তখন দ্রোণাচার্য্য যৎপরোনাস্তি কোপাবিষ্ট হইয়া যুধিষ্ঠিরের বধ কামনায় ব্রহ্মাস্ত্র উদ্যত করিলেন। ঐ সময় রণক্ষেত্র তিমিরাবৃত হওয়াতে আমরা কিছুই জানিতে পারিলাম না। যোধগণ সেই ব্রাহ্ম অস্ত্র দর্শনে অতিশয় শঙ্কিত হইল। তখন কুন্তীপুত্র যুধিষ্ঠির স্বীয় ব্রাহ্ম অস্ত্র দ্বারা সেই আচার্য্য নিক্ষিপ্ত ব্রাহ্ম অস্ত্র নিবারণ করিলেন। তদ্দর্শনে আপনার প্রধান প্রধান সৈনিক-

গণ ধনুর্দ্ধারী যুদ্ধ বিশারদ দ্রোণাচার্য্য ও যুধিষ্ঠিরের বারংবার প্রশংসা করিতে লাগিলেন।

অনন্তর দ্রোণাচার্য্য যুধিষ্ঠিরকে পরিত্যাগ করিয়া সরোষ নয়নে বায়ব্যাস্ত্র দ্বারা দ্রুপদ সেনাগণকে তাড়িত করিতে আরম্ভ করিলেন। পাঞ্চালগণ দ্রোণ শরে নিপীড়িত হইয়া মহাত্মা অর্জ্জুন ও ভীমসেনের সমক্ষেই ভয়ে পলায়ন করিতে লাগিল। তখন অর্জ্জুন ও ভীমসেন সহসা প্রতিনিবৃত্ত হইয়া অসংখ্য রথ দ্বারা অরি সৈন্যগণের অভিমুখীন হইলেন। এবং অর্জ্জুন দক্ষিণ পার্শ্বস্থ ও ভীমসেন উত্তর পার্শ্বস্থ সেনা আক্রমণ পূর্ব্বক শরবর্ষণ দ্বারা আচার্য্যকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিলেন। ঐ সময় মহাতেজা মৎস্য, সৃঞ্জয় ও পাঞ্চালগণ সাত্তত-দিগের সহিত অর্জ্জুন ও ভীমসেনের অনুগমন করিল। হে মহারাজ! এই রূপে সেই অন্ধকারাবৃত নিদ্রাক্রান্ত কৌরব-সেনাগণ মহাবীর ধনঞ্জয় কর্ত্তৃক বিদীর্ণ হইতে লাগিল। মহাবীর দ্রোণ ও আপনার পুত্র দুর্য্যোধন কোন ক্রমেই নিবারণ করিতে সমর্থ হইলেন না।

অষ্ট পঞ্চাশদধিক শততম অধ্যায়।

হে মহারাজ! মহাবীর দুর্য্যোধন পাণ্ডব সৈন্যগণকে অতিশয় উদ্দৃপ্ত অবলোকন ও তাহাদের বিক্রম নিতান্ত অসহ্য জ্ঞান করিয়া কর্ণকে কহিলেন, হে মিত্রবৎসল! এক্ষণে মিত্র কার্য্যের উপযুক্ত সময় উপস্থিত হইয়াছে; অতএব তুমি অস্মৎপক্ষীয় সমস্ত যোধগণকে পরিত্রাণ কর। উহারা নিশ্বসন্ত ভীষণ ভুজঙ্গ সদৃশ মহারথ পাঞ্চাল, কেকয়, মৎস্য ও পাণ্ডবগণে পরিবেষ্টিত হইয়াছে। ঐ দেখ, ইন্দ্রতুল্য

পরাক্রম, জয়শালী, মহারথ, পাঞ্চাল ও পাণ্ডবগণ হৃষ্টচিত্তে সিংহনাদ পরিত্যাগ করিতেছে।

কর্ণ দুর্য্যোধনের বাক্য শ্রবণানন্তর কহিলেন, হে মহারাজ! আজি আমি পুরন্দর স্বয়ং অর্জ্জুনের রক্ষার্থ সমাগত হইলেও তাঁহারে পরাজয় করিয়া অর্জ্জুনকে বিনাশ করিব, তুমি আশ্বস্ত হও। আমি সত্য বলিতেছি যে, আজি তোমার প্রিয়ানুষ্ঠানের নিমিত্ত সমাগত পাঞ্চাল ও পাণ্ডুতনয়গণকে বিনাশ করিয়া কার্ত্তিকেয় ইন্দ্রকে যেরূপ বিজয় প্রদান করিয়াছিলেন, তদ্রূপ তোমারে জয় প্রদান করিব। হে মহারাজ! মহাবীর ধনঞ্জয় সর্ব্বাপেক্ষা সমধিক বলবান্; অতএব তাহার প্রতি আজি সেই বাসবদত্ত অমোঘ শক্তি নিক্ষেপ করিব। মহাধনুর্দ্ধর অর্জ্জুন নিহত হইলেই তাহার ভ্রাতৃগণ হয় তোমার বশীভূত হইবে, না হয় পুনরায় বন গমন করিবে। হে কুরুকুলতিলক! আমি জীবিত থাকিতে তোমার বিষাদ করিবার প্রয়োজন নাই। আমি আজি পাণ্ডবগণের সহিত সমাগত পাঞ্চাল, কেকয় ও বৃষ্ণিগণকে সমরে পরাজয়পূর্ব্বক তাহাদিগকে শরনিকরে খণ্ড খণ্ড করিয়া তোমারে পৃথিবী প্রদান করিব।

হে মহারাজ! মহাবাহু কৃপাচার্য্য কর্ণের বাক্য শ্রবণে গর্ব্বিতভাবে তাঁহারে কহিতে লাগিলেন, হে সূতপুত্র! যদি তোমার বাক্যে কার্য্য সিদ্ধি হইত, তাহা হইলে তুমি থাকাতেই কুরুনাথ সনাথ হইতেন, সন্দেহ নাই। তুমি কুরুরাজ সমীপে অনেকবার আত্মশ্লাঘা করিয়া থাক; কিন্তু কখনই তোমার পরাক্রম বা বীর্য্যের ফল কিছুই লক্ষিত হয় না।

তুমি কতবার অর্জ্জুনের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছিলে ; কিন্তু কখনই জয় লাভ করিতে সমর্থ হও নাই। গন্ধর্ব্বগণ যখন রাজা দুর্য্যোধনকে হরণ করিতে প্রবৃত্ত হয়, তখন সমস্ত সৈন্যগণ যুদ্ধ করিয়াছিল। কেবল তুমি একাকী সর্ব্বাগ্রে পলায়ন করিয়াছিলে। বিরাট নগরের যুদ্ধসময়ে সমস্ত কৌরবগণ পরাজিত হইলে তুমিও ভ্রাতৃগণের সহিত অর্জ্জুনের নিকট পরাজিত হইয়াছিলে। সূতনন্দন ! তুমি একমাত্র মহাবীর অর্জ্জুনের সহিত যুদ্ধ করিতে অসমর্থ ; তবে কি রূপে কৃষ্ণসহায় পাণ্ডবগণকে পরাজিত করিতে উৎসাহী হইতেছ ? হে সূতপুত্র ! আত্মশ্লাঘা না করিয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত হওয়া বীর পুরুষের কর্ত্তব্য ; অতএব তুমি স্থির হইয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত হও। তুমি শরৎকালীন মেঘের ন্যায় বৃথা গর্জ্জন করিয়া আপনার অকৃতার্থতা প্রদর্শন করিতেছ ; কিন্তু রাজা দুর্য্যোধন তাহা বুঝিতে সমর্থ হইতেছেন না। তুমি মহাবীর অর্জ্জুনকে দৃষ্টিগোচর না করিতে এবং তাঁহার বাণের সম্মুখবর্ত্তী না হইতেই মহা গর্জ্জন করিয়া থাক ; কিন্তু একবার ধনঞ্জয়ের শরে বিদ্ধ হইলে তোমার তর্জ্জন গর্জ্জন অতি দুর্ল্লভ হইয়া উঠে। ক্ষত্রিয়েরা বাহুবল, ব্রাহ্মণগণ বাগ্‌জাল এবং মহাবীর ধনঞ্জয় স্বীয় কার্ম্মুক দ্বারা বীরত্ব প্রকাশ করেন; কিন্তু তুমি কেবল কল্পিত মনোরথ দ্বারাই শৌর্য্য প্রদর্শন করিয়া থাক। যে মহাবীর রুদ্রকে প্রীত করিয়াছেন, সেই অর্জ্জুনকে প্রতিঘাত করা কাহার সাধ্য ?

হে মহারাজ ! বীর প্রধান মহাবীর কর্ণ কৃপাচার্য্যের সেই সমুদায় বাক্য শ্রবণে নিতান্ত ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহারে কহিতে

লাগিলেন, হে কৃপাচার্য্য! যথার্থ বীরপুরুষেরা বর্ষাকালীন জলধরের ন্যায় নিরন্তর গর্জ্জন এবং ক্ষিতিরোপিত বীজের ন্যায় আশু ফল প্রদান করিয়া থাকেন। সমরধুরন্ধর বীরগণের সমরাঙ্গনে আত্মশ্লাঘা করা আমার মতে কিছুমাত্র দোষাবহ নহে। যে ব্যক্তি যে ভার বহনে মনে মনে দৃঢ় যত্ন করে, দৈবই তাহার সেই বিষয়ে সাহায্য প্রদান করেন। আমি মনে যাহা কল্পনা করি, তাহা কার্য্যেও পরিণত করিয়া থাকি। হে বিপ্র! আমি যদি বৃষ্ণিগণের সহিত কৃষ্ণসহায় পাণ্ডবগণকে বিনাশ করিয়া গর্জ্জন করি, তাহাতে তোমার কি ক্ষতি হইবে? দূরদর্শী বীরগণ শারদ জলধরের ন্যায় কখনই বৃথা গর্জ্জন করেন না। তাঁহারা স্বীয় সামর্থ্যানুসারে গর্জ্জন করিয়া থাকেন। হে গৌতম! আমি আজি রণে যত্নবান্ কৃষ্ণ ও ধনঞ্জয়কে পরাজিত করিতে সমর্থ হইব বলিয়াই গর্জ্জন করিতেছি। তুমি অবিলম্বেই আমার গর্জ্জনের ফল দর্শন করিবে। আমি আজি রণস্থলে কৃষ্ণসহায় পাণ্ডবতনয়দিগকে বৃষ্ণিগণের সহিত নিহত করিয়া দুর্য্যোধনকে নিষ্কণ্টকে পৃথিবী প্রদান করিব।

কৃপাচার্য্য কহিলেন, হে কর্ণ! আমি তোমার এই স্বেচ্ছাকৃত প্রলাপ বাক্য গ্রাহ্য করি না। তুমি সতত কৃষ্ণ, অর্জ্জুন ও ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের নিন্দাবাদ করিয়া থাক; কিন্তু দেবতা, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ, মনুষ্য, উরগ ও পক্ষিগণেরও অজেয় অর্জ্জুন ও বাসুদেব যাঁহাদের পক্ষ অবলম্বন করিয়াছেন, সেই পাণ্ডবগণের নিশ্চয়ই জয় লাভ হইবে। ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির ব্রাহ্মণ প্রিয়, সত্যবাদী, বদান্য, সত্যধর্ম্মনিরত, শিক্ষিতাস্ত্র, বুদ্ধিমান,

কৃতজ্ঞ এবং পিতৃ ও দেবগণের অর্চ্চনায় নিরত। উহাঁর ভ্রাতৃগণও মহাবল পরাক্রান্ত, সর্ব্বাস্ত্র বিশারদ, ধর্ম্মপরায়ণ, প্রাজ্ঞ যশস্বী ও গুরুকার্য্য সাধনপরতন্ত্র। আর দেখ, ইন্দ্র-সমবিক্রম, একান্ত অনুরক্ত মহাবীর ধৃষ্টদ্যুম্ন, শিখণ্ডী, দুর্ম্মুখপুত্র জনমেজয়, চন্দ্রসেন, রুদ্রসেন, কীর্ত্তিবর্ম্মা, ধ্রুব, ধর, বসুচন্দ্র, দামচন্দ্র, সিংহচন্দ্র, সুতেজন, গজানীক, শ্রুতানীক, বীরভদ্র, সুদর্শন, শ্রুতধ্বজ, বলানীক, জয়ানীক, জয়প্রিয়, বিজয়, লব্ধলক্ষ্য, জয়াশ্ব, রথবাহন, চন্দ্রোদয়, কামরথ, সপুত্র বিরাট ও তাঁহার ভ্রাতৃ সমুদায়, যমজ নকুল ও সহদেব, দ্রৌপদীর পঞ্চ পুত্র, রাক্ষস ঘটোৎকচ, মহারাজ দ্রুপদ ও তাঁহার পুত্রগণ এবং অন্যান্য অনেক মহারথ সমর কার্য্যে তাঁহার সাহায্য করিতেছেন। অতএব উহাঁর কিছুতেই ক্ষয় হইবে না। হে কর্ণ! ভীম ও অর্জ্জুন অস্ত্রবলে দেবতা, অসুর, মনুষ্য, যক্ষ, রাক্ষস, ভূত, ভুজগ ও কুঞ্জরে পরিপূর্ণ এই সমুদায় পৃথিবী নিঃশেষিত করিতেও অসমর্থ নহেন। ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরও রোষ প্রদীপ্ত কটাক্ষ নিক্ষেপ করিয়া এই পৃথিবী দগ্ধ করিতে পারেন। হে সূতনন্দন! অমিত পরাক্রম বাসুদেব যাঁহাদের সাহায্য দান করিবার নিমিত্ত বর্ম্ম পরিগ্রহ করিয়াছেন, তুমি তাঁহারে কি রূপে সমরে পরাজয় করিবে। তুমি যে, কৃষ্ণের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইবার বাসনা করিতেছ, ইহা নিতান্ত অন্যায়।

হে মহারাজ! মহাবীর কর্ণ কৃপাচার্য্য কর্ত্তৃক এই রূপ অভিহিত হইয়া হাস্যমুখে তাঁহারে কহিলেন, হে ব্রহ্মন্! তুমি পাণ্ডবগণকে লক্ষ্য করিয়া যে সমস্ত কথা কহিলে,

সকলই সত্য। তাঁহাদিগের ঐ সমস্ত ও অন্যান্য বহুতর সদ্গুণ বিদ্যমান আছে, সন্দেহ নাই। আর তাঁহারা যে, দেবগণ সমবেত দেবরাজ ইন্দ্র এবং সমুদায় দৈত্য, যক্ষ, গন্ধর্ব্ব, পিশাচ, উরগ ও রাক্ষসগণেরও অজেয়; তদ্বিষয়ে আমি অণুমাত্র সংশয় করি না; কিন্তু দেবরাজ আমারে এই যে অমোঘ শক্তি প্রদান করিয়াছেন, আমি ইহার প্রভাবে পাণ্ডবগণকে পরাজয় করিতে পারি। এক্ষণে আমি তদ্দ্বারা অর্জ্জুনকেই সংহার করিব। অর্জ্জুন বিনষ্ট হইলে অবশিষ্ট পাণ্ডবেরা কদাচ জয়লাভ পূর্ব্বক এই পৃথিবী উপভোগ করিতে সমর্থ হইবে না। তাহারা বিনষ্ট হইলে এই সসাগরা ধরণী অনায়াসেই কৌরবরাজ দুর্য্যোধনের বশবর্ত্তিনী হইবে। হে আচার্য্য! সুনীতি বিস্তার করিলে সকল কার্য্যই সুসিদ্ধ হইয়া থাকে; এই নিমিত্তই আমি আস্ফালন করিতেছি। তুমি ব্রাহ্মণ, বৃদ্ধ ও সংগ্রাম কার্য্যে অনিপুণ; বিশেষত পাণ্ডবগণের প্রতি তোমার সাতিশয় পক্ষপাত আছে; এই নিমিত্ত তুমি আমারে এই রূপ অপমান করিতেছ। যাহা হউক, যদি তুমি পুনরায় আমার প্রতি ঐ রূপ অপ্রিয় বাক্য প্রয়োগ কর, তাহা হইলে আমি খড়্গ দ্বারা তোমার জিহ্বা ছেদন করিব। হে নির্ব্বোধ! তুমি কৌরব পক্ষীয় সেনাগণকে ভয় প্রদর্শন পূর্ব্বক পাণ্ডবদিগের স্তুতি করিতে বাসনা করিতেছ। অতএব এক্ষণে আমি যাহা বলিতেছি শ্রবণ কর। দুর্য্যোধন, দ্রোণাচার্য্য, শকুনি, দুর্ম্মুখ, জয়, দুঃশাসন, বৃষসেন, মদ্ররাজ, সোমদত্ত, ভূরিশ্রবা, অশ্বত্থামা, বিবিংশতি ও তুমি তোমরা যে যুদ্ধে বর্ত্তমান রহিয়াছ, তথায় বিপক্ষ ইন্দ্রতুল্য পরাক্রমশালী

হইলেও কি জয়লাভ করিতে পারে ? ঐ সমুদায় কৃতাস্ত্র, স্বর্গলিপ্সু, ধর্ম্মপরায়ণ, যুদ্ধ পারগ বীরগণ দেবগণকেও সমরে নিপাতিত করিতে পারেন; উহাঁরা পাণ্ডবগণের নিধন ও কৌরবগণের বিজয় কামনায় বর্ম্ম ধারণ পূর্ব্বক রণক্ষেত্রে অবস্থিত রহিয়াছেন। যাহা হউক, বিক্রম সম্পন্ন ব্যক্তিগণের জয়লাভ দৈবায়ত্ত। দেখ, মহাবাহু ভীষ্মদেব শরশয্যায় শয়ন করিয়াছেন এবং সমধিক বলসম্পন্ন দেবগণেরও দুর্জ্জয় মহাবীর বিকর্ণ, চিত্রসেন, বাহ্লীক, জয়দ্রথ, ভূরিশ্রবা, জয়, জলসন্ধ, সুদক্ষিণ, রথিশ্রেষ্ঠ শল, বীর্য্যবান ভগদত্ত এবং অন্যান্য অসংখ্য মহাবীর সমরে পাণ্ডবগণের হস্তে নিহত হইয়াছেন। অতএব নিশ্চয়ই বোধ হইতেছে, দৈব প্রতিকূলতাই এই বিনাশের মূল কারণ। হে পুরুষাধম! তুমি যে, নিরন্তর দুর্য্যোধন রিপু পাণ্ডবগণকে স্তব করিতেছ, তাহাদিগেরও ত সহস্র সহস্র বীরপুরুষ নিহত হইয়াছে। পাণ্ডব ও কৌরব এই উভয় পক্ষীয় সেনা ক্ষয় প্রাপ্ত হইতেছে। হে নরাধম! তুমি পাণ্ডবগণকে সতত বলবান্ বলিয়া জ্ঞান কর; কিন্তু আমি তাহাদের কিছুমাত্র প্রভাব দেখিতে পাই না। যাহা হউক, আমি দুর্য্যোধনের হিতার্থ পাণ্ডবগণের সহিত যুদ্ধ করিতে যথাশক্তি যত্ন করিব ; কিন্তু জয়লাভ দৈবায়ত্ত।

একোনষষ্ট্যধিক শততম অধ্যায়।

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! অনন্তর মহাবীর অশ্বত্থামা সূতপুত্রকে মাতুল কৃপাচার্য্যের প্রতি এই রূপ কঠোর বাক্য প্রয়োগ করিতে দেখিয়া ক্রোধাবিষ্ট চিত্তে সিংহ যেমন মত্ত মাতঙ্গের প্রতি ধাবমান হয়, তদ্রূপ কুরুরাজ দুর্য্যোধনের

সমক্ষেই অসি নিষ্কাশন পূর্ব্বক কর্ণের প্রতি ধাবমান হইয়া কহিলেন, হে নরাধম! মহাত্মা কৃপাচার্য্য অর্জ্জুনের প্রকৃত গুণ সকল কীর্ত্তন করিতেছিলেন; কিন্তু তুমি বিদ্বেষ বুদ্ধি প্রভাবে ইহাঁর ভৎর্সনায় প্রবৃত্ত হইয়াছ। হে মূঢ়! তুমি অহঙ্কার পরতন্ত্র হইয়া কিছুই লক্ষ্য করিতেছ না এবং ধনুর্দ্ধরদিগের সমক্ষে আপনার বলবীর্য্যের শ্লাঘা করিতেছ। যখন মহাবীর অর্জ্জুন তোমারে পরাজয় করিয়া তোমার সমক্ষেই জয়দ্রথকে বিনাশ করিলেন, তৎকালে তোমার এই বীর্য্য ও অস্ত্র সমুদায় কোথায় ছিল। হে সূতকুলাঙ্গার! যিনি পূর্ব্বে স্বয়ং মহাদেবের সহিত সংগ্রাম করিয়াছিলেন, তুমি সেই অর্জ্জুনকে পরাজয় করিবার নিমিত্ত কেন মনে মনে বৃথা কল্পনা করিতেছ। সুররাজ সনাথ সমুদায় দেব ও অসুরগণ কৃষ্ণ সহায় অর্জ্জুনকে পরাজয় করিতে সমর্থ হন নাই। তুমি সেই অপরাজিত অদ্বিতীয় বীরকে এই সমস্ত ভূপালগণের সহিত কিরূপে পরাজয় করিতে পারিবে। হে দুর্ব্বুদ্ধে! এক্ষণে তুমি এই স্থানে অবস্থান করিয়া আমার বল বীর্য্য অবলোকন কর। আমি অদ্য তোমার মস্তক ছেদন করিব। অশ্বত্থামা এই বলিয়া মহাবেগে তাঁহার শিরশ্ছেদনে সমুদ্যত হইলেন। তদ্দর্শনে কুরুরাজ দুর্য্যোধন ও কৃপাচার্য্য তাঁহারে নিবারণ করিতে লাগিলেন।

তখন কর্ণ দুর্য্যোধনকে কহিলেন, হে রাজন্! ঐ ব্রাহ্মণাধম নিতান্ত দুর্ব্বুদ্ধি পরতন্ত্র ও সমরশ্লাঘী; তুমি উহারে পরিত্যাগ কর। ঐ দুরাত্মা এক্ষণে আমার ভুজবীর্য্য দর্শন করুক। অশ্বত্থামা কর্ণের বাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহারে কহি-

লেন, রে সূতপুত্র! আমি তোমারে ক্ষমা করিলাম; কিন্তু মহাবীর অর্জ্জুন তোমার এই দর্প চূর্ণ করিবেন। তখন দুর্য্যোধন কহিলেন, হে ব্রহ্মন্! আপনি প্রসন্ন হইয়া ক্ষমা করুন; সূতপুত্রের প্রতি কোপ প্রদর্শন করা আপনার কর্ত্তব্য নহে। আপনারে এবং কৃপ, কর্ণ, দ্রোণ, মদ্ররাজ ও শকুনিরে অতি গুরুতর কার্য্যভার বহন করিতে হইবে। ঐ দেখুন, পাণ্ডবগণ কর্ণের সহিত যুদ্ধ করিবার বাসনায় স্পর্দ্ধা প্রকাশ পূর্ব্বক আমাদিগের অভিমুখীন হইতেছে।

হে মহারাজ! রাজা দুর্য্যোধন মনস্বী অশ্বত্থামারে এই রূপে প্রসন্ন করিলে দ্রোণতনয় ক্রোধবেগ সম্বরণ করিলেন। তখন শান্তস্বভাব কৃপাচার্য্য অবিলম্বে মৃদুভাব অবলম্বন পূর্ব্বক কহিলেন, হে সূতনন্দন! এক্ষণে আমরা তোমারে ক্ষমা করিলাম; কিন্তু মহাবীর অর্জ্জুন তোমার এই দর্প চূর্ণ করিবেন, সন্দেহ নাই।

হে মহারাজ! অনন্তর সেই যশস্বী পাণ্ডব ও পাঞ্চালগণ মিলিত হইয়া বারংবার তর্জ্জন করত আগমন করিতে আরম্ভ করিলেন। তখন রথিপ্রধান তেজস্বী কর্ণও দেবগণ পরিবৃত দেবরাজের ন্যায় কৌরবগণে পরিবেষ্টিত হইয়া স্বীয় বাহুবল অবলম্বন পূর্ব্বক অবস্থান করিতে লাগিলেন। অনন্তর পাণ্ডবদিগের সহিত কর্ণের ভীষণ সংগ্রাম সমুপস্থিত হইল। যশস্বী পাণ্ডব ও পাঞ্চালগণ কর্ণকে নিরীক্ষণ করিয়া কেহ কেহ এই কর্ণ, কেহ কেহ কর্ণ কোথায় এবং কেহ কেহ অরে দুরাত্মন্ সূতনন্দন! রণস্থলে অবস্থান পূর্ব্বক আমাদিগের সহিত যুদ্ধ কর, এই বলিয়া উচ্চস্বরে শব্দ করিতে আরম্ভ করিলেন।

অন্যান্য যোধগণ কর্ণকে অবলোকন পূর্ব্বক রোষকষায়িত লোচনে কহিতে লাগিলেন যে, যাবতীয় নৃপসত্তমগণ ঐ অল্পবুদ্ধি গর্ব্বিত চিত্ত সূতপুত্রকে সংহার করুন। উহাঁর জীবনে কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই। ঐ পাপাত্মা পাণ্ডবগণের অত্যন্ত বিপক্ষ, দুর্য্যোধনের হিতৈষী ও সকল অনর্থের মূল; অতএব উহার প্রাণ সংহার কর। পাণ্ডব প্রেরিত মহারথ ক্ষত্রিয়গণ এই কথা কহিতে কহিতে কর্ণ বিনাশার্থ ধাবমান হইয়া অসংখ্য শরবর্ষণে চতুর্দ্দিক সমাচ্ছাদিত করিতে লাগিলেন। সংগ্রাম বিজয়ী লঘুহস্ত বলবান্ সূতনন্দন সেই কালান্তক যমোপম অদ্ভুত সৈন্যসাগর ও মহাবল পরাক্রান্ত পাণ্ডবগণকে অবলোকন করিয়া কিছুমাত্র ব্যথিত বা শঙ্কিত হইলেন না; প্রত্যুত শরবর্ষণ পূর্ব্বক অরাতি সৈন্যগণকে নিবারণ করিতে আরম্ভ করিলেন। তখন পাণ্ডব পক্ষীয় যোধগণ শরবর্ষণ ও শরাসন কম্পন পূর্ব্বক পূর্ব্বে দানবগণ যেমন দেবরাজের সহিত সংগ্রাম করিয়াছিল, তদ্রূপ কর্ণের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। মহাবীর কর্ণ অসংখ্য শরবর্ষণ পূর্ব্বক সেই ভূপালগণ নির্ম্মুক্ত শরজাল ছেদন করিয়া ফেলিলেন। ঐ সময় সূতপুত্র এরূপ অদ্ভুত হস্তলাঘব প্রদর্শন করিতে লাগিলেন যে, বিপক্ষ বর্গ সমরে যত্নবান্ হইয়াও তাঁহারে আক্রমণ করিতে সমর্থ হইল না।

এই রূপে মহাবীর কর্ণ নৃপগণের শর সমূহ নিরাকৃত করিয়া তাঁহাদের যুগকাষ্ঠ, ঈষা, ছত্র, ধ্বজ ও ঘোটক সমুদায়ের উপর স্বনামাঙ্কিত নিশিত শরনিকর পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। তখন কর্ণশরনিপীড়িত ভূপালগণ ব্যাকুল চিত্তে

শীতার্দ্দিত গো সমূহের ন্যায় ইতস্তত ভ্রমণ করিতে আরম্ভ করিলেন। বিপক্ষ পক্ষীয় অসংখ্য অশ্ব সকল গজ ও রথী কর্ণের শরে নিপীড়িত হইতে লাগিল। সমরে অপরাঙ্মুখ শূরগণের চতুর্দ্দিকে বিকীর্ণ মস্তক সমুদায়ে রণভূমি সমাচ্ছন্ন হইল। যোধগণ ইতস্তত নিহত, হন্যমান ও রোরুদ্যমান হওয়াতে সমরক্ষেত্র অতি ভীষণ যমালয়ের ন্যায় বোধ হইতে লাগিল। ঐ সময় মহারাজ দুর্য্যোধন কর্ণের পরাক্রম দেখিয়া অশ্বত্থামারে কহিলেন, হে ব্রহ্মন্! ঐ দেখুন, মহাবীর কর্ণ বর্ম্ম ধারণ পূর্ব্বক বিপক্ষ পক্ষ সমস্ত ভূপতিগণের সহিত যুদ্ধ করিতেছেন। পাণ্ডব সেনাগণ কর্ণবাণে নিপীড়িত হইয়া পলায়ন করিতেছে। ঐ দেখুন, অর্জ্জুন স্বীয় সৈন্যগণকে কার্ত্তিকেয় নির্জ্জিত অসুরসেনার ন্যায় কর্ণশরে নির্জ্জিত দেখিয়া সূতপুত্রের বিনাশার্থ ধাবমান হইতেছে। অতএব যাহাতে ধনঞ্জয় যোধগণের সমক্ষে তাঁহারে সংহার করিতে না পারে, আপনি এ রূপ উপায় অবলম্বন করুন। দুর্য্যোধন অশ্বত্থামারে এই কথা বলিলে অশ্বত্থামা, কৃপাচার্য্য, শল্য ও হার্দ্দিক্য দৈত্য সেনাভিমুখীন দেবরাজের ন্যায় অর্জ্জুনকে আগমন করিতে দেখিয়া সূতপুত্রের রক্ষার্থ তাঁহার প্রতি ধাবমান হইলেন। তখন মহাবীর ধনঞ্জয় পাঞ্চালগণে পরিবৃত হইয়া পুরন্দর বৃত্রাসুরের প্রতি যেরূপ ধাবমান হইয়াছিলেন, তদ্রূপ কর্ণের অভিমুখে গমন করিলেন।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে সঞ্জয়! সূর্য্যতনয় মহারথ কর্ণ প্রতিনিয়ত অর্জ্জুনের সহিত স্পর্দ্ধা ও তাহারে পরাজিত করিতে বাসনা করিয়া থাকে। এক্ষণে সেই জাতবৈর

কালান্তক যম সদৃশ ক্রুদ্ধ মহাবীর ধনঞ্জয়কে সহসা অবলোকন করিয়া কি করিল?

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! গজ যেমন প্রতিগজের প্রতি ধাবমান হয়, তদ্রূপ মহাবীর কর্ণ ধনঞ্জয়কে সমাগত সন্দর্শন করিয়া তাঁহার প্রতি গমন করিলেন। মহাবীর অর্জ্জুন সেই মহাবেগে সমাগত সূতপুত্রকে স্বর্ণপুঙ্খ সরল শর সমুদায়ে সমাচ্ছন্ন করিয়া ফেলিলেন। মহাবাহু কর্ণ তদ্দর্শনে সাতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া সত্বরে তিন শরে অর্জ্জুনকে বিদ্ধ করিলেন। তখন মহাবীর ধনঞ্জয় কর্ণের হস্তলাঘব সহ্য করিতে না পারিয়া তাঁহার উপর ত্রিংশৎ শাণিত শর নিক্ষেপ পূর্ব্বক ক্রোধভরে এক নারাচে তাঁহার বাম হস্তের অগ্রভাগ বিদ্ধ করিলেন। ধনঞ্জয়ের ভীষণ নারাচের আঘাতে কর্ণের হস্ত হইতে সহসা কার্ম্মুক নিপতিত হইল। মহাবল পরাক্রান্ত সূতপুত্র তৎক্ষণাৎ সেই কোদণ্ড গ্রহণ পূর্ব্বক হস্তলাঘব প্রদর্শন করিয়া নিমেষ মধ্যে অর্জ্জুনকে শরনিকরে সমাচ্ছন্ন করিলেন। মহাবীর ধনঞ্জয় তদ্দর্শনে হাস্য করত শরনিকর নিক্ষেপ পূর্ব্বক কর্ণ পরিত্যক্ত শরজাল ছেদন করিয়া ফেলিলেন। এই রূপে সেই পরস্পর প্রতিকার পরায়ণ বীর দ্বয় শরজালে চতুর্দ্দিক সমাচ্ছন্ন করিলেন। করিণীর নিমিত্ত বন্য মাতঙ্গ দ্বয়ের যেরূপ যুদ্ধ হইয়া থাকে তৎকালে কর্ণ ও অর্জ্জুনের তদ্রূপ ঘোরতর সংগ্রাম হইতে লাগিল।

অনন্তর মহাধনুর্দ্ধর ধনঞ্জয় সূতপুত্রের পরাক্রম অবলোকন করিয়া সত্বরে তাঁহার করস্থিত কার্ম্মুকের মুষ্টিদেশ ছেদন ও ভল্লাস্ত্রে চারি অশ্বকে শমন সদনে প্রেরণ পূর্ব্বক সারথির

মস্তক ছেদন করিয়া ফেলিলেন। এই রূপে মহাবীর কর্ণ অশ্ব, সারথি ও কার্ম্মুক বিহীন হইলে ধনঞ্জয় তাঁহারে চারি বাণে বিদ্ধ করিলেন। মহাবীর কর্ণ অর্জ্জুনের শরে বিদ্ধ হইয়া শল্লকীর ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন এবং জীবিত রক্ষার্থ সত্বরে সেই অশ্বহীন রথ হইতে অবরোহণ পূর্ব্বক কৃপাচার্য্যের রথে সমারূঢ় হইলেন। তখন অর্জ্জুনশরে ক্ষতবিক্ষতাঙ্গ কৌরব পক্ষীয় সৈন্যগণ সূতপুত্রকে পরাজিত দেখিয়া চারি দিকে পলায়ন করিতে লাগিল। রাজা দুর্য্যোধন তাঁহাদিগকে পলায়ন পরায়ণ অবলোকন করিয়া নিবারণ করত কহিতে লাগিলেন, হে ক্ষত্রিয় প্রধান বীরগণ! তোমাদের পলায়ন করিবার প্রয়োজন নাই; এই আমি স্বয়ং অর্জ্জুনের বধার্থ সমরাঙ্গনে গমন করিতেছি। আমি অবিলম্বেই অর্জ্জুনকে পাঞ্চালগণের সহিত বিনাশ করিব। আজি আমি গাণ্ডীব-ধন্বার সহিত সমরে প্রবৃত্ত হইলে অন্যান্য পাণ্ডবগণ যুগান্ত-কালের ন্যায় আমার বিক্রম দর্শন করিবে। আমার শরনিকর শলভ শ্রেণীর ন্যায় তাহাদের দৃষ্টিগোচর হইবে। আজি আমি শরজাল বিস্তার করিতে আরম্ভ করিলে আমার সৈনিক পুরুষেরা বর্ষাকালীন জলধর নির্ম্মুক্ত জলধারার ন্যায় আমার শরধারা সন্দর্শন করিবে। হে বীরগণ! তোমরা অর্জ্জুন হইতে ভয় পরিত্যাগ পূর্ব্বক রণস্থলে অবস্থান কর। আমি আজিই সন্নতপর্ব্ব সায়ক নিচয় দ্বারা তাহাদিগকে পরাজয় করিব। মকরাকুল মহার্ণব যেমন তীরভূমি অতিক্রমণে অসমর্থ, তদ্রূপ ধনঞ্জয় আজি আমার পরাক্রম সহ্য করিতে পারিবে না। হে মহারাজ! রাজা দুর্য্যোধন এই কথা বলিয়া অসংখ্য সৈন্যে

পরিবৃত হইয়া রোষকষায়িত লোচনে অর্জ্জুনের প্রতি ধাবমান হইলেন। তখন মহাত্মা কৃপাচার্য্য মহাবাহু দুর্য্যোধনকে যুদ্ধে গমন করিতে দেখিয়া অশ্বত্থামারে কহিলেন, হে দ্রোণনন্দন! ঐ দেখ, রাজা দুর্য্যোধন ক্রোধান্ধ হইয়া পতঙ্গবৃত্তি অবলম্বন পূর্ব্বক যুদ্ধার্থ অর্জ্জুনের নিকট গমন করিতেছেন। উহাঁরে শীঘ্র নিবারণ কর, নচেৎ উনি আমাদের সমক্ষে অর্জ্জুনের শরে বিনষ্ট হইবেন। উনি যে পর্য্যন্ত অর্জ্জুন শরনিকরের পথবর্ত্তী না হইবেন, সেই অবধিই রণস্থলে জীবিত থাকিতে পারিবেন; অতএব উনি নির্ম্মোক নির্ম্মুক্ত ভীষণ ভুজঙ্গ সদৃশ অর্জ্জুন শরে ভস্মীভূত না হইতে হইতেই উহাঁরে যুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত কর। হে মহাত্মন্! আমরা উপস্থিত থাকিতে দুর্য্যোধনের অসহায়ের ন্যায় স্বয়ং যুদ্ধার্থ গমন করা কোন ক্রমেই উপযুক্ত নহে। বিশেষত দুর্য্যোধন শার্দ্দূলের সহিত সমরে প্রবৃত্ত হস্তীর ন্যায় অর্জ্জুনের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলে উহাঁর জীবন রক্ষা করা অতিশয় সুকঠিন হইবে।

হে মহারাজ! অস্ত্র বিশারদ অশ্বত্থামা মাতুলের বাক্য শ্রবণানন্তর সত্বরে রাজা দুর্য্যোধনকে কহিলেন, হে গান্ধারি-পুত্র! আমি সতত তোমার হিতানুষ্ঠানে যত্ন করিয়া থাকি। অতএব আমি জীবিত থাকিতে আমারে অনাদর করিয়া স্বয়ং যুদ্ধে গমন করা তোমার উচিত হইতেছে না। হে দুর্য্যোধন! অর্জ্জুনের পরাজয় নিমিত্ত তোমার কিছুমাত্র ব্যস্ত হইতে হইবে না। তুমি এই স্থানে অবস্থান কর; এক্ষণে আমিই ধনঞ্জয়কে নিবারণ করিতেছি।

দুর্য্যোধন কহিলেন, হে ব্রহ্মন্! আচার্য্য পাণ্ডবগণকে সুত

নির্ব্বিশেষে রক্ষা করিয়া থাকেন এবং আপনিও প্রতিনিয়ত তাহাদের প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করেন। এক্ষণে আমার দুর-দৃষ্ট বশতই হউক, বা যুধিষ্ঠির ও দ্রৌপদীর প্রিয়ানুষ্ঠান করিবার নিমিত্তই হউক, রণস্থলে আপনার পরাক্রম খর্ব্ব হইয়া থাকে। আমি অতিশয় লুব্ধ স্বভাব; আমারে ধিক্! বান্ধবগণ আমার সুখলাভের নিমিত্তই পরাজিত ও সাতিশয় দুঃখ প্রাপ্ত হইতেছেন। যাহা হউক, হে ব্রহ্মন্! আপনি ব্যতিরেকে মহেশ্বর সম মহাবল পরাক্রান্ত শস্ত্র বিদগ্রগণ্য অন্য কোন্ বীর সমর্থ হইয়াও বিপক্ষগণের প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করে। হে গুরুপুত্র! এক্ষণে আপনি প্রসন্ন হইয়া আমার শত্রু বিনাশে প্রবৃত্ত হউন। দেবদানবগণও আপনার অস্ত্রের নিকট অবস্থান করিতে সমর্থ হন না। অতএব আপনি অনুচর বর্গের সহিত সোমক ও পাঞ্চালগণকে সংহার করুন। পশ্চাৎ আমরা আপনারই ভুজবলে পরিরক্ষিত হইয়া অবশিষ্ট শত্রু-গণকে বিনষ্ট করিব। ঐ দেখুন সোমক ও পাঞ্চালগণ ক্রোধাবিষ্ট হইয়া দাবানলের ন্যায় আমার সৈন্য মধ্যে বিচরণ করিতেছে। অতএব আপনি উহাদিগকে এবং কৈকেয়গণকে নিবারণ করুন। নচেৎ উহারা ধনঞ্জয় কর্ত্তৃক রক্ষিত হইয়া আমাদিগকে নিঃশেষিত করিবে। হে ব্রহ্মন্! আপনি অবি-লম্বেই উহাদিগকে বিনাশ করুন। এই কার্য্য এক্ষণেই হউক, বা পরেই হউক, আপনারেই সাধন করিতে হইবে। সাধু সিদ্ধগণ কহিয়া থাকেন যে, আপনি পাঞ্চালগণকে বিনাশ করিবার নিমিত্তই উৎপন্ন হইয়াছেন; আপনার প্রভাবে সমগ্র পৃথিবী পাঞ্চাল শূন্য হইবে। হে ব্রহ্মন্! সিদ্ধ পুরুষদিগের

বাক্য কদাচ মিথ্যা হইবার নহে। অতএব আপনি অনুচরগণ সমবেত পাঞ্চালগণকে সংহার করুন। পাঞ্চাল ও পাণ্ডবগণের কথা দূরে থাকুক, অমরগণও আপনার অস্ত্রগোচরে অবস্থান করিতে সমর্থ নহেন। হে পুরুষপ্রবর! আমি সত্য কহিতেছি যে, সোমক ও পাণ্ডবেরা বল প্রকাশ পূর্ব্বক আপনার সহিত যুদ্ধ করিতে কদাচ সমর্থ হইবে না। এক্ষণে আপনি গমন করুন। আর কাল বিলম্ব করিবেন না। ঐ দেখুন, আমার সৈন্যগণ ধনঞ্জয়ের শরজালে একান্ত নিপীড়িত হইয়া ইতস্তত ধাবমান হইতেছে। হে আচার্য্যকুমার! আপনি স্বীয় দিব্য তেজঃপ্রভাবে পাঞ্চাল ও পাণ্ডবগণের নিগ্রহ করিতে সমর্থ হইবেন, সন্দেহ নাই।

ষষ্ট্যধিক শততম অধ্যায়।

সঞ্জয় কহিলেন, হে মহারাজ! যুদ্ধদুর্ম্মদ দ্রোণনন্দন অশ্বত্থামা দুর্য্যোধন কর্ত্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া দেবরাজ দৈত্যবধে যেরূপ যত্ন করিয়াছিলেন, তদ্রূপ অরাতি নিপাতনে যত্নবান্ হইলেন এবং আপনার পুত্র মহাবীর দুর্য্যোধনকে কহিলেন, হে মহাবাহো! পাণ্ডবেরা যে আমার ও পিতার নিতান্ত প্রিয় এবং আমরা পিতা পুত্রেও যে তাহাদিগের প্রীতিভাজন, তাহার সন্দেহ নাই; কিন্তু সংগ্রাম সময়ে সেরূপ হওয়া নিতান্ত অসম্ভব। আমি কর্ণ, শল্য, কৃপ ও হার্দ্দিক্যের সহিত মিলিত হইয়া নিঃশঙ্ক চিত্তে প্রাণপণে যুদ্ধ করত নিমেষ মধ্যে পাণ্ডব সেনাগণকে সংহার করিতে পারি। আর যদি আমরা সংগ্রামে উপস্থিত না থাকি তাহা হইলে পাণ্ডবগণও নিমেষ মধ্যে কৌরবসেনা নিঃশেষিত করিতে

পারে ; কিন্তু আমরা উভয় পক্ষেই সাধ্যানুসারে যুদ্ধ করিতেছি বলিয়া পরস্পরের তেজঃপ্রভাবে পরস্পরের তেজ প্রশমিত হইতেছে। যাহা হউক, আমি নিশ্চয় কহিতেছি, পাণ্ডবগণ জীবিত থাকিতে বল পূর্ব্বক বিপক্ষ সেনা পরাজিত করা নিতান্ত দুঃসাধ্য। বলবীর্য্যশালী পাণ্ডুপুত্রগণ আপনাদের নিমিত্ত যুদ্ধ করিতেছে ; অতএব তাহারা কেন না তোমার সৈন্যগণকে বিনষ্ট করিবে ? তুমি নিতান্ত লুব্ধ, নিকৃতিপরতন্ত্র, সর্ব্ব বিষয়ে শঙ্কিত, অভিমানী ও পাপাত্মা ; এই নিমিত্তই সতত আমাদিগের প্রতি আশঙ্কা করিয়া থাক। যাহা হউক, আমি জীবিতাশা পরিত্যাগ পূর্ব্বক যত্নবান্ হইয়া তোমার নিমিত্ত সংগ্রামে গমন করিতেছি। অদ্য আমি তোমার হিত সাধনার্থ পাঞ্চাল, সোমক, কৈকয় ও পাণ্ডবগণের সহিত যুদ্ধ করিয়া অনেক শত্রুর প্রাণ সংহার করিব। অদ্য চেদি, পাঞ্চাল ও সোমকগণ আমার শরে দগ্ধ হইয়া সিংহার্দ্দিত গো সমূহের ন্যায় চতুর্দ্দিকে ধাবমান হইবে। অদ্য আমি সংগ্রামে এরূপ পরাক্রম প্রকাশ করিব যে, ধর্ম্মনন্দন রাজা যুধিষ্ঠির ও সোমকগণ ইহ লোক দ্রোণপুত্রময় অবলোকন করিবে। ধর্ম্মনন্দন পাঞ্চাল ও সোমকগণকে আমার বাণে সংগ্রামে নিহত দেখিয়া যার পর নাই বিষণ্ণ হইবে। ফলত অদ্য যে যে বীর আমার সহিত সংগ্রামে সমাগত হইবে, তাহাদের সকলকেই সংহার করিব। তাহারা কদাচ আমার হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইবে না।

হে মহারাজ! মহাবাহু অশ্বত্থামা আপনার পুত্র দুর্য্যোধনকে এইরূপ কহিয়া তাঁহার হিতের নিমিত্ত ধনুর্দ্ধরদিগকে বিদ্রাবণ পূর্ব্বক রণক্ষেত্রে আগমন করিতে লাগিলেন এবং

কৈকয় ও পাঞ্চালগণকে কহিলেন, হে মহারথগণ! তোমরা স্থির চিত্তে যুদ্ধ করত হস্তলাঘব প্রদর্শন পূর্ব্বক আমারে প্রহার কর। বীরগণ দ্রোণপুত্র কর্ত্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া বারিধারাবর্ষী জলধরের ন্যায় সকলেই তাঁহার উপর শরবৃষ্টি করিতে লাগিল। তখন মহাবীর অশ্বত্থামা, ধৃষ্টদ্যুম্ন ও পাণ্ডু-তনয়দিগের সমক্ষেই তাহাদিগকে শরনিকরে নিপীড়িত করিয়া তাহাদের দশ জনকে ভূমিসাৎ করিলেন। পাঞ্চাল ও সোমকগণ অশ্বত্থামার শরে তাড়িত হইয়া তাঁহারে পরিত্যাগ পূর্ব্বক চারি দিকে পলায়ন করিতে লাগিল। মহাবীর ধৃষ্টদ্যুম্ন তাহাদিগকে পলায়ন করিতে দেখিয়া মেঘগম্ভীর নিস্বন, সুবর্ণালঙ্কার ভূষিত, সমরে অপরাঙ্মুখ, এক শত রথারোহী সৈন্যে পরিবেষ্টিত হইয়া দ্রোণপুত্রের প্রতি গমন পূর্ব্বক তাঁহারে কহিতে লাগিলেন, হে নির্ব্বোধ আচার্য্যপুত্র! সামান্য যোধগণকে বিনাশ করিলে কি হইবে; যদি বীরপুরুষ হও, তবে আমার সহিত যুদ্ধ আরম্ভ কর, আমি অবিলম্বেই তোমার প্রাণ সংহার করিব; তুমি ক্ষণ কাল অবস্থান কর। প্রবল প্রতাপশালী ধৃষ্টদ্যুম্ন এই বলিয়া অশ্বত্থামার প্রতি মর্ম্মভেদী সুতীক্ষ্ণ শর নিক্ষেপ করিলেন। মধুলোলুপ ভ্রমরগণ যেমন শ্রেণীবদ্ধ হইয়া পুষ্পিত বৃক্ষে গমন করে, তদ্রূপ সেই ধৃষ্ট-দ্যুম্ন নিক্ষিপ্ত সুবর্ণপুঙ্খ শর সকল শ্রেণীবদ্ধ হইয়া অশ্বত্থামার শরীরে প্রবেশ করিল। তখন শরপাণি মহাবীর দ্রোণপুত্র এইরূপে অতিমাত্র বিদ্ধ হইয়া পাদাহত পন্নগের ন্যায় ক্রোধ-ভরে অসম্ভ্রান্ত চিত্তে কহিতে লাগিলেন, হে ধৃষ্টদ্যুম্ন! তুমি স্থির হইয়া মুহূর্ত্ত কাল অপেক্ষা কর; আমি অবি-

লম্বেই নারাচ দ্বারা তোমারে যমরাজের রাজধানী প্রেরণ করিব।

অরাতিপাতন অশ্বত্থামা ধৃষ্টদ্যুম্নকে এই রূপ কহিয়া তাঁহারে একবারে শরনিকরে সমাচ্ছন্ন করিলেন। যুদ্ধদুর্ম্মদ পাঞ্চালতনয় দ্রোণপুত্রের শরনিকরে এই রূপে সমাচ্ছন্ন হইয়া তাঁহারে তর্জ্জন করত কহিলেন, হে বিপ্রতনয়! তুমি আমার প্রতিজ্ঞা ও উৎপত্তির বিষয় বিশেষ অবগত নহ। আমি অগ্রে দ্রোণকে নিহত করিয়া পশ্চাৎ তোমারে বিনাশ করিব বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছি; তন্নিমিত্ত দ্রোণ জীবিত থাকিতে তোমারে বিনাশ করিলাম না। আমার অভিপ্রায় এই যে, এই রজনী সুপ্রভাত হইলে অগ্রে তোমার পিতারে বিনাশ করিয়া পশ্চাৎ তোমারে শমন সদনে প্রেরণ করিব; অতএব এই সময়ে স্থির চিত্তে পাণ্ডবগণের প্রতি বিদ্বেষ বুদ্ধি ও কৌরবগণের প্রতি ভক্তি প্রদর্শন কর। তুমি জীবিত থাকিতে কখনই আমার নিকট পরিত্রাণ পাইবে না। হে নরাধম! যে ব্রাহ্মণ ব্রহ্মানুষ্ঠান পরিত্যাগ পূর্ব্বক ক্ষত্রধর্ম্মানুষ্ঠানে তৎপর হয়, তোমার ন্যায় সে ক্ষত্রিয়েরই বধ্য হইয়া থাকে।

হে মহারাজ! ধৃষ্টদ্যুম্ন এই রূপে কটু বাক্য প্রয়োগ করিলে দ্বিজোত্তম অশ্বত্থামা তাঁহারে তিষ্ঠ তিষ্ঠ বলিয়া ক্রোধারুণ লোচনে দগ্ধ করতই যেন, ভীষণ ভুজঙ্গের ন্যায় নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক শরনিকরে সমাচ্ছন্ন করিতে লাগিলেন। পাঞ্চালসেনা পরিবৃত মহারথ ধৃষ্টদ্যুম্ন দ্রোণপুত্রের শরনিপাতে নিপীড়িত হইয়া কিছুমাত্র কম্পিত হইলেন না;

প্রত্যুত স্বীয় ভুজবল অবলম্বন করিয়া অশ্বত্থামার উপর শর-বর্ষণ করিতে লাগিলেন। এই রূপে সেই রোষপরায়ণ মহা-ধনুর্দ্ধর বীর দ্বয় প্রাণপণে পরস্পর পরস্পরের শর সন্নিপাত নিবারণ ও চারি দিকে বাণ বৃষ্টি করিতে আরম্ভ করিলেন। সিদ্ধ চারণ প্রভৃতি আকাশগামিগণ অশ্বত্থামা ও ধৃষ্টদ্যুম্নের এই রূপ ঘোরতর ভয়ানক যুদ্ধ দর্শন করিয়া তাঁহাদের প্রশংসা করিতে লাগিলেন। তখন সেই পরস্পর বধার্থী বিকট বেশ বীর দ্বয় শরনিকরে দশ দিক্ সমাচ্ছন্ন করিয়া অলক্ষিত রূপে অতি সুন্দর যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। তৎকালে বোধ হইল যেন, তাঁহারা কার্ম্মুক মণ্ডলীকৃত করিয়া নৃত্য করিতেছেন। এই রূপে তাঁহারা পরস্পর বধে কৃতসংকল্প হইয়া অত্যাশ্চর্য্য ঘোরতর যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। যোধগণ তাঁহাদিগকে অরণ্য মধ্যস্থ মাতঙ্গ দ্বয়ের ন্যায় যুদ্ধে প্রবৃত্ত দেখিয়া সবিশেষ প্রশংসা করিতে আরম্ভ করিলেন। হে মহারাজ ! সেই ভীরুজনের ভয়জনক তুমুল যুদ্ধ কালে উভয় পক্ষীয় সৈন্যগণ একান্ত হৃষ্ট হইয়া সিংহনাদ পরিত্যাগ, শঙ্খধ্বনি ও নানাবিধ বাদ্য বাদন করিতে লাগিল। ঐ যুদ্ধে কিয়ৎক্ষণ কাহারই জয় পরাজয় লক্ষিত হইল না।

অনন্তর মহাবীর অশ্বত্থামা মহাত্মা ধৃষ্টদ্যুম্নের কোদণ্ড, ধ্বজদণ্ড, ছত্র, অশ্ব চতুষ্টয়, পার্শ্বরক্ষক দ্বয়, ও সারথিরে ছেদন করিয়া সন্নতপর্ব্ব শরনিকর বিস্তার পূর্ব্বক সহস্র সহস্র পাঞ্চালসৈন্য বিদ্রাবিত করিতে লাগিলেন। পাণ্ডব সৈন্যগণ দেবরাজ ইন্দ্রের ন্যায় অশ্বত্থামার সেই অদ্ভুত কার্য্য নিরীক্ষণ করিয়া একান্ত ব্যথিত হইল। তখন অশ্বত্থামা এক কালে এক এক শত শরে

এক এক শত পাঞ্চালকে ও সুশাণিত তিন তিন শরে তিন তিন মহাবীরকে সংহার করত ধৃষ্টদ্যুম্ন ও অর্জ্জুনের সমক্ষেই বহুসংখ্য পাঞ্চালকে বিনাশ করিলেন। ঘোরতর যুদ্ধে অভিনিবিষ্ট পাঞ্চাল ও সৃঞ্জয়গণ অশ্বত্থামার শরনিকরে নিতান্ত নিপীড়িত হইয়া তাঁহারে পরিত্যাগ পূর্ব্বক ইতস্তত ধাবমান হইল। তাঁহাদিগের রথধ্বজ সমুদায় ইতস্তত বিক্ষিপ্ত হইতে লাগিল।

হে মহারাজ! এই রূপে মহারথ অশ্বত্থামা শত্রুগণকে পরাজয় করিয়া বর্ষাকালীন নীরদের ন্যায় গভীর গর্জ্জন করিতে আরম্ভ করিলেন। হুতাশন যেমন যুগান্তকালে ভূত সমুদায়কে ভস্মসাৎ করিয়া থাকে, তদ্রূপ দ্রোণপুত্র বহুসংখ্য বীরগণকে সংহার করিয়া ফেলিলেন। তখন কৌরবগণ সেই অরাতিনিপাতন সুররাজ সদৃশ দ্রোণপুত্রকে যথোচিত প্রশংসা করিতে লাগিললেন।

একষষ্ট্যধিক শততম অধ্যায়।

হে মহারাজ! অনন্তর ধর্ম্মনন্দন রাজা যুধিষ্ঠির ও ভীম অশ্বত্থামারে পরিবেষ্টন করিলেন। তদ্দর্শনে রাজা দুর্য্যোধন দ্রোণাচার্য্যের সহিত পাণ্ডবগণের প্রতি ধাবমান হইলেন। তখন উভয় পক্ষে ভীরুজনের ভয়বর্দ্ধন ঘোরতর যুদ্ধ আরম্ভ হইল। রাজা যুধিষ্ঠির ক্রুদ্ধ হইয়া অম্বষ্ঠ, মালব, বঙ্গ, শিবি ও ত্রিগর্ত্তদিগকে যমসদনে প্রেরণ করিলেন। মহাবীর ভীম যুদ্ধদুর্ম্মদ অভীষাহ ও শূরসেনদিগকে শরনিকরে ছেদন করিয়া রুধিরধারায় ধরাতল কর্দ্দমময় করিতে লাগিলেন। মহাবল পরাক্রান্ত ধনঞ্জয়, যৌধেয়, অদ্রিজ, মদ্রক ও মালবদিগকে যমালয়ে প্রেরণ করিলেন। দ্বিরদগণ বেগগামী নারাচ নিকরে

সমাহত হইয়া দ্বিশৃঙ্গ পর্ব্বতের ন্যায় ভূতলে নিপতিত হইল। করিশুণ্ড সকল খণ্ড খণ্ড ও ইতস্তত বিলুণ্ঠমান হও-য়াতে সমর ভূমি জঙ্গম ভুজঙ্গ সমুদায়ে পরিবৃত বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। কনক চিত্রিত ছত্র সকল চারি দিকে বিক্ষিপ্ত হওয়াতে সমর ভূমি চন্দ্র সূর্য্য প্রভৃতি গ্রহগণ সমাকীর্ণ নভো-মণ্ডলের ন্যায় শোভা প্রাপ্ত হইল।

ঐ সময় দ্রোণের রথাভিমুখে নির্ভয়ে সংহার কর, প্রহার কর, বিদ্ধ কর ও ছেদন কর ইত্যাকার ভয়ঙ্কর শব্দ হইতে লাগিল। তখন মহাবীর দ্রোণ ক্রোধাবিষ্ট হইয়া সমীরণ যেমন মেঘমণ্ডল অপসারিত করিয়া থাকে, তদ্রূপ বায়ব্যাস্ত্র দ্বারা পাঞ্চালগণকে বিদ্রাবিত করিতে আরম্ভ করিলেন। পাঞ্চা-লগণ দ্রোণের অস্ত্র প্রভাবে সমাহত হইয়া ভীম ও অর্জ্জুনের সমক্ষেই ভয়ে পলায়ন করিতে লাগিল। মহাবীর ভীম ও অর্জ্জুন তদ্দর্শনে অসংখ্য রথারোহী সৈন্য সমভিব্যাহারে অবিলম্বে তথায় সমুপস্থিত হইলেন এবং অর্জ্জুন আচার্য্যের দক্ষিণ পার্শ্ব ও ভীমসেন বাম পার্শ্ব অবলম্বন পূর্ব্বক তাঁহার প্রতি অনবরত শরনিকর বর্ষণ করিতে লাগিলেন। তখন পাঞ্চাল, সৃঞ্জয়, মৎস্য ও সোমকগণ ভীম ও অর্জ্জুনের অনুগমন করি-লেন। তদ্দর্শনে রাজা দুর্য্যোধনের পক্ষ মহারথগণ সৈন্যগণ সমভিব্যাহারে দ্রোণের সাহায্যার্থ তাঁহার সন্নিধানে সমুপস্থিত হইলেন। তৎকালে দিঙ্মণ্ডল গাঢ়তর অন্ধকারে আবৃত এবং সৈন্যগণও নিদ্রায় একান্ত অভিভূত হইয়াছিল। মহাবীর অর্জ্জুন এই সুযোগে সেই কৌরব সৈন্যদিগকে পুনরায় বিদীর্ণ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। সৈন্যগণ ধনঞ্জয়ের শরনিকরে নিতান্ত

নিপীড়িত হইয়া চতুর্দ্দিকে পলায়ন করিতে লাগিল এবং কোন কোন মহীপালও স্ব স্ব বাহন পরিত্যাগ পূর্ব্বক অর্জ্জুন-ভয়ে ভীত হইয়া ইতস্তত ধাবমান হইলেন। তখন মহাবীর দ্রোণ, রাজা দুর্য্যোধন ও অন্যান্য যোধগণ কোন ক্রমে তাঁহা-দিগকে নিবারণ করিতে সমর্থ হইলেন না।

দ্বিষষ্ট্যধিক শততম অধ্যায়।

হে মহারাজ! এ দিকে মহাবীর সাত্যকি সোমদত্তকে অবলোকন পূর্ব্বক ক্রোধভরে সারথিরে কহিলেন, সূত! অবি-লম্বে আমারে সোমদত্ত সমীপে সমানীত কর; আমি নিশ্চয় কহিতেছি যে, ঐ কৌরবাধমের প্রাণ সংহার না করিয়া সংগ্রাম হইতে নিবৃত্ত হইব না। সারথি সাত্যকির আদে-শানুসারে মনোমারুতগামী, শঙ্খবর্ণ, অস্ত্রাঘাতসহিষ্ণু, সিন্ধু-দেশীয় অশ্ব সমূহ পরিচালন করিতে আরম্ভ করিল। পূর্ব্বে দৈত্যবধোদ্যত সুররাজের অশ্বগণ তাঁহারে যেরূপ বহন করিয়াছিল, সাত্যকির অশ্বগণও তাঁহারে তদ্রূপ বহন করিতে লাগিল। তখন মহাবাহু সোমদত্ত সাত্যকিরে মহাবেগে সংগ্রামাভিমুখে আগমন করিতে দেখিয়া বারিধারার ন্যায় শরবর্ষণ পূর্ব্বক জলধর দিনকরকে যেরূপে আবৃত করিয়া থাকে, তদ্রূপ তাঁহারে আচ্ছন্ন করিলেন। সাত্যকিও অসং-ভ্রান্ত চিত্তে কুরুশ্রেষ্ঠ সোমদত্তকে শরনিকরে সমাচ্ছন্ন করিতে লাগিলেন। তখন মহাবীর সোমদত্ত যুযুধানকে ষষ্টি শরে বিদ্ধ করিলেন। সাত্যকিও তাঁহারে নিশিত শরজালে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। এই রূপে সেই বীর দ্বয় পরস্পরের শরনিকরে বিদ্ধ ও শোণিতাক্ত কলেবর হইয়া বসন্তকালীন

কুসুমিত কিংশুক দ্বয়ের ন্যায় সুশোভিত হইলেন। তাঁহারা তৎকালে রোষকষায়িত লোচনে পরস্পরকে দগ্ধ করতই যেন রথমার্গে মণ্ডলাকারে বিচরণ পূর্ব্বক বারিবর্ষী অম্বুদের ন্যায় রণক্ষেত্রে অবস্থান করিতে লাগিলেন। ঐ বীর দ্বয় শরসংভিন্ন কলেবর হইয়া শল্লকী দ্বয়ের ন্যায়, সুবর্ণপুঙ্খ শরজালে সমাচ্ছন্ন হইয়া খদ্যোতাবৃত বৃক্ষ দ্বয়ের ন্যায় এবং শরসন্দীপিত কলেবর হইয়া উল্কা সমবেত কুঞ্জর দ্বয়ের ন্যায় শোভা ধারণ করিলেন।

অনন্তর মহারথ সোমদত্ত অর্দ্ধচন্দ্র বাণ দ্বারা সাত্যকির শরাসন ছেদন পূর্ব্বক প্রথমত তাঁহারে পঞ্চবিংশতি শরে বিদ্ধ করিয়া পুনর্ব্বার তাঁহার প্রতি দশ বাণ পরিত্যাগ করিলেন। তখন মহাবীর সাত্যকি সত্বরে সুদৃঢ় অন্য শরাসন গ্রহণ পূর্ব্বক সোমদত্তকে পাঁচ বাণে বিদ্ধ করিয়া সহাস্য বদনে ভল্ল দ্বারা তাঁহার কাঞ্চনময় ধ্বজ ছেদন করিয়া ফেলিলেন। সোমদত্ত স্বীয় ধ্বজ নিপাতিত দেখিয়া অসম্ভ্রান্ত চিত্তে সাত্যকিরে পঞ্চবিংশতি শরে বিদ্ধ করিলেন। তখন সাত্যকি ক্রোধাবিষ্ট হইয়া নিশিত ক্ষুরপ্র দ্বারা ধনুর্দ্ধর সোমদত্তের শরাসন ছেদন পূর্ব্বক নতপর্ব্ব সুবর্ণপুঙ্খ শত বাণে তাঁহারে সমাচ্ছন্ন করিয়া ফেলিলেন। মহাবল পরাক্রান্ত মহারথ সোমদত্তও সত্বরে অন্য চাপ গ্রহণ করিয়া যুযুধানকে শরনিকরে আবৃত করিলেন। সাত্যকি তদ্দর্শনে রোষাবিষ্ট হইয়া সোমদত্তকে বিদ্ধ করিতে আরম্ভ করিলে সোমদত্তও তাঁহারে শরজালে নিপীড়িত করিতে লাগিলেন। ঐ সময় ভীমসেন যুযুধানের রক্ষার্থ সোমদত্তকে দশ বাণে আহত করিলেন। সোমদত্ত তদ্দর্শনে

অসম্ভ্রান্ত চিত্তে ভীমসেনকে শরনিকরে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। অনন্তর মহাবীর সাত্যকি সোমদত্তের বক্ষঃস্থল লক্ষ্য করিয়া সুদৃঢ় ভীষণ পরিঘাস্ত্র পরিত্যাগ করিলেন। কুরুকুলোদ্ভব সোমদত্ত তদ্দর্শনে হাস্যমুখে সেই ঘোরদর্শন পরিঘাস্ত্র দুই খণ্ড করিয়া ফেলিলেন। লৌহ নির্ম্মিত বৃহৎ পরিঘ দ্বিধা ছিন্ন হইয়া বজ্রবিদারিত ভূধর শিখরের ন্যায় পতিত হইল।

অনন্তর মহারথ সাত্যকি হাসিতে হাসিতে এক ভল্লে সোমদত্তের শরাসন ও পাঁচ শরে শরমুষ্টি ছেদন করিয়া চারি বাণে তুরঙ্গমগণকে যমরাজ সদনে প্রেরণ করত আনতপর্ব্ব ভল্ল দ্বারা সারথির মস্তক ছেদন করিয়া ফেলিলেন। তৎপরে তাঁহারে লক্ষ্য করিয়া প্রজ্বলিত পাবক সদৃশ অতি ভয়ানক সুবর্ণ পুঙ্খ শাণিত শর নিক্ষেপ করিলেন। সেই শৈনেয় বিমুক্ত শর শ্যেন পক্ষীর ন্যায় মহাবেগে সোমদত্তের বক্ষঃস্থলে নিপতিত হইল। মহারথ সোমদত্ত সাত্যকির সেই শর প্রহারে অতিমাত্র বিদ্ধ হইয়া ভূতলে নিপতিত হইবামাত্র কলেবর পরিত্যাগ করিলেন। কৌরব পক্ষীয় সৈন্যগণ সোমদত্তকে নিহত নিরীক্ষণ করিয়া অসংখ্য রথ সমভিব্যাহারে সাত্যকির প্রতি ধাবমান হইল।

এ দিকে পাণ্ডবগণ সমুদায় প্রভদ্রক ও মহতী সেনা সমভিব্যাহারে দ্রুতবেগে দ্রোণ সৈন্যের অভিমুখে গমন করিলেন। ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির নিতান্ত ক্রুদ্ধ হইয়া দ্রোণাচার্য্যের সমক্ষেই তাঁহার সৈনিক পুরুষদিগকে বিদ্রাবিত করিতে লাগিলেন। আচার্য্য যুধিষ্ঠিরকে কৌরবসৈন্য বিদ্রাবিত করিতে অবলোকন করিয়া রোষকষায়িত লোচনে দ্রুতবেগে তাঁহার

সম্মুখীন হইয়া তাঁহারে সুতীক্ষ্ণ সাত বাণে বিদ্ধ করিলে রাজা যুধিষ্ঠিরও ক্রোধভরে দ্রোণকে পাঁচ বাণে প্রতিবিদ্ধ করিলেন। মহাধনুর্দ্ধর ভারদ্বাজ যুধিষ্ঠিরের শরে অতিমাত্র বিদ্ধ হইয়া ক্রোধে সৃক্কণী লেহন পূর্ব্বক তাঁহার ধ্বজ ও কোদণ্ড ছেদন করিয়া ফেলিলেন। তখন নৃপশ্রেষ্ঠ যুধিষ্ঠির সত্বরে অন্য এক সুদৃঢ় শরাসন গ্রহণ করিয়া সহস্র শরে দ্রোণাচার্য্যকে তাঁহার অশ্ব, সারথি, ধ্বজ ও রথের সহিত বিদ্ধ করিলেন। তদ্দর্শনে সকলেই চমৎকৃত হইল। দ্বিজোত্তম দ্রোণাচার্য্য এই রূপে যুধিষ্ঠিরের শরনিকরে নিপীড়িত ও ব্যথিত হইয়া মুহূর্ত্তকাল রথোপরি অবসন্ন হইয়া রহিলেন এবং কিয়ৎক্ষণ পরে সংজ্ঞা লাভ করিয়া রোষাবিষ্ট চিত্তে ভুজঙ্গের ন্যায় নিশ্বাস পরিত্যাগ করত বায়ব্যাস্ত্র নিক্ষেপ করিলেন। মহাবল পরাক্রান্ত যুধিষ্ঠির নির্ভীক চিত্তে স্বীয় অস্ত্র দ্বারা সেই বায়-ব্যাস্ত্র নিরাকৃত করিয়া আচার্য্যের সুদীর্ঘ শরাসন ছেদন করিয়া ফেলিলেন। তখন ক্ষত্রিয়মর্দ্দন দ্রোণাচার্য্য সত্বরে অন্য কোদণ্ড গ্রহণ করিলেন। কুরুপুঙ্গব যুধিষ্ঠির শাণিত ভল্লে তাহাও ছেদন করিয়া ফেলিলেন।

হে মহারাজ! ঐ সময় মহাত্মা বাসুদেব যুধিষ্ঠিরকে কহিলেন, হে মহাবাহো! আমি আপনারে যাহা কহিতেছি, শ্রবণ করুন। আপনি দ্রোণাচার্য্যের সহিত যুদ্ধে নিবৃত্ত হউন, উনি সর্ব্বদা আপনার গ্রহণে যত্ন করিতেছেন; অতএব উহাঁর সহিত সংগ্রাম করা আপনার কর্ত্তব্য নহে। বিশেষত যিনি উহাঁর বিনাশের নিমিত্ত উৎপন্ন হইয়াছেন, তিনিই উহাঁর বধসাধন করিবেন। অতএব আপনি আচার্য্যকে পরিত্যাগ

করিয়া দুর্য্যোধনের নিকট গমন করুন। নরপতিরা ভূপাল ভিন্ন অন্য কাহারও সহিত যুদ্ধাভিলাষ করেন না। অতএব যে স্থানে মহাবীর ভীমসেন কৌরবগণের সহিত যুদ্ধ করিতেছেন, আপনি হস্তী, অশ্ব ও রথ সমূহে পরিবেষ্টিত হইয়া সেই স্থানে গমন করুন।

অরাতিনিপাতন ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির বাসুদেবের বাক্য শ্রবণে মুহূর্ত্তকাল চিন্তা করিয়া দ্রুতবেগে ভীমসেন সমীপে গমন করিলেন এবং দেখিলেন, মহাবীর বৃকোদর ব্যাদিতানন অন্তকের ন্যায় কৌরব সৈন্য সংহার করিতেছেন। তখন ধর্ম্মরাজ বর্ষাকালীন মেঘ গর্জ্জন সদৃশ রথ নির্ঘোষে ভূমণ্ডল প্রতিধ্বনিত করিয়া অরাতিনিপাতন ভীমসেনের পার্ষ্ণি গ্রহণ করিলেন। এদিকে মহাবীর দ্রোণাচার্য্যও সেই প্রদোষ সময়ে পাঞ্চালগণকে বিদ্রাবিত করিতে লাগিলেন।

ত্রিষষ্ট্যধিক শততম অধ্যায়।

হে মহারাজ! এইরূপে সেই ভয়ানক যুদ্ধ প্রবর্ত্তিত এবং অন্ধকার ও ধূলিপটল প্রভাবে চতুর্দ্দিক সমাচ্ছাদিত হইলে ক্ষত্রিয় প্রধান যোধগণ পরস্পরকে আর নিরীক্ষণ করিতে সমর্থ হইলেন না। তখন তাঁহারা স্ব স্ব নাম কীর্ত্তন ও অনুমান দ্বারা যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। মহাবীর দ্রোণ, কর্ণ ও কৃপ এবং ভীম, ধৃষ্টদ্যুম্ন ও সাত্যকি ইহাঁরা উভয়পক্ষীয় সৈন্যগণকে ক্ষুভিত করিতে প্রবৃত্ত হইলে তাহারা চারি দিকে ধাবমান হইল এবং স্খলিত বুদ্ধি হইয়া পরস্পরকে বিনাশ করিতে লাগিল। সহস্র সহস্র মহারথও সেই ঘোরতর অন্ধকারে একান্ত বিমোহিত হইয়া পরস্পর সংহারে প্রবৃত্ত

হইলেন। প্রধান প্রধান বীরগণ ও অন্যান্য প্রাণিগণ সেই ঘোরতর তিমির পরিপূর্ণ, সমরস্থলে নিতান্ত শঙ্কিত ও বিমোহিত হইতে লাগিলেন।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে সঞ্জয়! পাণ্ডবগণ সেই অন্ধকার প্রভাবে তোমাদিগকে এইরূপে আলোড়িত করিলে তোমরা হীনতেজ হইয়া কি মনে করিতে লাগিলে? আর কিরূপেই বা সেই তিমিরাচ্ছন্ন প্রদেশে অস্মৎ পক্ষীয় ও পাণ্ডব পক্ষীয় সৈন্যগণ দৃষ্টিগোচর হইল?

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! ঐ সময়ে সেনাপতিগণ দ্রোণের আদেশানুসারে হতাবশিষ্ট সৈন্য সকল সংগ্রহ করিয়া ব্যূহ প্রস্তুত করিলেন। মহাবীর দ্রোণ উহার অগ্রে, শল্য পশ্চাদ্ভাগে এবং অশ্বত্থামা ও শকুনি পার্শ্বদেশে অবস্থান করিতে লাগিলেন। মহারাজ দুর্য্যোধন স্বয়ং সেই সৈন্যগণের তত্ত্বাবধারণ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি সমস্ত পদাতিদিগকে সান্ত্ববাদ প্রয়োগ পূর্ব্বক কহিলেন, হে পদাতিগণ! তোমরা অস্ত্র শস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া প্রজ্বলিত প্রদীপ সমুদায় গ্রহণ কর। পদাতিগণ তাঁহার আদেশানুসারে হৃষ্ট মনে প্রদীপ গ্রহণ করিল। দেবর্ষি, গন্ধর্ব্ব, বিদ্যাধর, অপ্সর, নাগ, যক্ষ ও কিন্নরগণও কুতূহল সহকারে নভোমণ্ডলে অবস্থান পূর্ব্বক প্রদীপ গ্রহণ করিলেন। দিগ্‌দেবতারা এবং মহর্ষি নারদ ও পর্ব্বত দুর্য্যোধনের হিতানুষ্ঠানার্থ সুগন্ধি তৈল সংযুক্ত প্রদীপ সকল অন্তরীক্ষ হইতে নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। তখন সেই ঘোরতর যুদ্ধে প্রবৃত্ত সৈন্য সকল অগ্নিপ্রভা এবং মহার্হ আভরণ ও প্রহারার্থ নিক্ষিপ্ত মার্জ্জিত দিব্য শস্ত্র প্রভায়

উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। কৌরবগণ প্রতি রথে পাঁচ পাঁচ, প্রতি গজে তিন তিন ও প্রতি অশ্বে এক এক প্রদীপ প্রজ্বলিত করিলেন। তখন সেই দীপমালা আপনার সৈন্যগণকে আলোক প্রদান করিতে লাগিল। সৈন্যগণ প্রদীপহস্ত পদাতি-গণ কর্ত্তৃক পরিশোভিত হইয়া নভোমণ্ডলস্থ বিদ্যুদ্দাম মণ্ডিত মেঘ মণ্ডলের ন্যায় নিরীক্ষিত হইল।

এইরূপে সেই সৈন্যগণ প্রকাশিত হইলে হুতাশন সদৃশ তেজস্বী দ্রোণ তাহাদের মধ্যে গমন করিয়া মধ্যাহ্ন কালীন প্রচণ্ড সূর্য্যের ন্যায় শোভা ধারণ করিলেন। প্রদীপ প্রভা সুবর্ণময় আভরণ, নিষ্ক, বিশুদ্ধ তূণীর ও শস্ত্র সমুদায়ে প্রতি-ফলিত হইতে লাগিল এবং শৈক্যগদা, শুভ্র পরিঘ ও শক্তি মধ্যে প্রতিফলিত হইয়া রশ্মিজাল দ্বারা সমধিক আলোক বিস্তার করিল। তখন যোদ্ধাদিগের ছত্র, চামর, অসি, প্রদীপ্ত মহোল্কা ও দোদুল্যমান সুবর্ণ মালা সকল সমধিক শোভা পাইতে লাগিল। হে মহারাজ! এইরূপে সেই সমস্ত সৈন্য শস্ত্র, দীপ ও আভরণ প্রভায় সাতিশয় উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। শোণিতসিক্ত শাণিত শস্ত্র সমুদায় বীরগণ কর্ত্তৃক বিকম্পিত হইয়া বর্ষাকালীন বিদ্যুতের ন্যায় প্রভাজাল বিস্তার করিতে লাগিল। শত্রু সংহারার্থ মহাবেগে ধাবমান কম্পিত কলেবর মনুষ্যগণের মুখমণ্ডল সমীরণ সঞ্চালিত অম্বুদের ন্যায় শোভা ধারণ করিল। পাদপদল সমাচ্ছন্ন অরণ্য অনল প্রভাবে প্রদীপ্ত হইলে দিবাকরের প্রভা যেমন সমধিক হইয়া থাকে, তদ্রূপ সেই ভয়ঙ্কর কালে কৌরব সৈন্যগণের প্রভা অপেক্ষা-কৃত অধিক হইয়া উঠিল।

তখন পাণ্ডবগণ ও কৌরব পক্ষীয় বল সমুদায় দীপমালায় শোভিত হইয়াছে অবগত হইয়া স্বীয় সৈন্য মধ্যে পদাতিগণকে প্রতিবোধিত করিয়া সেই রূপ কার্য্যের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইলেন। তাঁহারা প্রতিগজে সাত সাত, প্রত্যেক রথে দশ দশ, প্রতি অশ্বের পৃষ্ঠে দুই দুই প্রদীপ প্রজ্বলিত করিলেন। ধ্বজ এবং সমস্ত সেনার পার্শ্ব, পশ্চাৎ, অগ্র ও মধ্যভাগে অসংখ্য দীপ প্রজ্বলিত হইল। হে রাজন! এইরূপে সেই উভয় পক্ষীয় সৈন্য মধ্যে অসংখ্য দীপ প্রজ্বলিত হইতে লাগিল। হস্তী, অশ্ব ও রথের উপর এবং পদাতিগণের হস্তে অসংখ্য দীপ থাকাতে পাণ্ডবসেনা আলোকময় হইল। হে মহারাজ! সেই সমুদায় সৈন্য প্রদীপ দ্বারা উদ্ভাসিত হইয়া দিবাকরাভিগুপ্ত হুতাশনের ন্যায় সমধিক তেজস্বী হইয়া উঠিল। উভয় পক্ষীয় প্রদীপ প্রভা পৃথিবী, অন্তরীক্ষ ও দিক্ সমুদায়ে অভিব্যাপ্ত হইলে আপনার ও পাণ্ডবগণের সৈন্য সমুদায় সুস্পষ্ট রূপে লক্ষিত হইতে লাগিল। দেবতা, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ, অপ্সর ও সিদ্ধগণ নভোমণ্ডলগত আলোক প্রভাবে উদ্বোধিত হইয়া তথায় সমাগত হইলেন। তখন সেই সংগ্রাম স্থল দেব, গন্ধর্ব্ব, অপ্সরা ও সিদ্ধগণ এবং রণ নিহত দেবলোক প্রস্থানোদ্যত যোধগণে একান্ত সমাকুল হইয়া সুরলোক সদৃশ হইয়া উঠিল। ঐ সময় সেই রথ, অশ্ব ও নাগগণে সমাকুল দীপ সমুদায়ে প্রদীপ্ত, নিহত ও পলায়িত অশ্বকুলে সঙ্কুল সংরব্ধ যোধগণে সমাকীর্ণ অসংখ্য নরনাগাশ্ব সম্পন্ন বল সমুদায় সুরাসুর ব্যূহের ন্যায় বোধ হইতে লাগিল। ঐ যুদ্ধে শক্তি সকল প্রচণ্ড বায়ু, রথ সমুদায় মেঘ, গজ ও অশ্বগণের গভীর

গর্জ্জন মহা নির্ঘোষ ও রুধির প্রবাহ অম্বুধারা স্বরূপ প্রতীয়মান হইল। হে মহারাজ! মধ্যাহ্নকালীন শারদ দিবাকর যেমন করজালে সকলকে সন্তপ্ত করিয়া থাকে, তদ্রূপ মহাবীর অশ্বত্থামা সেই অনলকল্প সংগ্রামে পাণ্ডবগণকে শরজালে নিতান্ত নিপীড়িত করিতে লাগিলেন।

চতুঃষষ্ট্যধিক শততম অধ্যায়।

মহারাজ! এই রূপে সেই ধূলিজাল সমাচ্ছাদিত রণস্থল প্রদীপ শিখায় সুপ্রকাশিত হইলে রথি সকল পরস্পর বিনাশ মানসে শস্ত্র, প্রাস ও অসি ধারণ পূর্ব্বক তথায় সমাগত হইয়া পরস্পরকে অবলোকন করিতে লাগিলেন। তখন সেই সহস্র সহস্র প্রদীপ, রত্ন খচিত স্বর্ণ দণ্ড ও দেব গন্ধর্ব্ব গৃহীত গন্ধতৈল সুবাসিত সমধিক উজ্জ্বল দীপের প্রভায় রণভূমি গ্রহপরিপূর্ণ নভোমণ্ডলের ন্যায় শোভা প্রাপ্ত হইল। মহোল্কা সকল লোকের অভাবে বসুন্ধরাকে দগ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াই যেন প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। বর্ষাকালে প্রদোষ সময়ে পাদপ সমুদায় খদ্যোত পরিপূর্ণ হইয়া যেরূপ শোভমান হয়, দিঙ্মণ্ডল প্রদীপ প্রভায় উদ্ভাসিত হইয়া তদ্রূপ শোভা পাইতে লাগিল। তখন মহারাজ দুর্য্যোধনের আদেশানুসারে হস্ত্যারোহিগণ হস্ত্যারোহিগণের সহিত, অশ্বারোহিগণ অশ্বারোহিগণের সহিত এবং রথিগণ রথিগণের সহিত কুতূহল সহকারে ঘোরতর যুদ্ধ আরম্ভ করিল। হে মহারাজ! এই রূপে সেই চতুরঙ্গ সেনা ঘোরতর যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলে মহাবীর অর্জ্জুন সত্বরে মহীপালগণকে বিনাশ করত কৌরব সৈন্যদিগকে বিদ্রাবিত করিতে লাগিলেন।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে সঞ্জয়! নিতান্ত দুর্দ্ধর্ষ একান্ত অসহিষ্ণু মহাবীর অর্জ্জুন ক্রোধভরে আমার সৈন্য মধ্যে প্রবিষ্ট হইলে তোমাদিগের মন কি রূপ হইল এবং আমার পুত্র দুর্য্যোধনই বা তৎকালোচিত কি কর্ত্তব্য অবধারণ করিল? কোন্ কোন্ বীর অর্জ্জুনের প্রত্যুদ্গমনে প্রবৃত্ত হইলেন? আর কোন্ কোন্ বীরই বা তৎকালে দ্রোণাচার্য্যকে রক্ষা করিতে লাগিলেন। হে সঞ্জয়! মহাবীর দ্রোণাচার্য্য যখন যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন, তখন কোন্ কোন্ বীর তাঁহার দক্ষিণ চক্র ও কোন্ কোন্ বীর বাম চক্র এবং কোন্ কোন্ বীরই বা তাঁহার পশ্চাদ্ভাগ রক্ষায় প্রবৃত্ত হইলেন? আর কাহারাই তাঁহার সম্মুখে গমন করিলেন? হে সঞ্জয়! যিনি রথমার্গে নৃত্য করতই যেন, পাঞ্চাল সৈন্য মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়াছিলেন এবং ধূমকেতুর ন্যায় ক্রোধাবিষ্ট হইয়া পাঞ্চাল মহারথদিগকে শরানলে দগ্ধ করিয়াছিলেন, সেই মহাবীর দ্রোণ কি রূপে মৃত্যুমুখে নিপতিত হইলেন? হে সঞ্জয়! তুমি বিপক্ষদিগকে অব্যগ্র, অপরাজিত ও হৃষ্ট এবং মৎ পক্ষীয় রথিগণকে রথ শূন্য ও অন্যান্য যোদ্ধাদিগকে নিহত, বিবর্ণ ও বিপ্রকীর্ণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিতেছ।

সঞ্জয় কহিলেন, হে মহারাজ! রাজা দুর্য্যোধন যুদ্ধার্থী দ্রোণাচার্য্যের অভিপ্রায় অবগত হইয়া সেই রজনীতে স্বীয় বশম্বদ ভ্রাতা, মহাবল পরাক্রান্ত বিকর্ণ, চিত্রসেন, সুপার্শ্ব, দুর্দ্ধর্ষ ও দীর্ঘবাহু এবং তাঁহাদিগের পদানুগগণকে কহিলেন যে, তোমরা যত্নসহকারে দ্রোণাচার্য্যের পশ্চাদ্ভাগে অবস্থান পূর্ব্বক তাঁহারে রক্ষা কর। হার্দ্দিক্য তাঁহার দক্ষিণ চক্র এবং

শল্য বাম চক্র, হতাবশিষ্ট ত্রিগর্ত্তদেশীয় মহারথগণ তাঁহার পুরোভাগ রক্ষণে নিযুক্ত হউন। আচার্য্য ক্ষমাশীল; বিশেষত পাণ্ডবগণ সাতিশয় যত্নসহকারে যুদ্ধ করিতেছে, অতএব তোমরা ঐকমত্য অবলম্বন পূর্ব্বক তাঁহারে রক্ষা কর। আচার্য্যও বলবান্, ক্ষিপ্রহস্ত ও পরাক্রমশালী। সোমকগণ সমবেত পাণ্ডবদিগের কথা দূরে থাকুক, তিনি একাকী দেবগণকেও পরাজয় করিতে অসমর্থ নহেন। অতএব তোমরা মিলিত হইয়া মহারথ ধৃষ্টদ্যুম্ন হইতে দুর্দ্ধর্ষ দ্রোণাচার্য্যের রক্ষণে যত্নবান্ হও। পাণ্ডব সৈন্য মধ্যে ধৃষ্টদ্যুম্ন ভিন্ন আর কোন বীরই আচার্য্যকে পরাজয় করিতে সমর্থ নহে। অতএব প্রাণপণে তাঁহারে রক্ষা করিলে তিনি অনায়াসে সোমক ও সৃঞ্জয়গণকে সমূলে উন্মূলিত করিতে সমর্থ হইবেন। সেনামুখস্থিত সৃঞ্জয়গণ নিহত হইলে অশ্বত্থামা নিশ্চয়ই ধৃষ্টদ্যুম্নকে নিপাতিত করিবেন। অর্জ্জুন মহারথ কর্ণের নিকট পরাজিত হইবে এবং আমিও বর্ম্মধারী ভীমসেন প্রভৃতি অবশিষ্টপাণ্ডবগণকে পরাজিত করিব। তাহা হইলে অন্যান্য যোধগণ সহসা হীনবীর্য্য ও আমার অনন্তকালব্যাপী জয়লাভ হইবে সন্দেহ নাই। অতএব তোমরা রণস্থলে মহারথ দ্রোণাচার্য্যকে রক্ষা কর।

হে ভরতশ্রেষ্ঠ! আপনার পুত্র রাজা দুর্য্যোধন সেই নিশাকালে সৈন্যগণকে এই রূপ আদেশ করিলে পর, বিজয়াভিলাষী উভয়পক্ষীয় সৈন্যগণের ঘোরতর সংগ্রাম আরম্ভ হইল। মহাবীর অর্জ্জুন কৌরব সৈন্যগণকে এবং কৌরবগণ অর্জ্জুনকে নানাবিধ শস্ত্রাঘাতে নিপীড়িত করিতে লাগিলেন। মহাবীর অশ্বত্থামা দ্রুপদরাজকে এবং দ্রোণাচার্য্য সৃঞ্জয়গণকে সন্নত-

পর্ব্ব শরনিকরে সমাচ্ছন্ন করিলেন। তখন সেই পরস্পর প্রহারে প্রবৃত্ত পাণ্ডু, পাঞ্চাল ও কৌরব সৈন্যগণের ঘোরতর আর্ত্তনাদ সমুত্থিত হইল। হে মহারাজ! সেই রাত্রিকালে যেরূপ ভয়ানক যুদ্ধ হইয়াছিল, তদ্রূপ যুদ্ধ আমাদিগের বা পূর্ব্বতন লোকদিগের কখন দৃষ্টিগোচর হয় নাই।

পঞ্চষষ্ট্যধিক শততম অধ্যায়।

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! এই রূপে সেই সর্ব্ব ভূত বিনাশন ভীষণ রাত্রিযুদ্ধ উপস্থিত হইলে ধর্ম্মপুত্র রাজা যুধিষ্ঠির অসংখ্য হস্তী, অশ্ব ও মনুষ্যের বিনাশের নিমিত্ত পাণ্ডব পাঞ্চাল ও সোমকগণকে সম্মুখাভিবর্ত্তিত ভারদ্বাজের বিনাশে আদেশ করিলেন। পাঞ্চাল ও সোমকগণ যুধিষ্ঠিরের বাক্য শ্রবণ করিয়া ভয়ঙ্কর রব করত দ্রোণাভিমুখে ধাবমান হইলেন। তখন অস্মৎ পক্ষীয় বীরগণও রোষাবিষ্ট হইয়া গর্জ্জন করিতে করিতে শক্তি, উৎসাহ ও পরাক্রমানুসারে তাহাদিগের অভিমুখে গমন করিলেন। মহাবীর কৃতবর্ম্মা যুধিষ্ঠিরের প্রতি ধাবমান হইলেন। সংগ্রাম নিপুণ কুরুকুলোদ্ভব ভূরি সাত্যকিরে মত্তদ্বীপের ন্যায় দ্রোণাভিমুখে গমন ও চতুর্দ্দিকে শর বর্ষণ করিতে দেখিয়া তাঁহার অভিমুখে আগমন করিতে লাগিলেন। মহাবল কর্ণ সহদেবকে দ্রোণাচার্য্যের গ্রহণে যত্নবান্ দেখিয়া তাঁহারে নিবারণ করিতে আরম্ভ করিলেন। রাজা দুর্য্যোধন জীবিত নিরপেক্ষ হইয়া ব্যাদিতাস্য শমনের ন্যায় সমাগত প্রতিপক্ষ ভীমসেনের প্রতি ধাবমান হইলেন। শকুনি সর্ব্বযুদ্ধ বিশারদ যোধগণাগ্রগণ্য নকুলকে, কৃপাচার্য্য মহারথ শিখণ্ডীরে, দুঃশাসন ময়ূর সবর্ণ অশ্ব সংযুক্ত রথে সমারূঢ় প্রতিবিন্ধ্যকে, পিতৃতুল্য

প্রভাবশালী অশ্বত্থামা মায়াবিশারদ সম্মুখাগত ভীমসেনতনয় ঘটোৎকচকে, বৃষসেন অসংখ্য সৈন্য ও পদানুগগণে পরিবৃত দ্রোণ গ্রহণার্থী দ্রুপদকে, ক্রুদ্ধ চিত্ত মদ্ররাজ দ্রোণ নিধনার্থ সমাগত বিরাটকে, নিশাচর প্রধান অলম্বুষ যোধগণাগ্রগণ্য মহারথ অর্জ্জুনকে এবং আপনার পক্ষীয় অন্যান্য বীরগণ পাণ্ডব পক্ষীয় অন্যান্য বীরগণকে নিবারণ করিতে লাগিলেন। মহাবীর চিত্রসেন নকুলতনয় শতানীককে মহাবেগে আগমন করিতে দেখিয়া শরনিকর নিক্ষেপ পূর্ব্বক তাঁহারে রুদ্ধ করিলেন। তখন পাঞ্চালদেশীয় ধৃষ্টদ্যুম্ন অরাতি মর্দ্দন ধনুর্দ্ধর দ্রোণকে নিবারণ করিতে লাগিলেন। ঐ সময় হস্ত্যারোহী যোধগণ বিপক্ষ পক্ষীয় হস্ত্যারোহীগণের সহিত ভীষণ সমরে প্রবৃত্ত হইয়া পরস্পরকে মর্দ্দন করিতে আরম্ভ করিল। তুরঙ্গগণ পক্ষবান্ পর্ব্বতের ন্যায় মহাবেগে পরস্পরের অভিমুখে ধাবমান হইল। অশ্বারোহিগণ প্রাস শক্তি ও ঋষ্টি গ্রহণ পূর্ব্বক সিংহনাদ করত অশ্বারোহিগণের সহিত যুদ্ধ করিতে আরম্ভ করিল। বীরগণ গদা, মুষল প্রভৃতি নানাস্ত্র দ্বারা সমরে পরস্পরকে নিহত করিতে লাগিল।

* হে মহারাজ! তীরভূমি যেমন উদ্ধৃত অর্ণবকে নিবারণ করে, তদ্রূপ কৃতবর্ম্মা ক্রুদ্ধ হইয়া ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠিরকে নিবারণ করিতে আরম্ভ করিলেন। তখন ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির হার্দ্দিক্যকে প্রথমত পাঁচ ও তৎপরে বিংশতি শরে বিদ্ধ করিয়া তিষ্ঠ তিষ্ঠ বলিয়া আস্ফালন করিতে লাগিলেন। মহাবীর কৃতবর্ম্মা ধর্ম্মরাজের আস্ফালনে ক্রোধাবিষ্ট হইয়া ভল্লাস্ত্রে তাঁহার কার্ম্মুক ছেদন পূর্ব্বক তাঁহারে সাত শরে বিদ্ধ করিলেন। তখন

রাজা যুধিষ্ঠির সত্বরে অন্য শরাসন গ্রহণ করিয়া দশ শরে হার্দ্দিক্যের বাহু ও বক্ষঃস্থল বিদ্ধ করিলেন। হার্দ্দিক্য ধর্ম্মনন্দনের শরে গাঢ়তর বিদ্ধ ও নিতান্ত ক্রুদ্ধ হইয়া কম্পিত কলেবরে তাঁহারে সাত শরে নিপীড়িত করিলে ধর্ম্মরাজ তাঁহার কার্ম্মুক ও শর মুষ্টি ছেদন পূর্ব্বক তাঁহার প্রতি পাঁচ শাণিত ভল্ল প্রয়োগ পূর্ব্বক সিংহনাদ করিতে লাগিলেন। সেই সমস্ত যুধিষ্ঠির নিক্ষিপ্ত ভল্ল কৃতবর্ম্মার মহামূল্য হেমপৃষ্ঠ কবচ ভেদ করিয়া বল্মীক মধ্যে প্রবিষ্ট ভীষণ ভুজগের ন্যায় ভূগর্ত্তে প্রবিষ্ট হইল। তখন মহাবীর হার্দ্দিক্য নিমেষ মধ্যে অন্য শরাসন গ্রহণ করিয়া রাজা যুধিষ্ঠিরকে প্রথমত ষষ্টিও তৎপরে দশ শরে বিদ্ধ করিলেন।

অনন্তর ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির কার্ম্মুক পরিত্যাগ পূর্ব্বক কৃতবর্ম্মার প্রতি এক ভুজগ সদৃশ ভীষণ শক্তি নিক্ষেপ করিলেন। সেই পাণ্ডব প্রেরিত হেম চিত্রিত শক্তি হার্দ্দিক্যের দক্ষিণ ভুজদণ্ড ভেদ করিয়া ভূগর্ত্তে প্রবিষ্ট হইল। ইত্যবসরে রাজা যুধিষ্ঠির পুনরায় কার্ম্মুক গ্রহণ পূর্ব্বক শরনিকরে হার্দ্দিক্যকে সমাচ্ছন্ন করিতে লাগিলেন। বৃষ্ণিপ্রবর মহাবীর হার্দ্দিক্য তদ্দর্শনে ক্রোধ ভরে নিমেষার্দ্ধ মধ্যে যুধিষ্ঠিরের অশ্ব, সারথি ও রথ বিনষ্ট করিয়া ফেলিলেন। তখন পাণ্ডবজ্যেষ্ঠ যুধিষ্ঠির খড়্গ ও চর্ম্ম গ্রহণ করিলেন। হার্দ্দিক্যও এক নিশিত ভল্ল ধারণ পূর্ব্বক তাঁহার প্রতি ধাবমান হইলেন। তখন রাজা যুধিষ্ঠির এক সুবর্ণ দণ্ড তোমর গ্রহণ পূর্ব্বক সত্বরে কৃতবর্ম্মার প্রতি নিক্ষেপ করিলেন। মহাবীর হার্দ্দিক্য যুধিষ্ঠির পরিত্যক্ত তোমর সমাগত দেখিয়া হাস্য মুখে দুই খণ্ডে ছেদন করিয়া

ফেলিলেন এবং তৎপরে ক্রোধাবিষ্ট চিত্তে শরনিকরে ধর্ম্ম-নন্দনকে সমরাচ্ছন্ন করিয়া তাঁহার বর্ম্মের উপর অনবরত শরনিকর পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। যুধিষ্ঠিরের সুবর্ণালঙ্কৃত বর্ম্ম হার্দ্দিক্য শরে সমাচ্ছন্ন হইয়া অম্বরতল পরিভ্রষ্ট তারকা স্তবকের ন্যায় ধরাতলে স্খলিত হইয়া পড়িল। হে মহারাজ! এই রূপে রাজা যুধিষ্ঠিরও কৃতবর্ম্মার শরে ছিন্ন-বর্ম্মা, রথ শূন্য ও নিতান্ত নিপীড়িত হইয়া অবিলম্বে রণস্থল হইতে অপসৃত হইলেন। মহাবীর হার্দ্দিক্য ধর্ম্মপুত্রকে পরাজয় করিয়া পুনরায় দ্রোণাচার্য্যের সৈন্য সমুদায় রক্ষা করিতে লাগিলেন।

ষট্‌ষষ্ট্যধিক শততম অধ্যায়।

হে মহারাজ! এ দিকে মহাবীর ভূরি সমাগত মত্তমাতঙ্গ বিক্রম মহারথ সাত্যকিরে নিবারণ করিলেন। মহাবীর সাত্যকি তদ্দর্শনে ক্রোধাবিষ্ট হইয়া শাণিত পাঁচ শরে তাঁহারে বিদ্ধ করিলে তাঁহার দেহে শোণিত ধারা প্রবাহিত হইতে লাগিল। তখন কুরুকুলোদ্ভব ভূরিও যুদ্ধ দুর্ম্মদ সাত্যকির বক্ষঃস্থলে দশ শর নিক্ষেপ করিলেন। এই রূপে সেই ক্রোধান্ধ অন্তক সদৃশ মহাবীর দ্বয় রোষাক্ত নয়নে শরাসন বিস্ফারণ পূর্ব্বক পরস্পরকে ক্ষত বিক্ষত এবং সুদারুণ শরবৃষ্টি দ্বারা পরস্পরকে সমাচ্ছন্ন করিয়া সমরাঙ্গনে অবস্থান করিতে লাগিলেন। এই রূপে ক্ষণকাল তাঁহাদের সমানরূপ যুদ্ধ হইল। অনন্তর মহাবীর সাত্যকি হাসিতে হাসিতে মহাত্মা ভূরির কোদণ্ড দ্বিখণ্ড করিয়া ফেলিলেন এবং তাঁহার বক্ষঃস্থলে নিশিত নয় বাণ নিক্ষেপ পূর্ব্বক তাঁহারে থাক্ থাক্ বলিয়া আস্ফালন করিতে

লাগিলেন। তখন মহাবীর ভূরি শত্রু শরে ছিন্ন শরাসন ও অতিমাত্র বিদ্ধ হইয়া, ক্রোধভরে অন্য কার্ম্মুক গ্রহণ পূর্ব্বক সাত্যকিরে তিন বাণে বিদ্ধ করিয়া হাসিতে হাসিতে সুতীক্ষ্ণ ভল্লে তাঁহার কার্ম্মুক ছেদন করিয়া ফেলিলেন। মহাবীর সাত্যকি শত্রু শরে শরাসন ছিন্ন হওয়াতে ক্রোধে অন্ধ হইয়া মহাবেগে ভূরির বিপুল বক্ষঃস্থলে শক্তি নিক্ষেপ করিলেন। মহাবীর ভূরি সেই সাত্যকি নিক্ষিপ্ত শক্তির আঘাতে চূর্ণ কলেবর হইয়া আকাশ ভ্রষ্ট, দীপ্ত রশ্মি মঙ্গল গ্রহের ন্যায় রথ হইতে ধরাতলে নিপতিত হইলেন।

হে মহারাজ! মহারথ অশ্বত্থামা দ্রুতবেগে যুযুধানের অভিমুখে ধাবমান হইলেন এবং তাঁহারে থাক্ থাক্ বলিয়া তর্জ্জন করত জলধর যেরূপ পর্ব্বতোপরি বারি বর্ষণ করে, তদ্রূপ তাঁহার উপর শরবর্ষণ করিতে লাগিলেন। ঐ সময় মহাবীর ঘটোৎকচ অশ্বত্থামারে সাত্যকির রথাভিমুখে মহাবেগে আগমন করিতে দেখিয়া সিংহনাদ পরিত্যাগ পূর্ব্বক কহিলেন, হে দ্রোণনন্দন! তুমি ঐ স্থানে অবস্থান কর; প্রাণসত্ত্বে আমার নিকট হইতে অন্যত্র গমন করিতে সমর্থ হইবে না। কার্ত্তিকেয় যেমন মহিষকে সংহার করিয়াছিলেন, তদ্রূপ আজি আমি তোমারে বিনাশ করিব। হে ব্রহ্মন্! আমি অদ্যই তোমার যুদ্ধ শ্রদ্ধা অপনীত করিব, সন্দেহ নাই। রোষতাম্রাক্ষ অরাতিঘাতন ঘটোৎকচ অশ্বত্থামারে এই কথা বলিয়া ক্রোধাবিষ্ট কেশরী যেমন করীন্দ্রকে আক্রমণ করিতে গমন করে, তদ্রূপ দ্রোণপুত্রের অভিমুখে ধাবমান হইল এবং জলধর যেমন ধরাতলে জলধারা বর্ষণ করে, তদ্রূপ

তাহার উপর রথাক্ষপরিমিত ইষুজাল বর্ষণ করিতে লাগিল। দ্রোণপুত্র আশীবিষোপম শরনিকর দ্বারা সেই রাক্ষস নির্ম্মুক্ত শরবৃষ্টি নিরাকৃত করিয়া তাহার উপর এক শত মর্ম্মভেদী সুতীক্ষ্ণ শর পরিত্যাগ করিলেন। ঘটোৎকচ আচার্য্যপুত্রের শরনিকরে সমাচ্ছন্ন হইয়া সমর মধ্যে সলোম শল্লকীর ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল এবং ক্রোধাবিষ্ট চিত্তে অশনিসম শব্দায়মান ভীষণ ক্ষুরপ্র, অর্দ্ধচন্দ্র, নারাচ, বরাহকর্ণ, নালীক ও বিকর্ণ প্রভৃতি শর সমূহে অশ্বত্থামারে সমাচ্ছন্ন করিল। তখন মহাবীর অশ্বত্থামা অনাকুলিত চিত্তে দিব্য মন্ত্রপূত ভীষণ শরনিকর পরিত্যাগ পূর্ব্বক সমীরণ যেমন জলধর পটল ছিন্ন ভিন্ন করে, তদ্রূপ সেই রাক্ষস নির্ম্মুক্ত অশনি সন্নিভ সুদুঃসহ শরজাল নিরাকৃত করিতে লাগিলেন। তখন বোধ হইল যেন, আকাশপথে শর সমুদায় পরস্পর ঘোরতর সংগ্রাম করিতেছে। সেই বীর দ্বয় নির্ম্মুক্ত শর-সমুদায়ের পরস্পর সংঘর্ষণে অসংখ্য স্ফুলিঙ্গ সমুত্থিত হও-য়াতে বোধ হইতে লাগিল যেন নভোমণ্ডল সন্ধ্যা সময়ে খদ্যোত পুঞ্জে বিচিত্রিত হইয়াছে। হে মহারাজ! এই রূপে দ্রোণপুত্র শরজাল দ্বারা দশ দিক্ সমাচ্ছন্ন করিয়া আপনার পুত্রগণের হিতার্থ ঘটোৎকচকে অসংখ্য শরে সমাকীর্ণ করিলেন।

অনন্তর সেই ঘোরতর রজনীযোগে ইন্দ্র ও প্রহ্লাদের ন্যায় অশ্বত্থামা ও ঘটোৎকচের পুনরায় যুদ্ধ আরম্ভ হইল। ঘটোৎকচ ক্রুদ্ধ হইয়া কালাগ্নি সদৃশ দশ বাণে দ্রোণনন্দনের বক্ষঃস্থলে আঘাত করিলে মহাবল পরাক্রান্ত অশ্বত্থামা

গাঢ়তর বিদ্ধ ও ব্যথিত হইয়া বায়ুসঞ্চালিত পাদপের ন্যায় বিচলিত হইতে লাগিলেন এবং মোহপ্রাপ্ত হইয়া ধ্বজযষ্টি অবলম্বন করিলেন। তখন আপনার সৈন্যগণ দ্রোণতনয়কে নিহত বোধ করিয়া হাহাকার করিতে লাগিল। পাঞ্চাল ও সৃঞ্জয়গণ অশ্বত্থামারে তদবস্থ দেখিয়া সিংহনাদ করিতে আরম্ভ করিলেন।

অনন্তর মহারথ অশ্বত্থামা সংজ্ঞালাভ করিয়া বামকরে কার্ম্মুক গ্রহণ ও আকর্ণ আকর্ষণ পূর্ব্বক ঘটোৎকচকে লক্ষ্য করিয়া অবিলম্বে এক যমদণ্ডোপম ভীষণ শর নিক্ষেপ করিলেন। সেই সুপুঙ্খ শর রাক্ষসের হৃদয় ভেদ করিয়া ভূগর্ব্ভে প্রবিষ্ট হইল। মহাবল পরাক্রান্ত ঘটোৎকচ দ্রৌণী নির্ম্মুক্ত শরে গাঢ়তর বিদ্ধ ও মোহাবিষ্ট হইয়া রথোপরি উপবেশন করিলেন। তখন সারথি তাঁহারে বিমোহিত দেখিয়া সসম্ভ্রমে অশ্বত্থামার নিকট হইতে অপবাহিত করিল। মহারথ অশ্বত্থামা এই রূপে রাক্ষসেন্দ্র ঘটোৎকচকে বিদ্ধ করিয়া ঘোরতর সিংহনাদ পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন এবং আপনার দুর্য্যোধন প্রভৃতি পুত্রগণ ও যোধ সমুদায় কর্ত্তৃক পূজিত হইয়া মধ্যাহ্ন কালীন দিবাকরের ন্যায় সমধিক তেজঃসম্পন্ন হইলেন।

অনন্তর রাজা দুর্য্যোধন আচার্য্যের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত ভীমসেনকে নিশিত শরনিকরে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। তখন ভীমসেন দুর্য্যোধনকে নয় শরে বিদ্ধ করিলে তিনি তাঁহারে বিংশতি শরে বিদ্ধ করিলেন। এই রূপে তাঁহারা উভয়ে শরনিকরে সমাচ্ছন্ন হইয়া নভোমণ্ডলে জলদজাল সমাবৃত চন্দ্র সূর্য্যের ন্যায় দৃষ্ট হইলেন। পরে রাজা দুর্য্যো-

ধন পাঁচ বাণে ভীমকে বিদ্ধ করিয়া থাক্ থাক্ বলিয়া আস্ফালন করিতে লাগিলেন। তখন মহাবীর ভীম নিশিত শরে কুরুরাজের ধ্বজ ও কোদণ্ড খণ্ড খণ্ড করিয়া তাঁহারে সন্নতপর্ব্ব নবতি শরে বিদ্ধ করিলেন। রাজা দুর্য্যোধন তদ্দর্শনে ক্রোধাবিষ্ট হইয়া অন্য সুদৃঢ় শরাসন গ্রহণ পূর্ব্বক ধনুর্দ্ধরদিগের সমক্ষে নিশিত শরনিকরে ভীমসেনকে নিপীড়িত করিতে লাগিলেন। মহাবীর ভীম সেই দুর্য্যোধন বিমুক্ত শর সমুদায় ছেদন করিয়া তাঁহারে পঞ্চবিংশতি ক্ষুদ্রকাস্ত্রে বিদ্ধ করিলেন। তখন রাজা দুর্য্যোধন নিতান্ত ক্রুদ্ধ হইয়া ক্ষুরপ্রাস্ত্র দ্বারা ভীমের কার্ম্মুক ছেদন করিয়া তাঁহার উপর দশ বাণ নিক্ষেপ করিলেন। মহাবল পরাক্রান্ত ভীম তৎক্ষণাৎ অন্য ধনু গ্রহণ পূর্ব্বক রাজা দুর্য্যোধনকে নিশিত সাত শরে বিদ্ধ করিয়া লঘুহস্ততা প্রদর্শন করিতে লাগিলেন। তখন রাজা দুর্য্যোধন সত্বরে তাঁহার সেই কার্ম্মুকও ছেদন করিলেন। হে মহারাজ! এই রূপে আপনার পুত্র জয়শালী দুর্য্যোধন পাঁচ বার ভীমের শরাসন ছেদন করিয়া ফেলিলেন। তখন মহাবীর ভীমসেন বারংবার শরাসন ছিন্ন হওয়াতে যৎপরোনাস্তি ক্রুদ্ধ হইয়া এক সর্ব্ব লৌহময় সুদৃঢ় শক্তি নিক্ষেপ করিলেন। সেই যমভগিনী তুল্য হুতাশন সমপ্রভ ভীষণ শক্তি নভোমণ্ডল সীমন্তিত করিয়াই যেন দুর্য্যোধনের প্রতি ধাবমান হইলে মহাবীর দুর্য্যোধন যোধগণের সমক্ষে উহা অর্দ্ধ পথে দুই খণ্ডে ছেদন করিয়া ফেলিলেন। তখন ভীমসেন ক্রোধভরে মহাবেগে দুর্য্যোধনের রথ লক্ষ্য করিয়া এক প্রভা বিশিষ্ট গুরুতর গদা নিক্ষেপ করিলেন। ভীমসেনের ভীষণ

গদাঘাতে কুরুরাজের রথ ও অশ্বগণ সারথির সহিত চূর্ণ হইয়া গেল। তখন দুর্য্যোধন ভীমের পরাক্রম দর্শনে নিতান্ত ভীত হইয়া পলায়ন পূর্ব্বক মহাত্মা নন্দকের রথে সমারূঢ় হইলেন। ভীমসেন সেই রজনীতে মহারথ দুর্য্যোধনকে নিহত বিবেচনা করিয়া কৌরবগণকে তর্জ্জন করত সিংহনাদ করিতে আরম্ভ করিলেন। আপনার সেনাগণও নরপতিরে মৃত বোধ করিয়া চতুর্দ্দিকে হাহাকার করিতে লাগিল। ঐ সময় রাজা যুধিষ্ঠির কৌরব পক্ষীয় যোধগণের আর্ত্তনাদ ও মহাত্মা ভীমসেনের সিংহনাদ শ্রবণে দুর্য্যোধনকে নিহত বিবেচনা করিয়া মহাবেগে বৃকোদর সমীপে আগমন করিলেন। তখন পাঞ্চাল, কৈকয়, মৎস্য, সৃঞ্জয় ও চেদিগণ দ্রোণের বিনাশ বাসনায় সুসজ্জিত হইয়া ধাবমান হইলেন। অনন্তর ঘোর তিমির নিমগ্ন, পরস্পর প্রহার নিরত যোধগণের সমক্ষে বিপক্ষ দলের সহিত দ্রোণাচার্য্যের তুমুল সংগ্রাম হইতে লাগিল।

সপ্তষষ্ট্যধিক শততম অধ্যায়।

হে মহারাজ! তখন মহাবীর কর্ণ সহদেবকে দ্রোণ সন্নিধানে আগমন করিতে দেখিয়া তাঁহার নিবারণে প্রবৃত্ত হইলেন। মহাবীর সহদেব তাঁহারে প্রথমত নয় শরে বিদ্ধ করিয়া পুনরায় নয় শরে বিদ্ধ করিলেন। মহারথ কর্ণও তাঁহারে নতপর্ব্ব শত শরে বিদ্ধ করিয়া লঘুহস্ততা প্রদর্শন পূর্ব্বক তাঁহার জ্যাসম্পন্ন কার্ম্মুক ছেদন করিয়া ফেলিলেন। তখন মাদ্রীপুত্র সত্বরে অন্য শরাসন গ্রহণ করিয়া কর্ণকে বিংশতি শরে বিদ্ধ করিলেন। তদ্দর্শনে সকলেই বিস্ময়াবিষ্ট

হইল। অনন্তর মহাবীর কর্ণ ক্রোধভরে শরনিকরে সহদেবের অশ্ব সকল বিনাশ করিয়া অবিলম্বে ভল্লাস্ত্রে সারথিরে সংহার করিলেন। তখন সহদেব রথ শূন্য হইয়া খড়্গ ও চর্ম্ম গ্রহণ পূর্ব্বক সমরে প্রবৃত্ত হইলেন। মহাবীর কর্ণ হাস্যমুখে তৎ-ক্ষণাৎ উহা ছেদন করিয়া ফেলিলেন। তখন সহদেব কর্ণের রথ লক্ষ্য করিয়া এক সুবর্ণ খচিত অতি গুরুতর ভীষণ গদা নিক্ষেপ করিলেন। মহাবীর কর্ণ সেই সহদেব প্রেরিত গদা আগমন করিতে দেখিয়া শরজাল নিক্ষেপ পূর্ব্বক ভূতলে নিপাতিত করিলেন। সহদেব গদা নিষ্ফল হইল দেখিয়া সত্বরে কর্ণের প্রতি এক শক্তি নিক্ষেপ করিলে সূতপুত্র শর-নিকরে তাহাও ছেদন করিয়া ফেলিলেন।

অনন্তর মহাবীর মাদ্রী তনয় সত্বরে রথ হইতে অবতরণ পূর্ব্বক রোষানলে প্রজ্বলিত হইয়াই যেন কর্ণকে লক্ষ্য করিয়া এক রথচক্র পরিত্যাগ করিলেন। সূতনন্দন সেই কালচক্র সদৃশ রথচক্র আগমন করিতে দেখিয়া সহস্র সহস্র শর নিক্ষেপ পূর্ব্বক ছেদন করিয়া ফেলিলেন। তখন সহদেব তাঁহার প্রতি ঈষাদণ্ড, যোক্ত্র, বিবিধ যুগ, হস্ত্যঙ্গ এবং নিহত অশ্ব ও মনুষ্য সকল নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। কর্ণও শরনিকর বর্ষণ পূর্ব্বক তৎসমুদায় ছেদন করিয়া ফেলিলেন। তখন মাদ্রীতনয় আপনারে আয়ুধ শূন্য ও কর্ণের শরনিকরে নিবারিত দেখিয়া তৎক্ষণাৎ সমর পরিত্যাগ পূর্ব্বক পলায়ন করিতে লাগিলেন। মহাবীর কর্ণ ক্ষণকাল তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান হইয়া হাস্যমুখে অতি নিষ্ঠুর বাক্যে কহিতে লাগিলেন, হে সহদেব! তুমি মহাবল পরাক্রান্ত রথিগণের

সহিত কদাচ যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইও না। তুল্য ব্যক্তির সহিত যুদ্ধ করাই তোমার কর্ত্তব্য। হে মাদ্রেয়! তুমি আমার বাক্যে কিছুমাত্র আশঙ্কা করিও না। মহাবীর কর্ণ সহদেবকে এই কথা বলিয়া কার্ম্মুক কোটি দ্বারা তাঁহার অঙ্গস্পর্শ করত পুনরায় কহিলেন, হে সহদেব! ঐ দেখ, ধনঞ্জয় পরম যত্ন সহকারে কৌরবগণের সহিত যুদ্ধ করিতেছে; এক্ষণে তুমি অবিলম্বে তাহার সন্নিধানে, না হয়, গৃহাভিমুখে গমন কর।

হে মহারাজ! মহারথ কর্ণ সহদেবকে এই রূপ কহিয়া হাস্যমুখে পাঞ্চাল সৈন্যগণের প্রতি ধাবমান হইলেন। তিনি তৎকালে আর্য্যা কুন্তীর বাক্য স্মরণ করিয়াই মৃতকল্প সহদেবকে বিনাশ করিলেন না। তখন সহদেব কর্ণ শরে নিপীড়িত, বাক্‌শল্যে বিদ্ধ ও একান্ত বিমনায়মান হইয়া অতিশয় নির্ব্বেদ প্রাপ্ত হইলেন এবং সত্বরে পাঞ্চাল দেশীয় মহাত্মা জনমেজয়ের রথে আরোহণ করিলেন।

অষ্টষষ্ট্যধিক শততম অধ্যায়।

হে মহারাজ! মহাবীর মদ্ররাজ দ্রোণাচার্য্যের আক্রমণার্থ সসৈন্যে সমাগত বিরাট নৃপতিরে শরনিকরে সমাচ্ছন্ন করিতে লাগিলেন। পূর্ব্বে বলি ও বাসবের যেরূপ যুদ্ধ হইয়াছিল, এক্ষণে ঐ দুই মহাধনুর্দ্ধরের তদ্রূপ ঘোরতর যুদ্ধ উপস্থিত হইল। মদ্ররাজ সত্বরে নতপর্ব্ব শত শর দ্বারা সেনাপতি বিরাট নৃপতিরে আঘাত করিলে বিরাটরাজ প্রথমত শাণিত নয় শরে মদ্ররাজকে প্রতিবিদ্ধ করিয়া পুনরায় ত্রিসপ্ততি ও তৎপরে শত শরে বিদ্ধ করিলেন। তখন মহাবীর শল্য বিরাটরাজের চারি অশ্ব বিনাশ পূর্ব্বক দুই বাণে তাঁহার ছত্র ও ধ্বজ

ছেদন করিয়া ফেলিলেন। বিরাট নৃপতি লম্ফ প্রদান পূর্ব্বক স্বীয় অশ্ববিহীন রথ হইতে অবতীর্ণ হইয়া কার্ম্মুক বিস্ফারিত করত শাণিত শরনিকর নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। ঐ সময়ে মহাবীর শতানীক স্বীয় সহোদর বিরাটকে অশ্ববিহীন অবলোকন করিয়া সর্ব্বলোক সমক্ষে রথারোহণে মদ্ররাজ সমীপে ধাবমান হইলেন। তখন মহাবীর শল্য শতানীককে সমাগত দেখিয়া ক্ষণকাল শরনিকরে বিদ্ধ করিয়া পরিশেষে তাঁহারে যমরাজের রাজধানীতে প্রেরণ করিলেন।

হে মহারাজ! এইরূপে মহাবীর শতানীক নিহত হইলে বাহিনীপতি বিরাট তাঁহার রথে আরোহণ করিয়া নয়ন বিস্ফারণ পূর্ব্বক ক্রোধভরে দ্বিগুণতর বিক্রম প্রকাশ করত শরনিকরে মদ্ররাজের রথ সমাচ্ছন্ন করিতে লাগিলেন। তখন মহাবীর শল্য ক্রোধভরে সেনাপতি বিরাটরাজের বক্ষঃস্থলে নতপর্ব্ব শত শর নিক্ষেপ করিলেন। মহারথ বিরাট নৃপতি শল্যের শরাঘাতে অতিমাত্র বিদ্ধ হইয়া রথোপরি অবসন্ন ও মূর্চ্ছাগত হইলেন। সারথি তাঁহারে তদবস্থ দেখিয়া সত্বরে সমরাঙ্গন হইতে অপসারিত করিল। তখন সেই বহুল পাণ্ডব সৈন্য শল্য শরে নিতান্ত নিপীড়িত হইয়া চতুর্দ্দিকে ধাবমান হইল। মহাবীর ধনঞ্জয় ও বাসুদেব তদ্দর্শনে সত্বরে শল্য সন্নিধানে আগমন করিলেন। তখন রাক্ষসেন্দ্র অলম্বুষ তুরঙ্গবদন ঘোর দর্শন পিশাচগণে সংযুক্ত, রক্তার্দ্র ধ্বজপট পরিশোভিত, মাল্য বিভূষিত, ঋক্ষচর্ম্ম সংবৃত, বিচিত্র পক্ষ, বিকটাক্ষ অনবরত শব্দায়মান, গৃধ্ররাজ কর্ত্তৃক অধিষ্ঠিত, উন্নত ধ্বজ দণ্ড সম্পন্ন, অষ্ট চক্র বিশিষ্ট, লৌহময় রথে আরোহণ করিয়া তাঁহাদের

দুই জনের প্রতি ধাবমান হইলেন। শৈলরাজ যেমন সমীরণের গতি রোধ করিয়া থাকে, তদ্রূপ সেই বিদলিত অঞ্জনপুঞ্জ সদৃশ রাক্ষসরাজ অনবরত শরনিকর বর্ষণ পূর্ব্বক অর্জ্জুনকে অবরোধ করিল। তখন অলম্বুষের সহিত অর্জ্জুনের গৃধ্র, কাক, বল, উলূক, কঙ্ক ও গোমায়ুগণের হর্ষ বর্দ্ধন, দর্শকগণের প্রীতি-কর, ঘোরতর যুদ্ধ আরম্ভ হইল। মহাবীর অর্জ্জুন ছয় শরে রাক্ষস অলম্বুষকে নিপীড়িত ও শাণিত দশ বাণে তাহার ধ্বজদণ্ড খণ্ড খণ্ড করিয়া তিন শরে তাহার সারথি, তিন শরে ত্রিবেণু, এক শরে কার্ম্মুক ও চারি শরে অশ্ব চতুষ্টয় ছেদন করিয়া ফেলিলেন। তখন রাক্ষস অলম্বুষ পুনরায় জ্যাসম্পন্ন অন্য শরাসন গ্রহণ করিল। মহাবীর অর্জ্জুন অবিলম্বে তাহাও ছেদন করিয়া তাহারে নিশিত চারি শরে বিদ্ধ করিলেন। অলম্বুষ অর্জ্জুন শরে গাঢ়তর বিদ্ধ হইয়া প্রাণভয়ে সমর পরি-ত্যাগ পূর্ব্বক পলায়ন করিল।

হে মহারাজ! মহাবীর ধনঞ্জয় এইরূপে অলম্বুষকে পরাজয় করিয়া কুঞ্জর, অশ্ব ও মনুষ্যগণের প্রতি শরনিকর বর্ষণ পূর্ব্বক অবিলম্বে দ্রোণ সন্নিধানে ধাবমান হইলেন। দ্রোণ সৈন্যগণ তাঁহার সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া সমীরণোন্মুলিত মহীরুহ সমুদায়ের ন্যায় ভূতলে নিপতিত হইতে লাগিল। তদ্দর্শনে সকলেই নিতান্ত ভীত হইয়া ভয়ব্যাকুলিত মৃগযূথের ন্যায় সমর পরিত্যাগ পূর্ব্বক চতুর্দ্দিকে ধাবমান হইল।

একোন সপ্তত্যধিক শততম অধ্যায়।

মহারাজ! এ দিকে আপনার পুত্র চিত্রসেন নকুলপুত্র শতানীককে সুতীক্ষ্ণ শরনিকরে কৌরব সৈন্যগণকে বিনষ্ট

করিতে দেখিয়া তাঁহার নিবারণে প্রবৃত্ত হইলেন। নকুলনন্দন নারাচাস্ত্র দ্বারা চিত্রসেনকে নিপীড়িত করিলে চিত্রসেন তাঁহারে প্রথমত নিশিত দশ শরে বিদ্ধ করিয়া পুনরায় তাঁহার বক্ষঃস্থলে নয় বাণ নিক্ষেপ করিলেন। তখন নকুল কুমারনতপর্ব্ব শরনিকরে চিত্রসেনের বিচিত্র বর্ম্ম ছেদন করিয়া ফেলিলেন। তদ্দর্শনে সকলেই চমৎকৃত হইল। মহাবীর চিত্রসেন বর্ম্ম-বিহীন হইয়া নির্ম্মোক নির্মুক্ত ভুজগের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। তখন নকুলতনয় সুনিশিত শরজালে তাঁহার ধ্বজ ও শরাসন ছেদন করিয়া ফেলিলেন। এইরূপে মহারথ চিত্র-সেন বর্ম্মহীন ও শরাসন বিহীন হইয়া ক্রোধভরে অরাতি বিদারণ অন্য শরাসন গ্রহণ পূর্ব্বক শতানীককে নতপর্ব্ব শরনিকরে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। তখন মহাবল পরাক্রান্ত শতানীক ক্রোধাবিষ্ট হইয়া তাঁহার চারি অশ্ব ও সারথিরে নিপাতিত করিলেন। বলবান্ চিত্রসেন তৎক্ষণাৎ রথ হইতে অবরোহণ পূর্ব্বক নকুলতনয়কে পঞ্চবিংশতি শরে নিপীড়িত করিলেন। মহাবীর শতানীক চিত্রসেনকে বাণ বর্ষণ করিতে দেখিয়া অর্দ্ধচন্দ্র বাণে তাঁহার সুবর্ণ মণ্ডিত শরাসন ছেদন করিয়া ফেলিলেন। এইরূপে চিত্রসেন অশ্ব, সারথি, রথ ও শরাসন বিহীন হইয়া মহাত্মা হার্দ্দিক্যের রথে আরোহণ করিলেন।

হে মহারাজ! ঐ সময় মহাবীর কর্ণপুত্র বৃষসেন মহারথ দ্রুপদকে শরজালে সমাচ্ছন্ন করিতে লাগিলেন। যজ্ঞসেন ষষ্টি শরে কর্ণপুত্রের বাহু দ্বয় ও বক্ষঃস্থল বিদ্ধ করিলেন। বৃষসেনও রোষাবিষ্ট হইয়া রথস্থ দ্রুপদরাজের বক্ষঃস্থলে

সুতীক্ষ্ণ শরনিকর নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। তখন সেই বীর দ্বয় পরস্পরের শরজালে বিদ্ধ হইয়া সলোম শল্লকী দ্বয়ের ন্যায় শোভা ধারণ করিলেন। স্বর্ণপুঙ্খ নতপর্ব্ব সরল শর-নিকরের আঘাতে তাঁহাদের কলেবর শোণিতাক্ত হওয়াতে তাঁহাদিগকে অদ্ভুত কল্পবৃক্ষ দ্বয়ের ন্যায় ও বিকসিত কিংশুক দ্বয়ের ন্যায় বোধ হইতে লাগিল।

অনন্তর মহাবীর বৃষসেন দ্রুপদকে প্রথমত নয় শরে বিদ্ধ করিয়া পুনরায় সপ্ততি ও তৎপরে তিন শরে বিদ্ধ করিলেন এবং এক এক বারে সহস্র সহস্র শর পরিত্যাগ করত বর্ষমান মেঘের ন্যায় শোভমান হইলেন। তখন মহাবীর দ্রুপদ ক্রুদ্ধ হইয়া নিশিত ভল্ল দ্বারা বৃষসেনের শরাসন দুই খণ্ড করিয়া ফেলিলেন। মহাবীর কর্ণতনয় তৎক্ষণাৎ অন্য এক সুবর্ণ মণ্ডিত শরাসন গ্রহণ ও তূণীর হইতে সুবর্ণবদ্ধ নিশিত ভল্ল বহিষ্কৃত করিয়া তাহাতে সংযোজন পূর্ব্বক সোমকগণকে ভীত করত দ্রুপদের প্রতি নিক্ষেপ করিলেন। বৃষসেন নিক্ষিপ্ত ভল্ল দ্রুপদরাজের হৃদয় ভেদ করিয়া বসুধাতলে প্রবিষ্ট হইল। মহাবীর যজ্ঞসেন সেই ভল্লের আঘাতে মোহপ্রাপ্ত হইলেন। সারথি আপনার কর্ত্তব্য স্মরণ পূর্ব্বক তাঁহারে লইয়া পলায়ন করিল।

হে মহারাজ! এইরূপে সেই মহারথ পাঞ্চালরাজ সমর পরিত্যাগ করিলে কৌরব সৈন্যেরা সেই ভীষণ রজনীযোগে বর্ম্মহীন দ্রুপদ সেনাগণের প্রতি ধাবমান হইল। তৎকালে প্রদীপ সকল ইতস্তত প্রজ্বলিত হওয়াতে বোধ হইতে লাগিল যেন, মেঘ শূন্য আকাশ মণ্ডল গ্রহগণে সমাকীর্ণ হইয়াছে

অঙ্গদ সকল চতুর্দ্দিকে নিপতিত থাকাতে সমরভূমি বর্ষাকালীন বিদ্যুদ্দাম রঞ্জিত জলদ পটলের ন্যায় শোভা ধারণ করিল। তারকাসুরের সংগ্রাম সময়ে দানবগণ যেমন ইন্দ্রের ভয়ে পলায়ন করিয়াছিল, তদ্রূপ সোমকগণ বৃষসেনের শরনিকরে সমাহত হইয়া প্রাণ ভয়ে পলায়ন করিতে লাগিল। মহাবীর কর্ণতনয় তাহাদিগকে পরাজয় করিয়া মধ্যাহ্ন কালীন মার্ত্তণ্ডের ন্যায় শোভা ধারণ করিলেন। কৌরব ও পাণ্ডব পক্ষীয় সহস্র নরপতি মধ্যে একমাত্র বৃষসেন স্বীয় তেজঃপ্রভাবে প্রজ্বলিত হইয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন। এইরূপে মহাবীর কর্ণনন্দন সোমক মহারথদিগকে ছিন্ন ভিন্ন করিয়া রাজা যুধিষ্ঠিরের নিকট গমন করিলেন।

হে মহারাজ! এ দিকে আপনার পুত্র মহারথ দুঃশাসন প্রতিবিন্ধ্যকে অরাতি নিধনে নিতান্ত তৎপর দেখিয়া তাঁহার প্রতি ধাবমান হইলেন। তখন সেই বীর দ্বয় সংগ্রামার্থ পরস্পর মিলিত হইয়া নির্ম্মল নভোমণ্ডলস্থ বুধ ও শুক্রাচার্য্যের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। মহাবীর দুঃশাসন অতি ভীষণ কার্য্যে প্রবৃত্ত প্রতিবিন্ধ্যের ললাটে তিন শর নিক্ষেপ করিলেন। মহাবীর প্রতিবিন্ধ্য দুঃশাসনের শরে অতিমাত্র বিদ্ধ হইয়া শৃঙ্গবান্ পর্ব্বতের ন্যায় শোভা প্রাপ্ত হইলেন এবং দুঃশাসনকে প্রথমত নয় ও তৎপরে সাত শরে বিদ্ধ করিলেন। তখন আপনার পুত্র তীক্ষ্ণ শরনিকরে প্রতিবিন্ধ্যের অশ্বগণকে নিপাতিত করিয়া এক ভল্লে তাঁহার ধ্বজ ও সারথির মস্তক ছেদন পূর্ব্বক তাঁহার রথ, পতাকা, তূণীর, রথী ও যোক্ত্র সমুদায় খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিলেন। মহাত্মা প্রতিবিন্ধ্য

রথ বিহীন হইয়াও শরাসন হস্তে অবস্থান পূর্ব্বক অসংখ্য শর নিক্ষেপ করত আপনার পুত্রের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। তখন মহাবীর দুঃশাসন তদ্দর্শনে ক্ষুরপ্র অস্ত্র নিক্ষেপ পূর্ব্বক তাঁহার কোদণ্ড দ্বিখণ্ড করিয়া তাঁহারে দশ শরে তাড়িত করিলেন। অনন্তর প্রতিবিন্ধ্যের ভ্রাতৃগণ তাঁহারে রথ বিহীন অবলোকন করিয়া বিপুল সৈন্য সমভিব্যাহারে তাঁহার সমীপে সমাগত হইলেন। তখন প্রতিবিন্ধ্য শ্রুতসোমের ভাস্বর রথে আরোহণ পূর্ব্বক শরাসন গ্রহণ করিয়া আপনার পুত্রকে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। তদ্দর্শনে কৌরব পক্ষীয়েরা দুঃশাসনের সাহায্যার্থ মহতী সেনা সমভিব্যাহারে আগমন পূর্ব্বক তাঁহারে পরিবেষ্টিত করিয়া বিপক্ষগণের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। হে মহারাজ! সেই ঘোরতর রজনীযোগে পাণ্ডবগণের সহিত কৌরবগণের যমরাজ্য বর্দ্ধন তুমুল সংগ্রাম আরম্ভ হইল।

সপ্তত্যধিক শততম অধ্যায়।

হে মহারাজ! ঐ সময় মহাবল সুবলনন্দন নকুলকে সৈন্য সংহারে প্রবৃত্ত দেখিয়া তাঁহার সমীপে গমন পূর্ব্বক থাক্ থাক্ বলিয়া আস্ফালন করিতে লাগিলেন। তখন সেই বদ্ধবৈর মহাবীর দ্বয় পরস্পরকে সংহার করিবার মানসে শরাসন আকর্ণ আকর্ষণ পূর্ব্বক পরস্পরের প্রতি অনবরত শরনিকর বর্ষণ করিতে আরম্ভ করিলেন। মহাবীর নকুল যেরূপ শর প্রয়োগ করিলেন, শকুনিও স্বীয় শিক্ষা বল প্রদর্শন পূর্ব্বক তদ্রূপ শরজাল বিস্তার করিতে লাগিলেন। তখন সেই বীর দ্বয় শরনিকরে সমাচ্ছন্ন কলেবর হইয়া কণ্টকাকীর্ণ শল্লকী ও

শাল্মলী বৃক্ষ দ্বয়ের ন্যায় শোভা ধারণ করিলেন। তাঁহাদের বর্ম্ম শরনিকরে ছিন্ন ভিন্ন ও কলেবর রুধিরধারায় সমাকুল হওয়াতে তাঁহাদিগকে বিচিত্র কল্পবৃক্ষ ও বিকসিত কিংশুক পাদপ দ্বয়ের ন্যায় বোধ হইতে লাগিল। তৎপরে তাঁহারা লোচন যুগল বিস্তার পূর্ব্বক রোষানলে পরস্পরকে দগ্ধ করিয়াই যেন, কুটিলভাবে পরস্পরের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন।

অনন্তর মহাবীর সুবলতনয় একান্ত ক্রোধাবিষ্ট হইয়া হাস্যমুখে নিশিত কর্ণি দ্বারা নকুলের হৃদয় বিদ্ধ করিলেন। মহাবীর নকুল তন্নিক্ষিপ্ত কর্ণি অস্ত্রে গাঢ়তর বিদ্ধ হইয়া রথমধ্যে বিষণ্ণ ও মোহাবিষ্ট হইলেন। শকুনি সেই প্রবল বৈরী নকুলকে তদবস্থ অবলোকন করিয়া বর্ষাকালীন জলদের ন্যায় গভীর গর্জ্জন করিতে লাগিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে মাদ্রীতনয় সংজ্ঞা লাভ পূর্ব্বক ব্যাদিত বদন কৃতান্তের ন্যায় পুনরায় শকুনির প্রতি ধাবমান হইলেন এবং ক্রোধভরে তাঁহারে ষষ্টি শরে বিদ্ধ করিয়া শত নারাচে তাঁহার বক্ষঃস্থল ভেদ করিলেন। তৎপরে তাঁহার সশর শরাসনের মুষ্টিদেশ দুই খণ্ডে ছেদন পূর্ব্বক সত্বরে ধ্বজদণ্ড খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিলেন। অনন্তর পীত নিশিত একমাত্র শরে তাঁহার উরু দ্বয় ভেদ করিয়া সপক্ষ শ্যেনের ন্যায় তাঁহারে তৎক্ষণাৎ রথ মধ্যে নিপাতিত করিলেন। তখন সুবলতনয় নকুল নিক্ষিপ্ত শরে গাঢ়তর বিদ্ধ হইয়া নায়ক যেমন কামিনীরে আলিঙ্গন করে, তদ্রূপ ধ্বজযষ্টি আলিঙ্গন পূর্ব্বক রথমধ্যে অবস্থান করিতে লাগিলেন। তাঁহার সারথি তাঁহারে সংজ্ঞাহীন ও রথমধ্যে

নিপতিত নিরীক্ষণ করিয়া সেনামুখ হইতে অবিলম্বে অপসারিত করিল। তদ্দর্শনে অনুচরগণ সমবেত পাণ্ডবেরা পরমাহ্লাদে চীৎকার করিতে লাগিলেন।

হে মহারাজ! মহাবীর নকুল এই রূপে শকুনিরে পরাজয় করিয়া সারথিরে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, হে সূত! তুমি এক্ষণে আমারে দ্রোণ সৈন্যাভিমুখে সমানীত কর। সারথি তাঁহার আজ্ঞা প্রাপ্ত হইবামাত্র দ্রোণাভিমুখে অশ্ব চালনং করিতে লাগিল।

এদিকে কৃপাচার্য্য মহাবল শিখণ্ডীরে দ্রোণাভিমুখে আগমন করিতে দেখিয়া পরম যত্ন সহকারে মহাবেগে তাঁহার প্রত্যুদ্গমনে প্রবৃত্ত হইলেন। শিখণ্ডী কৃপকে দ্রোণের সাহায্যার্থ দ্রুতবেগে আগমন করিতে দেখিয়া হাস্যমুখে নয় বাণে তাঁহারে বিদ্ধ করিলেন। তখন আপনার পুত্রগণের প্রিয়কারী কৃপাচার্য্য শিখণ্ডীরে প্রথমত পাঁচ শরে বিদ্ধ করিয়া পুনরায় বিংশতি শরে বিদ্ধ করিলেন। পূর্ব্বে শম্বরাসুর ও সুররাজ ইন্দ্রের যেরূপ যুদ্ধ হইয়াছিল, এক্ষণে সেই বীর দ্বয়ের তদ্রূপ ঘোরতর যুদ্ধ হইতে লাগিল। তাঁহারা বর্ষাকালীন জলদের ন্যায় নভোমণ্ডল শর বৃষ্টি দ্বারা সমাচ্ছন্ন করিয়া ফেলিলেন। হে মহারাজ! তখন সেই যুদ্ধ পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর ভয়ানক হইয়া উঠিল। যোদ্ধাদিগের সেই ভয়জনক ঘোর রজনী কালরাত্রির ন্যায় বোধ হইতে লাগিল।

অনন্তর মহাবীর শিখণ্ডী অর্দ্ধচন্দ্র বাণে কৃপাচার্য্যের শরাসন ছেদন করিয়া শাণিত শর বিস্তার করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তখন কৃপাচার্য্য ক্রোধাবিষ্ট হইয়া তাঁহার প্রতি রুক্ম-

দণ্ড, অকুণ্ঠিতাগ্র, কর্ম্মার পরিমার্জ্জিত এক ভয়ঙ্কর শক্তি নিক্ষেপ করিলেন। মহাবীর শিখণ্ডী সেই আচার্য্য নিক্ষিপ্ত শক্তি আগমন করিতে দেখিয়া দশ শরে খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিলেন। তখন কৃপাচার্য্য সত্বরে অন্য শরাসন গ্রহণ করিয়া শাণিত শরনিকর বর্ষণ পূর্ব্বক শিখণ্ডীরে সমাচ্ছন্ন করিলেন। শিখণ্ডী সেই আচার্য্য নির্ম্মুক্ত শরজাল প্রভাবে অবসন্ন হইয়া রথ মধ্যে অবস্থান করিতে লাগিলেন। মহাবীর কৃপাচার্য্য তাঁহারে অবসন্ন নিরীক্ষণ করিয়া তাঁহার বিনাশ বাসনায় অনবরত শরবৃষ্টি করিতে লাগিলেন। পাঞ্চাল ও সোমকগণ দ্রুপদতনয়কে একান্ত অবসন্ন ও সমরে বিমুখ অবলোকন করিয়া সাহায্যার্থ তাঁহারে পরিবেষ্টন করিলেন। তখন আপনার আত্মজগণও বহুল বল সমভিব্যাহারে কৃপাচার্য্যকে বেষ্টন করিতে লাগিলেন। অনন্তর উভয় পক্ষে পুনরায় ঘোরতর সংগ্রাম আরম্ভ হইল। পরস্পর সম্মুখীন রথিগণের মেঘগর্জ্জন সদৃশ তুমুল শব্দ হইতে লাগিল। অশ্বারোহী ও গজারোহিগণ পরস্পরের বিনাশে প্রবৃত্ত হওয়াতে সংগ্রামস্থল অতি দারুণ হইয়া উঠিল। ধাবমান পদাতিগণের পদশব্দে মেদিনী ভয় কম্পিত কামিনীর ন্যায় কম্পিত হইতে লাগিল। যেমন বায়সেরা শলভ সমুদায় আক্রমণ করে, তদ্রূপ দ্রুতগামী রথে সমারূঢ় রথিগণ রথীদিগকে, মত্ত মাতঙ্গগণ মাতঙ্গদিগকে, রোষিত অশ্বারোহিগণ অশ্বারোহীদিগকে ও পদাতিগণ পদাতিদিগকে আক্রমণ করিতে আরম্ভ করিল। সেই রাত্রিযোগে সৈন্যগণের মহাবেগে গমন, পলায়ন ও প্রত্যাগমন নিবন্ধন সমরাঙ্গনে তুমুল শব্দ সমুত্থিত লইল। রথ, হস্তী ও

অশ্বগণের উপরিস্থিত প্রদীপ সকল অম্বরস্খলিত মহোল্কা সমুদায়ের ন্যায় বোধ হইতে লাগিল। সেই অন্ধতমসাবৃত তমস্বিনী প্রদীপ প্রভায় প্রদীপ্ত হইয়া দিবসের ন্যায় শোভমান হইল। দিবাকর যেমন জগদ্ব্যাপ্ত গাঢ় তিমির বিনষ্ট করিয়া থাকেন, তদ্রূপ সেই প্রজ্বলিত প্রদীপ সকল সমর ভূমির ঘোরান্ধকার নিরাকৃত করিয়া ভূমণ্ডল, আকাশ মণ্ডল ও দিঙ্মণ্ডল আলোকময় করিল। সেই আলোক প্রভাবে বীরগণের শস্ত্র, বর্ম্ম ও মণি সমুদায়ের প্রভাজাল তিরোহিত হইল। হে মহারাজ! সেই ঘোরতর রাত্রি যুদ্ধে যোধগণ আত্মপরিজ্ঞান বিমূঢ় হইতে লাগিলেন। তখন মোহ বশত পিতা পুত্রকে, পুত্র পিতারে, মিত্র মিত্রকে, মাতুল ভাগিনেয়কে, ভাগিনেয় মাতুলকে এবং আত্মীয়গণ আত্মীয়গণকে বিনাশ করাতে সংগ্রাম মর্য্যাদাশূন্য ও ভীরুগণের ভয়াবহ হইয়া উঠিল।

একসপ্তত্যধিক শততম অধ্যায়।

হে মহারাজ! এই রূপে অতি ভীষণ তুমুল সংগ্রাম সমুপস্থিত হইলে মহাবীর ধৃষ্টদ্যুম্ন সুদৃঢ় শরাসন ধারণ পূর্ব্বক বারংবার জ্যা কর্ষণ করত দ্রোণাচার্য্যের সুবর্ণ বিভূষিত রথের অভিমুখে ধাবমান হইলেন। পাঞ্চাল ও পাণ্ডবগণ ধৃষ্টদ্যুম্নকে দ্রোণাচার্য্যের বধসাধনে সমুদ্যত দেখিয়া দ্রুপদতনয়ের সাহায্যার্থ তাঁহারে পরিবেষ্টন করিলেন। তদ্দর্শনে আপনার পুত্রেরাও পরম যত্নসহকারে দ্রোণকে রক্ষা করিতে লাগিলেন। এই রূপে সেই রজনীযোগে উভয় পক্ষীয় সেনা সমবেত হইলে তাহাদিগকে বাতাহত, ক্ষুব্ধসত্ত্ব, অতি ভীষণ সমুদ্র

দ্বয়ের ন্যায় বোধ হইতে লাগিল। অনন্তর মহাবীর ধৃষ্টদ্যুম্ন আচার্য্যের বক্ষঃস্থলে পাঁচ শর নিক্ষেপ করিয়া সিংহনাদ করিতে আরম্ভ করিলেন। তখন দ্রোণাচার্য্য পঞ্চবিংশতি শরে দ্রুপদতনয়কে বিদ্ধ করিয়া এক ভল্লে তাঁহার ভাস্বর শরাসন ছেদন করিয়া ফেলিলেন। দ্রোণ-শর-বিদ্ধ প্রবলপ্রতাপ ধৃষ্ট-দ্যুম্ন সত্বরে সেই ছিন্ন কার্ম্মুক পরিত্যাগ পূর্ব্বক ক্রোধে ওষ্ঠা-ধর দংশন করত আচার্য্যের বিনাশ বাসনায় অন্য এক শরাসন গ্রহণ ও আকর্ণ আকর্ষণ করিয়া দ্রোণের প্রতি এক জীবিতা-ন্তকারী ঘোরতর শর নিক্ষেপ করিলেন। সেই ধৃষ্টদ্যুম্ন বিক্ষিপ্ত শর উদিত দিবাকরের ন্যায় সৈন্য সমুদায়কে উদ্ভা-সিত করিতে লাগিল। দেব, দানব ও গন্ধর্ব্বগণ সেই ঘোর-তর শর সন্দর্শন করিয়া দ্রোণাচার্য্যের মঙ্গল হউক, এই কথা বারংবার কহিতে লাগিলেন। তখন মহাবীর কর্ণ সেই ধৃষ্ট-দ্যুম্ন নির্ম্মুক্ত শর আচার্য্য রথ সমীপে না আসিতে আসিতেই দ্বাদশ খণ্ডে ছেদন করিয়া ফেলিলেন। মহাবীর কর্ণ এই রূপে শরনিকরে ধৃষ্টদ্যুম্নের শর ছেদন করিয়া তাঁহারে শাণিত শরজালে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। তখন মহারথ অশ্বত্থামা পাঁচ, দ্রোণ পাঁচ, শল্য নয়, দুঃশাসন তিন, দুর্য্যোধন বিংশতি ও শকুনি পাঁচ ভল্লে ধৃষ্টদ্যুম্নকে বিদ্ধ করিলেন। মহাবীর ধৃষ্টদ্যুম্ন এইরূপে দ্রোণের পরিত্রাণার্থী সাত মহা-রথীর শরে বিদ্ধ হইয়া তাঁহাদের প্রত্যেককে তিন তিন শরে প্রতিবিদ্ধ করিতে লাগিলেন। তাঁহারা ধৃষ্টদ্যুম্নের শরনিকরে নিতান্ত নিপীড়িত ও সকলে সমবেত হইয়া ভীষণ নিনাদ করত তাঁহারে বিদ্ধ করিতে আরম্ভ করিলেন।

হে মহারাজ ! ঐ সময়ে মহাবীর দ্রুমসেন সাতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া ধৃষ্টদ্যুম্নকে থাক্ থাক্ বলিয়া শরাঘাত করিতে লাগিলেন। তখন মহাবীর দ্রুপদতনয় দ্রুমরাজের প্রতি অতিতীক্ষ্ণ সুবর্ণপুঙ্খ প্রাণনাশক তিন শর নিক্ষেপ করিয়া এক ভল্লে তাঁহার উজ্জ্বল সুবর্ণকুণ্ডলালঙ্কৃত মস্তক ছেদন করিলেন। পরিপক্ক তাল ফল যেমন বাতাহত হইয়া ভূতলে নিপতিত হয়, তদ্রূপ সেই দ্রুমসেনের দংশিতাধর মুণ্ড ভূতলে নিপতিত হইল। তখন মহাবীর ধৃষ্টদ্যুম্ন পুনরায় বীরগণকে নিশিত শরনিকরে নিপীড়িত করিয়া এক ভল্লে বিচিত্র যোদ্ধা কর্ণের শরাসন ছেদন করিয়া ফেলিলেন। মহাবীর কর্ণ সিংহ যেমন লাঙ্গূল ছেদন সহ্য করিতে অসমর্থ হয়, তদ্রূপ স্বীয় শরাসন ছেদন সহ্য করিতে না পারিয়া রোষকষায়িত লোচনে নিশ্বাস পরিত্যাগ করত সত্বরে অন্য শরাসন গ্রহণ ও শর বর্ষণ পূর্ব্বক মহাবল পরাক্রান্ত ধৃষ্টদ্যুম্নের প্রতি ধাবমান হইলেন। ঐ সময়ে অন্য ছয় মহারথ কর্ণকে ক্রুদ্ধ নিরীক্ষণ করিয়া পাঞ্চাল পুত্রের বিনাশ বাসনায় তাঁহারে বেষ্টন করিলেন। মহারাজ! এই রূপে ধৃষ্টদ্যুম্ন কৌরব পক্ষীয় ছয় জন যোদ্ধার মধ্যে অবস্থিত হইলে যোধগণ তাঁহারে কালকবলে নিপতিত বলিয়া বোধ করিতে লাগিলেন। ঐ সময় মহাবীর সাত্যকি ধৃষ্টদ্যুম্নের সাহায্যার্থ শর বর্ষণ করত তাঁহার সমীপে ধাবমান হইলেন। কর্ণ যুদ্ধ দুর্ম্মদ যুযুধানকে আগমন করিতে দেখিয়া দশ বাণে তাঁহারে বিদ্ধ করিলেন। তখন মহাবীর সাত্যকি শূরগণের সমক্ষে কর্ণকে দশ শরে বিদ্ধ করিয়া পলায়ন করিও না, ঐ স্থানে অবস্থান কর, বলিয়া আস্ফালন করিতে

লাগিলেন। অনন্তর বলি ও বাসবের ন্যায় বলবান্ সাত্যকি ও মহাত্মা কর্ণের ঘোরতর সংগ্রাম আরম্ভ হইল। ক্ষত্রিয় প্রধান সাত্যকি রথ নির্ঘোষে ক্ষত্রিয়গণকে ভীত করিয়া রাজীবলোচন রাধানন্দনকে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। মহাবল পরাক্রান্ত কর্ণও শরাসন শব্দে বসুধা কম্পিত করত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া বিপাঠ, কর্ণি, নারাচ, বৎসদন্ত ও ক্ষুরপ্র প্রভৃতি শত শত অস্ত্র দ্বারা সাত্যকিরে বিদ্ধ করিলেন। বৃষ্ণিপ্রবীর যুযুধানও কর্ণের উপর শর বর্ষণ করিতে লাগিলেন। তৎকালে তাঁহাদের উভয়েরই যুদ্ধ সমভাব হইল। তখন আপনার পুত্রগণ কর্ণকে সম্মুখে রাখিয়া নিশিত শরনিকরে সাত্যকিরে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। মহাবীর যুযুধান স্বীয় অস্ত্র দ্বারা তাঁহাদিগের ও কর্ণের অস্ত্রজাল নিবারণ করিয়া বৃষসেনের বক্ষঃস্থল বিদ্ধ করিতে আরম্ভ করিলেন। বলবীর্য্যশালী বৃষসেন সাত্যকির বাণে বিদ্ধ হইয়া শরাসন পরিত্যাগ পূর্ব্বক রথোপরি নিপতিত হইলেন। মহারথ কর্ণ তদ্দর্শনে বৃষসেনকে নিহত বোধ করিয়া পুত্রশোকাকুলিতচিত্তে সাত্যকিরে নিপীড়িত করিতে লাগিলেন। মহারথ যুযুধানও কর্ণ শরে নিপীড়িত হইয়া তাঁহারে বিবিধ বাণে বারংবার বিদ্ধ করিলেন। অনন্তর তিনি দশ বাণে কর্ণকে ও পাঁচ বাণে বৃষসেনকে বিদ্ধ করিয়া অবিলম্বে উভয়ের শরমুষ্টি ও শরাসন দ্বয় ছেদন করিয়া ফেলিলেন। তখন মহাবীর কর্ণ ও বৃষসেন সত্বরে অতি ভীষণ অন্য শরাসন দ্বয় গ্রহণ ও জ্যারোপণ করিয়া চতুর্দ্দিক্ হইতে নিশিত শরনিকর বর্ষণ পূর্ব্বক সাত্যকিরে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন।

হে মহারাজ! সেই অসংখ্য বীরনিপাতন ভয়ঙ্কর সংগ্রাম সময়ে গাণ্ডীবের ভীষণ নিস্বন অনবরত শ্রবণগোচর হইতে লাগিল। মহাবীর কর্ণ রথ নির্ঘোষ ও গাণ্ডীব নিস্বন শ্রবণ করিয়া রাজা দুর্য্যোধনকে কহিলেন, হে মহারাজ! ধনঞ্জয় প্রধান প্রধান বীর ও কৌরব সৈন্যগণকে সংহার করিয়া গাণ্ডীব ধ্বনি করিতেছে। অর্জ্জুনের পর্জ্জন্য-নির্ঘোষ সদৃশ রথ নির্ঘোষও শ্রুতিগোচর হইতেছে। অতএব বোধ হয়, ধনঞ্জয় স্বকার্য্য সাধনে সমুদ্যত হইয়াছে। ঐ দেখুন, কৌরব সৈন্যগণ অর্জ্জুন শরে বিদীর্ণ ও ইতস্তত বিপ্রকীর্ণ হইতেছে। উহারা কোনক্রমেই এক স্থানে অবস্থান করিতে সমর্থ হইতেছে না। সমীরণ যেমন জলদজাল ছিন্ন ভিন্ন করিয়া থাকে, তদ্রূপ অর্জ্জুন শরজাল বিস্তার পূর্ব্বক উহাদিগকে ছিন্ন ভিন্ন করিতেছে। এক্ষণে উহারা অর্জ্জুনকে প্রাপ্ত হইয়া মহাসাগরে নিপতিত নৌকার ন্যায় বিদীর্ণ হইতেছে। হে মহারাজ! ঐ দেখুন, যোদ্ধৃগণ গাণ্ডীব নির্ম্মুক্ত শরনিকরে নিপতিত এবং কেহ কেহ ইতস্তত ধাবমান হইয়াছে। উহাদিগের কোলাহল এবং অর্জ্জুনের রথ সন্নিধানে নভোমণ্ডলে মেঘ গর্জ্জনের ন্যায় দুন্দুভি নির্ঘোষ, হাহাকার শব্দ ও সিংহনাদ শ্রুতিগোচর হইতেছে। ঐ দেখুন, সাত্যকি আমাদিগের মধ্যস্থলে অবস্থান করিতেছে। আর পাঞ্চাল রাজপুত্র ধৃষ্টদ্যুম্ন দ্রোণাচার্য্যের সহিত সমরে প্রবৃত্ত হইয়া আপনার সহোদরগণ কর্ত্তৃক পরিবৃত হইয়াছে। এক্ষণে যদি ধৃষ্টদ্যুম্ন ও সাত্যকিরে বিনাশ করিতে পারি, তাহা হইলে নিশ্চয়ই আমাদিগের জয়লাভ হইবে। অতএব হে মহারাজ! আমরা সকলে

সমবেত হইয়া অভিমন্যুরে যেরূপে সংহার করিয়াছি, ঐ বীর দ্বয়কেও সেই রূপে সংহার করা আমাদের কর্ত্তব্য। ঐ দেখুন, ধনঞ্জয় সাত্যকিরে বহু সংখ্য কৌরবগণের সহিত সমরে প্রবৃত্ত জানিয়া দ্রোণ সৈন্যাভিমুখে আগমন করিতেছে। অতএব আপনি সাত্যকি সন্নিধানে বহু সংখ্য রথিগণকে প্রেরণ করুন। যুযুধান অসংখ্য মহারথ পরিবৃত হইলে ধনঞ্জয় আর তাহারে জ্ঞাত হইতে সমর্থ হইবে না। এক্ষণে বীরগণ সাত্যকিরে বিনাশ করিবার নিমিত্ত অনবরত শরনিকর বর্ষণ করিতে আরম্ভ করুন।

হে মহারাজ! অনন্তর আপনার আত্মজ রাজা দুর্য্যোধন কর্ণের অভিপ্রায় অবগত হইয়া শকুনিরে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, হে মাতুল! তুমি দশ সহস্র হস্তী ও দশ সহস্র রথে পরিবৃত হইয়া ধনঞ্জয় সন্নিধানে গমন কর। দুঃশাসন, দুর্ব্বিষহ, সুবাহু ও দুর্ম্মর্ষণ ইহাঁরা বহু সংখ্য পদাতি সৈন্যে পরিবৃত হইয়া তোমার অনুগমন করিবেন। তুমি এক্ষণে ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির, ভীম, অর্জ্জুন, নকুল, সহদেব ও বাসুদেবকে সংহার কর। হে মাতুল! দেবগণ যেমন দেবরাজকে আশ্রয় করিয়া জয়াশা করিয়াছেন, তদ্রূপ আমি তোমারই উপর নির্ভর করিয়া জয়াশা করিয়া থাকি। পূর্ব্বে মহাবীর কার্ত্তিকেয় যেমন অসুরগণকে সংহার করিয়াছিলেন, তদ্রূপ তুমি এক্ষণে পাণ্ডবগণকে বিনাশ কর। হে মহারাজ! মহাবল সুবলনন্দন রাজা দুর্য্যোধনের আদেশানুসারে তাঁহারই প্রিয়ানুষ্ঠানার্থ বহুসংখ্য সৈন্য ও আপনার পুত্রগণের সমভিব্যাহারে পাণ্ডব সংহারার্থ যাত্রা করিলেন। এই রূপে সুবলনন্দন পাণ্ডবসৈন্য

মধ্যে প্রবিষ্ট হইলে উভয় পক্ষে ঘোরতর সংগ্রাম আরম্ভ হইল। তখন মহাবীর কর্ণ অসংখ্য সৈন্য সমভিব্যাহারে অনবরত শরনিকর বর্ষণ করত সাত্যকির প্রতি ধাবমান হইলেন। আপনার পক্ষ অন্য অন্য বীরগণও সমবেত হইয়া যুযুধানকে পরিবেষ্টন করিলেন। ঐ সময় মহাবীর দ্রোণ ধৃষ্টদ্যুম্নের প্রতি গমন করিয়া তাঁহার ও পাঞ্চালগণের সহিত ঘোরতর যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন।

দ্বিসপ্তত্যধিক শততম অধ্যায়।

হে মহারাজ! অনন্তর যুদ্ধদুর্ম্মদ কৌরব পক্ষীয় নরপতিগণ সুবর্ণ ও রত্নে খচিত অসংখ্য রথ এবং বহুসংখ্য হস্তী ও অশ্বারোহী সমভিব্যাহারে ক্রোধভরে সাত্যকির প্রতি ধাবমান হইলেন। মহারথগণ সত্যবিক্রম সাত্যকির চতুর্দ্দিক্ বেষ্টন পূর্ব্বক সিংহনাদ ও তর্জ্জন গর্জ্জন করিয়া তাঁহার বিনাশ বাসনায় তীক্ষ্ণ শরনিকর বর্ষণ করিতে আরম্ভ করিলেন। যুদ্ধদুর্ম্মদ মহাধনুর্দ্ধর অরাতিনিপাতন সাত্যকি সেই বীরগণকে সমাগত অবলোকন করিয়া তাঁহাদের উপর বিবিধ শর পরিত্যাগ পূর্ব্বক সন্নতপর্ব্ব বিশিখ নিকর দ্বারা তাঁহাদিগের মস্তক এবং ক্ষুরপ্র দ্বারা গজ সমুদায়ের শুণ্ড, অশ্বগণের গ্রীবা ও বীরগণের কেয়ূরযুক্ত বাহু ছেদন করিয়া ফেলিলেন। ঐ সময় অসংখ্য শ্বেতছত্র ও চামর নিচয় নিপতিত হওয়াতে সমরভূমি নক্ষত্রমালা মণ্ডিত নভোমণ্ডলের ন্যায় বোধ হইতে লাগিল। মহাবীর সাত্যকি এই রূপে সৈন্যগণকে বিনাশ করিতে আরম্ভ করিলে প্রেতগণের চীৎকারের ন্যায় তাঁহাদিগের তুমুল শব্দ সমুত্থিত হইল। সেই শব্দে রণভূমি

পরিপূরিত হইলে সেই ঘোররূপা রজনী অধিকতর ভয়াবহ হইয়া উঠিল।

হে মহারাজ! তখন মহারথ রাজা দুর্য্যোধন সাত্যকি শরে সৈন্যগণকে উন্মূলিত অবলোকন এবং লোমহর্ষণ তুমুল নিনাদ শ্রবণ করিয়া সারথিরে কহিলেন, হে সূত! যে প্রদেশে ঐ তুমুল শব্দ সমুত্থিত হইতেছে, সেই স্থানে অবিলম্বে অশ্ব সঞ্চালন কর। সারথি তাঁহার আদেশানুসারে যুযুধানের অভিমুখে রথ সঞ্চালন করিতে আরম্ভ করিল। বিজিতক্লম বিচিত্র যোদ্ধা রাজা দুর্য্যোধন এইরূপে সাত্যকির প্রতি ধাবমান হইলে মহাবীর যুযুধান শোণিত লোলুপ শাণিত দ্বাদশ শর আকর্ণ আকর্ষণ পূর্ব্বক তাঁহার উপর নিক্ষেপ করিলেন। মহাবীর দুর্য্যোধন শৈনেয়ের শরে অগ্রে নিপীড়িত হইয়া অমর্ষিত চিত্তে তাঁহারে দশ বাণে বিদ্ধ করিলেন। তখন সমস্ত পাঞ্চালগণের সহিত কৌরবগণের অতি অদ্ভুত যুদ্ধ উপস্থিত হইল। মহাবীর সাত্যকি ক্রোধাবিষ্ট চিত্তে আপনার মহারথ পুত্র দুর্য্যোধনের বক্ষঃস্থলে অশীতি সায়ক নিক্ষেপ পূর্ব্বক তাঁহার অশ্বগণকে শমন সদনে প্রেরণ করিয়া সারথিরে ভূতলে নিপাতিত করিলেন। তখন মহাবাহু দুর্য্যোধন সেই অশ্বশূন্য রথে অবস্থান পূর্ব্বক সাত্যকির রথের প্রতি নিশিত পঞ্চাশৎ শর পরিত্যাগ করিলেন। সাত্যকি লঘুহস্ততা প্রদর্শন পূর্ব্বক সেই দুর্য্যোধন প্রেরিত শরনিকর নিবারণ করিয়া এক ভল্লে তাঁহারশরাসনের মুষ্টিদেশ ছেদন করিয়া ফেলিলেন। তখন রাজা দুর্য্যোধন রথ বিহীন ও কার্ম্মুক বিহীন হইয়া তৎক্ষণাৎ কৃতবর্ম্মার রথে আরোহণ করিলেন। এইরূপে

দুর্য্যোধন সমর পরাঙ্মুখ হইলে সাত্যকি শরনিকর দ্বারা কৌরব সৈন্যগণকে বিদারিত করিতে লাগিলেন।

এ দিকে মহাবীর শকুনি বহু সহস্র হস্তী, অশ্ব ও রথ দ্বারা অর্জ্জুনকে পরিবেষ্টিত করিয়া তাঁহার উপর নানা শস্ত্র প্রহার করিতে আরম্ভ করিলেন। কাল প্রেরিত ক্ষত্রিয়গণ অর্জ্জুনের প্রতি দিব্যাস্ত্রজাল পরিত্যাগ পূর্ব্বক সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইলেন। অর্জ্জুন শকুনিরে সমরে পরাঙ্মুখ করিবার মানসে সেই সহস্র সহস্র রথী, হস্তী ও অশ্বগণকে নিবারণ করিতে লাগিলেন। তখন শকুনি রোষকষায়িত লোচনে বিংশতি শরে অরাতিঘাতন অর্জ্জুনকে বিদ্ধ করিয়া তাঁহার রথের উপর শত শর নিক্ষেপ করিলেন। তখন মহাবীর অর্জ্জুন বিংশতি বাণে শকুনিরে ও তিন তিন বাণে অপরাপর ধনুর্দ্ধারিগণকে বিদ্ধ করিয়া অরাতি নিক্ষিপ্ত শরনিকর নিবারণ পূর্ব্বক বজ্রসম সায়ক সমুদায়ে আপনাদের যোধগণকে সংহার করিতে লাগিলেন। হে মহারাজ! তৎকালে বসুধাতল যোধগণের সহস্র সহস্র ছিন্ন-ভুজ ও কলেবর দ্বারা, কুসুমে সমাবৃত, কিরীট কুণ্ডল মণ্ডিত, নিষ্কচূড়ামণি বিভূষিত, উদ্বৃত্ত লোচন ও দংশিতাধর মস্তক সমুদায় দ্বারা চম্পক বিন্যস্ত পর্ব্বত সমূহে সমাকীর্ণ বলিয়া বোধ হইতে লাগিল।

তখন বিপুল বিক্রম বীভৎসু সেই দুরূহ কর্ম্ম সম্পাদনা-নন্তর নতপর্ব্ব পাঁচ বাণে শকুনিরে বিদ্ধ করিয়া তাঁহার সমক্ষে তাঁহার পুত্র উলূকের দেহ বিদারণ পূর্ব্বক সিংহনাদে মেদিনী মণ্ডল কম্পিত করিতে লাগিলেন এবং সত্বরে শকুনির শরাসন ছেদন করিয়া তাঁহার অশ্ব চতুষ্টয় শমন সদনে প্রেরণ

করিলেন। সুবলনন্দন এইরূপে অর্জ্জুনশরে অশ্ব বিহীন হইয়া অবিলম্বে স্বীয় রথ হইতে অবতরণ পূর্ব্বক উলূকের রথে সমারূঢ় হইলেন। তখন সমুত্থিত মেঘ দ্বয় যেমন পর্ব্বতে বারিবর্ষণ করে, তদ্রূপ এক রথে সমারূঢ় শকুনি ও তাঁহার পুত্র উলূক অর্জ্জুনের উপর অনবরত শর বর্ষণ করিতে লাগিলেন। মেঘাবলি যেরূপ সমীরণ প্রভাবে ছিন্ন ভিন্ন হইয়া যায়, তদ্রূপ আপনার সেনাগণ অর্জ্জুন বাণে ছিন্ন ভিন্ন হইয়া শঙ্কিত চিত্তে দশ দিকে পলায়ন করিতে লাগিল। সেই গাঢ়তিমিরাবৃত রজনীতে অনেক যোদ্ধা স্ব স্ব অশ্ব পরিত্যাগ ও অনেকে স্বয়ং অশ্বসঞ্চালন পূর্ব্বক সন্ত্রস্ত চিত্তে সমর হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইল। হে মহারাজ! এইরূপে বাসুদেব ও ধনঞ্জয় আপনার যোদ্ধৃবর্গকে পরাজিত করিয়া প্রসন্ন মনে শঙ্খনিনাদ করিতে লাগিলেন।

ঐ সময় মহাবীর ধৃষ্টদ্যুম্ন তিন বাণে দ্রোণকে বিদ্ধ করিয়া নিশিত শর দ্বারা তাঁহার শরাসন-মৌর্ব্বী ছেদন করিলেন। ক্ষত্রিয় মর্দ্দন দ্রোণ তৎক্ষণাৎ সেই ছিন্নচাপ ধরাতলে পরিত্যাগ করিয়া অন্য উৎকৃষ্ট শরাসন গ্রহণ পূর্ব্বক সাত বাণে ধৃষ্টদ্যুম্নকে ও পাঁচ বাণে তাঁহার সারথিরে বিদ্ধ করিলেন। তখন মহারথ ধৃষ্টদ্যুম্ন শরনিকর দ্বারা দ্রোণকে নিবারণ করিয়া দেবরাজ যেমন অসুরসেনা সংহার করিয়াছিলেন, তদ্রূপ কৌরব সেনাগণকে বিনাশ করিতে লাগিলেন। হে মহারাজ! তৎকালে অসংখ্য কৌরব সৈন্য নিহত হইলে সমরাঙ্গনে উভয় পক্ষীয় সেনাগণের মধ্যে বৈতরণী সদৃশ ঘোরতর শোণিত নদী প্রবাহিত হইল। সহস্র সহস্র নর,

অশ্ব ও হস্তী উহার তরঙ্গে ভাসিতে লাগিল। প্রতাপশালী ধৃষ্টদ্যুম্ন এইরূপে সেই কৌরব সৈন্য বিদারণ পূর্ব্বক দেবগণ পরিবৃত দেবেন্দ্রের ন্যায় শোভমান হইয়া শঙ্খধ্বনি করিতে আরম্ভ করিলেন। তখন শিখণ্ডী, নকুল, সহদেব, সাত্যকি ও বৃকোদর প্রভৃতি পাণ্ডব পক্ষীয় মহাবীরগণও কৌরব পক্ষীয় সহস্র সহস্র ভূপতির প্রাণ সংহার পূর্ব্বক জয়শালী হইয়া দুর্য্যোধন, কর্ণ, দ্রোণ ও অশ্বত্থামার সমক্ষে বারংবার সিংহ-নাদ ও শঙ্খনাদ করিতে লাগিলেন।

ত্রিসপ্তত্যধিক শততম অধ্যায়।

হে মহারাজ! অনন্তর বাক্য প্রয়োগ সুনিপুণ আপনার আত্মজ রাজা দুর্য্যোধন স্বীয় সৈন্যগণ মধ্যে কতকগুলিকে পাণ্ডবগণের শরে নিহত ও কতকগুলিকে পলায়মান দেখিয়া অবিলম্বে কর্ণ ও দ্রোণের সন্নিধানে গমন পূর্ব্বক ক্রোধভরে কহিতে লাগিলেন, হে বীরদ্বয়! আপনারা অর্জ্জুন শরে জয়দ্রথকে নিহত নিরীক্ষণ পূর্ব্বক ক্রোধাবিষ্ট হইয়া সমরানল প্রজ্বলিত করিয়াছেন; কিন্তু এক্ষণে পাণ্ডব সৈন্যগণ কর্ত্তৃক আমার সৈন্য সমুদায় বিনষ্ট হইতেছে দেখিয়া অরাতি বিনাশে সমর্থ হইয়াও একান্ত অশক্তের ন্যায় উপেক্ষা প্রদর্শন করিতে-ছেন। যদি আমারে পরিত্যাগ করাই আপনাদের অভিপ্রেত ছিল, তবে তৎকালে কি নিমিত্ত আপনারা পাণ্ডবগণকে সমরে পরাজয় করিবেন বলিয়া অঙ্গীকার করিয়াছিলেন। আপনারা পাণ্ডবগণকে পরাজয় করিতে স্বীকার না করিলে আমি কদাচ তাহাদের সহিত এই লোকক্ষয়কর যুদ্ধ আরম্ভ করিতাম না। যাহা হউক, যদি এক্ষণে আমারে পরিত্যাগ করা আপনাদিগের

অভিপ্রেত না হয়, তাহা হইলে আপনারা অনুরূপ বিক্রম প্রকাশ পূর্ব্বক সংগ্রামে প্রবৃত্ত হউন।

হে মহারাজ! মহাবীর দ্রোণ ও কর্ণ মহারাজ দুর্য্যোধনের বাক্য শ্রবণে দণ্ড ঘট্টিত ভুজঙ্গের ন্যায় ক্রুদ্ধ হইয়া ঘোরতর যুদ্ধ করিবার মানসে সিংহনাদ পরিত্যাগ করত পাণ্ডবপক্ষীয় সাত্যকি প্রভৃতি বীরগণের প্রতি ধাবমান হইলেন। তখন পাণ্ডবেরাও স্বীয় সৈন্যগণ সমভিব্যাহারে সেই মহাবীর দ্বয়ের প্রতি আগমন করিতে লাগিলেন। অনন্তর শস্ত্র বিদগ্রগণ্য মহাবীর দ্রোণ রোষ পরবশ হইয়া সত্বরে সাত্যকিরে দশ বাণে বিদ্ধ করিলেন। তখন মহাবীর কর্ণ দশ, রাজা দুর্য্যোধন সাত, বৃষসেন দশ ও শকুনি সাত শরে যুযুধানকে বিদ্ধ করিলেন। ঐ সময় সোমকগণ দ্রোণাচার্য্যকে পাণ্ডব সৈন্য সংহারে প্রবৃত্ত দেখিয়া অবিলম্বে তাঁহার উপর শরনিকর বর্ষণ করিতে লাগিলেন। তখন মহাবীর দ্রোণ ক্রুদ্ধ হইয়া দিবাকর যেমন স্বীয় করজাল বিস্তার পূর্ব্বক অন্ধকার বিনষ্ট করিয়া থাকেন, তদ্রূপ শরজাল প্রয়োগ পূর্ব্বক ক্ষত্রিয়গণের প্রাণ সংহার করিতে আরম্ভ করিলেন। পাঞ্চালগণ দ্রোণ শরে নিহন্যমান হইয়া তুমুল আর্ত্তনাদ করিতে লাগিলেন এবং কেহ কেহ পুত্র, কেহ কেহ পিতা, কেহ কেহ ভ্রাতা, কেহ কেহ মাতুল, কেহ কেহ ভাগিনেয়, কেহ কেহ বয়স্য এবং কেহ কেহ বা সম্বন্ধী ও বান্ধবগণকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক প্রাণ রক্ষার্থ সত্বরে পলায়ন করিতে আরম্ভ করিলেন। কেহ কেহ মোহাবিষ্ট হইয়া অভিমুখেই উপস্থিত হইলেন। ঐ যুদ্ধে পাণ্ডব পক্ষীয় অসংখ্য সৈন্য শমন সদনে গমন করিল।

হতাবশিষ্ট সেনাগণ দ্রোণ শরে নিতান্ত নিপীড়িত হইয়া প্রদীপ পরিত্যাগ পূর্ব্বক পাণ্ডবগণ, কৃষ্ণ ও ধৃষ্টদ্যুম্নের সমক্ষেই ধাবমান হইল। তৎকালে পাণ্ডব সৈন্যগণ প্রদীপ পরিত্যাগ করিলে দিঙ্মণ্ডল গাঢ়তর অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন হওয়াতে কেহ কিছুই বিদিত হইতে সমর্থ হইল না। কেবল কৌরবগণের দীপালোক প্রভাবে পাণ্ডবপক্ষ যোদ্ধাদিগের পলায়ন নয়নগোচর হইতে লাগিল। তখন মহাবীর দ্রোণ ও কর্ণ পাণ্ডব সৈন্যগণকে পলায়মান দেখিয়া শরনিকর বর্ষণ পূর্ব্বক তাহাদিগের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান হইলেন।

হে মহারাজ! এইরূপে পাঞ্চালগণ বিনষ্ট ও পলায়িত হইলে মহাত্মা জনার্দ্দন নিতান্ত দীনমনা হইয়া ধনঞ্জয়কে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, হে অর্জ্জুন! মহাবীর সাত্যকি ও ধৃষ্টদ্যুম্ন পাঞ্চাল সৈন্যগণ সমভিব্যাহারে দ্রোণ ও কর্ণের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। এক্ষণে আমাদিগের সৈন্যগণ দ্রোণের শরনিকরে ছিন্ন ভিন্ন হইয়া পলায়ন করিতেছে; কিছুতেই নিবৃত্ত হইতেছে না। অতএব আইস, আমরা উহাদিগকে নিবারণ করিবার চেষ্টা করি। তখন কৃষ্ণ ও অর্জ্জুন পলায়মান সৈন্যদিগকে সম্বোধন করিয়া কহিতে লাগিলেন, হে বীরগণ! তোমরা ভীত হইয়া পলায়ন করিও না; ভয় পরিত্যাগ কর। এই আমরা সৈন্য সংগ্রহ পূর্ব্বক ব্যূহ প্রস্তুত করিয়া দ্রোণ ও কর্ণের প্রতি ধাবমান হইলাম।

হে মহারাজ! ঐ সময় কেশব বৃকোদরকে আগমন করিতে দেখিয়া ধনঞ্জয়ের হর্ষোৎপাদন করিবার মানসে কহিতে লাগিলেন, হে সখে! ঐ দেখ, সমরশ্লাঘী মহাবীর ভীমসেন

সোমক ও পাণ্ডবগণ সমভিব্যাহারে দ্রোণ ও কর্ণের সহিত যুদ্ধার্থ আগমন করিতেছেন। অতএব আজি তুমি পাঞ্চাল দেশীয় মহারথগণ ও ভীমের সহিত সমবেত হইয়া বিপক্ষ পক্ষীয় সৈন্যগণকে সংহার কর। মহাবীর ধনঞ্জয় বাসুদেবের বাক্য শ্রবণানন্তর তাঁহার সহিত দ্রোণ ও কর্ণ সমক্ষে সমুপস্থিত হইলেন। তখন পাণ্ডব সৈন্যগণ পুনরায় প্রতিনিবৃত্ত হইয়া অরাতিনিপাতনে প্রবৃত্ত দ্রোণ ও কর্ণের নিকট আগমন করিল। অনন্তর সেই চন্দ্রোদয়ে প্রবৃদ্ধ সাগর দ্বয়ের ন্যায় সমুত্তেজিত উভয় পক্ষের ঘোরতর যুদ্ধ আরম্ভ হইল। কৌরব সৈন্যগণ প্রদীপ সকল পরিত্যাগ পূর্ব্বক উন্মত্তের ন্যায় পাণ্ডব-দিগের সহিত যুদ্ধ আরম্ভ করিল। ঐ সময় ধূলি পটল ও অন্ধকার প্রভাবে রণস্থল সমাচ্ছন্ন হওয়াতে যোদ্ধারা স্ব স্ব নামোল্লেখ পূর্ব্বক যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। তখন স্বয়ংবর সভার ন্যায় সেই সমরাঙ্গনে ঘোরতর যুদ্ধে প্রবৃত্ত মহীপাল-গণের নাম শ্রবণগোচর হইল। ঐ সময় রণস্থল মুহূর্ত্তকাল নিঃশব্দ হইয়া রহিল। অনন্তর পুনরায় জয়শীল ও পরাজিত ব্যক্তিরা ক্রোধভরে তুমুল কোলাহল করিতে লাগিলেন। হে মহারাজ! তখন যে যে স্থানে প্রদীপ সকল পরিদৃশ্যমান হইল, বীরগণ পতঙ্গের ন্যায় সেই সেই স্থানে গমন করিতে আরম্ভ করিলেন। এইরূপে সেই কৌরব ও পাণ্ডবগণ ঘোর-তর যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলে বিভাবরী অতি প্রগাঢ় হইয়া উঠিল।

চতুঃসপ্তত্যধিক শততম অধ্যায়।

হে মহারাজ! অনন্তর অরাতিনিপাতন কর্ণ ধৃষ্টদ্যুম্নকে সমরাঙ্গনে অবলোকন করিয়া তাঁহার বক্ষঃস্থলে মর্ম্মভেদী

দশ শর নিক্ষেপ করিলে মহাবীর ধৃষ্টদ্যুম্ন তাঁহারে থাক্ থাক্ বলিয়া পাঁচ বাণে বিদ্ধ করিলেন। তৎপরে সেই মহাবীর দ্বয় পরস্পরকে শরজালে সমাচ্ছন্ন করিয়া শরাসন আকর্ণ আকর্ষণ পূর্ব্বক পরস্পরকে সুতীক্ষ্ণ সায়ক সমূহে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। তখন মহাবীর কর্ণ পাঞ্চাল প্রধান ধৃষ্টদ্যুম্নের সারথি ও অশ্বগণকে শমন সদনে প্রেরণ পূর্ব্বক নিশিত শরনিকরে তাঁহার কার্ম্মুক ছেদন করিয়া ফেলিলেন। মহাবল পরাক্রান্ত ধৃষ্টদ্যুম্ন এইরূপে অশ্ব, সারথি ও কার্ম্মুক বিহীন হইয়া গদা গ্রহণ পূর্ব্বক রথ হইতে কর্ণ সমীপে গমন করিয়া তাঁহার চারি অশ্ব বিনাশ করিলেন। তৎপরে তিনি বেগে প্রতিনিবৃত্ত হইয়া অর্জ্জুনের রথে আরোহণ পূর্ব্বক পুনরায় কর্ণ সমীপে গমনোদ্যত হইলে ধর্ম্মসূনু যুধিষ্ঠির তাঁহারে নিবারণ করিতে লাগিলেন। ঐ সময়ে মহাতেজস্বী কর্ণ সিংহনাদ, ধনুষ্টঙ্কার ও শঙ্খ প্রধ্মাপন করিতে আরম্ভ করিলেন।

হে মহারাজ! ঐ সময় মহারথ পাঞ্চালগণ ধৃষ্টদ্যুম্নকে পরাজিত অবলোকন করিয়া ক্রোধভরে অস্ত্র শস্ত্র গ্রহণ পূর্ব্বক জীবিত নিরপেক্ষ হইয়া কর্ণের অভিমুখীন হইলেন। তৎকালে কর্ণের সারথিও তাঁহার রথে শঙ্খবর্ণ সিন্ধুদেশোদ্ভব, বেগগামী অন্য অশ্ব সমুদায় সংযোজিত করিল। তখন মেঘ যেমন পর্ব্বতোপরি বারিধারা বর্ষণ করে, তদ্রূপ লব্ধলক্ষ্য মহাবীর রাধেয় পাঞ্চালবংশীয় মহারথদিগের প্রতি আয়ত শরনিকর নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। পাঞ্চাল সেনাগণ কর্ণ কর্ত্তৃক মর্দ্দিত হইয়া সিংহার্দ্দিত মৃগযূথের ন্যায় ভয়ে পলায়ন করিতে আরম্ভ করিল এবং অনেকে অশ্ব, হস্তী ও রথ হইতে

ধরাতলে নিপতিত হইতে লাগিল। মহাবীর কর্ণ ধাবমান হস্ত্যারোহী, অশ্বারোহী ও পদাতিগণের মধ্যে ক্ষুরপ্রাস্ত্রে কাহারও বাহু, কাহারও উরু, কাহার ও বা কুণ্ডলালঙ্কৃত মস্তক ছেদন করিয়া ফেলিলেন। তৎকালে অন্যান্য মহারথগণ স্ব স্ব গাত্র ও বাহন সকল ছিন্ন ভিন্ন হইলেও কিছুমাত্র অবগত হইতে পারিলেন না। এই রূপে পাঞ্চাল ও সৃঞ্জয়গণ নিতান্ত অস্থির চিত্ত হইয়া উঠিল। তখন তৃণস্পন্দনেও তাহাদিগের মনে কর্ণভ্রম উপস্থিত হইল। তাহারা স্বপক্ষীয় যোদ্ধাদিগকেও কর্ণজ্ঞান করিয়া ভয়ে পলায়ন করিতে লাগিল। মহাবীর কর্ণ চারি দিকে শরবর্ষণ করত তাহাদিগের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান হইলেন। যোধগণ কর্ণ ও দ্রোণাচার্য্যের শর প্রহারে বিচেতন প্রায় হইয়া চতুর্দ্দিক্ নিরীক্ষণ করত পলায়ন করিতে লাগিল। কেহই সমরে অবস্থান করিতে সমর্থ হইল না।

হে মহারাজ! তখন রাজা যুধিষ্ঠির স্বীয় সৈন্যগণকে বিদ্রাবিত অবলোকন করিয়া পলায়ন করিবার মানসে অর্জ্জুনকে কহিলেন, হে ভ্রাত! ঐ দেখ, মহাধনুর্দ্ধর কর্ণ এই ভীষণ রজনীতে প্রখর ভাস্করের ন্যায় অবস্থান এবং তোমার আত্মীয়গণ কর্ণ শরে ক্ষত বিক্ষত হইয়া অনাথের ন্যায় আর্ত্তনাদ করিতেছে। সূতপুত্র যে, কখন শর সন্ধান এবং কখনই বা শর নিক্ষেপ করিয়া সৈন্যগণকে আকুলিত করিতেছে, তাহা কিছুই লক্ষিত হইতেছে না। অতএব হে ধনঞ্জয়! এক্ষণে সময়োচিত কার্য্য অবধারণ পূর্ব্বক যাহাতে সূতপুত্রের বধ সাধন হয়, তাহা সম্পাদন কর।

হে মহারাজ! রাজা যুধিষ্ঠির এই রূপ কহিলে মহাবীর অর্জ্জুন কৃষ্ণকে কহিলেন, হে কেশব! আজি ধর্ম্মরাজ সূত-পুত্রের বিক্রম দর্শনে ভীত হইয়াছেন। দেখ, সৈন্যগণ বারংবার আমাদিগকে আক্রমণ করিতেছে; অতএব তুমি অবিলম্বে সময়োচিত কার্য্যের অনুষ্ঠান কর। আমাদিগের সেনা সকল দ্রোণাচার্য্যের শরনিকরে নিপীড়িত হইয়া ভয়ে পলায়ন করিতেছে; কেহই রণস্থলে অবস্থান করিতে সমর্থ হইতেছে না। মহাবীর কর্ণও নিশিত শরে প্রধান প্রধান রথীদিগকে বিদ্রাবিত করিয়া নির্ভীকচিত্তে রণস্থলে ভ্রমণ করিতেছে। হে বৃষ্ণি শার্দ্দূল! ভুজঙ্গম যেমন কাহারও পাদস্পর্শ সহ্য করিতে পারে না, তদ্রূপ আমি এই সংগ্রামস্থলে সূতপুত্রের পরাক্রম সহ্য করিতে সমর্থ হইতেছি না। অতএব হে কৃষ্ণ! তুমি শীঘ্র কর্ণ সমীপে রথ সঞ্চালন কর। আজি হয় আমি উহার বিনাশ সাধন করিব, না হয় ঐ দুরাত্মাই আমার বধ সাধন করিবে।

বাসুদেব কহিলেন, হে কৌন্তেয়! আমি অলৌকিক বিক্রম-শালী কর্ণকে সুররাজের ন্যায় সমরে বিচরণ করিতে দেখি-তেছি। তুমি ও ঘটোৎকচ ভিন্ন আর কেহই উহার প্রতিদ্বন্দ্বী নাই। কিন্তু এক্ষণে কর্ণের অভিমুখীন হওয়া তোমার নিতান্ত অনুচিত। সূতপুত্র তোমার বধ সাধনার্থই দেদীপ্যমান মহোল্কা সদৃশ দেবরাজ প্রদত্ত ভীষণ শক্তি অতি যত্ন সহকারে রক্ষা করত ঘোররূপে সমরাঙ্গনে অবস্থান করিতেছে। অতএব তোমাদের সতত অনুরক্ত ও হিতৈষী মহাবীর ঘটোৎকচ কর্ণের অভিমুখে গমন করুক। ঐ দেবতুল্য পরাক্রমশালী

রাক্ষস মহাবল পরাক্রান্ত ভীমসেনের ঔরসে জন্ম গ্রহণ করিয়াছে এবং দিব্য, আসুর ও রাক্ষস অস্ত্রে উহার বিশেষ পারদর্শিতা আছে, অতএব ঘটোৎকচ অবশ্যই কর্ণকে পরাজয় করিতে সমর্থ হইবে।

হে মহারাজ! কমললোচন অর্জ্জুন বাসুদেব কর্ত্তৃক এই রূপ অভিহিত হইয়া ঘটোৎকচকে আহ্বান করিলেন। বিচিত্র কবচ মণ্ডিত ভীমসেন কুমার অর্জ্জুনের আহ্বান শ্রবণ মাত্র খড়্গ ও ধনুর্ব্বাণ ধারণ পূর্ব্বক তাঁহার সমীপে সমাগত হইয়া তাঁহারে ও বাসুদেবকে অভিবাদন পূর্ব্বক সগর্ব্ব বচনে কহিল, হে মহাত্মান্! এই আমি উপস্থিত হইয়াছি, আজ্ঞা করুন, কোন কার্য্য সম্পাদন করিতে হইবে। তখন বাসুদেব হাস্য-মুখে সেই দীপ্তলোচন, মেঘ সংকাশ ভীমতনয়কে কহিলেন, হে ঘটোৎকচ! আমি তোমারে যে কথা কহিতেছি, তাহা শ্রবণ কর। এক্ষণে এই সংগ্রামে তোমারই বিক্রম প্রকাশের উপযুক্ত সময় উপস্থিত হইয়াছে, তুমি ভিন্ন অন্য কেহই পরা-ক্রম প্রকাশে সমর্থ হইবে না। তোমার নিকট রাক্ষসী মায়া ও বিবিধ অস্ত্র বিদ্যমান রহিয়াছে, অতএব তুমি যুদ্ধ সাগর নিমগ্ন পাণ্ডবগণের প্লব স্বরূপ হও। ঐ দেখ, পাণ্ডব সেনাগণ গোপাল তাড়িত গো সমূহের ন্যায় কর্ণ শরে বিদ্রাবিত হই-তেছে। দৃঢ় বিক্রম ধনুর্দ্ধারী সূতনন্দন পাণ্ডব সেনা মধ্যে প্রধান প্রধান ক্ষত্রিয়গণকে বিনাশ করিতেছে। দৃঢ় চাপধারী যোধগণ অসংখ্য শর বর্ষণ করিয়াও কর্ণ শর প্রভাবে সমরে অবস্থান করিতে নিতান্ত অশক্ত হইয়াছে। এই ঘোর নিশীথ সময়ে পাঞ্চালগণ কর্ণ শরে নিপীড়িত হইয়া সিংহার্দ্দিত মৃগের

ন্যায় ভয়ে পলায়ন করিতেছে। হে ভীম বিক্রম ভীমতনয়! এক্ষণে তুমি ভিন্ন কর্ণকে নিবারণ করা আর কাহারও সাধ্য নহে। অতএব তুমি মাতৃকুল, পিতৃকুল এবং আপনার তেজস্বিতা ও অস্ত্র বলের অনুরূপ কার্য্যে প্রবৃত্ত হও। হে হিড়িম্বতনয়! মানবগণ পুত্র দ্বারা বন্ধু বান্ধবগণের সহিত ইহলোকে দুঃখ হইতে বিমুক্ত ও পরলোকে উৎকৃষ্টগতি প্রাপ্ত হইবার মানসেই পুত্র কামনা করিয়া থাকেন। অতএব তুমি এক্ষণে পিতৃ বান্ধবগণকে দুঃখ সমুদ্র হইতে উদ্ধার কর। হে ঘটোৎকচ! তুমি সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইলে তোমার অস্ত্রবল অতি ভীষণ ও মায়া অতি দুস্তর হইয়া উঠে। তোমার সমান যুদ্ধনিপুণ আর কেহই নাই। অতএব তুমি এই রজনীতে কর্ণসায়ক-ভিন্ন পাণ্ডবগণকে উদ্ধার কর। হে রাক্ষসশ্রেষ্ঠ! নিশাচরগণ রাত্রিকালে অমিত বলবিক্রমশালী, নিতান্ত দুর্দ্ধর্ষ ও সংগ্রাম নিপুণ হইয়া উঠে। অতএব তুমি এই নিশীথ সময়ে মায়া প্রভাবে ধনুর্দ্ধারী কর্ণকে বিনাশ কর। পার্থগণ ধৃষ্টদ্যুম্নকে অগ্রসর করিয়া দ্রোণকে বিনাশ করিবেন।

হে মহারাজ! অনন্তর কেশবের বাক্যাবসান হইলে মহাবীর ধনঞ্জয় ঘটোৎকচকে কহিলেন; বৎস! সমুদায় পাণ্ডবসৈন্য মধ্যে তুমি, মহাবাহু সাত্যকি ও মহাবীর ভীমসেন তোমরা এই তিন জনই আমার মতে সর্ব্বপ্রধান। এক্ষণে তুমি এই রজনীযোগে কর্ণের সহিত দ্বৈরথ যুদ্ধে প্রবৃত্ত হও। মহারথ সাত্যকি তোমার পৃষ্ঠরক্ষক হইবেন। পূর্ব্বকালে দেবরাজ যেমন কার্ত্তিকেয়ের সহিত মিলিত হইয়া তারকাসুরকে সংহার করিয়াছিলেন, তদ্রূপ তুমি অদ্য সাত্যকি সহিত মিলিত হইয়া কর্ণকে বিনাশকর।

ঘটোৎকচ ধনঞ্জয়ের বাক্য শ্রবণানন্তর কহিল, হে মহাত্মন্! কি কর্ণ, কি দ্রোণ, কি অন্যান্য অস্ত্রবেত্তা ক্ষত্রিয়গণ আমি সকলকেই পরাজয় করিতে পারি। অদ্য সূতপুত্রের সহিত এরূপ যুদ্ধ করিব যে, যত দিন পৃথিবী বর্ত্তমান থাকিবে, ততদিন লোকে আমার সংগ্রাম বৃত্তান্ত কীর্ত্তন করিবে। অদ্য কি শূর, কি শঙ্কিত, কি বদ্ধাঞ্জলি বিপক্ষীয় কোন ব্যক্তিরেই পরিত্যাগ করিব না। রাক্ষস ধর্ম্ম অবলম্বন পূর্ব্বক সকলকেই সংহার করিব।

হে মহারাজ! অরাতিঘাতন মহাবাহু ঘটোৎকচ এই বলিয়া কৌরব সৈন্যগণকে ভীত করত কর্ণের সহিত তুমুল সংগ্রাম করিতে ধাবমান হইলেন। পুরুষশ্রেষ্ঠ সূতনন্দন সেই দীপ্তাস্য ক্রুদ্ধ নিশাচরকে হাস্যমুখে প্রতিগ্রহ করিলেন। তখন ইন্দ্র ও প্রহ্লাদের ন্যায় কর্ণ ও ঘটোৎকচের ঘোরতর সংগ্রাম আরম্ভ হইল।

পঞ্চসপ্তত্যধিক শততম অধ্যায়।

হে মহারাজ! ঐ সময় রাজা দুর্য্যোধন ঘটোৎকচকে সূতপুত্রের বিনাশ বাসনায় গমন করিতে দেখিয়া দুঃশাসনকে কহিলেন, হে ভ্রাত! ঐ দেখ, রাক্ষসেন্দ্র ঘটোৎকচ কর্ণের বিক্রম দর্শন করিয়া উহার প্রতি ধাবমান হইয়াছে; অতএব মহাবল পরাক্রান্ত কর্ণ যে স্থলে ঘটোৎকচের সহিত যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইয়াছেন, তুমি সসৈন্যে তথায় গমন পূর্ব্বক যত্ন সহকারে তাঁহারে রক্ষা কর। ভীমতনয় যেন কর্ণকে প্রমাদ কালে সংহার করিতে সমর্থ না হয়। হে মহারাজ! দুর্য্যোধন দুঃশাসনকে এই কথা কহিতেছেন, ইত্যবসরে মহাবল পরাক্রান্ত

বীরাগ্রগণ্য জটাসুরতনয় অলম্বল তাঁহার নিকট আগমন করিয়া কহিল, হে রাজন্! আমি আপনার বিখ্যাত শত্রু যুদ্ধদুর্ম্মদ পাণ্ডবদিগকে অনুচরগণের সহিত বিনাশ করিতে বাসনা করি। আপনি অনুগ্রহ পূর্ব্বক অনুজ্ঞা প্রদান করুন, পূর্ব্বে ক্ষুদ্রাশয় কুন্তীপুত্রেরা আমার পিতা রাক্ষস প্রধান জটাসুরকে নিপাতিত করিয়াছে; অতএব আপনি অনুজ্ঞা প্রদান করিলে আজি আমি শত্রুগণের শোণিত ও মাংস দ্বারা তাঁহারে পূজা করিয়া তাঁহার ঋণ হইতে বিমুক্ত হই।

হে মহারাজ! রাজা দুর্য্যোধন জটাসুর তনয়ের বাক্য শ্রবণে অতিশয় প্রীত হইয়া বারংবার তাহাকে কহিতে লাগিলেন, হে রাক্ষসেন্দ্র! আমি দ্রোণাচার্য্য ও কর্ণ প্রভৃতি মহাবীরগণের সাহায্যে অনায়াসে পাণ্ডব বিনাশে সমর্থ হইব। এক্ষণে তোমারে অনুমতি প্রদান করিতেছি যে, তুমি শীঘ্র ঘটোৎকচকে বিনাশ কর। ঐ মানুষ সম্ভূত দুরাত্মা রাক্ষস অতি ক্রূর কর্ম্মা এবং নিরন্তর পাণ্ডবগণের হিতসাধনে তৎপর। ঐ দুরাত্মা আকাশ মার্গে অবস্থান পূর্ব্বক আমাদিগের হস্তী, অশ্ব ও রথ সকল চূর্ণ করিতেছে; অতএব উহারে যমরাজপুরে প্রেরণ কর।

অনন্তর মহাকায় জটাসুরতনয় দুর্য্যোধনের বাক্যে স্বীকার করিয়া ভীমপুত্র ঘটোৎকচকে আহ্বান পূর্ব্বক তাহার উপর নানা প্রকার শর নিক্ষেপ করিতে লাগিল। তখন হিড়িম্বাতনয় একাকী, প্রবল বাত্যা যেমন মেঘমণ্ডলকে ছিন্ন ভিন্ন করিয়া ফেলে, তদ্রূপ অলম্বল কর্ণ ও বহু সংখ্য কুরুসৈন্যগণকে মথিত করিতে আরম্ভ করিল। মহাবীর অলম্বল ঘটোৎকচের

মায়াবল নিরীক্ষণ করিয়া তাহারে নানা লক্ষণ সমাযুক্ত শর-নিকরে বিদ্ধ করত পাণ্ডব সৈন্যগণকে বিদ্রাবিত করিতে লাগিল। পাণ্ডব সৈন্যগণ সমীরণ সঞ্চালিত জলদ জালের ন্যায় চতুর্দ্দিকে ছিন্ন ভিন্ন হইয়া পড়িল। এ দিকে আপনার সৈন্যগণও ঘটোৎকচের শরে ক্ষত বিক্ষত হইয়া প্রদীপ পরিত্যাগ পূর্ব্বক সেই অন্ধকারে পলায়ন করিতে আরম্ভ করিল। তখন মহাবীর অলম্বল রোষপরবশ হইয়া মাতঙ্গকে যেমন অঙ্কুশ দ্বারা বিদ্ধ করে, তদ্রূপ ঘটোৎকচকে শরনিকরে বিদ্ধ করিতে লাগিল। মহাবীর ঘটোৎকচ তদ্দর্শনে ক্রুদ্ধ হইয়া অলম্বলের রথ, সারথি ও সমস্ত আয়ুধ খণ্ড খণ্ড করিয়া অট্ট অট্ট হাস্য করত মেঘ যেমন সুমেরু পর্ব্বতোপরি বারি বর্ষণ করে, তদ্রূপ কর্ণ, অলম্বল ও কৌরবগণের উপর শরধারা বর্ষণ করিতে আরম্ভ করিল। হে মহারাজ! আপনার চতুরঙ্গ বল হিড়িম্বাতনয়ের শরনিকরে নিপীড়িত ও সাতিশয় ক্ষুব্ধ হইয়া পরস্পরকে মর্দ্দিত করিতে লাগিল। তখন রথ হীন, সারথি বিহীন, জটাসুরতনয় ক্রোধভরে ঘটোৎকচকে মুষ্টি প্রহার করিল। মহাবীর ঘটোৎকচ সেই জটাসুরতনয়ের মুষ্টি প্রহারে আহত হইয়া ভূমিকম্প কালীন বৃক্ষ, তৃণ ও গুল্ম সমাযুক্ত অচলের ন্যায় বিচলিত হইল এবং অর্গল প্রতিম বাহু সমুদ্যত করত অগ্রসর হইয়া তাহার উপর মুষ্টি প্রহার করিল। পরে ভুজ যুগল দ্বারা তাহারে আকর্ষণ করত ভূতলে নিক্ষেপ করিয়া নিষ্পিষ্ট করিতে লাগিল। কিয়ৎক্ষণ পরে অলম্বল ঘটোৎকচের হস্ত হইতে মুক্ত হইয়া গাত্রোত্থান পূর্ব্বক পুনর্ব্বার তাহার প্রতি ধাবমান হইল এবং ভীমতনয়কে

উৎক্ষেপণ পূর্ব্বক ভূতলে নিক্ষেপ করিয়া তাহারে নিষ্পিষ্ট করিতে আরম্ভ করিল। এই রূপে সেই বৃহদাকার বীর দ্বয়ের লোমহর্ষণ তুমুল যুদ্ধ উপস্থিত হইল।

অনন্তর তাহারা মায়াজাল বিস্তার পূর্ব্বক পরস্পরকে অতিশয়িত করিয়া ইন্দ্র ও বলীর ন্যায় ঘোরতর যুদ্ধ আরম্ভ করিল। সেই বীর দ্বয় পরস্পর বধার্থী হইয়া কখন পাবক ও অম্বুনিধি; কখন গরুড় ও তক্ষক; কখন মহামেঘ ও প্রবল বায়ু; কখন বজ্র ও ভূধর, কখন কুঞ্জর ও শার্দ্দূল এবং কখন বা রাহু ও ভাস্করের রূপ ধারণ পূর্ব্বক বিবিধ মায়া প্রদর্শন করিয়া অতি আশ্চর্য্য যুদ্ধ করিতে লাগিল। তাহারা পরস্পরের উপর পরিঘ, গদা, প্রাস, মুদ্গর, পট্টিশ, মুষল ও পর্ব্বতশৃঙ্গ নিক্ষেপ এবং কখন রথারোহণে, কখন বা পাদচারে পরিভ্রমণ পূর্ব্বক পরস্পরের উপর অশ্ব ও গদা প্রহার করিতে লাগিল। অনন্তর মহাবীর ঘটোৎকচ অলম্বলের বিনাশ বাসনায় ঊর্দ্ধে উত্থিত হইয়া শ্যেন পক্ষীর ন্যায় তাহার উপর নিপতিত হইল এবং অবিলম্বে তাহারে ভূতলে নিপাতন পূর্ব্বক খড়্গ প্রহারে তাহার অতি ভীষণ রবসংযুক্ত বিকৃত দর্শন মস্তক ছেদন করিয়া ময়দানব নিপাতন মধুসূদনের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। হে মহারাজ! ভীমতনয় এই রূপে অলম্বলকে বিনাশ করিয়া কেশাকর্ষণ পূর্ব্বক তাহার সেই রক্তাক্ত মস্তক লইয়া দুর্য্যোধনের নিকট গমন করিল এবং গর্ব্বিতভাবে সেই বিকৃত মস্তক তাঁহার রথে নিক্ষেপ পূর্ব্বক বর্ষাকালীন জলধরের ন্যায় ভীষণ গর্জ্জন করিয়া কহিল, হে ধৃতরাষ্ট্র তনয়! এই ত তোমার বলবিক্রমশালী

বন্ধুরে বিনাশ করিলাম। এই রূপে কর্ণকে এবং তোমারেও শমন ভবনে প্রেরণ করিব। আমি যতক্ষণ কর্ণকে বিনাশ না করিতেছি, ততক্ষণ তুমি প্রীতমনে অবস্থান কর। হে মহারাজ! মহাবীর ভীমনন্দন এই বলিয়াই কর্ণ সমীপে গমন পূর্ব্বক তাঁহার মস্তকে সুতীক্ষ্ণ শরনিকর নিক্ষেপ করিতে লাগিল। অনন্তর কর্ণের সহিত ঘটোৎকচের ঘোরতর বিস্ময়কর অতি ভীষণ যুদ্ধ আরম্ভ হইল।

ষট্‌সপ্তত্যধিক শততম অধ্যায়।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে সঞ্জয়! সেই নিশীথ কালে মহাবীর কর্ণ ও ঘটোৎকচের কিরূপ যুদ্ধ হইল। আর সেই ভয়ঙ্কর রাক্ষসের আকার, রথ, অশ্ব ও আয়ুধ সকল কি প্রকার; অশ্ব, ধ্বজ ও কার্ম্মুকের প্রমাণ কিরূপ এবং উহার বর্ম্ম ও শিরস্ত্রাণই বা কিপ্রমাণ? হে সঞ্জয়! তুমি এই সমস্তই অবগত আছ, এক্ষণে আমার নিকট কীর্ত্তন কর।

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! মহাবল পরাক্রান্ত ঘটোৎকচ লোহিতনেত্র, মহাকায়, মহাবাহু, মহাশীর্ষ, শঙ্কুকর্ণ, নির্ণতোদর, নীলকলেবর ও বিকৃতাকার। উহার মুখমণ্ডল তাম্রবর্ণ, শ্মশ্রুজাল হরিৎবর্ণ, হনু দ্বয় সুপ্রশস্ত, রোমরাজি ঊর্দ্ধমুখ, আস্যদেশ আকর্ণ বিদারিত, দশনপংক্তি সুতীক্ষ্ণ, জিহ্বা ও ওষ্ঠ তাম্রবর্ণ ও সুদীর্ঘ, ভ্রূযুগল আয়ত, নাসিকা স্থূল, গ্রীবাদেশ লোহিত বর্ণ, কলেবর পর্ব্বত প্রমাণ, কেশকলাপ বিকটাকারে উদ্বদ্ধ, কটিদেশ স্থূল, নাভি গূঢ় এবং ললাটপ্রান্ত শিখা কলাপে মণ্ডিত। সেই মহামায়া সম্পন্ন রাক্ষস ভুজদণ্ডে কটক ও অঙ্গদ, অচল সদৃশ বক্ষঃস্থলে হুতাশন তুল্য নিষ্ক,

মস্তকে সুবর্ণময় তোরণপ্রতিম বিচিত্র শুভ্র কিরীট, কর্ণে নবোদিত দিবাকর প্রতিম কুণ্ডল যুগল, গলদেশে সুবর্ণময়ী মালা ও গাত্রে বিপুল কাংস্যময় কবচ ধারণ পূর্ব্বক কিঙ্কিনীজাল নির্ঘোষযুক্ত, রক্তবর্ণ ধ্বজপট মণ্ডিত, ঋক্ষচর্ম্ম পরিবৃত, নল্ল-পরিমিত, বিবিধ আয়ুধ সম্পন্ন, অষ্টচক্র বিশিষ্ট, মেঘগম্ভীর নিস্বন মহারথে আরোহণ করিয়া সমর স্থলে সমুপস্থিত হইল। মত্ত মাতঙ্গ বিক্রম, লোহিত লোচন, নানাবর্ণ, জিত-শ্রম, বিপুল জটাজাল মণ্ডিত, মহাবল, কামচারী অশ্ব সকল মুহুর্মুহু হ্রেষারব পরিত্যাগ পূর্ব্বক মহাবেগে উহারে বহন করিতে লাগিল। বিকট লোচন, প্রদীপ্ত বদন, ভাস্বর কুণ্ডল এক রাক্ষস সূর্য্যরশ্মি সদৃশ অশ্ববল্গা গ্রহণ পূর্ব্বক উহার অশ্বগণকে সঞ্চালিত করিতে আরম্ভ করিল। রাক্ষসরাজ ঘটোৎকচ সেই সারথির সহিত সমবেত হইয়া অরুণ সারথি দিবাকরের ন্যায় সমরস্থলে অবস্থান করিতে লাগিল। প্রকাণ্ড অভ্রখণ্ডে সংযুক্ত উত্তুঙ্গ পর্ব্বতের ন্যায় উহার রথোপরি সমুচ্ছ্রিত রক্তমস্তক ভীষণাকার গৃধ্রসংযুক্ত গগনস্পর্শী ধ্বজদণ্ড শোভমান হইল।

হে মহারাজ! অনন্তর রাক্ষস ঘটোৎকচ দ্বাদশ অরত্নি বিস্তৃত, চারি শত হস্ত দীর্ঘ, সুদৃঢ় জ্যা সম্পন্ন, বজ্র নির্ঘোষ শরাসন আকর্ষণ ও রথাক্ষ পরিমিত শরনিকর দ্বারা চতুর্দ্দিক্ সমাচ্ছন্ন করত সেই বীর বিনাশিনী রজনীযোগে মহাবীর কর্ণের প্রতি ধাবমান হইল। উহার শরাসন শব্দ অশনি নির্ঘোষের ন্যায় শ্রুতিগোচর হওয়াতে আপনার সৈন্যগণ নিতান্ত ভীত হইয়া সাগর তরঙ্গের ন্যায় কম্পিত হইতে লাগিল। তখন

মহাবীর কর্ণ সেই বিকট লোচন অতি ভীষণ নিশাচরকে আগমন করিতে দেখিয়া সত্বরে গর্ব্ব প্রকাশ পূর্ব্বক তাহার নিবারণে প্রবৃত্ত হইলেন এবং মাতঙ্গ যেমন প্রতিদ্বন্দ্বী মাতঙ্গের প্রতি গমন করে এবং যূথপতি বৃষ অন্য বৃষভের প্রতি ধাবমান হয়, তদ্রূপ তিনি শরনিকর বর্ষণ পূর্ব্বক তাহার নিকট গমন করিলেন। তখন দেবরাজ ইন্দ্র ও শম্বরাসুরের ন্যায় মহাবীর কর্ণ ও ঘটোৎকচের ঘোরতর যুদ্ধ আরম্ভ হইল। সেই দুই মহাবীর ভীমনিস্বন শরাসন দ্বয় গ্রহণ পূর্ব্বক শরনিকরে পরস্পরের কলেবর ক্ষত বিক্ষত করত পরস্পরকে সমাচ্ছন্ন করিয়া ফেলিলেন এবং আকর্ণ পূর্ণ শর পরিত্যাগ পূর্ব্বক পরস্পরের কাংস্য নির্ম্মিত বর্ম্ম ভেদ করিয়া পরস্পরকে বিদীর্ণ করিতে আরম্ভ করিলেন। যেমন শার্দ্দূল দ্বয় নখ দ্বারা ও মাতঙ্গ দ্বয় দন্ত দ্বারা পরস্পরকে প্রহার করিয়া থাকে, তদ্রূপ সেই বীর দ্বয় রথ, শক্তি ও শরনিকর দ্বারা পরস্পরকে প্রহার করিতে লাগিলেন। এই রূপে তাঁহারা কখন পরস্পরের কলেবর ছেদন, কখন সায়ক সন্ধান ও কখন বা পরস্পরকে শরানলে দহন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তৎকালে কেহই তাঁহাদিগকে নিরীক্ষণ করিতে সমর্থ হইল না। তাঁহারা শরজালে ক্ষত বিক্ষত ও রুধির ধারায় পরিপ্লুত হইয়া গৈরিক ধাতু ধারাস্রাবী অচলের ন্যায় শোভা ধারণ করিলেন। ঐ সময় তাঁহারা পরম যত্ন সহকারে শরনিকরে শরস্পরের দেহ ভেদ করিয়াও কিছুতেই পরস্পরকে বিচলিত করিতে সমর্থ হইলেন না। এই রূপে সেই নিশাকালে উক্ত মহাবীর দ্বয় প্রাণপণে ঘোরতর যুদ্ধ করিলেন। রণস্থলস্থিত সমস্ত ব্যক্তিই

ঘটোৎকচের কার্ম্মুক নির্ঘোষে সাতিশয় ভীত হইল। কর্ণ তাহারে কোন ক্রমে অতিক্রম করিতে সমর্থ না হইয়া পরিশেষে দিব্যাস্ত্র বিস্তার করিতে আরম্ভ করিলেন। তদ্দর্শনে মহাবীর ঘটোৎকচ রাক্ষসী মায়া পরিগ্রহ করিয়া শূল, শৈল ও মুদ্গরধারী, ভয়ঙ্কর রাক্ষস সেনায় পরিবৃত হইল। মহীপালগণ সেই দণ্ডধারী ভূতান্তক কৃতান্তের ন্যায় ঘটোৎকচকে শস্ত্র উদ্যত করত আগমন করিতে দেখিয়া নিতান্ত ব্যথিত হইলেন। মাতঙ্গগণ উহার সিংহনাদে একান্ত ভীত হইয়া মূত্র পরিত্যাগ করিতে লাগিল এবং সৈন্য সকল সাতিশয় উদ্বিগ্ন হইল।

অনন্তর সেই রাক্ষসগণ অর্দ্ধ রাত্রি প্রভাবে সমধিক বীর্য্যশালী হইয়া চতুর্দ্দিকে শিলা বৃষ্টি করিতে আরম্ভ করিল। লৌহময় চক্র, ভুষুণ্ডী, শক্তি, তোমর, শূল, শতঘ্নী, ও পট্টিশ সকল অনবরত নিপতিত হইতে লাগিল। তখন আপনার আত্মজ ও যোদ্ধৃগণ সেই ভয়ঙ্কর যুদ্ধ দর্শনে নিতান্ত ব্যথিত হইয়া ইতস্তত ধাবমান হইলেন। কেবল অস্ত্রবল শ্লাঘী একমাত্র কর্ণ তৎকালে ব্যথিত না হইয়া শরনিকরে সেই রাক্ষস কৃত মায়া নিরাকৃত করিলেন। মহাবীর ঘটোৎকচ মায়া বিফল হইল দেখিয়া একান্ত ক্রোধাবিষ্ট চিত্তে সূতপুত্রের সংহারার্থ শরজাল বিস্তার করিতে প্রবৃত্ত হইল। রাক্ষস নিক্ষিপ্ত শর সমুদায় কর্ণের কলেবর ভেদ পূর্ব্বক রুধির লিপ্ত হইয়া ক্রুদ্ধ ভুজঙ্গের ন্যায় ধরণীতলে প্রবেশ করিতে লাগিল। তখন সূতপুত্র ক্রোধাবিষ্ট হইয়া বলবীর্য্যে ঘটোৎকচকে অতিক্রম করত দশ শরে তাহারে বিদ্ধ করিলেন। মহাবীর ঘটোৎকচ

কর্ণ প্রহিত শরনিকরে মর্ম্মদেশে বিদ্ধ হইয়া ব্যথিত মনে কর্ণ সংহারার্থ এক সহস্র অর সম্পন্ন, নবোদিত দিবাকর সদৃশ, মণিরত্ন বিভূষিত, ক্ষুরধার, দিব্য চক্র গ্রহণ পূর্ব্বক তাঁহার উপর নিক্ষেপ করিল। মহাবীর কর্ণ সেই রাক্ষস নিক্ষিপ্ত চক্র শরনিকরে খণ্ড খণ্ড করাতে উহা হতভাগ্য পুরুষের মনোরথের ন্যায় নিষ্ফল হইয়া ভূতলে নিপতিত হইল। ঘটোৎকচ তদ্দর্শনে ক্রোধাবিষ্ট হইয়া রাহু যেমন দিবাকরকে আচ্ছন্ন করিয়া থাকে, তদ্রূপ শরনিকরে কর্ণকে সমাচ্ছন্ন করিতে লাগিল। রুদ্র, ইন্দ্র ও উপেন্দ্রের তুল্য বিক্রমশালী মহাবীর কর্ণও অসম্ভ্রান্ত হইয়া সত্বরে শরনিকর বিস্তার পূর্ব্বক ঘটোৎকচের রথ সমাচ্ছন্ন করিলেন। তখন ঘটোৎকচ তাঁহারে লক্ষ্য করিয়া এক হেমাঙ্গদ বিভূষিত গদা নিক্ষেপ করিল। মহাবীর কর্ণ উহা শরনিকর দ্বারা ভ্রমণ করাইয়া ভূতলে নিপাতিত করিলেন। অনন্তর মহাবীর ঘটোৎকচ অন্তরীক্ষে উত্থিত হইয়া কৃষ্ণ মেঘের ন্যায় গভীর গর্জ্জন পূর্ব্বক বৃক্ষবৃষ্টি করিতে লাগিল।

তখন মহাবীর কর্ণ সূর্য্যরশ্মি যেমন জলদজাল বিদ্ধ করে, তদ্রূপ নভস্থিত মায়াবী ভীমসেন তনয়কে বিদ্ধ করিলেন। তৎপরে তাহার অশ্বগণকে বিনাশ ও রথ শতধা চূর্ণ করিয়া ধারাবর্ষী জলধরের ন্যায় তাহার উপর শরবর্ষণ করিতে লাগিলেন। ঐ সময় ঘটোৎকচের গাত্রে কর্ণ শরে অনির্ভিন্ন অঙ্গুলি দ্বয় মাত্রও স্থান রহিল না। তাহারে তৎকালে লোমযুক্ত শল্লকীর ন্যায় বোধ হইতে লাগিল। ঐ মহাবীর কর্ণের শরজালে এরূপ সমাচ্ছন্ন হইয়াছিল যে, উহার কলেবর, অশ্ব,

রথ বা ধ্বজ, কিছুই লক্ষিত হইল না। তখন মায়াবী ঘটোৎকচ স্বীয় অস্ত্র দ্বারা কর্ণের দিব্যাস্ত্র দূরীকৃত করিয়া তাঁহার সহিত মায়াযুদ্ধ আরম্ভ করিল। আকাশ মণ্ডল হইতে অলক্ষিত রূপে শরজাল নিপতিত হইতে লাগিল। রাক্ষস মায়াবলে স্বয়ং বিকৃতাকার হইয়া কৌরব সৈন্যগণকে মুগ্ধ করিয়া বিচরণ করত প্রথমত বিকটাকার মুখব্যাদান পূর্ব্বক সূতপুত্রের দিব্যাস্ত্র নিকর গ্রাস করিল এবং তৎপরেই শতধা সম্ভিন্নদেহ, গতাসু ও নিশ্চেষ্ট হইয়া ভূতলে নিপতিত হইল। তদ্দর্শনে সমস্ত কুরুপুঙ্গবেরা তাহারে নিহত বোধে সিংহনাদ পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। তখন মহাবীর ভীমতনয় অনতিবিলম্বেই আবার দিব্য নূতন দেহ ধারণ করিয়া চতুর্দ্দিকে ভ্রমণ করত কখন মৈনাক পর্ব্বতের ন্যায় শতশীর্ষ, শতোদর ও বৃহদাকার ধারণ, কখন বা অঙ্গুলি প্রমাণ রূপ ধারণ পূর্ব্বক উদ্ধূত বীচিমালার ন্যায় বক্রভাবে ঊর্দ্ধে অবস্থান, কখন বসুধা বিদারণ পূর্ব্বক সলিল প্রবেশ, কখন অন্য স্থানে নিমগ্ন হইয়া পুনরায় যথাস্থানে উত্থান করিতে লাগিল।

পরে বর্ম্মধারী হিড়িম্বাতনয় পুনরায় সুবর্ণমণ্ডিত রথে আরোহণ এবং পৃথিবী, আকাশ ও দিঙ্মণ্ডল ভ্রমণ করিয়া কর্ণ সমীপে গমন পূর্ব্বক নির্ভীক চিত্তে কহিল, হে সূতপুত্র! এই স্থানে অবস্থান কর। জীবিতাবস্থায় আমার হস্ত হইতে বিমুক্ত হইবে না। আজিই তোমার রণকণ্ডু নিরাকৃত করিব। ক্রূর পরাক্রম রাক্ষসেন্দ্র এই বলিয়া রোষকষায়িত লোচনে আকাশ মার্গে উত্থিত হইয়া অট্ট অট্ট হাস্য করিতে লাগিল এবং কেশরী যেমন গজেন্দ্রকে আঘাত করে, তদ্রূপ মহাবীর

কর্ণকে রথাক্ষ সদৃশ শরনিকরে বিদ্ধ করিতে আরম্ভ করিল। এই রূপে ঘটোৎকচ কর্ণের উপর বারিধারার ন্যায় শরধারা বর্ষণ করিতে আরম্ভ করিলে মহাবীর কর্ণ দূর হইতেই সেই শরনিকর ছেদন করিয়া ফেলিলেন। হিড়িম্বাতনয় সেই মায়া নিহত হইল দেখিয়া পুনরায় মায়া প্রভাবে অন্তর্হিত হইয়া অবিলম্বে উত্তুঙ্গ শৃঙ্গ ও তরুনিচয় সমাযুক্ত উন্নত পর্ব্বত রূপ ধারণ করিল। অসংখ্য শূল, প্রাস, অসি ও মুষল উহার প্রস্রবণ স্বরূপ হইল। মহাবীর কর্ণ সেই উগ্র আয়ুধ প্রপাত যুক্ত মহীধর দর্শনে কিছুমাত্র ক্ষুব্ধ হইলেন না, প্রত্যুত দিব্যাস্ত্র প্রয়োগ পূর্ব্বক সেই শৈলেন্দ্রকে বিনষ্ট করিলেন। অনন্তর ঘটোৎকচ আকাশ মার্গে গমন পূর্ব্বক ইন্দ্রায়ুধ সম্বলিত নীল মেঘ রূপ ধারণ করিয়া সূতপুত্রের উপর প্রস্তর বৃষ্টি করিতে লাগিল। তখন অস্ত্রবিদগ্রগণ্য কর্ণ বায়ব্য অস্ত্র সন্ধান পূর্ব্বক সেই কৃষ্ণমেঘরূপী নিশাচরকে আহত করিয়া শরনিকরে দশ দিক্ সমাচ্ছন্ন করত তন্নিক্ষিপ্ত অস্ত্র সমুদায় সংহার করিয়া ফেলিলেন। তখন মহাবল পরাক্রান্ত ভীমসেনকুমার হাস্য করিয়া মহারথ কর্ণের নিকট মহামায়া প্রকাশ করিলেন। সেই মায়া প্রভাবে মহাবীর কর্ণ সিংহ শার্দ্দূল সদৃশ, মত্তমাতঙ্গ বিক্রম, বর্ম্মাস্ত্রধারী, রাক্ষসগণে পরিবেষ্টিত ঘটোৎকচকে দেবগণ পরিবৃত দেবরাজের ন্যায় আগমন করিতে দেখিয়া তাহার সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। রাক্ষস পাঁচ বাণে কর্ণকে বিদ্ধ করিয়া কৌরব পক্ষীয় ভূপালগণের ভয় উৎপাদন পূর্ব্বক ভীষণ শব্দ করত পুনর্ব্বার অঞ্জলিক দ্বারা কর্ণের শরজাল ও করস্থ শরাসন ছেদন করিয়া ফেলিলেন। তখন কর্ণ সমুচ্ছ্রিত

ইন্দ্রায়ুধ সদৃশ অন্য ভারসহ শরাসন গ্রহণ করিয়া আকর্ষণ পূর্ব্বক আকাশচর নিশাচর দিগের প্রতি স্বর্ণপুঙ্খ শত্রুঘাতন শরনিকর নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। রাক্ষসগণ কর্ণের তীক্ষ্ণ সায়কে সিংহার্দ্দিত গজ যূথের ন্যায় নিতান্ত নিপীড়িত হইল। যুগান্ত সময়ে হুতাশন যেমন জীবগণকে দগ্ধ করিয়া থাকেন, তদ্রূপ মহাবীর সূতনন্দন অশ্ব, সারথি ও গজসমবেত রাক্ষসগণকে শরানলে দগ্ধ করিতে লাগিলেন। পূর্ব্বকালে মহেশ্বর ত্রিপুরাসুরকে সংহার করিয়া যেরূপ শোভা পাইয়াছিলেন, মহাবীর সূতনন্দন সেই রাক্ষসী সেনা সংহার করিয়া তদ্রূপ শোভমান হইলেন। পাণ্ডব পক্ষীয় সহস্র সহস্র নৃপগণ মধ্যে ভীম পরাক্রম, ক্রুদ্ধ, অন্তক সদৃশ, রাক্ষসেন্দ্র ঘটোৎকচ ভিন্ন আর কেহই কর্ণকে নিরীক্ষণ করিতে সমর্থ হইল না। দুই মহোল্কা দ্বয় হইতে যেমন অগ্নিযুক্ত তৈলবিন্দু নিপতিত হয়, তদ্রূপ ক্রুদ্ধ ভীমতনয়ের নেত্র দ্বয় হইতে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নির্গত হইতে লাগিল। তখন সে করতল শব্দ ও অধর দংশন করত গজ সদৃশ, গর্দ্দভ সংযুক্ত, মায়া নির্ম্মিত রথে আরোহণ করিয়া সারথিরে কহিল, হে সারথে! তুমি শীঘ্র আমারে কর্ণ নিকটে লইয়া চল।

হে মহারাজ! ভীমকুমার এইরূপে ঘোররূপ রথে আরোহণ পূর্ব্বক পুনর্ব্বার কর্ণের সহিত দ্বৈরথ যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া তাঁহার প্রতি শিবনির্ম্মিত অষ্টচক্র অশনি নিক্ষেপ করিল। মহাবীর কর্ণ তদ্দর্শনে তৎক্ষণাৎ রথে শরাসন সংস্থাপন পূর্ব্বক ভূতলে অবতীর্ণ হইয়া সেই অশনি ধারণ করিয়া তাহার উপরেই পরিত্যাগ করিলেন। নিশাচর তৎক্ষণাৎ রথহইতে

ভূতলে নিপতিত হইল। তখন সেই জ্যোতির্ম্ময় অশনি ঘটোৎকচের অশ্ব, সারথি ও ধ্বজ সমবেত রথ ভস্মীকৃত করিয়া বসুধা ভেদ পূর্ব্বক পাতালতলে প্রবেশ করিল। দেবগণ তদ্দর্শনে সাতিশয় বিস্ময়াপন্ন হইলেন। মহাবীর কর্ণ সেই দেবসৃষ্ট মহাশনি ধারণ করিয়াছেন বলিয়া সকলেই তাঁহারে প্রশংসা করিতে লাগিল। হে মহারাজ! মহাবীর কর্ণ সেই দুষ্কর কর্ম্ম সমাধান করিয়া পুনরায় স্বীয় রথে আরোহণ পূর্ব্বক শরবর্ষণ করিতে আরম্ভ করিলেন। সেই ভীম দর্শন সংগ্রামে তিনি যেরূপ অদ্ভুত কার্য্য করিলেন, অন্য কোন ব্যক্তিই তাহা করিতে সমর্থ নহে।

তখন সেই বিপুল কলেবর ভয়ঙ্কর রাক্ষস কর্ণনিক্ষিপ্ত নারাচ নিকরে সমাচ্ছন্ন হইয়া বারিধারাচ্ছন্ন পর্ব্বতের ন্যায় শোভা ধারণ পূর্ব্বক পুনরায় অন্তর্হিত হইয়া মায়া ও লঘু-হস্ততা প্রভাবে কর্ণের দিব্যাস্ত্র সমূহ সংহার করিতে লাগিল। এইরূপে রাক্ষসের মায়া প্রভাবে অস্ত্র সমুদায় বিনষ্ট হইলে কর্ণ অসম্ভ্রান্ত চিত্তে তাহার সহিত যুদ্ধ করিতে আরম্ভ করিলেন। বলবান্ ভীমতনয় তদ্দর্শনে কোপাবিষ্ট হইয়া মহারথিগণকে ভীত করত স্বয়ং অসংখ্য রূপ ধারণ করিতে লাগিল। তখন নানা দিক্ হইতে সিংহ, ব্যাঘ্র, তরক্ষু, অগ্নিজিহ্ব ভুজঙ্গম ও অয়োমুখ বিহঙ্গমগণ সমরাঙ্গনে আগমন করিতে আরম্ভ করিল। হিমালয় সদৃশ নিশাচর কর্ণচাপচ্যুত শরনিকরে সমাচ্ছন্ন হইয়া সেই স্থানেই অন্তর্হিত হইল। ঐ সময় অসংখ্য রাক্ষস, পিশাচ, শালাবৃক, বিকৃতানন বৃকগণ কর্ণকে ভক্ষণ করিবার নিমিত্ত মহাবেগে আগমন পূর্ব্বক উগ্র রবে

তাঁহারে ভীত করিতে লাগিল। তখন মহাবীর কর্ণ শোণিতোক্ষিত বিবিধ আয়ুধ দ্বারা তাহাদিগের প্রত্যেককে বিদ্ধ করিয়া দিব্যাস্ত্রে রাক্ষসী মায়া সংহার পূর্ব্বক নতপর্ব্ব শরজালে ঘটোৎকচের অশ্ব সমূহ সমাহত করিলেন। অশ্বগণ কর্ণের শরাঘাতে ভগ্ন, বিকৃতাঙ্গ ও ছিন্নপৃষ্ঠ হইয়া ঘটোৎকচের সমক্ষেই ধরাতলে নিপতিত হইল। তখন সেই নিশাচর এই রূপে সেই মায়া বিফল হইল দেখিয়া, কর্ণকে এই তোমার মৃত্যু বিধান করিতেছি বলিয়া তৎক্ষণাৎ অন্তর্হিত হইল।

সপ্তসপ্তত্যধিক শততম অধ্যায়।

হে মহারাজ! মহাবীর কর্ণ ও ঘটোৎকচের এইরূপ মহাযুদ্ধ হইতেছে এমন সময় মহাবল পরাক্রান্ত রাক্ষসেন্দ্র অলায়ুধ পূর্ব্ববৈর স্মরণ পূর্ব্বক বিকট দর্শন অসংখ্য রাক্ষস সৈন্যে পরিবৃত হইয়া রাজা দুর্য্যোধনের সমীপে উপস্থিত হইল। পূর্ব্বে মহাবীর ভীমসেন উহার জ্ঞাতি বিক্রমশালী ব্রাহ্মণঘাতী বক, মহাতেজা কিম্মীর এবং উহার পরম বন্ধু হিড়িম্বকে বিনাশ করিয়াছিলেন। ভীমসেনের এই বৈরাচরণ মহাবীর অলায়ুধের অন্তঃকরণে এতাবৎ কাল জাগরূক ছিল। এক্ষণে সে নিশাযুদ্ধ উপস্থিত হইয়াছে অবগত হইয়া ভীমসেনকে নিহত করিবার বাসনায় সমরাভিলাষে মত্ত মাতঙ্গের ন্যায়, রোষাবিষ্ট ভুজঙ্গের ন্যায় সমাগত হইয়া রাজা দুর্য্যোধনকে কহিতে লাগিল, হে মহারাজ! দুরাত্মা ভীমসেন যে আমার পরম বান্ধব হিড়িম্ব, বক ও কিম্মীরকে নিধন এবং আমাদিগকে ও অন্যান্য রাক্ষসগণকে পরাভব করিয়া হিড়িম্বারে বলাৎকার করিয়াছে,

তাহা আপনি অবগত আছেন ; অতএব আজি আমি কৃষ্ণ সহায় পাণ্ডবগণকে এবং সবান্ধব হিড়িম্বা তনয়কে হস্তী, অশ্ব ও রথের সহিত সংহার পূর্ব্বক অনুচরগণ সমভিব্যাহারে ভক্ষণ করিব বলিয়া স্বয়ং উপস্থিত হইয়াছি। এক্ষণে আপনি স্বীয় সৈন্যগণকে নিবারণ করুন ; আমি পাণ্ডবদিগের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইব।

হে মহারাজ ! ভ্রাতৃগণ পরিবৃত রাজা দুর্য্যোধন অলাযুধের সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া তাহারে কহিলেন, হে রাক্ষসেন্দ্র ! আমার সৈনিক পুরুষেরা সকলেই বৈরনির্য্যাতনে সমুৎসুক হইয়াছে ; ইহারা কখনই স্থিরচিত্তে অবস্থান করিতে সমর্থ হইবে না ; অতএব আমরা তোমারে তোমার সৈন্যগণের সহিত পুরোবর্ত্তী করিয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইব।

হে কুরুরাজ ! রাক্ষসেন্দ্র অলায়ুধ দুর্য্যোধনের বাক্য স্বীকার করিয়া ঘটোৎকচের রথ সদৃশ ভাস্বর রথে আরোহণ পূর্ব্বক রাক্ষসগণ সমভিব্যাহারে সত্বরে ভীমতনয়ের প্রতি ধাবমান হইল। উহার রথও ঘটোৎকচের ন্যায় নল্ল প্রমাণ, বহু তোরণে চিত্রিত ও ঋক্ষচর্ম্মে পরিবৃত ছিল। ঐ রথে মাংসশোণিতভোজী মহাকায় একশত অশ্ব সংযোজিত হইয়াছিল। উহাদের আকার হস্তীর ন্যায় এবং কণ্ঠস্বর রাসভের ন্যায়। ঐ রথের নির্ঘোষ মেঘগর্জ্জনের ন্যায় গভীর। ঘটোৎকচ সদৃশ মহাবল পরাক্রান্ত মহাবাহু অলায়ুধের বৃহৎকার্ম্মুকও ঘটোৎকচের শরাসনের ন্যায় সুদৃঢ় জ্যাসম্পন্ন, বাণ সকল সুবর্ণপুঙ্খ, সুশাণিত ও অক্ষপ্রমাণ এবং সূর্য্য ও অনল সদৃশ রথকেতুও গোমায়ুকুলে পরিরক্ষিত ছিল। উহার রূপও

ঘটোৎকচের অপেক্ষা ন্যূন ছিল না। রাক্ষসেন্দ্র অলায়ুধ দীপ্ত অঙ্গদ, উষ্ণীষ, মালা, কিরীট, খড়্গ, গদা, ভূষুণ্ডী, মুষল, হল, শরাসন এবং বারণ চর্ম্ম সদৃশ বর্ম্ম ধারণ পূর্ব্বক সেই অনল ভাস্বর রথে সমারূঢ় হইয়া পাণ্ডবসেনা বিদ্রাবিত করত সমরাঙ্গনে চপলা যুক্ত জলদের ন্যায় বিরাজিত হইল। ও দিকে পাণ্ডব পক্ষীয় মহাবল পরাক্রান্ত বর্ম্ম ও চর্ম্মধারী নরপতিগণও হৃষ্টচিত্তে চতুর্দ্দিকে যুদ্ধ করিতে লাগিলেন।

অষ্টসপ্তত্যধিক শততম অধ্যায়।

মহারাজ! যেরূপ প্লববিহীন ব্যক্তিগণ প্লবপ্রাপ্ত হইয়া সাগর পার হইবার মানসে আহ্লাদিত হয়, তদ্রূপ সমস্ত কৌরব ও দুর্য্যোধন প্রভৃতি আপনার পুত্রগণ সেই ভীমকর্ম্মা বীরপুরুষকে সমাগত দেখিয়া আনন্দিত হইলেন। কৌরব পক্ষীয় ভূপালগণ আপনাদিগের পুনর্জ্জন্ম বোধ করিয়াই যেন সেই স্বগণপরিবৃত সমাগত রাক্ষসেন্দ্র অলায়ুধকে স্বাগত প্রশ্ন করিয়া পূজা করিতে লাগিলেন।

হে মহারাজ! ঐ সময় কর্ণের সহিত ঘটোৎকচের অতি ভীষণ অলৌকিক সংগ্রাম উপস্থিত হইলে পাঞ্চাল ও অন্যান্য কৌরব পক্ষীয় ভূপাল বিস্ময়াপন্ন হইয়া তাঁহাদের বিক্রম দর্শন করিতে আরম্ভ করিলেন। দ্রোণ, কর্ণ ও অশ্বত্থামা প্রভৃতি বীরগণ সমরে ঘটোৎকচের অলৌকিক কার্য্য অবলোকন পূর্ব্বক অসম্ভ্রান্ত চিত্তে কৌরব সৈন্য সমুদায় বিনষ্ট হইল বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিলেন। আপনার সেনাগণ কর্ণের জীবনাশা পরিত্যাগ করিয়া হাহাকার করত নিতান্ত ভীত হইয়া উঠিল। তখন দুর্য্যোধন কর্ণকে সাতিশয় পীড়িত দেখিয়া

রাক্ষসেন্দ্র অলায়ুধকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, হে রাক্ষসেন্দ্র! কর্ণ ভীমতনয়ের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়া স্বীয় বলবীর্য্যের অনুরূপ কার্য্য করিতেছেন। ভীমসেনকুমার তথাপি মহাবীর নৃপতিগণকে গজভগ্ন পাদপের ন্যায় বিবিধ শস্ত্রে নিপীড়িত করিয়া নিহত করিয়াছে; অতএব আমি এক্ষণে তোমার প্রতি এই ভার অর্পণ করিলাম যে, তুমি বিক্রম প্রকাশ পূর্ব্বক ভীমপুত্রকে নিপাতিত কর। পাপাত্মা ঘটোৎকচ মায়াবল অবলম্বন পূর্ব্বক যেন কর্ণকে সংহার করিতে না পারে। মহাবল পরাক্রান্ত অলায়ুধ দুর্য্যোধনের বাক্য শ্রবণানন্তর যে আজ্ঞা মহাশয় বলিয়া ঘটোৎকচের প্রতি ধাবমান হইল। তখন ভীমকুমার কর্ণকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক শরনিকর দ্বারা সমাগত শত্রুরে নিপীড়িত করিতে লাগিলেন। তখন করণ্যে করিণীর নিমিত্ত মত্তমাতঙ্গ দ্বয়ের যেরূপ সংগ্রাম হইয়া থাকে, তদ্রূপ সেই রাক্ষস দ্বয়ের তুমুল যুদ্ধ উপস্থিত হইল। মহারথ কর্ণও ঐ অবসরে নিশাচর হইতে মুক্ত হইয়া সূর্য্যসমপ্রভ স্যন্দনে আরোহণ পূর্ব্বক ভীমসেনের প্রতি ধাবমান হইলেন। ভীমসেন স্বীয় পুত্রকে সিংহার্দ্দিত বৃষের ন্যায় অলায়ুধ শরে নিপীড়িত দেখিয়া কর্ণকে উপেক্ষা করিয়া অসংখ্য শর নিক্ষেপ করত রাক্ষসের রথাভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন। অলায়ুধ ভীমকে আগমন করিতে দেখিয়া ঘটোৎকচকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক তাঁহার অভিমুখে ধাবমান হইল। রাক্ষসান্তকারী বৃকোদর তদ্দর্শনে সহসা তাহার সম্মুখীন হইয়া শরবর্ষণ দ্বারা সেই স্বগণ পরিবেষ্টিত রাক্ষসকে আকীর্ণ করিলেন। তখন অলায়ুধ বারংবার তাঁহার উপর শিলাধৌত সরল শরনি-

কর বর্ষণ করিতে লাগিল। বিবিধাস্ত্রধারী ভীষণাকার রাক্ষসগণও জিগীষু হইয়া ভীমসেনের প্রতি ধাবমান হইল। মহাবল পরাক্রান্ত ভীমসেন রাক্ষসগণ কর্ত্তৃক এই রূপে তাড়িত হইয়া তাহাদিগের প্রত্যেককে নিশিত পাঁচ পাঁচ বাণে বিদ্ধ করিলেন। নিশাচরগণ ভীম শরে নিপীড়িত হইয়া ভীষণ চীৎকার করত দশ দিকে পলায়ন করিতে লাগিল। মহাবল অলায়ুধ নিশাচরগণকে ভীত দেখিয়া বেগে আগমন পূর্ব্বক ভীমসেনকে শরজালে সমাচ্ছন্ন করিল। ভীমসেন তীক্ষ্ণ শরনিকর দ্বারা তাহারে আহত করিতে লাগিলেন। অলায়ুধ ভীম নিক্ষিপ্ত শরনিকরের মধ্যে কতকগুলি ছেদন ও কতকগুলি গ্রহণ করিল। তখন ভীমসেন ভীম পরাক্রম রাক্ষসকে লক্ষ্য করিয়া এক অশনি সদৃশ গদা নিক্ষেপ করিলেন। নিশাচর গদা দ্বারা সেই ভীম নিক্ষিপ্ত জ্বালাকুল গদা তাড়িত করিলে উহা ভীমের প্রতি ধাবমান হইল। তখন ভীমসেন শরবর্ষণ করিয়া নিশাচরকে সমাচ্ছন্ন করিতে লাগিলেন। রাক্ষসও নিশিত শরনিকরে সেই শর সমুদায় ব্যর্থ করিয়া ফেলিল। ঐ সময় ভীষণাকার নিশাচরগণ অলায়ুধের আজ্ঞানুসারে কুঞ্জরগণকে বিনাশ করিতে লাগিল। সেই ভীষণ সংগ্রামে পাঞ্চাল ও সৃঞ্জয়গণ এবং হস্তী ও অশ্ব সমুদায় রাক্ষস শরে নিপীড়িত হইয়া নিতান্ত অসুস্থ হইয়া উঠিল।

হে মহারাজ! তখন মহাত্মা বাসুদেব সেই অতি ভয়াবহ ঘোর সংগ্রাম উপস্থিত দেখিয়া অর্জ্জুনকে কহিলেন, হে ধনঞ্জয়! ঐ দেখ, মহাবাহু ভীমসেন নিশাচরের বশীভূত হইয়াছে; তুমি কিছুমাত্র বিবেচনা না করিয়া শীঘ্র তাঁহার পদানুসরণে

প্রবৃত্ত হইয়া দ্রোণ পুরস্কৃত সৈন্যগণকে সংহার কর। ধৃষ্টদ্যুম্ন, শিখণ্ডী, যুধামন্যু, উত্তমৌজা ও মহারথ দৌপদীতনয়গণ কর্ণের প্রতি ধাবমান হউক এবং বলবীর্য্যশালী নকুল, সহদেব ও যুযুধান তোমার শাসনে অন্যান্য রাক্ষসগণকে সংহার করুক। এক্ষণে অতি ভয়ানক সময় উপস্থিত হইয়াছে। হে মহারাজ! মহাবাহু কৃষ্ণ এই কথা কহিলে মহারথগণ তাঁহার আজ্ঞাক্রমে কর্ণ ও নিশাচরগণের প্রতি ধাবমান হইলেন।

অনন্তর প্রবলপ্রতাপ অলায়ুধ আশীবিষোপম শরনিকর দ্বারা ভীমসেনের শরাসন ছেদন করিয়া নিশিত শরে তাঁহার অশ্ব সমুদায় ও সারথিরে সংহার করিল। তখন বৃকোদর অশ্বহীন ও সারথি বিহীন হইয়া রথ হইতে অবতরণ পূর্ব্বক চীৎকার করত অলায়ুধের প্রতি ভয়ঙ্কর গদা পরিত্যাগ করিলেন। রাক্ষস গদাপ্রহারে সেই ভীম নিক্ষিপ্ত ভীষণ-নির্ঘোষ মহাগদা চূর্ণ করিয়া সিংহনাদ করিতে লাগিল। ভীমসেন অলায়ুধের সেই ভয়ঙ্কর কার্য্য অবলোকন করিয়া আহ্লাদিত চিত্তে অন্য গদা নিক্ষেপ করিলেন। এই রূপে সেই বীর দ্বয়ের তুমুল যুদ্ধ হইতে লাগিল। গদানিপাত শব্দে ভূমণ্ডল কম্পিত হইয়া উঠিল। পরিশেষে তাহারা গদা পরিত্যাগ পূর্ব্বক পরস্পরের উপর বজ্রসম মুষ্টি প্রহার এবং যদৃচ্ছালব্ধ ধ্বজ, রথচক্র, যুগ, অক্ষ, অধিষ্ঠান ও অলঙ্কারাদি নিক্ষেপ করিতে আরম্ভ করিলেন। তৎপরে উভয়ে রুধিরমোক্ষণ পূর্ব্বক মত্তমাতঙ্গ দ্বয়ের ন্যায় পরস্পরকে আকর্ষণ করিতে লাগিলেন। পাণ্ডব হিতৈষী হৃষীকেশ তদ্দর্শনে ভীমসেনের উদ্ধারার্থ ঘটোৎকচকে প্রেরণ করিলেন।

একোনাশীত্যধিক শততম অধ্যায়।

হে মহারাজ! মহাত্মা বাসুদেব ভীমসেনকে রাক্ষসগ্রস্ত নিরীক্ষণ করিয়া ঘটোৎকচকে কহিলেন, হে মহাবাহো! ঐ দেখ, রাক্ষসেন্দ্র অলায়ুধ তোমার এবং সমস্ত সৈন্যগণের সমক্ষে বৃকোদরকে পরাভব করিতেছে; অতএব তুমি সত্বরে কর্ণকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক অলায়ুধের নিকট গমন পূর্ব্বক অগ্রে তাহারে বিনাশ কর; পরে সূতপুত্রের বধ সাধন করিবে।

তখন মহাবীর ঘটোৎকচ বাসুদেবের বাক্যানুসারে কর্ণকে পরিত্যাগ করিয়া বকভ্রাতা রাক্ষসেন্দ্র অলায়ুধের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল। অনন্তর দুই রাক্ষসের তুমুল সংগ্রাম হইতে লাগিল। বিকট দর্শন অলায়ুধের যোধগণ শরাসন গ্রহণ পূর্ব্বক মহাবেগে ধাবমান হইল। গৃহীতাস্ত্র মহারথ সাত্যকি, নকুল ও সহদেব তদ্দর্শনে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া নিশিত শরনিকরে তাহাদিগের কলেবর বিদীর্ণ করিতে লাগিলেন। এ দিকে মহাবীর অর্জ্জুনও ক্ষত্রিয় পুঙ্গবদিগকে শরনিকরে নিরাকৃত করিতে আরম্ভ করিলেন। ঐ সময় ধৃষ্টদ্যুম্ন ও শিখণ্ডী প্রভৃতি পাঞ্চাল বংশীয় মহারথগণ সূতপুত্র কর্ত্তৃক বিদ্রাবিত হইলে ভীম পরাক্রম ভীমসেন শরবর্ষণ করত দ্রুতবেগে তাঁহার প্রতি ধাবমান হইলেন। তখন মহাবীর নকুল, সহদেব এবং মহারথ সাত্যকি রাক্ষসদিগকে শমন সদনে প্রেরণ পূর্ব্বক প্রত্যাগত হইয়া কর্ণের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। পাঞ্চালগণও দ্রোণের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইলেন।

হে মহারাজ! এ দিকে রাক্ষসেন্দ্র অলায়ুধ অরাতিপাতন

ঘটোৎকচের মস্তকে এক বৃহদাকার পরিঘ নিক্ষেপ করিল। মহাবল পরাক্রান্ত ভীমতনয় সেই পরিঘের আঘাতে মূর্চ্ছিত হইয়া ক্ষণকাল নিস্তব্ধ ভাবে রহিল এবং অনতিবিলম্বেই অলায়ুধের রথ লক্ষ্য করিয়া এক শত ঘণ্টা সমলঙ্কৃত, দীপ্তাগ্নি সদৃশ, কাঞ্চনমণ্ডিত গদা নিক্ষেপ করিল। সেই গদার আঘাতে অলায়ুধের অশ্ব, সারথি ও মহাস্বন রথ চূর্ণ হইয়া গেল। তখন রাক্ষসেন্দ্র অলায়ুধ সেই অশ্ব, চক্র ও অক্ষ বিহীন, বিশীর্ণধ্বজ, ভগ্নকূবর রথ হইতে ঊর্দ্ধে উত্থিত হইয়া রাক্ষসী মায়া অবলম্বন পূর্ব্বক রুধির বর্ষণ করিতে আরম্ভ করিল। ঐ সময় নভোমণ্ডল বিদ্যুদ্দামরঞ্জিত নিবিড় জলধর পটলে সমাচ্ছন্ন হইল এবং অনবরত বজ্রনিপাত নির্ঘোষ ও ভীষণ চট্ চটা শব্দ হইতে লাগিল। মহাবীর হিড়িম্বাতনয় সেই অলায়ুধ বিহিত মায়া অবলোকন পূর্ব্বক ঊর্দ্ধে সমুত্থিত হইয়া স্বীয় মায়া প্রভাবে তাঁহার মায়া ধ্বংস করিল। মায়াবী মহাবীর অলায়ুধ স্বীয় মায়া প্রতিহত নিরীক্ষণ করিয়া ঘটোৎকচের উপর ঘোরতর প্রস্তর বৃষ্টি করিতে লাগিল। ভীম পরাক্রম ভীমতনয় শরনিকরে সেই ভয়ানক প্রস্তরবৃষ্টি নিরাকৃত করিল; তদ্দর্শনে সকলেই চমৎকৃত হইল। অনন্তর সেই বীর দ্বয় পরস্পরের উপর লৌহময় পরিঘ, শূল, গদা, মুষল, মুদ্গর, পিনাক, করবাল, তোমর, প্রাস, কম্পন, নারাচ, নিশিত ভল্ল, শর, চক্র, পরশু, গজসন্নাহ, ভিন্দিপাল, গোশীর্ষ, উলূখল এবং মহাশাখা সমাকীর্ণ পুষ্পিত শমী, তাল, করীর, চম্পক, ইঙ্গুদী, বদরী, রক্তকাঞ্চন, অরিমেদ, বট, অশ্বত্থ ও পিপ্পল প্রভৃতি বিবিধ বৃক্ষ ও গৈরিকাদি ধাতু সমাযুক্ত নানাবিধ পর্ব্বত শৃঙ্গ

সকল নিক্ষেপ করিতে লাগিল। ঐ সকল অস্ত্র শস্ত্রের সংঘর্ষণে বজ্রনিষ্পেষণের ন্যায় মহাশব্দ সমুত্থিত হইল। হে মহারাজ! পূর্ব্বকালে কপিরাজ বালি ও সুগ্রীবের যেরূপ সংগ্রাম হইয়াছিল, এক্ষণে মহাবীর ঘটোৎকচ ও অলায়ুধের তদ্রূপ ঘোরতর যুদ্ধ হইতে লাগিল। তখন সেই বীর দ্বয় করে করবারি গ্রহণ পূর্ব্বক পরস্পরের উপর নিক্ষেপ করিয়া পরিশেষে মহাবেগে ধাবমান হইয়া পরস্পরের কেশ গ্রহণ করিল। তখন তাহাদের গাত্র হইতে জলধরের ন্যায় স্বেদজল ও রুধিরধারা বিগলিত হইতে লাগিল। অনন্তর মহাবীর হিড়িম্বাতনয় বল পূর্ব্বক অলায়ুধকে উদ্ভ্রামিত করিয়া তাহার কুণ্ডল বিভূষিত মস্তক ছেদন পূর্ব্বক ঘোরতর সিংহনাদ পরিত্যাগ করিতে আরম্ভ করিল। তখন পাঞ্চাল ও পাণ্ডবগণ সেই বকবন্ধু অলায়ুধকে নিহত নিরীক্ষণ করিয়া ভীষণ সিংহনাদ করিতে লাগিলেন। পাণ্ডব পক্ষে সহস্র সহস্র ভেরী ও অযুত অযুত শঙ্খ বাদিত হইল। হে মহারাজ! দীপমালা বিভূষিত রজনী পাণ্ডবগণের অতীব বিজয়াবহ হইয়া উঠিল। অনন্তর মহাবল পরাক্রান্ত ভীমতনয় অলায়ুধের মস্তক লইয়া দুর্য্যোধন সমীপে নিক্ষেপ করিল। রাজা দুর্য্যোধন রাক্ষসেন্দ্রকে নিহত অবলোকন করিয়া সৈন্যগণের সহিত সাতিশয় বিমনায়মান হইলেন। মহাবীর অলায়ুধ পূর্ব্ববৈর স্মরণ পূর্ব্বক দুর্য্যোধনের সমীপে আগমন করিয়া ভীমসেনকে সংহার করিতে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল। দুর্য্যোধনও তাহার প্রতিজ্ঞা শ্রবণে ভীমকে অলায়ুধের হস্তে নিহত ও ভ্রাতৃগণকে দীর্ঘজীবী বলিয়া স্থির করিয়াছিলেন; কিন্তু এক্ষণে অলায়ুধকে

ঘটোৎকচের হস্তে নিহত দেখিয়া ভীমসেনের দুঃশাসন প্রভৃতি ধার্ত্তরাষ্ট্রগণের সংহার রূপ প্রতিজ্ঞা সফল হইবে বলিয়া স্থির করিলেন।

অশীত্যধিক শততম অধ্যায়।

হে মহারাজ! এইরূপে রাক্ষসরাজ ঘটোৎকচ অলায়ুধকে বিনাশ করিয়া হৃষ্টমনে সেনামুখে অবস্থান পূর্ব্বক সিংহনাদ পরিত্যাগ করিতে লাগিল। সৃঞ্জয়গণ সেই ভয়ঙ্কর শব্দ শ্রবণে কম্পিত হইয়া উঠিল। আপনার পক্ষীয় বীরগণ সেই ভীমতনয়ের ভীষণ শব্দ শ্রবণ করিয়া সাতিশয় ভীত হইল। অনন্তর ঐ সময় মহাবীর কর্ণ পাঞ্চালগণের প্রতি ধাবমান হইয়া দৃষ্টদ্যুম্ন ও শিখণ্ডীরে লক্ষ্য করিয়া আকর্ণপূর্ণ নতপর্ব্ব দশ দশ বাণে বিদ্ধ করিলেন এবং নারাচ নিকর বিস্তার পূর্ব্বক যুধামন্যু, উত্তমৌজা ও সাত্যকিরে বিকম্পিত করিতে লাগিলেন। তখন তাঁহারাও দক্ষিণ ও বামহস্তে শরনিকর পরিত্যাগ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তৎকালে তাঁহাদিগের কার্ম্মুক সকল কেবল মণ্ডলাকার লক্ষিত হইতে লাগিল। তাঁহাদের জ্যানির্ঘোষ, তলধ্বনি ও রথচক্রের ঘর্ঘর শব্দ বর্ষাকালীন মেঘগর্জ্জনের ন্যায় নিতান্ত তুমুল হইয়া উঠিল। ঐ সময় রণস্থল জলদের ন্যায় শোভমান হইল। জ্যা ও চক্রের ধ্বনি উহার গভীর নিস্বন; কার্ম্মুক বিদ্যুদ্দাম ও শরজাল বারিধারা তুল্য প্রতীয়মান হইতে লাগিল। তখন আপনার পুত্রগণের হিতানুষ্ঠান নিরত মহাবীর কর্ণ সমরাঙ্গনে শৈলের ন্যায় অপ্রকম্পিত ভাবে অবস্থান পূর্ব্বক সেই অদ্ভুত শরবর্ষণ নিবারণ করিয়া অশনি সদৃশ তোমর ও শাণিত শরনিকরে

শত্রুগণকে সমাহত করিতে আরম্ভ করিলেন। তাঁহার শরাঘাতে কাহার ধ্বজদণ্ড খণ্ড খণ্ড, কাহার কলেবর ছিন্ন ভিন্ন, কেহ সারথি শূন্য এবং কেহ বা অশ্ব শূন্য হইল। এইরূপে সেই বীরগণ সূতপুত্রের ভীষণ শরে সমাহত ও নিতান্ত অসুস্থ হইয়া ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের সৈন্য মধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন। ঐ সময় মহাবীর ঘটোৎকচ তাঁহাদিগকে ছিন্নভিন্ন ও সমর পরাঙ্মুখ দেখিয়া ক্রোধে একান্ত অধীর হইয়া উঠিল এবং সিংহনাদ পরিত্যাগ পূর্ব্বক সেই সুবর্ণ ও রত্নখচিত রথারোহণে কর্ণ সন্নিধানে সমুপস্থিত হইয়া তাঁহারে বজ্রসঙ্কাশ শরনিকরে বিদ্ধ করিতে লাগিল। তৎপরে সেই দুই মহাবীর কর্ণি, নারাচ, নালীক, দণ্ড, অশনি, বৎসদন্ত, বরাহকর্ণ, বিপাঠ, শৃঙ্গ ও ক্ষুরপ্রাস্ত্র দ্বারা নভোমণ্ডল সমাচ্ছন্ন করিয়া ফেলিলেন। সেই তির্য্যক্‌গত, সুবর্ণপুঙ্খ শরজাল গগনমণ্ডলে বিচিত্র কুসুম মালার ন্যায় সুশোভিত হইতে লাগিল। এই রূপে সেই অপ্রমিত প্রভাব বীর দ্বয় অস্ত্রজাল বিস্তার পূর্ব্বক সমভাবে পরস্পরকে প্রহার করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তৎকালে তাহাদিগের কিছুমাত্র ইতর বিশেষ লক্ষিত হইল না। তখন রাহু ও ভাস্করের ন্যায় সেই বীর দ্বয়ের শরনিকর সঙ্কুল, অদ্ভুত, ভয়ঙ্কর সংগ্রাম হইতে লাগিল। হে মহারাজ! ঐ সময় রাক্ষসরাজ ঘটোৎকচ কর্ণকে কোনক্রমে অতিক্রম করিতে না পারিয়া এক সুতীক্ষ্ণ অস্ত্র আবিষ্কৃত করিয়া তাঁহার অশ্ব ও সারথিরে বিনাশ পূর্ব্বক অবিলম্বে অন্তর্হিত হইল।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে সঞ্জয়! সেই কূটযোধী নিশাচর

অন্তর্হিত হইলে আমার পক্ষীয় বীরগণ তৎকালে কি রূপ বিবেচনা করিলেন, তুমি উহা কীর্ত্তন কর।

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! কৌরবগণ রাক্ষসরাজ ঘটোৎকচকে অন্তর্হিত অবলোকন করিয়া মুক্তকণ্ঠে কহিতে লাগিলেন, এইবার কূটযোধী ঘটোৎকচ নিঃসন্দেহ কর্ণকে সংহার করিবে। কৌরবগণ এই কথা কহিলে কর্ণ লঘুহস্ততা প্রদর্শন পূর্ব্বক শরজালে চতুর্দ্দিক সমাচ্ছন্ন করিলেন। তন্নিক্ষিপ্ত শরনিকরে নভোমণ্ডল গাঢ়তর তিমিরে পরিবৃত হইলে সকল জীব জন্তুই অদৃশ্য হইল। ঐ সময় মহাবীর কর্ণ যে, কখন শর গ্রহণ, কখন শর সন্ধান ও কখনই বা তুণীরস্পর্শ করিতে লাগিলেন, তাহা কিছুই দৃষ্টিগোচর হইল না। অনন্তর রাক্ষসরাজ ঘটোৎকচ অন্তরীক্ষে ভয়ঙ্কর রাক্ষসীমায়া প্রকাশ করিল। সেই মায়া প্রভাবে নভোমণ্ডলে দেদীপ্যমান অগ্নিশিখা সদৃশ লোহিত মেঘ সমুত্থিত হইল। সেই মেঘ হইতে সহস্র দুন্দুভিনিনাদ সদৃশ, নির্ঘোষ সম্পন্ন, অসংখ্য বিদ্যুৎ ও প্রজ্বলিত মহোল্কা সকল প্রাদুর্ভূত এবং নিশিত শর, শক্তি, প্রাস, মুষল, পরশু, খড়্গ, পট্টিশ, তোমর, পরিঘ, লৌহবদ্ধ গদা, শাণিত শূল, শতঘ্নী, প্রকাণ্ড শিলাখণ্ড, সহস্র সহস্র অশনি, বজ্র, চক্র ও বহু সংখ্য ক্ষুর চতুর্দ্দিকে নিপতিত হইতে লাগিল। মহাবীর কর্ণ শরনিকর বর্ষণ পূর্ব্বক সেই শস্ত্রবৃষ্টি নিবারণ করিতে সমর্থ হইলেন না। তখন কৌরব পক্ষীয় অশ্ব সকল শরাহত, মাতঙ্গগণ বজ্রাহত ও রথ সমুদায় শস্ত্রাহত হইয়া ভূতলে নিপতিত হইতে লাগিল। উহাদের পতনকালে ঘোরতর শব্দ সমুত্থিত হইল। রাজা দুর্য্যোধনের সৈন্যগণ

সেই নানাবিধ আয়ুধের আঘাতে নিতান্ত নিপীড়িত হইয়া ইতস্তত ভ্রমণ করিতে লাগিল এবং একান্ত বিষণ্ণ ও মুমূর্ষু প্রায় হইয়া হাহাকার করিতে আরম্ভ করিল ; কিন্তু মহাবীর-গণ আর্য্যস্বভাব বশত তৎকালে সমর পরিত্যাগ করিলেন না।

হে মহারাজ! তখন আপনার পুত্ত্রগণ সেই রাক্ষসকৃত ঘোরতর শস্ত্রবৃষ্টি নিপতিত ও সৈন্যগণকে বিনষ্ট দেখিয়া নিতান্ত ভীত হইলেন। যোধগণ হুতাশনের ন্যায় প্রদীপ্ত জিহ্ব শত শত শিবাগণকে ঘোর চীৎকার ও রাক্ষসগণকে ভীষণ সিংহনাদ করিতে দেখিয়া সাতিশয় ব্যথিত হইতে লাগিলেন। তখন সেই দীপ্তানন, দীপ্তজিহ্ব, তীক্ষ্ণদংষ্ট্র, শৈল সদৃশ কলেবর, নিতান্ত ভয়ঙ্কর রাক্ষসগণ নভোমণ্ডলে আরোহণ ও শক্তি গ্রহণ পূর্ব্বক বারিধারা বর্ষী জলধরের ন্যায় শোভা ধারণ করিল। আপনার সৈন্যগণ সেই রাক্ষস-গণের শর, শক্তি, শূল, গদা, পরিঘ, বজ্র, পিনাক, অশনি, চক্র ও শতঘ্নী দ্বারা বিমথিত হইয়া ভূতলে নিপতিত হইতে লাগিল! রাক্ষসগণ আপনার সৈন্যগণের প্রতি অনবরত শূল, অংশু, শুণ্ড, অশ্ম, গুড়, শতঘ্নী এবং লৌহ ও পট্টসন্নদ্ধ স্থূণ সকল পরিত্যাগ করিতে আরম্ভ করিল। তখন সকলেই মোহে একান্ত আক্রান্ত ও অভিভূত হইল। বীরগণ বিশীর্ণ অস্ত্র, চূর্ণ মস্তক ও চূর্ণ কলেবর হইয়া ভূতলে শয়ন করিতে লাগিলেন। অশ্বগণ ছিন্ন, কুঞ্জরগণ প্রমথিত ও রথ সমুদায় শিলাঘাতে নিষ্পিষ্ট হইয়া গেল। হে মহারাজ! ঘোররূপ নিশাচরগণ এই রূপে অনবরত অস্ত্র বর্ষণ করিতে আরম্ভ করিলে ভীত বা প্রাণ রক্ষার্থ প্রার্থনা পরতন্ত্র ব্যক্তিগণও

নিষ্কৃতি লাভ করিতে সমর্থ হইলেন না। এই রূপে সেই কালকৃত কুরুকুল ক্ষয় ও ক্ষত্রিয়গণের অভাব কাল সমুপস্থিত হইলে কৌরবগণ ছিন্নভিন্ন ও পলায়ন পরায়ণ হইয়া মুক্তকণ্ঠে কহিতে লাগিলেন, হে কৌরবগণ! তোমরা এক্ষণে পলায়ন কর; আর নিস্তার নাই। দেবরাজ ইন্দ্র দেবগণের সহিত সমবেত হইয়া পাণ্ডবগণের উপকার সাধনার্থ আমাদিগকে সংহার করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। হে মহারাজ! কৌরবগণ এই রূপ ঘোরতর বিপদ্ সাগরে নিমগ্ন হইলে কোন ব্যক্তিই দ্বীপস্বরূপ হইয়া তাঁহাদিগকে আশ্রয় প্রদান করিতে সমর্থ হইলেন না। এই রূপে সেই তুমুল সংগ্রাম সমুপস্থিত এবং কৌরব সৈন্যগণ ছিন্নভিন্ন হইয়া চতুর্দ্দিকে ধাবমান হইলে রণস্থলে কে কৌরবপক্ষীয় আর কেই বা পাণ্ডবপক্ষীয় কিছুই অবগত হইতে পারিলাম না। চতুর্দ্দিক্ শূন্যময় বোধ হইতে লাগিল। তৎকালে কেবল একমাত্র কর্ণ অস্ত্রজালে সমাচ্ছন্ন হইয়া রণস্থলে অবস্থান করিতে লাগিলেন। তিনি সেই রাক্ষসের মায়া প্রতিহত করিবার নিমিত্ত ঘোরতর যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া অন্তরীক্ষ শরনিকরে সমাচ্ছন্ন করত দুষ্কর ক্ষত্রিয়োচিত কার্য্য অনুষ্ঠান করিলেন। তিনি তৎকালে কিছুতেই বিমোহিত হইলেন না। তখন সৈন্ধব ও বাহ্লিকগণ ভীতচিত্তে কর্ণকে অবিমোহিত নিরীক্ষণ করিয়া অসঙ্কুচিত চিত্তে তাঁহার প্রশংসা করত রাক্ষসরাজ ঘটোৎকচের বিজয় ব্যাপার অবলোকন করিতে লাগিলেন।

ইত্যবসরে মহাবীর ঘটোৎকচ এক চক্রযুক্ত শতঘ্নী নিক্ষেপ করিয়া এককালে কর্ণের চারি অশ্ব বিনষ্ট করিল। অশ্বগণ

গতাসু এবং দশন, অক্ষি ও জিহ্বা শূন্য হইয়া জানু দ্বয় সঙ্কুচিত করত ভূতলে নিপতিত হইল। তখন মহাবীর কর্ণ সেই হতাশ্ব রথ হইতে অবতরণ পূর্ব্বক কৌরবগণকে পলায়মান ও ঘটোৎকচের মায়া প্রভাবে স্বীয় দিব্যাস্ত্র নিহতনিরীক্ষণ করিয়াও অবিচলিত চিত্তে তৎকালোচিত কার্য্য চিন্তা করিতে লাগিলেন। ঐ সময় সমস্ত কৌরবগণ সেই ভয়ঙ্কর মায়া দর্শন করিয়া কর্ণকে কহিলেন, হে সূতনন্দন! এই সমস্ত কৌরব সৈন্য বিনষ্ট হইতেছে; অতএব তুমি সত্বরে এই নিশীথ সময়ে সেই বাসবদত্ত শক্তি দ্বারা নিশাচরকে সংহার কর। ভীমসেন ও অর্জ্জুন আমাদের কি করিবে? আজি বীরগণ এই ঘোর সংগ্রামে নিশাচরের হস্ত হইতে মুক্ত হইলে অনায়াসে পাণ্ডবগণের সহিত যুদ্ধ করিতে পারিবেন। অতএব তুমি অবিলম্বে শক্তি দ্বারা এই দুরাশয় রাক্ষসের প্রাণ সংহার কর। ইন্দ্রতুল্য কৌরবগণ যেন এই রাত্রিযুদ্ধে সৈন্যগণ সমভিব্যাহারে বিনষ্ট না হন।

হে মহারাজ! তখন মহাবীর কর্ণ সেই নিশীথ সময়ে সৈন্যগণকে শঙ্কিত দর্শন ও কৌরবগণের ভয়ঙ্কর কোলাহল শ্রবণ করিয়া ঘটোৎকচের বিনাশার্থ সেই ইন্দ্রপ্রদত্ত শক্তি পরিত্যাগ করিতে অভিলাষী হইলেন। পূর্ব্বে সুররাজ ইন্দ্র কর্ণের কুণ্ডল দ্বয় গ্রহণ পূর্ব্বক উহাঁরে ঐশক্তি প্রদান করেন। মহাবীর কর্ণ অর্জ্জুনকে বিনাশ করিবার নিমিত্ত বহুদিন অতি যত্ন সহকারে উহা রক্ষা করিয়াছিলেন। এক্ষণে তিনি ঘটোৎকচের অমিত পরাক্রম সহ্য করিতে অসমর্থ হইয়া তাহার বিনাশ বাসনায় সেই পাশযুক্ত, যমের ভগিনীর ন্যায়, অন্ত-

কের জিহ্বার ন্যায় প্রদীপ্ত, ভীষণ শক্তি গ্রহণ করিলেন। ভীমসেনকুমার সেই কর্ণ বাহুস্থিত অরাতি নিপাতন প্রজ্বলিত শক্তি সন্দর্শনে ভীত হইয়া বিন্ধ্যপর্ব্বতের পাদ সদৃশ কলেবর ধারণ পূর্ব্বক পলায়ন করিতে লাগিল। অন্তরীক্ষস্থিত প্রাণিগণ সেই ভয়ঙ্কর শক্তি দর্শন করিয়া ভীষণ শব্দ করিতে আরম্ভ করিল। ঐ সময় প্রচণ্ড বায়ু প্রবাহিত ও সনির্ঘাত অশনি নিপতিত হইতে লাগিল। হে মহারাজ! মহাবীর সূতপুত্র সেই শত্রুঘাতিনী শক্তি নিক্ষেপ করিবা মাত্র উহা ঘটোৎকচের মায়া ভস্মীকৃত করিয়া তাহার হৃদয় ভেদ পূর্ব্বক ঊর্দ্ধমুখে নক্ষত্রমালার অন্তর্গত হইল।

এই রূপে ভীমসেনকুমার মহাবীর ঘটোৎকচ বিচিত্র বিবিধাস্ত্র দ্বারা মহাবল পরাক্রান্ত রাক্ষস ও মনুষ্যগণের সহিত সংগ্রাম ও অন্যান্য বিবিধ আশ্চর্য্য কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া অসংখ্য শত্রু সংহার পূর্ব্বক পরিশেষে বাসবদত্ত শক্তির আঘাতে অতিভীষণ চীৎকার করত প্রাণত্যাগ করিল। ভীমকর্ম্মা ভীমতনয় সূতপুত্রের ভীষণ শক্তির আঘাতে মর্ম্মাহত হইয়া যে স্থানে নিপতিত হইল, তত্রত্য এক অক্ষৌহিণী কৌরবসৈন্য তাহার দেহভরে বিপোথিত হইয়া গেল। হে মহারাজ! নিশাচর এইরূপে হতজীবিত হইয়াও স্বীয় প্রকাণ্ড শরীর দ্বারা অপনার বহু সংখ্য সৈন্য সংহার করিয়া পাণ্ডবগণের প্রিয়কার্য্য সাধন করিল। অনন্তর কৌরবগণ মহাবীর ঘটোৎকচকে নিহত ও তাহার মায়া বিনষ্ট অবলোকন করিয়া পরমাহ্লাদে সিংহনাদ, শঙ্খনিস্বন এবং ভেরী, মুরজ ও আনকের নিনাদ করিতে লাগিলেন। পূর্ব্বে দেবরাজ যেমন বৃত্রা-

সুরকে সংহার করিয়া সুরগণ কর্ত্তৃক পূজিত হইয়াছিলেন, তদ্রূপ কর্ণ ঘটোৎকচের প্রাণ সংহার পূর্ব্বক কৌরবগণ কর্ত্তৃক পূজিত হইয়া দুর্য্যোধনের রথে আরোহণ করত স্বীয় সৈন্য মধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন।

একাশীত্যধিক শততম অধ্যায়।

হে মহারাজ! মহাত্মা পাণ্ডবগণ মহাবীর হিড়িম্বাতনয়কে নিহত ও পর্ব্বতের ন্যায় নিপতিত নিরীক্ষণ করিয়া শোকে বাষ্পাকুল নেত্র হইলেন; কিন্তু অসাধারণ ধীশক্তি সম্পন্ন বাসুদেব হর্ষসাগরে নিমগ্ন হইয়া পাণ্ডবগণকে ব্যথিত করত সিংহনাদ পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। তিনি রথরশ্মি সংযত করিয়া অর্জ্জুনকে আলিঙ্গন পূর্ব্বক বাতোদ্ধৃত বনস্পতির ন্যায় রথোপরি নৃত্য আরম্ভ করিলেন এবং অনতিবিলম্বেই পুনর্ব্বার অর্জ্জুনকে আলিঙ্গন করিয়া বারংবার আস্ফোটন পূর্ব্বক পুনর্ব্বার সিংহনাদ পরিত্যাগে প্রবৃত্ত হইলেন।

হে মহারাজ! ঐ সময়ে মহাবীর অর্জ্জুন কেশবকে সাতিশয় হৃষ্ট সন্দর্শন করিয়া উৎকণ্ঠিত চিত্তে কহিলেন, হে মধুসূদন! আমাদিগের প্রধানতম সৈন্যগণ ও আমরা সকলেই হিড়িম্বাতনয়কে নিহত নিরীক্ষণ করিয়া অতিশয় শোকার্ত্ত হইয়াছি; কিন্তু তুমি সাতিশয় আহ্লাদ প্রকাশ করিতেছ। তোমার এই অনুপযুক্ত সময়ে আহ্লাদ প্রকাশ সমুদ্র শোষের ন্যায় ও মেরু সঞ্চালনের ন্যায় নিতান্ত আশ্চর্য্য বোধ হইতেছে। যাহা হউক, তোমার এই আহ্লাদের অবশ্যই কোন মহৎ কারণ আছে। যদি উহা গোপনীয় না হয়, তাহা হইলে যথাবৎ কীর্ত্তন কর; উহা শুনিতে আমার নিতান্ত বাসনা হইয়াছে।

বাসুদেব কহিলেন, হে ধনঞ্জয়! আমি যে জন্য সাতিশয় আহ্লাদিত হইয়াছি, তাহা কহিতেছি, শ্রবণ কর। মহাবীর কর্ণ আজি ঘটোৎকচের উপর বাসবদত্ত শক্তি নিক্ষেপ করিয়া আমাদের অতিশয় প্রীতিকর কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছে। হে ধনঞ্জয়! তুমি এখন কর্ণকে সমর ভূমিতে নিপতিত বলিয়া বোধ কর। এই পৃথিবী মধ্যে এমন কোন বীরপুরুষ নাই যে, কার্ত্তিকেয় সদৃশ শক্তিধারী সূতপুত্রের অভিমুখে অবস্থান করিতে পারে; কিন্তু আমাদের ভাগ্যক্রমে কর্ণের কবচ ও কুণ্ডল অপহৃত হইয়াছে এবং অদ্য উহার শক্তিও ঘটোৎকচের উপর নিক্ষিপ্ত ও উহার নিকট হইতে অপসৃত হইল। সূতপুত্রের কবচ এবং কুণ্ডল থাকিলে ঐ বীর একাকীই সুরগণের সহিত ত্রিলোক পরাজয় করিতে সমর্থ হইত। কি দেবরাজ কি কুবের কি বরুণ কি যম কেহই কর্ণ সমীপে অবস্থান করিতে সমর্থ হইতেন না। তুমি গাণ্ডীব এবং আমি সুদর্শন চক্র উদ্যত করিয়াও উহারে পরাজিত করিতে পারিতাম না; কিন্তু দেবরাজ ইন্দ্র তোমার হিত সাধনার্থ কর্ণকে কবচ ও কুণ্ডল বিহীন করিয়াছেন। মহাবীর রাধেয় পূর্ব্বে কবচ ও কুণ্ডল দ্বয় ছেদন করিয়া পুরন্দরকে প্রদান করাতে বৈকর্ত্তন নামে বিখ্যাত হইয়াছে। আজি কর্ণকে মন্ত্র বল শিথিলিত ক্রুদ্ধ আশীবিষের ন্যায়, স্নিগ্ধজ্বাল অনলের ন্যায় বোধ হইতেছে। মহারথ কর্ণ যে দিন ইন্দ্রের নিকট কবচ ও কুণ্ডল দ্বয়ের বিনিময়ে শক্তি প্রাপ্ত হইয়াছে সেই দিন অবধি ঐ মহাবীর উহা দ্বারা তোমারে বিনাশ করিবে বলিয়া স্থির করিয়াছিল। এক্ষণে ঐ বীর শক্তি শূন্য হইয়াছে; উহা হইতে

তোমার আর কিছুমাত্র শঙ্কা নাই। যাহা হউক, হে ধনঞ্জয়! আমি শপথ করিয়া বলিতেছি যে, কর্ণ এক্ষণে শক্তি শূন্য হইলেও তুমি ভিন্ন অন্য কেহই উহারে বিনাশ করিতে সমর্থ হইবে না। কর্ণ নিয়ত ব্রহ্মানুষ্ঠান তৎপর, সত্যবাদী, তপস্বী, ব্রতচারী এবং অরাতিগণেরও প্রতি দয়াবান বলিয়া বৃষ নামে বিখ্যাত হইয়াছে। ঐ মহাবাহু রণদক্ষ এবং নিরন্তর শরাসন উদ্যত করত কেশরী যেমন বন মধ্যে মত্ত মাতঙ্গগণকে মদবিহীন করে, তদ্রূপ মহারথগণকে মদহীন করিয়া মধ্যাহ্ন কালীন শারদ মার্ত্তণ্ডের ন্যায় যোধগণের দুর্দ্দর্শনীয় হইয়া সমরাঙ্গনে বিচরণ করিয়া থাকে। ঐ মহাবীর বর্ষাকালীন বারিধারা বর্ষী জলধরের ন্যায় শরনিকর বর্ষণে প্রবৃত্ত হইলে ত্রিদশগণও শরজাল বিস্তার করিয়া উহারে পরাজয় করিতে সমর্থ হন না। উহার শর প্রভাবে তাঁহাদিগেরই শরীর হইতে মাংস ও শোণিত বিগলিত হইতে থাকে; কিন্তু এক্ষণে সূতপুত্র কবচ; কুণ্ডল ও বাসবদত্ত শক্তি বিহীন হইয়া সামান্য মনুষ্যের ন্যায় অবস্থান করিতেছে। এক্ষণে কর্ণের বধোপায় অবধারণ করিয়া দিতেছি, শ্রবণ কর। সূতপুত্রের রথচক্র নিমগ্ন হইলে সেই ছিদ্রে আমার সঙ্কেত অবগত হইয়া সাবধানে উহারে বিনাশ করিবে। কর্ণ উদ্যতায়ুধ হইয়া সংগ্রামে নিযুক্ত থাকিলে বজ্রায়ুধ বাসবও উহারে পরাজয় করিতে সমর্থ হননা। যাহা হউক, হে ধনঞ্জয়! আমিই তোমার হিতার্থ বিবিধ উপায় উদ্ভাবন পূর্ব্বক ক্রমে ক্রমে মহাবল পরাক্রান্ত জরাসন্ধ, শিশুপাল, নিষাদ একলব্য এবং হিড়িম্ব, কিম্মীর, বক, অলায়ুধ, উগ্রকর্ম্মা ঘটোৎকচ প্রভৃতি রাক্ষসের বধ সাধন করিয়াছি।

দ্ব্যশীত্যধিক শততম অধ্যায়।

অর্জ্জুন কহিলেন, হে কৃষ্ণ! তুমি আমাদিগের হিতসাধনের নিমিত্ত কিরূপ উপায় অবলম্বন করিয়া জরাসন্ধ প্রভৃতি ভূপালগণকে নিপাতিত করিলে, তাহা কীর্ত্তন কর।

বাসুদেব কহিলেন, হে অর্জ্জুন! মহাবল পরাক্রান্ত জরাসন্ধ, চেদিরাজ ও নিষাদরাজ পূর্ব্বে নিহত না হইলে এক্ষণে নিতান্ত ভয়ঙ্কর হইয়া উঠিত। সেই মহারথগণ জীবিত থাকিলে দুর্য্যোধন অবশ্যই তাহাদিগকে সমর কার্য্যে বরণ করিত। সেই সমুদায় অমরোপম কৃতাস্ত্র যুদ্ধদুর্ম্মদ মহাবীর আমাদের চিরবিদ্বেষ্টা ছিল; তাহারা অবশ্যই কৌরবপক্ষ অবলম্বন পূর্ব্বক দুর্য্যোধনকে রক্ষা করিত। সূতপুত্র, জরাসন্ধ, চেদিরাজ ও নিষাদরাজ ইহারা সমবেত হইয়া দুর্য্যোধনকে আশ্রয় করিলে এই সমুদায় পৃথিবীও পরাজয় করিতে সমর্থ হইত। হে পার্থ! আমি যেরূপ উপায় করিয়া তাহাদিগকে বিনাশ করিয়াছি, তাহা শ্রবণ কর। উপায় ব্যতীত সুরগণও তাহাদিগকে পরাজিত করিতে সমর্থ নহেন। তাঁহারা প্রত্যেকে সমরে লোকপাল রক্ষিত সমস্ত দেবসেনার সহিতও সংগ্রাম করিতে সমর্থ ছিল। জরাসন্ধ বলদেব কর্ত্তৃক তাড়িত হইয়া ক্রোধভরে আমাদিগের বিনাশার্থ এক পাবক তুল্য প্রভাসম্পন্ন, সর্ব্ব সংহার ক্ষম, অশনি সদৃশ গদা ক্ষেপণ করিল। জরাসন্ধ নির্মুক্ত গদা আকাশমণ্ডল সীমন্তিত করিয়াই যেন আমাদের প্রতি ধাবমান হইল। মহাবীর বলদেব সেই গদা দর্শন করিয়া তাহার প্রতিঘাতার্থ স্থূণাকর্ণ নামক অস্ত্র পরিত্যাগ করিলেন। গদা বলদেবের অস্ত্রে প্রতিহত হইয়া ভূতলে

পতিত হওয়াতে বোধ হইল যেন অবনি বিদীর্ণ ও ভূধর সকল কম্পিত হইয়া উঠিল। হে ধনঞ্জয়! মহাবীর জরাসন্ধ দুই মাতার গর্ব্ভে জন্ম গ্রহণ করে; উহার মাতৃদ্বয় উহার অর্দ্ধ অর্দ্ধ কলেবর প্রসব করিয়াছিল। জরা নামে এক রাক্ষসী উহার সেই অর্দ্ধ কলেবর দ্বয় যোজিত করে। এই নিমিত্তই ঐ বীর জরাসন্ধ নামে বিখ্যাত হইয়াছিল। সেই নিশাচরী জরা সেই গদা ও স্থূণা কর্ণ নামক অস্ত্রের আঘাতে পুত্র ও বান্ধবগণের সহিত হতজীবিত হইয়া ভূতলে পতিত হইল। হে ধনঞ্জয়! মহাবীর জরাসন্ধ এইরূপে গদা বিহীন হইয়াছিল বলিয়া মহাবীর ভীমসেন তোমার সমক্ষেই তাহারে নিপাতিত করিয়াছেন। যদি সেই প্রবল প্রতাপশালী জরাসন্ধ গদা হস্তে অবস্থান করিত, তাহা হইলে ইন্দ্রাদি দেবগণও তাহারে বিনাশ করিতে অসমর্থ হইতেন। হে ধনঞ্জয়! মহাত্মা দ্রোণাচার্য্য তোমার হিতের নিমিত্তই ছদ্মবেশে আচার্য্যত্ব প্রদর্শন পূর্ব্বক নিষাদরাজ একলব্যের অঙ্গুষ্ঠ ছেদন করিয়াছিলেন। অভিমানী দৃঢ় বিক্রমশালী নিষাদাধিপতি অঙ্গুলিত্রাণ ধারণ পূর্ব্বক বনে বনে ভ্রমণ করিয়া দ্বিতীয় পরশুরামের ন্যায় শোভা পাইতেন। একলব্যের অঙ্গুষ্ঠ থাকিলে সমুদায় উরগ, রাক্ষস, দেব ও দানবগণও তাহারে পরাজিত করিতে পারিতেন না। মনুষ্যগণও তাহারে দর্শন করিতে অসমর্থ হইত; কিন্তু সেই দৃঢ়মুষ্টি সম্পন্ন, দিবারাত্র বাণ নিক্ষেপে সমর্থ, কৃতী, নিষাদরাজ অঙ্গুষ্ঠ বিহীন হইলে আমি তোমার হিত সাধনার্থ সমরে নিপাতিত করিয়াছি। হে পার্থ! আমি তোমার সমক্ষেই চেদিরাজকে সংহার করিয়াছি। ঐ বীরও

সমরে সমস্ত সুরাসুরের অপরাজিত ছিল। আমি তোমার সাহায্যে চেদিরাজ ও অন্যান্য অসুরের বিনাশ সাধন এবং লোকের হিতবর্দ্ধনের নিমিত্তই জন্ম গ্রহণ করিয়াছি। হে ধনঞ্জয়! ভীমসেন দশানন সদৃশ বলশালী ব্রাহ্মণগণের যজ্ঞ-বিঘাতক নিশাচর হিড়িম্ব, বক ও কির্ম্মীরকে বিনাশ করিয়াছে। মহাবীর ঘটোৎকচ অলায়ুধকে নিপাতিত করিয়াছে। এক্ষণে উপায় প্রভাবে কর্ণের শক্তি দ্বারা ঘটোৎকচেরও প্রাণ বিয়োগ হইল। যদি সূতপুত্র বাসবদত্ত শক্তি দ্বারা ঘটোৎকচকে নিহত না করিত, তাহা হইলে আমারেই বৃকোদরের পুত্রকে বধ করিতে হইত। আমি কেবল তোমাদিগের মঙ্গল সাধনের নিমিত্তই পূর্ব্বে উহার জীবন নাশ করি নাই। ঐ নিশাচর ব্রাহ্মণদ্বেষী, যজ্ঞনাশক, ধর্ম্মলোপ্তা ও পাপাত্মা; এই নিমিত্তই কৌশলক্রমে নিপাতিত হইল। ঐ রাক্ষসের বিনাশে কর্ণের ইন্দ্রদত্ত শক্তিও বিফলীকৃত হইয়াছে। হে অর্জ্জুন! আমি ধর্ম্ম সংস্থাপনের নিমিত্ত এই দৃঢ়তর প্রতিজ্ঞা করিয়াছি যে, যাহারা ধর্ম্মনাশক তাহাদিগকে অবশ্যই সংহার করিব। আমি শপথ করিয়া কহিতেছি, যে স্থানে ব্রহ্ম, সত্য, দম, শৌচ, ধর্ম্ম, শ্রী, লজ্জা, ক্ষমা ও ধৈর্য্য অবস্থান করে, আমি সেই স্থানেই সর্ব্বদা বর্ত্তমান থাকি। হে পার্থ! তুমি কর্ণ সংহারের নিমিত্ত চিন্তা করিও না। আমি তোমারে এরূপ উপদেশ প্রদান করিব যে, তুমি তদনুসারে কার্য্য করিলে অবশ্য তাহারে বিনাশ করিতে পারিবে। মহাবীর বৃকোদর যেরূপে সমরে দুর্য্যোধনকে নিপাতিত করিবেন, আমি তাহারও উপায় করিয়া দিব। যাহা হউক, এক্ষণে শত্রু সৈন্যগণ তুমুল

শব্দ করিতেছে; তোমার সেনাগণও দশ দিকে পলায়ন করিতে আরম্ভ করিয়াছে। লব্ধলক্ষ্য কৌরবগণ ও সংগ্রাম বিশারদ দ্রোণাচার্য্য অস্মৎপক্ষীয় সেনা সংহারে প্রবৃত্ত হইয়াছেন।

ত্র্যশীত্যধিক শততম অধ্যায়।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে সঞ্জয়! সূতপুত্র কর্ণ কি নিমিত্ত সকলকে পরিত্যাগ করিয়া এক মাত্র অর্জ্জুনের প্রতি সেই এক পুরুষ ঘাতিনী শক্তি নিক্ষেপ করিল না? ধনঞ্জয় নিহত হইলে সৃঞ্জয় ও পাণ্ডবগণ বিনষ্ট ও জয়শ্রী আমাদেরই হস্তগত হইত। পূর্ব্বে অর্জ্জুন প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন যে, আমি যুদ্ধে আহূত হইয়া কদাচ প্রতিনিবৃত্ত হইব না। অতএব তাহারে সমরে আহ্বান করা কর্ণের অতিকর্ত্তব্য ছিল। মহাবীর কর্ণ কিনিমিত্ত ধনঞ্জয়কে আহ্বান পূর্ব্বক দ্বৈরথ যুদ্ধে প্রবর্ত্তিত করিয়া বাসবদত্ত শক্তি দ্বারা সংহার করিল না? আমার আত্মজ দুর্য্যোধন নিতান্ত নির্ব্বোধ ও সহায় শূন্য এবং বিপক্ষেরা তাহারে একান্ত নিরুপায় করিয়াছে; সুতরাং সেই নরাধম কিরূপে শত্রু সংহার করিবে। সে যে শক্তির উপর নির্ভর করিয়া বিজয়লাভের অভিলাষ করিত, বাসুদেব কৌশলক্রমে সেই দিব্য শক্তি রাক্ষস ঘটোৎকচের প্রতি নিক্ষেপ করাইয়া উহা একান্ত নিষ্ফল করিয়াছেন, যেমন পরস্পর যুদ্ধে প্রবৃত্ত বরাহ ও কুক্কুরের অন্যতরের মৃত্যু হইলে চাণ্ডালেরই লাভ হইয়া থাকে, তদ্রূপ কর্ণ ও ঘটোৎকচ এই দুই জনের মধ্যে অন্যতর বীর বিনষ্ট হইলে বাসুদেবেরই পরম লাভ, সন্দেহ নাই। যদি ঘটোৎকচ কর্ণকে

বিনাশ করিতে পারে, তাহা হইলে পাণ্ডবগণের অতিশয় উপকার হয়; অথবা যদি মহাবীর কর্ণ ঘটোৎকচকে সংহার করিতে সমর্থ হয়, তাহা হইলেও তাহার এক পুরুষ ঘাতিনী শক্তির বিনাশে পাণ্ডবগণের হিতকর কার্য্য সাধন করা হয়। বাসুদেব বুদ্ধিবলে এই রূপ অবধারণ করিয়া পাণ্ডবগণের হিতসাধনের নিমিত্তই সূতপুত্র দ্বারা ঘটোৎকচের বিনাশ সাধন করিয়াছেন, সন্দেহ নাই।

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! মহাবীর কর্ণ শক্তি দ্বারা অর্জ্জুনকেই সংহার করিতে কৃতনিশ্চয় হইয়াছিলেন। মহাবুদ্ধি সম্পন্ন জনার্দ্দন কর্ণের এই অভিলাষ অবগত হইয়া সেই অমোঘ শক্তি প্রতিহত করিবার নিমিত্ত মহাবল পরাক্রান্ত ঘটোৎকচকে তাঁহার সহিত দ্বৈরথযুদ্ধে নিয়োজিত করিয়াছিলেন। যদি তিনি তৎকালে কর্ণের হস্ত হইতে মহারথ অর্জ্জুনকে রক্ষা না করিতেন, তাহা হইলে আমরা নিঃসন্দেহ কৃতকার্য্য হইতাম। হে কুরু রাজ! সেই যোগিগণের ঈশ্বর বাসুদেব ঐ রূপ কৌশল না করিলে ধনঞ্জয় অশ্ব, ধ্বজ ও রথের সহিত কর্ণের হস্তে কলেবর পরিত্যাগ করিতেন, সন্দেহ নাই। অর্জ্জুন কৃষ্ণের উপায় বলেই রক্ষিত হইয়া সম্মুখীন শত্রুগণকে পরাজয় করিয়া থাকেন। অসাধারণ ধীশক্তি সম্পন্ন বাসুদেবই সেই অব্যর্থ শক্তি হইতে অর্জ্জুনকে রক্ষা করিয়াছিলেন; নচেৎ উহা বজ্রাহত বৃক্ষের ন্যায় তাঁহারে নিপাতিত করিত।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে সঞ্জয়! আমার আত্মজ দুর্য্যোধন নিতান্ত বিরোধী, কুমন্ত্রণা পরতন্ত্র ও প্রজ্ঞাভিমানী; তাহার

নিমিত্তই এই অর্জ্জুনের বধোপায় নিষ্ফল হইয়াছে। যাহা হউক, মহাবীর কর্ণ সকল শস্ত্রধারীদিগের অগ্রগণ্য ও মহাবুদ্ধি সম্পন্ন ; সে কি নিমিত্ত অর্জ্জুনের প্রতি সেই অমোঘ শক্তি প্রয়োগ করিল না ? হে সঞ্জয় ! তুমিও কি এই বিষয় বিস্মৃত হইয়াছিলে ? তুমি কেন ইহা তৎকালে কর্ণকে স্মরণ করিয়া দিলে না ?

তখন সঞ্জয় রাজা ধৃতরাষ্ট্রের বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, মহারাজ ! রাজা দুর্য্যোধন, শকুনি, দুঃশাসন ও আমি আমরা প্রতিরাত্রিতেই সূতপুত্রকে কহিতাম, হে কর্ণ ! তুমি সমস্ত সৈন্য পরিত্যাগ পূর্ব্বক ধনঞ্জয়কে সংহার কর ; তাহা হইলে আমরা পাণ্ডব ও পাঞ্চালগণকে কিঙ্করের ন্যায় নিদেশানুবর্ত্তী করিতে পারিব। অথবা অর্জ্জুন বিনষ্ট হইলেও কৃষ্ণ পাণ্ডবগণের অন্যতমকে সমরে দীক্ষিত করিবেন ; অতএব তুমি অর্জ্জুনকে বিনষ্ট না করিয়া কৃষ্ণকেই বিনাশ কর। কৃষ্ণ পাণ্ডবগণের মূল স্বরূপ ; অর্জ্জুন স্কন্ধ স্বরূপ, ভীমসেন প্রভৃতি বীরগণ শাখা স্বরূপ এবং পাঞ্চালেরা পত্র স্বরূপ। পাণ্ডবদিগের কৃষ্ণই আশ্রয় ; কৃষ্ণই বল, কৃষ্ণই নাথ এবং কৃষ্ণই পরম গতি। অতএব হে কর্ণ ! তুমি পর্ণ, শাখা ও স্কন্ধ পরিত্যাগ করিয়া মূল স্বরূপ কৃষ্ণকে বিনাশ কর। যদি বাসুদেব নিহত হইয়া সমর শয্যায় শয়ন করেন, তাহা হইলে শৈল, সাগর ও অরণ্য পরিশোভিত সমুদায় বসুন্ধরা তোমার বশবর্ত্তী হইবে, সন্দেহ নাই। হে মহারাজ ! আমরা প্রতি রজনীতেই হৃষীকেশকে সংহার করিবার নিমিত্ত এইরূপ অবধারণ করিতাম কিন্তু যুদ্ধকালে উহার সম্যক্ পরিবর্ত্ত হইয়া যাইত। মহাত্মা

বাসুদেব সতত ধনঞ্জয়কে রক্ষা করিয়া থাকেন ; তিনি সূত-পুত্রের সমক্ষে তাঁহারে অবস্থাপিত করিতেন না। তিনি সেই অমোঘ শক্তি নিষ্ফল করিবার নিমিত্ত অন্যান্য রথীদিগকে কর্ণের সহিত সমরে প্রবর্ত্তিত করিতেন। হে মহারাজ ! যখন্ বাসুদেব এই রূপে কর্ণের হস্ত হইতে অর্জ্জুনকে রক্ষা করেন, তখন যে তিনি আত্মরক্ষায় উপেক্ষা প্রদর্শন করিবেন কদাচ ইহা সম্ভবপর নহে। ফলত আমি অনেক অনুসন্ধান করিয়া দেখিলাম যে, জনার্দ্দনকে পরাজয় করিতে সমর্থ এমন কেহই এই ত্রিলোক মধ্যে জন্ম গ্রহণ করে নাই।

হে কুরুরাজ ! ঘটোৎকচ বধের পর সত্যবিক্রম সাত্যকি কৃষ্ণকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, হে বাসুদেব ! কর্ণ ধনঞ্জয়ের প্রতি সেই অমিত পরাক্রম শক্তি প্রয়োগ করিবে বলিয়া স্থির নিশ্চয় করিয়াছিল কিন্তু কি নিমিত্ত তাহার অন্যথাচরণ করিল ? বাসুদেব সাত্যকির এইকথা শ্রবণ করিয়া তাঁহারে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, হে শিনিপ্রবীর ! দুঃশাসন, শকুনি, কর্ণ ও জয়দ্রথ দুর্য্যোধনের সহিত পরামর্শ করিয়া সতত কর্ণকে কহিত, হে সূতপুত্র ! তুমি কুন্তীনন্দন ধনঞ্জয় ভিন্ন অন্য কাহারও প্রতি এই শক্তি কদাচ প্রয়োগ করিও না। ধনঞ্জয় দেবগণ মধ্যে সুররাজ ইন্দ্রের ন্যায় পাণ্ডবগণ মধ্যে সাতিশয় যশস্বী ; তাহারে সংহার করিতে পারিলে সৃঞ্জয় ও পাণ্ডবগণ হুতাশন বিহীন সুরগণের ন্যায় বিনষ্ট প্রায় হইবে, সন্দেহ নাই। হে সাত্যকি ! দুঃশাসন প্রভৃতি কৌরব পক্ষীয় বীরগণ বারংবার এইরূপ কহিলে কর্ণও তাহাদের বাক্যে অঙ্গীকার করিয়াছিল এবং এই শক্তি দ্বারা ধনঞ্জয়েরই বধসাধন করিতে

হইবে, ইহা সততই তাহার অন্তঃকরণে জাগরূক থাকিত; কিন্তু আমি তাহারে বিমোহিত করিতাম বলিয়াই সে অর্জ্জুনের প্রতি সেই শক্তি প্রয়োগ করে নাই। হে শৈনেয়! আমি যে পর্য্যন্ত না অর্জ্জুনের এই মৃত্যুর প্রতিকার করিয়াছিলাম, ততদিন আমার নিদ্রা ও হর্ষ এককালে তিরোহিত হইয়াছিল। এক্ষণে সেই অমোঘ শক্তি রাক্ষসরাজ ঘটোৎকচের প্রতি প্রযুক্ত হইয়াছে দেখিয়া ধনঞ্জয়কে কৃতান্তের করাল আস্যদেশ হইতে আচ্ছিন্ন বলিয়া বোধ হইতেছে। ধনঞ্জয়কে রক্ষা করা আমার যেমন কর্ত্তব্য, আপনার জীবন এবং পিতা, মাতা ভ্রাতা ও তোমাদিগকে রক্ষা করা তদ্রূপ নহে। অধিক কি, বিশ্বরাজ্য অপেক্ষাও যদি কোন বস্তু দুর্ল্লভ থাকে, আমি অর্জ্জুনবিহীন হইয়া তাহাও প্রার্থনা করি না। হে যুযুধান! ধনঞ্জয়কে পুনর্জীবিতের ন্যায় নিরীক্ষণ করিয়া আমার এইরূপ গুরুতর হর্ষ উপস্থিত হইয়াছে। রাত্রিকালে কর্ণকে নিবারণ করিতে পারে ঘটোৎকচ ভিন্ন এমন আর কেহই নাই; এই নিমিত্তই আমি ভীমতনয়কে যুদ্ধে প্রেরণ করিয়াছিলাম।

হে মহারাজ! ধনঞ্জয়ের হিতানুষ্ঠান পরতন্ত্র মহাত্মা বাসুদেব সাত্যকিরে তৎকালে এইরূপ কহিয়াছিলেন।

চতুরশীত্যধিক শততম অধ্যায়।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে সঞ্জয়! কর্ণ, দুর্য্যোধন ও শকুনি প্রভৃতি বীরগণের বিশেষত তোমার অতিশয় নীতি বিরুদ্ধ কার্য্য দেখিতেছি। তোমরা সকলে ত অবগত ছিলে যে, সেই বাসবদত্ত শক্তি এক জনকে অবশ্যই সংহার করিতে পারে এবং ইন্দ্রাদি দেবগণের মধ্যেও কেহ উহা সহ্য বা নিবারণ

করিতে সমর্থ নহেন ; তবে কর্ণ কি নিমিত্ত একাল পর্য্যন্ত সেই এক পুরুষঘাতিনী শক্তি দেবকী পুত্র বা অর্জ্জুনের প্রতি প্রয়োগ করেন নাই ?

সঞ্জয় কহিলেন, হে মহারাজ ! আমরা প্রতিদিন সমরাঙ্গন হইতে প্রত্যাগমন পূর্ব্বক রজনীযোগে পরামর্শ করিয়া কর্ণকে কহিতাম, হে কর্ণ ! কল্য প্রভাতেই তুমি এই এক পুরুষঘাতিনী শক্তি হয় কেশব না হয় অর্জ্জুনের প্রতি নিক্ষেপ করিবে ; কিন্তু দৈবের কি বিড়ম্বনা, পরদিন প্রভাতেই কি কর্ণ কি অন্যান্য যোধগণ সকলেই উহা বিস্মৃত হইত। হে মহারাজ ! দৈবই সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান ; তাহার প্রভাবে সূতনন্দন হতবুদ্ধি হইয়া দেবকী পুত্রের বা ইন্দ্র পরাক্রম অর্জ্জুনের প্রতি সেই কাল-রাত্রি স্বরূপিণী বাসবী শক্তি নিক্ষেপ করেন নাই।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে সঞ্জয় ! তোমরা স্ব স্ব বুদ্ধি, দৈব ও কেশবের প্রভাবে বিনষ্ট হইলে ! বাসবদত্ত শক্তি তৃণ তুল্য ঘটোৎকচকে বিনাশ করিয়া ব্যর্থ হইল ! মহাবীর কর্ণ, আমার পুত্রগণ ও অন্যান্য ভূপাল সমুদায় এই নীতি বহির্ভূত কার্য্য নিবন্ধনই শমন ভবনে গমন করিলেন। যাহা হউক, হিড়িম্বা-তনয় নিহত হইলে কৌরব ও পাণ্ডবগণের পুনরায় কি রূপ যুদ্ধ উপস্থিত হইল ? কীর্ত্তন কর। যে যে পাঞ্চালেরা সৃঞ্জয়-গণের সহিত দ্রোণের অভিমুখে ধাবমান হইয়াছিল, তাহারা কি প্রকারে যুদ্ধ করিতে লাগিল ? মহাবীর দ্রোণাচার্য্য ভূরি-শ্রবা ও সিন্ধুরাজ জয়দ্রথের বিনাশ নিবন্ধন অতিশয় ক্রোধা-বিষ্ট হইয়া জৃম্ভমান শার্দ্দূলের ন্যায়, ব্যাদিতাস্য কৃতান্তের ন্যায় প্রাণপণে অরাতি সৈন্য মধ্যে প্রবেশ পূর্ব্বক শরবর্ষণ

করিতে আরম্ভ করিলে পাণ্ডব ও সৃঞ্জয়গণ কি রূপে তাঁহার প্রত্যুদ্গমন করিল ? দুর্য্যোধন, অশ্বত্থামা ও কৃপাচার্য্য প্রভৃতি যে যে বীরগণ আচার্য্যের রক্ষায় নিযুক্ত ছিলেন, তাঁহারা সংগ্রামস্থলে কি করিলেন ? আমাদের পক্ষীয় বীরগণ দ্রোণাচার্য্য বধার্থী ধনঞ্জয় ও বৃকোদরের উপর কি রূপ বাণ বৃষ্টি করিল ? কৌরবগণ জয়দ্রথের ও পাণ্ডবগণ ঘটোৎকচের বিনাশে সাতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়াছিল, তাহারা সেই রাত্রিতে পরস্পর কি রূপ যুদ্ধ করিতে লাগিল ? এই সমুদায় বৃত্তান্ত আদ্যোপান্ত কীর্ত্তন কর।

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ ! সেই ঘোর রজনীতে মহাবীর কর্ণ ঘটোৎকচকে নিহত করিলে কৌরব পক্ষীয় যোধগণ পরমাহ্লাদে সিংহনাদ পরিত্যাগ করত বেগে আগমন পূর্ব্বক পাণ্ডব সৈন্য সমুদায় বিনাশ করিতে আরম্ভ করিলে রাজা যুধিষ্ঠির অতি দীনভাবে ভীমসেনকে কহিলেন, হে ভ্রাত ! তুমি শীঘ্র কৌরব সৈন্যগণকে নিবারণ কর। আমি ঘটোৎকচের নিধনে বিমোহিত প্রায় হইয়াছি। ধর্ম্মরাজ ভীমসেনকে এই কথা বলিয়াই অশ্রুপূর্ণমুখে স্বীয় রথে আসীন হইয়া কর্ণের বিক্রম সন্দর্শন পূর্ব্বক বারংবার দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করত মহা মোহে অভিভূত হইলেন। মহাত্মা হৃষীকেশ যুধিষ্ঠিরকে নিতান্ত ব্যথিত অবলোকন করিয়া কহিলেন, হে ধর্ম্মরাজ ! প্রাকৃতজনের ন্যায় শোক প্রদর্শন করা আপনার কর্ত্তব্য নহে ; অতএব আপনি শোক সম্বরণ পূর্ব্বক গাত্রোত্থান করিয়া সমরভার বহন করুন। আপনি এরূপ শোকপরবশ হইলে বিজয় লাভে সংশয় উপস্থিত হইবে।

হে কুরুরাজ! ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির বাসুদেবের বাক্য শ্রবণানন্তর পাণিতল দ্বারা নেত্র দ্বয় পরিমার্জ্জিত করত কহিলেন, হে মহাবাহো! ধর্ম্মপথ কিছুই আমার অবিদিত নাই। অকৃতজ্ঞ ব্যক্তি ব্রহ্মহত্যা পাপে লিপ্ত হয়। দেখ, অর্জ্জুন অস্ত্রশিক্ষার্থ গমন করিলে মহাত্মা হিড়িম্বাতনয় বালক হইয়াও আমাদিগের অনেক সাহায্য করিয়াছিল। ঐ মহাধনুর্দ্ধর কাম্যক বনে আমার শুশ্রূষা করিত এবং ধনঞ্জয়ের অনুপস্থিতি কাল পর্য্যন্ত আমাদিগের সহিত একত্র বাস করিয়াছিল। ঐ যুদ্ধাভিজ্ঞ মহাবীর গন্ধমাদন গমন কালে আমাদিগকে দুর্গম স্থান হইতে উদ্ধার ও পরিশ্রান্তা পাঞ্চালীরে পৃষ্ঠে পৃষ্ঠে বহন করিয়াছিল। মহাবীর ভীমতনয় আমার নিমিত্ত এই রূপ অনেক দুষ্কর কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছে। হে জনার্দ্দন! সহদেবের প্রতি আমার যেরূপ স্বাভাবিক স্নেহ আছে, রাক্ষসেন্দ্র ঘটোৎকচের প্রতি তদপেক্ষা দ্বিগুণ ছিল। ভীমতনয় আমার অতিশয় ভক্ত ও প্রিয়পাত্র ছিল; তজ্জন্যই আমি শোকসন্তপ্ত ও মোহপ্রাপ্ত হইতেছি। হে বার্ষ্ণেয়! ঐ দেখ, কৌরবেরা আমাদিগের সৈন্য সমুদায় বিদ্রাবিত করিতেছে। মহারথ দ্রোণাচার্য্য ও কর্ণ পরম যত্নসহকারে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া মত্ত মাতঙ্গ দ্বয় যেমন নলবন প্রমথিত করে, তদ্রূপ পাণ্ডব সৈন্যগণকে মর্দ্দিত করিতেছেন। কৌরবেরা ভীমসেনের ভুজবলে ও অর্জ্জুনের বিবিধ অস্ত্রশিক্ষায় অবজ্ঞা প্রদর্শন পূর্ব্বক বিক্রম প্রকাশ করিতেছে। ঐ দেখ, দ্রোণ, কর্ণ ও দুর্য্যোধন ঘটোৎকচের নিধন নিবন্ধন আহ্লাদ সাগরে নিমগ্ন হইয়াছে। হে জনার্দ্দন! তুমি এবং আমরা জীবিত

থাকিতে সূতপুত্র কিরূপে সর্ব্বসমক্ষে মহাবল পরাক্রান্ত ভীমতনয়ের বিনাশ সাধন করিল। যখন দুরাত্মা ধৃতরাষ্ট্র-তনয়েরা অভিমন্যুরে বিনাশ করে, সে সময়ে মহারথ ধনঞ্জয় রণস্থলে উপস্থিত ছিল না; আমরাও সকলে সিন্ধুরাজ কর্ত্তৃক রুদ্ধ ছিলাম। দ্রোণাচার্য্যই পুত্র সমভিব্যাহারে অভিমন্যু বিনাশের কারণ হইয়াছিলেন। তিনি তাহার বধোপায় উদ্ভাবন করিয়া দেন, অশ্বত্থামা তাহার অসিদণ্ড দ্বিখণ্ড করিয়া ফেলে, নৃশংস কৃতবর্ম্মা বিপন্ন বালকের অশ্বগণকে পার্ষ্ণি ও সারথির সহিত নিহত করে এবং অন্যান্য ধনুর্দ্ধরেরা তাহার বিনাশ সাধন করেন। হে যাদবশ্রেষ্ঠ! অভিমন্যুবধে জয়-দ্রথের অতি সামান্য অপরাধ ছিল, তন্নিমিত্ত অর্জ্জুন জয়-দ্রথকে বিনাশ করাতে আমি অধিক আহ্লাদিত হই নাই। এক্ষণে যদি শত্রু বিনাশ করা আমাদিগের অবশ্য কর্ত্তব্য হইয়া থাকে, তাহা হইলে আমার মতে অগ্রে দ্রোণ ও কর্ণকে বিনাশ করা কর্ত্তব্য। ঐ দুই জনই আমাদিগের দুঃখের আদিকারণ; উহাঁদিগের সাহায্যেই দুর্য্যোধন আশ্বাসযুক্ত হইয়াছে। হে মাধব! যে সংগ্রামে দ্রোণ ও কর্ণকে অনুচর-গণের সহিত বিনাশ করা কর্ত্তব্য, অর্জ্জুন সেই যুদ্ধে মহাবীর জয়দ্রথকে বিনাশ করিয়াছে। যাহা হউক, এক্ষণে সূতপুত্রকে নিগ্রহ করা আমার অবশ্য কর্ত্তব্য হইয়াছে; অতএব আমি তাহার সহিত সংগ্রাম করিবার নিমিত্ত চলিলাম। ঐ দেখ, ভীম পরাক্রম ভীমসেন দ্রোণসৈন্য সমভিব্যাহারে সমরে প্রবৃত্ত হইয়াছে।

হে কুরুরাজ! রাজা যুধিষ্ঠির এই বলিয়া ভীষণ শরাসন

বিস্ফারিত ও শঙ্খ প্রধ্মাপিত করিয়া সত্বর কর্ণের অভিমুখে ধাবমান হইলেন। ঐ সময়ে শিখণ্ডী অসংখ্য রথ, তিন শত হস্তী, পাঁচ শত অশ্ব ও তিন সহস্র প্রভদ্রক সৈন্যে পরিবেষ্টিত হইয়া ধর্ম্মরাজের অনুগমন করিলেন। পাণ্ডব ও পাঞ্চালগণ ভেরী ও শঙ্খধ্বনি করিতে লাগিলেন। তখন মহাবাহু বাসুদেব ধনঞ্জয়কে কহিলেন, হে অর্জ্জুন! ঐ দেখ, ধর্ম্মরাজ ক্রোধাবিষ্ট হইয়া সূতপুত্রের বিনাশ বাসনায় গমন করিতেছেন। অতএব উহাঁর উপর নির্ভর করিয়া নিশ্চিন্ত থাকা আমাদের কর্ত্তব্য নহে। মহাত্মা হৃষীকেশ এই বলিয়া সত্বরে রথ সঞ্চালন পূর্ব্বক দূরগত ধর্ম্মপুত্রের অনুগমনে প্রবৃত্ত হইলেন।

হে মহারাজ! ঐ সময় মহর্ষি বেদব্যাস শোকবিমূঢ় সন্তপ্তচিত্ত যুধিষ্ঠিরকে সূতপুত্রের বিনাশ বাসনায় সহসা গমন করিতে দেখিয়া তাঁহার সমীপে আগমন পূর্ব্বক কহিলেন, হে রাজন্! অর্জ্জুন সৌভাগ্যক্রমে সমরাঙ্গনে সূতপুত্রের হস্তে পরিত্রাণ পাইয়াছে। মহাবীর কর্ণ ধনঞ্জয়ের নিধন কামনায় বাসবদত্ত শক্তি রক্ষা করিয়াছিল। ভাগ্যক্রমে ধনঞ্জয় কর্ণের সহিত দ্বৈরথ যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয় নাই। অর্জ্জুন কর্ণের সহিত সমরে প্রবৃত্ত হইলে অবশ্যই ঐ বীর দ্বয় পরস্পরের প্রতি দিব্যাস্ত্র প্রয়োগ করিতেন। অর্জ্জুনের অস্ত্রে কর্ণের অস্ত্র ছিন্ন হইলে সূতপুত্র নিশ্চয়ই তাঁহার উপর বাসবদত্ত শক্তি নিক্ষেপ করিত। তাহা হইলে তোমার নিদারুণ ব্যসন উপস্থিত হইত। ভাগ্যক্রমে সূতপুত্র তাহা না করিয়া সেই শক্তি দ্বারা ঘটোৎকচকে বিনাশ করিয়াছে। হে ভরতবংশাবতংস! দৈবই

তোমার মঙ্গলের নিমিত্ত রাক্ষসকে নিহত করিয়াছে; পুরন্দর প্রদত্ত শক্তি কেবল নিমিত্ত মাত্র। অতএব তুমি এক্ষণে ক্রোধ ও শোক সম্বরণ কর। জীব মাত্রেরই সংহার আছে। এক্ষণে তুমি ভ্রাতৃগণ ও মহাত্মা নরপতিগণের সমভিব্যাহারে কৌরবগণের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হও। আজি হইতে পঞ্চম দিবসে বসুন্ধরা তোমার হস্তগত হইবে। তুমি নিরন্তর ধর্ম্মানুষ্ঠানে তৎপর হও। পরম প্রীতমনে অনৃশংসতা, তপ, দান, ক্ষমা ও সত্যের অনুষ্ঠান কর। যে স্থানে ধর্ম্ম, সে স্থানেই জয়। হে কুরুরাজ! মহর্ষি বেদব্যাস যুধিষ্ঠিরকে এই বলিয়া সেই স্থানেই অন্তর্হিত হইলেন।

ঘটোৎকচবধ পর্ব্ব সমাপ্ত।

দ্রোণ বধ পর্ব্বাধ্যায়।

পঞ্চাশীত্যধিক শততম অধ্যায়।

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির এইরূপে ব্যাসদেবের আজ্ঞানুসারে স্বয়ং কর্ণ বিনাশে নিবৃত্ত এবং ঘটোৎকচ বধ জনিত দুঃখ ও ক্রোধে একান্ত অভিভূত হইলেন। তিনি ভীমসেনকে অসংখ্য কৌরব সেনা বিদারিত করিতে দেখিয়া ধৃষ্টদ্যুম্নকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, হে দ্রুপদতনয়! তুমি দ্রোণাচার্য্যকে নিবারণ কর। তুমি দ্রোণ বিনাশের নিমিত্ত শর, কবচ, খড়্গ ও ধনুর্দ্ধারণ পূর্ব্বক হুতাশন হইতে উৎপন্ন হইয়াছ। হৃষ্টচিত্তে সমরে ধাবমান হও, তোমার কিছুমাত্র ভয় নাই। জনমেজয়, শিখণ্ডী, যশোধর, দৌর্ম্মুখি, নকুল, সহদেব, পুত্র ও ভ্রাতৃগণে পরিবেষ্টিত দ্রুপদ ও বিরাট, মহাবল সাত্যকি ও অর্জ্জুন এবং প্রভদ্রক, কেকয় ও দ্রৌপদী তনয়গণ ইহাঁরাও সন্তুষ্ট চিত্তে দ্রোণবধ বাসনায় বেগে ধাবমান হউন। রথিগণ হস্তী, অশ্ব ও পদাতিগণে পরিবৃত হইয়া মহারথ দ্রোণকে নিপাতিত করুন।

হে মহারাজ! তখন সেই সমস্ত যোধগণ মহাত্মা যুধিষ্ঠিরের আজ্ঞাক্রমে দ্রোণজিগীষু হইয়া মহাবেগে ধাবমান হইল। শস্ত্রধরাগ্রগণ্য দ্রোণাচার্য্য সেই সময়ে সহসা সমাগত বীরগণকে অনায়াসে প্রতিগ্রহ করিলেন। রাজা দুর্য্যোধন

তদ্দর্শনে রোষাবিষ্ট চিত্তে দ্রোণের জীবন রক্ষার্থ সুসজ্জিত হইয়া পাণ্ডবগণের প্রতি ধাবমান হইলেন। তখন শ্রান্তবাহন পাণ্ডব ও কৌরবগণ পরস্পর তর্জ্জন গর্জ্জন করত যুদ্ধ আরম্ভ করিলে মহারথগণ নিদ্রান্ধ ও পরিশ্রান্ত হইয়া সমরে নিশ্চেষ্ট প্রায় হইলেন। সেই প্রাণিগণের প্রাণনাশিনী ত্রিযামা রজনী তাঁহাদিগের পক্ষে সহস্র যামা বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। এইরূপে সেই অর্দ্ধরাত্রি সময়ে সৈন্যগণ ক্ষত বিক্ষত ও বধ্যমান হইলে উভয় পক্ষীয় ক্ষত্রিয়গণ দীনচিত্ত, উৎসাহ শূন্য এবং অস্ত্র শস্ত্র বিহীন হইয়াও লজ্জা ও স্বধর্ম্ম পরিপালন নিবন্ধন স্ব স্ব সৈন্য পরিত্যাগ করিলেন না। সৈন্যগণ নিদ্রান্ধ হইয়া নিশ্চেষ্ট ভাবে কেহ অশ্বে, কেহ গজে ও কেহ বা রথোপরি শয়ন করিতে লাগিল। অন্য যোধগণ তাহাদিগকে অনায়াসে যমালয়ে প্রেরণ করিল। অনেকে স্বপ্নে বিপক্ষদলকে অবলোকন করিয়া নানা প্রকার বাক্যোচ্চারণ পূর্ব্বক আপনারে, আত্মীয়গণকে ও শত্রুগণকে সমরে সমাহত করিতে লাগিল। আমাদের পক্ষীয় অসংখ্য বীর শত্রুগণের সহিত সংগ্রাম করিবার মানসে নিদ্রারক্ত লোচনে অবস্থান করিতে লাগিল। কতকগুলি নিদ্রান্ধ বীরপুরুষ সেই নিদারুণ অন্ধকারে গমনাগমন পূর্ব্বক পরস্পরের প্রাণ বিনাশ করিতে লাগিল। অনেকে নিদ্রায় এরূপ আচ্ছন্ন হইল যে, শত্রু হস্তে নিহত হইয়াও কিছুই অবগত হইতে সমর্থ হইল না।

হে মহারাজ! মহাবীর অর্জ্জুন তাহাদিগের এইরূপ চেষ্টা অবগত হইয়া উচ্চস্বরে কহিতে লাগিলেন, হে সেনাগণ! তোমরা বাহনগণের সহিত অন্ধকার ও ধূলিপটলে সমাবৃত

এবং নিতান্ত পরিশ্রান্ত ও নিদ্রান্ধ হইয়াছ ; অতএব যদি তোমাদিগের মত হয়, তাহা হইলে কিয়ৎক্ষণ সমরে নিবৃত্ত হইয়া এই রণভূমিতেই নিদ্রা যাও। অনন্তর নিশানাথ সমুদিত হইলে তোমরা বিনিদ্র হইয়া স্বর্গলাভের নিমিত্ত পুনরায় পরস্পর সমরে প্রবৃত্ত হইবে। তখন কৌরব পক্ষীয় ধর্ম্মজ্ঞ বীরগণ ধার্ম্মিক ধনঞ্জয়ের সেই বাক্য শ্রবণে তাহাতে সম্মত হইয়া হে কর্ণ! হে মহারাজ দুর্য্যোধন! পাণ্ডব সেনা যুদ্ধে নিবৃত্ত হইয়াছে ; অতএব তোমরাও নিবৃত্ত হও, পরস্পর উচ্চস্বরে বারংবার এই কথা কহিতে লাগিলেন। এই রূপে অর্জ্জুনের বাক্য শ্রবণে সমুদায় কৌরব ও পাণ্ডব সৈন্য সমরে নিবৃত্ত হইল। সমুদায় দেব ও মুনিগণ সন্তুষ্ট হইয়া অর্জ্জুনের বাক্যের প্রশংসা করিতে লাগিলেন। পরিশ্রান্ত সৈনিক পুরুষগণ অর্জ্জুন বাক্যের ভূয়সী প্রশংসা করিয়া কিয়ৎক্ষণ বিশ্রাম করিতে আরম্ভ করিল। আপনার সৈন্যগণ বিশ্রামের অবকাশ পাইয়া অর্জ্জুনকে এই বলিয়া প্রশংসা করিতে লাগিল, হে মহাবাহো! তোমাতে বেদ, অস্ত্র সমূহ, বুদ্ধি, পরাক্রম, মঙ্গল ও জীবের প্রতি অনুকম্পা বর্ত্তমান রহিয়াছে ; অতএব আমরা আশ্বাসিত হইয়া প্রার্থনা করিতেছি, তোমার মঙ্গল হউক। তুমি বাঞ্ছিত ফল লাভ করিয়া পরিতুষ্ট হও। মহারথগণ তাঁহারে এইরূপ প্রশংসা করিতে করিতে নিদ্রায় আচ্ছন্ন হইয়া তুষ্ণীম্ভূত হইলেন। কেহ কেহ অশ্বপৃষ্ঠে, কেহ কেহ রথে, কেহ কেহ গজস্কন্ধে, কেহ কেহ ক্ষিতিতলে শয়ন করিলেন। অনেকে বাণ, গদা, খড়্গ, পরশু, প্রাস ও কবচ ধারণ করিয়াই পৃথক্ পৃথক্ স্থানে নিদ্রিত হইল। নিদ্রান্ধ

মাতঙ্গগণ ভূরেণু ভূষিত ভুজঙ্গভোগ সদৃশ শুণ্ড দ্বারা নিশ্বাস পরিত্যাগ করত পৃথিবীতল শীতল করিয়া নিঃশ্বসন্ত পন্নগ পরিবৃত্ত পর্ব্বত সমুদায়ের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। সুবর্ণ যোক্ত্র পরিশোভিত অশ্বগণ কেশরালম্বিত যুগকাষ্ঠ ও খুরাগ্র দ্বারা সমভূমি বিষম করিয়া ফেলিল। এইরূপে সেই সংগ্রামস্থলে অশ্ব, হস্তী ও যোধগণ নিতান্ত শ্রান্ত ও যুদ্ধে বিরত হইয়া নিদ্রিত হইল। তৎকালে বোধ হইতে লাগিল যেন সুনিপুণ চিত্রকরগণ ঐ সমস্ত বল চিত্রপটে চিত্রিত করিয়াছে। পস্পরের শরে ক্ষত বিক্ষতাঙ্গ কুণ্ডলধারী তরুণ বয়স্ক ক্ষত্রিয়গণ গজকুম্ভের উপর শয়ান থাকাতে বোধ হইতে লাগিল যেন তাঁহারা কামিনীগণের কুচকলস আলিঙ্গন পূর্ব্বক শয়ান রহিয়াছেন।

হে মহারাজ! অনন্তর নয়ন প্রীতি বর্দ্ধন কামিনীর গণ্ডদেশের ন্যায় পাণ্ডুবর্ণ ভগবান কুমুদনায়ক চন্দ্রমা মাহেন্দ্রী দিক্ অলঙ্কৃত করিলেন। তিনি উদয় পর্ব্বতের সিংহের ন্যায় পূর্ব্ব দিক্ রূপ দরী হইতে বিনিসৃঃত হইয়া তিমিররূপ হস্তিযূথ বিনাশ করত সমুদিত হইতে লাগিলেন। তখন সেই হরবৃষ সমপ্রভ, কন্দর্পচাপ সদৃশ, নববধূর হাস্যের ন্যায় মনোহর কুমুদবান্ধব প্রথমত আলোক মাত্র প্রদর্শন করিয়া ক্রমে ক্রমে সুবর্ণবর্ণ রশ্মিজাল প্রকাশ করিতে লাগিলেন। চন্দ্রকিরণ প্রভা দ্বারা তমোরাশি উৎসারিত করিয়া শনৈঃ শনৈ দিঙ্মণ্ডল, ভূমণ্ডল ও আকাশমণ্ডলে গমন করিল। তখন মুহূর্ত্ত মধ্যে ভূমণ্ডল জ্যোতির্ম্ময় হইল। তিমির রাশি অবিলম্বেই বিনষ্ট হইয়া গেল। নিশাচর জন্তুগণ কেহ কেহ বিচরণে প্রবৃত্ত ও কেহ কেহ

ক্ষান্ত হইল। হে মহারাজ! এই রূপে চন্দ্রমা সমুদিত হইলে সৈন্যগণ সূর্য্যাংশু সম্ভিন্ন পদ্ম বনের ন্যায় প্রবোধিত হইতে লাগিল এবং তাহারা মহাসাগরের ন্যায় চন্দ্রোদয় দর্শনে উদ্ধৃত হইয়া উঠিল। তখন লোক বিনাশের নিমিত্ত পরমগতি লাভার্থী বীরপুরুষগণের পুনরায় যুদ্ধ আরম্ভ হইল।

ষড়শীত্যধিক শততম অধ্যায়।

হে মহারাজ! অনন্তর রাজা দুর্য্যোধন দ্রোণ সন্নিধানে গমন পূর্ব্বক ক্রোধাবিষ্ট হইয়া তাঁহার হর্ষ ও তেজ সন্ধুক্ষিত করত কহিতে লাগিলেন, হে আচার্য্য! দীনমনা শ্রমাপনোদনে প্রবৃত্ত অরাতিগণকে ক্ষমা করা লব্ধলক্ষ্য বীরপুরুষদিগের কর্ত্তব্য নহে। আমরা আপনার প্রিয়কার্য্য অনুষ্ঠান করিবার নিমিত্ত পাণ্ডবগণকে ক্ষমা করিয়াছিলাম, উহারা সেই অবসরে সমুদায় সমর পরিশ্রম অপনোদন করিয়াছে। যাহা হউক, আপনি উহাদিগকে রক্ষা করিতেছেন বলিয়াই বারংবার উহাদিগের অভ্যুদয় লাভ হইতেছে; এবং আমরা ক্রমশ তেজ ও বলবীর্য্য পরিশূন্য হইতেছি। হে ব্রহ্মন্! আপনি ব্রহ্মাস্ত্র ও দিব্যাস্ত্র সমস্ত সম্যক্ অবগত আছেন। আমি সত্যই কহিতেছি, কি পাণ্ডবগণ কি কৌরবগণ কি অন্যান্য ধনুর্দ্ধরগণ কেহই যুদ্ধকালে আপনার সদৃশ পরাক্রম প্রদর্শন করিতে সমর্থ নহে। আপনি দিব্যাস্ত্রজাল বিস্তার করিয়া দেব, দানব ও গন্ধর্ব্ব প্রভৃতি সমুদায় লোক উচ্ছিন্ন করিতে পারেন, সন্দেহ নাই। পাণ্ডবগণ আপনার পরাক্রম দর্শনে নিতান্ত ভীত হইয়াছে; কিন্তু তাহারা আপনার শিষ্য এই বলিয়াই হউক, বা আমার ভাগ্য দোষেই হউক, আপনি তাহাদিগকে উপেক্ষা করিতেছেন।

হে মহারাজ! মহাবীর দ্রোণ আপনার আত্মজ দুর্য্যোধন কর্ত্তৃক এইরূপে তিরস্কৃত হইয়া ক্রোধভরে কহিলেন, হে দুর্য্যোধন! আমি বৃদ্ধ হইয়াও সাধ্যানুসারে যুদ্ধ করিতেছি। আমি অস্ত্রবেত্তা; কিন্তু এই সমস্ত বীর অস্ত্র বিদ্যায় তাদৃশ সুনিপুণ নহে। বিজয়াভিলাষে এই সকলকে সংহার করিতে হইলে আমারে নিতান্ত ক্ষুদ্র জনের ন্যায় কার্য্যানুষ্ঠান করিতে হইবে। যাহা হউক, এক্ষণে তুমি যাহা বিবেচনা করিতেছ, তাহা ভালই হউক বা মন্দই হউক, আমি তোমার বাক্যানুসারে তদনুরূপ কার্য্য করিব, সন্দেহ নাই। আমি আয়ুধ স্পর্শ করিয়া শপথ করিতেছি যে, রণস্থলে পরাক্রম প্রকাশ পূর্ব্বক পাঞ্চালগণকে বিনাশ করিয়া কবচ পরিত্যাগ করিব। হে মহারাজ! তুমি মহাবীর ধনঞ্জয়কে পরিশ্রান্ত বিবেচনা করিতেছ; কিন্তু আমি তাহার প্রকৃত বলবীর্য্যের বিষয় কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। অর্জ্জুন রণস্থলে ক্রোধাবিষ্ট হইলে দেবতা, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ বা রাক্ষসগণ তাহার বলবীর্য্য সহ্য করিতে সমর্থ নহেন। ঐ মহাবীর খাণ্ডব দাহ সময়ে সুররাজ ইন্দ্রের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া শরনিকর বর্ষণ পূর্ব্বক তাঁহারে নিবারণ এবং বলদৃপ্ত যক্ষ, নাগ ও দানব দলকে দলন করিয়াছিল, ইহা কিছুই তোমার অবিদিত নাই। ঐ মহাবীর তোমাদের ঘোষযাত্রা কালে চিত্রসেন প্রভৃতি গন্ধর্ব্বগণকে পরাজয় করিয়া তোমাদিগকে তাহাদের হস্ত হইতে বিমুক্ত করিয়াছে। ঐ মহাবীর সুরগণেরও অজেয় নিবাত কবচ ও হিরণ্য পুরবাসী সহস্র সহস্র দানব দিগকে পরাজয় করিয়াছে। অতএব সামান্য মনুষ্য কিরূপে সেই মহাবল পরাক্রান্ত

ধনঞ্জয়কে পরাজয় করিবে। হে মহারাজ! তোমার সৈন্য সকল আমাদের বহু প্রযত্নে সুরক্ষিত হইলেও ধনঞ্জয় তাহাদিগকে যেরূপে বিনাশ করিতেছে, তুমি তৎ সমুদায়ই অবলোকন করিতেছ।

হে মহারাজ! রাজা দুর্য্যোধন এই রূপে দ্রোণাচার্য্যকে অর্জ্জুনের প্রশংসাবাদে প্রবৃত্ত দেখিয়া ক্রোধভরে পুনরায় কহিলেন, হে ব্রহ্মন্! আজি আমি দুঃশাসন, কর্ণ ও মাতুল শকুনি আমরা সৈন্যগণকে দুই ভাগে বিভক্ত করিয়া অর্জ্জুনকে বিনাশ করিব। মহাত্মা দ্রোণাচার্য্য দুর্য্যোধনের বাক্য শ্রবণানন্তর হাস্যমুখে তাহাতে অনুমোদন করিয়া কহিতে লাগিলেন, হে মহারাজ! কোন্ ক্ষত্রিয় স্বীয় তেজ প্রভাবে প্রদীপ্ত ক্ষত্রিয় প্রধান অক্ষয় ধনঞ্জয়কে বিনাশ করিতে সমর্থ হইবে। ধনাধিপতি কুবের, দেবরাজ ইন্দ্র, জলেশ্বর বরুণ ও লোকান্তকর কৃতান্ত এবং অসুর, উরগ ও রাক্ষসগণও আয়ুধধারী অর্জ্জুনকে বিনাশ করিতে সমর্থ নহেন। হে বৎস! তুমি অর্জ্জুনকে লক্ষ্য করিয়া যাহা কহিলে, মূর্খেরাই ঐ রূপ বাক্য প্রয়োগ করিয়া থাকে। মহাবীর অর্জ্জুনের সহিত সমরে প্রবৃত্ত হইয়া নির্ব্বিঘ্নে গৃহে প্রস্থান করা কাহারও সাধ্য নহে। হে রাজন্! তুমি অতিশয় নিষ্ঠুর ও পাপস্বভাব। যাহারা তোমার শ্রেয়স্কর কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছে, সন্দিহান হইয়া তাহাদিগকেই তিরস্কার করিতেছ। যাহা হউক, তুমি সৎকুল সম্ভূত ক্ষত্রিয় এবং সমর প্রার্থী; অতএব এক্ষণে স্বীয় কার্য্য সংসাধনার্থ অর্জ্জুনের সমীপে গমন পূর্ব্বক তাহারে নিবারণ কর। তুমিই এই শত্রুতার মূল কারণ; অতএব এক্ষণে অর্জ্জুন সন্নিধানে গমন করিয়া

যুদ্ধে প্রবৃত্ত হও। তুমি কি নিমিত্ত নিরপরাধে এই সমস্ত ক্ষত্রিয়দিগকে বিনাশ করিতেছ। হে গান্ধারীনন্দন! তোমার এই মাতুল শকুনি অক্ষক্রীড়ায় সুনিপুণ, প্রতারণা পরতন্ত্র ও কুটিল হৃদয়; এক্ষণে ইনি ক্ষত্রিয় ধর্ম্মানুসারে অর্জ্জুনের সহিত সমরে প্রবৃত্ত হউন। আমার বোধ হয়, এই মহাবীরই পাণ্ডবগণকে বিনাশ করিবেন। তুমি কর্ণ সমভিব্যাহারে মোহাবিষ্ট, শূন্য হৃদয়, শুশ্রূষা পরবশ, রাজা ধৃতরাষ্ট্রের সমক্ষে হৃষ্টান্তঃকরণে বারংবার গর্ব্ব প্রকাশ পূর্ব্বক কহিয়াছ যে, হে মহারাজ! আমি, কর্ণ ও ভ্রাতা দুঃশাসন আমরা সমবেত হইয়া পাণ্ডবগণকে সংহার করিব। আমি প্রতি সভায় তোমার মুখে এই রূপ কথা শ্রবণ করিয়াছি। এক্ষণে তুমি প্রতিজ্ঞানুরূপ কর্ম্মানুষ্ঠান করিয়া কর্ণাদির সহিত সত্যবাদী হও। ঐ দেখ, নিতান্ত দুর্ব্বিসহ শত্রু মহাবীর অর্জ্জুন তোমার সম্মুখে অবস্থান করিতেছে। এক্ষণে তুমি ক্ষত্রিয়ধর্ম্ম রক্ষা করিয়া উঁহার অভিমুখীন হও। অর্জ্জুনের হস্তে মৃত্যুও তোমার শ্লাঘনীয়। হে বৎস! তুমি অভিলষিত ঐশ্বর্য্য লাভ, দান ও ভোজন করিয়াছ এবং কৃতকার্য্য ও ঋণশূন্যও হইয়াছ; অতএব এক্ষণে নিঃশঙ্কমনে অর্জ্জুনের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হও।

হে মহারাজ! মহাবীর দ্রোণ রাজা দুর্য্যোধনকে এই কথা বলিয়া সমরে প্রবৃত্ত হইলেন। অনন্তর কৌরব সৈন্য সকল দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া একভাগ দ্রোণকে ও অপর ভাগ দুর্য্যোধনাদিরে আশ্রয় পুর্ব্বক ঘোরতর সংগ্রাম আরম্ভ করিল।

সপ্তাশীত্যধিক শততম অধ্যায়।

হে মহারাজ! ত্রিযামার একভাগ মাত্র অবশিষ্ট রহিয়াছে,

এমন সময় কৌরব ও পাণ্ডবগণ পুনরায় হৃষ্টচিত্তে যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে সূর্য্যসারথি অরুণ শশধরকে ক্ষীণকান্তি ও নভোমণ্ডল তাম্রবর্ণ করিয়া গগনে সমুদিত হইলেন। সূর্য্যমণ্ডল অরুণকিরণে অরুণিত হইয়া তপ্তকাঞ্চন নির্ম্মিত চক্রের ন্যায় পূর্ব্বদিকে বিরাজিত হইতে লাগিল। তখন কৌরব ও পাণ্ডবপক্ষীয় যোধগণ সকলে রথ, অশ্ব ও নরযান সকল পরিত্যাগ পূর্ব্বক দিবাকরের অভিমুখীন হইয়া সন্ধ্যোপসনার জন্য করপুটে দণ্ডায়মান হইলেন।

হে মহারাজ! অনন্তর কৌরব সৈন্য সকল দ্বিধা বিভক্ত হইলে দ্রোণাচার্য্য রাজা দুর্য্যোধনকে পুরবর্ত্তী করিয়া সোমক, পাণ্ডব ও পাঞ্চালগণের অভিমুখে ধাবমান হইলেন। বাসুদেব তদ্দর্শনে অর্জ্জুনকে কহিলেন, হে সব্যসাচিন! তুমি কৌরবগণকে বামভাগে ও দ্রোণকে দক্ষিণভাগে রাখিয়া সমরে প্রবৃত্ত হও। মহাবীর ধনঞ্জয় বাসুদেবের নিদেশানুসারে দ্রোণ ও কর্ণের বামভাগে অবস্থান করিলেন। ঐ সময়ে অরাতিনিপাতন ভীমসেন হৃষীকেশের অভিপ্রায় অবগত হইয়া সমরাঙ্গন মধ্যবর্ত্তী অর্জ্জুনকে কহিলেন, হে ভ্রাত! আমার বাক্য শ্রবণ কর। ক্ষত্রিয় কামিনীরা যে কার্য্য সাধনের নিমিত্ত পুত্র প্রসব করে, এক্ষণে সেই কার্য্য সাধনের সময় উপস্থিত হইয়াছে। অতএব যদি তুমি এসময় আপনার বলবীর্য্যানুরূপ কার্য্যানুষ্ঠান না কর, তাহা হইলে নিশ্চয়ই তোমার নিতান্ত নৃশংসের কার্য্য করা হইবে। এক্ষণে তুমি দ্রোণ সৈন্যগণকে দক্ষিণভাগে রাখিয়া শত্রু সংহার পূর্ব্বক সত্য, শ্রী, ধর্ম্ম ও যশের আনৃণ্য লাভ কর।

হে মহারাজ! মহাবীর অর্জ্জুন কেশব ও ভীমসেন কর্তৃক এই রূপ অভিহিত হইয়া দ্রোণ ও কর্ণকে অতিক্রম পূর্ব্বক চারি দিকে অরাতি সৈন্য নিবারণ করিতে লাগিলেন। কৌরব পক্ষীয় ক্ষত্রিয়গণ সেই বর্দ্ধমান অনল সদৃশ ক্ষত্রদাহন মহাবল পরাক্রান্ত অর্জ্জুনকে আক্রমণ করিয়া নিবারণ করিতে পারিলেন না। তখন দুর্য্যোধন, কর্ণ ও শকুনি শরনিকর দ্বারা ধনঞ্জয়কে সমাচ্ছন্ন করিতে লাগিলেন। সুবিখ্যাত অস্ত্রবেত্তা জিতেন্দ্রিয় অর্জ্জুন হস্তলাঘব প্রদর্শন পূর্ব্বক শরবর্ষণ করিয়া তাঁহাদিগের সমুদায় অস্ত্র নিবারণ পূর্ব্বক সকলকে দশ দশ বাণে বিদ্ধ করিলেন। ঐ সময় ধূলিপটল সমুদ্ভূত, চতুর্দ্দিক্ হইতে শরজাল সমাগত, ঘোরতর অন্ধকার আবির্ভূত ও ভীষণ শব্দ সমুত্থিত হইতে লাগিল। তখন কি ভূমণ্ডল কি দিঙ্মণ্ডল কি আকাশমণ্ডল কিছুই বোধগম্য হইল না। ধূলিপটল প্রভাবে সকলেই অন্ধপ্রায় হইল। আমাদের উভয় পক্ষীয় যোধগণ পরস্পর কেহ কাহারে অবগত হইতে সমর্থ হইল না। তখন ভূপালগণ কেবল স্ব স্ব নাম গ্রহণ করিয়া যুদ্ধ করিতে আরম্ভ করিলেন। রথবিহীন রথিগণ মিলিত হইয়া পরস্পরের কেশ, কবচ ও ভুজে সংলগ্ন হইতে লাগিলেন। অশ্ব সারথি বর্জ্জিত নিশ্চেষ্ট রথিগণ ভয়ার্দ্দিত হইয়া কেবল জীবন রক্ষা করত সংগ্রামে সমবস্থিত হইলেন। অশ্ব ও অশ্বারোহিগণ গত জীবিত হইয়া পর্ব্বতাকার নিহত গজ সমূহে আলিঙ্গন করিয়া রহিল।

অনন্তর মহাবীর দ্রোণাচার্য্য রণক্ষেত্রের মধ্যস্থল হইতে উত্তর দিকে গমন পূর্ব্বক প্রজ্বলিত বিধূম পাবকের ন্যায়

অবস্থান করিতে লাগিলেন। পাণ্ডব সেনাগণ তেজ প্রজ্বলিত দ্রোণাচার্য্যকে সংগ্রাম ক্ষেত্রের মধ্যস্থল হইতে একান্তে আগমন করিতে দেখিয়া ভীত, কম্পিত ও বিচলিত হইয়া উঠিল। দানবগণ যেমন বাসবকে পরাজিত করিতে সাহসী হয় না, তদ্রূপ তাহারা সেই অরাতিনিপাতন মদমত্ত মাতঙ্গ সদৃশ দ্রোণকে পরাভূত করিব বলিয়া কোন ক্রমেই সাহস করিতে পারিল না। তখন কেহ কেহ নিরুৎসাহ, কেহ কেহ কোপাবিষ্ট ও কেহ কেহ বা বিস্ময়াপন্ন হইল। ভূপাল-গণের মধ্যে কেহ কেহ কর দ্বারা করাগ্র নিষ্পেষণ, কেহ কেহ ক্রোধভরে ওষ্ঠ দংশন, কেহ কেহ আয়ুধ নিক্ষেপ ও কেহ কেহ বা ভুজমর্দ্দন করিতে লাগিলেন। তখন অনেক অসাধারণ তেজঃসম্পন্ন বীরপুরুষ দ্রোণের প্রতি ধাবমান হইলেন। ঐ সময় পাঞ্চালগণ দ্রোণ বাণে নিতান্ত নিপীড়িত ও বেদনায় একান্ত অভিভূত হইয়া দ্রুপদরাজকে আশ্রয় করিল।

তখন মহারাজ দ্রুপদ ও বিরাট সেই সমরচারী দুর্জ্জয় দ্রোণের প্রতি ধাবমান হইলেন। তদ্দর্শনে দ্রুপদের তিন পৌত্র ও চেদিগণ দ্রোণের অভিমুখে আগমন করিলেন। মহাবীর দ্রোণ তিন নিশিত শরে সেই দ্রুপদ পৌত্র ত্রয়ের প্রাণ সংহার করিলে তাঁহারা ভূতলে নিপতিত হইলেন। তৎপরে মহারথ দ্রোণাচার্য্য যুদ্ধে চেদি, কৈকয়, সৃঞ্জয় ও মৎস্যগণকে পরাজিত করিলেন। দ্রুপদ ও বিরাটরাজ তদ্দ-র্শনে ক্রোধভরে দ্রোণের উপর শরবর্ষণ করিতে লাগিলেন। ক্ষত্রিয় মর্দ্দন দ্রোণ অনায়াসে তাঁহাদের বাণবর্ষণ নিরাকৃত

করিয়া তাঁহাদিগকে শরনিকরে সমাচ্ছন্ন করিলেন। দ্রুপদ ও বিরাট ভূপতি দ্রোণশরে সমাচ্ছন্ন হইয়া ক্রোধভরে তাঁহারে শরজালে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। তখন মহাবীর দ্রোণ ক্রোধাবিষ্ট হইয়া সুতীক্ষ্ণ ভল্ল দ্বারা বিরাট ও দ্রুপদের কার্ম্মুক দ্বয় খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিলেন। মহাবল পরাক্রান্ত বিরাট তদ্দর্শনে নিতান্ত ক্রোধ পরবশ হইয়া দ্রোণের বধ সাধনার্থ দশ তোমর ও দশ শর নিক্ষেপ করিলেন। রণবিশারদ দ্রুপদও ক্রোধভরে দ্রোণের রথাভিমুখে এক সুবর্ণ খচিত ভুজগেন্দ্রো-পম ভীষণ লৌহময় শক্তি নিক্ষেপ করিলেন। মহাবীর দ্রোণ সুতীক্ষ্ণ ভল্ল প্রয়োগ পূর্ব্বক সেই বিরাট নিক্ষিপ্ত দশ তোমর ও নিশিত সায়ক দ্বারা দ্রুপদের সেই শক্তি ছেদন করিয়া সুশাণিত ভল্ল দ্বয় দ্বারা বিরাট ও দ্রুপদকে যমরাজের রাজ-ধানীতে প্রেরণ করিলেন।

মনস্বী ধৃষ্টদ্যুম্ন দ্রোণের অস্ত্রবলে বিরাট, দ্রুপদ ও বিরা-টের তিন পৌত্র এবং কৈকেয়, চেদি, মৎস্য ও পাঞ্চাল-গণকে নিহত দেখিয়া ক্রোধ ও দুঃখভরে মহারথগণের মধ্যে শপথ করিয়া কহিলেন যে, অদ্য দ্রোণ যদি আমার হস্ত হইতে মুক্তিলাভ বা আমারে পরাভব করেন, তাহা হইলে যেন আমার ইষ্টাপূর্ত্ত বিনষ্ট এবং আমি ব্রহ্মতেজ ও ক্ষত্রিয় তেজহইতে পরিভ্রষ্ট হই। হে মহারাজ! মহাবীর ধৃষ্টদ্যুম্ন এই রূপ শপথ করিয়া সৈন্যগণ সমভিব্যাহারে দ্রোণাভিমুখে ধাবমান হইলেন। তখন এক দিকে পাঞ্চালগণ ও অন্য দিকে অর্জ্জুন অবস্থান পূর্ব্বক দ্রোণকে প্রহার করিতে আরম্ভ করি-লেন। মহারাজ দুর্য্যোধন, কর্ণ ও শকুনি এবং দুর্য্যোধনের

ভ্রাতৃগণ তদ্দর্শনে দ্রোণাচার্য্যকে রক্ষা করিতে লাগিলেন। এই রূপে দ্রোণাচার্য্য সেই সমস্ত মহাত্মাদিগের প্রযত্নে সুরক্ষিত হইলে পাঞ্চালগণ তাঁহারে নিরীক্ষণ করিতেও সমর্থ হইল না। তখন ভীমসেন ক্রোধাবিষ্ট হইয়া ধৃষ্টদ্যুম্নকে অতি কঠোর বাক্য প্রয়োগ পূর্ব্বক কহিলেন, হে ক্ষত্রিয় সত্তম! কোন্ ব্যক্তি ক্ষত্রিয়াভিমানী ও দ্রুপদের কুলে উৎপন্ন হইয়া সম্মুখস্থ শত্রুকে উপেক্ষা করিয়া থাকে! কোন্ পুরুষ পিতৃবধ ও পুত্রবধ সহ্য এবং ভূপালগণ সমক্ষে শপথ করিয়া শত্রুর প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করে! ঐ দেখ, মহাবীর দ্রোণ স্বীয় তেজ প্রভাবে প্রজ্বলিত হুতাশনের ন্যায় অবস্থান পূর্ব্বক ক্ষত্রিয়গণকে দগ্ধ করিতেছেন। উনি কিয়ৎক্ষণ মধ্যেই সমগ্র পাণ্ডব সৈন্য বিনষ্ট করিবেন। অতএব আমি সংগ্রামার্থ দ্রোণ সন্নিধানে চলিলাম। তোমরা এই স্থানে অবস্থান করিয়া আমার অদ্ভুত কার্য্য নিরীক্ষণ কর।

মহাবীর বৃকোদর এই বলিয়া ক্রোধভরে দ্রোণ সৈন্যমধ্যে প্রবেশ করিয়া আকর্ণ পূর্ণ শরনিকর দ্বারা তাহাদিগকে বিদ্রাবিত করিতে লাগিলেন। মহারথ ধৃষ্টদ্যুম্নও সৈন্য মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া দ্রোণের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইলেন। তখন উভয় পক্ষে ঘোরতর যুদ্ধ আরম্ভ হইল। হে মহারাজ! সেই সূর্য্যোদয় কালে যেরূপ যুদ্ধ হইয়াছিল আমরা কদাচ তদ্রূপ যুদ্ধ দর্শন বা শ্রবণ করি নাই। ঐ সময় সৈন্য সকল অতিশয় ব্যাকুল হইয়া উঠিল। রথ সমূহ পরস্পর সংশ্লিষ্ট হইয়া অবস্থান করিতে লাগিল। প্রাণিগণ নিহত ও ইতস্ততঃ বিশীর্ণ হইল। কোন কোন ব্যক্তি এক স্থান হইতে অন্যত্র

গমন করত বিপক্ষগণ কর্ত্তৃক বিদ্রাবিত হইতে লাগিল। যাহারা সমর পরাঙ্মুখ হইয়া প্রস্থান করিতেছিল, অরাতিগণ কেহ কেহ তাহাদের পৃষ্ঠভাগে ও কেহ কেহ বা পার্শ্বদেশে প্রহার করিতে আরম্ভ করিল। এই রূপে অতি নিদারুণ সংগ্রাম আরম্ভ হইলে ক্ষণকাল মধ্যে ভগবান্ মরীচিমালী সমুদিত হইলেন।

অষ্টাশীত্যধিক শততম অধ্যায়।

হে মহারাজ! বর্ম্মধারী বীরগণ সমরাঙ্গনেই নবোদিত দিবাকরের উপাসনা করিলেন। অনন্তর তপ্তকাঞ্চন ভাস্বর ভাস্কর সমুদিত হওয়াতে সমুদায় জগৎ প্রকাশিত হইলে পুনরায় যুদ্ধ আরম্ভ হইল। সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে যে যে সৈন্যগণ যাহাদিগের সহিত সংগ্রামে মিলিত হইয়াছিল, এক্ষণে তাহারা সকলেই পুনরায় সেই সেই প্রতিদ্বন্দীর সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল। অশ্বারোহিগণ রথীদিগের সহিত, গজারোহিগণ অশ্বারোহীদিগের সহিত, পদাতিগণ হস্ত্যারোহী দিগের সহিত, অশ্বগণ অশ্বগণের সহিত, পদাতিগণ পদাতিগণের সহিত, রথিগণ রথীদিগের সহিত এবং মাতঙ্গগণ মাতঙ্গদিগের সহিত মিলিত হইয়া সংগ্রাম করিতে লাগিল। হে মহারাজ! যোধগণ রজনীযোগে বহু যত্নসহকারে যুদ্ধ করিয়াছিলেন, এক্ষণে তাঁহাদিগের মধ্যে অনেকেই আতপতাপে উত্তপ্ত ও ক্ষুৎপিপাসায় নিতান্ত কাতর হইয়া অচেতন প্রায় হইলেন। শঙ্খনাদ, ভেরী নিস্বন, মৃদঙ্গধ্বনি, বৃংহিত শব্দ, ধনুষ্টঙ্কার, ধাবমান পদাতিগণের চীৎকার, নিপতিত অস্ত্র সমুদায়ের নিঃস্বন, অশ্বের হেষারব ও রথ সমুদায়ের ঘর্ঘর নির্ঘোষে মহা তুমুল শব্দ

সমুত্থিত হইয়া আকাশমণ্ডল সমাচ্ছন্ন করিল। ঐ সময় বিবিধ অস্ত্রাঘাতে ক্ষত বিক্ষত কলেবর রণনিপতিত বিচেষ্টমান হস্তী, অশ্ব, রথী ও পদাতিগণের আর্ত্তনাদ শ্রুতিগোচর হইল। তখন সৈন্যগণ শত্রুপক্ষীয় ব্যক্তিদিগকে সংহার করিতে প্রবৃত্ত হইয়া আত্মপক্ষীয়গণকে ও বিনাশ করিতে লাগিল। বীরগণ নিক্ষিপ্ত করবারি সকল নিজ্যমান বসন রাশির ন্যায় নিরীক্ষিত ও সেই খড়্গ সমুদায়ের শব্দ নিজ্যমান বসন শব্দের ন্যায় শ্রুত হইল। অনন্তর বীরগণ খড়্গ, তোমর ও পরশু নিক্ষেপ পূর্ব্বক ভীষণ যুদ্ধ উপস্থিত করিলে সমরস্থলে গজ, অশ্ব ও নরদেহ সম্ভূত শোণিত দ্বারা এক অতি ভীষণ নদী প্রবাহিত হইল। শস্ত্র সমুদায় উহার মৎস্য, মাংস কর্দ্দম, পতাকা ও বস্ত্র সমুদায় ফেন এবং সৈন্যগণের আর্ত্তনাদ উহার শব্দ স্বরূপ শোভা পাইতে লাগিল। অশ্ব ও গজ সমুদায় রজনীতে শর ও শক্তি দ্বারা নিতান্ত নিপীড়িত হইয়াছিল, সুতরাং এক্ষণে স্তব্ধভাবে অবস্থান করিতে লাগিল। শুষ্কবদন বীরগণ চারু-কুণ্ডল মণ্ডিত মস্তক ও বিবিধ যুদ্ধোপকরণ দ্বারা অসাধারণ শোভা ধারণ করিলেন। ঐ সময় ক্রব্যাদগণ এবং মৃত ও অর্দ্ধমৃত সৈন্য সমুদায় দ্বারা রথ সঞ্চালনের পথ রোধ হইল। বারণ সদৃশ বলবান সৎকুলসম্ভূত বাজিগণ নিতান্ত শ্রান্ত হইয়াছিল, সুতরাং রথচক্র নিমগ্ন হইলে কম্পিত কলেবরে বল পূর্ব্বক অতি কষ্টে রথ আকর্ষণ করিতে লাগিল।

হে মহারাজ! ঐ সময় মহাবীর দ্রোণ ও অর্জ্জুন ভিন্ন আর সকলেই ভয়ে নিতান্ত অভিভূত হইয়াছিল। ঐ বীরদ্বয়ই তৎকালে স্ব স্ব পক্ষের আশ্রয় ও ভয়ত্রাতা হইয়াছিলেন।

উহাঁদের প্রভাবে উভয় পক্ষীয় অনেক বীর শমন সদনে গমন করিলেন। কৌরব সৈন্য সমুদায় নিতান্ত ভীত হইল। পাঞ্চাল সৈন্যেরা কোন্ স্থানে রহিয়াছে, তাহা কিছু মাত্র স্থির হইল না। সেই ভীরুজনের ভয়বর্দ্ধন, শ্মশান ভূমি সদৃশ সমরাঙ্গনে ক্ষত্রিয়গণের ক্ষয়কালে ধূলিপটল সমুত্থিত হইলে কি কর্ণ কি দ্রোণ কি অর্জ্জুন কি যুধিষ্ঠির কি ভীমসেন কি নকুল কি সহদেব কি ধৃষ্টদ্যুম্ন কি সাত্যকি কি দুঃশাসন কি অশ্বত্থামা কি দুর্য্যোধন কি শকুনি কি কৃপ কি মদ্ররাজ কি কৃতবর্ম্মা কি অন্যান্য যোধগণ কাহাকেও লক্ষিত হইল না। তৎকালে ভূমণ্ডল ও দিঙ্মণ্ডল দৃষ্ট হওয়া দূরে থাকুক, আত্মদেহ পর্য্যন্ত অদৃশ্য হইয়া গেল। সকলেই ধূলিপটলে সংবৃত হইল। তখন বোধ হইতে লাগিল যেন পুনরায় নিশা উপস্থিত হইয়াছে। ঐ সময়ে কে কৌরব কে পাঞ্চাল কে পাণ্ডব কিছুই অবধারিত হইল না। ভূমণ্ডল, দিঙ্মণ্ডল ও আকাশ মণ্ডল এবং সম ও বিষম প্রদেশ এককালে অদৃশ্য হইল। বিজয় প্রার্থী নরগণ কি স্বকীয় কি পরকীয় যাহারে প্রাপ্ত হইল তাহারেই নিপাতিত করিতে লাগিল। ক্রমে প্রবল বায়ুবেগ ও শোণিত নিষেক দ্বারা রজোরাশি প্রশমিত হইল। তখন হস্তী, অশ্ব, রথ, রথী ও পদাতিগণ রুধিরোক্ষিত হইয়া পারিজাত বনাবলির ন্যায় বিরাজিত হইতে লাগিল। ঐ সময় মহাবীর দুর্য্যোধন ও দুঃশাসন নকুল ও সহদেবের সহিত এবং কর্ণ বৃকোদরের সহিত ও অর্জ্জুন ভারদ্বাজের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইলেন। সমুদায় যোধগণ তাঁহাদের সেই আশ্চর্য্য সংগ্রাম অবেক্ষণ করিতে লাগিলেন। তাঁহারা রথের বিচিত্র

গতি প্রদর্শন পূর্ব্বক যুদ্ধ করত পরস্পরের পরাজয় বাসনায় পরস্পরকে শরনিকরে সমাচ্ছন্ন করিয়া বর্ষাকালীন জলধরের ন্যায় শোভা ধারণ করিলেন। তাঁহারা সূর্য্য সঙ্কাশ রথে সমারূঢ় হওয়াতে তাঁহাদিগকে শারদ জীমূতের ন্যায় বোধ হইতে লাগিল। তখন কোপপূর্ণ মহা ধনুর্দ্ধর অন্যান্য যোধগণও পরম যত্ন সহকারে স্পর্দ্ধা করত মত্ত মাতঙ্গ সমুদায়ের ন্যায় পরস্পরের অভিমুখীন হইতে লাগিলেন। তৎকালে বোধ হইল যে, কেহ কাহার দেহভেদ করিতেছেন না, মহারথগণ স্বয়ং নিহত ও নিপতিত হইতেছেন। ঐ সময় যোধগণের ছিন্ন চরণ, বাহু, কুণ্ডল মণ্ডিত মস্তক, কার্ম্মুক, বিশিখ, প্রাস, খড়্গ, পরশু, পট্টিশ, নালীক, ক্ষুর, নারাচ, নখর, শক্তি, তোমর, অন্যান্য বিবিধাকার নিশিত অস্ত্রজাল, বিচিত্র বর্ম্ম, নিহত অশ্ব, হস্তী ও বীরগণ, যোধ শূন্য ধ্বজবিহীন নগরাকার রথ সমুদায়, আরোহি-বিহীন শঙ্কিত চিত্ত বায়ুবেগে ধাবমান অশ্বগণ, অলঙ্কৃত নিহত বীরগণ এবং রাশি ব্যজন, ধ্বজ, ছত্র আভরণ, বস্ত্র, সুগন্ধি মাল্য, হার, কিরীট, মুকুট, উষ্ণীষ, কিঙ্কিনী জাল, বক্ষঃস্থলার্পিত মণি, নিষ্ক ও চূড়ামণি দ্বারা সংগ্রামস্থল নক্ষত্রকুল বিভূষিত নভোমণ্ডলের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল।

অনন্তর অমর্ষিত নকুলের সহিত ক্রোধোন্মত্ত দুর্য্যোধনের ঘোর সংগ্রাম সমুপস্থিত হইল। মাদ্রীপুত্র দুর্য্যোধনকে অসংখ্য শরে সমাচ্ছন্ন করত হৃষ্টচিত্তে তাঁহারে দক্ষিণ পার্শ্বস্থ করিলেন। ঐ সময় তুমুল কোলাহল সমুত্থিত হইল। রাজা দুর্য্যোধন নকুলের দক্ষিণ পার্শ্বে থাকিয়াই তাঁহার প্রতীকার

চেষ্টা করিতে লাগিলেন। তখন বিচিত্র যুদ্ধ মার্গাভিজ্ঞ তেজস্বী নকুল দক্ষিণ পার্শ্বস্থ প্রতিচিকীর্ষু দুর্য্যোধনকে নিবারণ করিতে আরম্ভ করিলেন। দুর্য্যোধন ও তদ্দর্শনে ক্রোধভরে নকুলকে নিবারণ করিয়া শরজালে পীড়িত ও সমরে পরাঙ্মুখ করিলেন। কৌরব সৈন্যগণ তদ্দর্শনে তাঁহারে অগণ্য ধন্যবাদ প্রদান করিতে লাগিল। তখন মহাবীর নকুল আপনার কুপরামর্শ জনিত বহু দুঃখ স্মরণ পূর্ব্বক দুর্য্যোধনকে থাক্ থাক্ বলিয়া তর্জ্জন করিতে আরম্ভ করিলেন।

একোন নবত্যধিক শততম অধ্যায়।

হে মহারাজ! এ দিকে মহাবীর দুঃশাসন রোষাবিষ্ট হইয়া রথবেগে ভূমণ্ডল বিকম্পিত করত সহদেবের প্রতি ধাবমান হইলেন। মহাবীর সহদেব তাঁহারে আগমন করিতে দেখিয়া ভল্লাস্ত্র দ্বারা তাঁহার সারথির শিরস্ত্রাণ সমলঙ্কৃত মস্তক ছেদন করিয়া ফেলিলেন। তিনি এত শীঘ্র উহার শিরশ্ছেদন করিলেন যে, দুঃশাসন ও অন্যান্য সৈনিক পুরুষেরা উহার কিছুমাত্র অবগত হইতে পারিলেন না। তখন দুঃশাসনের অশ্বগণ যন্ত্রী বিহীন হইয়া স্বেচ্ছানুসারে ইতস্তত গমন করিতে লাগিল। মহাবীর দুঃশাসন তদ্দর্শনে সারথি নিহত হইয়াছে অবগত হইয়া স্বয়ং নির্ভয়ে অশ্বরশ্মি গ্রহণ ও লঘুহস্ততা প্রদর্শন পূর্ব্বক যুদ্ধ করিতে আরম্ভ করিলেন। তখন কি বিপক্ষ কি স্বপক্ষ সকলেই তাঁহার সেই অদ্ভুত কার্য্য অবলোকন করিয়া ভূয়সী প্রশংসা করিতে লাগিল। মহাবীর সহদেব তদ্দর্শনে ক্রোধভরে দুঃশাসনের অশ্বগণের উপর সুতীক্ষ্ণ শরনিকর নিক্ষেপ করিতে আরম্ভ করিলেন। অশ্বগণ

মাদ্রীতনয়ের শরজালে নিতান্ত নিপীড়িত হইয়া অবিলম্বে ইতস্তত ধাবমান হইল। তখন দুঃশাসন একবার অশ্বরশ্মি গ্রহণ ও শরাসন পরিত্যাগ এবং একবার কার্ম্মুক গ্রহণ ও অশ্বরশ্মি পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। মহাবীর সহদেব এই সুযোগে তাঁহারে শরনিকরে সমাচ্ছন্ন করিয়া ফেলিলেন।

অনন্তর মহাবীর কর্ণ দুঃশাসনের সাহায্যার্থ তাঁহার অভিমুখে ধাবমান হইলেন। মহাবল পরাক্রান্ত বৃকোদর তদ্দর্শনে পরম যত্ন সহকারে আকর্ণ পূর্ণ তিন ভল্লে কর্ণের বাহু ও বক্ষঃস্থল আহত করিলেন। তখন সূতপুত্র দণ্ড ঘট্টিত ভুজঙ্গের ন্যায় প্রতিনিবৃত্ত হইয়া নিশিত শরনিকর বর্ষণ পূর্ব্বক ভীমসেনকে নিবারণ করিতে লাগিলেন। এইরূপে কর্ণ ও ভীমসেনের ঘোরতর যুদ্ধ আরম্ভ হইল। তাঁহারা নেত্র বিঘূর্ণন পূর্ব্বক বৃষভ দ্বয়ের ন্যায় ঘোর নিনাদ পরিত্যাগ করত ক্রোধভরে মহাবেগে পরস্পরকে শরবিদ্ধ করিতে লাগিলেন। তৎকালে ঐ দুই মহাবীর পরস্পর অতিশয় সন্নিকৃষ্ট ছিলেন, সুতরাং শর প্রয়োগ বিষয়ে নিতান্ত অসুবিধা উপস্থিত হওয়াতে তাঁহারা তৎক্ষণাৎ গদা যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। মহাবীর ভীম গদাঘাতে কর্ণের রথকূবর চূর্ণ করিয়া ফেলিলেন। তদ্দর্শনে সকলেই চমৎকৃত হইল। তখন মহারথ কর্ণ ভীমের রথাভিমুখে গদা নিক্ষেপ পূর্ব্বক তাঁহার গদা চূর্ণ করিলেন। অনন্তর ভীমসেন পুনরায় কর্ণের প্রতি এক গুর্ব্বী গদা নিক্ষেপ করিলে মহাবীর কর্ণ মহাবেগ সম্পন্ন সুপুঙ্খ বহুসংখ্য সায়ক দ্বারা উহা বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। তখন সেই ভীমনিক্ষিপ্ত ভীষণ গদা কর্ণের শর প্রভাবে মন্ত্রাভিহত ভুজঙ্গীর ন্যায় প্রতিনিবৃত্ত হইয়া

ভীমসেনের বিপুল ধ্বজ নিপাতিত ও সারথিরে বিমোহিত করিল। পরে বিপুল বিক্রম ভীমসেন ক্রোধ মূর্চ্ছিত হইয়া কর্ণের প্রতি আট বাণ পরিত্যাগ পূর্ব্বক অম্লানমুখে তাঁহার শরাসন তূণীর ও ধ্বজ ছেদন করিয়া ফেলিলেন। মহাবীর কর্ণও সত্বরে অন্য এক সুবর্ণপৃষ্ঠ দুরাসদ শরাসন ধারণ পূর্ব্বক শরনিকর দ্বারা বৃকোদরের অশ্ব সমুদায় ও পার্ষ্ণি সারথি দ্বয়কে সংহার করিলেন। তখন অরাতিনিসূদন ভীমসেন স্বীয় রথ পরিত্যাগ পূর্ব্বক সিংহ যেমন পর্ব্বত শৃঙ্গে আরোহণ করে, তদ্রূপ নকুলের রথে সমারূঢ় হইলেন।

হে মহারাজ! ঐ সময় মহারথ দ্রোণাচার্য্য ও তাঁহার শিষ্য অর্জ্জুন উভয়ে লঘু সন্ধান ও রথের বিচিত্র গতি দ্বারা মানবগণের নয়ন ও মন বিমোহিত করত বিচিত্র যুদ্ধ করিতে আরম্ভ করিলেন। অন্যান্য যোধগণ সেই গুরু শিষ্যের অদ্ভুত সংগ্রাম অবলোকনে সমরে নিবৃত্ত হইয়া কম্পিত হইতে লাগিল। তখন সেই বীর দ্বয় রথের বিচিত্র গতি প্রদর্শন পূর্ব্বক পরস্পরকে দক্ষিণপার্শ্বস্থ করিতে চেষ্টা করিলেন। যোধগণ তাঁহাদিগের অসামান্য পরাক্রম দর্শনে বিস্ময়াপন্ন হইল। হে মহারাজ! গগনমার্গে আমিষলোলুপ শ্যেন দ্বয়ের যেরূপ যুদ্ধ হইয়া থাকে, দ্রোণ ও অর্জ্জুনের সেই রূপ তুমুল সংগ্রাম হইতে লাগিল। দ্রোণাচার্য্য অর্জ্জুনকে পরাজিত করিবার নিমিত্ত যে যে কৌশল করিলেন, মহাবীর ধনঞ্জয় স্বীয় কৌশল প্রভাবে তৎসমুদায় নিবারণ করিতে লাগিলেন। এইরূপে অস্ত্রকোবিদ আচার্য্য অর্জ্জুনকে কৌশল ক্রমে পরাজিত করিতে অসমর্থ হইয়া পরিশেষে ঐন্দ্র, পাশু-

পত, তাষ্ট্র, বায়ব্য ও বারুণ অস্ত্র আবিষ্কৃত করিলেন। মহাবীর অর্জ্জুনও ঐ সমুদায় অস্ত্র দ্রোণের শরাসন বিমুক্ত হইবামাত্র ছেদন করিয়া ফেলিলেন। এইরূপে মহাবীর অর্জ্জুন অস্ত্র দ্বারা আচার্য্যের অস্ত্রজাল ছেদন করিলে মহাবীর দ্রোণ দিব্যাস্ত্র দ্বারা তাঁহারে সমাচ্ছন্ন করিতে লাগিলেন। অর্জ্জুনও অনায়াসে তৎ-সমুদায় নিরাকৃত করিলেন। ফলত দ্রোণাচার্য্য জিগীষু হইয়া ধনঞ্জয়ের প্রতি যে যে অস্ত্র পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন, অর্জ্জুন শর প্রভাবে তৎসমুদায়ই ব্যর্থ হইয়া গেল। এইরূপে পার্থ শরে দিব্যাস্ত্র সমুদায়ও ধ্বংস হইলে মহাবীর দ্রোণাচার্য্য মনে মনে অর্জ্জুনের ভূয়সী প্রশংসা করিতে লাগিলেন এবং অর্জ্জুন তাঁহার শিষ্য এই নিমিত্ত তিনি আপনারে ভূমণ্ডলস্থ সমুদায় অস্ত্রবেত্তা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ জ্ঞান করিলেন। তিনি ধন-ঞ্জয় কর্ত্তৃক নিবারিত হইয়া আনন্দ ও গর্ব্ব প্রকাশ পূর্ব্বক পরম প্রীতি সহকারে তাঁহারে নিবারণ করিতে লাগিলেন। ঐ সময় নভোমণ্ডল সহস্র সহস্র দেব, ঋষি, গন্ধর্ব্ব ও সিদ্ধ অপ্সরা, যক্ষ ও রাক্ষসগণে সমাকীর্ণ হওয়াতে বোধ হইল যেন, উহা পুনরায় ঘনঘটায় আচ্ছন্ন হইয়াছে। তখন মহাত্মা অর্জ্জুন ও দ্রোণের স্তুতি সংযুক্ত দৈববাণী বারংবার শ্রুতি-গোচর হইতে লাগিল। পরিত্যক্ত শরজাল প্রভাবে দশ দিক্ আলোকময় হইলে সিদ্ধ ও মুনিগণ সমরক্ষেত্রে সমাগত হইয়া কহিতে লাগিলেন, ইহা মানুষ, আসুর, রাক্ষস, দৈব বা গান্ধর্ব্ব যুদ্ধ নহে; ইহা ব্রাহ্ম যুদ্ধ, তাহার সন্দেহ নাই। কখন দ্রোণাচার্য্য পাণ্ডবকে, কখন পাণ্ডবও দ্রোণকে অতি-ক্রম করিতেছেন; ইহাঁদের দুই জনের মধ্যে কাহারও বৈল-

ক্ষণ্য লক্ষিত হয় না। এরূপ বিচিত্র যুদ্ধ আর কখন আমাদের দৃষ্টিগোচর বা শ্রুতিগোচর হয় নাই। যদি সাক্ষাৎ রুদ্র আপনার দেহ দুই ভাগে বিভক্ত করিয়া আপনি আপনার সহিত যুদ্ধ করেন, তাহা হইলেই এই যুদ্ধের উপমাস্থল হইতে পারে; নচেৎ ইহার উপমা নাই। দ্রোণাচার্য্য জ্ঞান ও শৌর্য্যে অদ্বিতীয়; অর্জ্জুনও উপায় ও বলে সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। বিপক্ষগণ ইহাঁদিগকে কদাচ সংগ্রামে বিনষ্ট করিতে সমর্থ হয় না। ইহাঁরা ইচ্ছা করিলে দেবগণের সহিত সমুদায় জগৎ বিনষ্ট করিতে পারেন। হে মহারাজ! অন্তর্হিত ও প্রকাশিত প্রাণিগণ এইরূপে সেই বীর দ্বয়ের বিক্রম দর্শনে তাঁহাদিগকে প্রশংসা করিতে লাগিলেন।

অনন্তর মহামতি দ্রোণাচার্য্য সমরে মহাবীর অর্জ্জুন ও অন্তর্হিত প্রাণিগণকে সন্তপ্ত করত ব্রাহ্ম অস্ত্র আবিষ্কৃত করিলেন। তখন পর্ব্বত পাদপ সম্বলিত সমুদায় ভূমণ্ডল বিচলিত, বিষম সমীরণ প্রবাহিত, সাগর সকল সংক্ষুব্ধ এবং উভয় পক্ষীয় সেনা ও অন্যান্য জীবগণ নিতান্ত ভীত হইতে লাগিল; কিন্তু মহাবীর অর্জ্জুন অসম্ভ্রান্ত চিত্তে ব্রাহ্ম অস্ত্র দ্বারা দ্রোণের ব্রহ্মাস্ত্র নিরাকৃত করিয়া সমুদায়কে প্রশান্ত করিলেন। এইরূপে সেই বীর দ্বয় কেহ কাহারে পরাভব করিতে সমর্থ না হইলে পরিশেষে সঙ্কুল যুদ্ধ সমুপস্থিত হইল। তখন আর কোন বিষয়ই অবগত হইতে পারিলাম না। আকাশমণ্ডল শরজালে সমাচ্ছন্ন হওয়াতে খেচরগণের গতিরোধ হইল।

নবত্যধিক শততম অধ্যায়।

হে মহারাজ! এইরূপে ঐ সময়ে অসংখ্য নর, অশ্ব ও

গজ নিহত হইতে আরম্ভ হইলে মহাবীর দুঃশাসন ধৃষ্টদ্যুম্নের সহিত সমরে প্রবৃত্ত হইলেন। তখন সুবর্ণ রথারূঢ় ধৃষ্টদ্যুম্ন দুঃশাসনের শরনিকরে নিপীড়িত হইয়া ক্রোধভরে তাঁহার অশ্বগণের উপর শরনিকর নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। তখন ক্ষণকাল মধ্যে দুঃশাসনের কি রথ কি ধ্বজ কি সারথি সকলই অদৃশ্য হইল। মহাবীর দুঃশাসন মহাত্মা পাঞ্চালনন্দনের শরনিকরে নিতান্ত নিপীড়িত হইয়া আর তাঁহার সম্মুখে অবস্থান করিতে সমর্থ হইলেন না।

এইরূপে মহাবীর ধৃষ্টদ্যুম্ন দুঃশাসনকে পরাঙ্মুখ করিয়া অসংখ্য শর নিক্ষেপ করত দ্রোণাচার্য্যের অভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন। কৃতবর্ম্মা ও তাঁহার তিন সহোদর তদ্দর্শনে পাঞ্চাল তনয়ের নিবারণে প্রবৃত্ত হইলেন। তখন পুরুষ প্রধান নকুল ও সহদেব সেই প্রজ্বলিত পাবক সদৃশ ধৃষ্টদ্যুম্নকে দ্রোণাভিমুখে গমন করিতে দেখিয়া তাঁহারে রক্ষা করিবার মানসে তাঁহার অনুগমন করিলেন। হে মহারাজ! তখন আপনার পক্ষীয় কৃতবর্ম্মা ও তাঁহার তিন সহোদর এই চারিজন বীরের সহিত পাণ্ডব পক্ষীয় ধৃষ্টদ্যুম্ন, নকুল ও সহদেব এই তিন মহাবীরের ঘোরতর সংগ্রাম আরম্ভ হইল। ঐ বিশুদ্ধাত্মা, বিশুদ্ধ চরিত্র, বিশুদ্ধ বংশ সম্ভূত, অমর্ষপরায়ণ বীরগণ স্বর্গলাভার্থে জীবিত নিরপেক্ষ হইয়া ধর্ম্মযুদ্ধ অবলম্বন পূর্ব্বক পরস্পরকে পরাজয় করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। ঐ যুদ্ধে কর্ণী, নালীক এবং বিষলিপ্ত, শৃঙ্গঘটিত, বহুশল্য, তপ্ত, গজাস্থি বা গবাস্থিযুক্ত, জীর্ণ ও কুটিলগতি শর সকল ব্যবহৃত হয় নাই। সকলেই ধর্ম্মযুদ্ধ দ্বারা স্বর্গ ও কীর্ত্তি বাসনা করত

অতি সরল বিশুদ্ধ অস্ত্র সকল ধারণ করিয়াছিলেন। হে মহারাজ! এই রূপে তিন জন পাণ্ডবের সহিত কৌরব পক্ষীয় চারি জনের দোষ বিহীন তুমুল যুদ্ধ উপস্থিত হইল। ঐ সময়ে মহাবীর ধৃষ্টদ্যুম্ন, নকুল ও সহদেবকে সেই কৌরব পক্ষচারী বীরকে নিবারণ করিতে দেখিয়া স্বয়ং দ্রোণাভিমুখে ধাবমান হইলেন। তখন কৌরব পক্ষীয় বীর চতুষ্টয় মাদ্রী-তনয় দ্বয় কর্ত্তৃক নিবারিত হইয়া তাঁহাদিগকে আক্রমণ করিতে লাগিলেন। এইরূপে মাদ্রীনন্দন দ্বয়ের প্রত্যেকের সহিত কৌরব পক্ষীয় দুই দুই বীরের ঘোরতর যুদ্ধ আরম্ভ হইলে মহাবীর দ্রুপদতনয় নির্ভয়ে দ্রোণের উপর শরজাল বর্ষণ করিতে আরম্ভ করিলেন। তখন রাজা দুর্য্যোধন যুদ্ধদুর্ম্মদ পাঞ্চাল নন্দনকে দ্রোণের সহিত ও মাদ্রীপুত্র দ্বয়কে আপনা-দিগের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত দেখিয়া মর্ম্মভেদী শরবর্ষণ করত ধৃষ্টদ্যুম্নের অভিমুখে ধাবমান হইলেন। মহাবীর সাত্যকি তদ্দর্শনে দুর্য্যোধনের অভিমুখে আগমন করিলেন। এই রূপে নরশার্দ্দূল মহাবীর দুর্য্যোধন ও সাত্যকি পরস্পর মিলিত হইয়া বাল্য বৃত্তান্ত স্মরণ ও ঈক্ষণাবেক্ষণ করত বারংবার হাস্য করিতে লাগিলেন।

অনন্তর রাজা দুর্য্যোধন প্রিয়সখা সাত্যকিরে সম্বোধন পূর্ব্বক আপনার চরিত্রের নিন্দা করিয়া কহিলেন, হে সখে! ক্ষত্রিয়গণের ক্রোধ, লোভ, মোহ, পরাক্রম ও আচারে ধিক্! আমরা পরস্পর পরস্পরকে আক্রমণ করিতেছি। তুমি আমার প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তর ছিলে; আমিও তোমার তদ্রূপ ছিলাম; এক্ষণে আমাদিগের সে সকল বাল্যবৃত্তান্ত আমার স্মরণ হই-

তেছে। কি আশ্চার্য্য! সমর ভূমিতে অবতীর্ণ হইয়া আমাদের সে সকলেই একবারে তিরোহিত হইয়া গেল। ক্রোধ ও লোভ প্রভাবে অদ্য আমারে তোমার সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতে হইল।

হে মহারাজ! তখন অস্ত্রবিদ্যা বিশারদ সাত্যকি হাসিতে হাসিতে তীক্ষ্ণ বিশিখ সমুদ্যত করিয়া দুর্য্যোধনকে কহিলেন, হে রাজপুত্র! আমরা যে স্থলে সমাগত হইয়া ক্রীড়া করিতাম এ সে সভা বা আচার্য্য নিকেতন নহে। তখন দুর্য্যোধন কহিলেন, হে শিনিপুঙ্গব! কালের কি আশ্চর্য্য মহিমা! আমাদিগের সেই বাল্য ক্রীড়া সন্তর্হিত হইয়া এক্ষণে যুদ্ধ উপস্থিত হইয়াছে, আমরা ধনতৃষ্ণা নিবন্ধন সকলে সমাগত হইয়া সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়াছি।

অনন্তর মহাবীর সাত্যকি দুর্য্যোধনকে কহিলেন, হে দুর্য্যোধন! ক্ষত্রিয়গণের এই ধর্ম্ম যে, ইহাঁরা আচার্য্যের সহিত ও যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া থাকেন। হে রাজন্! যদি আমি তোমার প্রিয়পাত্র হই, তবে আর কেন বিলম্ব করিতেছ, শীঘ্র আমারে বিনাশ কর; তাহা হইলে আমি তোমার কৃপায় স্বর্গ লোকে গমন করিতে সমর্থ হইব। অতএব তোমার যতদূর পরাক্রম থাকে, তাহা প্রদর্শন কর; আর আমি আত্মীয়গণের ব্যসন নিরীক্ষণ করিতে অভিলাষ করি না। মহাবীর সাত্যকি এই বলিয়া নির্ভীক চিত্তে নিরপেক্ষ হইয়া অগ্রসর হইলেন। মহারাজ দুর্য্যোধন সাত্যকিরে সমাগত সন্দর্শন করিয়া তাঁহার উপর শরনিকর নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। তখন সিংহ ও মাতঙ্গের যেরূপ যুদ্ধ হয়, তদ্রূপ সেই বীর দ্বয়ের ঘোরতর

সংগ্রাম উপস্থিত হইল। মহাবীর দুর্য্যোধন আকর্ণ আকৃষ্ট শরনিকরে যুদ্ধদুর্ম্মদ সাত্যকিরে বিদ্ধ করিলে সাত্যকিও সত্বরে তাঁহারে প্রথমত পঞ্চাশত, তৎপরে বিংশতি ও দশ শরে বিদ্ধ করিলেন। তখন আপনার পুত্র হাসিতে হাসিতে শরাসন আকর্ণ আকর্ষণ পূর্ব্বক সাত্যকির উপর ত্রিশৎ শর নিক্ষেপ করিয়া ক্ষুরপ্র দ্বারা তাঁহার শরাসন দুই খণ্ড করিয়া ফেলিলেন। অনন্তর যাদবপুঙ্গব অন্য এক সুদৃঢ় শরাসন গ্রহণ পূর্ব্বক দুর্য্যোধনের সংহারার্থ শরনিকর নিক্ষেপ করিতে আরম্ভ করিলে কুরুরাজ তৎসমুদায় খণ্ড খণ্ড করিলেন। সৈন্যগণ তদ্দর্শনে চীৎকার করিতে লাগিল। অনন্তর দুর্য্যোধন মহাবেগে শরাসন আকর্ণ আকর্ষণ পূর্ব্বক সুবর্ণপুঙ্খ নিশিত ত্রিসপ্ততি শরে সাত্যকিরে বিদ্ধ করিলেন। তখন মহাবীর সাত্যকি দুর্য্যোধনের সশর শরাসন ছেদন করিয়া তাঁহারে শরনিকরে সমাচ্ছন্ন করিতে লাগিলেন। কুরুরাজ যুযুধানের শরনিকরে গাঢ় বিদ্ধ ও নিতান্ত ব্যথিত হইয়া সত্বরে অন্য রথে পলায়ন করিলেন এবং সত্বরেই পরিশ্রমাপনোদন পূর্ব্বক সাত্যকির সম্মুখীন হইয়া তাঁহার রথের উপর শরজাল বর্ষণ করিতে লাগিলেন। তখন সাত্যকিও কুরুরাজের রথোপরি বাণ বর্ষণ করিতে আরম্ভ করিলেন। সায়ক সমুদায় সমন্তাৎ বিনিক্ষিপ্ত হওয়াতে সংগ্রাম ক্ষেত্রে কক্ষদহন প্রবৃত্ত হুতাশনের শব্দের ন্যায় তুমুল শব্দ সমুত্থিত হইল। ঐ বীর দ্বয়ের শরনিকরে বসুধাতল সমাচ্ছন্ন ও আকাশমার্গ দুর্গম হইয়া উঠিল।

তখন মহাবীর কর্ণ সাত্যকিরে দুর্য্যোধন অপেক্ষা সমধিক বলশালী অবলোকন করিয়া কুরুরাজের হিতার্থ মহারথ

যুযুধানকে লক্ষ্য করিয়া ধাবমান হইলেন। ভীমপরাক্রম ভীমসেন উহা সহ্য করিতে না পারিয়া সত্বরে কর্ণের সম্মুখীন হইয়া তাঁহার উপর শরনিকর নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। মহাবীর কর্ণ অবলীলাক্রমে ভীমসেনের শর সমুদায় নিবারণ পূর্ব্বক শরনিকরে তাঁহার শর ও শরাসন ছেদন এবং সারথিরে শমন সদনে প্রেরণ করিলেন। ভীমসেন তদ্দর্শনে ক্রুদ্ধ হইয়া গদা গ্রহণ পূর্ব্বক সূতপুত্রের শরাসন, রথের এক খান চক্র এবং ধ্বজ ও সারথিরে চূর্ণ করিয়া ফেলিলেন। মহাবীর কর্ণ সেই একচক্র রথে অবস্থিত হইয়াও হিমালয়ের ন্যায় অবিচলিত রহিলেন। সাত অশ্ব যেরূপ সূর্য্যের একচক্র রথ বহন করিয়া থাকে, তদ্রূপ কর্ণের অশ্বগণ তাঁহার সেই রুচির একচক্র রথ বহন করিতে লাগিল। তখন তিনি কিছুমাত্র চিন্তা না করিয়া বিবিধ শর ও শস্ত্র নিক্ষেপ পূর্ব্বক ভীমসেনের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। বৃকোদরও ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহার সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইলেন।

হে মহারাজ! এই রূপে সঙ্কুল যুদ্ধ উপস্থিত হইলে ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির মহারথ পাঞ্চাল ও মৎস্যগণকে কহিলেন, হে বীরগণ! যাঁহারা আমাদিগের প্রাণ ও মস্তক স্বরূপ; যে যোধগণ সর্ব্বাপেক্ষা পরাক্রান্ত, সেই সকল পুরুষ প্রধান বীরগণ দুর্য্যোধনাদির সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। অতএব এক্ষণে তোমরা কি নিমিত্ত বিচেতনের ন্যায় নিশ্চেষ্ট হইয়া রহিয়াছ; যে স্থানে সোমকগণ যুদ্ধ করিতেছেন, অবিলম্বে সেই স্থানে গমন কর। ক্ষত্রধর্ম্ম অবলম্বন পূর্ব্বক যুদ্ধ করিলে জয়লাভই হউক বা প্রাণনাশ হউক, উভয় পক্ষেই

সদগতি লাভ হইবে, সন্দেহ নাই। দেখ, জয়লাভ করিলে ভূরি দক্ষিণ বিবিধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিতে পারিবে এবং নিহত হইলে দেবস্বরূপ হইয়া শ্রেষ্ঠলোক প্রাপ্ত হইবে। হে মহারাজ! মহারথ বীরপুরুষেরা যুধিষ্ঠির কর্ত্তৃক এই রূপ অভিহিত হইয়া ক্ষত্রধর্ম্ম অবলম্বন পূর্ব্বক দ্রুতপদে দ্রোণাভিমুখে ধাবমান হইলেন। তখন পাঞ্চালগণ এক দিক্ হইতে শরনিকরে দ্রোণকে আহত করিতে লাগিলেন এবং ভীমসেন প্রভৃতি বীরগণ অন্য দিক্ হইতে তাঁহারে আক্রমণ করিলেন। তখন পাণ্ডব পক্ষীয় তিন মহারথ ভীমসেন, নকুল ও সহদেব উচ্চস্বরে ধনঞ্জয়কে কহিলেন, হে অর্জ্জুন! তুমি শীঘ্র ধাবমান হইয়া দ্রোণরক্ষণে নিযুক্ত কৌরবগণকে নিপাতিত কর। আচার্য্য সহায় বিহীন হইলে পাঞ্চালগণ উহাঁরে অনায়াসে বিনষ্ট করিবেন। মহাবীর ধনঞ্জয় তাঁহাদের বাক্য শ্রবণে সহসা কৌরবগণের সম্মুখীন হইলেন। দ্রোণাচার্য্যও সেই পঞ্চম দিবসে ধৃষ্টদ্যুম্ন প্রভৃতি পাঞ্চালগণকে মর্দ্দিত করিতে লাগিলেন।

এক নবত্যধিক শততম অধ্যায়।

হে মহারাজ! পূর্ব্বকালে দেবরাজ রোষাবিষ্ট হইয়া যেমন সংগ্রামে দানবগণকে সংহার করিয়াছিলেন, তদ্রূপ দ্রোণাচার্য্য পাঞ্চালগণের প্রাণনাশ করিতে লাগিলেন। পাণ্ডব পক্ষীয় মহাবল পরাক্রান্ত মহারথগণ দ্রোণের অস্ত্রে নিপীড়িত হইয়া ভীত হইলেন না। মহারথ পাঞ্চাল ও সৃঞ্জয়গণ নিঃশঙ্কচিত্তে দ্রোণের সম্মুখীন হইলেন এবং পরিশেষে দ্রোণের শর ও শক্তি দ্বারা সমাহত হইয়া চতুর্দ্দিকে

ভীষণ নিনাদ করিতে লাগিলেন। এই রূপে পাঞ্চালগণ দ্রোণ শরে নিপীড়িত ও আচার্য্যের অস্ত্র সমুদায় ভীষণ রূপে চতুর্দ্দিকে সমাকীর্ণ হইলে পাণ্ডবেরা অশ্ব ও যোধবর্গের নিধন দর্শনে ভয়ে নিতান্ত অভিভূত হইয়া জয়াশা পরিত্যাগ পূর্ব্বক কহিলেন, বসন্ত সময়ে সমিদ্ধ হুতাশন যেমন বন দগ্ধ করে, তদ্রূপ পরমাস্ত্রবিৎ দ্রোণাচার্য্য আমাদিগকে বিনষ্ট করিলেন। সংগ্রামে উহাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী হইতে কেহই সমর্থ নহেন। ধর্ম্ম-পরায়ণ অর্জ্জুন কখনই উহাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী হইবেন না।

হে মহারাজ! ঐ সময় পাণ্ডব হিতৈষী ধীমান্ বাসুদেব কুন্তীপুত্রদিগকে দ্রোণ শরে পীড়িত ও নিতান্ত ভীত দেখিয়া অর্জ্জুনকে কহিলেন, হে অর্জ্জুন! ধনুর্দ্ধরাগ্রগণ্য দ্রোণাচার্য্য সংগ্রামে শরাসন ধারণ করিলে ইন্দ্রাদি দেবগণও তাঁহারে নিহত করিতে সমর্থ নহেন; কিন্তু উনি অস্ত্র শস্ত্র পরিত্যাগ করিলে মনুষ্যেরাও উহাঁরে বিনাশ করিতে পারে। অতএব তোমরা ধর্ম্ম পরিত্যাগ পূর্ব্বক কৌশল করিয়া উহাঁরে পরা-জয় করিবার চেষ্টা কর; নচেৎ আচার্য্য তোমাদের সকলকেই বিনাশ করিবেন। আমার নিশ্চয় বোধ হইতেছে যে, অশ্ব-থামা নিহত হইয়াছেন, ইহা জানিতে পারিলে দ্রোণ আর যুদ্ধ করিবেন না অতএব কোন ব্যক্তি তাঁহার নিকট গমন পূর্ব্বক বলুন যে, অশ্বত্থামা সংগ্রামে বিনষ্ট হইয়াছেন। হে মহারাজ! কুন্তীপুত্র অর্জ্জুন কৃষ্ণের বাক্য শ্রবণে তাহাতে কোন ক্রমেই সম্মত হইলেন না; অন্যান্য যোধগণ সম্মত হইলেন এবং ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির অতিকষ্টে উহা অঙ্গীকার করিলেন। অনন্তর মহাবাহু ভীমসেন গদাঘাতে আত্মপক্ষ

অবন্তি দেশীয় ইন্দ্রবর্ম্মার অরাতি ঘাতন অশ্বত্থামা নামক মহাগজকে নিপাতিত করিয়া সলজ্জভাবে দ্রোণসমীপে আগমন পূর্ব্বক অশ্বত্থামা নিহত হইয়াছেন বলিয়া উচ্চস্বরে চীৎকার করিতে লাগিলেন। এই রূপে বৃকোদর অশ্বত্থামা নামক গজ নিপাতিত করিয়া মিথ্যা বাক্য প্রয়োগ করিতে আরম্ভ করিলে দ্রোণাচার্য্য ভীমসেনের সেই দারুণ অপ্রিয় বাক্য শ্রবণ করিয়া প্রথমত নিতান্ত বিষণ্নমনা হইলেন। পরিশেষে স্বীয় পুত্রকে অমিত পরাক্রমশালী ও অরাতিকুলের অসহ্য মনে করিয়া আশ্বাস যুক্ত হইয়া ধৈর্য্যাবলম্বন পূর্ব্বক আপনার মৃত্যুস্বরূপ ধৃষ্টদ্যুম্নের বিনাশ বাসনায় তাঁহার অভিমুখে গমন করত তাঁহার উপর সুতীক্ষ্ণ কঙ্কপত্র ভূষিত সহস্র শর নিক্ষেপ করিলেন। তখন পাঞ্চালদেশীয় বিংশতি সহস্র মহারথ সেই রণচারী দ্রোণাচার্য্যের উপর চতুর্দ্দিক্ হইতে শরবর্ষণ করিতে লাগিলেন। আচার্য্য তাহাদের শরনিকরে পরিবৃত হইয়া বর্ষাকালীন জলধর সমাচ্ছন্ন দিবাকরের ন্যায় অদৃশ্য হইলেন। অনন্তর তিনি অবিলম্বে পাঞ্চালগণের শরজাল নিবারণ পূর্ব্বক তাঁহাদিগের বিনাশার্থ ক্রোধভরে ব্রহ্মাস্ত্র প্রাদুর্ভূত করিয়া বিধূম প্রজ্বলিত হুতাশনের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। তৎপরে তিনি পুনরায় রোষাবিষ্ট হইয়া সোমকদিগকে বিনাশ এবং পাঞ্চালগণের মস্তক ও পরিঘাকার কনক ভূষিত বাহু সমুদায় ছেদন করিতে আরম্ভ করিলেন। নরপতিগণ ভারদ্বাজ কর্ত্তৃক নিহত হইয়া বায়ুভগ্ন বনস্পতির ন্যায় ভূতলে নিপতিত হইতে লাগিলেন। নিপতিত হস্তী ও অশ্বগণের মাংস ও শোণিতে গাঢ় কর্দ্দম সমুৎপন্ন হওয়াতে সমরভূমি অগম্য

হইয়া উঠিল। হে মহারাজ! দ্রোণাচার্য্য এই রূপে পাঞ্চাল-দেশীয় বিংশতি সহস্র মহারথের প্রাণ নাশ করিয়া ধূমবিরহিত প্রজ্বলিত পাবকের ন্যায় রণস্থলে অবস্থান করিতে লাগিলেন। তৎপরে তিনি পুনরায় ক্রোধাবিষ্ট হইয়া এক ভল্লে বসুদানের শিরশ্ছেদন পূর্ব্বক পঞ্চাশত মৎস্য, ষট্‌সহস্র সৃঞ্জয়, অযুত হস্তী ও অশ্বের প্রাণ বিনাশ করিলেন।

হে মহারাজ! ঐ সময় বিশ্বামিত্র, জমদগ্নি, ভারদ্বাজ, গৌতম, বশিষ্ট, অত্রি, ভৃগু, অঙ্গিরা, সিকত, পৃশ্নি, গর্গ, বালখিল্য, মরীচিপ ও অন্যান্য ক্ষুদ্রতর সাগ্নিক ঋষিগণ আচার্য্যকে নিঃক্ষত্রিয় করিতে অবলোকন করিয়া তাঁহারে ব্রহ্মলোকে নীত করিবার বাসনায় সকলে শীঘ্র সমাগত হইয়া কহিতে লাগিলেন, হে দ্রোণ! তুমি অধর্ম্মযুদ্ধ করিতেছ; অতএব এক্ষণে তোমার বিনাশ সময় উপস্থিত হইয়াছে। তুমি আয়ুধ পরিত্যাগ করিয়া একবার আমাদিগকে নিরীক্ষণ কর; আর তোমার এরূপ ক্রূর কার্য্যের অনুষ্ঠান করা কর্ত্তব্য নহে। তুমি বেদ বেদাঙ্গ বেত্তা ও সত্যধর্ম্ম পরায়ণ, বিশেষত ব্রাহ্মণ; অতএব এরূপ কার্য্য করা তোমার নিতান্ত অনুচিত; তুমি অবিমুগ্ধ হইয়া আয়ুধ পরিত্যাগ পূর্ব্বক শাশ্বত পথে অবস্থান কর। অদ্য তোমার মর্ত্তলোক নিবাসের কাল পরিপূর্ণ হইয়াছে। হে বিপ্র! অস্ত্রানভিজ্ঞ ব্যক্তিদিগকে ব্রহ্মাস্ত্রে বিনাশ করিয়া নিতান্ত অসৎকার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছ; অতএব আয়ুধ অবিলম্বে পরিত্যাগ কর; আর ক্রূর কার্য্যের অনুষ্ঠান করা তোমার কর্ত্তব্য নহে।

হে মহারাজ! মহাবীর দ্রোণাচার্য্য ইতিপূর্ব্বে ভীমসেনের

সম্মুখে অশ্বত্থামা নিহত হইয়াছেন, শ্রবণ করিয়া নিতান্ত বিষণ্ণ হইয়াছিলেন, এক্ষণে ঋষিদিগের এই বাক্য শ্রবণ ও ধৃষ্টদ্যুম্নকে অবলোকন করিয়া অধিকতর বিমনায়মান হইলেন। তখন তিনি একান্ত ব্যথিত হৃদয়ে যুধিষ্ঠিরকে স্বীয় পুত্র বিনষ্ট হইয়াছে কি না জিজ্ঞাসা করিলেন। হে মহারাজ! আচার্য্য যুধিষ্ঠিরকে বাল্যকালাবধি সত্যবাদী বলিয়া জানিতেন। তাঁহার নিশ্চয় জ্ঞান ছিল যে, যুধিষ্ঠির ত্রিলোকের ঐশ্বর্য্য লাভ হইলেও কদাচ মিথ্যা বাক্য প্রয়োগ করেন না। তন্নিমিত্তই তিনি অন্য কাহারে জিজ্ঞাসা না করিয়া যুধিষ্ঠিরকে জিজ্ঞাসা করিলেন।

অনন্তর হৃষীকেশ দ্রোণাচার্য্য জীবিত থাকিলে পৃথিবী পাণ্ডব শূন্য করিবেন, স্থির করিয়া দুঃখিতচিত্তে ধর্ম্মরাজকে কহিলেন, হে রাজন্! যদি দ্রোণাচার্য্য রোষপরবশ হইয়া আর অর্দ্ধ দিন যুদ্ধ করেন, তাহা হইলে নিশ্চয়ই আপনার সমস্ত সৈন্য বিনষ্ট হইবে। আপনি মিথ্যা কথা কহিয়া আমাদিগকে পরিত্রাণ করুন। এরূপ স্থলে মিথ্যা বাক্য প্রয়োগ সত্য অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর হইতেছে। প্রাণ রক্ষার্থ মিথ্যা কহিলে পাপস্পৃষ্ট হইতে হয় না। কামিনীদিগের নিকট, বিবাহ স্থলে এবং গো ও ব্রাহ্মণের রক্ষার্থ মিথ্যা কহিলেও পাতক নাই।

হে কুরুরাজ! ঐ সময়ে ভীমসেন যুধিষ্ঠিরকে কহিলেন, হে মহারাজ! আমি দ্রোণাচার্য্যের বধোপায় শ্রবণ করিয়া আপনার সৈন্য মধ্যে প্রবিষ্ট অবন্তিনাথ ইন্দ্রবর্ম্মার ঐরাবত সদৃশ অশ্বত্থামা নামক হস্তী সংহার পূর্ব্বক আচার্য্যকে কহিলাম, হে ব্রহ্মন্! অশ্বত্থামা বিনষ্ট হইয়াছে, আর কেন আপনি

যুদ্ধ করিতেছেন ? হে মহারাজ ! ভারদ্বাজ তৎকালে আমার সেই বাক্যে অনাস্থা প্রদর্শন করিয়াছেন। এক্ষণে আপনি বিজয়াভিলাষী গোবিন্দের বাক্যানুসারে আচার্য্যকে অশ্বত্থামার বিনাশ বার্ত্তা প্রদান করুন, তাহা হইলে তিনি কখনই যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইবেন না। আপনি সত্যপরায়ণ বলিয়া ত্রিলোক মধ্যে বিখ্যাত আছেন। আচার্য্য আপনার বাক্যে অবশ্যই বিশ্বাস করিবেন।

হে কুরুরাজ ! রাজা যুধিষ্ঠির ভীমসেনের সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া ও কৃষ্ণ কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া অবশ্যম্ভাবী কার্য্যের অনুল্লঙ্ঘনীয়তা বশত মিথ্যা বাক্য প্রয়োগে উদ্যত হইলেন। তিনি জয়াভিলাষ ও মিথ্যা কথন ভয়ে যুগপৎ আক্রান্ত হইয়া দ্রোণ সমক্ষে অশ্বত্থামা হত হইয়াছেন, এই কথা স্পষ্টাভিধানে বলিয়া অব্যক্ত রূপে কুঞ্জর শব্দ উচ্চারণ করিলেন। হে মহারাজ ! ইহার পূর্ব্বে যুধিষ্ঠিরের রথ পৃথিবী হইতে চারি অঙ্গুল ঊর্দ্ধে অবস্থান করিত ; কিন্তু তৎকালে তিনি এইরূপ মিথ্যা কথা কহিলে তাঁহার বাহনগণ ধরাতল স্পর্শ করিল। তখন মহারথ দ্রোণাচার্য্য যুধিষ্ঠিরের সেই বাক্য শ্রবণে পুত্র শোকে নিতান্ত কাতর হইয়া জীবিতাশা পরিত্যাগ করিলেন এবং ঋষিগণের সেই বাক্য স্মরণ করিয়া আপনারে মহাত্মা পাণ্ডবগণের নিকট অপরাধী জ্ঞান ও ধৃষ্টদ্যুম্নকে সম্মুখে নিরীক্ষণ পূর্ব্বক বিচেতন প্রায় হইয়া আর পূর্ব্ববৎ যুদ্ধ করিতে সমর্থ হইলেন না।

দ্বিনবত্যধিক শততম অধ্যায়।

হে মহারাজ ! ঐ সময় পাঞ্চাল রাজকুমার ধৃষ্টদ্যুম্ন

দ্রোণাচার্য্যকে অতিশয় উদ্বিগ্ন ও শোকে বিচেতন প্রায় দেখিয়া তাঁহার প্রতি ধাবমান হইলেন। মহাত্মা দ্রুপদরাজ দ্রোণ বিনাশার্থ মহাযজ্ঞে প্রজ্বলিত হুতাশন হইতে উহাঁরে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। মহাবীর দ্রুপদতনয় দ্রোণ জিঘাংসু হইয়া সুদৃঢ় মৌর্ব্বী সম্পন্ন, জলদ গভীর নিস্বন, জয়শীল দিব্য শরাসন গ্রহণ পূর্ব্বক তাহাতে প্রদীপ্ত অনলের ন্যায়, আশীবিষের ন্যায় শর সংযোজন করিলেন। সেই ধৃষ্টদ্যুম্নের শরাসন মণ্ডলস্থ শর শরৎকালীন পরিবেষ মধ্যস্থ দিবাকরের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। সৈনিকগণ সেই প্রজ্বলিত শরাসন ধৃষ্টদ্যুম্ন কর্ত্তৃক আকৃষ্ট দেখিয়া অন্তকাল উপস্থিত হইয়াছে বলিয়া বোধ করিল। ঐ সময় প্রতাপশালী ভারদ্বাজও দ্রুপদপুত্রের শরসন্ধান সন্দর্শন পূর্ব্বক আপনার আসন্নকাল সমাগত বলিয়া বোধ করিতে লাগিলেন। তিনি ধৃষ্টদ্যুম্নকে নিবারণ করিতে বিশেষরূপে যত্ন করিলেন; কিন্তু তাঁহার অস্ত্রজাল আর প্রাদুর্ভূত হইল না। ঐ বীর পুরুষ চারি দিন ও একরাত্রি ক্রমাগত বাণ বর্ষণ করিয়াছিলেন, তথাপি তাঁহার শর ক্ষয় হয় নাই। এক্ষণে ঐ পঞ্চম দিবসের তৃতীয়াংশ অতীত হইলে তাঁহার শরনিকর নিঃশেষিত হইল।

তখন তেজঃপুঞ্জ শরীর দ্রোণাচার্য্য পুত্রশোক ও দিব্যাস্ত্র সমুদায়ের অপ্রসন্নতা বশত নিতান্ত বিমনায়মান হইয়া বিপ্রগণের বাক্য প্রতিপালনার্থ অস্ত্র পরিত্যাগ করিবার বাসনায় আর পূর্ব্বের ন্যায় যুদ্ধ করিলেন না। কিয়ৎক্ষণ পরে তিনি মহর্ষি অঙ্গিরার প্রদত্ত দিব্য শরাসন গ্রহণ পূর্ব্বক ধৃষ্টদ্যুম্নের প্রতি ব্রহ্মদণ্ড সদৃশ শরনিকর পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন।

দ্রুপদনন্দন তাঁহার শর বর্ষণে সমাচ্ছন্ন ও ক্ষত বিক্ষত হইলেন। তখন ভারদ্বাজ পুনরায় নিশিত শরনিকর বর্ষণ করিয়া দ্রুপদতনয়ের শরাসন, ধ্বজ ও শর সমুদায় শতধা ছেদন পূর্ব্বক সারথিরে নিপাতিত করিলেন। মহাবীর ধৃষ্টদ্যুম্ন তদ্দর্শনে সহাস্যমুখে পুনরায় অন্য শরাসন গ্রহণ পূর্ব্বক নিশিত শর দ্বারা তাঁহার বক্ষঃস্থল বিদ্ধ করিলেন। মহাধনুর্দ্ধর দ্রোণ দ্রুপদতনয়ের শরে বিদ্ধ ও সম্ভ্রান্ত হইয়া শিতধার ভল্ল দ্বারা পুনরায় তাঁহার শরাসন ছেদন করিয়া ফেলিলেন এবং তৎপরে তাঁহার গদা ও খড়্গ ব্যতীত অন্য সমুদায় অস্ত্র শস্ত্র ও শরাসন ছেদন করিয়া তাঁহারে সুতীক্ষ্ণ নয় বাণে বিদ্ধ করিলেন।

অনন্তর মহারথ ধৃষ্টদ্যুম্ন ব্রাহ্ম অস্ত্র মন্ত্রপূত করত স্বীয় অশ্বগণের সহিত দ্রোণের অশ্বগণকে মিশ্রিত করিয়া দিলেন। দ্রোণের বায়ুবেগগামী পারাবত সবর্ণ অশ্ব সকল ধৃষ্টদ্যুম্নের শোণবর্ণ অশ্বের সহিত মিলিত হইয়া বিদ্যুদ্দাম মণ্ডিত গভীর গর্জ্জনশীল জলদ পটলের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। তখন মহাবীর দ্রোণ ধৃষ্টদ্যুম্নের ঈষাবন্ধ, চক্রবন্ধ ও রথবন্ধ ছেদন করিয়া ফেলিলেন। এইরূপে ধৃষ্টদ্যুম্ন দ্রোণশরে ছিন্ন কার্ম্মুক, বিরথ, হতাশ্ব ও হতসারথি হইয়া সেই ঘোরতর বিপদকালে তাঁহার উপর এক গদা নিক্ষেপ করিলেন। দ্রোণাচার্য্য তদ্দর্শনে ক্রোধাবিষ্ট হইয়া নিশিত শরনিকরে সেই ধৃষ্টদ্যুম্ন নিক্ষিপ্ত গদা খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিলেন। মহাবীর ধৃষ্টদ্যুম্ন স্বীয় গদা নিষ্ফল হইল দেখিয়া দ্রোণকে বধ করাই শ্রেয়ঃকল্প বিবেচনা করিলেন এবং বিমল খড়্গ ও অতি ভাস্বর

চর্ম্ম গ্রহণ পূর্ব্বক আপনার রথেষা অবলম্বন করিয়া দ্রোণের রথে গমন করত তাঁহার বক্ষঃস্থল বিদীর্ণ করিতে অভিলাষ করিলেন। তৎকালে তিনি কখন যুগ মধ্যে, কখন যুগ সন্নহনে ও কখন বা শোণবর্ণ অশ্ব সমুদায়ের নিতম্বদেশে অবস্থান করিতে লাগিলেন। সৈন্যগণ তদ্দর্শনে তাঁহার ভূয়সী প্রশংসা করিতে আরম্ভ করিল। তৎকালে দ্রোণাচার্য্য কোন ক্রমেই তাঁহারে প্রহার করিবার উপযুক্ত অবসর প্রাপ্ত হইলেন না। তদ্দর্শনে সকলেই বিস্ময়াবিষ্ট হইল। আমিষ লোলুপ গৃধ্র দ্বয়ের যেরূপ যুদ্ধ হইয়া থাকে, দ্রোণ ও ধৃষ্টদ্যুম্নের তদ্রূপ যুদ্ধ হইতে লাগিল।

অনন্তর মহাবীর দ্রোণ ক্রোধাবিষ্ট হইয়া রথশক্তি দ্বারা ধৃষ্টদ্যুম্নের পারাবত সবর্ণ অশ্বগণকে ক্রমে ক্রমে বিনাশ করিলেন। এইরূপে ধৃষ্টদ্যুম্নের অশ্বগণ নিহত ও নিপতিত হইলে দ্রোণাচার্য্যের শোণবর্ণ অশ্ব সমুদায় রথবন্ধ হইতে বিমুক্ত হইল। ধৃষ্টদ্যুম্ন তদ্দর্শনে একান্ত অধীর হইয়া খড়্গ গ্রহণ পূর্ব্বক রথ পরিত্যাগ করিয়া পতগরাজ গরুড় যেমন ভুজঙ্গের প্রতি ধাবমান হয়, তদ্রূপ দোণের প্রতি ধাবমান হইলেন। পূর্ব্বে হিরণ্যকশিপু সংহার কালে বিষ্ণু যেরূপ বিগ্রহ পরিগ্রহ করিয়াছিলেন, এক্ষণে দ্রোণ সংহারে প্রবৃত্ত ধৃষ্টদ্যুম্নেরও সেই রূপ আকার হইয়া উঠিল। তখন তিনি খড়্গ চর্ম্ম ধারণ করিয়া ভ্রান্ত, উদ্ভ্রান্ত, আবিদ্ধ, আপ্লুত, প্রসৃত, সৃত, পরিবৃত্ত, নিবৃত্ত, সম্পাত, সমুদীর্ণ, ভারত কৈশিক ও সাত্যত প্রভৃতি একবিংশতি প্রকার গতি প্রদর্শন পূর্ব্বক দ্রোণকে বিনাশ করিবার বাসনায় সমরে বিচরণ করিতে লাগিলেন। তখন সমুদায় যোদ্ধা

ও সমাগত দেবগণ ধৃষ্টদ্যুম্নের সেই বিচিত্র গতি সন্দর্শনে একান্ত বিস্ময়াপন্ন হইলেন। দ্রোণাচার্য্য ঐ সময় সহস্র শর দ্বারা ধৃষ্টদ্যুম্নের খড়্গ ও শত চন্দ্র বিভূষিত চর্ম্ম ছেদন করিয়া ফেলিলেন। দ্রোণাচার্য্য এক্ষণে যে সকল বাণ লইয়া যুদ্ধ করিতেছিলেন, তৎসমুদায় বিতস্তি প্রমাণ। সমীপবর্ত্তী বিপক্ষের সহিত সংগ্রাম করিবার সময় ঐ সকল শরের বিশেষ আবশ্যক হয়। ঐরূপ বাণ কেবল দ্রোণ, কৃপ, অর্জ্জুন, কর্ণ, প্রদ্যুম্ন ও যুযুধান ভিন্ন আর কাহারও নাই। অর্জ্জুনতনয় মহাবীর অভিমন্যুরও ঐ রূপ শর সমুদায় ছিল। হে মহারাজ! অনন্তর দ্রোণাচার্য্য মহাবীর ধৃষ্টদ্যুম্নের বিনাশার্থ এক বেগবান বিতস্তি প্রমাণ সুদৃঢ় শর পরিত্যাগ করিলেন। তখন শিনিপুঙ্গব সাত্যকি নিশিত দশ শরে সেই শর ছেদন করিয়া মহাত্মা দুর্য্যোধন ও কর্ণের সমক্ষে ধৃষ্টদ্যুম্নকে আচার্য্যের হস্ত হইতে মুক্ত করিলেন। মহাত্মা কৃষ্ণ ও অর্জ্জুন সত্যবিক্রম সাত্যকিরে দ্রোণ, কর্ণ ও কৃপের সমীপে অবস্থান পূর্ব্বক রথমার্গে বিচরণ ও যোধগণের দিব্যাস্ত্র সকল ধ্বংস করিতে দেখিয়া তাঁহারে ভূয়োভূয় সাধুবাদ প্রদান করিতে লাগিলেন। অনন্তর অর্জ্জুন কৃষ্ণ সমভিব্যাহারে সৈন্যগণের অভিমুখে ধাবমান হইয়া তাঁহারে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, হে কেশব! ঐ দেখ, শত্রুনাশন সাত্যকি দ্রোণাচার্য্য প্রভৃতি মহারথগণের সমক্ষে শিক্ষা প্রদর্শন পূর্ব্বক বিচরণ করত আমারে ও আমার ভ্রাতৃগণকে আনন্দিত করিতেছে। সমুদায় সিদ্ধ ও সৈনিকগণ বিস্ময়াপন্ন হইয়া বৃষ্ণিকুলের কীর্ত্তিবর্দ্ধন যুযুধানকে প্রশংসা করিতেছে। হে মহারাজ! অনন্তর উভয় পক্ষীয় যোধগণ

সমরে অপরাজিত সাত্যকির অলোক সামান্য কার্য্য দর্শন করিয়া তাঁহারে বারংবার সাধুবাদ প্রদান করিতে লাগিলেন।

ত্রিনবত্যধিক শততম অধ্যায়।

হে মহারাজ! তখন দুর্য্যোধন প্রভৃতি বীরগণ সাত্যকির তাদৃশ কর্ম্ম দর্শনে সাতিশয় রোষাবিষ্ট হইয়া সম্পূর্ণ রূপ যত্ন ও পরাক্রম সহকারে তাঁহারে নিবারণ করিতে লাগিলেন। অনন্তর কৃপ, কর্ণ ও আপনার পুত্রগণ সমরে সমাগত হইয়া যুযুধানকে নিশিত শরনিকরে নিপীড়িত করিতে আরম্ভ করিলেন। রাজা যুধিষ্ঠির, মহাবল ভীমসেন এবং মাদ্রীপুত্র নকুল ও সহদেব ইহাঁরা সাত্যকির সাহায্যার্থ তাঁহারে পরিবেষ্টন করিলেন। মহারথ কর্ণ, কৃপ ও দুর্য্যোধন প্রভৃতি বীরগণ চতুর্দ্দিক্ হইতে আক্রমণ করিয়া তাঁহার উপর অসংখ্য শরবর্ষণ করিতে লাগিলেন। তখন মহাবীর সাত্যকি সেই মহারথগণের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া তাঁহাদের ঘোররূপিণী শরবৃষ্টি নিবারণ পূর্ব্বক দিব্যাস্ত্র দ্বারা তাঁহাদিগের দিব্যাস্ত্র সকল নিবারণ করিলেন। ঐ সময়ে পশুনিধনে সমুদ্যত পশুপতির ন্যায় কোপাবিষ্ট শত্রুসূদন সাত্যকি সমরে প্রবৃত্ত হইলে রণভূমি অতি দারুণ হইয়া উঠিল। সমরাঙ্গনে রাশি রাশি হস্ত, মস্তক, কার্ম্মুক, ছত্র ও চামর ইতস্ততঃ দৃষ্ট হইতে লাগিল। ভগ্নচক্র রথ, নিপতিত ভুজদণ্ড, নিহত অশ্বারোহী বীরগণ দ্বারা ধরাতল পরিব্যাপ্ত হইল। সেই দেবাসুর যুদ্ধ সদৃশ ঘোর সংগ্রামে যোধগণ শরনিকরে ক্ষতবিক্ষতাঙ্গ হইয়া ধরাতলে বিচেষ্টমান হইতে লাগিলেন।

তখন ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির স্বপক্ষীয় ক্ষত্রিয়গণকে কহিলেন,

হে বীরগণ! তোমরা পরম যত্ন সহকারে দ্রোণাভিমুখে ধাবমান হও। মহাবীর ধৃষ্টদ্যুম্ন দ্রোণাচার্য্যের বিনাশের নিমিত্ত যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেছেন। অদ্য সমরক্ষেত্রে দ্রুপদনন্দনের কার্য্য সন্দর্শনে স্পষ্টই বোধ হইতেছে যে, উনি ক্রুদ্ধ হইয়া দ্রোণকে নিপাতিত করিবেন। অতএব তোমরা মিলিত হইয়া দ্রোণের সহিত যুদ্ধারম্ভ কর।

হে কুরুরাজ! ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির এই রূপ আজ্ঞা করিলে মহারথ সৃঞ্জয়গণ যুদ্ধবেশ ধারণ পূর্ব্বক দ্রোণজিঘাংসায় ধাবমান হইলেন। মহারথ দ্রোণও মরণে কৃতনিশ্চয় হইয়া সমাগত বীরগণের প্রতি মহাবেগে গমন করিতে লাগিলেন। সত্যসন্ধ মহাবীর দ্রোণাচার্য্য মহারথগণের প্রতি ধাবমান হইলে মেদিনীমণ্ডল কম্পিত ও প্রচণ্ড বায়ু সেনাগণকে ভীত করত প্রবল বেগে প্রবাহিত হইতে লাগিল। মহতী উল্কা সূর্য্য হইতে নিঃসৃত হইয়া আলোক প্রকাশ পূর্ব্বক সকলকে শঙ্কিত করিল। দ্রোণাচার্য্যের অস্ত্র সকল প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। রথের ভীষণ নিস্বন ও অশ্বগণের অশ্রুপাত হইতে লাগিল। তৎকালে মহারথ দ্রোণ নিতান্ত নিস্তেজ হইলেন। তাঁহার বাম নয়ন ও বাম বাহু স্পন্দিত হইতে লাগিল। তিনি সম্মুখে ধৃষ্টদ্যুম্নকে অবলোকন করিয়া নিতান্ত উন্মনা হইলেন এবং ব্রহ্মবাদী ঋষিগণের বাক্য স্মরণ করিয়া ধর্ম্মযুদ্ধ অবলম্বন পূর্ব্বক প্রাণত্যাগ করিতে ইচ্ছা করিলেন। তখন তিনি দ্রুপদ সৈন্যগণের সহিত মিলিত হইয়া ক্ষত্রিয়গণকে শরানলে দগ্ধ করত সংগ্রামে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। অনন্তর সেই ধনুর্দ্ধরাগ্রগণ্য মহাবীর নিশিত শরনিকর নিক্ষেপ

পূর্ব্বক প্রথমত বিংশতি সহস্র ও তৎপরে দশ অযুত ক্ষত্রিয়ের প্রাণ সংহার পূর্ব্বক ক্ষত্রিয়গণকে নিঃশেষিত করিবার মানসে ব্রাহ্ম অস্ত্র সমুদ্যত করিয়া সংগ্রাম স্থলে প্রজ্বলিত পাবকের ন্যায় দেদীপ্যমান হইলেন। তখন মহাবীর ভীমসেন মহাত্মা ধৃষ্টদ্যুম্নকে রথহীন ও আয়ুধ বিহীন অবলোকন পূর্ব্বক দ্রুপদ তনয়ের সাহায্যার্থ তাঁহার সম্মুখে গমন করিলেন এবং সত্বরে তাঁহারে আপনার রথে সংস্থাপন পূর্ব্বক দ্রোণাচার্য্যের সমীপে শরবর্ষণ করিতে দেখিয়া কহিলেন, হে পাঞ্চালনন্দন! তুমি ভিন্ন আর কেহই ইহাঁর সহিত যুদ্ধ করিতে পারিবে না। তোমার উপরই আচার্য্যের নিধন ভার সমর্পিত হইয়াছে। অতএব তুমি ইহাঁর বধার্থ সত্বর হও। মহাবাহু ধৃষ্টদ্যুম্ন ভীমের বাক্য শ্রবণানন্তর তাঁহার নিকট হইতে সর্ব্বভার সহ প্রধান শরাসন গ্রহণ পূর্ব্বক সমর দুর্নিবার দ্রোণাচার্য্যকে নিবারণ করিবার নিমিত্ত তাঁহারে শরজালে সমাচ্ছন্ন করিতে লাগিলেন। তখন সেই সমর বিশারদ বীর দ্বয় পরস্পরকে নিবারণ পূর্ব্বক দিব্য ব্রাহ্ম অস্ত্র সমূহ মন্ত্রপূত করিলেন। তখনি মহাবীর দ্রুপদনন্দন মহাস্ত্র দ্বারা দ্রোণের শরজাল নিরাকৃত ও তাঁহারে শরনিকরে সমাচ্ছন্ন করিয়া তাঁহার রক্ষক, বশাতি, শিবি, বাহ্লিক ও কৌরবগণকে নিপাতিত করিতে লাগিলেন। দিনকর কিরণজাল বিস্তার করত যেরূপ শোভা ধারণ করেন, মহাবীর ধৃষ্টদ্যুম্ন শরজালে দিঙ্মণ্ডল সমাচ্ছন্ন করিয়া তদ্রূপ সুশোভিত হইলেন। অনন্তর মহাধনুর্দ্ধর দ্রোণাচার্য্য শরনিকরে দ্রুপদতনয়ের শরাসন ছেদন পূর্ব্বক মর্ম্মভেদ করিলেন। দ্রুপদনন্দন আচার্য্য শরে গাঢ়বিদ্ধ হইয়া নিতান্ত ব্যথিত হইলেন।

তখন ক্রোধপরায়ণ ভীমসেন ভারদ্বাজের রথ ধারণ পূর্ব্বক তাঁহারে কহিলেন, হে ব্রহ্মন্! যদি স্বকার্য্যে অসন্তুষ্ট শিক্ষিতাস্ত্র অধম ব্রাহ্মণগণ সমরে প্রবৃত্ত না হন, তাহা হইলে ক্ষত্রিয়গণের কখনই ক্ষয় হয় না। পণ্ডিতেরা প্রাণিগণের হিংসা না করাই প্রধান ধর্ম্ম বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। সেই ধর্ম্ম প্রতিপালন করা ব্রাহ্মণের অবশ্য কর্ত্তব্য; আপনি ব্রাহ্মণ শ্রেষ্ঠ; কিন্তু চণ্ডালের ন্যায় অজ্ঞানান্ধ হইয়া পুত্র ও কলত্রের উপকারার্থ অর্থলালসা নিবন্ধন বিবিধ ম্লেচ্ছ জাতি ও অন্যান্য প্রাণিগণের প্রাণ বিনাশ করিতেছেন। আপনি এক পুত্রের উপকারার্থ স্বধর্ম্ম পরিত্যাগ পূর্ব্বক স্বকার্য্য সাধনে প্রবৃত্ত অসংখ্য জীবের জীবন নাশ করিয়া কি নিমিত্ত লজ্জিত হইতেছেন না? যাহা হউক, এক্ষণে আপনি যাঁহার নিমিত্ত শস্ত্র গ্রহণ পূর্ব্বক সংগ্রাম করিতেছেন এবং যাঁহার অপেক্ষায় জীবিত রহিয়াছেন, অদ্য তিনি আপনার অজ্ঞাতসারে পশ্চাৎ-ভাগে সমর শয্যায় শয়ন করিয়াছেন। হে ব্রহ্মন্! যাঁহার বাক্যে আপনার কিছুমাত্র সন্দেহ হয় না, সেই ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির আপনারে ইতি পূর্ব্বে এই বৃত্তান্ত জ্ঞাত করিয়াছেন।

হে মহারাজ! মহাবীর ভীমসেন এই রূপ কহিলে পর দ্রোণাচার্য্য শরাসন পরিত্যাগ পূর্ব্বক সমস্ত অস্ত্র শস্ত্র পরিত্যাগ করিবার অভিলাষে কহিলেন, হে মহাধনুর্দ্ধর কর্ণ। হে কৃপাচার্য্য! হে দুর্য্যোধন! আমি বারংবার বলিতেছি, তোমরা সমরে যত্নবান্ হও, তোমাদিগের মঙ্গল লাভ হউক; আমি অস্ত্র শস্ত্র পরিত্যাগ করিলাম। মহাত্মা দ্রোণ এই বলিয়া অশ্বত্থামার নামোচ্চারণ পূর্ব্বক চীৎকার করিতে

লাগিলেন এবং তৎপরে রথোপরি সমুদায় অস্ত্র শস্ত্র সন্নিবেশিত করিয়া যোগ অবলম্বন পূর্ব্বক সকল জীবকে অভয় প্রদান করিলেন। ঐ সময়ে মহাবীর ধৃষ্টদ্যুম্ন রন্ধ্র প্রাপ্ত হইয়া স্বীয় রথে ভীষণ শরাসন অবস্থাপন পূর্ব্বক করবারি ধারণ করিয়া দ্রোণাভিমুখে ধাবমান হইলেন। এই রূপে মহাবীর দ্রোণাচার্য্য ধৃষ্টদ্যুম্নের বশীভূত হইলে সমরাঙ্গনে মহান্ হাহাকার শব্দ সমুত্থিত হইল। এদিকে জ্যোতির্ম্ময় মহাতাপ দ্রোণাচার্য্য অস্ত্র শস্ত্র পরিত্যাগ পূর্ব্বক শমভাব অবলম্বন করিয়া যোগ সহকারে অনাদি পুরুষ বিষ্ণুর ধ্যান করিতে লাগিলেন এবং মুখ ঈষৎ উন্নমিত, বক্ষঃস্থল বিষ্টম্ভিত ও নেত্র দ্বয় নিমীলিত করিয়া বিষয়াদি বাঞ্ছা পরিত্যাগ ও সাত্বিক ভাব অবলম্বন পূর্ব্বক একাক্ষর বেদমন্ত্র, ওঁকার ও পরাৎপর দেবদেবেশ বাসুদেবকে স্মরণ করত সাধুজনেরও দুর্ল্লভ স্বর্গলোকে গমন করিলেন। তৎকালে বোধ হইল যেন জগতে দুই দিবাকর বিদ্যমান আছেন। ঐ সময় আকাশমণ্ডল তেজোরাশিতে পরিপূরিত হইলে বোধ হইতে লাগিল যেন নভোমণ্ডল মার্ত্তণ্ডময় হইয়াছে। তৎপরে নিমেষ মধ্যেই সেই জ্যোতি তিরোহিত হইয়া গেল। এই রূপে দ্রোণাচার্য্য ব্রহ্মলোকে গমন করিলে দেবগণ হৃষ্টচিত্তে মহান্ কিলকিলাধ্বনি করিতে লাগিলেন।

হে মহারাজ! তৎকালে মানব যোনির মধ্যে কেবল আমি, ধনঞ্জয়, অশ্বত্থামা, বাসুদেব ও ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির এই পাঁচ জনই সেই অস্ত্রত্যাগী যোগারূঢ় মহাত্মা দ্রোণাচার্য্যকে শরবিদ্ধ রুধিরাক্ত কলেবর ঋষিগণের স্বর্গলোকে গমন করিতে অবলোকন করিলাম। আর কেহই তাঁহার সেই মহিমা সন্দর্শন

করিতে সমর্থ হইলেন না। ঐ সময়ে পাঞ্চালতনয় ধৃষ্টদ্যুম্ন মোহ বশত সেই মৌনাবলম্বী গতাসু দ্রোণাচার্য্যকে জীবিত জ্ঞান করিয়া অসিদণ্ড দ্বারা তাঁহার মস্তক ছেদন করিয়া ফেলিলেন এবং মহা আহ্লাদে করবারি বিঘূর্ণিত করত সিংহনাদ পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। তখন সকলেই দ্রুপদতনয়কে ধিক্কার প্রদান করিলেন। হে মহারাজ! কেবল আপনার নিমিত্তই সেই আকর্ণপলিত শ্যামাঙ্গ পঞ্চাশীতিবর্ষ বয়স্ক আচার্য্য ষোড়শবর্ষীয় যুবার ন্যায় রণস্থলে বিচরণ করিতেন।

হে কুরুরাজ! যে সময় ধৃষ্টদ্যুম্ন দ্রোণের বধার্থ ধাবমান হন, তৎকালে মহাবাহু ধনঞ্জয় তাঁহারে বলিয়াছিলেন, হে দ্রুপদাত্মজ! আচার্য্যকে বিনাশ না করিয়া জীবিতাবস্থায় এই খানে আনয়ন কর। তৎপরে দ্রুপদতনয় দ্রোণ সংহারে প্রবৃত্ত হইলে মহাবীর অর্জ্জুন, অন্যান্য সেনাপতি ও সমস্ত ভূপালগণ আচার্য্যকে বিনাশ করিও না বলিয়া বারংবার চীৎকার করিতে লাগিলেন। অর্জ্জুন নিতান্ত অনুকম্পা পরতন্ত্র হইয়া ধৃষ্টদ্যুম্নকে নিবারণ করিবার নিমিত্ত তাঁহার প্রতি ধাবমান হইলেন; কিন্তু ধৃষ্টদ্যুম্ন তাঁহাদের বাক্যে কর্ণপাতও না করিয়া রথোপরি ভারদ্বাজকে সংহার পূর্ব্বক ভূতলে নিপাতিত করিলেন। তৎকালে তাঁহার কলেবর দ্রোণের শোণিতে লিপ্ত হওয়াতে মার্ত্তণ্ডের ন্যায় লোহিত ও দুর্দ্ধর্ষ হইয়া উঠিল। হে মহারাজ! সৈনিক পুরুষেরা এই রূপে দ্রোণাচার্য্যকে নিহত হইতে দেখিলেন। অনন্তর মহাধনুর্দ্ধর দ্রুপদপুত্র ভারদ্বাজের সেই প্রকাণ্ড মস্তক লইয়া কৌরবগণের সমক্ষে নিক্ষেপ করিলেন। কৌরবগণ দ্রোণাচার্য্যের সেই

ছিন্ন মস্তক দর্শনে পলায়নে কৃতনিশ্চয় হইয়া চারি দিকে ধাবমান হইল। হে রাজন্! আমি সত্যবতীতনয় মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়নের অনুগ্রহে দ্রোণাচার্য্যকে বিধূম প্রজ্বলিত উল্কার ন্যায় স্বর্গপথে নক্ষত্র লোকে প্রবেশ করিতে দেখিলাম।

এই রূপে দ্রোণাচার্য্য নিহত হইলে কৌরব, পাণ্ডব ও সৃঞ্জয়গণ নিরুৎসাহ হইয়া মহাবেগে ধাবমান হইলেন। সৈন্য সকল ছিন্ন ভিন্ন হইয়া পড়িল। অনেকে শাণিত শরনিকরে হত ও অনেকে নিহত প্রায় হইল। অনন্তর কৌরবগণ তাৎকালিক পরাজয় ও ভাবী ভয়ের সম্ভাবনা বশত আপনাদিগকে নিকৃষ্ট জ্ঞান করিয়া অধৈর্য্য হইলেন। নরপতিগণ সেই অসংখ্যকবন্ধ সমাকীর্ণ সমরাঙ্গনে আচার্য্যের দেহ বারংবার অন্বেষণ করিলেন ; কিন্তু কোন প্রকারেই উহা প্রাপ্ত হইলেন না। এ দিকে পাণ্ডবগণ জয় লাভ ও ভাবী কীর্ত্তিলাভ সম্ভাবনায় নিতান্ত আহ্লাদিত হইয়া বাণশব্দ, শঙ্খধ্বনি ও সিংহনাদ পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। ঐ সময়ে ভীম পরাক্রম ভীমসেন সৈন্যমধ্যে ধৃষ্টদ্যুম্নকে আলিঙ্গন করিয়া কহিলেন, হে দ্রুপদাত্মজ! দুরাত্মা সূতপুত্র কর্ণ ও ধৃতরাষ্ট্রতনয় দুর্য্যোধন নিহত হইলে আমি পুনরায় তোমারে সমরবিজয়ী বলিয়া আলিঙ্গন করিব। মহাবীর ভীমসেন এই বলিয়া মহা আহ্লাদে বাহ্বাস্ফোটন দ্বারা ধরাতল কম্পিত করিতে লাগিলেন। কৌরব সৈন্যগণ সেই শব্দে ভীত হইয়া ক্ষত্রধর্ম্ম পরিত্যাগ পূর্ব্বক সমরে পরাঙ্মুখ হইয়া পলায়ন করিতে লাগিল। পাণ্ডুতনয়েরাও জয়লাভ করিয়া হৃষ্টচিত্তে শত্রুক্ষয় জনিত সুখানুভব করিতে লাগিলেন।

দ্রোণবধ পর্ব্ব সমাপ্ত।

নারায়ণাস্ত্র মোক্ষ পর্ব্বাধ্যায়।

চতুর্ন্নবত্যধিক শততম অধ্যায়।

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! এই রূপে মহাবীর দ্রোণ নিহত ও বহুসংখ্য বীর নিপাতিত হইলে কৌরবগণ শস্ত্র নিপীড়িত ও শোকে একান্ত কাতর হইলেন এবং শত্রুগণের অভ্যুদয় দর্শনে দীনবদন ও অশ্রুপূর্ণ লোচন হইয়া বারংবার বিকম্পিত হইতে লাগিলেন। তাঁহাদিগের চেতনা ও উৎসাহ বিনষ্ট হইয়া গেল এবং মোহাবেশ প্রভাবে তেজও প্রতিহত হইল। তখন তাঁহারা হিরণ্যাক্ষ বিনাশ কাতর দৈত্যগণের ন্যায় ধূলিধূসরিত কলেবর হইয়া অশ্রুকণ্ঠে আর্ত্তস্বর পরিত্যাগ পূর্ব্বক দশদিক্ নিরীক্ষণ করত আপনার আত্মজ দুর্য্যোধনকে পরিবেষ্টন করিলেন। রাজা দুর্য্যোধন ক্ষুদ্র মৃগ সমূহের ন্যায় নিতান্ত ভীত সেই কৌরবগণ কর্ত্তৃক পরিবৃত হইয়া আর তথায় অবস্থান করিতে সমর্থ হইলেন না। তিনি সমর পরিত্যাগ পূর্ব্বক পলায়নে সমুদ্যত হইলে আপনার পক্ষীয় যোধগণ দিবাকরের করজালে সাতিশয় সন্তপ্ত হইয়াই যেন ক্ষুৎপিপাসায় একান্ত কাতর ও নিতান্ত বিমনায়মান হইলেন। কৌরবগণ সূর্য্যের পতনের ন্যায়, সমুদ্র শোষণের ন্যায়, সুমেরু পরিবর্ত্তনের ন্যায় ও দেবরাজ ইন্দ্রের পরাজয়ের ন্যায় দ্রোণাচার্য্যের নিধন নিরীক্ষণ করিয়া ভীতমনে পলায়ন

করিতে লাগিলেন। গান্ধাররাজ শকুনি ভয় বিহ্বল রথিগণের সহিত এবং সূতপুত্র কর্ণ পলায়মান সেনাগণের সহিত ভীত হইয়া মহাবেগে প্রস্থান করিতে আরম্ভ করিলেন। মদ্ররাজ শল্য রথ, অশ্ব ও মাতঙ্গ কুল সঙ্কুল বহুল সৈন্য সমভিব্যাহারে ভয়ে চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিপাত করত পলায়ন করিতে লাগিলেন। কৃপাচার্য্য হতভূয়িষ্ঠ হস্তী ও পদাতিগণে পরিবৃত হইয়া বারংবার কি কষ্ট! কি কষ্ট! বলিতে বলিতে রণস্থল পরিত্যাগ পূর্ব্বক গমন করিলেন। মহাবীর কৃতবর্ম্মা বহুসংখ্য বেগগামী অশ্ব এবং হতাবশিষ্ট কলিঙ্গ, অরট্ট, বাহ্লিক ও ভোজ সৈন্যদিগের সহিত, মহাবীর উলূক পদাতিগণের সহিত এবং মহাবল পরাক্রান্ত প্রিয়দর্শন দুঃশাসন গজ সৈন্যের সহিত সাতিশয় উদ্বিগ্ন হইয়া ধাবমান হইলেন। বৃষসেন অযুত রথ ও তিন সহস্র হস্তী, মহারাজ দুর্য্যোধন অসংখ্য গজ, অশ্ব ও পদাতি এবং সুশর্ম্মা হতাবশিষ্ট সংশপ্তকগণকে লইয়া অনতিবিলম্বে প্রস্থান করিলেন।

হে মহারাজ! এইরূপে সকলেই দ্রোণাচার্য্যকে নিহত নিরীক্ষণ করিয়া হস্তী, অশ্ব ও রথে আরোহণ পূর্ব্বক চতুর্দ্দিকে ধাবমান হইলেন। কৌরবগণ মধ্যে কেহ কেহ পিতা, কেহ কেহ ভ্রাতা ও মাতুল, কেহ কেহ পুত্র ও বয়স্য, কেহ কেহ সম্বন্ধী এবং কেহ কেহ সৈন্যগণ ও স্বস্ত্রীয়গণকে পলায়নে ত্বরান্বিত করত মহাবেগে গমন করিতে লাগিলেন। উহাঁদের কেশকলাপ বিকীর্ণ এবং তেজ ও উৎসাহ এককালে বিনষ্ট হইয়া গেল। উহাঁরা কৌরব সৈন্য নিঃশেষিত হইয়াছে বিবেচনা করত নিতান্ত ভীত হইয়া দুই জনে এক দিকে গমন

করিতে সমর্থ হইলেন না কতকগুলি বীর কবচ পরিত্যাগ পূর্ব্বক দ্রুতপদ সঞ্চারে গমন করিতে লাগিল। সৈনিক পুরুষেরা পরস্পর পরস্পরকে গমনে নিষেধ করিল; কিন্তু কেহই রণস্থলে অবস্থান করিতে সমর্থ হইল না। যোধগণ সুসজ্জিত রথ সকল পরিত্যাগ করিয়া অবিলম্বে অশ্বে আরোহণ ও পদ দ্বারা সঞ্চালন করিতে লাগিলেন।

এইরূপে সৈন্যগণ ভীতমনে ধাবমান হইলে এক মাত্র দ্রোণাত্মজ অশ্বত্থামা স্রোতের প্রতিকূলগামী গ্রাহের ন্যায় শত্রুগণের প্রতি ধাবমান হইলেন। তখন প্রভদ্রক, পাঞ্চাল, চেদি ও কেকয়গণ এবং শিখণ্ডী প্রভৃতি বীর বর্গের সহিত তাঁহার ঘোরতর যুদ্ধ উপস্থিত হইল। তিনি পাণ্ডবগণের বহুবিধ সেনা বিনষ্ট করিয়া অতিকষ্টে সেই শঙ্কট হইতে বিমুক্ত হইলেন। তৎপরে তিনি সৈন্যগণকে পলায়ন করিতে দেখিয়া রাজা দুর্য্যোধন সন্নিধানে গমন পূর্ব্বক কহিলেন, হে মহারাজ! এই সমস্ত সৈন্য কি নিমিত্ত ভীতমনে ধাবমান হইতেছে? তুমিই বা কেন ইহাদিগকে নিবারণ করিতেছ না? আর আমিও তোমারে পূর্ব্ববৎ প্রকৃতিস্থ দেখিতেছি না। এক্ষণে বল, কি নিমিত্ত তোমার সৈন্যগণ এইরূপ অবস্থাপন্ন হইয়াছে? কর্ণ প্রভৃতি মহারথগণ আর যুদ্ধে অবস্থান করিতেছেন না। সৈন্যগণ অন্য কোন সংগ্রামে এইরূপ ধাবমান হয় নাই। এক্ষণে তোমার সৈন্যগণের কি কোন অনিষ্ট ঘটনা হইয়াছে?

অনন্তর রাজা দুর্য্যোধন দ্রোণপুত্রের বাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহারে তাঁহার পিতৃ বিনাশ রূপ ঘোরতর অপ্রিয় সংবাদ

প্রদান করিতে সমর্থ হইলেন না। তিনি রথারূঢ় অশ্বত্থামারে নিরীক্ষণ পূর্ব্বক বাস্পাকুল লোচনে ভগ্ন নৌকার ন্যায় শোক-সাগরে নিমগ্ন হইয়া লজ্জাবনত মুখে কৃপাচার্য্যকে কহিলেন, হে শারদ্বত! সৈন্যগণ যে নিমিত্ত ধাবমান হইতেছে তুমিই অগ্রে গুরুপুত্রকে তাহা বিজ্ঞাপিত কর। তখন কৃপাচার্য্য অপ্রিয় সংবাদ প্রদান করিতে হইবে বলিয়া বারংবার সাতি-শয় দুঃখ অনুভব পূর্ব্বক পরিশেষে অশ্বত্থামার সমক্ষে দ্রোণা-চার্য্যের নিধন বৃত্তান্ত কীর্ত্তন করিতে সমুদ্যত হইয়া কহিতে লাগিলেন।

হে আচার্য্যতনয়! আমরা অদ্বিতীয় রথী মহাবীর দ্রোণকে অগ্রসর করিয়া কেবল পাঞ্চালগণের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া-ছিলাম। ঐ সময় কৌরব ও সোমকগণ মিলিত হইয়া পর-স্পরের প্রতি তর্জ্জন গর্জ্জন করত পরস্পরকে বিনাশ করিতে লাগিলেন। তখন তোমার পিতা কৌরব পক্ষীয় বহুসংখ্য সৈন্যের নিধন দর্শনে ক্রোধাবিষ্ট হইয়া ব্রাহ্ম অস্ত্র আবিষ্কৃত করত ভল্লাস্ত্রে বহুসংখ্য সৈন্যের প্রাণ সংহার করিলেন। পাঞ্চাল, কৈকয়, মৎস্য ও পাণ্ডব সৈন্যগণ কালপ্রেরিত হইয়া দ্রোণ সন্নিধানে আগমন পূর্ব্বক বিনষ্ট হইতে লাগিল। সেই পঞ্চাশীতিবর্ষ বয়স্ক আকর্ণ পলিত মহারথ দ্রোণ ব্রহ্মাস্ত্র প্রভাবে সহস্র মনুষ্য ও দ্বিসহস্র হস্তী বিনাশ করিয়া বৃদ্ধা-বস্থাতেও যোড়শ বর্ষীয়ের ন্যায় রণস্থলে পরিভ্রমণ করিতে লাগিলেন। এই রূপে বিপক্ষ সৈন্যগণ একান্ত ক্লিষ্ট ও ভূপা-লগণ বিনষ্ট হইলে পাঞ্চালেরা নিতান্ত ক্রোধাবিষ্ট ও সমরে পরাঙ্মুখ হইল। তখন অরাতিনিপাতন দ্রোণাচার্য্য দিব্যাস্ত্র

বিস্তার পূর্ব্বক পাণ্ডবদিগের মধ্যে মধ্যাহ্নকালীন প্রচণ্ড মার্ত্ত-ণ্ডের ন্যায় নিতান্ত দুর্নিরীক্ষ্য হইয়া উঠিলেন। পাঞ্চালগণ দ্রোণশরে একান্ত সন্তপ্ত, হতবীর্য্য ও উৎসাহ শূন্য হইয়া বিচেতন হইয়া রহিল।

বিজয়াভিলাষী বাসুদেব তদ্দর্শনে পাণ্ডবগণকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, হে পাণ্ডবগণ! অন্যের কথা দূরে থাকুক, সাক্ষাৎ দেবরাজ ইন্দ্রও দ্রোণাচার্য্যকে সংগ্রামে পরাজয় করিতে সমর্থ নহেন। অতএব তোমরা ধর্ম্ম পরিত্যাগ পূর্ব্বক বিজয় লাভ কর। দ্রোণাচার্য্য যেন তোমাদিগকে সমূলে উন্মূলন করিতে সমর্থ না হন। আমার বোধ হইতেছে, ইনি অশ্বত্থামা বিনষ্ট হইয়াছেন, জানিতে পারিলে আর যুদ্ধ করি-বেন না। অতএব কোন ব্যক্তি মিথ্যা বাক্য প্রয়োগ পূর্ব্বক অশ্বত্থামা নিহত হইয়াছে, এই কথা আচার্য্যের কর্ণগোচর করুক। হে দ্রোণনন্দন! মহাত্মা ধনঞ্জয় কৃষ্ণের বাক্য শ্রবণা-নন্তর কোন ক্রমেই তাহাতে অনুমোদন করিলেন না। অন্যান্য ব্যক্তিগণ উহাতে সম্মত হইলেন। ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির অতি কষ্টে কৃষ্ণের বাক্যে অঙ্গীকার করিলেন। অনন্তর ভীমসেন লজ্জাবনত বদনে দ্রোণ সন্নিধানে সমুপস্থিত হইয়া তাঁহারে তোমার মিথ্যানিধন বৃত্তান্ত কহিল; কিন্তু তোমার পিতা তাহার বাক্য মিথ্যা জ্ঞান করিয়া ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে উহা সত্য কি মিথ্যা জিজ্ঞাসা করিলেন। তখন ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির বিজয় বাসনা ও মিথ্যাভয়ে যুগপৎ অভিভূত হইলেন। তিনি পরিশেষে মালবরাজ ইন্দ্রবর্ম্মার এক অচল সদৃশ কলেবর অশ্বত্থামা নামে করিবরকে ভীম শরে নিহত দেখিয়া দ্রোণ

সন্নিধানে গমন পূর্ব্বক মুক্তকণ্ঠে কহিলেন, হে আচার্য্য! আপনি যাঁহার নিমিত্ত অস্ত্র ধারণ করিতেছেন, এবং যাঁহার মুখাবলোকন পূর্ব্বক জীবিত রহিয়াছেন, আপনার সেই প্রিয়তম পুত্র অশ্বত্থামা নিহত হইয়া অরণ্যশায়ী সিংহ শিশুর ন্যায় ভূমিশয্যায় শয়ান রহিয়াছেন। হে আচার্য্যকুমার! ধর্ম্মরাজ মিথ্যা বাক্যের দোষ সম্যক্ অবগত ছিলেন, এই নিমিত্ত তিনি মুক্তকণ্ঠে অশ্বত্থামা নিহত হইয়াছে বলিয়া অস্পষ্টাক্ষরে কুঞ্জর শব্দ উচ্চারণ করিলেন। তখন তোমার পিতা তোমারে সংগ্রামে নিহত অবধারণ করিয়া শোক সন্তপ্ত মনে দিব্যাস্ত্র সমুদায় উপসংহার করত আর পূর্ব্ববৎ সংগ্রাম করিলেন না। ঐ সময় নিতান্ত ক্রূরকর্ম্মা ধৃষ্টদ্যুম্ন তাঁহারে একান্ত উদ্বিগ্ন ও শোক সন্তাপে অভিভূত দেখিয়া তাঁহার প্রতি ধাবমান হইলেন। লোকতত্ত্ব বিশারদ মহাবীর দ্রোণ তাঁহারে আপনার মৃত্যুস্বরূপ অবলোকন করিয়া দিব্যাস্ত্র পরিত্যাগ পূর্ব্বক প্রায়োপবেশন করিলেন। তখন ধৃষ্টদ্যুম্ন বামহস্তে তাঁহার কেশ গ্রহণ করিয়া শিরশ্ছেদনে সমুদ্যত হইল। তদ্দর্শনে সকলেই চতুর্দ্দিক্ হইতে সংহার করিও না সংহার করিও না বলিয়া দ্রুপদতনয়কে নিবারণ করিতে লাগিল। মহাবীর অর্জ্জুনও সত্বরে রথ হইতে অবতীর্ণ হইয়া বাহু দ্বয় উদ্যত করত হে ধৃষ্টদ্যুম্ন! তুমি আচার্য্যকে বধ করিও না, উহাঁরে জীবিতাবস্থায় আনয়ন কর, বারংবার এই কথা বলিয়া তাঁহার প্রতি ধাবমান হইলেন; কিন্তু নৃশংস ধৃষ্টদ্যুম্ন কৌরবগণ ও অর্জ্জুনের বাক্যে কর্ণপাত না করিয়া তোমার পিতার শিরশ্ছেদন করিল। হে বৎস! এই নিমিত্তই সৈন্যগণ নিতান্ত

ভীত হইয়া ধাবমান হইতেছে এবং আমরাও এককালে উৎসাহ শূন্য হইয়াছি।

হে মহারাজ! এই রূপে মহাবীর অশ্বত্থামা পিতার নিধন-বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া পাদাহত ভুজঙ্গের ন্যায় ও ইন্ধন সংযুক্ত বহ্নির ন্যায় রোষানলে প্রজ্বলিত হইয়া উঠিলেন এবং করে করনিষ্পেষণ, দশনে দশন পীড়ন করত আরক্ত লোচন হইয়া ভুজঙ্গের ন্যায় দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন।

পঞ্চনবত্যধিক শততম অধ্যায়।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে সঞ্জয়! যে মহাবীর অশ্বত্থামার নিকট মানব, বারুণ, আগ্নেয়, ঐন্দ্র, নারায়ণ ও ব্রাহ্মঅস্ত্র প্রভৃতি সমুদায় অস্ত্র নিয়ত বিদ্যমান রহিয়াছে, তিনি সেই মহাবীর দুরাত্মা ধৃষ্টদ্যুম্নকে অধর্ম্মযুদ্ধে বৃদ্ধ পিতারে নিহত করিতে শ্রবণ করিয়া কি কহিলেন? মহাত্মা দ্রোণাচার্য্য পরশুরামের নিকট ধনুর্ব্বেদ শিক্ষা করিয়া পুত্রের সদ্গুণাভিলাষে তাঁহারে দিব্যাস্ত্র সকল প্রদান করিয়াছিলেন। ফলত এই ভূমণ্ডলে মানবগণ পুত্র ভিন্ন আর কাহারেও আপনার অপেক্ষা গুণ সম্পন্ন করিতে কামনা করে না। মনস্বী আচার্য্যগণেরও এই রূপ স্বভাব যে, তাঁহারা পুত্র বা অনুগত শিষ্যকেই আপনাদের রহস্য সকল প্রদান করিয়া থাকেন। হে সঞ্জয়! দ্রোণপুত্র দ্রোণের শিষ্য হইয়া তাঁহার নিকট বিশেষ রূপে সমস্ত দিব্যাস্ত্র লাভ করিয়াছেন। ঐ মহাবীর যুদ্ধে দ্রোণের দ্বিতীয় এবং তিনি অস্ত্রে পরশুরাম, যুদ্ধে পুরন্দর, বীর্য্যে কার্ত্তবীর্য্য, বুদ্ধিতে বৃহস্পতি, ধৈর্য্যে ভূধর, তেজে অগ্নি, গাম্ভীর্য্যে সমুদ্র ও ক্রোধে সর্পবিষ সদৃশ বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়া

থাকেন। সেই মহাবীর সমরে অপরিশ্রান্ত, ধনুর্ব্বেদ বিশারদ ও এক জন অদ্বিতীয় মহারথ; তিনি ভীষণ সমরাঙ্গনে অব্যথিত চিত্তে বেগগামী অনিল ও ক্রোধাবিষ্ট অন্তকের ন্যায় ভ্রমণ করিয়া থাকেন। সেই ধনুর্দ্ধর শর নিক্ষেপে প্রবৃত্ত হইলে বসুন্ধরা ব্যথিত হইয়া উঠেন। তিনি স্বয়ং বেদস্নাত, ব্রতস্নাত, ধনুর্ব্বেদ বিশারদ ও দাশরথির ন্যায় গম্ভীর প্রকৃতি। এক্ষণে সেই সত্য পরাক্রম মহাবীর অশ্বত্থামা দুরাত্মা ধৃষ্টদ্যুম্ন অধর্ম্ম যুদ্ধে পিতারে বিনাশ করিয়াছে, শ্রবণ করিয়া কি কহিলেন? হে সঞ্জয়! ধৃষ্টদ্যুম্ন যেমন দ্রোণের মৃত্যু স্বরূপ, অশ্বত্থামাও সেই রূপ ধৃষ্টদ্যুম্নের অন্তক স্বরূপ সৃষ্ট হইয়াছেন?

ষণ্ণবত্যধিক শততম অধ্যায়।

সঞ্জয় কহিলেন, হে মহারাজ! পুরুষ প্রধান অশ্বত্থামা, দুরাত্মা ধৃষ্টদ্যুম্ন ছল পূর্ব্বক পিতারে নিহত করিয়াছে, শ্রবণ করিয়া বাস্পাকুলনেত্রে ও ক্রোধে নিতান্ত অধীর হইলেন। তাঁহার কলেবর জীবক্ষয় প্রবৃত্ত প্রলয়কালীন অন্তকের ন্যায় ক্রোধে প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল। তখন তিনি বারংবার অশ্রুপূর্ণ নেত্র দ্বয় পরিমার্জ্জিত করিয়া উষ্ণ নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক দুর্য্যোধনকে কহিলেন, হে রাজন্! পিতা অস্ত্র শস্ত্র পরিত্যাগ করিলে নীচাশয় পাণ্ডবগণ যে রূপে তাঁহারে নিহত করিয়াছে এবং ধর্ম্মধ্বজধারী যুধিষ্ঠিরও যে রূপে অতি অন্যায্য ও নিষ্ঠুর কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছেন, তাহা শ্রবণ করিলাম। যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেই জয় কিম্বা পরাজয় হইয়া থাকে। সংগ্রামে বিনাশই প্রশংসনীয়। ব্রাহ্মণেরা কহিয়া থাকেন যে, ন্যায় যুদ্ধে বিনষ্ট হওয়া দুঃখাবহ নহে। আমার পিতা ন্যায় যুদ্ধে

কলেবর পরিত্যাগ করিয়া বীরলোকে গমন করিয়াছেন। অতএব তাঁহার নিমিত্ত শোক করা কর্ত্তব্য নহে; কিন্তু তিনি যে, ধর্ম্মযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াও সমস্ত সৈন্য সমক্ষে কেশাকর্ষণ দুঃখ অনুভব করিয়াছেন, তাহাতেই আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছে। আমি জীবিত থাকিতে যখন আমার পিতা এই রূপ দুরবস্থাগ্রস্ত হইলেন, তখন অন্য লোকে কি নিমিত্ত পুত্র কামনা করিবে? লোকে কাম, ক্রোধ, অজ্ঞানতা, দ্বেষ ও বালকত্ব নিবন্ধনই অধর্ম্মাচারণ ও অন্যকে পরাভব করিয়া থাকে। দুরাত্মা ধৃষ্টদ্যুম্ন আমারে বিশেষ না জানিয়াই এই দারুণ অধর্ম্ম কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছে। এক্ষণে সেই দুরাত্মা অবশ্যই স্বকার্য্যের ফল অনুভব করিবে। আর ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির ছল পূর্ব্বক আচার্য্যকে অস্ত্র পরিত্যাগ করাইয়াছেন। আজি বসুন্ধরা অবশ্যই তাঁহার শোণিত পান করিবেন। হে রাজন্! আমি সত্য ও ইষ্টাপূর্ত্ত দ্বারা শপথ করিয়া কহিতেছি যে, সমস্ত পাঞ্চাল বিনষ্ট না করিয়া কখনই জীবন ধারণ করিব না। আজি আমি মৃদু বা দারুণ যে কোন রূপে হউক না কেন, সমরে ধৃষ্টদ্যুম্ন ও সমস্ত পাঞ্চালগণকেবিনাশ করিয়া শান্তিলাভ করিব। মানবগণ পুত্র দ্বারা ইহকাল ও পরকালে মহাভয় হইতে পরিত্রাণ পাইবে বলিয়াই পুত্র কামনা করিয়া থাকে; কিন্তু আমি আমার পিতার শৈল প্রতিম পুত্র বিশেষত শিষ্য জীবিত থাকিতে তিনি বন্ধুহীনের ন্যায় সেই দুরবস্থা প্রাপ্ত হইলেন। অতএব আমার বাহুবল, পরাক্রম ও দিব্যাস্ত্র সকলে ধিক্! যাহা হউক, এক্ষণে আমি যাহাতে পরলোক গত পিতার ঋণ হইতে মুক্ত হইতে পারি, অবশ্যই তাহার অনুষ্ঠান করিব।

হে ভরতসত্তম ! স্বমুখে স্বীয় গুণকীর্ত্তন করা কদাপি সাধু জনের কর্ত্তব্য নহে ; কিন্তু আমি পিতৃবিনাশ সহ্য করিতে না পারিয়াই আপনার পৌরুষ প্রকাশ করিতেছি। আজি জনার্দ্দন সহায় পাণ্ডবগণ আমার পরাক্রম সন্দর্শন করুক। আমি যুগান্ত কালের ন্যায় সমস্ত সৈন্য বিমর্দ্দন করিয়া বিচরণ করিব। কি দেব কি গন্ধর্ব্ব কি অসুর কি উরগ কি রাক্ষস কেহই আজি আমারে সমরে পরাজয় করিতে সমর্থ হইবেন না। এই ভূমণ্ডলে আমার ও অর্জ্জুনের সমান অস্ত্রবিশারদ আর কেহই নাই। আজি আমি প্রজ্বলিত ময়ূখমালামধ্যবর্ত্তী মার্ত্তণ্ডের ন্যায় তেজঃসম্পন্ন সৈন্যগণের মধ্যগত হইয়া দৈবাস্ত্র প্রয়োগ করিব। আজি আমার শরজাল তূণীর বহির্গত হইয়া পাণ্ডবগণকে বিদলিত করত আমার পরাক্রম প্রকাশ করিবে। আজি কৌরব পক্ষীয়েরা দেখিতে পাইবেন যে, দিক্ সকল আমার জলধার সদৃশ শরধারায় সমাচ্ছন্ন হইয়াছে। মহাবায়ু যেমন বৃক্ষ সমুদায় পাতিত করে, তদ্রূপ আমি শরজাল প্রভাবে শত্রুগণকে নিপাতিত করিব।

হে মহারাজ ! আমার নিকট নিক্ষেপ ও উপসংহার মন্ত্র সমবেত যে অস্ত্র আছে, কি অর্জ্জুন কি কৃষ্ণ কি ভীমসেন কি নকুল কি সহদেব কি রাজা যুধিষ্ঠির কি দুরাত্মা ধৃষ্টদ্যুম্ন কি শিখণ্ডী কি সাত্যকি কেহই সেই অস্ত্র অবগত নহে। হে মহারাজ ! পূর্ব্বে একদা নারায়ণ ব্রাহ্মণ বেশ ধারণ পূর্ব্বক পিতার নিকট উপস্থিত হইলে তিনি তাঁহারে যথাবিধি প্রণাম পূর্ব্বক উপহার প্রদান করিয়াছিলেন। ভগবান্ নারায়ণ সেই উপহার স্বীকার করিয়া তাঁহারে বর প্রদান করিতে উৎসুক

হইলেন। তখন আমার পিতা তাঁহার নিকট হইতে নারায়ণাস্ত্র প্রার্থনা করিলে তিনি তাহা প্রদান করত কহিলেন, হে ব্রহ্মন্! রণস্থলে তোমার তুল্য যোদ্ধা আর কেহই হইবে না; কিন্তু তুমি সহসা এ অস্ত্র প্রয়োগ করিও না। ইহা শত্রুর বিনাশ সাধন না করিয়া কখনই নিবৃত্ত হয় না। এই অস্ত্র সকলকেই বিনাশ করিতে পারে, ইহা অবধ্যের বধ সাধনেও পরাঙ্মুখ হয় না; অতএব ইহা সহসা প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য নহে। সমরাঙ্গনে রথ ও অস্ত্র পরিত্যাগে অভিলাষী ও শরণাগত শত্রুগণের প্রতি এই অস্ত্র নিক্ষেপ করা উচিত নহে। যে ব্যক্তি অস্ত্র দ্বারা অবধ্যকে পীড়িত করে, সে স্বয়ং ইহা দ্বারা নিপীড়িত হয়। হে মহারাজ! ভগবান্ নারায়ণ এই বলিয়া সেই মহাস্ত্র প্রদান করিলে পিতা উহা গ্রহণ করিলেন। তখন সেই মহাত্মা আমারে কহিলেন, হে অশ্বত্থামা! তুমিও এই অস্ত্র প্রভাবে তেজঃপুঞ্জ কলেবর হইয়া নানাবিধ দিব্য অস্ত্র বর্ষণ করিতে সমর্থ হইবে। এই বলিয়া ভগবান্ নারায়ণ স্বর্গলোকে গমন করিলেন।

হে রাজন্! আমি এইরূপে নারায়ণের নিকট সেই অস্ত্র লাভ করিয়াছি; এক্ষণে তদ্দ্বারা দানববিদ্রাবী শচীপতির ন্যায় আমি পাণ্ডব, পাঞ্চাল, মৎস্য ও কেকয়গণকে বিদ্রাবিত করিব। আমি যখন যেরূপ বাসনা করিব, আমার শরনিকর তৎক্ষণাৎ সেইরূপ হইয়া শত্রুমণ্ডলে নিপতিত হইবে। আমি রণস্থলে অবস্থান পূর্ব্বক অনাকুলিত চিত্তে অয়োমুখ শরনিকর ও বিবিধ পরশু নিক্ষেপ করিয়া মহারথগণকে বিদ্রাবিত ও অতি ভীষণ নারায়ণাস্ত্র দ্বারা পাণ্ডবগণকে পীড়িত করিয়া

অরাতিগণকে বিনষ্ট করিব। আজি মিত্র, ব্রাহ্মণ ও গুরুদ্রোহ-কারী পাণ্ডব পাঞ্চালাপসদ ধৃষ্টদ্যুম্ন কখনই আমার হস্তে পরিত্রাণ পাইবেন না।

হে কুরুরাজ! মহাবীর দ্রোণতনয় এই কথা কহিলে কৌরব সৈন্যগণ প্রতিনিবৃত্ত হইয়া হৃষ্ট চিত্তে শঙ্খ, ভেরী, ডিণ্ডিম প্রভৃতি বাদিত্র বাদন করিতে লাগিল। ভূতল অশ্ব-খুর ও রথচক্রে পরিপীড়িত হইয়া শব্দায়মান হইল। সেই তুমুল শব্দে ভূমণ্ডল, দিঙ্মণ্ডল ও আকাশমণ্ডল প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিল। তখন মহারথ পাণ্ডবগণ সেই মেঘ গম্ভীর তুমুল শব্দ শ্রবণে সকলে সম্মিলিত হইয়া মন্ত্রণা করিতে লাগিলেন। এ দিকে আচার্য্যপুত্র অশ্বত্থামাও ঐ সময়ে সলিলস্পর্শ পূর্ব্বক নারায়ণাস্ত্র প্রাদুর্ভূত করিলেন।

সপ্তনবত্যধিক শততম অধ্যায়।

হে মহারাজ! এইরূপে সেই নারায়ণাস্ত্র প্রাদুর্ভূত হইলে বিনা মেঘে বজ্রাঘাত, বৃষ্টিপাত ও মহাবেগে বায়ু সঞ্চার হইতে লাগিল। ঐ সময় ধরাতল কম্পিত, সাগর সকল সংক্ষুব্ধ, নদী সকল বিপরীত দিকে প্রবাহিত, গিরিশৃঙ্গ সমু-দায় বিদীর্ণ, দিঙ্মণ্ডল তিমিরাচ্ছন্ন, দিনকর মলিন, মাংসলোলুপ প্রাণিগণ প্রহৃষ্ট চিত্ত, সমাগত দেব, দানব ও গন্ধর্ব্বগণ শঙ্কিত ও কুরঙ্গগণ পাণ্ডবগণের দক্ষিণ পার্শ্ব দিয়া ধাবমান হইল। সকলেই সেই তুমুল কাণ্ড দর্শনে পরস্পরকে তাহার কারণ জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল এবং ভূপতিগণ অশ্বত্থামার সেই ভীষণাস্ত্র সন্দর্শনে ভীত ও ব্যথিত হইয়া উঠিলেন।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে সঞ্জয়! শোকসন্তপ্ত দ্রোণনন্দন

পিতৃবধ অসহ্য বোধ করিয়া সৈনিকগণকে নিবৰ্ত্তিত করিলে পাণ্ডবগণ কৌরব সৈন্যগণকে সমাগত দেখিয়া ধৃষ্টদ্যুম্নের রক্ষার্থ কিরূপ পরামর্শ নির্দ্ধারিত করিলেন, তাহা আমার নিকট কীর্ত্তন কর।

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! যুধিষ্ঠির প্রথমত আপনার দুর্য্যোধন প্রভৃতি পুত্রগণকে পলায়ন করিতে দেখিয়াছিলেন কিন্তু এক্ষণে পুনরায় যুদ্ধ উপস্থিত হইয়াছে শুনিয়া অর্জ্জুনকে কহিলেন, হে ধনঞ্জয়! দেবরাজ বজ্র ধারণ পূর্ব্বক যেরূপ বৃত্রাসুরের প্রাণ সংহার করিয়াছিলেন, তদ্রূপ ধৃষ্টদ্যুম্ন দ্রোণকে নিপাতিত করিলে কৌরবগণ আত্মপরিত্রাণার্থ জয়াশা পরিত্যাগ পূর্ব্বক পলায়ন করিয়াছিলেন। বিপক্ষপক্ষীয় কিয়ৎ-সংখ্যক ভূপতি বিচেতন হইয়া হতপার্ষ্ণি, হতসারথি, পতাকা, ধ্বজ ও ছত্র বিহীন, ভগ্নকূবর, ভগ্ননীড় রথে আরোহণ, কেহ কেহ ভীত হইয়া স্বয়ং পদাঘাতে রথাশ্ব পরিচালন, কেহ কেহ ভয়াতুর হইয়া ভগ্নাক্ষ, ভগ্নযুগ ও ভগ্নচক্র রথে আরোহণ, কেহ কেহ অশ্বপৃষ্ঠে অৰ্দ্ধস্খলিত আসনে উপবেশন পূর্ব্বক পলায়ন করিয়াছিল। উহাঁদের মধ্যে অনেকে নারাচ দ্বারা গজস্কন্ধের সহিত গ্রথিত হইয়া মাতঙ্গগণ কর্ত্তৃক অপনীত, অনেকে অস্ত্র ও কবচ বিহীন হইয়া বাহন হইতে ক্ষিতিতলে নিপতিত ও হস্তী, অশ্ব ও রথচক্র দ্বারা নিষ্পেষিত এবং অনেকে মোহ বশত পরস্পরকে অবগত না হইয়া হা ভ্রাত! হা পুত্র! বলিয়া চীৎকার করত ভয়ে পলায়ন পরায়ণ হই-য়াছে। আর অনেকে দৃঢ়বিক্ষত পিতা, পুত্র, ভ্রাতা ও মিত্রদিগকে উত্তোলন পূর্ব্বক বর্ম্মনির্ম্মুক্ত করিয়া তাহাদের গাত্রে জলসেক

করিয়াছে। হে ধনঞ্জয়! দ্রোণাচার্য্য নিহত হইলে কৌরব সেনাগণ এই রূপ দুরবস্থাপন্ন হইয়াছিল; কিন্তু এক্ষণে প্রতিনিবৃত্ত হইতেছে। অতএব যদি তুমি তাহাদিগের প্রত্যাগমনের কারণ পরিজ্ঞাত থাক, তবে আমার নিকট কীর্ত্তন কর। একত্র মিলিত তুরঙ্গের হেষারব মাতঙ্গের বৃংহিতধ্বনি ও রথনেমির গভীর নিস্বনে বারংবার তুমুল শব্দ সমুত্থিত হওয়াতে আমার সেনাগণ কম্পিত হইয়াছে। এক্ষণে যেরূপ লোমহর্ষণ তুমুল শব্দ শ্রবণগোচর হইতেছে, বোধ হয়, উহা দেবেন্দ্র সমবেত ত্রিভুবন গ্রাস করিতে পারে। বোধ হয়, দ্রোণাচার্য্য নিহত হওয়াতে সুররাজ বাসব কৌরবগণের হিতার্থে ভীষণ নিনাদ করত সমরাঙ্গনে আগমন করিয়াছেন। মহারথগণ এই ভয়ঙ্কর শব্দ শ্রবণে রোমাঞ্চিত গাত্র ও নিতান্ত শঙ্কিত হইয়াছেন। অতএব হে ধনঞ্জয়! এক্ষণে কোন্ মহারথ সুররাজের ন্যায় সমরে অবস্থান পূর্ব্বক সেই পলায়মান কৌরবগণকে যুদ্ধার্থ প্রতিনিবৃত্ত করিতেছেন। অর্জ্জুন কহিলেন, হে মহারাজ! কৌরবগণ যাহার বলবীর্য্য আশ্রয় করিয়া ধৈর্য্যাবলম্বন পূর্ব্বক উগ্র কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া শঙ্খ বাদন করিতেছে এবং আপনি, দ্রোণাচার্য্য ন্যস্তশস্ত্র হইয়া দেহ ত্যাগ করিলে কোন্ ব্যক্তি দুর্য্যোধনের সহায় হইয়া ভীষণ নিনাদ করিতেছে, এই মনে করিয়া যাহার প্রতি সংশয়ারূঢ় হইয়াছেন, সেই মত্ত মাতঙ্গগামী কুরুকুলের অভয়প্রদ মহাত্মার বিবরণ কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ করুন। হে মহারাজ! যে বীর জন্ম গ্রহণ করিলে দ্রোণাচার্য্য ব্রাহ্মণগণকে সহস্র গোধন দান করিয়াছিলেন, যে বীর জাতমাত্র উচ্চৈঃশ্রবার ন্যায় হ্রেষারব

পরিত্যাগ করিলে ত্রিলোক কম্পিত হওয়াতে ইহাঁর নাম অশ্বথামা হইল বলিয়া দৈববাণী হইয়াছিল, আজি সেই বীরপুরুষ [illegible] সিংহনাদ করিতেছেন। হে রাজন! অদ্য পাঞ্চালতনয় [illegible]তি নৃশংস কার্য্যানুষ্ঠান পূর্ব্বক যাঁহারে অনাথের ন্যায় নিহত করিয়াছেন, এক্ষণে সেই মহাত্মা দ্রোণের নাথস্বরূপ অশ্বত্থামা সমরে অবস্থান করিতেছেন। দ্রুপদকুমার আমার গুরু দ্রোণাচার্য্যের কেশপাশ ধারণ করিয়াছিল; অতএব গুরুপুত্র কখনই তাহারে ক্ষমা করিয়া পৌরুষ প্রকাশে ক্ষান্ত হইবেন না।

হে ধর্ম্মরাজ! আপনি ধর্ম্মজ্ঞ হইয়াও রাজ্য লোভে গুরুর নিকট মিথ্যা বাক্য প্রয়োগ করত ঘোরতর অধর্ম্মে পতিত হইলেন। বালিবধে শ্রীরামের যেরূপ অকীর্ত্তি হইয়াছিল, দ্রোণাচার্য্যের নিধনে ত্রৈলোক্য মধ্যে আপনারও তদ্রূপ চিরস্থায়িনী অকীর্ত্তি হইল। দ্রোণাচার্য্য আপনারে শিষ্য ও সত্যধর্ম্ম পরায়ণ বলিয়া জানিতেন। সুতরাং তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, আপনি কখনই মিথ্যা বাক্য প্রয়োগ করিবেন না; কিন্তু আপনি অশ্বত্থামা নিহত হইয়াছেন, এই কথা স্পষ্টাভিধানে ও কুঞ্জর শব্দ অব্যক্তরূপে উচ্চারণ করিয়া গুরুর নিকট সত্যাচ্ছাদিত মিথ্যা কথা কহিয়াছেন। হে মহারাজ! দ্রোণাচার্য্য আপনার বাক্য শ্রবণেই শস্ত্র পরিত্যাগ পূর্ব্বক নির্ম্মম ও গতচেতন হইয়া আপনার সমক্ষে বিহ্বল হইয়া পড়িলেন। এই রূপে আপনি দ্রোণের শিষ্য হইয়া সত্যধর্ম্ম পরিত্যাগ পূর্ব্বক তাঁহারে পুত্রশোক সন্তপ্ত করিয়া নিপাতিত করিলেন। হে ধর্ম্মরাজ! আপনি তৎকালে অধর্ম্মাচারণ পূর্ব্বক

গুরুর বধসাধন করিয়াছেন; এক্ষণে যদি সমর্থ হন, তবে অমাত্যগণে পরিবৃত হইয়া ধৃষ্টদ্যুম্নকে অশ্বত্থামার হস্ত হইতে রক্ষা করুন। অদ্য আমারা সকলেই পিতৃ নিধনে রোষিত গুরুপুত্র হইতে দ্রুপদনন্দনকে পরিত্রাণ করিতে অক্ষম হইব। যিনি অলৌকিক ভাব অবলম্বন পূর্ব্বক সকল লোকের সহিত সৌহার্দ্দ করিয়া থাকেন, অদ্য সেই মহাবীর পিতার কেশগ্রহণ বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া সংগ্রামে আমাদিগকে ধ্বংস করিবেন। হে মহারাজ! আমি আচার্য্যের জীবন রক্ষার্থ আপনারে মিথ্যা কথা কহিতে বারংবার নিষেধ করিয়াছিলাম; কিন্তু আপনি স্বধর্ম্ম পরিত্যাগ করত তাঁহারে সংহার করিলেন। আমাদিগের বয়ঃক্রম অধিকাংশই অতীত হইয়াছে, অল্পমাত্র অবশিষ্ট আছে। এক্ষণে এই অধর্ম্মাচরণ হওয়াতে সেই অল্পাবশিষ্ট জীবিত কাল বিকৃত হইল। দ্রোণাচার্য্য সৌহার্দ্দ বশত ও ধর্ম্মানুসারে আমাদের পিতার তুল্য ছিলেন। আপনি অল্প-কালস্থায়ী রাজ্যের নিমিত্ত তাঁহার প্রাণ নাশ করিলেন। দেখুন, ধৃতরাষ্ট্র, ভীষ্মদেব ও দ্রোণাচার্য্যকে আপনার পুত্রগণের সহিত এই সসাগরা পৃথিবী প্রদান করিয়াছিলেন; কিন্তু আচার্য্য তাদৃশ অবস্থায় অবস্থিত ও শত্রু কর্ত্তৃক তদ্রূপ সৎকৃত হইয়াও আমারে সতত পুত্রাপেক্ষা সমধিক স্নেহ করিতেন। হে রাজন! গুরু কেবল আপনার বাক্যেই ন্যস্তশস্ত্র হইয়া নিহত হইয়া-ছেন; তিনি যুদ্ধ করিলে ইন্দ্রও তাঁহারে বিনাশ করিতে পারি-তেন না। হায়! আমরা রাজ্য লালসায় লঘুচিত্ত ও অনার্য্য হইয়া সেই নিত্যোপকারী বৃদ্ধ আচার্য্যের প্রাণ সংহার করি-লাম। তুচ্ছ রাজ্য লোভে গুরুহত্যা করিয়া মহৎ পাপে লিপ্ত

হইলাম! আচার্য্য নিশ্চয় জানিতেন যে, অর্জ্জুন আমার নিমিত্ত আপনার জীবন, পুত্র, কলত্র, পিতা ও ভ্রাতৃগণকে পরিত্যাগ করিতে পারে; কিন্তু আমি সেই মহাত্মার নিধন সময়ে উপেক্ষা করিয়া রহিলাম; অতএব নিশ্চয়ই আমারে পরলোকে অবাক্‌-শিরা হইয়া নরক ভোগ করিতে হইবে। আজি যখন আমরা মৌনব্রতাবলম্বী বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ আচার্য্যকে রাজ্যার্থে নিহত করিয়াছি, তখন আমাদের জীবনে কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই; মরণই শ্রেয়।

অষ্টনবত্যধিক শততম অধ্যায়।

হে মহারাজ! অর্জ্জুন এই রূপ কহিলে মহারথগণ তাহা শ্রবণ করিয়া ভাল মন্দ কিছুই কহিলেন না। তখন মহাবাহু ভীম ক্রোধাবিষ্ট হইয়া অর্জ্জুনকে বিস্মিত করত কহিতে লাগিলেন, হে পার্থ! অরণ্যগত মুনি ও জিতেন্দ্রিয় শংসিতব্রত ব্রাহ্মণ যেমন ধর্ম্মোপদেশ প্রদান করিয়া থাকেন, তদ্রূপ তুমিও ধর্ম্মোপদেশ প্রদান করিতেছ। দেখ, যে ক্ষত্রিয় অন্যকে ক্ষত হইতে পরিত্রাণ করেন, ক্ষতই যাঁহার জীবনোপায় এবং যিনি দেব, দ্বিজ ও গুরুর প্রতি ক্ষমাশীল, তিনিই অবিলম্বে রাজ্য, ধর্ম্ম, যশ ও শ্রীলাভ করিয়া থাকেন। তুমি সমগ্র ক্ষত্রিয়গুণে সমলঙ্কৃত আছ; অতএব এক্ষণে মূর্খের ন্যায় বাক্য প্রয়োগ করা তোমার সমুচিত হইতেছে না। হে কৌন্তেয়! তুমি ত্রিদশাধিপতি ইন্দ্রের ন্যায় পরাক্রমশালী। মহাসাগর যেমন বেলাভূমি অতিক্রম করে না, তদ্রূপ তুমিও ধর্ম্মপথ অতিক্রমে প্রবৃত্ত হও না। তুমি যে এক্ষণে ত্রয়োদশ বর্ষ সঞ্চিত ক্রোধে জলাঞ্জলি প্রদান করিয়া ধর্ম্ম লাভের অভিলাষ করিতেছ, এই

গুণে কে না তোমারে প্রশংসা করিবে। এক্ষণে ভাগ্যক্রমে, তোমার মন সততই ধর্ম্মপথে ধাবমান হইতেছে এবং তোমার বুদ্ধিও নিরন্তর অনৃশংসতার অনুসরণ করিতেছে; কিন্তু তুমি এইরূপ ধর্ম্মপরায়ণ হইলেও বিপক্ষেরা অধর্ম্মাচরণ পূর্ব্বক তোমার রাজ্যাপহরণ ও প্রিয়তমা দ্রৌপদীরে সভায় আনয়ন পূর্ব্বক পরাভব করিয়াছিল। আমরা বনবাসের নিতান্ত অনুপযুক্ত হইয়াও তাহাদের নিকৃতি প্রভাবে বল্কল ও অজিন ধারণ পূর্ব্বক ত্রয়োদশ বৎসর অরণ্যে বাস করিয়াছি। হে ধনঞ্জয়! এই সকল স্থলে ক্রোধ প্রকাশ করিতে হয়; কিন্তু তুমি ক্ষত্রিয় ধর্ম্মাবলম্বী হইয়া তৎসমুদায় সহ্য করিয়াছ। আজি আমি তোমার সহিত সমবেত হইয়া বিপক্ষগণকে সেই অধর্ম্মের প্রতিফল প্রদানে প্রবৃত্ত হইয়াছি। এক্ষণে সেই রাজ্যাপহারী ক্ষুদ্রাশয় বিপক্ষগণকে বন্ধু বান্ধবের সহিত সংহার করিব।

পূর্ব্বে তুমি কহিয়াছিলে আমরা যুদ্ধ আরম্ভ করিয়া সাধ্যানুসারে জয় লাভের চেষ্টা করিব; কিন্তু এক্ষণে ধর্ম্মানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়া আমাদিগকে নিন্দা করিতেছ। সুতরাং তুমি পূর্ব্বে যাহা বলিয়াছিলে উহা এক্ষণে আমার মিথ্যা বলিয়া বোধ হইতেছে। এক্ষণে আমরা বিপক্ষদিগের গর্জ্জনে অতিশয় ভীত হইয়াছি এবং তুমিও ক্ষতে ক্ষার প্রদানের ন্যায় বাক্‌শল্য দ্বারা আমাদিগের মর্ম্ম বিদ্ধ করিতেছ। আমার হৃদয় তোমার বাক্‌শল্যে পীড়িত হইয়া বিদীর্ণ হইতেছে। তুমি ধার্ম্মিক হইয়াও অধর্ম্মতত্ত্ব সম্যক্ অবগত হইতেছ না। হে অর্জ্জুন! তুমি স্বয়ং প্রশংসার ভাজন এবং আমরা সকলেও

প্রশংসনীয়; কিন্তু তুমি আপনারে ও আমাদিগকে প্রশংসা না করিয়া যে তোমার ষোড়শ অংশেরও উপযুক্ত নয় বাসু-দেব বিদ্যমান থাকিতে সেই অশ্বত্থামারে প্রশংসা করিতেছ। তুমি স্বয়ং আত্মদোষ কীর্ত্তন করিয়া কি নিমিত্ত লজ্জিত হই-তেছ না? আমি ক্রোধভরে এই সুবর্ণমালিনী গুর্ব্বী গদা উদ্যত করিয়া ভূমণ্ডল বিদীর্ণ, পর্ব্বত সকল বিক্ষিপ্ত ও অচল সদৃশ বৃক্ষ সকল ভগ্ন এবং শরনিকরে অসুর, রাক্ষস, উরগ, মানব ও ইন্দ্রের সহিত সমাগত দেবগণকেও বিদ্রাবিত করিতে পারি। হে অমিতবিক্রম ধনঞ্জয়! তুমি আমারে এই রূপ অবগত হইয়াও কি নিমিত্ত অশ্বত্থামা হইতে ভীত হই-তেছ? অথবা তুমি অবস্থান কর, আমিই গদা গ্রহণ পূর্ব্বক হরি যেমন ক্রোধাবিষ্ট গর্জ্জনশীল হিরণ্যকশিপুরে জয় করি-য়াছিলেন, তদ্রূপ অন্যান্য বীরবর্গের সহিত অশ্বত্থামারে পরা-জয় করিব।

অনন্তর পাঞ্চাল রাজতনয় ধৃষ্টদ্যুম্ন অর্জ্জুনকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, হে ধনঞ্জয়! যজন, যাজন, অধ্যয়ন, অধ্যা-পন, দান ও প্রতিগ্রহ এই ছয়টি ব্রাহ্মণের কার্য্য; কিন্তু দ্রোণ ইহার কিছুই অনুষ্ঠান করিতেন না। অতএব আমি তাঁহারে সংহার করিয়াছি বলিয়া তুমি কি নিমিত্ত আমার নিন্দা করি-তেছ। তিনি স্বধর্ম্ম পরিত্যাগ পূর্ব্বক ক্ষত্রিয়ধর্ম্ম প্রতিগ্রহ করিয়াছিলেন এবং নীচ কার্য্য পরতন্ত্র হইয়া অমানুষ অস্ত্র দ্বারা আমাদিগকে বিনাশ করিতেছিলেন। সেই মহাবীর ব্রাহ্মণবাদী ও অতিশয় মায়াবী; তিনি মায়াবলেই আমা-দিগের সংহারে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন; সুতরাং তাঁহার প্রতি

কোন কার্য্যের অনুষ্ঠানই অন্যায্য বলিয়া প্রতিপন্ন হইতে পারে না। এক্ষণে যদি অশ্বত্থামা ক্রোধাবিষ্ট হইয়া ভয়ঙ্কর সিংহনাদ পরিত্যাগ করেন, তাহাতেই বা ক্ষতি কি? তিনি বৃথা গর্জ্জন দ্বারা কৌরব পক্ষীয়গণকে সমরে প্রবর্ত্তিত করিয়া তাহাদিগের রক্ষণে অসমর্থ হইয়া সংহারের কারণ হইবেন। হে ধনঞ্জয়! তুমি ধার্ম্মিক হইয়া আমারে তোমার গুরুঘাতী বলিয়া নিন্দা করিতেছ; কিন্তু আমি দ্রোণ বিনাশার্থই হুতাশন হইতে প্রাদুর্ভূত হইয়াছি। আর দেখ, সংগ্রাম কালে যাঁহার কার্য্য ও অকার্য্য উভয়ই সমান জ্ঞান ছিল, তাঁহারে ব্রাহ্মণ বা ক্ষত্রিয় বলিয়া কি রূপে নির্দ্দেশ করিব। যিনি ক্রোধে অধীর হইয়া ব্রহ্মাস্ত্র দ্বারা অস্ত্রানভিজ্ঞ ব্যক্তিকে বিনাশ করেন, তাঁহারে যে কোন উপায় দ্বারা হউক না কেন, বধ করাই অবশ্য কর্ত্তব্য।

হে অর্জ্জুন! ধার্ম্মিকেরা অধার্ম্মিককে বিষ তুল্য বলিয়া কীর্ত্তন করিয়া থাকেন; অতএব তুমি ধর্ম্মার্থতত্ত্বজ্ঞ হইয়াও কি নিমিত্ত আমার নিন্দা করিতেছ। আমি ক্রূরকর্ম্ম পরায়ণ আচার্য্যকে রথোপরি আক্রমণ পূর্ব্বক বিনাশ করিয়াছি। তাহাতে আমার কোন রূপেই নিন্দার কার্য্য করা হয় নাই; কিন্তু তুমি আমারে কি নিমিত্ত অভিনন্দন করিতেছ না? আমি দ্রোণাচার্য্যের সেই কালানল অর্ক ও বিষ সদৃশ ভীষণ মস্তক ছেদন করিয়া সাতিশয় প্রশংসাভাজন হইয়াছি; কিন্তু তুমি কি নিমিত্ত আমার প্রশংসা করিতেছ না? দ্রোণ আমারই বন্ধু বান্ধবগণের বধ সাধন করিয়াছেন; অতএব তাঁহার শিরশ্ছেদন করিয়াও আমার ক্ষোভ দূর হয় নাই। আমি যে,

জয়দ্রথের মস্তকের ন্যায় তাঁহার মস্তক চাণ্ডাল সমক্ষে নিক্ষেপ করি নাই, এই নিমিত্তই আমার অতিশয় মর্ম্মপীড়া উপস্থিত হইয়াছে। হে ধনঞ্জয়! আমি শুনিয়াছি, শত্রু বিনাশ না করিলে অধর্ম্মস্পৃষ্ট হইতে হয়। হয় শত্রুকে বিনষ্ট করা, না হয় স্বয়ং তাহার হস্তে বিনষ্ট হওয়াই ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম। আচার্য্য আমার শত্রু ছিলেন; অতএব তুমি যেমন পিতৃ সখা মহাবীর ভগদত্তকে সংহার করিয়াছিলে, তদ্রূপ আমি ধর্ম্মানুসারে দ্রোণকে সংহার করিয়াছি। তুমি যখন স্বীয় পিতামহকে বিনাশ করিয়া আপনারে ধার্ম্মিক বলিয়া প্রতিপন্ন করিতেছ; তখন আমি পাপস্বভাব শত্রুকে বিনাশ করিয়াছি বলিয়া কেন আমারে অধার্ম্মিক বিবেচনা করিবে? হে পার্থ! আমি সম্বন্ধ নিবন্ধন স্বগাত্রকৃত সোপান নিষণ্ণ কুঞ্জরের ন্যায় তোমার নিকট অবনত হইয়া আছি; অতএব আমার প্রতি এই রূপ বাক্য প্রয়োগ করা তোমার কর্ত্তব্য হইতেছে না। যাহা হউক, এক্ষণে আমি কেবল দ্রৌপদী ও দ্রৌপদীর পুত্রগণের নিমিত্ত তোমার এই সমস্ত বাক্যদোষ সহ্য করিয়া তোমার প্রতি ক্ষমা প্রদর্শন করিলাম। আচার্য্যের সহিত শত্রুতা যে, আমাদিগের কুলপরম্পরাগত, ইহা সকলেই অবগত আছে; তোমাদের কি ইহা বিদিত নহে? হে অর্জ্জুন! যুধিষ্ঠির মিথ্যাবাদী নহেন এবং আমিও অধার্ম্মিক নহি। আচার্য্য শিষ্যদ্রোহী ও পাপস্বভাব ছিলেন বলিয়া আমি তাঁহারে বিনাশ করিয়াছি। এক্ষণে তুমি যুদ্ধে প্রবৃত্ত হও, তোমার জয় লাভ হইবে।

নবনবত্যধিক শততম অধ্যায় ।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, সঞ্জয়! যে মহাত্মা সাঙ্গবেদ অধ্যয়ন করিয়াছিলেন, যিনি ধনুর্ব্বেদে অদ্বিতীয়, যাঁহাতে লজ্জা ও দেবসেবাই সম্পূর্ণ প্রতিষ্ঠিত ছিল এবং প্রধান পুরুষগণ যাঁহার অনুগ্রহে দেবগণেরও দুষ্কর অদ্ভুত কার্য্য সমুদায়ের অনুষ্ঠান করিতেছেন; সেই মহর্ষিনন্দন দ্রোণ অশ্বত্থামার মিথ্যা বিনাশ বার্ত্তা শ্রবণে রোরুদ্যমান হইলে নীচ প্রকৃতি, ক্ষুদ্রমতি, নৃশংসাচার পরায়ণ ধৃষ্টদ্যুম্ন সর্ব্ব সমক্ষে তাঁহারে সংহার করিয়াছে। কি আশ্চর্য্য! এ বিষয়ে কেহই রোষ প্রকাশ করিতেছে না! অতএব ক্ষত্রিয়ধর্ম্ম ও ক্রোধে ধিক্। হে সঞ্জয়! পাণ্ডবেরা এবং অন্যান্য ধনুর্দ্ধর ভূপালগণ এই বিষয় শ্রবণ করিয়া ধৃষ্টদ্যুম্নকে কি কহিলেন, তাহা কীর্ত্তন কর।

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! দ্রুপদতনয় অর্জ্জুনকে সেই কথা বলিলে অন্যান্য পাণ্ডবগণ তূষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করিয়া রহিলেন। মহাবীর অর্জ্জুন সেই ক্রূরস্বভাব ধৃষ্টদ্যুম্নের প্রতি কটাক্ষ নিক্ষেপ করিয়া অনর্গল অশ্রুজল বিসর্জ্জন ও দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক ধৃষ্টদ্যুম্নকে ধিক্কার প্রদান করিলেন। ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির, ভীম, নকুল, সহদেব, কৃষ্ণ ও অন্যান্য বীরগণ লজ্জাবনতমুখে অবস্থান করিতে লাগিলেন। তখন সাত্যকি ক্রোধভরে কহিলেন, এই পরুষ বাক্য প্রয়োগে প্রবৃত্ত নরাধম পাঞ্চাল কুলাঙ্গারকে শীঘ্র বিনাশ করিতে পারে, এমন কি কোন ব্যক্তিই নাই। হে ধৃষ্টদ্যুম্ন! ব্রাহ্মণ যেমন চাণ্ডালকে নিন্দা করিয়া থাকেন, তদ্রূপ পাণ্ডবগণ তোমার এই

পাপকর্ম্ম দর্শনে তোমার নিন্দা করিতেছেন। তুমি এই সাধু লোকের নিন্দনীয় কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া জনসমাজে বাক্য ব্যয় করিতে কি নিমিত্ত লজ্জিত হইতেছ না। তুমি আচার্য্য-বধে প্রবৃত্ত হইলে তোমার জিহ্বা ও মস্তক কি নিমিত্ত শতধা বিদীর্ণ হইল না এবং কি নিমিত্তই বা তুমি অধর্ম্ম প্রভাবে অধঃপতিত হইলে না। তুমি এই গর্হিত কার্য্য অনুষ্ঠান করিয়া জন সমাজে শ্লাঘা প্রকাশ করত পাণ্ডব, অন্ধক ও বৃষ্ণিগণের নিকট নিন্দনীয় হইতেছ। তুমি তাদৃশ অনার্য্য কার্য্য সংসাধন করিয়া পুনরায় আচার্য্যের প্রতি বিদ্বেষভাব প্রকাশ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছ; অতএব তুমি আমাদিগের বধ্য; তোমারে আর মুহূর্ত্তকাল জীবিত রাখায় আমাদের কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই। হে নরাধম! তোমাভিন্ন অন্য কোন্ ব্যক্তি ধর্ম্মাত্মা সাধু আচার্য্যের কেশ গ্রহণ পূর্ব্বক বধসাধন করিতে অধ্যবসিত হইয়া থাকে? তুমি পাঞ্চালকুলের কলঙ্ক; তোমার নিমিত্ত তোমার ঊর্দ্ধতন সপ্ত ও অধস্তন সপ্ত, এই চতুর্দ্দশ পুরুষ যশঃভ্রষ্ট ও অধোগামী হইয়াছেন। তুমি অর্জ্জুনকে ভীষ্মঘাতী বলিতেছ; কিন্তু ভীষ্মদেব স্বয়ংই আপনার বিনাশ সাধন করিয়াছেন। তোমার সহোদর শিখণ্ডীই সেই ভীষ্মের নিধনের মূল। হে ধৃষ্টদ্যুম্ন! এই পৃথিবীতে পাঞ্চালপুত্রগণ অপেক্ষা পাপকারী আর কেহই নাই তোমার পিতা ভীষ্মের সংহারার্থ শিখণ্ডীরে সৃষ্টি করিয়াছেন; কিন্তু মহাবীর অর্জ্জুন সেই ভীষ্মদেবের মৃত্যুস্বরূপ শিখণ্ডীরে রক্ষা করেন। তুমি ও তোমার ভ্রাতা তোমরা উভয়েই সাধুগণের নিন্দনীয়। পাঞ্চালগণ তোমাদের নিমিত্ত ধর্ম্মভ্রষ্ট হইয়াছেন। এক্ষণে তুমি যদি পুনরায়

আমার সন্নিধানে পূর্ব্বের ন্যায় বাক্য প্রয়োগ কর, তাহা হইলে বজ্র কল্প গদা দ্বারা তোমার মস্তক চূর্ণ করিব। তুমি ব্রাহ্মণহন্তা, মনুষ্যেরা তোমার মুখাবলোকন করিয়া আপনার প্রায়শ্চিত্তের নিমিত্ত সূর্য্যের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া থাকে। হে দুর্ব্বৃত্ত! এই দেখ, আমার গুরু সম্মুখে অবস্থান করিতেছেন। তুমি আমার গুরুর গুরুরে বধ করিয়া পুনরায় তিরস্কার করত লজ্জিত হইতেছ না। এক্ষণে তুমি অবস্থান পূর্ব্বক আমার এক গদাঘাত সহ্য কর; আমি তোমার গদাঘাত বারংবার সহ্য করিব।

হে মহারাজ! ধৃষ্টদ্যুম্ন সাত্যকি কর্তৃক এইরূপ তিরস্কৃত হইয়া ক্রোধভরে হাস্য মুখে কহিতে লাগিলেন, হে যুযুধান! তুমি স্বয়ং অনার্য্য ও নীচপ্রকৃতি হইয়া আমারে নিরপরাধে তিরস্কার করিতেছ। আমি তোমার এই সকল তিরস্কার বাক্য শুনিয়াও তোমারে ক্ষমা করিলাম। ইহ লোকে ক্ষমা গুণই প্রশংসনীয়। পাপ কখন ক্ষমা গুণকে স্পর্শ করিতে পারে না। পাপাত্মারা কেবল ক্ষমাবান্‌কে পরাজিত বোধ করিয়া থাকে। তুমি ক্ষুদ্রতম, নীচ স্বভাব, পাপ পরায়ণ এবং সর্ব্বতোভাবে নিন্দনীয় হইয়াও আমার নিন্দা করিতেছ। হে সাত্যকে! তুমি যে, নিবারিত হইয়াও ছিন্নভুজ প্রায়োপবিষ্ট ভূরিশ্রবার প্রাণ সংহার করিয়াছ, তাহা হইতে দুষ্কর্ম্ম আর কি হইতে পারে! দ্রোণাচার্য্য পূর্ব্বে দিব্যাস্ত্র ব্যূহ নির্ম্মাণ করিয়া পরিশেষে শস্ত্র পরিত্যাগ পূর্ব্বক আমা কর্তৃক নিহত হইয়াছেন, ইহাতে আমার কি অধর্ম্ম হইবার সম্ভাবনা? যে ব্যক্তি অন্যের শরে ছিন্ন বাহু, মুনির ন্যায় প্রায়োপবিষ্ট ও

সমর পরাঙ্মুখ ব্যক্তির প্রাণ সংহারে প্রবৃত্ত হয়, সে কি বলিয়া অন্যের নিন্দা করে ? হে যুযুধান ! যখন বলবিক্রমশালী সোম-দত্ত তনয় তোমারে পদাঘাতে ভূতলে নিপাতিত করিয়া বিক্রম প্রকাশ করিয়াছিল, তুমি সেই সময় কেন তাহারে সংহার পূর্ব্বক সৎপুরুষোচিত কার্য্যের অনুষ্ঠান করিলে না ? প্রতাপ-শালী সোমদত্ত পুত্র পার্থ কর্ত্তৃক অগ্রে পরাজিত হইলে তুমি তাহারে নিপাতিত করিয়াছ। দেখ, দ্রোণাচার্য্য যে যে স্থানে পাণ্ডবসেনা বিদারণ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, আমি শর সহস্র বর্ষণ পূর্ব্বক সেই সেই স্থানে গমন করিয়াছিলাম ; কিন্তু তুমি অন্য নির্জ্জিত ব্যক্তির সংহার রূপ চণ্ডাল সদৃশ কর্ম্মা-নুষ্ঠান পূর্ব্বক স্বয়ং নিন্দনীয় হইয়া আমার প্রতি পরুষ বাক্য প্রয়োগ করিতেছ। হে বৃষ্ণিকুলাধম ! তুমি পাপ কর্ম্মের আবাস ; আমি তোমার ন্যায় দুষ্কর্ম্মকারী নহি ; অতএব তুমি পুনরায় আমারে নিষেধ করিও না। মৌনাবলম্বন কর। যদি তুমি অজ্ঞানতা প্রযুক্ত পুনরায় আমার প্রতি পরুষ বাক্য প্রয়োগ কর, তবে নিশ্চয়ই তোমারে শরনিকর দ্বারা যমালয়ে প্রেরণ করিব। রে মূর্খ ! কেবল ধর্ম্মপথ অবলম্বন করিলে যুদ্ধে জয় লাভ হয় না। কৌরবগণ ও পাণ্ডবগণ যে যে অধর্ম্মাচরণ করিয়াছেন, তাহা শ্রবণ কর। কৌরবগণের অধর্ম্ম প্রভাবে রাজা যুধিষ্ঠির বঞ্চিত ও দ্রৌপদী পরিক্লিষ্ট হইয়াছিলেন। তাহারা অধর্ম্মাচরণ পূর্ব্বক পাণ্ডবগণের সর্ব্বস্বান্ত করিয়া উহাঁদিগকে পাঞ্চালীর সহিত অরণ্যে প্রেরণ করিয়াছিল। উহারা অধর্ম্মাচরণ পূর্ব্বক মদ্ররাজকে আপনাদের পক্ষে আন-য়ন করত বালক সৌভদ্রকে নিধন করিয়াছে। এ দিকে

পাণ্ডবগণের অধর্ম্মাচরণে কুরুপিতামহ ভীষ্মদেব নিহত হইয়াছেন। তুমি ধর্ম্মতত্ত্ববেত্তা হইয়াও অধর্ম্ম সহকারে ভূরিশ্রবার জীবন নাশ করিয়াছ। ধর্ম্মজ্ঞ কৌরব ও পাণ্ডবগণ বিজয়াভিলাষী হইয়া এইরূপ আচরণ করিয়াছেন। হে শৈনেয়! পরম ধর্ম্ম ও অধর্ম্মের তত্ত্ব নিতান্ত দুর্জ্ঞেয়। যাহা হউক, এক্ষণে তুমি পিতৃগৃহে গমন না করিয়া কৌরবগণের সহিত যুদ্ধ কর।

হে মহারাজ! মহাবীর সাত্যকি ধৃষ্টদ্যুম্নের মুখে এই রূপ পরুষ ও ক্রূর বাক্য শ্রবণ করিয়া কম্পিত হইতে লাগিলেন। তাঁহার নয়ন দ্বয় রোষানলে তাম্রবর্ণ হইয়া উঠিল। তখন তিনি রথে শরাসন সংস্থাপন পূর্ব্বক সর্পের ন্যায় নিশ্বাস পরিত্যাগ করত গদাহস্তে ধৃষ্টদ্যুম্নের অভিমুখে ধাবমান হইয়া কহিলেন, হে দুরাত্মন্! তুমি বধার্হ; অতএব তোমার প্রতি পরুষ বাক্য প্রয়োগ না করিয়া তোমারে নিপাতিত করিব। তখন বাসুদেব সাত্যকিরে সহসা কালান্তক যমের ন্যায় ধৃষ্টদ্যুম্নের সম্মুখীন হইতে দেখিয়া তাঁহার নিবারণার্থ ভীমসেনকে প্রেরণ করিলেন। মহাবল পরাক্রান্ত বৃকোদর তৎক্ষণাৎ রথ হইতে অবরোহণ ও বাহু প্রসারণ পূর্ব্বক ক্রুদ্ধ সাত্যকিরে নিবারণ করত তিনি ছয় পদ গমন করিবা মাত্র তাঁহারে ধারণ করিলেন। এই রূপে মহাবীর সাত্যকি ভীম কর্ত্তৃক নিবারিত হইলে মহাত্মা সহদেব অবিলম্বে রথ হইতে অবতীর্ণ হইয়া তাঁহারে মধুর বাক্যে কহিলেন, হে পুরুষশ্রেষ্ঠ যুযুধান! অন্ধক, বৃষ্ণি ও পাঞ্চালগণ অপেক্ষা আমাদিগের আর অন্য বন্ধু নাই এবং আমরাও অন্ধক, বৃষ্ণিগণের বিশেষত কৃষ্ণের

যেরূপ মিত্র, সেরূপ আর কেহই নহে। অতএব তোমরা আমাদের যেরূপ মিত্র, আমরাও তোমাদের সেই রূপ সুহৃৎ। আর পাঞ্চালগণ সমুদ্র পর্য্যন্ত অন্বেষণ করিলেও পাণ্ডব ও বৃষ্ণিগণ অপেক্ষা প্রিয় সুহৃৎ কুত্রাপি প্রাপ্ত হইবেন না। সুতরাং ধৃষ্টদ্যুম্নের সহিত তোমার ও তোমার সহিত ধৃষ্টদ্যুম্নের বিশেষ সৌহার্দ্দ আছে, সন্দেহ নাই; অতএব হে সর্ব্বধর্ম্মজ্ঞ! এক্ষণে তুমি মিত্রধর্ম্ম স্মরণ করিয়া কোপ সংহার পূর্ব্বক ধৃষ্টদ্যুম্নের প্রতি ক্ষমা প্রদর্শন কর। ধৃষ্টদ্যুম্নও তোমারে ক্ষমা করুন। আমরাও এক্ষণে ক্ষমাবান্ হইতেছি। শান্তি অপেক্ষা হিতকর আর কিছুই নাই।

হে মহারাজ! সহদেব সাত্যকিরে এইরূপে সান্ত্বনা করিলে দ্রুপদকুমার হাস্য করিয়া কহিলেন। হে ভীমসেন! তুমি এই যুদ্ধমদান্বিত সাত্যকিরে সত্বরে পরিত্যাগ কর। সমীরণ যেমন ভূধরে মিলিত হয়, তদ্রূপ ঐ দুরাত্মা আমার সহিত মিলিত হউক। আমি অচিরাৎ নিশিত শরনিকরে ইহার ক্রোধ, যুদ্ধশ্রদ্ধা ও জীবন বিনষ্ট করিব। ঐ দেখ, কৌরবগণ পাণ্ডবগণের অভিমুখীন হইতেছে; আমি অচিরাৎ এই পাপাত্মারে সংহার করিয়া উহাদিগকে পরাজয় পূর্ব্বক সুমহৎ কার্য্য সংসাধন করিব। অথবা অর্জ্জুন কৌরবগণকে নিবারণ করুন। আমি সায়ক নিকরে যুযুধানের মস্তক ছেদন করিব। সাত্যকি আমারে ছিন্নবাহু ভূরিশ্রবার ন্যায় বোধ করিতেছে। অতএব আমি সংগ্রামে অন্যকে পরিত্যাগ করিয়া অগ্রে ইহারে বিনাশ করিব। অথবা সাত্যকি আমারে সংহার করুক। ভীমসেনের ভুজদ্বয়ান্তর্গত সাত্যকি পাঞ্চালপুত্রের সেই বাক্য শ্রবণে সর্পের

ন্যায় নিশ্বাস পরিত্যাগ করত কম্পিত হইতে লাগিলেন। হে মহারাজ! এইরূপে মহাবীর ধৃষ্টদ্যুম্ন ও সাত্যকি বৃষভ দ্বয়ের ন্যায় গর্জ্জন আরম্ভ করিলে মহাত্মা বাসুদেব ও ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির সেই বৃষ দ্বয় সদৃশ বীর দ্বয়কে বহুযত্নে নিবারণ করিলেন। তৎপরে প্রধান প্রধান ক্ষত্রিয়গণও সেই ক্রোধ সংরক্ত নেত্র ধনুর্দ্ধারী বীর দ্বয়কে নিবারণ করিয়া যুদ্ধার্থ অন্যান্য যোধগণের প্রতি ধাবমান হইলেন।

দ্বিশততম অধ্যায়।

হে মহারাজ! অনন্তর দ্রোণনন্দন অশ্বত্থামা কল্পান্ত কালীন অন্তকের ন্যায় শত্রু বিনাশ করিতে আরম্ভ করিলেন। তাঁহার ভল্লাস্ত্রের আঘাতে অসংখ্য অরাতি নিপাতিত হওয়াতে সমরাঙ্গন পর্ব্বতের ন্যায় বোধ হইতে লাগিল। ধ্বজ সকল উহার বৃক্ষ, অস্ত্র সমুদায় শৃঙ্গ, গতাসু গজ নিচয় মহাশিলা, অশ্বগণ কিংপুরুষ, শরাসন সকল লতা, রাক্ষসগণ পক্ষী ও ভূত সমুদায় যক্ষগণের ন্যায় শোভা ধারণ করিল। তখন মহাবীর অশ্বত্থামা মহা সিংহনাদ পরিত্যাগ পূর্ব্বক পুনরায় দুর্য্যোধনকে প্রতিজ্ঞা শ্রবণ করাইয়া কহিতে লাগিলেন, হে রাজন! আমি সত্য বলিতেছি, যখন কুন্তীতনয় যুধিষ্ঠির ধর্ম্ম-যুদ্ধ প্রবৃত্ত আচার্য্যকে অস্ত্র পরিত্যাগে বাধিত করিয়াছেন, তখন আজি তাঁহার সমক্ষেই পাণ্ডব সৈন্য বিদ্রাবিত করিয়া দুরাত্মা ধৃষ্টদ্যুম্নকে বিনাশ করিব। আর যদি পাণ্ডবপক্ষীয়েরা রণে পরাঙ্মুখ না হইয়া আমার সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হয়, তাহা হইলে সকলেই আমার হস্তে নিহত হইবে। তুমি আমাদিগের সেনা সমুদায় প্রতিনিবৃত্ত কর।

হে মহারাজ! আপনার পুত্র দ্রোণতনয়ের সেই কথা শ্রবণ করিয়া সিংহনাদ পরিত্যাগ পূর্ব্বক সৈন্যগণকে ভয়শূন্য করিয়া প্রতিনিবৃত্ত করিলেন। পরিপূর্ণ অর্ণব দ্বয়ের ন্যায় পুনরায় কৌরব ও পাণ্ডব সৈন্যের ভয়ানক সমাগম উপস্থিত হইল। কৌরবগণ অশ্বত্থামার উত্তেজনায় স্থিরচিত্ত হইলেন এবং পাণ্ডব ও পাঞ্চালগণ আচার্য্য নিধনে নিতান্ত হৃষ্ট ও উদ্ধত হইয়া উঠিলেন। এই রূপে সেই উভয় পক্ষীয় বীরগণ জয়লাভে কৃতনিশ্চয় হইয়া সমরাঙ্গনে মহাবেগে ভ্রমণ করিতে আরম্ভ করিলেন। তখন পর্ব্বত পর্ব্বতে এবং সাগর সাগরে যে রূপ পরস্পর প্রতিঘাত হইয়া থাকে, কৌরব ও পাণ্ডব সৈন্যের তদ্রূপ প্রতিঘাত হইতে লাগিল। উভয়পক্ষীয় সেনাগণ হৃষ্টচিত্তে সহস্র শঙ্খ ও ভেরী নিনাদ করিতে আরম্ভ করিলে সমুদ্রমন্থন সময়ে যেরূপ ঘোরতর শব্দ সমুত্থিত হইয়াছিল, সৈন্য মধ্যে তদ্রূপ অতি ভীষণ শব্দ সমুত্থিত হইল।

হে মহারাজ! ঐ সময়ে মহাবীর অশ্বত্থামা পাণ্ডু ও পাঞ্চাল সৈন্যগণকে লক্ষ্য করিয়া নারায়ণাস্ত্রের আবির্ভাব করিলেন। সেই অস্ত্র হইতে দীপ্তাস্য পন্নগের ন্যায় অসংখ্য প্রজ্বলিত শরজাল বিনির্গত হইয়া পাণ্ডবগণকে ব্যাকুলিত করত মুহূর্ত্ত মধ্যেই দিবাকর কিরণের ন্যায় দিঙ্মণ্ডল নভোমণ্ডল ও সেই সেনামণ্ডল সমাচ্ছন্ন করিয়া ফেলিলেন। লৌহময় বজ্রমুষ্টি সকল গগন মণ্ডলে প্রাদুর্ভূত হইয়া জ্যোতিঃপদার্থের ন্যায় বিচরণ করিতে লাগিল। চতুর্দ্দিকে বিচিত্র শতঘ্নী, বজ্রমুষ্টি, গদা ও সূর্য্যমণ্ডলাকার ক্ষুরধার চক্র সকল দীপ্তি পাইতে লাগিল। হে মহারাজ! এই রূপ অস্ত্র নিচয়ে গগনমণ্ডল

সমাকীর্ণ হইলে, পাণ্ডু পাঞ্চাল ও সৃঞ্জয়গণ তদ্দর্শনে অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইলেন। পাণ্ডব পক্ষীয় মহারথগণ যে যে স্থলে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন, নারায়ণাস্ত্র সেই সেই স্থানে পরিবর্দ্ধিত হইতে লাগিল। অনেকে সেই অনল সদৃশ নারায়ণাস্ত্রে বিদ্ধ হইয়া সাতিশয় পীড়িত হইলেন। শিশিরাপগমে হুতাশন যেরূপ শুষ্ক তৃণরাশি দগ্ধ করিয়া থাকে, তদ্রূপ সেই নারায়ণাস্ত্র পাণ্ডব সেনাগণকে বিনষ্ট করিতে লাগিল।

হে মহারাজ! ঐ সময়ে ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির অশ্বত্থামার অস্ত্র-প্রভাবে স্বীয় সৈন্য মধ্যে কতক গুলিরে বিনষ্ট, কতকগুলিরে জ্ঞানশূন্য ও কতকগুলিরে ধাবমান এবং অর্জ্জুনকে সমরে উদাসীন অবলোকন করিয়া ভীত চিত্তে কহিলেন, হে ধৃষ্টদ্যুম্ন! তুমি পাঞ্চালসেনা সমভিব্যাহারে পলায়ন কর। হে সাত্যকে! তুমিও বৃষ্ণি ও অন্ধকগণে পরিবৃত হইয়া প্রস্থান কর। ধর্ম্মাত্মা বাসুদেব জন সমূহের উপদেষ্টা। উনি স্বয়ং আপনার পরিত্রাণের উপায় উদ্ভাবন করিয়া লইবেন। হে সৈন্যগণ! আমি তোমাদিগকে কহিতেছি, আর যুদ্ধ কর্ত্তব্য নহে। আমি নিশ্চয়ই সোদরগণের সহিত অনলে প্রবেশ করিব। হায়! আমি ভীষ্ম ও দ্রোণরূপ সাগর হইতে সমুত্তীর্ণ হইয়া এক্ষণে দ্রোণ-পুত্ররূপ গোষ্পদে বন্ধুগণের সহিত নিমগ্ন হইলাম। আমি সচ্চরিত্র আচার্য্যকে সংগ্রামে নিপাতিত করিয়াছি বলিয়া ধনঞ্জয় অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হইয়াছেন। এক্ষণে তাঁহার অভিলাষ পূর্ণ হউক। রণবিশারদ ক্রূরকর্ম্মা মহারথীরা যখন যুদ্ধানভিজ্ঞ বালক অভিমন্যুরে বিনাশ করেন, তখন যে, দ্রোণাচার্য্য তাহারে রক্ষা করেন নাই, দীন ভাবাপন্ন সভাগত দ্রৌপদী

প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলে যিনি পুত্র সমভিব্যাহারে উপেক্ষা প্রদর্শন করিয়াছিলেন, অন্যান্য সমস্ত সৈন্যগণ পরিশ্রান্ত হইলে যিনি অর্জ্জুন জিঘাংসু দুর্য্যোধনকে কবচবদ্ধ ও সিন্ধুরাজের রক্ষার্থ নিযুক্ত করিয়াছিলেন, যে ব্রহ্মাস্ত্রবেত্তা আমার জয়াভিলাষী সত্যজিৎ প্রমুখ পাঞ্চালগণকে সমূলে উন্মূলিত করিয়াছেন, এবং কৌরবগণ অধর্ম্ম পূর্ব্বক আমাদিগকে রাজ্য হইতে নির্ব্বাসিত করিলে যিনি আমাদিগকে যুদ্ধ করিতে নিবারণ করিয়াছিলেন আমাদের সেই পরম সুহৃৎ দ্রোণাচার্য্য নিহত হইয়াছেন ; এক্ষণে আমিও বান্ধবগণের সহিত নিহত হই।

হে মহারাজ! যুধিষ্ঠির এইরূপ কহিলে পর মহাত্মা বাসুদেব বাহুসঙ্কেত দ্বারা পাণ্ডবপক্ষীয় সৈন্যগণকে নিবারণ করত কহিলেন, হে যোধগণ! তোমরা শীঘ্র অস্ত্র শস্ত্র পরিত্যাগ পূর্ব্বক বাহন হইতে অবতীর্ণ হও। তোমরা নিরায়ুধ ও ভূতলে অবতীর্ণ হইলে এ অস্ত্র আর আমাদিগকে বিনাশ করিতে সমর্থ হইবে না। এ অস্ত্রের প্রতিঘাত করিবার এই মাত্র উপায় আছে। তোমরা যে যে স্থানে শত্রু নিবারণার্থ বা অস্ত্রবল নিরাকরণার্থ যুদ্ধ করিবে, সেই সেই স্থানে কৌরবেরা অতি ভীষণ হইয়া উঠিবে। আর যাহারা অস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া বাহন হইতে অবতীর্ণ হইবে, তাহারা কখনই এ অস্ত্রে বিনষ্ট হইবে না। যুদ্ধকার্য্যে আহত হওয়া দূরে থাক্, যাঁহারা যুদ্ধ করিবার নিমিত্ত চিন্তা করিবেন, তাঁহারা রসাতলে প্রবেশ করিলেও এই অস্ত্র তাঁহাদিগকে নিহত করিবে। হে মহারাজ! পাণ্ডব পক্ষীয়েরা বাসুদেবের বাক্য শ্রবণ করিয়া সকলেই অস্ত্র ও যুদ্ধচিন্তা পরিত্যাগ করিতে বাসনা করিল।

তখন মহাবীর ভীমসেন যোধগণকে অস্ত্র পরিত্যাগে উদ্যত অবলোকন করিয়া তাহাদিগকে আহ্লাদিত করত কহিতে লাগিলেন, হে যোধগণ! তোমরা কদাচ অস্ত্র পরিত্যাগ করিও না। আমি শরনিকর নিপাতে অশ্বত্থামার অস্ত্র নিবারণ করিতেছি। আমি এই স্ববর্ণময়ী গুর্ব্বী গদা সমুদ্যত করিয়া দ্রোণপুত্রের নারায়ণাস্ত্র বিমর্দ্দিত করত অন্তকের ন্যায় রণস্থলে বিচরণ করিব। এই ভূমণ্ডল মধ্যে যেমন কোন জ্যোতিঃপদার্থই সূর্য্যের সদৃশ নহে, তদ্রূপ আমার তুল্য পরাক্রমশালী আর কোন মনুষ্যই নাই। আমার এই যে ঐরাবত শুণ্ড সদৃশ সুদৃঢ় ভুজদণ্ড অবলোকন করিতেছ, ইহা হিমালয় পর্ব্বতেরও নিপাতনে সমর্থ। আমি অযুত নাগতুল্য বলশালী; দেবলোকে পুরন্দর যেরূপ অপ্রতিদ্বন্দ্বী, নরলোক মধ্যে আমিও তদ্রূপ। আজি আমি দ্রোণপুত্রের অস্ত্র নিবারণে প্রবৃত্ত হইতেছি, সকলে আমার বাহুবীর্য্য অবলোকন করুন। যদি কেহ এই নারায়ণাস্ত্রের প্রতিযোদ্ধা বিদ্যমান না থাকে, তাহা হইলে আমি স্বয়ং সমস্ত কৌরব ও পাণ্ডবগণ সমক্ষে এই অস্ত্রের প্রতিদ্বন্দ্বী হইব। হে ভ্রাত অর্জ্জুন! তুমি গাণ্ডীব ধনু পরিত্যাগ করিও না, তাহা হইলে তোমার কোপ শিথিলিত হইবে। অর্জ্জুন ভীমের বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, হে মহাবীর! নারায়ণাস্ত্র, গো ও ব্রাহ্মণের বিপক্ষে আমি গাণ্ডীব ধারণ করি না, ইহা আমার উৎকৃষ্ট নিয়ম। শত্রুনিসূদন ভীমসেন অর্জ্জুনের বাক্য শ্রবণানন্তর সূর্য্যের ন্যায় তেজঃসম্পন্ন মেঘগম্ভীর নিস্বন স্যন্দনে আরোহণ পূর্ব্বক দ্রোণপুত্রের প্রতি ধাবমান হইয়া লঘুহস্ততা প্রদর্শন করত

নিমেষ মধ্যে তাঁহারে শরনিকরে সমাচ্ছন্ন করিলেন। মহাবীর অশ্বত্থামা তদ্দর্শনে হাস্য করিয়া প্রদীপ্তাগ্র মন্ত্রপূত শরজালে ভীমসেনকে আবৃত করিয়া ফেলিলেন। মহাবীর বৃকোদর সেই কাঞ্চন স্ফুলিঙ্গ সদৃশ দীপ্তাস্য ভুজঙ্গ তুল্য প্রজ্বলিত মর্ম্মভেদী শর সমূহে সমাকীর্ণ হইয়া রজনীযোগে খদ্যোত পরিবেষ্টিত পর্ব্বতের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। অশ্বত্থামার সেই ভীষণ অস্ত্র তাঁহার প্রতি অর্পিত হইয়া অনিলোদ্ধৃত অগ্নির ন্যায় পরিবর্দ্ধিত হইয়া উঠিল। তখন ভীমসেন ভিন্ন আর সমুদায় পাণ্ডব সৈন্য নিতান্ত ভীত হইয়া অস্ত্র শস্ত্র পরিত্যাগ পূর্ব্বক সকলেই রথ ও অশ্ব হইতে ক্ষিতিতলে অবতীর্ণ হইতে লাগিল। তাঁহারা সকলে ন্যস্তায়ুধ ও বাহন হইতে অবতীর্ণ হইলে সেই বিপুল বীর্য্য ভীষণ অস্ত্র ভীমসেনের মস্তকে পতিত হইল। তখন প্রাণিগণ ও বিশেষত পাণ্ডবেরা ভীমসেনকে তেজ দ্বারা পরিবৃত দেখিয়া হাহাকার করিতে লাগিলেন।

একাধিক দ্বি শততম অধ্যায়।

হে মহারাজ! ঐ সময় অর্জ্জুন ভীমসেনকে নারায়ণাস্ত্রে সমাচ্ছন্ন দেখিয়া অস্ত্রের তেজ ধ্বংশ করিবার মানসে বৃকোদরকে বারুণাস্ত্রে পরিবৃত করিতে লাগিলেন। অর্জ্জুনের লঘুহস্ততা প্রভাবে মুহূর্ত্তমধ্যে নারায়ণাস্ত্র বারুণাস্ত্রে পরিবৃত হইলে উহা কাহারও নেত্রগোচর হইল না। ক্ষণৈকপরে ভীমসেন পুনরায় দ্রোণপুত্রের অস্ত্র প্রভাবে অশ্ব, সারথি ও রথে সমাচ্ছন্ন হইয়া পাবক মধ্যস্থিত জ্বালাব্যাপ্ত দুর্লক্ষ্য অনলের ন্যায় শোভা ধারণ করিলেন। হে মহারাজ! নিশাবসানে

জ্যোতিঃপদার্থ সকল যেমন অস্তগিরিতে গমন করে, তদ্রূপ অসংখ্য শরজাল ভীমসেন রথে নিপতিত হইতে লাগিল। এইরূপে বৃকোদর অশ্বত্থামার অস্ত্রে সারথি, রথ ও অশ্বগণের সহিত সমাচ্ছন্ন হইয়া প্রদীপ্ত অনলে পরিবেষ্টিত হইলেন। প্রলয়কালীন হুতাশন যেমন এই চরাচর জগৎ ধ্বংস করিয়া বিশ্বস্রষ্টার মুখমণ্ডলে প্রবেশ করে, তদ্রূপ অশ্বত্থামার ভীষণাস্ত্র ভীম শরীরে প্রবেশ করিতে আরম্ভ করিলে উহা সূর্য্য প্রবিষ্ট অনলের ন্যায় ও অনলে প্রবিষ্ট সূর্য্যের ন্যায় কাহারও বোধগম্য হইল না।

তখন মহাবীর অর্জ্জুন ও বাসুদেব সেই ভীষণ অস্ত্রে ভীমের রথ সমাকীর্ণ, দ্রোণপুত্রকে প্রতিদ্বন্দ্বী বিবর্জ্জিত, পাণ্ডব পক্ষীয় সেনাগণকে নিক্ষিপ্তাস্ত্র ও যুধিষ্ঠির প্রভৃতি মহারথগণকে সমর বিমুখ অবলোকন করিয়া রথ হইতে অবরোহণ ও ভীম সমীপে গমন পূর্ব্বক মায়াবলে সেই অস্ত্রবল সম্ভূত তেজোরাশি মধ্যে অবগাহন করিলেন। নারায়ণাস্ত্র সম্ভূত হুতাশন সেই বীর দ্বয়ের অস্ত্র পরিত্যাগ, বীর্য্যবত্ত্বা ও বারুণাস্ত্রের প্রভাব নিবন্ধন তাহাদিগকে দগ্ধ করিতে সমর্থ হইল না। তখন সেই নর ও নারায়ণ নারায়ণাস্ত্রের শান্তির নিমিত্ত বল পূর্ব্বক ভীমসেনকে ও তাঁহার অস্ত্র শস্ত্র সকল আকর্ষণ করিতে লাগিলেন। তখন মহারথ বৃকোদর সেই বীরদ্বয় কর্ত্তৃক আকৃষ্যমান হইয়া সিংহনাদ করিতে আরম্ভ করিলেন। দ্রোণনন্দনের সুদুর্জ্জয় অস্ত্রও পরিবর্দ্ধিত হইতে লাগিল। তখন বাসুদেব ভীমসেনকে কহিলেন, হে পাণ্ডুনন্দন! তুমি নিবারিত হইয়াও কি নিমিত্ত যুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত হইতেছ না?

যদি এক্ষণে যুদ্ধ দ্বারা কৌরবগণকে পরাজয় করিবার সম্ভাবনা থাকিত, তাহা হইলে আমরা অবশ্যই যুদ্ধ করিতাম এবং এই মহারথগণও সমরে পরাঙ্মুখ হইতেন না। ঐ দেখ, তোমার পক্ষীয় সমুদায় বীরগণই রথ হইতে অবতীর্ণ হইয়াছেন; অতএব তুমিও অবিলম্বে রথ হইতে অবরোহণ কর। বাসুদেব ইহা কহিয়া বৃকোদরকে রথ হইতে ভূতলে আনয়ন করিলে ভীমসেন সর্পের ন্যায় নিশ্বাস পরিত্যাগ করত রোষে লোহিতনেত্র হইয়া আয়ুধ পরিত্যাগ করিলেন। নারায়ণাস্ত্রও প্রশান্ত হইল।

হে মহারাজ! এইরূপে বিধিনির্ব্বন্ধের অনুল্লঙ্ঘনীয়তা নিবন্ধন সেই ভীষণ নারায়ণাস্ত্রের সুদুঃসহ তেজ প্রশান্ত হইলে সমুদায় দিক্ বিদিক্ নির্ম্মল হইল; বায়ু অনুকূল হইয়া প্রবাহিত হইতে লাগিল; কুরঙ্গ ও বিহঙ্গগণ শান্ত ভাব অবলম্বন করিল; যোধ ও বাহনগণ আনন্দিত হইলেন এবং ভীমসেন প্রাতঃকালীন সূর্য্যের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। তখন হতাবশিষ্ট পাণ্ডব সেনাগণ সেই নারায়ণাস্ত্রের সংহার অবলোকন করিয়া দুর্য্যোধনের বিনাশার্থ সমরে প্রবৃত্ত হইল। রাজা দুর্য্যোধন তদ্দর্শনে দ্রোণপুত্রকে কহিলেন, হে অশ্বত্থামন্! পাঞ্চালগণ বিজয় বাসনায় পুনরায় সংগ্রামে উপস্থিত হইয়াছে; অতএব তুমিও পুনর্ব্বার সেই অস্ত্র পরিত্যাগ কর। দ্রোণনন্দন দুর্য্যোধনের বাক্য শ্রবণে দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক কহিলেন, হে মহারাজ! সেই অস্ত্র আর প্রত্যাবর্ত্তিত করা সাধ্যায়ত্ত নহে। উহা প্রত্যাবর্ত্তিত হইলে প্রযোক্তার প্রাণ সংহার করে। বাসুদেব কৌশলক্রমে সেই

অস্ত্রের প্রতিঘাত করিয়াছেন, তন্নিমিত্ত শত্রুসংহার হইল না। যাহা হউক, পরাজয় ও মৃত্যু উভয়ই সমান; বরং পরাজয় অপেক্ষা প্রাণ ত্যাগই শ্রেয়স্কর। ঐ দেখ, শত্রুগণ শস্ত্র প্রভাবে পরাজিত হইয়া মৃতকল্প হইয়াছে। তখন দুর্য্যোধন কহিলেন, হে আচার্য্যকুমার! যদি এক্ষণে পুনরায় সেই অস্ত্র প্রয়োগের সম্ভাবনা না থাকে, তবে অন্য অস্ত্র দ্বারা গুরুহন্তা পাণ্ডবগণকে নিপাতিত কর। দিব্যাস্ত্র সকল তোমাতে ও অমিততেজা মহাদেবে বিদ্যমান রহিয়াছে। তুমি ইচ্ছা করিলে ক্রুদ্ধ পুরন্দরকেও পরাভূত করিতে পার।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে সঞ্জয়! দ্রোণাচার্য্য নিহত ও নারায়ণাস্ত্র প্রতিহত হইলে অশ্বত্থামা দুর্য্যোধন কর্ত্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া যুদ্ধার্থ সমাগত পাণ্ডবগণকে অবলোকন পূর্ব্বক পুনর্ব্বার কি কার্য্য করিলেন।

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! সিংহলাঙ্গুলকেতন মহাবীর অশ্বত্থামা পিতৃ বিনাশে ক্রোধান্বিত হইয়া ভয় পরিত্যাগ পূর্ব্বক ধৃষ্টদ্যুম্নের প্রতি ধাবমান হইলেন এবং মহাবেগে পঞ্চবিংশতি ক্ষুদ্রক বাণ নিক্ষেপ পূর্ব্বক তাঁহারে বিদ্ধ করিলেন। তখন মহাবীর ধৃষ্টদ্যুম্ন প্রজ্বলিত পাবক সদৃশ চতুঃষষ্টি শরে দ্রোণপুত্রকে, সুবর্ণপুঙ্খ সুশাণিত পঞ্চবিংশতি শরে তাঁহার সারথিরে ও চারি বাণে তাঁহার চারি অশ্বকে বিদ্ধ করিয়া সিংহনাদে মেদিনী কম্পিত করত তাঁহারে বারম্বার বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। তৎকালে বোধ হইল যেন সমস্ত লোকের প্রাণ সংহার হইতেছে। তৎপরে অস্ত্র বিশারদ মহাবল পরাক্রান্ত ধৃষ্টদ্যুম্ন জীবিত নিরপেক্ষ হইয়া অশ্বত্থামার প্রতি গমন পূর্ব্বক

পুনরায় তাঁহার মস্তকোপরি শরধারা বর্ষণ করিতে লাগিলেন। তখন মহাবীর অশ্বত্থামা পিতৃবধ স্মরণে ক্রোধান্বিত হইয়া ধৃষ্টদ্যুম্নকে শরজালে সমাচ্ছন্ন করিয়া দশ বাণে বিদ্ধ করিলেন এবং দুই ক্ষুর দ্বারা তাঁহার শর ও শরাসন ছেদন পূর্ব্বক তাঁহারে শরনিকরে পীড়িত করিয়া তাঁহার সারথি, রথ ও অশ্ব সমুদায় বিনষ্ট করিয়া ফেলিলেন। ঐ সময় ধৃষ্টদ্যুম্নের অনুচরগণও অশ্বত্থামার শরজালে সমাচ্ছন্ন হইল। তখন পাঞ্চাল সৈন্যগণ নিশিত শর প্রহারে ক্ষত বিক্ষতাঙ্গ ও নিতান্ত কাতর হইয়া সমর পরিত্যাগ পূর্ব্বক পলায়ন করিতে লাগিল।

হে মহারাজ! ঐ সময়ে মহাবীর সাত্যকি যোধগণকে পরাঙ্মুখ ও ধৃষ্টদ্যুম্নকে নিতান্ত নিপীড়িত নিরীক্ষণ করিয়া তৎক্ষণাৎ অশ্বত্থামার অভিমুখে স্বীয় রথ সঞ্চালন করিলেন এবং অবিলম্বে তথায় সমুপস্থিত হইয়া প্রথমত আট ও তৎপরে বিংশতি বাণে অশ্বত্থামা ও তাঁহার সারথিরে বিদ্ধ করিয়া তাঁহার চারি অশ্বের উপর চারি বাণ নিক্ষেপ পূর্ব্বক সত্বরে তাঁহারে বিদ্ধ করত ধনু ও ধ্বজ ছেদন করিয়া ফেলিলেন। পরে দ্রোণপুত্রের সুবর্ণ মণ্ডিত ও অশ্বযুক্ত রথ চূর্ণিত করিয়া তাঁহার বক্ষঃস্থলে ত্রিংশৎ শর নিক্ষেপ করিলেন। মহাবল পরাক্রান্ত অশ্বত্থামা এইরূপে শরজালে সংবৃত ও নিতান্ত নিপীড়িত হইয়া কিংকর্ত্তব্যতা বিমূঢ় হইলেন।

হে মহারাজ! তখন মহারথ দুর্য্যোধন আচার্য্যপুত্রকে তদবস্থ অবলোকন করিয়া কৃপ ও কর্ণ প্রভৃতি বীরগণের সহিত সাত্যকির উপর শরবর্ষণ করিতে লাগিলেন। মহাবীর দুর্য্যোধন বিংশতি, কৃপাচার্য্য তিন, কৃতবর্ম্মা দশ, কর্ণ পঞ্চাশৎ

দুঃশাসন এক শত ও বৃষসেন সাত শরে সাত্যকিরে বিদ্ধ করিলেন। মহাবীর সাত্যকি এইরূপে সেই মহারথগণ কর্ত্তৃক বিদ্ধ হইয়া ক্রোধভরে ক্ষণকাল মধ্যে তাঁহাদিগকে রথ বিহীন ও সমর পরাঙ্মুখ করিলেন। ঐ সময়ে অশ্বত্থামা সংজ্ঞা লাভ করিয়া বারংবার নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক দুঃখিত মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন এবং তৎপরে অন্য রথে আরোহণ পূর্ব্বক শত শত শর বর্ষণ করিয়া সাত্যকির নিবারণে প্রবৃত্ত হইলেন। মহারথ সাত্যকি অশ্বত্থামারে সমাগত সন্দর্শন করিয়া পুনরায় তাঁহারে রথ বিহীন ও সমর পরাঙ্মুখ করিলেন। ঐ সময়ে পাণ্ডবগণ সাত্যকির পরাক্রম দর্শনে প্রীত হইয়া শঙ্খধ্বনি ও সিংহনাদ পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। সত্যবিক্রম সাত্যকি এইরূপে ভারদ্বাজ তনয়কে রথবিহীন করিয়া বৃষসেনের অনুগামী ত্রিসহস্র মহারথ, কৃপাচার্য্যের সার্দ্ধ অযুত হস্তী ও শকুনির পাঁচ অযুত অশ্ব বিনাশ করিয়া ফেলিলেন।

অনন্তর মহাবীর অশ্বত্থামা অন্য রথে আরোহণ পূর্ব্বক রোষাবিষ্ট চিত্তে সাত্যকির বিনাশ বাসনায় ধাবমান হইলেন। অরাতিপাতন সাত্যকি পুনরায় দ্রোণপুত্রকে সমাগত সন্দর্শন করিয়া উপর্য্যুপরি নিশিত শর নিক্ষেপ পূর্ব্বক তাঁহার হৃদয় বিদীর্ণ করিতে লাগিলেন। মহাধনুর্দ্ধর অশ্বত্থামা এইরূপে অতিমাত্র বিদ্ধ ও নিতান্ত ক্রুদ্ধ হইয়া সহাস্য বদনে কহিতে লাগিলেন, হে সাত্যকে! আচার্য্যঘাতী দুষ্ট ধৃষ্টদ্যুম্নের প্রতি যে তোমার পক্ষপাত আছে, তাহা আমার অবিদিত নাই; কিন্তু তুমি কখনই আমার হস্ত হইতে উহারে পরিত্রাণ করিতে বা স্বয়ং পরিত্রাণ প্রাপ্ত হইতে সমর্থ হইবে না।

আমি সত্য ও তপস্যা দ্বারা শপথ করিয়া কহিতেছি যে, সমস্ত পাঞ্চালগণকে বিনাশ না করিয়া কখনই শান্তি লাভ করিব না। তুমি পাণ্ডবসৈন্য, বৃষ্ণিসৈন্য ও সোমকদিগকে একত্র করিলেও আমি তাহাদের সকলকে বিনষ্ট করিব।

হে মহারাজ! মহাবীর অশ্বত্থামা এইরূপ কহিয়া, পুরন্দর যেমন বৃত্রাসুরের প্রতি বজ্র নিক্ষেপ করিয়াছিলেন, তদ্রূপ সাত্যকির প্রতি এক সূর্য্যরশ্মি সদৃশ সুপর্ব্ব উৎকৃষ্ট শর নিক্ষেপ করিলেন। অশ্বত্থামা নিক্ষিপ্ত সায়ক সাত্যকির বর্ম্ম-সংবৃত দেহ ভেদ করিয়া, ভুজঙ্গ যেমন নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক বিল মধ্যে প্রবেশ করে, তদ্রূপ ধরাতলে প্রবিষ্ট হইল। মহারাজ! মহাবীর সাত্যকি সেই বাণের আঘাতেই অঙ্কুশাহত মাতঙ্গের ন্যায় অতিমাত্র কাতর ও রুধিরাক্ত কলেবর হইয়া সশর শরাসন পরিত্যাগ পূর্ব্বক রথোপরি অবসন্ন হইলেন। তখন সারথি সত্বরে তাঁহারে লইয়া অশ্বত্থামার নিকট হইতে পলায়ন করিল। তখন ভারদ্বাজ তনয় ধৃষ্টদ্যুম্নের ভ্রূ দ্বয়ের মধ্য স্থলে এক আনতপর্ব্ব সুপুঙ্খ শর নিক্ষেপ করিলেন। পাঞ্চালতনয় পূর্ব্বেই অতিমাত্র বিদ্ধ হইয়াছিলেন, এক্ষণে পুনরায় শরপীড়িত হইয়া ধ্বজযষ্টি অবলম্বন পূর্ব্বক রথোপরি অবসন্ন হইলেন। এইরূপে ধৃষ্টদ্যুম্ন সিংহার্দ্দিত কুঞ্জরের ন্যায় অশ্বত্থামার শরনিকরে নিপীড়িত হইলে পাণ্ডবপক্ষ হইতে মহাবীর অর্জ্জুন, ভীমসেন, পুরুবংশোদ্ভব বৃদ্ধক্ষেত্র, চেদি দেশীয় যুবরাজ ও অবন্তিনাথ সুদর্শন এই পাঁচ মহারথ শরাসন গ্রহণ পূর্ব্বক হাহাকার করিতে করিতে দ্রুতবেগে অশ্বত্থামার অভিমুখে গমন করত চতুর্দ্দিক্ হইতে তাঁহারে নিবারণ

করিতে লাগিলেন। পরে তাঁহারা সকলেই বিংশতি পাদ গমন পূর্ব্বক যত্ন সহকারে ক্রোধাবিষ্ট গুরুপুত্রের উপর যুগপৎ পাঁচ পাঁচ শর নিক্ষেপ করিলেন। তখন মহাবীর অশ্বত্থামা আশীবিষ সদৃশ পঞ্চবিংশতি শর দ্বারা একবারে তাঁহাদিগের পঞ্চবিংশতি বাণ ছেদন করিয়া ফেলিলেন। পরে বৃদ্ধক্ষেত্রকে সাত, অবন্তিনাথকে তিন, অর্জ্জুনকে এক ও বৃকোদরকে ছয় শরে নিপীড়িত করিলেন। মহারথগণ অশ্বত্থামার শরে বিদ্ধ হইয়া কখন সকলে যুগপৎ কখন পৃথক্ পৃথক্ সুবর্ণপুঙ্খ শাণিত শরনিকরে তাঁহারে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। পরে যুবরাজ বিংশতি, অর্জ্জুন আট ও অন্য তিন জনে তিন তিন শরে অশ্বত্থামারে বিদ্ধ করিলেন। তখন দ্রোণপুত্র অশ্বত্থামা অর্জ্জুনকে ছয়, বাসুদেবকে দশ, ভীমসেনকে পাঁচ, যুবরাজকে চারি এবং মালব ও পৌরবকে দুই দুই বাণে আহত করিয়া ভীমসেনের সারথির উপর ছয় বাণ নিক্ষেপ ও দুই বাণে তাঁহার কার্ম্মুক ও ধ্বজ ছেদন পূর্ব্বক পুনর্ব্বার পার্থের প্রতি শরজাল বর্ষণ করত সিংহনাদ করিতে লাগিলেন। ইন্দ্রতুল্য পরাক্রম উগ্রতেজা দ্রোণতনয়ের অগ্র ও পশ্চাৎ ভাগে নিক্ষিপ্ত সুনিশিত শরজালে ভূমণ্ডল, দিঙ্মণ্ডল ও আকাশমণ্ডল সমাচ্ছন্ন হইল। তখন তিনি সুনিশিত তিন শরে সন্নিহিত রথারূঢ় সুদর্শনের ইন্দ্রকেতু সদৃশ ভুজদ্বয় ও মস্তক যুগপৎ ছেদন পূর্ব্বক রথশক্তি দ্বারা পৌরবকে আহত এবং শরনিকরে তাহার হরিচন্দনচর্চ্চিত বাহুদ্বয় ও রথ খণ্ড খণ্ড করিয়া ভল্ল দ্বারা মস্তক ছেদন করিয়া ফেলিলেন। ঐ সময় নীলোৎপল সমদ্যুতি চেদিদেশীয় যুবরাজও সারথি এবং

অশ্বগণের সহিত অশ্বত্থামার প্রজ্বলিত অনল তুল্য শরনিকরে নিপীড়িত হইয়া প্রাণ ত্যাগ করিলেন।

তখন মহাবাহু ভীমসেন মালব, পৌরব ও চেদিদেশীয় যুবরাজকে দ্রোণপুত্রের শরে নিহত দেখিয়া সরোষ নয়নে ক্রুদ্ধ ভুজঙ্গ সদৃশ সুনিশিত শরনিকর নিক্ষেপ পূর্ব্বক অশ্বত্থামারে সমাচ্ছন্ন করিতে লাগিলেন। মহাতেজা দ্রোণতনয় সেই ভীমনিক্ষিপ্ত শরজাল নিবারণ পূর্ব্বক তাঁহারে নিশিত শরনিকরে বিদ্ধ করিতে আরম্ভ করিলেন। তখন মহাবল পরাক্রান্ত বৃকোদর ক্ষুরপ্র দ্বারা অশ্বত্থামার শরাসন ছেদন পূর্ব্বক তাঁহারে শরবিক্ষত করিতে লাগিলেন। মহামনা দ্রোণ নন্দন তৎক্ষণাৎ সেই ছিন্ন চাপ পরিত্যাগ পূর্ব্বক অন্য শরাসন গ্রহণ করিয়া ভীমসেনকে শরজালে নিপীড়িত করিলেন। এই রূপে মহাবল পরাক্রান্ত অশ্বত্থামা ও ভীমসেন জলধারাবর্ষী জলধর দ্বয়ের ন্যায় শর বর্ষণ করিতে লাগিলেন। যেরূপ দিনকর মেঘজালে আবৃত হইয়া থাকেন, তদ্রূপ দ্রোণকুমার ভীমনামাঙ্কিত সুবর্ণপুঙ্খ সুনিশিত শরনিকরে সমাচ্ছন্ন হইলেন। ভীমসেনও দ্রোণপুত্র পরিত্যক্ত নতপর্ব্ব শরজালে সমাবৃত হইতে লাগিলেন। হে মহারাজ! ঐ সময় বৃকোদর দ্রোণপুত্রের অসংখ্য শরে আহত হইয়াও কিছুমাত্র ব্যথিত হইলেন না দেখিয়া সকলেই চমৎকৃত হইল। অনন্তর মহাবীর পাণ্ডুতনয় সুবর্ণ বিভূষিত যমদণ্ড সদৃশ নিশিত দশ নারাচ পরিত্যাগ করিলেন। ভুজঙ্গমগণ যেমন বল্মীক মধ্যে প্রবেশ করে, তদ্রূপ সেই নারাচ সকল দ্রোণপুত্রের জত্রুদেশ ভেদ করিয়া দেহ মধ্যে প্রবিষ্ট হইল। অশ্বত্থামা এইরূপে মহাত্মা

ভীমসেন কর্ত্তৃক বিদ্ধ হইয়া ধ্বজযষ্টি অবলম্বন পূর্ব্বক নয়নদ্বয় নিমীলিত করিলেন এবং মুহূর্ত্ত মধ্যে পুনরায় সংজ্ঞা লাভ করত সরোষ নয়নে ও শোণিতাক্ত কলেবরে ভীমসেনের রথের প্রতি ধাবমান হইয়া আকর্ণপূর্ণ আশীবিষ সদৃশ শতবাণ পরিত্যাগ করিলেন। সমরশ্লাঘী ভীমসেনও তাঁহার বলবীর্য্য স্মরণ করিয়া ভীষণ শরনিকর বর্ষণ করিতে লাগিলেন। তখন অশ্বত্থামা নিশিত শরজালে ভীমসেনের কার্ম্মুক ছেদন ও কলেবর ক্ষত বিক্ষত করিয়া ফেলিলেন। মহাবীর বৃকোদর তৎক্ষণাৎ অন্য শরাসন গ্রহণ পূর্ব্বক শাণিত পাঁচ বাণে তাঁহারে বিদ্ধ করিলেন। এইরূপে সেই রোষতাম্রাক্ষ বীরদ্বয় বর্ষাকালীন বারিবর্ষী মেঘ দ্বয়ের ন্যায় শরজাল বর্ষণ পূর্ব্বক পরস্পরকে সমাচ্ছন্ন ও ভীষণ তল শব্দে মেদিনীমণ্ডল কম্পিত করত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। তখন শরৎকালীন মধ্যাহ্নগত দিনকর সদৃশ প্রতাপশালী দ্রোণনন্দন স্থবর্ণ ভূষিত শরাসন বিস্ফারণ পূর্ব্বক শরবর্ষী ভীমসেনের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে আরম্ভ করিলেন। ঐ সময় তিনি যে কখন শরনিকর গ্রহণ, কখন সন্ধান, কখন আকর্ষণ ও কখনই বা বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন, তাহা কিছুমাত্র দৃষ্টিগোচর হইল না। তাঁহার চাপমণ্ডল অলাতচক্রের ন্যায় বোধ হইতে লাগিল এবং শরাসনচ্যুত সহস্র সহস্র শর আকাশমার্গে শলভশ্রেণীর ন্যায় শোভা ধারণ করিল। তখন ভীমসেনের রথ দ্রোণপুত্রের সেই স্থবর্ণালঙ্কৃত শরজালে সমাচ্ছন্ন হইয়া গেল। হে মহারাজ! ঐ সময় আমরা ভীমপরাক্রম ভীমসেনের অদ্ভুত বলবীর্য্য ও কার্য্য অবলোকন করিলাম। তিনি অশ্বত্থামার সেই শরবৃষ্টি জল-

ধারার ন্যায় জ্ঞান করিয়া তাঁহার বিনাশার্থ সুতীক্ষ্ণ শরজাল বর্ষণ করিতে লাগিলেন। তাঁহার সুবর্ণপৃষ্ঠ ভীষণ শরাসন সমাকৃষ্ট হইয়া দ্বিতীয় ইন্দ্রচাপের ন্যায় শোভমান হইল এবং ঐ চাপ হইতে সহস্র সহস্র শর বিনির্গত হইয়া রণবিশারদ দ্রোণপুত্রকে সমাচ্ছন্ন করিতে লাগিল।

হে মহারাজ! এইরূপে সেই বীর দ্বয় মহাবেগে শর বর্ষণ করিতে আরম্ভ করিলে বোধ হইতে লাগিল যে, সমীরণও সেই শরবৃষ্টির মধ্যে প্রবেশ করিতে সমর্থ নহে। তৎপরে দ্রোণনন্দন ভীমসেনের বিনাশ কামনায় কাঞ্চনমণ্ডিত তৈল-ধৌত শরনিকর পরিত্যাগ করিলেন। বলবান্ ভীমসেন বিশিখ দ্বারা অন্তরীক্ষে তাঁহার প্রত্যেক শর ত্রিধা ছেদন পূর্ব্বক দ্রোণ পুত্রকে থাক্ থাক্ বলিয়া তাঁহার বিনাশার্থ পুনরায় ভীষণ শর সমূহ বর্ষণ করিতে লাগিলেন। তখন মহাস্ত্রবেত্তা অশ্বত্থামা অস্ত্র দ্বারা সেই ভীমনির্ম্মুক্ত শরবৃষ্টি নিবারণ পূর্ব্বক ভীম-সেনের শরাসন ছেদন করিয়া তাঁহারে অসংখ্য শরে নিপীড়িত করিলেন। তখন বলবান্ বৃকোদর চাপবিহীন হইয়া ক্রোধভরে অশ্বত্থামার রথের প্রতি সুদারুণ রথশক্তি নিক্ষেপ করিলেন। দ্রোণকুমারও পাণিলাঘব প্রদর্শন পূর্ব্বক নিশিত শরনিকরে মহোল্কা সদৃশ সহসা সমাগত রথশক্তি ছেদন করিয়া ফেলিলেন। ইত্যবসরে মহাবীর ভীমসেন সুদৃঢ় শরাসন গ্রহণ পূর্ব্বক হাসিতে হাসিতে বিশিখজালে অশ্বত্থামারে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। তখন দ্রোণতনয় আনতপর্ব্ব শর দ্বারা ভীমসেনের সারথির ললাট বিদারণ করিলেন। সারথি অশ্বত্থামার শরে অতিমাত্র বিদ্ধ হইয়া অশ্বরশ্মি পরিত্যাগ

পূর্ব্বক বিমোহিত হইল। সারথি মোহিত হইলে অশ্বগণ ধনুর্দ্ধরগণের সমক্ষে পলায়ন করিতে লাগিল। তখন অপরাজিত অশ্বত্থামা ভীমসেনকে পলায়মান অশ্বগণ কর্ত্তৃক সমর হইতে অপনীত অবলোকন করিয়া আহ্লাদিত চিত্তে বিপুল শঙ্খ বাদিত করিতে আরম্ভ করিলেন। এইরূপে ভীমসেন পলায়ন পরায়ণ হইলে পাঞ্চালগণও ধৃষ্টদ্যুম্নের রথ পরিত্যাগ পূর্ব্বক শঙ্কিত চিত্তে চতুর্দ্দিকে পলায়ন করিতে লাগিল। তখন দ্রোণতনয় সেই পলায়মান পাণ্ডব সেনাগণকে শরনিকরে নিপীড়িত করত মহাবেগে তাহাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান হইলেন। তখন পাণ্ডব পক্ষীয় অন্যান্য ক্ষত্রিয়গণ অশ্বত্থামার শরনিকরে নিতান্ত ব্যথিত হইয়া ভীতমনে দশ দিকে পলায়ন করিতে লাগিলেন।

দ্ব্যধিক দ্বিশততম অধ্যায়।

হে মহারাজ! ঐ সময় মহাবীর ধনঞ্জয় সেই সমস্ত সৈন্যগণকে ছিন্ন ভিন্ন দেখিয়া অশ্বত্থামারে সংহার করিবার বাসনায় তাহাদিগকে নিবারণ করিলেন। সৈন্যগণ অর্জ্জুন ও বাসুদেবের প্রযত্নে নিবারিত হইয়া তথায় অবস্থান করিতে লাগিল। তখন একমাত্র ধনঞ্জয় সোমক, যবন, মৎস্য ও অন্যান্য পৌরবগণের সহিত সমবেত হইয়া অবিলম্বে সিংহলাঙ্গুলধ্বজ অশ্বত্থামার নিকট গমন পূর্ব্বক কহিলেন, হে গুরুপুত্র! তুমি পুনরায় আমারে তোমার সেই বল, বীর্য্য, জ্ঞান, পুরুষকার, দিব্য তেজ এবং ধার্ত্তরাষ্ট্রগণের প্রতি প্রীতি ও আমাদিগের প্রতি বিদ্বেষ বুদ্ধি প্রদর্শন কর। এক্ষণে দ্রোণ সংহারকারী মহাবীর ধৃষ্টদ্যুম্নই তোমার অহঙ্কার চূর্ণ

করিবেন; অতএব তুমি সেই কালানল তুল্য, বিপক্ষগণের অন্তক সদৃশ ধৃষ্টদ্যুম্নের এবং আমার ও বাসুদেবের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হও। তুমি অতিশয় উদ্ধত, আমি অদ্যই তোমার দর্প চূর্ণ করিব।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে সঞ্জয়! দ্রোণপুত্র অশ্বত্থামা মহা-বল পরাক্রান্ত ও সম্মান ভাজন। অর্জ্জুনের প্রতি তাঁহার সবিশেষ প্রীতি আছে এবং অর্জ্জুনও তাঁহার প্রতি সমুচিত সদ্ভাব প্রদর্শন করিয়া থাকে। অর্জ্জুন স্বীয় প্রিয়সখা অশ্ব-ত্থামারে লক্ষ্য করিয়া পূর্ব্বে কখনই এইরূপ কঠোর বাক্য প্রয়োগ করে নাই, কিন্তু আজি কি নিমিত্ত তাঁহারে এই রূপ কহিল।

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! ইতিপূর্ব্বে যুধিষ্ঠিরের সেই সমস্ত বাক্যে মহাবীর ধনঞ্জয়ের মর্ম্মদেশ নিতান্ত ব্যথিত হইয়াছিল। এক্ষণে আবার চেদিদেশীয় যুবরাজ, পুরুবংশীয় বৃহৎক্ষত্র ও মালব দেশীয় সুদর্শন নিহত এবং ধৃষ্টদ্যুম্ন, সাত্যকি ও ভীমসেন পরাজিত হইলে পূর্ব্ব দুঃখ সমুদায় স্মৃতিপথে সমারূঢ় হওয়াতে তাঁহার অন্তঃকরণে অভূতপূর্ব্ব ক্রোধের উদ্রেক হইল। এই নিমিত্তই তিনি কাপুরুষের ন্যায় সম্মান ভাজন অশ্বত্থামার উপর নিতান্ত অনুপযুক্ত অশ্লীল ও অপ্রিয় বাক্য প্রয়োগ করিলেন। হে মহারাজ! আচার্য্য-তনয় ক্রোধোপহতচিত্ত ধনঞ্জয় কর্ত্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া তাঁহার ও বিশেষত বাসুদেবের উপর সাতিশয় রোষাবিষ্ট হইলেন। তখন তিনি আচমন পুরঃসর যত্ন সহকারে দেব-গণেরও দুর্দ্ধর্ষ বিধূম পাবক সদৃশ আগ্নেয় অস্ত্র গ্রহণ পূর্ব্বক

মন্ত্রপূত করিয়া দৃশ্য ও অদৃশ্য শত্রুগণের উদ্দেশে চতুর্দ্দিকে নিক্ষেপ করিলেন। সেই অস্ত্রের প্রভাবে নভোমণ্ডলে জ্বালা-করাল ভীষণ শরবৃষ্টি প্রাদুর্ভূত হইয়া অর্জ্জুনকে পরিবেষ্টন করিল। ঐ সময় গগনতল হইতে মহোল্কা সকল নিপতিত হইতে লাগিল। ক্ষণকাল মধ্যে গাঢ়তর অন্ধকার সহসা সেনাগণকে সমাচ্ছন্ন করিল। দিঙ্মণ্ডল অপ্রকাশিত হইল। রাক্ষস ও পিশাচগণ সমবেত হইয়া ভীষণ নিনাদ পরিত্যাগ করিতে লাগিল। অমঙ্গলজনক সমীরণ প্রবাহিত হইল। সূর্য্যদেব আর উত্তাপ প্রদানে সমর্থ হইলেন না। বায়সগণ চতুর্দ্দিকে ভয়ঙ্কর রবে চীৎকার করিতে লাগিল। জলদজাল রুধিরধারা বর্ষণ পূর্ব্বক গভীর গর্জ্জন করিতে আরম্ভ করিল। তৎকালে গোপ্রভৃতি পশু পক্ষী ও ব্রতপরায়ণ মুনিগণ শান্তি লাভে সমর্থ হইলেন না। মহাভূত সকল পরিভ্রমণ করিতে লাগিল। বোধ হইল যেন সূর্য্যের সহিত সমুদায় বিশ্ব উদ্ভ্রান্ত ও জ্বরাবিষ্টের ন্যায় নিতান্ত সন্তপ্ত হইতেছে। মাতঙ্গগণ অস্ত্র-তেজে সাতিশয় সন্তপ্ত হইয়া তাহা হইতে পরিত্রাণ পাইবার নিমিত্ত দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক ভূতলে নিপতিত হইতে লাগিল। জলাশয় সকল সন্তপ্ত হওয়াতে তন্মধ্যস্থিত জীব-জন্তুগণ তেজঃপ্রভাবে দগ্ধপ্রায় হইয়া কোন ক্রমেই শান্তি লাভে সমর্থ হইল না। ঐ সময় দিঙ্মণ্ডল ও নভোমণ্ডল হইতে গরুড় ও সমীরণের তুল্য বেগশালী নানাবিধ শরনিকর প্রাদু-র্ভূত হইতে লাগিল। অরাতিগণ মহাবীর অশ্বত্থামার বজ্র-বেগ তুল্য সেই সমস্ত শর দ্বারা সমাহত ও দগ্ধ হইয়া অনল-দগ্ধ পাদপের ন্যায় নিপতিত হইল। উন্নতকায় মাতঙ্গগণ

শরানলে দগ্ধ হইয়া জলধরের ন্যায় গভীর গর্জ্জন করত ভূতলে নিপতিত হইতে লাগিল। তন্মধ্যে কতকগুলি অরণ্য মধ্যে দাবানল পরিবেষ্টিত হইয়াই যেন ভীত চিত্তে অনবরত চীৎকার করত ধাবমান হইল। অশ্ব ও রথ সকল কানন মধ্যে দাবানল দগ্ধ মহীরুহ শিখরের ন্যায় দৃষ্টিগোচর হইতে লাগিল। বহুসংখ্য রথ ভস্মীভূত হইয়া ভূতলে নিপতিত হইল। এই-রূপে ভগবান্ হুতাশন প্রলয়কালীন সম্বর্ত্তক অনলের ন্যায় সেই পাণ্ডব সৈন্যগণকে দগ্ধ করিতে লাগিলেন।

হে মহারাজ! আপনার পক্ষীয় বীরগণ এইরূপে অশ্ব-ত্থামার শর প্রভাবে পাণ্ডব সৈন্যগণকে দগ্ধ হইতে দেখিয়া হৃষ্টমনে সিংহনাদ পরিত্যাগ পূর্ব্বক অবিলম্বে তূর্য্যধ্বনি করিতে লাগিলেন। তৎকালে চতুর্দ্দিক্ অন্ধকারে আচ্ছন্ন হও-য়াতে মহাবীর অর্জ্জুন ও সমস্ত সৈন্যগণকে আর কেহই দেখিতে পাইল না। হে মহারাজ! দ্রোণাত্মজ অশ্বত্থামা ঐ সময় ক্রোধভরে যে রূপ অস্ত্র প্রয়োগ করিয়াছিলেন; আমরা পূর্ব্বে আর কখন সেই রূপ অস্ত্র দর্শন বা শ্রবণ করি নাই।

এইরূপে অশ্বত্থামার শরজাল প্রভাবে সমুদায় সৈন্য নিতান্ত নিপীড়িত হইলে মহাবীর ধনঞ্জয় উহা প্রতিহত করিবার নিমিত্ত ব্রহ্মাস্ত্র পরিত্যাগ করিলেন। তখন মুহূর্ত্ত কাল মধ্যে সেই গাঢ়তর অন্ধকার নিরাকৃত ও দিঙ্মণ্ডল সুনির্ম্মল হইল। সুশীতল অনিল প্রবাহিত হইতে লাগিল। ঐ সময় আমরা সেই অক্ষৌহিণী সেনা অস্ত্রতেজে দগ্ধ ও অনভিব্যক্ত রূপে নিহত নিরীক্ষণ করিলাম। অনন্তর মহাবীর ধনঞ্জয় ও বাসু-দেব ঘোর অন্ধকার হইতে বিমুক্ত হইয়া অক্ষত শরীরে

পতাকা, ধ্বজ, রথ, অশ্ব, অনুকর্ষ ও আয়ুধের সহিত সুশোভিত এবং নভোমণ্ডলে চন্দ্রসূর্য্যের ন্যায় আলোকিত হইলেন। তখন পাণ্ডবগণ একান্ত হৃষ্ট হইয়া মুহূর্ত্তকাল মধ্যে তুমুল কোলাহল এবং শঙ্খ ও ভেরী ধ্বনি করিতে লাগিলেন। উভয় পক্ষীয় সেনাগণ কেশব ও অর্জ্জুনকে তেজঃ সমাচ্ছন্ন নিরীক্ষণ করিয়া নিহত বলিয়া স্থির করিয়াছিল; এক্ষণে ঐ বীর দ্বয়কে অক্ষত দেখিয়া হৃষ্টান্তঃকরণে শঙ্খধ্বনি করিতে আরম্ভ করিল। তখন কৌরবগণ পাণ্ডবদিগকে প্রফুল্ল চিত্ত নিরীক্ষণ করিয়া একান্ত ব্যথিত হইলেন।

অনন্তর মহাবীর অশ্বত্থামা কৃষ্ণ ও অর্জ্জুনকে তেজঃপ্রতিমুক্ত অবলোকন করিয়া দুঃখিত মনে মুহূর্ত্তকাল তদ্বিষয় চিন্তা করিতে লাগিলেন এবং পরিশেষে শোকাকুলিত চিত্তে বিষণ্ণ মনে দীর্ঘ ও উষ্ণ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া কার্ম্মুক পরিহার পূর্ব্বক মহাবেগে রথ হইতে অবতীর্ণ হইয়া অহো ধিক্ সমুদায়ই মিথ্যা এই কথা বারংবার উচ্চারণ করত রণস্থল হইতে মহাবেগে গমন করিতে লাগিলেন। গমন কালে নীরদশ্যামল বেদ বিভক্তা দেবী সরস্বতীর আবাস স্বরূপ ব্যাসদেব তাঁহার সম্মুখে আবির্ভূত হইলেন। দ্রোণতনয় মহাত্মা কৃষ্ণদ্বৈপায়নকে নিরীক্ষণ করিয়া অভিবাদন পূর্ব্বক দীন ভাবে ক্ষীণ কণ্ঠে কহিলেন, ভগবন্! আমার অস্ত্র কি নিমিত্ত নিষ্ফল হইল? কোন্ মায়া প্রভাবে বা আমার কোন ব্যতিক্রম হওয়াতে এই অস্ত্রশক্তির অনিয়ম ঘটিয়াছে, তাহা আমি কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। কৃষ্ণ ও ধনঞ্জয় যে জীবিত আছেন, ইহা নিতান্ত আশ্চর্য্য। যাহা হউক, কালকে অতিক্রম করা

নিতান্ত দুষ্কর। আমি অস্ত্র প্রয়োগ করিলে কি অসুর কি গন্ধর্ব্ব কি পিশাচ কি রাক্ষস কি সর্প কি পক্ষী কি মনুষ্য কেহই উহা নিষ্ফল করিতে সমর্থ হয় না। কিন্তু এক্ষণে সেই মৎপ্রযুক্ত মর্ম্মঘাতী অস্ত্র কেবল এই অক্ষৌহিণী সেনা বিনাশ করিয়া প্রশান্ত হইল। মর্ত্ত্যধর্ম্ম পরায়ণ কৃষ্ণ ও ধনঞ্জয় কি নিমিত্ত উহাতে বিনষ্ট হইলেন না। হে ভগবন্! আপনি ইহার যথার্থ স্বরূপ কীর্ত্তন করুন; শ্রবণ করিতে আমার অতিশয় অভিলাষ হইতেছে। মহাত্মা কৃষ্ণদ্বৈপায়ন দ্রোণপুত্র কর্ত্তৃক এইরূপে প্রার্থিত হইয়া তাঁহারে কহিলেন, হে ভারদ্বাজ তনয়! তুমি বিস্ময়ান্বিত হইয়া আমারে যে গুরুতর বিষয় জিজ্ঞাসা করিতেছ, তাহা সমস্ত কীর্ত্তন করিতেছি, অবহিত হইয়া শ্রবণ কর। পূর্ব্বকালে পূর্ব্বতন লোকদিগেরও পূর্ব্বজ, বিশ্বকর্ত্তা, ভগবান্ নারায়ণ কার্য্য সাধনার্থ ধর্ম্মের পুত্র হইতে জন্ম পরিগ্রহ করেন। সেই সূর্য্য ও অনল প্রতিম কমললোচন মহাতেজা হিমালয় পর্ব্বতে প্রথমত ষষ্টিলক্ষ ও ষষ্টি সহস্র বৎসর ঊর্দ্ধবাহু হইয়া বায়ু ভক্ষণ পূর্ব্বক কঠোর তপোনুষ্ঠান করত আত্মারে পরিশুষ্ক করিয়াছিলেন। তৎপরে তিনি পূর্ব্বাপেক্ষা দ্বিগুণ কাল অন্য কঠোর তপশ্চরণ করিয়া তেজঃপ্রভাবে রোদসী পরিপূরিত করিলেন এবং পরিশেষে সেই তপঃপ্রভাবে নিতান্ত নির্লেপ হইয়া একান্ত দুর্নিরীক্ষ্য দেবাদিদেব বিশ্বযোনি জগৎপতি পশুপতির সন্দর্শন লাভে কৃতকার্য্য হইলেন। মহাত্মা ত্রিপুরনিসূদন শম্ভু সর্ব্বদেবের প্রভু এবং সূক্ষ্ম হইতেও সূক্ষ্মতর ও মহৎ হইতেও মহত্তর। তিনি রুদ্র, ঈশান, হর, জটাজুটধারী, চৈতন্য স্বরূপ এবং স্থাবর

ও জঙ্গমের নিদানভূত। তিনি শুভ্র, দুর্নিবার, তিগ্মমন্যু, সর্ব্বসংহার্ত্তা, প্রচেতা, অনন্তবীর্য্য এবং দিব্য শরাসন ও তূণীর, হিরণ্যবর্ম্ম, পিনাক, বজ্র, শূল, পরশু, গদা, সুদীর্ঘ অসি ও মুষলধারী। অহি, তাঁহার যজ্ঞোপবীত, পরিধেয় ব্যাঘ্রাজিন, করে দণ্ড ও বাহুতে অঙ্গদ; তিনি সতত জীব সমূহে পরিবেষ্টিত, অদ্বিতীয় পুরুষ ও তপস্যার নিধান। বৃদ্ধেরা ইষ্ট বাক্য দ্বারা সতত তাঁহারে স্তুতি করিয়া থাকেন। তিনি স্বর্গ, মর্ত্ত্য, চন্দ্র, সূর্য্য, বায়ু, জল, অগ্নি ও এই জগতের পরিমাণ। দুরাচারেরা কখনই সেই মোক্ষদাতা ব্রহ্মদ্বেষী নিহন্ত আদিপুরুষের দর্শনে সমর্থ হয় না। বিশুদ্ধবৃত্ত ব্রাহ্মণগণ বিশোক ও নিষ্পাপ হইলে তাঁহার দর্শন লাভ করিতে পারেন।

হে ভারদ্বাজতনয়! ভগবান্ নারায়ণ সেই তেজোনিধান অক্ষমালাধারী পার্ব্বতীর সহিত ক্রীড়মান অন্ধক নিপাতক বিরূপাক্ষকে দর্শন করিয়া হৃষ্ট চিত্তে সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত পুরঃসর ভক্তিভাবে তাঁহারে স্তব করিতে আরম্ভ করিলেন। হে আদিদেব! হে বরেণ্য! দেবগণেরও পূর্ব্বজ যে প্রজাপতিগণ এই বসুন্ধরা রক্ষা করিতেছেন, তাঁহারা সকলেই তোমার দেহসম্ভূত। তুমি সুর, অসুর, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ, রক্ষ, পিশাচ, নাগ, নর, সুপর্ণ প্রভৃতি বিবিধ জীবগণের সৃষ্টিকর্ত্তা। তোমার নিমিত্তই ইন্দ্র, যম, বরুণ, কুবের, বিশ্বকর্ম্মা, সোম, ও পিতৃলোকেরা স্ব স্ব কার্য্য সাধন করিতেছেন। রূপ, জ্যোতি, শব্দ, আকাশ, বায়ু, স্পর্শ, আজ্য, সলিল, গন্ধ, উর্ব্বী, কাল, ব্রহ্মন্, ব্রাহ্মণ, বেদ এবং চরাচর বিশ্ব তোমা হইতেই উদ্ভূত হইয়াছে। তোমার প্রভাবে সলিল রাশি পৃথক্ পৃথক্ অবস্থিত

রহিয়াছে ; কিন্তু প্রলয়কাল উপস্থিত হইলে সমস্ত একাকার হয়। কৃতবিদ্য ব্যক্তি প্রাণিগণের এইরূপ উৎপত্তি ও সংহার অবগত হইয়া তোমার আশ্রয় গ্রহণ করিয়া থাকেন। তুমি স্বপ্রকাশ সত্য স্বরূপ মনোগম্য জীবাত্মা ও পরমাত্মারূপ দুইটি পক্ষী, চতুর্ব্বিধ বাক্যরূপ শাখা সম্পন্ন পিপ্‌পল বৃক্ষ এবং পঞ্চ মহাভূত, মন ও বুদ্ধি এই সাত ও শরীর প্রতি-পালক অন্য দশ ইন্দ্রিয় রূপ রক্ষকের সৃষ্টি করিয়াছ ; কিন্তু তুমি ঐ সমুদায় হইতে স্বতন্ত্র। অনন্তত্ব প্রযুক্ত অনির্দ্দেশ্য ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান এই কালত্রয় তোমারই সৃষ্ট এবং তোমা হইতেই সপ্ত ভুবন ও বিশ্বসংসার উৎপন্ন হইয়াছে। হে দেব ! আমি তোমার নিতান্ত ভক্ত ; এক্ষণে প্রার্থনা করি-তেছি, তুমি আমার প্রতি কৃপাদৃষ্টি প্রদান কর। তুমি বিপ-ক্ষেরও বিপক্ষ ; এক্ষণে আমার প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশ কর ; বিপক্ষতাচরণ করিও না। তুমি বৃহৎ, প্রকাশ স্বরূপ, দুর্জ্জেয় ও আত্মা ; লোকে তোমার তত্ত্ব অবগত হইলেই তোমারে প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

হে দেবপ্রধান ! তুমি সর্ব্বজ্ঞ ও স্বধর্ম্মবেদ্য ; আমি তোমারে অর্চ্চনা করিবার নিমিত্ত তোমার স্তুতিবাদে প্রবৃত্ত হইয়াছি। এক্ষণে তুমি বিকৃত না হইয়া আমারে আমার অভিলষিত নিতান্ত দুর্লভ বর প্রদান কর।

হে দ্রোণপুত্র ! নারায়ণ, অচিন্ত্যাত্মা পিনাকপাণি নীল-কণ্ঠকে এই রূপে স্তব করিলে তিনি তাঁহারে বর প্রদান করত কহিলেন, হে নারায়ণ ! আমি তোমার প্রতি প্রীত হইয়া কহিতেছি যে, মনুষ্য, দেব, দানব ও গন্ধর্ব্বগণের মধ্যে কেহই

তোমার তুল্য বলশালী হইবে না। দেব, অসুর, উরগ, পিশাচ, গন্ধর্ব্ব, নর, রাক্ষস বা সুপর্ণগণ বিশ্ব মধ্যে কেহই তোমারে পরাস্ত করিতে পারিবে না। তুমি সমরাঙ্গনে আমা হইতে অধিক পরাক্রমশালী হইবে; আমার প্রসাদে কোন ব্যক্তিই কি শস্ত্র কি বজ্র কি অগ্নি কি বায়ু কি আর্দ্র বস্তু কি শুষ্ক পদার্থ কি স্থাবর কি জঙ্গম দ্রব্য কিছুতেই তোমার ক্লেশোৎপাদন করিতে সমর্থ হইবে না। হে ভারদ্বাজতনয়! পূর্ব্বকালে হৃষীকেশ এই রূপ বর লাভ করিয়াছিলেন। এক্ষণে তিনিই বাসুদেব রূপে মায়া প্রভাবে সমুদায় জগন্মণ্ডল মুগ্ধ করিয়া বিচরণ করিতেছেন। মহাত্মা অর্জ্জুন তাঁহা অপেক্ষা ন্যূন নহেন। উনি সেই নারায়ণের তপঃ প্রভাব সঞ্জাত নরনামা মহর্ষি। ঐ দুই মহাত্মা আদ্য দেবগণেরও শ্রেষ্ঠ। উহাঁরা লোকযাত্রা বিধানের নিমিত্ত যুগে যুগে জন্ম গ্রহণ করিয়া থাকেন। হে মহামতে! তুমিও সেই কর্ম্ম এবং তপোবলে তেজ ও ক্রোধযুক্ত হইয়া রুদ্রদেবের অংশে জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছ। তুমি পূর্ব্ব জন্মে এক জন দেবতুল্য বিজ্ঞ ছিলে। তুমি এই জগৎকে মহেশ্বরময় জ্ঞান করিয়া তাঁহার প্রিয় চিকীর্ষায় নিয়ম দ্বারা আত্মারে পরিক্লিষ্ট এবং পরম পবিত্র মন্ত্র জপ, হোম ও উপহারাদি দ্বারা সেই দেবাদিদেবকে অর্চ্চিত করিয়াছ। ভগবান্ রুদ্রদেব তোমার পূজায় প্রীত হইয়া তোমারেও অভিমত উৎকৃষ্ট বর সকল প্রদান করেন। কৃষ্ণ ও অর্জ্জুনের জন্ম, কর্ম্ম ও তপস্যা যেরূপ উৎকৃষ্ট, তোমারও তদ্রূপ। তাঁহারা যেরূপ যুগে যুগে দেবাদিদেবকে লিঙ্গে অর্চ্চনা করিয়াছেন, তুমিও তদ্রূপ করিয়াছ। যিনি মহাদেবকে সর্ব্বরূপ অবগত হইয়া সতত শিব-

লিঙ্গ অর্চ্চনা করিয়া থাকেন, ইনি সেই রুদ্রসম্ভূত ও রুদ্রভক্ত কেশব। উহাঁতে আত্মযোগ ও শাস্ত্রযোগ নিরন্তর বিদ্যমান আছে। দেবগণ, সিদ্ধগণ ও মহর্ষিগণ পরলোকে উৎকৃষ্ট স্থান লাভার্থ সতত তাঁহার অর্চ্চনা করিয়া থাকেন। ভগবান্ বাসুদেব শিবলিঙ্গকে সর্ব্বভূতের উৎপত্তিকারণ জানিয়া সতত অর্চ্চনা করেন; মহাত্মা বৃষভধ্বজও কৃষ্ণের প্রতি বিশেষ প্রীতি প্রদর্শন করিয়া থাকেন; অতএব বিবিধ যজ্ঞানুষ্ঠান পূর্ব্বক কৃষ্ণের অর্চ্চনা করা অবশ্য কর্ত্তব্য।

হে মহারাজ! জিতেন্দ্রিয় মহারথ দ্রোণপুত্র বেদব্যাসের সেই বাক্য শ্রবণগোচর করিয়া রুদ্রদেবকে নমস্কার ও কেশবকে মহান্ বলিয়া জ্ঞান করিতে লাগিলেন। তাঁহার গাত্র পুলোকিত হইয়া উঠিল। তিনি তৎপরে মহর্ষি বেদব্যাসকে অভিবাদন পূর্ব্বক সৈন্য মধ্যে প্রত্যাগত হইয়া অবহার করিলেন। তখন পাণ্ডবগণও অবহারে প্রবৃত্ত হইলেন। হে মহারাজ! এই রূপে বেদপারদর্শী ব্রাহ্মণ দ্রোণাচার্য্য পাঁচ দিনমাত্র যুদ্ধ করিয়া অসংখ্য সেনা বিনাশ পূর্ব্বক ব্রহ্মলোকে গমন করিলেন। সমরাঙ্গনে আচার্য্য নিহত হওয়াতে কৌরবগণের দুঃখের আর পরিসীমা রহিল না।

ত্র্যধিক দ্বিশততম অধ্যায়।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে সঞ্জয়! অতিরথাগ্রগণ্য দ্রোণ ধৃষ্টদ্যুম্ন কর্ত্তৃক নিহত হইলে পাণ্ডব ও কৌরবগণ কি করিল, তাহা আমার নিকট কীর্ত্তন কর।

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! দ্রোণাচার্য্য নিপাতিত ও কৌরবগণ রণপরাঙ্মুখ হইলে কুন্তীপুত্র ধনঞ্জয় স্বীয় বিজয়াবহ

অদ্ভুত ব্যাপার অবলোকন করিয়া যদৃচ্ছাক্রমে সমাগত ব্যাস-দেবকে জিজ্ঞাসা করিলেন, হে ভগবন্! আমি যৎকালে সংগ্রামে সুনিশিত শরনিকরে শত্রুনাশে প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম, তৎকালে পাবক সন্নিভ কোন পুরুষকে আমার অগ্র ভাগে অবলোকন করিলাম। তিনি শূল উত্তোলন পূর্ব্বক যে যে দিকে ধাবমান হইলেন, সেই সেই দিকের বিপক্ষগণ বিনষ্ট হইতে লাগিল। তৎকালে সকলে বোধ করিল যে, আমা-হইতেই সমুদায় সৈন্য ভগ্ন হইতেছে। কিন্তু বস্তুত আমি তৎকালে কেবল সেই হুতাশন সন্নিভ পুরুষের পশ্চাৎভাগে অবস্থান পূর্ব্বক তৎকর্ত্তৃক ভগ্ন সৈন্যগণকে নিপীড়িত করি-য়াছি। হে মহর্ষে! সেই সূর্য্যের ন্যায় তেজঃ সম্পন্ন শূল-পাণি মহাপুরুষ কে? আমি দেখিলাম, তিনি ভূতলে পদ স্পর্শ বা শূল পরিত্যাগ করিলেন না। তাঁহার তেজঃ প্রভাবে শূল হইতে সহস্র সহস্র শূল বিনির্গত হইতে লাগিল। ব্যাসদেব কহিলেন, হে অর্জ্জুন! তুমি ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও রুদ্রের নিদান স্বরূপ, সর্ব্বশরীরশায়ী, ত্রৈলোক্য শরীর, সর্ব্ব-লোক-নিয়ন্তা, তেজোময়, দেবাদিদেব মহাদেবকে দর্শন করিয়াছ। যে মহাত্মা ভুবনব্যাপী, জটিল, মঙ্গলদায়ক, ত্রিনেত্র, মহা-ভুজ, রুদ্র, শিখী, চীরবাসা, স্থাণু, বরদাতা, জগৎপ্রধান, জগদানন্দকর, জগদ্‌যোনি, বিশ্বাত্মা, বিশ্বস্রষ্টা, বিশ্বমূর্ত্তি, বিশ্বেশ্বর, কর্ম্মের ঈশ্বর, শম্ভু, স্বয়ম্ভু, ভূতনাথ, ত্রিকালস্রষ্টা, যোগস্বরূপ, যোগেশ্বর, সর্ব্বলোকের ঈশ্বর, সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, বরিষ্ঠ, পরমেষ্ঠী, দুর্জ্জ্ঞেয়, জ্ঞানাত্মা, জ্ঞানস্বরূপ, জ্ঞানগম্য, লোকত্রয়-বিধাতা, লোকত্রয়ের আশ্রয়, জন্মমৃত্যু জরাবিহীন ও ভক্ত-

গণের বাঞ্ছিতপ্রদ, তুমি সেই দেবাদিদেবের শরণাপন্ন হও। বামন, জটিল, মুণ্ড, হ্রস্বগ্রীব, মহোদর, মহাকায়, মহোৎসাহ ও মহাকর্ণ প্রভৃতি বিবিধ বিকৃত বেশধারী, বিকৃতানন, বিকৃত-পাদ প্রাণিগণ তাঁহার পারিষদ্। তিনি তাহাদের কর্ত্তৃক পূজিত হইয়া প্রসন্ন চিত্তে তোমার অগ্রে গমন করিয়া থাকেন। সেই লোমহর্ষণ ভয়ঙ্কর সংগ্রামে বহুরূপধর মহা-ধনুর্দ্ধর মহেশ্বর ভিন্ন আর কোন্ ব্যক্তি মহাবীর অশ্বত্থামা, কৃপ ও কর্ণের রক্ষিত সেনাগণকে পরাভূত করিতে বাসনা করিতে পারে? যাহা হউক, মহাত্মা মহেশ্বর অগ্রে অবস্থিত হইলে কোন ব্যক্তিই সংগ্রামে অবস্থান করিতে সমর্থ হয় না। এই ত্রিলোক মধ্যে তাঁহার সমান আর কেহই নাই। মহাদেব কোপাবিষ্ট হইলে তাঁহার আগমনেই অসংখ্য সৈন্য নিহত, কম্পিত ও পতিত হইয়া থাকে। স্বর্গে সুরগণ নিরন্তর তাঁহারে নমস্কার করেন। যে সমস্ত স্বর্গ লাভোপযুক্ত ব্যক্তি এবং অন্যান্য মানবগণ সেই উমাপতি মহাদেবের অর্চ্চনা করিয়া থাকেন, তাঁহারা ইহলোকে সুখ সচ্ছন্দে কাল যাপন করিয়া পরলোকে সদ্গতি লাভ করেন, সন্দেহ নাই। অতএব হে অর্জ্জুন! তুমি সেই রুদ্র, নীলকণ্ঠ, সূক্ষ্ম, দীপ্ততম, কপর্দ্দী, করাল, পিঙ্গলাক্ষ, বরদ, যাম্য, রক্তকেশ, সদাচার-নিরত, শঙ্কর, কল্যাণকর, হরিনেত্র, স্থাণু, হরিকেশ, কৃশ, ভাস্কর, সুতীর্থ, দেবদেব, বেগবান, বহুরূপ, প্রিয়, প্রিয়বাসা, উষ্ণীষধর, সুবক্ত্র, বৃষ্টিকর্ত্তা, গিরিশ, প্রশান্ত, যতি, চীরবাসা, সুবর্ণালঙ্কতবাহু, উগ্র, দিক্‌পতি, পর্য্যন্যপতি, ভূতপতি, বৃক্ষ-পতি, গোপতি, বৃক্ষাবৃতদেহ, সেনানী, অন্তর্যামী, স্রুবহস্ত,

ধনুর্দ্ধর, ভার্গব, বিশ্বপতি, মুঞ্জবাসা, সহস্রমস্তক, সহস্রনয়ন, সহস্রবাহু ও সহস্র চরণ, ভূতভাবন ভগবান্‌কে নিরন্তর নমস্কার কর। যিনি বরদ, ভুবনেশ্বর, উমাপতি, বিরূপাক্ষ, দক্ষযজ্ঞ বিনাশন, প্রজাপতি, অনাকুল, ভূতপতি, অব্যয়, কপর্দ্দী, ব্রহ্মাদির ভ্রাময়িতা, প্রশস্তগর্ভ, বৃষধ্বজ, ত্রৈলোক্য সংহার সমর্থ, ধর্ম্মপতি, ধর্ম্মপ্রধান, ইন্দ্রাদির শ্রেষ্ঠ, বৃষাঙ্ক, ধার্ম্মিকগণের বহু ফলপ্রদ, সাক্ষাৎ ধর্ম্ম স্বরূপ, যোগধর্ম্মৈকগম্য, শ্রেষ্ঠ, প্রহরণধারী, ধর্ম্মাত্মা, মহেশ্বর, মহোদর, মহাকায়, দ্বীপিচর্ম্মবাসা, লোকেশ, বরদ, ব্রহ্মণ্য, ব্রাহ্মণপ্রিয়, ত্রিশূলপাণি, খড়্গচর্ম্মধারী, পিনাকী, লোকপতি ও ঈশ্বর, তুমি সেই দেবদেব মহাদেবের শরণাপন্ন হও। আমি সেই চীরবাসা শরণ্য ঈশান দেবের শরণাপন্ন হইলাম। সেই বৈশ্রবণ সখা, সুরেশ, সুবাসা, সুব্রত, সুধন্বা, প্রিয়ধন্বা, বাণ স্বরূপ, মৌর্ব্বী স্বরূপ, ধনুঃস্বরূপ, ধনুর্ব্বেদগুরু, উগ্রায়ুধ, দেব, সুরাগ্রগণ্য, বহুরূপ, বহু ধনুর্দ্ধর, স্থাণু, ত্রিপুরঘ্ন, ভয়নেত্রঘ্ন, বনস্পতির পতি, নরগণের পতি, মাতৃগণের পতি, গণপতি, গোপতি, যজ্ঞপতি, জলপতি, দেবপতি, পূষ্ণোদন্ত বিনাশন, ত্র্যম্বক, বরদ, হর, নীলকণ্ঠ ও স্বর্ণকেশ ভগবান্‌কে নমস্কার।

হে ধনঞ্জয়! এক্ষণে আমি আপনার জ্ঞান ও শ্রবণানুসারে তাঁহার দিব্য কর্ম্ম সমুদায় তোমার নিকট কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। তিনি কোপাবিষ্ট হইলে সুর, অসুর, গন্ধর্ব্ব ও রাক্ষসগণ পাতালগত হইয়াও পরিত্রাণ পায় না। পূর্ব্বে দক্ষরাজ যজ্ঞের সমুদায় সামগ্রী আহরণ করিয়া বিধি পূর্ব্বক যজ্ঞ আরম্ভ করিয়াছিলেন। মহাদেব কুপিত ও নির্দ্দয় হইয়া তাঁহার

যজ্ঞ ধ্বংস করত বাণ পরিত্যাগ পূর্ব্বক ভীষণ নিনাদ করিতে লাগিলেন। তখন সুরগণ কেহই শান্তিলাভে সমর্থ হইলেন না। তাঁহারা মহেশ্বরকে কুপিত ও সহসা যজ্ঞ বিনষ্ট দর্শন এবং তাঁহার জ্যানির্ঘোষ শ্রবণ করিয়া নিতান্ত ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন। তখন সমুদায় সুরাসুর নিপতিত ও মহাদেবের বশীভূত হইলেন। তৎকালে সলিলরাশি সংক্ষুব্ধ বসুন্ধরা কম্পিত, পর্ব্বত ও দিক্ সকল বিশীর্ণ এবং নাগগণ মোহিত হইতে লাগিল। গাঢ় অন্ধকার প্রাদুর্ভূত হওয়াতে সমুদায়ই অপ্রকাশিত হইল। সূর্য্য প্রভৃতি সমুদায় জ্যোতিঃপদার্থের প্রভা ধ্বংস হইয়া গেল। ঋষিগণ ভীত ও সংক্ষুব্ধ হইয়া আপনাদিগের ও অন্যান্য প্রাণিগণের মঙ্গলার্থ শান্তি কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতে লাগিলেন। ঐ সময় সূর্য্যদেব যজ্ঞীয় পুরোডাস্ ভক্ষণ করিতেছিলেন শঙ্কর হাস্য মুখে তাঁহার নিকট ধাবমান হইয়া তাঁহার দশনোৎ পাটন করিলেন। দেবগণ তদ্দর্শনে কম্পিতকলেবর হইয়া তাঁহার চরণে প্রণিপাত পূর্ব্বক যজ্ঞস্থল হইতে পলায়ন করিতে লাগিলেন। মহাদেব তাহাতেও ক্ষান্ত না হইয়া পুনরায় দেবগণের প্রতি স্ফুলিঙ্গ ও ধূমপূর্ণ সুনিশিত শরজাল সন্ধান করিলেন। তখন দেবগণ তাঁহারে প্রণাম করত তাঁহার নিমিত্ত বিশিষ্টরূপ যজ্ঞভাগ কল্পিত করিয়া তাঁহার শরণাপন্ন হইলেন। তখন কৈলাসনাথ কোপ পরিত্যাগ পূর্ব্বক সেই যজ্ঞ পুনঃস্থাপন করিলেন। হে অর্জ্জুন! সুরগণ সেই অবধি তাঁহার নিকট নিতান্ত ভীত হইয়া আছেন; অদ্যাপি তাঁহাদের ভয় দূরীভূত হয় নাই।

পূর্ব্বকালে স্বর্গে মহাবল পরাক্রান্ত অসুরগণের সুবর্ণ,

রৌপ্য ও লৌহ নির্ম্মিত তিনটি পুর ছিল। কমলাক্ষ, সুবর্ণময়, তারকাক্ষ, রজতময় ও বিদ্যুন্মালী লৌহময় পুর অধিকার করিত। দেবরাজ সমুদায় অস্ত্র দ্বারা ঐ পুরত্রয় ভেদ করিতে পারেন নাই। অনন্তর ইন্দ্রাদি দেবগণ মহাত্মা মহেশ্বরের শরণাপন্ন হইয়া তাঁহারে কহিলেন, হে প্রভো! এই ত্রিপুর নিবাসী অসুরত্রয় ব্রহ্মার বরে দর্পিত হইয়া লোককে নিতান্ত নিপীড়িত করিতেছে। হে দেবদেবেশ! আপনি ভিন্য আর কোন ব্যক্তি ইহাদিগের বিনাশ সাধনে সমর্থ হইবেন না। অতএব আপনি স্বয়ং ইহাদিগকে বিনাশ করুন, তাহা হইলে সর্ব্বকার্য্যে পশুগণ আপনার ভাগে নিয়োজিত হইবে।

হে অর্জ্জুন! দেবগণ এইরূপ কহিলে ভগবান্ ভূতভাবন তাঁহাদিগের হিতার্থ তাঁহাদের বাক্য স্বীকার করিলেন এবং সেই ত্রিপুর নিপাতনার্থ গন্ধমাদন ও বিন্ধ্যাচলকে বংশধ্বজ, সসাগরা ধরিত্রীরে রথ, নাগেন্দ্র অনন্তকে অক্ষ, সূর্য্য ও চন্দ্রমারে চক্র, এলাপত্র ও পুষ্পদন্তকে অক্ষকীলক, মলয়াচলকে যূপ, তক্ষককে যুগবন্ধন, ভূতগণকে যোক্ত্র, চারি বেদকে চারি অশ্ব উপবেদনিচয়কে কবিকা, সাবিত্রীরে প্রগ্রহ, ওঁকারকে প্রতোদ, ব্রহ্মারে সারথি, মন্দর পর্ব্বতকে গাণ্ডীব, বাসুকিরে গুণ, বিষ্ণুরে উৎকৃষ্ট শর, অগ্নিরে শল্য, অনিলকে শরপক্ষ, বৈবস্বত যমকে পুঙ্খ, চপলারে সিঞ্জিত ও সুমেরু পর্ব্বতকে ধ্বজ করিয়া সেই দিব্যরথে আরোহণ পুরঃসর এক অপ্রতিম ব্যূহ নির্ম্মাণ পূর্ব্বক দেবগণ ও ঋষিগণ কর্ত্তৃক সংস্তুত হইয়া সেই ব্যূহ মধ্যে অচলের ন্যায় সহস্র বৎসর অবস্থান করিলেন। পরিশেষে সেই পুরত্রয় অন্তরীক্ষে একত্র মিলিত

হইলে তিনি ত্রিপর্ব্বযুক্ত শল্যে উহা ভেদ করিলেন। তখন দানবগণ সেই ত্রিপুর বা ত্রিলোচনের প্রতি কিছুতেই দৃষ্টি-পাত করিতে সমর্থ হইল না। ঐ সময় সেই কালাগ্নি, বিষ্ণু ও সোমসংযুক্ত শল্য দ্বারা ত্রিপুর দগ্ধ হইতে আরম্ভ হইলে পার্ব্বতী বালকরূপধারী মহাদেবকে ক্রোড়ে লইয়া সেই পথ দর্শনার্থ সমাগত হইলেন। তিনি দেবগণের মনের ভাব অব-গত হইবার মানসে কহিলেন, হে দেবগণ! আমার ক্রোড়ে কে অবস্থান করিতেছে। তখন দেবরাজ ইন্দ্র দুর্দ্দৈবক্রমে সেই বালকের উপর অসূয়া পরবশ হইয়া অবজ্ঞা প্রকাশ পুর্ব্বক বজ্র নিক্ষেপে উদ্যত হইলেন। ভগবান ভূতনাথ তদ্দ-র্শনে ঈষৎ হাস্য করিয়া তাঁহার বজ্রসংযুক্ত বাহু স্তম্ভিত করিলেন। পুরন্দর এইরূপে সেই বালকরূপী মহাদেবের প্রভাবে স্তম্ভিতবাহু হইয়া সুরগণ সমভিব্যাহারে সত্বরে ব্রহ্মার সমীপে সমুপস্থিত হইলেন। তখন সুরগণ ব্রহ্মারে প্রণিপাত করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন, হে ব্রহ্মন্! আমরা পার্ব্বতীর ক্রোড়ে বালকরূপধারী এক অদ্ভুত জীবকে অবস্থিত দেখিয়া তাঁহার অভিবাদন করি নাই। বালক আমাদের সেই অপরাধে ক্রুদ্ধ হইয়া যুদ্ধ না করিয়াও অবলীলাক্রমে আমা-দিগকে পুরন্দরের সহিত পরাজিত করিয়াছেন। আমরা সেই বালকের বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করিতে আপনার নিকট আগমন করিয়াছি।

ব্রহ্মবিদগ্রগণ্য ব্রহ্মা দেবগণের সেই বাক্য শ্রবণানন্তর যোগ প্রভাবে সেই অমিততেজা বালককে ত্রিলোচন জানিতে পারিয়া ইন্দ্রাদি দেবগণকে কহিলেন, হে সুরগণ! সেই

বালক এই চরাচর জগতের প্রভু ভগবান্ ভূতভাবন মহেশ্বর। তাঁহা অপেক্ষা আর কিছুই শ্রেষ্ঠতর পদার্থ নাই। তোমরা পার্ব্বতীর ক্রোড়ে যাঁহারে নিরীক্ষণ করিয়াছ, তিনি সেই পার্ব্বতীর নিমিত্তই বালকরূপ ধারণ করিয়াছেন; অতএব চল, আমরা সকলে তাঁহার নিকট গমন করি। তিনি সর্ব্ব জনেশ্বর দেবাদিদেব মহাদেব। তোমরা সকলে সেই বালক সদৃশ ভুবনেশ্বরকে জ্ঞাত হইতে সমর্থ হও নাই।

লোকপিতামহ ব্রহ্মা দেবগণকে এই কথা বলিয়া মহেশ্বরের নিকট গমন ও তাঁহারে অবলোকন পূর্ব্বক সর্ব্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞান করিয়া বন্দনা করত কহিলেন, হে দেব! তুমি এই ভুবনের যজ্ঞ, গতি ও শ্রেষ্ঠতর ব্রত। তুমি ভব, তুমি মহাদেব, তুমি ধাম ও তুমিই পরম পদ। তুমি এই চরাচর বিশ্বে ব্যাপ্ত রহিয়াছ। হে ভগবন্! হে ভূতভব্যেশ! হে লোকনাথ! হে জগৎপতে! তুমি ক্রোধার্দ্দিত পুরন্দরের প্রতি কৃপাবলোকন কর।

হে অর্জ্জুন! ভগবান্ মহেশ্বর ব্রহ্মার বাক্য শ্রবণে প্রসন্নতা প্রদর্শনে উন্মুখ হইয়া অট্টহাস্য করিতে আরম্ভ করিলেন। ঐ সময় সুরগণ ভগবতী পার্ব্বতী ও রুদ্রদেবকে প্রসন্ন করিতে লাগিলেন। দক্ষযজ্ঞ বিনাশন দেবাদিদেব মহাদেব ও পার্ব্বতী দেবগণের স্তবে তাঁহাদের প্রতি প্রসন্ন হইলেন। দেবরাজ ইন্দ্রের বাহুও পুনরায় প্রকৃতিস্থ হইল। সেই রুদ্রদেবই শিব, অগ্নি ও সর্ব্ববেত্তা। তিনি ইন্দ্র, বায়ু, অশ্বিনীকুমার দ্বয় ও বিদ্যুৎ। তিনি ভব, পর্য্যন্য ও নিষ্পাপ। তিনি চন্দ্র, সূর্য্য, ঈষাণ ও বরুণ। তিনি কাল, অন্তক, মৃত্যু,

যম, রাত্রি ও দিবা। তিনি মাসার্দ্ধ, মাস, ঋতু সমূহ, সন্ধ্যাদ্বয় ও সম্বৎসর। তিনি ধাতা, বিধাতা, বিশ্বাত্মা বিশ্বকর্ম্মকারী। তিনি স্বয়ং অশরীরী হইয়াও সকল দেবগণের আকার স্বীকার করিয়া থাকেন। তিনি দেবগণের স্তবনীয়। তিনি এক প্রকার, বহুপ্রকার, শত প্রকার, সহস্র প্রকার ও শত সহস্র প্রকার। বেদপরায়ণ ব্রাহ্মণগণ কহিয়া থাকেন, যে, তাঁহার ঘোরা ও শিবা নামে দুই মূর্ত্তি আছে। ঐ মূর্ত্তি দ্বয় আবার বহু প্রকার হইয়া থাকে। অগ্নি, বিষ্ণু ও ভাস্করই তাঁহার ঘোরা মূর্ত্তি এবং সলিল, চন্দ্র ও জ্যোতিঃ পদার্থ সমুদায়ই তাঁহার সৌম্যা মূর্ত্তি। বেদাঙ্গ, উপনিষৎ, পুরাণ ও অধ্যাত্ম-নিশ্চয় মধ্যে যাহা নিতান্ত গূঢ় আছে, তাহাই দেব মহেশ্বর। তিনি বহুল ও জন্ম বিবর্জ্জিত।

হে অর্জ্জুন! সেই ভূতভাবন ভগবান্ শিব এই রূপ। আমি সহস্র বৎসরেও তাঁহার সমস্ত গুণ কীর্ত্তন করিতে সমর্থ নহি। সেই শরণাগতানুকম্পী দেবাদিদেব শরণাগত ব্যক্তি সর্ব্বগ্রহ গৃহীত ও সর্ব্বপাপ সমন্বিত হইলেও তাহার উপর প্রীত হইয়া তাহারে মুক্তি প্রদান করিয়া থাকেন। তিনি মনুষ্যদিগকে আয়ু, আরোগ্য, ঐশ্বর্য্য, বিত্ত ও সমগ্র অভিলাষ প্রদান এবং পুনরায় প্রত্যাহরণ করিয়া থাকেন। ইন্দ্রাদি দেবগণ মধ্যে তাঁহারই ঐশ্বর্য্য বিদ্যমান আছে। তিনি মনুষ্য-গণের শুভ ও অশুভ বিষয়ে ব্যাপৃত রহিয়াছেন। তিনি স্বীয় ঈশ্বরত্ব প্রভাবে সমুদায় অভিলষিত বিষয় লাভ করিতে পারেন। তিনি মহতের ঈশ্বর ও মহেশ্বর, তিনি বহুতর রূপ পরিগ্রহ করিয়া এই বিশ্বে ব্যাপ্ত রহিয়াছেন। তাঁহার

আস্যদেশ সমুদ্রে অধিষ্ঠিত হইয়া তোয়ময় হবি পান করত বড়বামুখ নামে কীর্ত্তিত হইতেছে। তিনি প্রতিনিয়ত শ্মশানে বাস করেন। মনুষ্যেরা সেই বীরস্থানে তাঁহার পূজা করিয়া থাকে। সেই ঈশ্বরের উজ্জ্বল ভয়ঙ্কর বহুতর রূপ আছে। মনুষ্যেরা ঐ সমস্ত রূপের উপাসনা ও বর্ণনা করিয়া থাকে। লোকে তাঁহার কার্য্যের মহত্ব ও বিভুত্ব প্রযুক্ত বহুতর সার্থক নাম কীর্ত্তন করে। বেদে তাঁহার শতরুদ্রীয় স্তব, অনন্ত রুদ্র মন্ত্র উল্লিখিত হইয়াছে। তিনি দিব্য ও মানুষ অভিলাষ সকল প্রদান করিয়া থাকেন। সেই বিভু এই বিশ্ব সংসারে ব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছেন। ব্রাহ্মণ ও মহর্ষিগণ তাঁহারে শ্রেষ্ঠ বলিয়া কীর্ত্তন করেন। তিনি দেবগণের আদি। তাঁহার আস্যদেশ হইতে হুতাশন প্রাদুর্ভূত হইয়াছে। তিনি নিরন্তর পশুপালন, পশুগণের সহিত ক্রীড়া ও পশুদিগের উপর আধিপত্য বিস্তার করেন, এই নিমিত্ত লোকে তাঁহারে পশুপতি বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকে। তাঁহার লিঙ্গ নিত্য ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিয়া অবস্থান করিতেছে এবং তিনি সতত লোক সকলকে উৎসবযুক্ত করেন, এই নিমিত্তই লোকে তাঁহারে মহেশ্বর বলিয়া কীর্ত্তন করে। ঋষি, দেবতা, অপ্সরা ও গন্ধর্ব্বগণ তাঁহার লিঙ্গের অর্চ্চনা করিয়া থাকেন। সেই লিঙ্গ উন্নতভাবে অবস্থিত আছে। উহা পূজিত হইলে মহেশ্বর আনন্দিত হইয়া থাকেন। ত্রিকাল মধ্যে মহাত্মা মহেশ্বরের স্থাবর জঙ্গমাত্মক বহুতর রূপ প্রতিষ্ঠিত আছে, এই নিমিত্তই তিনি বহুরূপ বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকেন। তিনি একাক্ষি দ্বারা জাজ্বল্যমান বা সর্ব্বত অক্ষিময় হইয়া অবস্থান করিতে-

ছেন। তিনি ক্রোধাবিষ্ট হইয়া লোক মধ্যে প্রবেশ করিয়াছেন, এই নিমিত্ত লোকে তাঁহারে সর্ব্ব বলিয়া কীর্ত্তন করিয়া থাকে। তিনি ধূম্ররূপ, এই নিমিত্ত ধূর্জটি বলিয়া প্রসিদ্ধ এবং তাঁহাতে বিশ্বদেব অবস্থান করিতেছেন বলিয়া তিনি বিশ্বরূপ নামে প্রখ্যাত হইয়াছেন। তিনি সর্ব্বকার্য্যে অর্থ সকল পরিবর্দ্ধিত ও মনুষ্যগণের মঙ্গল অভিলাষ করেন, এই নিমিত্ত শিবনামে প্রসিদ্ধ আছেন। তিনি সহস্রাক্ষ, অযুতাক্ষ ও সর্ব্বত অক্ষিমৎ। তিনি এই মহৎ বিশ্বকে প্রতিপালন করিতেছেন, এই নিমিত্ত লোকে তাঁহারে মহাদেব বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকে। সেই ভুবনেশ্বর ত্রিলোক প্রতিপালন করিতেছেন বলিয়া ত্র্যম্বক নামে বিখ্যাত হইয়াছেন। তিনি প্রাণের উৎপত্তি ও স্থিতির কারণ এবং সমাধি দ্বারা সাক্ষিরূপ হইয়াও অবিকৃত রহিয়াছেন বলিয়া লোকে তাঁহারে স্থাণু নামে কীর্ত্তন করিয়া থাকে। চন্দ্র ও সূর্য্যের আকাশকীর্ণ তেজোরাশি তাঁহার কেশস্বরূপ হওয়াতে তিনি ব্যোমকেশ নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছেন। কপি শব্দের অর্থ শ্রেষ্ঠ ও বৃষ শব্দের অর্থ ধর্ম্ম। মহাত্মা মহাদেব শ্রেষ্ঠ ও ধর্ম্ম স্বরূপ বলিয়া বৃষাকপি নামে বিখ্যাত আছেন। তিনি ব্রহ্মা, ইন্দ্র, বরুণ, যম ও কুবেরকে নিগ্রহ করিয়া সংহার করেন বলিয়া লোকে তাঁহারে হর নামে কীর্ত্তন করে। তিনি উন্মীলিত নেত্রদ্বয় হইতে বলপূর্ব্বক ললাটে নয়ন সৃষ্টি করিয়াছেন, এই নিমিত্ত ত্র্যম্বক নামে কথিত হইয়া থাকেন। তিনি কি পাপাত্মা কি পুণ্যশীল সমুদয় শরীরীর শরীরে সমভাবে প্রাণ, অপান প্রভৃতি পাঁচ প্রকার বায়ুরূপে অবস্থান করিতেছেন। যিনি মহাদেবের বিগ্রহপূজা

ও লিঙ্গার্চ্চন করেন, তাঁহার নিত্য লক্ষ্মী লাভ হয়। তাঁহার কেবল এক পদ অগ্নিময় ও অন্য পদ সোমময়, এমন নহে, সমুদায় শরীরেই অর্দ্ধাংশ অগ্নিময় ও অর্দ্ধাংশ সোমময় বলিয়া কথিত আছে। তাঁহার অগ্নিময় দেহ দেবগণ ও মনুষ্যগণ অপেক্ষা অধিক দীপ্তিমান্। মহাত্মা মহাদেবের যে মঙ্গল-দায়িনী মূর্ত্তি আছে, তিনি সেই মূর্ত্তি ধারণ পূর্ব্বক ব্রহ্মচর্য্যানুষ্ঠান এবং তাঁহার যে ঘোরতর মূর্ত্তি আছে, তাহা ধারণ পূর্ব্বক সকলকে সংহার করেন। তিনি দহনশীল, তীক্ষ্ণ, উগ্র, প্রতাপশালী, এবং মাংস, শোণিত ও মজ্জা ভোজী বলিয়া রুদ্র নামে উক্ত হইয়া থাকেন।

হে অর্জ্জুন! তুমি সংগ্রাম কালে যে পিনাকধারী দেবদেব মহাদেবকে তোমার অগ্রভাগে অবস্থিত ও শত্রু সংহারে প্রবৃত্ত দেখিয়াছ, এই তাঁহারই গুণ কীর্ত্তন করিলাম। তুমি সিন্ধুরাজ বধে প্রতিজ্ঞারূঢ় হইলে কৃষ্ণ তাঁহারেই তোমায় স্বপ্নে প্রদর্শিত করিয়াছিলেন। ঐ ভগবান্ই সংগ্রামে তোমার অগ্রে অগ্রে গমন করিয়া থাকেন। তুমি যাঁহার প্রদত্ত অস্ত্রের প্রভাবে দানবগণকে নিপাতিত করিয়াছ; তোমার নিকট সেই দেবদেবের ধন্য যশস্য আয়ুষ্য পরম পবিত্র বেদসম্মিত শতরুদ্রীয় ব্যাখ্যা করিলাম। যে ব্যক্তি সর্ব্বদা এই সর্ব্বার্থ সাধক সর্ব্বপাপ বিনাশন ভয়দুঃখ নিবারণ পবিত্র চতুর্ব্বিধ স্তোত্র শ্রবণ করে, সে সমুদায় শত্রুগণকে পরাজয় করিয়া শিবলোকে পূজিত হয়। যে মনুষ্য সর্ব্বদা যত্নবান্ হইয়া মহাত্মা মহাদেবের মঙ্গলপ্রদ সাংগ্রামিক দিব্য চরিত ও শত-রুদ্রীয় পাঠ বা শ্রবণ পূর্ব্বক বিশ্বেশ্বরের প্রতি ভক্তি প্রদর্শন

করে ত্রিনয়ন প্রসন্ন হইয়া তাঁহারে অভিলষিত বর প্রদান করেন। হে অর্জ্জুন! তুমি এক্ষণে গমন পূর্ব্বক সংগ্রামে প্রবৃত্ত হও। জনার্দ্দন যাহার পার্শ্বস্থ মন্ত্রী ও রক্ষিতা, তাহার পরাজয় সম্ভাবনা কখনই নাই।

হে মহারাজ! পরাশর তনয় ব্যাসদেব সংগ্রামস্থলে অর্জ্জুনকে এই কথা বলিয়া স্ব স্থানে প্রস্থান করিলেন।

হে রাজন! এইরূপে মহাবল পরাক্রান্ত দ্রোণাচার্য্য পাঁচ দিন ঘোরতর যুদ্ধ করিয়া কলেবর পরিত্যাগ পূর্ব্বক ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হইলেন। বেদাধ্যয়নে যে ফল, এই দ্রোণ পর্ব্ব অধ্যয়নেও সেই ফল লাভ হয়। এইপর্ব্বে নির্ভয় ক্ষত্রিয়গণের যশ বর্ণিত এবং অর্জ্জুন ও বাসুদেবের জয় কীর্ত্তিত হইয়াছে। এই পর্ব্ব প্রত্যহ পাঠ বা শ্রবণ করিলে মহাপাপলিপ্ত পুরুষও পাপমুক্ত হইয়া মঙ্গল লাভ করিতে পারে। ইহা শ্রবণ ও পাঠে ব্রাহ্মণগণের যজ্ঞফল লাভ, ক্ষত্রিয়গণের ঘোর সংগ্রামে বিজয় লাভ এবং বৈশ্য ও শূদ্রের ধন পুত্রাদি অভিলষিত বিষয় লাভ হয়, সন্দেহ নাই।

নারায়ণাস্ত্র মোক্ষ পর্ব্ব সমাপ্ত।

দ্রোণপর্ব্ব সম্পূর্ণ।

বিজ্ঞাপন।

আসিয়াটিক্ সোসাইটির মুদ্রিত ও মৃত বাবু আশুতোষ দেবের পুস্তকালয়স্থ হস্ত লিখিত আর এক খানি মূল মহাভারত দৃষ্টে এই পুস্তক সঙ্কলিত হইল।

ভূমিকা।

মহাভারতীয় দ্রোণপর্ব্ব, দ্রোণাভিষেক, সংশপ্তক বধ, অভিমন্যু বধ, প্রতিজ্ঞা, জয়দ্রথ বধ, ঘটোৎকচ বধ, দ্রোণবধ ও নারায়ণাস্ত্র মোক্ষ এই কএকটি পর্ব্বে বিভক্ত। ক্ষত্রিয় প্রধান কুরু সেনাপতি ভীষ্ম শর শয্যায় শয়ান হইলে মহারাজ দুর্য্যোধন দ্রোণাচার্য্যকে সেনাপতি পদে প্রতিষ্ঠিত করেন। মহাবীর দ্রোণ পাঁচ দিবস ঘোরতর সংগ্রাম করিয়া পাণ্ডব পক্ষীয় বহুল বল ও ভূপালগণকে বিনাশ করিয়াছিলেন। পরিশেষে অশ্বত্থামার মিথ্যা মৃত্যু সংবাদে সাতিশয় বিষণ্ণ ও অস্ত্র শস্ত্র পরিত্যাগ পূর্ব্বক যুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত হইলে দ্রুপদাত্মজ ধৃষ্টদ্যুম্ন তাঁহার শিরশ্ছেদন করেন। তিনি কৌরব পাণ্ডব ও অন্যান্য ভূপালগণকে অস্ত্রবিদ্যায় উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন। তাঁহার তুল্য তৎকালে আর কেহই অস্ত্রবিদ্যায় পারদর্শী ছিল না। অর্জ্জুন প্রভৃতি কএকটি মহাবীরই তাঁহার গুণ গরিমার সবিশেষ পরিচয় প্রদান করিয়াছেন।

পূর্ব্বতন হিন্দুদিগের যুদ্ধপ্রণালী কিরূপ এবং তাঁহারা কিরূপ নিয়মের অনুবর্ত্তী হইয়া যুদ্ধ করিতেন, দ্রোণপর্ব্ব পাঠ করিলে তাহা বিলক্ষণ হৃদয়ঙ্গম হইয়া থাকে। তৎকালে যেরূপ কৌশলে ব্যূহ প্রস্তুত হইত, তাহা আজিও অনেক ইউরোপীয় সুসভ্য সেনাপতিদিগের নিতান্ত বিস্ময়াবহ হইয়া থাকে। মহাবীর আলেক্‌জাণ্ডর ব্যূহ রচনার অনেক উন্নতি সাধন করিয়া যান এবং তন্নির্দ্দিষ্ট প্রণালী অবলম্বন করিয়া এখনও ইউরোপ ও অন্যান্য দেশ বাসীরা ব্যূহ প্রস্তুত করিয়া থাকেন। ঐ সমস্ত ব্যূহ নিরীক্ষণ করিলে ইহা স্পষ্টই প্রতিপন্ন হইয়া থাকে যে, ভারতবর্ষ হইতেই ঐ সমুদায় পরিগৃহীত হইয়া কোন কোন অংশ পরিবর্দ্ধিত, কোন কোন অংশ পরিত্যক্ত ও কোন কোন অংশ অবিকল নীত হই-

য়াছে। যাহা হউক, পূর্ব্বতন হিন্দুরা যে সর্ব্বাগ্রে ব্যূহ রচনার নিয়ম পরিশুদ্ধ করিয়াছিলেন, তদ্বিষয়ে আর কোন সন্দেহ নাই।

পূর্ব্বকালে লোকের সত্যের উপর কতদূর নির্ভর ছিল এবং মিথ্যা বাক্য প্রয়োগ করিলে তিনি জনসমাজে কিরূপ অনাদৃত হইতেন, এই দ্রোণপর্ব্ব পাঠ করিলে তাহা সবিশেষ বিদিত হওয়া যায়। ফলত যিনি জ্ঞানোপার্জ্জন করিবেন, এই দ্রোণপর্ব্বই তাঁহার পাঠ্য এবং যিনি যুদ্ধ কৌশল অবগত হইবেন, এই দ্রোণপর্ব্বই তাঁহার একমাত্র অবলম্বন। মহাকবি ব্যাস সুকৌশলে এই দুইটি বিষয় ইহাতে সন্নিবেশিত করিয়া গিয়াছেন। ক্ষত্রিয়গণ যুদ্ধকালে পিতা পুত্র বা ভ্রাতৃগণকে সম্মুখে নিহত দর্শন করিয়াও কিরূপ অধ্যবসায় সহকারে যুদ্ধ করিতেন, এই দ্রোণপর্ব্ব পাঠ করিলেই তাহা সম্পূর্ণ হৃদয়ঙ্গম হইবে, সন্দেহ নাই।

শ্রীকালীপ্রসন্ন সিংহ।

সারস্বতাশ্রম, ১৭৮৫ শক।

মহাভারতীয় দ্রোণ পর্ব্বের সূচিপত্র।

দ্রোণ পর্ব্বের সূচিপত্র সম্পূর্ণ।

পুরাণ সংগ্রহ।

মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস প্রণীত

মহাভারত

কর্ণ পর্ব্ব।

কালীপ্রসন্ন সিংহ মহোদয় কর্ত্তৃক মূল সংস্কৃত হইতে
বাঙ্গালা ভাষায় অনুবাদিত।

শ্রীনবীনচন্দ্র মুখোপাধ্যায় এবং কোং কর্ত্তৃক পুনঃ প্রকাশিত।

"এই কর্ণ পর্ব্ব পাঠ করিলে ব্রাহ্মণের বেদ লাভ, ক্ষত্রিয়ের বল ও যুদ্ধে জয়
লাভ হইয়া থাকে। বৈশ্যের প্রভূত ধন লাভ এবং শূদ্রের আরোগ্য
লাভ হয়। এই পর্ব্বে সনাতন ভগবান্ নারায়ণের মাহাত্ম্য কীর্ত্তিত
হইয়াছে। অতএব যে ব্যক্তি এই কর্ণ পর্ব্ব পাঠ বা শ্রবণ করি-
বেন, তাঁহার সকল মনোরথ পূর্ণ হইবে, সন্দেহ নাই।
ব্যাসদেবের এই কথা কদাচ মিথ্যা হইবার নহে। এক
বৎসর নিরন্তর সবৎসা ধেনু প্রদান করিলে যে
পুণ্য লাভ হয়, এই কর্ণ পর্ব্ব শ্রবণেও সেই
পুণ্য হইয়া থাকে।"

মহাভারত।

সারস্বত যন্ত্র।

কলিকাতা,—পাথুরিয়াঘাটা ব্রজদুলালের ষ্ট্রীট নং ৩।

সম্বৎ ১৯২৯।

শ্রীকৃষ্ণপ্রসাদ মজুমদার কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

মহাভারত

কর্ণ পর্ব্ব।

প্রথম অধ্যায়।

নারায়ণ, নরোত্তম নর ও দেবী সরস্বতীরে নমস্কার করিয়া জয় উচ্চারণ করিবে।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! এইরূপে মহাবীর দ্রোণ নিহত হইলে দুর্য্যোধন প্রভৃতি মহীপালগণ একান্ত বিমনায়মান হইয়া অশ্বত্থামার সন্নিধানে গমন করিলেন। তৎকালে মোহ প্রভাবে তাঁহাদিগের তেজ প্রতিহত হইয়া গিয়াছিল। তাঁহারা দ্রোণের নিমিত্ত নিতান্ত শোকাকুল হইয়া অশ্বত্থামারে পরিবেষ্টন পূর্ব্বক উপবেশন করিলেন এবং শাস্ত্র বিহিত যুক্তি স্মরণ পূর্ব্বক মুহূর্ত্তকাল আশ্বস্ত হইয়া রজনী উপস্থিত হইলে স্ব স্ব শিবিরে সমাগত হইলেন। তথায় তাঁহারা সেই ঘোরতর হত্যাকাণ্ড স্মরণ করত শোক ও দুঃখে নিতান্ত কাতর হইয়া কিছুতেই সুখলাভে সমর্থ হইলেন না। ঐ রজনীতে মহাবীর সূতপুত্র, রাজা দুর্য্যোধন, দুঃশাসন ও মহাবল সুবলনন্দন ইহাঁরা সকলেই দুর্য্যোধনের আবাসে অবস্থান করিলেন। তাঁহারা পূর্ব্বে দ্যূতক্রীড়া কালে দ্রৌপদীরে যে বলপূর্ব্বক সভায় আনয়ন ও পাণ্ডবগণকে অশেষ বিধ ক্লেশ

প্রদান করিয়াছিলেন, এক্ষণে তৎ সমুদায় স্মৃতিপথে সমুদিত হওয়াতে তাঁহাদের দুঃখ ও উৎকণ্ঠার আর পরিসীমা রহিল না। সেই রজনী তাঁহাদের শত বৎসরের ন্যায় বোধ হইতে লাগিল। এইরূপে কৌরব পক্ষীয় ক্ষত্রিয়গণ অতি কষ্টে সেই যামিনী অতিবাহিত করিলেন।

অনন্তর প্রভাত কালে কৌরবগণ বিধি বিহিত অবশ্য-কর্ত্তব্য কার্য্যকলাপ নির্ব্বাহ করিয়া আশ্বস্ত চিত্তে ভাগ্যের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করত সৈন্যগণকে যুদ্ধার্থ সুসজ্জিত হইতে আদেশ প্রদান করিলেন এবং কর্ণকে সেনাপতি পদে প্রতিষ্ঠিত করিয়া হস্তে মাঙ্গল্য সূত্র বন্ধন এবং দধি পাত্র, ঘৃত, অক্ষত, নিষ্ক, গো, হিরণ্য ও মহামূল্য বসন দ্বারা ব্রাহ্মণগণকে অর্চ্চন পূর্ব্বক যুদ্ধার্থ নির্গত হইলেন। তখন সূত, মাগধ ও বন্দিগণ মহাবীর কর্ণকে, জয়লাভ হউক, বলিয়া আশীর্ব্বাদ করিতে লাগিল। এ দিকে পাণ্ডবেরাও প্রভাতোচিত ক্রিয়া-কলাপ নির্ব্বাহ করিয়া অবিলম্বে যুদ্ধার্থ শিবির হইতে নির্গত হইলেন। অনন্তর পরস্পর জিগীষাপরবশ কৌরব ও পাণ্ডব-গণের লোমহর্ষণ তুমুল সংগ্রাম আরম্ভ হইল। কর্ণ কৌরব-গণের সেনাপতি হইলে দুই দিবস কৌরব ও পাণ্ডবগণের অতি আশ্চর্য্য ঘোরতর সংগ্রাম হইয়াছিল। মহাবীর কর্ণ ঐ দুই দিনের মধ্যে বহু সংখ্য শত্রু বিনাশ করিয়া ধৃতরাষ্ট্র-তনয়গণের সমক্ষেই অর্জ্জুন-শরে কলেবর পরিত্যাগ করি-লেন। মহামতি সঞ্জয় তদ্দর্শনে অবিলম্বে হস্তিনাপুরে গমন করিয়া মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রকে কুরুক্ষেত্রের সমর সংবাদ প্রদানে প্রবৃত্ত হইলেন।

জনমেজয় কহিলেন, হে ব্রহ্মন্! বৃদ্ধ রাজা ধৃতরাষ্ট্র ভীষ্ম ও দ্রোণকে নিহত শ্রবণ করিয়া নিতান্ত দুঃখিত হইয়াছিলেন; এক্ষণে দুর্য্যোধনের হিতানুষ্ঠান পরায়ণ মহাবীর কর্ণের বিনাশ বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া কি রূপে প্রাণ ধারণ করিলেন? তিনি যে কর্ণের বলবীর্য্যের উপর নির্ভর করিয়া পুত্রগণের বিজয়লাভের আসংশা করিতেন, সেই মহাবীর বিনষ্ট হইলে কিরূপে জীবন ধারণে সমর্থ হইলেন? তিনি এই একান্ত শোকাবহ বিষয়েও জীবন পরিত্যাগ করেন নাই বলিয়া আমার বোধ হইতেছে যে, মনুষ্য অতি কৃচ্ছ্রদশায় নিপতিত হইলেও কোনমতে মৃত্যুমুখে নিপতিত হইতে অভিলাষ করে না। মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র কর্ণ, ভীষ্ম, বাহ্লীক, দ্রোণ, সোমদত্ত, ভূরিশ্রবা এবং অন্যান্য অসংখ্য সুহৃৎ ও পুত্র পৌত্রগণের নিধন বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়াও যখন জীবিত রহিলেন, তখন স্পষ্টই বোধ হইতেছে যে, প্রাণ পরিত্যাগ করা নিতান্ত দুষ্কর। হে তপোধন! এক্ষণে আপনি এই সমস্ত বৃত্তান্ত সবিস্তরে কীর্ত্তন করুন। পূর্ব্ব পুরুষগণের অতি বিচিত্র চরিত্র শ্রবণ করিয়া কিছুতেই আমার তৃপ্তি লাভ হইতেছে না।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! মহাবীর কর্ণ বিনষ্ট হইলে মহামতি সঞ্জয় রজনীযোগে উদ্বিগ্ন মনে বায়ুবেগগামী অশ্বসমুদায় সঞ্চালন পূর্ব্বক সত্বরে হস্তিনা নগরীতে গমন করিয়া রাজা ধৃতরাষ্ট্রের সন্নিধানে সমুপস্থিত হইলেন এবং সেই হততেজা কুরুরাজকে নিরীক্ষণ পূর্ব্বক কৃতাঞ্জলিপুটে

তাঁহার পাদ বন্দন ও ন্যায়ানুসারে সৎকার করিয়া অতি কষ্ট সহকারে কহিতে লাগিলেন, মহারাজ! আমি সঞ্জয়। কেমন, আপনি ত সুখে আছেন? আপনি আপনার দোষে ঘোরতর বিপদে নিপতিত হইয়া ত বিমোহিত হন নাই? বিদুর, দ্রোণ, ভীষ্ম, কেশব এবং রাম, নারদ ও কর্ণ প্রভৃতি মহর্ষিগণ আপনারে সভামধ্যে হিতোপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন; কিন্তু তৎকালে আপনি তাহাতে কর্ণপাতও করেন নাই। এক্ষণে কি তৎসমুদায় স্মরণ করিয়া ব্যথিত হইতেছেন না? ভীষ্ম ও দ্রোণ প্রভৃতি আপনার সুহৃদ্গণ আপনার হিতানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইয়া শত্রু হস্তে নিহত হইয়াছেন, ইহা স্মরণ করিয়া কি আপনার মন ব্যথিত হইতেছে না?

রাজা ধৃতরাষ্ট্র সঞ্জয়ের বাক্য শ্রবণ করিয়া দুঃখিত মনে দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন, হে সঞ্জয়! দিব্যাস্ত্রবেত্তা মহাবীর ভীষ্ম ও দ্রোণ নিহত হইয়াছেন শ্রবণ করিয়া আমার অন্তঃকরণ অতিশয় ব্যাকুল হইয়াছে। যিনি প্রতিদিন দশ সহস্র রথীর প্রাণ সংহার করিয়াছেন, সেই ভীষ্ম পাণ্ডব-সুরক্ষিত শিখণ্ডীর হস্তে নিহত হইয়াছেন শ্রবণ করিয়া আমার অন্তঃকরণ নিতান্ত কাতর হইতেছে। ভৃগুনন্দন রাম বাল্যকালে যাঁহারে ধনুর্ব্বেদে উপদেশ ও দিব্যাস্ত্র প্রদান করিয়াছিলেন, যাঁহার অনুগ্রহে পাণ্ডবগণ ও অন্যান্য মহীপালগণ মহারথ বলিয়া প্রসিদ্ধ হইয়াছেন, সেই সত্যসন্ধ মহাধনুর্দ্ধর দ্রোণ ধৃষ্টদ্যুম্নের হস্তে কলেবর পরিত্যাগ করিয়াছেন শ্রবণ করিয়া আমার অন্তঃকরণ অতিশয় ব্যাকুল হইয়াছে। এই ভূমণ্ডলে যাঁহাদের তুল্য চতুর্বিধ অস্ত্রে পারদর্শী

আর কেহই নাই, সেই বীরবরাগ্রগণ্য ভীষ্ম ও দ্রোণ কাল কবলে নিপতিত হইয়াছেন, শ্রবণ করিয়া আমার অন্তঃকরণ নিতান্ত ব্যথিত হইতেছে। হে সঞ্জয়! ত্রৈলোক্যে যাঁহার তুল্য অস্ত্রবেত্তা আর কেহই নাই সেই দ্রোণাচার্য্য নিহত হইলে আমার পক্ষীয়েরা কিরূপ অনুষ্ঠান করিল? মহাবীর ধনঞ্জয়ের বিক্রমে সংশপ্তক সৈন্যগণ বিনষ্ট, দ্রোণ পুত্রের নারায়ণাস্ত্র প্রতিহত ও অন্যান্য সৈন্যগণ পলায়িত হইলে কৌরবেরা কি কার্য্যের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইল? আমার বোধ হইতেছে, উহারা দ্রোণের নিধনানন্তর অর্ণব মধ্যস্থ নৌকার ন্যায় শোক-সাগরে নিমগ্ন ও পলায়িত হইয়াছে। হে সঞ্জয়! সৈন্যগণ পলায়ন পরায়ণ হইলে কর্ণ, ভোজরাজ কৃতবর্ম্মা, মদ্ররাজ শল্য, অশ্বত্থামা, কৃপ এবং দুর্য্যোধন প্রভৃতি আমার অবশিষ্ট আত্মজগণের মুখবর্ণ কিরূপ হইল? তুমি এক্ষণে এই সমস্ত বৃত্তান্ত এবং পাণ্ডব পক্ষীয় ও অস্মৎ পক্ষীয় বীরগণের পরা-ক্রম কীর্ত্তন কর।

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! আপনার অপরাধ বশত কৌরব-গণের যে রূপ দুর্দ্দশা উপস্থিত হইয়াছে, তাহা শ্রবণ করিয়া আপনি ব্যথিত হইবেন না। পণ্ডিত ব্যক্তি দৈব দুর্ঘটনায় অনুতাপ করেন না। মনুষ্যগণের অভিলষিত অর্থ লাভ দৈবায়ত্ত। অতএব ইষ্টের অপ্রাপ্তি বা অনিষ্ট প্রাপ্তি নিবন্ধন শোক করা পণ্ডিতের কর্ত্তব্য নহে। ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে সঞ্জয়! আমি স্বীয় অশুভ ঘটনা শ্রবণে সমধিক ব্যথিত হই না। দৈবই আমার অনিষ্টের কারণ অতএব তুমি নিঃসন্দিগ্ধ চিত্তে সমুদায় বৃত্তান্ত কীর্ত্তন কর।

তৃতীয় অধ্যায়।

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! মহাধনুর্দ্ধর দ্রোণাচার্য্য নিপাতিত হইলে আপনার মহারথ পুত্রগণ বিষণ্ণ, ম্লান বদন ও বিচেতন প্রায় হইলেন। তাঁহারা সকলেই শস্ত্র ধারণ পূর্ব্বক শোকার্ত্ত-চিত্তে অবাঙ্মুখে পরস্পরকে অবলোকন করিতে লাগিলেন। কেহ কাহারে কিছুই কহিতে সমর্থ হইলেন না সৈনিকগণ তাঁহাদিগকে নিতান্ত ব্যথিত দেখিয়া বিষণ্ণ মনে ঊর্দ্ধদৃষ্টি হইয়া রহিল। দ্রোণ-বিনাশ দর্শনে তাহাদিগের হস্ত হইতে শোণিতাক্ত শস্ত্র সমুদায় ভ্রষ্ট হইতে লাগিল। হে মহারাজ! অস্ত্র সমুদায় সৈন্যগণের হস্তে লম্বমান থাকাতে নভোমণ্ডলস্থ নক্ষত্র জালের ন্যায় বোধ হইতে লাগিল।

তখন রাজা দুর্য্যোধন স্বীয় সৈনিকগণকে নিশ্চেষ্ট ও মৃতকল্প দেখিয়া কহিলেন, হে বীরগণ! আমি তোমাদেরই বাহুবল আশ্রয় করিয়া পাণ্ডবগণের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছি; কিন্তু এক্ষণে ভারদ্বাজ নিহত হওয়াতে আমাদের সংগ্রাম নিতান্ত বিষণ্ণের ন্যায় লক্ষিত হইতেছে। যুদ্ধেই যোধগণের মৃত্যু হইয়া থাকে। সমর প্রবৃত্ত বীর পুরুষের জয় লাভ বা মৃত্যু হয়, ইহা বিচিত্র নহে। অতএব তোমরা চতুর্দ্দিক্ হইতে সংগ্রামে প্রবৃত্ত হও। ঐ দেখ মহাবল মহাত্মা কর্ণ শরাসন ও দিব্যাস্ত্র ধারণ পূর্ব্বক সমরে বিচরণ করিতেছেন। কুন্তিপুত্র ধনঞ্জয় যাঁহার ভয়ে মৃগেন্দ্র ভীত ক্ষুদ্র মৃগের ন্যায় সতত প্রতিনিবৃত্ত হয়; যিনি মানুষ যুদ্ধেই অযুত নাগ তুল্য পরাক্রমশালী ভীমসেনকে তদ্রূপ দুরবস্থাপন্ন করিয়াছিলেন; এবং যিনি অমোঘ শক্তি দ্বারা দিব্যাস্ত্রবেত্তা মায়াবী ঘটোৎ-

কচকে নিপাতিত করিয়াছেন ; অদ্য সেই দুর্ব্বার বীর্য্য সত্য-সন্ধ মহাবীরের অক্ষয্য বাহুবল সন্দর্শন কর। পাণ্ডবেরাও বিষ্ণু ও বাসবের ন্যায় অশ্বত্থামা ও কর্ণের পরাক্রম দর্শন করুক। তোমরা সকলেই বীর্য্যবান্ ও কৃতাস্ত্র। তোমাদের মিলিত হইবার কথা দূরে থাকুক, তোমরা প্রত্যেকেই সসৈন্য পাণ্ডুপুত্র দিগকে নিপাতিত করিতে পার। হে মহারাজ! মহাবীর দুর্য্যোধন সৈন্যগণকে এই কথা কহিয়া ভ্রাতৃগণে পরিবৃত হইয়া কর্ণকে সেনাপতি পদে অভিষিক্ত করিলেন। রণদুর্ম্মদ মহারথ কর্ণ সৈনাপত্য প্রাপ্ত হইয়া সিংহনাদ পরিত্যাগ পূর্ব্বক যুদ্ধ করত সৃঞ্জয়, পাঞ্চাল, কৈকয় ও বিদেহগণকে নিপীড়িত করিতে লাগিলেন। তাঁহার শরাসন হইতে ভ্রমর পংক্তির ন্যায় শত শত শরধারা প্রাদুর্ভূত হইতে লাগিল। হে মহারাজ! মহাবীর সূতপুত্র এইরূপে পরাক্রান্ত পাঞ্চাল ও পাণ্ডবগণকে নিপীড়িত এবং সহস্র সহস্র যোধগণকে নিপাতিত করিয়া পরিশেষে অর্জ্জুন হস্তে নিহত হইয়াছেন।

চতুর্থ অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে মহারাজ! অম্বিকানন্দন ধৃতরাষ্ট্র কর্ণের নিধন বার্ত্তা শ্রবণ করিবামাত্র অপার শোক সাগরে অবগাহন পূর্ব্বক দুর্য্যোধনকে নিহত বোধ করত-বিহ্বল ও বিচেতন হইয়া বিসংজ্ঞ মাতঙ্গের ন্যায় ধরাতলে নিপতিত হইলেন। রাজা ভূতলে পতিত হইলে অন্তঃপুরচারিণী মহিলাগণের আর্ত্তনাদে পৃথিবী পরিপূর্ণ হইল। ভরতকুলকামিনীগণ ঘোরতর শোকার্ণবে নিমগ্ন ও নিতান্ত ব্যাকুলিত হইয়া রোদন করিতে লাগিল। তখন গান্ধারী ও

অন্যান্য মহিলাগণ রাজার নিকট আগমন পূর্ব্বক সংজ্ঞা শূন্য হইয়া ভূতলে নিপতিত হইলেন। মহামতি সঞ্জয় সেই শোকমূর্চ্ছিত বাষ্পপরিপূর্ণ কামিনীগণকে আশ্বাস প্রদান করিতে লাগিলেন। মহিলাগণ সঞ্জয়ের বাক্যে সমাশ্বস্ত হইয়া বায়ু চালিত কদলীর ন্যায় বারংবার কম্পিত হইতে লাগিল। মহাত্মা বিদুর প্রজ্ঞাচক্ষু মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রের শরীরে জল সেচন পূর্ব্বক তাঁহারে আশ্বাস প্রদান করিতে আরম্ভ করিলেন। রাজা ক্রমে ক্রমে সংজ্ঞা লাভ পূর্ব্বক রমণীগণকে সমাগত জানিয়া নিতান্ত উন্মত্তের ন্যায় তুষ্ণীম্ভূত হইয়া রহিলেন। তৎপরে তিনি বহুক্ষণ চিন্তা করিয়া বারংবার দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক স্বীয় পুত্রগণের নিন্দা ও পাণ্ডবগণের ভূয়সী প্রশংসা করিলেন এবং শকুনির ও আপনার বুদ্ধির নিন্দা করিয়া অনেকক্ষণ চিন্তা করত মুহুর্মুহুঃ কম্পিত হইতে লাগিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে তিনি ধৈর্য্যাবলম্বন পূর্ব্বক স্থিরচিত্তে পুনরায় সঞ্জয়কে জিজ্ঞাসা করিলেন, হে গবল্‌গণনন্দন! তুমি যাহা কহিলে, সমুদায় শ্রবণ করিলাম। আমার পুত্র রাজ্য কামুক দুর্য্যোধন ত জয় লাভে নিরাশ হইয়া প্রাণত্যাগ করে নাই? তুমি পুনরায় আমার নিকট উহা যথার্থ স্বরূপ কীর্ত্তন কর।

মহামতি সঞ্জয় ধৃতরাষ্ট্র কর্ত্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া কহিলেন, মহারাজ! মহারথ কর্ণ স্বীয় পুত্র ও ভ্রাতৃগণ সমভিব্যাহারে কাল কবলে নিপতিত হইয়াছেন। যশস্বী ভীমসেন সমরে দুঃশাসনকে নিপাতিত করিয়া ক্রোধভরে তাঁহার শোণিত পান করিয়াছেন।

পঞ্চম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! অম্বিকানন্দন ধৃতরাষ্ট্র সঞ্জয়ের বাক্য শ্রবণে শোকসন্তপ্ত হইয়া তাঁহারে কহিলেন, হে বৎস! আমার অদূরদর্শী পুত্রের দুর্নীতি বশতই কর্ণ নিহত হইয়াছে। সূতপুত্রের নিধন বার্ত্তা শ্রবণে শোকে আমার মর্ম্মভেদ হইতেছে। যাহা হউক, এক্ষণে কৌরব ও সৃঞ্জয়গণের মধ্যে কাহারা জীবিত রহিয়াছে, আর কাহারাই বা নিহত হইয়াছে, তদ্বৃত্তান্ত কীর্ত্তন করিয়া আমার সংশয় ছেদন কর।

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! প্রতাপবান্ দুরাধর্ষ শান্তনুনন্দন দশ দিনে অর্ব্বুদ সংখ্যক পাণ্ডব সৈন্য নিহত, মহাধনুর্দ্ধর দুর্দ্ধর্ষ দ্রোণাচার্য্য পাঞ্চালদিগের রথিগণকে নিপাতিত, মহাবীর কর্ণ, ভীষ্ম দ্রোণ হতাবশিষ্ট পাণ্ডব সৈন্যের অর্দ্ধাংশ ধ্বংস, মহাবল পরাক্রান্ত রাজপুত্র বিবিংশতি দ্বারকাবাসী শত শত যোধগণকে বিনষ্ট এবং অবন্তি দেশীয় রাজপুত্র মহারথ বিন্দ ও অনুবিন্দ দুষ্কর কার্য্য সকল সম্পন্ন করিয়া সংগ্রামে প্রাণ ত্যাগ করিয়াছেন। আপনার পুত্র বিকর্ণ হতাশ্ব ও ক্ষীণায়ুধ হইয়াও ক্ষত্রধর্ম্ম স্মরণ পূর্ব্বক শত্রুগণের সম্মুখে সমবস্থিত হইয়াছেন। ভীমপরাক্রম ভীমসেন, দুর্য্যোধন-দুর্নীতিজনিত বিবিধ ক্লেশ ও স্বীয় প্রতিজ্ঞা স্মরণ করিয়া তাঁহার প্রাণ সংহার করিয়াছেন। সিন্ধু রাষ্ট্র প্রভৃতি দশটি রাজ্য যে বীরের বশবর্ত্তী ছিল; যে বীর সতত আপনার শাসনানুসারে কার্য্য করিতেন, অর্জ্জুন নিশিত শরনিকরে একাদশ অক্ষৌহিণী সেনা জয় করিয়া সেই মহাবীর্য্য জয়দ্রথকে

নিপাতিত করিয়াছেন। পিতৃমতাবলম্বী যুদ্ধদুর্ম্মদ দুর্য্যোধনপুত্র সুভদ্রাতনয়ের, মহাবল পরাক্রান্ত সমরনিপুণ দুঃশাসন তনয় দ্রৌপদী নন্দনের, কৌরব বংশীয় শস্ত্র বিহীন ভূরিবিক্রম ভূরিশ্রবা সাত্যকির, সমর বিশারদ কৃতাস্ত্র অমর্ষ পূরিত দুঃশাসন ভীমসেনের এবং অর্ণবের অনূপবাসী কিরাতগণের অধিপতি, দেবরাজের প্রিয় সখা, ক্ষত্রধর্ম্মনিরত ভগদত্ত ও নির্ভীকচিত্ত মহাধনুর্দ্ধর সংগ্রামনিরত অম্বষ্ঠরাজ শ্রুতায়ু ধনঞ্জয়ের হস্তে নিপাতিত হইয়াছেন। যে বীরের বহু সহস্র অদ্ভুত গজ সৈন্য ছিল, মহাবীর অর্জ্জুন সেই সুদক্ষিণকে সংহার করিয়াছেন। কৈলাসাধিপতি মহাবল পরাক্রান্ত বিপক্ষগণকে সংহার করিয়া অভিমন্যুর হস্তে বিনষ্ট হইয়াছেন। আপনার পুত্র চিত্রসেন ভীমের সহিত বহু ক্ষণ ঘোরতর সংগ্রাম করিয়া পরিশেষে তাঁহার হস্তে প্রাণ পরিত্যাগ করিয়াছেন। অসিচর্ম্মধারী শত্রুকুলের ভীষণ মদ্ররাজ-নন্দন অভিমন্যুর হস্তে নিহত হইয়াছেন। মহাবীর ধনঞ্জয় অভিমন্যুর বধে ক্রুদ্ধ হইয়া আত্ম প্রতিজ্ঞা প্রতিপালনার্থ কর্ণের সমক্ষে দৃঢ়বিক্রম, অস্ত্র প্রয়োগ কুশল, কর্ণতুল্য তেজস্বী বৃষসেনকে নিহত করিয়াছেন। পাণ্ডবগণের বিষম বিপক্ষ রাজা শ্রুতায়ুও উঁহার হস্তে নিহত হইয়াছেন। বৃদ্ধ রাজা ভগীরথ ও কেকয় দেশীয় বৃহৎক্ষত্র সমরাঙ্গনে অসাধারণ পরাক্রম প্রদর্শন পূর্ব্বক প্রাণ ত্যাগ করিয়াছেন। সহদেব মহাবল পরাক্রান্ত মাতুলজ ভ্রাতা শল্য পুত্র রুক্মরথকে, নকুল শ্যেন পক্ষীর ন্যায় সমরে বিচরণ করিয়া পরাক্রান্ত ভগদত্ত পুত্রকে, বৃকোদর মহাবল পরাক্রান্ত স্বগণ পরিবেষ্টিত আপনার পিতামহ বাহ্লিককে

এবং মহাত্মা অভিমন্যু মগধ দেশীয় জরাসন্ধ কুমার জয়ৎ-সেনকে নিহত করিয়াছেন। আপনার পুত্র শূরাভিমানী মহারথ দুর্ম্মুখও দুঃসহ ভীমসেনের গদাঘাতে নিহত হইয়াছেন। মহাবীর দুর্ম্মর্ষণ, দুর্ব্বিষহ, দুর্জ্জয় এবং কলিঙ্গ ও বৃষক নামে সমরদুর্ম্মদ ভ্রাতৃ দ্বয় সংগ্রামে দুষ্কর কর্ম্ম সম্পাদন পূর্ব্বক শমন সদনে গমন করিয়াছেন। আপনার সচিব বীর্য্যবান্ বৃষবর্ম্মা ভীমের হস্তে নিহত হইয়াছেন। অর্জ্জুন অযুত নাগের তুল্য বল সম্পন্ন রাজা পৌরব এবং আপনার শ্যালক বৃষক ও অচ-লের প্রাণ নাশ করিয়াছেন। দ্বিসহস্র বসাতি, বহুসহস্র সংশ-প্তক ও শ্রেণি এবং মহাবল পরাক্রান্ত শূরসেন, বর্ম্মধারী সমর দুর্ম্মদ অভীসাহ, বলবীর্য্য সম্পন্ন শিবি, সংগ্রাম নিপুণ কলিঙ্গ ও গোকুল সংবৃদ্ধ কোপন স্বভাব অপাবৃত্তক বীরগণও অর্জ্জু-নের হস্তে নিহত হইয়াছেন। ওঘবান্ ও বৃহন্ত ইহাঁরা দুই জন মিত্রের হিত সাধনার্থ সমরে প্রবৃত্ত হইয়া প্রাণ ত্যাগ করিয়াছেন। ভীমসেন মহাবাহু মহাধনুর্দ্ধর শাল্বরাজ ও মহা-রথ ক্ষেমধূর্ত্তিরে, সাত্যকি অরাতিনিসূদন মহাবল জলসন্ধকে এবং ঘটোৎকচ রাক্ষসেন্দ্র অলম্বুষকে নিপাতিত করিয়াছেন। সূতপুত্র কর্ণ, তাঁহার মহারথ ভ্রাতৃগণ এবং কেকয়, মালব, মদ্রক, দ্রাবিড়, যৌধেয়, ললিত্থ, ক্ষুদ্রক, উশীনর, মাবেল্লক, তুণ্ডিকের, সাবিত্রীপুত্র, প্রাচ্য, উদীচ্য, প্রতীচ্য ও দাক্ষিণা-ত্যগণ অর্জ্জুনের হস্তে নিহত হইয়াছেন। তিনি অসংখ্য হস্তী, অশ্ব, রথ, পদাতি এবং ধ্বজ, আয়ুধ, বর্ম্ম ও বসন ভূষণ সম্পন্ন সুখ পরিবর্দ্ধিত বীরগণ ও পরস্পর বধাভিলাষী অমিতপরাক্রম যোধগণকে আক্রমণ পূর্ব্বক নিপাতিত করিয়াছেন। হে মহা-

রাজ! এতদ্ভিন্ন অন্যান্য অনেক সৈন্য বিনষ্ট হইয়াছে। কর্ণ ও অর্জ্জুনের সংগ্রামে অনেকেই প্রাণ ত্যাগ করিয়াছে। যে রূপ দেবরাজ বৃত্রাসুরকে, শ্রীরাম রাবণকে, কৃষ্ণ নরক ও মুরকে, পরশুরাম জ্ঞাতি বন্ধু বান্ধব সমবেত যুদ্ধদুর্ম্মদ কার্ত্তবীর্য্যকে, কার্ত্তিকেয় ত্রৈলোক্য মোহন মহাযুদ্ধে মহিষকে এবং রুদ্র অন্ধককে বিনাশ করিয়াছিলেন, তদ্রূপ মহাবীর অর্জ্জুন অমাত্য বান্ধবের সহিত কর্ণকে নিহত করিয়াছেন। যাহার উপর আপনার পুত্রগণের জয়াশা প্রতিষ্ঠিত ছিল; যে ব্যক্তি এই কুরুপাণ্ডব যুদ্ধের মূল; পাণ্ডবগণ এক্ষণে সেই সূতপুত্রকে সংহার করিয়া নিশ্চিন্ত হইলেন। হে মহারাজ! পূর্ব্বে আপনি হিতৈষী বন্ধুগণের হিতবাক্যে কর্ণপাত করেন নাই, সেই নিমিত্তই আপনার রাজ্যকামুক পুত্রগণের বিষম দুঃখ উপস্থিত হইয়াছে। আপনি পূর্ব্বে হিতৈষী লোকের অহিতাচরণ করিয়াছিলেন, এক্ষণে তাহার ফল ভোগের কাল সমুপস্থিত হইয়াছে।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে সঞ্জয়! পাণ্ডবেরা আমাদিগের যে সমস্ত যোধগণকে সংহার করিয়াছে, তাহা কহিলে, এক্ষণে কৌরবগণ কর্ত্তৃক পাণ্ডব পক্ষের যে সমস্ত বীর নিহত হইয়াছে, তাহা আমার নিকট কীর্ত্তন কর।

সঞ্জয় কহিলেন, হে মহারাজ! মহাবীর ভীষ্মদেব অমাত্য ও বন্ধু বান্ধবগণ পরিবৃত মহাবল পরাক্রান্ত কুন্তিগণ এবং নারায়ণ, বালভদ্র প্রভৃতি শত শত শূরগণকে নিপাতিত করিয়াছেন। অর্জ্জুন তুল্য বলবীর্য্য সম্পন্ন সত্যজিৎ পুত্র-

সমবেত বৃদ্ধ বিরাট ও দ্রুপদ এবং যুদ্ধবিশারদ মহাধনুর্দ্ধর পাঞ্চালগণ সত্যসন্ধ দ্রোণের হস্তে নিহত হইয়াছেন। যে মহাবীর বালক হইয়াও সমরে অর্জ্জুন, বাসুদেবও বলভদ্রের তুল্য পরাক্রমশালী ছিলেন, সেই মহাবল পরাক্রান্ত অভিমন্যু অসংখ্য শত্রু সংহার পূর্ব্বক পরিশেষে ছয় জন মহারথ কর্ত্তৃক পরিবৃত ও বিরথীকৃত হইয়া দুঃশাসন তনয়ের হস্তে প্রাণ ত্যাগ করিয়াছেন। অরাতি মর্দ্দন শ্রীমান্ অম্বষ্ঠতনয় মিত্র-হিতার্থ অসংখ্য সেনা সমভিব্যাহারে সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়া বহুসংখ্যক বিপক্ষ সৈন্য সংহার পূর্ব্বক দুর্য্যোধনপুত্র লক্ষ্মণ কর্ত্তৃক নিপাতিত হইয়াছেন। মহাবীর দুঃশাসন রণবিশারদ কৃতাস্ত্র মহাধনুর্দ্ধর বৃহন্তকে, দ্রোণাচার্য্য রণপণ্ডিত রাজা দণ্ডধার, মণিমান্ ও মহাল পরাক্রান্ত সসৈন্য ভোজরাজ অংশুমানকে, সমুদ্রসেন সমুদ্র তীরবাসী চিত্রসেন ও তাঁহার পুত্রকে, অশ্বত্থামা ও বিকর্ণ অনূপবাসী নীল ও বীর্য্যবান্ ব্যাঘ্রদত্তকে, বিকর্ণ বিচিত্রযোধী চিত্রায়ুধকে, কেকয়রাজ কেকয় দেশীয় যোধগণে পরিবেষ্টিত বৃকোদর সম পরাক্রান্ত স্বীয় ভ্রাতারে এবং আপনার পুত্র দুর্মুখ পর্ব্বতনিবাসী প্রতাপবান্ গদাযোধী জনমেজয়কে শমন ভবনে প্রেরণ করিয়াছেন। প্রদীপ্ত গ্রহ দ্বয়ের ন্যায় মহাবল পরাক্রান্ত রোচমান নামে ভ্রাতৃ দ্বয় দ্রোণসায়ক প্রভাবে সমরে নিপতিত হইয়াছেন।

হে মহারাজ! এতদ্ভিন্ন অন্যান্য বহু সংখ্যক ভূপতি সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়া কলেবর পরিত্যাগ করিয়াছেন। অর্জ্জুনের মাতুল পুরুজিৎ ও কুন্তিভোজ এবং পাঞ্চালদেশীয়

মিত্রধর্ম্মা ও ক্ষত্রধর্ম্মা দ্রোণের হস্তে নিহত হইয়াছেন। বসুদানপুত্র কাশিক যোধগণে পরিবৃত কাশিরাজ অভিভূরে নিপাতিত করিয়াছেন। বীর্য্যবান্ অমিতৌজা যুধামন্যু ও উত্তমৌজা শত শত অরাতি সংহার পূর্ব্বক পরিশেষে কৌরবগণের হস্তে নিহত হইয়াছেন। আপনার পৌত্র লক্ষ্মণ শিখণ্ডিতনয় ক্ষত্রদেবকে, কৌরবেন্দ্র বাহ্লীক শস্ত্রধারী সেনাবিন্দু তনয়কে এবং মহাবীর দ্রোণ, মহারথ সুচিত্র ও তাঁহার পুত্র চিত্রবর্ম্মা এবং শিশুপাল পুত্র সুকেতু, মহাবীর সত্যধৃতি, বীর্য্যবান্ মদিরাশ্ব, পরাক্রান্ত সূর্য্যদত্ত, অরাতিমর্দ্দন বসুদান ও অন্যান্য পাণ্ডব পক্ষীয় মহারথগণকে আক্রমণ পূর্ব্বক নিপাতিত করিয়াছেন। পরমাস্ত্র বিশারদ মহাবল পরাক্রান্ত মগধরাজ ভীষ্মের হস্তে নিহত হইয়া সংগ্রাম স্থলে শয়ান রহিয়াছেন। পর্ব্ব সময়ের সমুদ্রের ন্যায় উদ্ধত মহাবীর বার্দ্ধক্ষেমি বিগতায়ুধ হইয়া নিহত হইয়াছেন। চেদিশ্রেষ্ঠ ধৃষ্টকেতু, মহাবীর সত্যধৃতি, কুরুশ্রেষ্ঠ বিপক্ষ দলন সেনাবিন্দু, পরাক্রান্ত শ্রেণিমান্ এবং বিরাট পুত্র মহারথ শঙ্খ ও উত্তর পাণ্ডব হিতার্থে সমরে দুরূহ কার্য্য সম্পাদন পূর্ব্বক প্রাণত্যাগ করিয়াছেন। হে মহারাজ! এতদ্ভিন্ন অন্যান্য অনেক বীর দ্রোণের হস্তে নিহত হইয়াছেন। আপনি আমারে যাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, এই তাহা কীর্ত্তন করিলাম।

সপ্তম অধ্যায়।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে সঞ্জয়! যখন অস্মৎ পক্ষীয় প্রধান প্রধান বীরগণ নিহত হইয়াছেন, তখন আমাদের হতাবশিষ্ট সৈন্যগণও নিঃশেষিত হইবে। মহাবীর ভীষ্মদেব ও দ্রোণা-

চার্য্য আমার কার্য্য সাধনে প্রবৃত্ত হইয়া কলেবর পরিত্যাগ করিয়াছেন, অতএব আমার আর জীবিত থাকিবার প্রয়োজন কি। যে মহাবীর লক্ষ কুঞ্জর তুল্য বাহুবলশালী ছিল, সেই সমরশোভী সূতপুত্রও একবারে অদৃশ্য হইয়াছে, হে সঞ্জয়! আমাদের যে সমস্ত প্রধান প্রধান বীর নিহত হইয়াছে, তাহা কহিলে, এক্ষণে কে কে জীবিত আছে, তাহা আমার নিকট কীর্ত্তন কর। আজি তোমার মুখে অসাধারণ বলবীর্য্য সম্পন্ন বীরগণের নিধন বার্ত্তা শ্রবণে যাহারা জীবিত আছে, তাহাদিগকেও আমার মৃত বলিয়া বোধ হইতেছে।

সঞ্জয় কহিলেন, হে মহারাজ! দ্বিজসত্তম দ্রোণাচার্য্য যাঁহারে বিশুদ্ধ চতুর্ব্বিধ মহাস্ত্র ও দিব্যাস্ত্র জাল প্রদান করিয়াছেন, সেই ক্ষিপ্রহস্ত দৃঢ়ায়ুধ বীর্য্যবান্ মহারথ অশ্বত্থামা এবং দ্বারকাবাসী হৃদিকাত্মজ ভোজরাজ কৃতবর্ম্মা আপনাদের হিতার্থ সমরে সমবস্থিত রহিয়াছেন। যিনি আপনার বাক্য সত্য করিবার নিমিত্ত ভাগিনেয় পাণ্ডবগণকে পরিত্যাগ করিয়াছেন, যিনি যুধিষ্ঠিরের সমক্ষে কর্ণের তেজ নিরাশ করিব বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, সেই শক্রসমানবীর্য্য দুরাধর্ষ আর্ত্তায়ননন্দন শল্য আপনাদের হিত সাধনার্থ যুদ্ধার্থী হইয়াছেন। মহাবীর গান্ধাররাজ আপনার হিতার্থ আজানীয়, সৈন্ধব, নদীজ, কাম্বোজ, বনায়ুজ ও পার্ব্বতীয়গণ সমভিব্যাহারে সংগ্রামস্থলে উপস্থিত রহিয়াছেন। চিত্রযোধী মহাবাহু কৃপ বিচিত্র শরাসন সমুদ্যত করিয়া এবং মহারথ কৈকেয় রাজপুত্র সদশ্বও পতাকাযুক্ত রথে সমারূঢ় হইয়া আপনার হিত কামনায় যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইয়াছেন। আপনার

পুত্র পুরুমিত্র অনল ও সূর্য্য সদৃশ প্রভা সম্পন্ন রথে আরোহণ পূর্ব্বক মেঘরহিত গগনমণ্ডলে বিরাজমান সূর্য্যের ন্যায় শোভা পাইতেছেন। পুরুষ প্রধান রাজা দুর্য্যোধন অসংখ্য মাতঙ্গের মধ্যস্থলে অবস্থান পূর্ব্বক মৃগেন্দ্রের ন্যায় এবং সুবর্ণময় বিচিত্র বর্ম্ম ধারণ পূর্ব্বক হেমভূষিত রথে আরোহণ করিয়া অল্পধূম বহ্নির ন্যায় ও মেঘান্তরিত দিবাকরের ন্যায় রাজগণ মধ্যে বিরাজমান হইতেছেন। আপনার পুত্র অসি-চর্ম্মপাণি সুষেণ ও সত্যসেন চিত্রসেনের সহিত মিলিত হইয়া আহ্লাদিত চিত্তে সমর বাসনায় অবস্থান করিতেছেন। মহাবীর ক্ষণভোজী, সুদর্শ, জরাসন্ধের প্রথম পুত্র অদৃঢ়, চিত্রায়ুধ, জয়, শ্রুতিবর্ম্মা, শল, সত্যব্রত ও দুঃশল ইহাঁরা সংগ্রামার্থ প্রস্তুত রহিয়াছেন। শত্রুঘাতন শূরাভিমানী রাজপুত্র কৈতব্যাধিপতি অসংখ্য রথ, অশ্ব, হস্তী ও পদাতি সমভিব্যাহারে সমরে অবস্থান করিতেছেন। মহাবীর শ্রুতায়ু, ধৃতায়ুধ, চিত্রাঙ্গদ ও চিত্রসেন এবং কর্ণের পুত্র সত্যসন্ধ ইহাঁরা সংগ্রামার্থ সৈন্যগণ সমভিব্যাহারে সমর স্থলে সমবস্থিত রহিয়াছেন। মহাবীর কর্ণের আর দুই পুত্র অল্পবীর্য্য সম্পন্ন সৈন্যগণ সমভিব্যাহারে পাণ্ডবগণের প্রভূত সৈন্য আক্রমণ করিতে উদ্যত হইয়াছেন। ইন্দ্র তুল্য পরাক্রমশালী কুরুরাজ দুর্য্যোধন বিজয় কামনায় এই সমুদায় ও অন্যান্য অপরিমিত প্রভাবশালী শ্রেষ্ঠ যোধগণ সমবেত হইয়া প্রভূত মাতঙ্গ সৈন্য মধ্যে অবস্থান করিতেছেন।

ধৃতরাষ্ট্র সঞ্জয়ের বাক্য শ্রবণানন্তর কহিলেন, হে সঞ্জয়! অস্মৎপক্ষীয় যে যে বীরগণ বিপক্ষের হস্ত হইতে পরিত্রাণ

পাইয়া জীবিত রহিয়াছে, তাহাদের নাম কীর্ত্তন করিলে। তুমি ইতি পূর্ব্বে মৃত ব্যক্তিগণের নাম উল্লেখ করাতেই আমি কোন্ কোন্ ব্যক্তি জীবিত রহিয়াছে, তাহা অবগত হইয়াছি।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে মহারাজ! রাজা ধৃতরাষ্ট্র এই রূপ বলিতে বলিতে শ্রেষ্ঠ বীরগণের বিনাশ ও সৈন্যের অল্পমাত্র অবশেষ বার্ত্তা শ্রবণ জনিত শোকে নিতান্ত ব্যাকুলিত ও মূর্চ্ছিত প্রায় হইয়া কহিলেন, হে সঞ্জয়! ক্ষণকাল বিলম্ব কর, এই সুদারুণ অমঙ্গল সম্বাদ শ্রবণ করিয়া আমার মন নিতান্ত ব্যাকুলিত ও অঙ্গ সকল অবসন্ন হইয়াছে, আমি কোন ক্রমেই সুস্থির হইতে পারিতেছি না। কুরুরাজ সঞ্জয়কে এই কথা কহিয়া নিতান্ত উদ্ভ্রান্তচিত্ত হইলেন।

অষ্টম অধ্যায়।

জনমেজয় কহিলেন, হে তপোধন! মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র মহাবীর কর্ণ ও সমরে অপরাঙ্মুখ পুত্রগণকে নিহত শ্রবণ, আত্মীয় নাশ ও পুত্র বিয়োগ জনিত দুঃখে নিতান্ত কাতর হইয়া যাহা কহিয়াছিলেন, আপনি তাহা কীর্ত্তন করুন; উহা শ্রবণ করিতে আমার অতিশয় অভিলাষ হইতেছে।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! রাজা ধৃতরাষ্ট্র অদ্ভুত ব্যাপারের ন্যায় নিতান্ত অশ্রদ্ধেয়, ভূত সংমোহন, সুমেরু সঞ্চরণের ন্যায়, মহামতি শুক্রাচার্য্যের বুদ্ধি বিভ্রমের ন্যায়, মহাবল পরাক্রান্ত ইন্দ্রের শত্রু হস্তে পরাজয়ের ন্যায়, মহাতেজস্বী সূর্য্যের ভূতল পতনের ন্যায়, অনন্ত সলিল যুক্ত মহাসাগরের শোষণের ন্যায়, ভূমণ্ডল, নভোমণ্ডল, দিঙ্মণ্ডল ও সলিলরাশির অত্যন্তাভাবের ন্যায় এবং পুণ্য ও পাপের

বৈকল্যের ন্যায় নিতান্ত অদ্ভুত ও অশ্রদ্ধেয় কর্ণবিনাশ বৃত্তান্ত একান্তমনে চিন্তা করিয়া, সর্ব্বনাশ হইল, অবশিষ্ট সৈন্যগণও বিনষ্ট হইবে বলিয়া স্থির করিলেন এবং শোকসন্তপ্ত চিত্তে শিথিল কলেবরে দীন ভাবে হা হতোস্মি বলিয়া দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক বিলাপ ও পরিতাপ করত কহিলেন, হায়! যাহার বল বিক্রম সিংহ ও মাতঙ্গের ন্যায় এবং স্কন্ধ ও চক্ষু বৃষভের ন্যায়; যাহার জ্যানির্ঘোষ, তলধ্বনি ও শরবর্ষণ শব্দে রথী, অশ্ব ও মাতঙ্গগণ রণস্থলে অবস্থান করিতে অসমর্থ হইত; যে বীর বৃষভের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত বৃষভের ন্যায় দেবরাজ ইন্দ্রের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়াও প্রতিনিবৃত্ত হইত না এবং জিগীষা পরবশ দুর্য্যোধন যাহার বাহুবল অবলম্বন পূর্ব্বক পাণ্ডবগণের সহিত বৈরানল প্রজ্বলিত করিয়াছে, সেই দুঃসহপরাক্রম পুরুষপ্রবর মহাবীর কর্ণ সহসা কিরূপে অর্জ্জুন শরে নিহত হইল? যে স্বীয় ভুজবীর্য্যে গর্ব্বিত হইয়া বাসুদেব, অর্জ্জুন এবং বৃষ্ণি বংশীয় ও অন্যান্য ভূপালগণকে লক্ষ্যই করিত না; যে বীর আমি কৃষ্ণ ও অর্জ্জুনের অন্যতরকে রথ হইতে নিপাতিত করিব বলিয়া রাজ্যলোলুপ লোভমোহিত ভয়ার্ত্ত দুর্য্যোধনকে বারংবার আশ্বাস প্রদান করিত; যে মহাবীর দুর্য্যোধনের অভ্যুদয়ের নিমিত্ত নিহত শরনিকরে কাম্বোজ, অবন্তি, কেকয়, গান্ধার, মদ্রক, মৎস্য, ত্রিগর্ত্ত, অঙ্গণ শক, পাঞ্চাল, বিদেহ, কুলিন্দ, কোশল, কাশি, সুহ্ম, অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, নিষাদ, পুণ্ড্র, চীন, বৎস, তরল, অশ্মক ও ঋষিকদিগকে পরাজয় করিয়া আমাদের অধীন ও করপ্রদ করিয়াছিল; সেই দিব্যাস্ত্রবেত্তা সেনাপতি কর্ণ কি রূপে পাণ্ডবগণ কর্ত্তৃক নিহত

হইল ? দেবগণ মধ্যে ইন্দ্র ও মনুষ্যগণ মধ্যে কর্ণই শ্রেষ্ঠ ; এই ত্রিলোকমধ্যে আর তৃতীয় শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি নাই। অশ্বগণ মধ্যে উচ্চৈঃশ্রবা, ভূপালগণ মধ্যে বৈশ্রবণ, দেবগণ মধ্যে মহেন্দ্র ও শস্ত্রবর্ষীদিগের মধ্যে কর্ণই শ্রেষ্ঠ। তিনি দুর্য্যোধনের উন্নতির নিমিত্ত বলবীর্য্যশালী পার্থিবগণের সহিত সমগ্র পৃথিবী জয় করিয়াছিলেন। মগধরাজ জরাসন্ধ যাহারে মিত্রভাবে প্রাপ্ত হইয়া যাদব ও কৌরবগণ ব্যতিরেকে আর পৃথিবীস্থ সমস্ত ক্ষত্রিয়কে সমরে আহ্বান করিয়াছিলেন, আমি সেই মহাবীর কর্ণকে দ্বৈরথ যুদ্ধে অর্জ্জুনহস্তে নিহত শ্রবণ করিয়া সাগর মধ্যে বিদীর্ণ নৌকার ন্যায় ও সমুদ্রমধ্যস্থ প্লবহীন মনুষ্যের ন্যায় শোকার্ণবে নিমগ্ন হইতেছি। হে সঞ্জয় ! যখন আমি ঈদৃশ দুঃখ প্রাপ্ত হইয়াও বিনষ্ট না হইলাম, তখন বোধ হইতেছে, আমার হৃদয় বজ্র অপেক্ষাও কঠিন ও দুর্ভেদ্য। হায় ! আমা ভিন্ন অন্য কোন্ ব্যক্তি জ্ঞাতি, সম্বন্ধী ও মিত্রগণের এইরূপ পরাভব শ্রবণ করিয়া প্রাণ পরিত্যাগ না করে ! আমি আর এই সমস্ত কষ্ট সহ্য করিতে পারি না ; এক্ষণে বিষ ভক্ষণ, অগ্নি প্রবেশ বা পর্ব্বত শিখর হইতে পতন দ্বারা প্রাণ ত্যাগ করিবার বাসনা করি।

নবম অধ্যায়।

সঞ্জয় ধৃতরাষ্ট্রের বিলাপ বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, হে মহারাজ ! সাধুগণ আপনারে কুল, যশ, শ্রী, তপস্যা ও বিদ্যাতে নহুষনন্দন যযাতির ন্যায় বোধ করিয়া থাকেন। আপনি শাস্ত্রজ্ঞান বিষয়ে মহর্ষি দিগের ন্যায় কৃতকার্য্য হইয়াছেন। অতএব এক্ষণে আর শোক করিবেন না, ধৈর্য্যাবলম্বন করুন।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে সঞ্জয়! যখন শালতরু সন্নিভ সূতনন্দন সমরে নিহত হইয়াছে, তখন দৈবই বলবান্; পুরুষকারে ধিক্, উহা কোন কার্য্যকারক নহে। মহারথ কর্ণ শরনিকরে অসংখ্য যুধিষ্ঠির সৈন্য ও পাঞ্চাল দেশীয় রথিগণকে নিপাতিত, দিক্ সকল তাপিত এবং বজ্রহস্ত বাসব যেমন অসুরগণকে মোহিত করেন তদ্রূপ পাণ্ডবগণকে বিমোহিত করিয়া কি রূপে বায়ুভগ্ন বৃক্ষের ন্যায় সমরাঙ্গনে নিপতিত হইল? সূতপুত্রের নিধন নিতান্ত আশ্চর্য্যজনক। আমি কর্ণের নিধন ও অর্জ্জুনের জয়লাভ শ্রবণ করিয়া শোকসাগরের পারদর্শনে অসমর্থ হইয়াছি। আমার চিন্তা অতিশয় পরিবর্দ্ধিত হইতেছে। আর কোন ক্রমেই প্রাণ ধারণ করিতে ইচ্ছা হয় না। হে সঞ্জয়! আমার হৃদয় নিশ্চয়ই বজ্রসারময় ও দুর্ভেদ্য; নতুবা পুরুষ প্রধান কর্ণের বিনাশবার্ত্তা শ্রবণে উহা কি নিমিত্ত বিদীর্ণ হইতেছে না? নিশ্চয়ই দেবতারা আমার সুদীর্ঘ পরমায়ু কল্পনা করিয়াছেন; সেই নিমিত্তই সূতপুত্রের নিধনবার্ত্তা শ্রবণে যার পর নাই দুঃখিত হইয়াও জীবিত রহিয়াছি। হে সঞ্জয়! এই বন্ধুহীন হতভাগ্যের জীবনে ধিক্। অদ্য আমার এই গর্হিত দশা উপস্থিত হওয়াতে আমি নিতান্ত দীন ও সকলের শোচ্য হইলাম। পূর্ব্বে সকল লোকেই আমারে সৎকার করিত; এক্ষণে আমি শত্রু কর্ত্তৃক পরিভূত হইয়া কি রূপে জীবন ধারণ করি। মহাত্মা ভীষ্ম, দ্রোণ ও কর্ণের নিধনে আমি যারপর নাই দুঃখ ও ব্যসন প্রাপ্ত হইলাম। যখন সূতপুত্র নিহত হইয়াছে, তখন আমার সৈন্যগণও নিঃশেষিত হইল। যে মহাবীর কর্ণ আমার পুত্রগণকে সংগ্রাম-

সাগর হইতে উত্তীর্ণ করিত; আজি সে অসংখ্য শর পরিত্যাগ পূর্ব্বক সমরে নিহত হইয়াছে। সেই মহাবীর ব্যতীত আমার জীবনে প্রয়োজন কি ? হায় ! আজি সেই অধিরথনন্দন কর্ণ শরার্দ্দিত ও রুধিরাক্ত কলেবর হইয়া রথ হইতে বজ্রবিদারিত পর্ব্বতশৃঙ্গের ন্যায়, মত্ত মাতঙ্গ বিনিপাতিত কুঞ্জরের ন্যায় সমরাঙ্গনে নিপতিত হইয়া ভূমণ্ডল সুশোভিত করিতেছে; যে মহাবীর মিত্রগণের অভয়প্রদ, আমার পুত্রগণের বল, পাণ্ডবগণের ভয়স্থান ও ধনুর্দ্ধরদিগের উপমা স্থল ছিল, সেই মহাধনুর্দ্ধর কর্ণ এক্ষণে দেবরাজ বিদারিত পর্ব্বতের ন্যায় অর্জ্জুন শরে নিহত হইয়া রণশয্যায় শয়ন করিয়াছে। এক্ষণে দুর্য্যোধনের অভিলাষ পঙ্গুর গমনেচ্ছা, দরিদ্রের মনোভিলাষ ও তৃষিতের জলবিন্দুর ন্যায় কোন ফলোপধায়ক হইল না। আমরা যেরূপ কার্য্য করিবার চিন্তা করি, তাহার বিপরীত কার্য্য হইয়া উঠে। অতএব দৈবই বলবান্ ও কাল নিতান্ত দুরতিক্রমণীয়।

হে সঞ্জয় ! আমার পুত্র দুঃশাসন কি দীনাত্মা হীনপৌরুষের ন্যায় পলায়ন পরায়ণ হইয়া নিহত হইয়াছে ? সে কি ক্ষত্রিয় প্রধান বীরগণের ন্যায় বীরত্ব প্রকাশ না করিয়া প্রাণ ত্যাগ করিয়াছে ? মহামতি যুধিষ্ঠির বারংবার যুদ্ধ করিতে নিষেধ করিয়াছিল কিন্তু মূঢ়াত্মা দুর্য্যোধন যুধিষ্ঠিরের সেই ঔষধ সদৃশ হিতকর বাক্যে আস্থা প্রদর্শন করে নাই। মহাত্মা ভীষ্মদেব শরশয্যায় শয়ান হইয়া অর্জ্জুনের নিকট পাণীয় প্রার্থনা করিলে পার্থ অবনি বিদারণ পূর্ব্বক জলধারা উত্তোলিত করিয়াছিল। মহাবাহু শান্তনুনন্দন তদ্দর্শনে দুর্য্যোধনকে

কহিলেন, বৎস ! আর সংগ্রাম করিও না ; আমার নিধনেই তোমাদের যুদ্ধের শেষ হউক। তুমি এক্ষণে সন্ধি সংস্থাপন পূর্ব্বক শান্তিলাভ করিয়া পাণ্ডবগণের সহিত ভ্রাতৃভাবে পৃথিবী ভোগ কর। হে সঞ্জয় ! আমার পুত্র তৎকালে শান্তনু-তনয়ের সেই বাক্যানুসারে কার্য্য না করিয়া এক্ষণে শোকসন্তপ্ত হইতেছে। হায় ! দীর্ঘদর্শী মহাত্মা বিদুর পূর্ব্বে যাহা কহিয়াছিলেন এক্ষণে তাহাই ঘটিতেছে। সর্ব্বনাশকর দুরোদর প্রভাবে আমার পুত্র ও অমাত্যগণ নিহত হইয়াছে ; আমি নিতান্ত কৃচ্ছ্রে নিপতিত হইয়াছি। বালকগণ বিহঙ্গমের পক্ষ ছেদন পূর্ব্বক তাহারে পরিত্যাগ করিয়া তাড়ন করিতে আরম্ভ করিলে সে যেমন পক্ষ হীন ও গমনে অসমর্থ হইয়া দারুণ যন্ত্রণা ভোগ করে, আমিও তদ্রূপ জ্ঞাতিবন্ধু হীন, অর্থবিহীন, নিতান্ত ক্ষীণ ও শত্রুগণের বশীভূত হইয়া যারপর নাই কষ্ট ভোগ করিতেছি ! হায় ! এখন কোথায় গমন করিব ?

দশম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ ! রাজা ধৃতরাষ্ট্র শোক-ব্যাকুল ও বিষাদমগ্ন হইয়া এইরূপ বহুতর বিলাপ করত পুনর্ব্বার সঞ্জয়কে কহিলেন, বৎস ! যে বীর দুর্য্যোধনের বৃদ্ধির নিমিত্ত সমুদায় কাম্বোজ, অম্বষ্ঠ, কৈকয়, গান্ধার ও বিদেহ-গণকে জয় করিয়া সমুদায় পৃথিবী বশীভূত করিয়াছিল, বাহুবল শালী পাণ্ডবগণ শরনিকর দ্বারা সেই কর্ণকে সমরে পরাজিত করিয়াছে। সেই মহাধনুর্দ্ধর অর্জ্জুনশরে নিহত হইলে অস্মৎ পক্ষীয় কোন্ কোন্ বীর সমরাঙ্গনে অবস্থান করিল, তাহা আমার নিকট কীর্ত্তন কর। সূতপুত্র পাণ্ডবশরে

নিহত হইলে অস্মৎ পক্ষীয় বীরগণ ত তাহারে পরিত্যাগ পূর্ব্বক পলায়ন করে নাই? হে সঞ্জয়! যে বীর যে রূপে নিহত হইয়াছে, তুমি তাহা ইতিপূর্ব্বেই আমার নিটক বর্ণন করিয়াছ। দ্রুপদনন্দন শিখণ্ডী উৎকৃষ্ট শরনিকর নিক্ষেপ পূর্ব্বক প্রতিপ্রহার পরাঙ্মুখ ভীষ্মদেবকে নিপাতিত এবং মহাবীর ধৃষ্টদ্যুম্ন মহাধনুর্দ্ধর ন্যস্তশস্ত্র যোগান্বিত দ্রোণাচার্য্যকে শরজালে সমাচ্ছন্ন করিয়া খড়গাঘাতে নিহত করিয়াছে। ঐ বীর দ্বয়ের মৃত্যু ছিদ্রান্বেষণতৎপর অরাতিগণের ছল প্রভাবেই সম্পাদিত হইয়াছে। ন্যায় যুদ্ধে বজ্রধর ইন্দ্রও উহাঁদিগকে সংহার করিতে সমর্থ নহেন। যাহা হউক, এক্ষণে, দিব্যাস্ত্রবর্ষী ইন্দ্রোপম মহাবীর কর্ণ কি রূপে মৃত্যুগ্রস্ত হইল, তাহা কীর্ত্তন কর। সুররাজ পুরন্দর যাহারে কবচ ও কুণ্ডল যুগলের বিনিময়ে কনক ভূষণ, অরাতি নিপাতন, দিব্য শক্তি প্রদান করিয়াছিলেন; যাহার নিকট সুবর্ণ ভূষণ সর্পমুখ দিব্য শর বিদ্যমান ছিল; যে বীর ভীষ্ম দ্রোণ প্রভৃতি মহারথগণকে অবজ্ঞা করিয়া জামদগ্ন্যের নিকটে ভয়ঙ্কর ব্রহ্ম অস্ত্র শিক্ষা করিয়াছিল; যে বীর শরপীড়িত দ্রোণপ্রমুখ বীরগণকে বিমুখ দেখিয়া শরনিকরে সৌভদ্রের শরাসন ছেদনে কৃতকার্য্য হইয়াছিল; যে বীর অযুত নাগ তুল্য পরাক্রান্ত ও বজ্রের ন্যায় বেগবান্ ভীমসেনকে সহসা বলহীন করিয়া উপহাস করিয়াছিল; যে বীর নতপর্ব্ব শরনিকরে সহদেবকে নির্জ্জিত ও বিরথ করিয়া কেবল ধর্ম্মানুরোধে নিহত করে নাই; যে বীর ইন্দ্রশক্তি দ্বারা অশেষ মায়াবলম্বী জয়লিপ্সু রাক্ষসেন্দ্র ঘটোৎকচকে নিপাতিত করিয়াছে; এবং মহাবীর

ধনঞ্জয় ভীত হইয়া যাহার সহিত এতাবৎ কাল দ্বৈরথ যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয় নাই; সেই মহাবল পরাক্রান্ত কর্ণ কি রূপে সংগ্রামে নিহত হইল? তাহার রথ ভঙ্গ, শরাসন বিশীর্ণ বা অস্ত্র বিনষ্ট না হইলে সে কখনই অরাতিশরে নিপতিত হইত না। মহাবীর কর্ণ সমরে মহাচাপ বিঘূর্ণন পূর্ব্বক ভীষণ শর দিব্যাস্ত্র সমুদায় পরিত্যাগ করিতে আরম্ভ করিলে তাহারে পরাজয় করা কহার সাধ্য। হে সঞ্জয়! তোমার মুখে কর্ণের নিধন বার্ত্তা শ্রবণে আমার নিশ্চয়ই বোধ হইতেছে যে, তাহার শরাসন ছিন্ন বা রথ ভূতলগত অথবা অস্ত্র সমুদায় বিনষ্ট হইয়াছিল। এই সমুদায়ের অন্যতর কারণ ব্যতীত আর কিছুতেই তাহার বিনাশের সম্ভাবনা নাই।

হে সঞ্জয়! যে মহাত্মা, আমি অর্জ্জুনকে নিহত না করিয়া পাদ প্রক্ষালন করিব না বলিয়া দৃঢ়ব্রত করিয়াছিল; ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির যাহার রণ নৈপুণ্য স্মরণে ভীত হইয়া ত্রয়োদশ বৎসর নিদ্রাগত হয় নাই; যে বীরের বলবীর্য্য প্রভাবে আমার পুত্র দুর্য্যোধন পাণ্ডবগণের প্রেয়সী পাঞ্চালীরে বল পূর্ব্বক সভা-মধ্যে আনয়ন করিয়া পাণ্ডবগণ সমক্ষে দাসভার্য্যা বলিয়া, সম্বোধন করিয়াছিল; যে বীর রোষাবিষ্ট হইয়া সভামধ্যে দ্রৌপদীরে হে বরবর্ণিনি! তোমার ষণ্ডতিল সদৃশ পতিগণ আর বর্ত্তমান নাই; অতএব অন্য কোন ব্যক্তিরে পতিত্বে বরণ কর বলিয়া উপহাস করিয়াছিল, সেই সূতনন্দন কি রূপে শত্রু কর্ত্তৃক নিহত হইয়াছে? ঐ মহাবীর পূর্ব্বে দুর্য্যো-ধনকে কহিয়াছিল, হে মহারাজ! আপনি চিন্তা পরিত্যাগ করুন। যদি সমরনিপুণ ভীষ্ম ও যুদ্ধদুর্ম্মদ দ্রোণাচার্য্য পক্ষপাত

প্রযুক্ত কৌন্তেয়গণকে নিপাতিত না করেন, তবে আমি উহাঁদের সকলকেই নিহত করিব। আমার স্নিগ্ধচন্দনদিগ্ধ শর সমরাঙ্গনে ধাবমান হইলে গাণ্ডীব শরাসন ও অক্ষয় তূণীর দ্বয় কি করিতে পারিবে ? যে মহাধনুর্দ্ধর এইরূপ আস্ফালন করিয়া দুর্য্যোধনকে আশ্বস্ত করিয়াছিল, সেই সূতপুত্র কি রূপে অর্জ্জুন কর্ত্তৃক নিহত হইয়াছে ? যে মহাবীর গাণ্ডীব-নির্ম্মুক্ত শরনিকরের উগ্রতা অগ্রাহ্য করিয়া দ্রৌপদীরে, হে পাঞ্চালি ! তুমি পতিহীনা হইয়াছ বলিতে বলিতে পাণ্ডব-গণের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়াছিল ; যে বীর বাহুবল প্রভাবে মুহূর্ত্ত কালও জনার্দ্দন ও সপুত্র পাণ্ডবগণ হইতে ভীত হয় নাই ; আমার মতে পাণ্ডবগণের কথা দূরে থাকুক, ইন্দ্রাদি দেবগণও তাহারে সংগ্রামে বিনাশ করিতে সমর্থ নহেন। অধিরথনন্দন কর্ণ মৌর্ব্বী স্পর্শ বা বর্ম্ম ধারণ করিলে কোন্ ব্যক্তি তাহার অগ্রে অবস্থান করিতে পারে ? বরং ভূমণ্ডল চন্দ্র, সূর্য্য ও বহ্নির অংশুবিহীন হইতে পারে কিন্তু সমরে অপরাঙ্মুখ কর্ণের বিনাশ কখনই সম্ভবপর নহে।

আমার পুত্র দুর্ব্বুদ্ধি দুর্য্যোধন যে সূতপুত্র কর্ণ ও ভ্রাতা দুঃশাসনকে সহায় করিয়া বাসুদেবকে প্রত্যাখ্যান করিয়াছিল, বোধ করি, এক্ষণে তাহাদের উভয়কেই নিহত অবলোকন করিয়া নিতান্ত শোকসন্তপ্ত হইতেছে। হে সঞ্জয় ! দুর্য্যোধন দ্বৈরথ যুদ্ধে অর্জ্জুন কর্ত্তৃক কর্ণকে নিহত ও পাণ্ডবগণকে জয়-যুক্ত দর্শন করিয়া কি কহিল ? বোধ করি, সে দুর্ম্মর্ষণ ও বৃষসেনকে নিহত, সৈন্য সমুদায়কে মহারথগণ কর্ত্তৃক ভগ্ন, ভূপতিগণকে পলায়ন পরায়ণ এবং রথিগণকে বিদ্রুত অব-

লোকন করিয়া শোকার্ণবে নিমগ্ন হইয়াছে। হে সঞ্জয়! দুর্ব্বিনীত, অভিমানী, দুর্ব্বুদ্ধি, অজিতেন্দ্রিয় দুর্য্যোধন পূর্ব্বে সুহৃদ্গণ কর্ত্তৃক নিবারিত হইয়াও ঐ সুমহান্ বৈরাগ্নি প্রজ্বলিত করিয়াছে। এক্ষণে সৈন্যগণকে ভগ্নোৎসাহ ও প্রধান প্রধান বীরগণের প্রায় সমুদায়কে নিহত দেখিয়া কি কহিল? গান্ধাররাজ শকুনি পূর্ব্বে সন্তুষ্ট চিত্তে দ্যূতক্রীড়া করিয়া পাণ্ডবগণকে বঞ্চিত করিয়াছিল; এক্ষণে সে কর্ণকে নিহত অবলোকন করিয়া কি বলিল? সাত্বত বংশীয় মহারথ মহাধনুর্দ্ধর কৃতবর্ম্মা কর্ণকে নিহত দেখিয়া কি কহিলেন? ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যগণ যাঁহার নিকট ধনুর্ব্বেদ শিক্ষা করিতে বাঞ্ছা করেন, সেই রূপযৌবন সম্পন্ন মহাযশস্বী দ্রোণপুত্র অশ্বত্থামা কর্ণকে নিহত নিরীক্ষণ করিয়া কি বলিলেন? আর ধনুর্ব্বেদ বিশারদ রথিসত্তম কৃপ, কর্ণের সারথ্য কার্য্যে নিযুক্ত রণদুর্ম্মদ মহাধনুর্দ্ধর মদ্ররাজ শল্য এবং যুদ্ধার্থ সমাগত অন্যান্য নৃপতিগণই বা কর্ণকে নিহত দেখিয়া কি কহিলেন?

হে সঞ্জয়! পূর্ব্বে নরশ্রেষ্ঠ মহাবীর দ্রোণ নিহত হইলে কোন্ কোন্ বীর অংশক্রমে সেনামুখে অবস্থান করিয়াছিলেন? মহারথ মদ্ররাজ শল্য কি নিমিত্ত কর্ণের সারথ্য কার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছিলেন? মহারথ সূতপুত্র সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইলে কোন্ কোন্ বীর তাঁহার দক্ষিণ চক্র, কে বাম চক্র এবং কাহারাই বা পৃষ্ঠদেশ রক্ষা করিয়াছিল? তৎকালে কোন্ কোন্ মহাবীর কর্ণকে পরিত্যাগ করেন নাই এবং কাহারাই বা ক্ষুদ্রভাব অবলম্বন পূর্ব্বক তাহার সমীপ হইতে পলায়নে প্রবৃত্ত হইয়াছিল? একত্র সমবেত কৌরবগণ সমক্ষে মহারথ কর্ণ কি রূপে

নিহত হইল ? মহাবল পরাক্রান্ত মহারথ পাণ্ডবগণ সমরে সমাগত হইয়া কি রূপে জলধারাবর্ষী জলদের ন্যায় শর বর্ষণ করিতে লাগিল ? এবং মহাবীর কর্ণের সেই সর্পমুখ দিব্যশর কি নিমিত্ত তৎকালে ব্যর্থ হইয়া গেল ? তৎসমুদায় আমার নিকট কীর্ত্তন কর।

হে সঞ্জয় ! যখন আমাদের প্রধান প্রধান বীরগণ নিহত হইয়াছে, তখন আমি হতোৎসাহ অবশিষ্ট সৈন্যগণকেও নিঃশেষিত বোধ করিতেছি। মহাধনুর্দ্ধর মহাবীর ভীষ্ম ও দ্রোণ আমার নিমিত্ত প্রাণ ত্যাগ করিয়াছেন শ্রবণ করিয়া আমি কি রূপে জীবন ধারণ করিব ? যাহার অযুত কুঞ্জরের তুল্য বাহুবল ছিল, এক্ষণে সেই কর্ণও পাণ্ডব কর্ত্তৃক নিহত হইল ! আমি বারংবার আর এ রূপ ক্লেশ সহ্য করিতে পারি না। যাহা হউক, দ্রোণের নিধনানন্তর মহাবীর কর্ণ কৌরব-গণের হিতার্থ পাণ্ডবগণের সহিত কি রূপ সংগ্রাম করিয়া প্রাণ পরিত্যাগ করিল, তাহা সমুদায় আমার নিকট কীর্ত্তন কর।

একাদশ অধ্যায়।

সঞ্জয় কহিলেন, হে কুরুরাজ ! মহাধনুর্দ্ধর দ্রোণাচার্য্যের নিধন দিবসে মহারথ দ্রোণপুত্রের প্রতিজ্ঞা ব্যর্থ ও কৌরব সৈন্যগণ ইতস্তত ধাবমান হইলে মহাবীর অর্জ্জুন ভ্রাতৃগণে পরিবেষ্টিত হইয়া স্বীয় সৈন্য সমুদায় রক্ষা করত অবস্থান করিতে লাগিলেন। ঐ সময়ে আপনার পুত্র দুর্য্যোধন অর্জ্জু-নকে রণস্থলে অবস্থান ও স্বীয় সৈন্যগণকে পলায়ন করিতে অবলোকন করিয়া পুরুষকার প্রকাশ পূর্ব্বক তাহাদিগকে

নিবারণ করিলেন এবং স্বীয় ভুজবলে অনেক্ষণ পর্য্যন্ত জয়-লাভপ্রহৃষ্ট পাণ্ডবগণের সহিত যুদ্ধ করত পরিশেষে সন্ধ্যা সময় সমাগত সন্দর্শন করিয়া সমরে বিরত হইলেন। তখন কৌরব-গণ সৈন্যগণের অবহার করিয়া স্বীয় শিবির মধ্যে প্রবেশ পূর্ব্বক সকলে সমবেত ও অতি রমণীয় আস্তরণ সমাবৃত মহার্হ পর্য্যঙ্কে আসীন হইয়া সুখ শয্যাধিরূঢ় অমরগণের ন্যায় পর-স্পর মন্ত্রণা করিতে লাগিলেন। ঐ সময়ে রাজা দুর্য্যোধন সুমধুর প্রিয় বচনে সেই সমস্ত মহা ধনুর্দ্ধরদিগকে সম্ভাষণ পূর্ব্বক কহিলেন; হে ধীমান্ নরপালগণ! যাহা হইবার হইয়াছে, এক্ষণে কি করা কর্ত্তব্য, তদ্বিষয়ে অবিলম্বে স্ব স্ব অভিপ্রায় ব্যক্ত কর।

হে মহারাজ! রাজা দুর্য্যোধন এই রূপ কহিলে সিংহাস-নাধিরূঢ় যুদ্ধার্থী নরপতিগণ বিবিধ চেষ্টা দ্বারা সমরাভিলাষ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। তখন বাক্যজ্ঞ মেধাবী আচার্য্য-পুত্র অশ্বত্থামা প্রাণত্যাগে উদ্যত নরপালগণের ইঙ্গিত অবগত হইয়া ও রাজা দুর্য্যোধনের বালার্ক সদৃশ মুখমণ্ডল সন্দর্শন করিয়া কহিলেন, হে বীরগণ! পণ্ডিতেরা স্বামিভক্তি, দেশ-কালাদি সম্পত্তি, রণপটুতা ও নীতি এই কয়েকটীরে যুদ্ধের সাধন বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন; কিন্তু এই সকল উপায়ে দৈববল অপেক্ষা করে। আমাদিগের যে সমস্ত দেবতুল্য লোকপ্রবীর মহারথগণ নীতিজ্ঞ, রণদক্ষ, প্রভুপরায়ণ ও নিয়ত যুদ্ধে নিযুক্ত ছিলেন, তাঁহারা সকলেই নিহত হইয়াছেন; কিন্তু তন্নিবন্ধন জয়াশা পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য নহে। সুনীতি প্রয়োগ করিলে দৈবকেও অনুকূল করা যাইতে পারে।

অতএব আজি আমরা সর্ব্ব গুণান্বিত নরশ্রেষ্ঠ মহাবীর কর্ণকে সেনাপতিপদে অভিষেক করিয়া শত্রুগণকে বিনাশ করিব। মহাবল পরাক্রান্ত সূতপুত্র অস্ত্রবিশারদ, যুদ্ধদুর্ম্মদ ও অন্তকের ন্যায় অসহ্য। উনি অনায়াসে সমরাঙ্গনে শত্রুগণকে পরাজয় করিতে সমর্থ হইবেন।

হে মহারাজ! আপনার আত্মজ দুর্য্যোধন আচার্য্যতনয়ের মুখে সেই পরম প্রিয় হিতকর বাক্য শ্রবণ করিয়া যৎপরোনাস্তি প্রীত হইলেন। ভীষ্ম ও দ্রোণাচার্য্যের নিধনের পর মহাবীর কর্ণ পাণ্ডবগণকে পরাজয় করিবে বলিয়া তাঁহার মনে মহতী আশা সঞ্জাত হইল। তখন তিনি আশ্বাস যুক্ত হইয়া বাহুবল অবলম্বন পূর্ব্বক সুস্থির চিত্তে সূতপুত্রকে কহিলেন; হে কর্ণ! আমি তোমার বলবীর্য্য ও আমার সহিত পরম সৌহার্দ্দের বিষয় বিশেষ রূপে অবগত আছি; তথাপি তোমারে এই হিত কথা কহিতেছি; ইহা শ্রবণ করিয়া তোমার যাহা অভিরুচি হয় কর। তুমি বিজ্ঞতম এবং আমারও তোমা ভিন্ন আর গতি নাই। আমার সেনাপতি মহারথ ভীষ্ম ও দ্রোণাচার্য্য নিহত হইয়াছেন। তুমি তাঁহাদিগের অপেক্ষা বলবান্। অতএব তুমি সেনাপতি পদে অভিষিক্ত হও। সেই মহাধনুর্দ্ধর দ্বয় বৃদ্ধ ও ধনঞ্জয়ের পক্ষ ছিলেন। আমি তোমার বাক্যানুসারেই তাঁহাদিগকে বীর বলিয়া গণনা করিতাম। মহাবীর ভীষ্ম পিতামহ বলিয়াই দশ দিবস পাণ্ডুতনয়গণকে রক্ষা করিয়াছিলেন। পরিশেষে তুমি অস্ত্র পরিত্যাগ করিলেই ধনঞ্জয় শিখণ্ডীরে পুরোবর্ত্তী করিয়া মহাবীর ভীষ্মকে নিহত করিয়াছে। পিতামহ শরশয্যায় শয়ান হইলে তোমার

বাক্যানুসারে দ্রোণাচার্য্য সেনাপতি পদে অভিষিক্ত হইয়াছিলেন। আমার বোধ হয়, তিনিও শিষ্য বলিয়াই পাণ্ডবগণকে রক্ষা করিতেন। যাহা হউক, আজি তিনিও ধৃষ্টদ্যুম্নের হস্তে নিহত হইয়াছেন। হে কর্ণ! এক্ষণে তোমার সদৃশ অমিতপরাক্রম যোদ্ধা আর কাহারেও নয়নগোচর হয় না। তোমা হইতেই আমাদিগের জয় লাভ হইবে, তাহার আর সন্দেহ নাই। তুমিই পূর্ব্বাপর আমাদিগের হিতসাধন করিতেছ। অতএব তুমি রণধুরন্ধর হইয়া আপনি আপনারে সেনাপতিপদে অভিষিক্ত কর। কার্ত্তিকেয় যেমন সুরগণের সেনাপতি হইয়াছিলেন, তদ্রূপ তুমিও কৌরবদিগের সেনাপতি হইয়া সৈন্যগণকে রক্ষা করত দৈত্যনিসূদন মহেন্দ্রের ন্যায় শত্রু নিপাতনে নিযুক্ত হও। দানবেরা পুরুষোত্তম বিষ্ণুরে অবলোকন করিয়া যেমন পলায়ন করিয়াছিল, তদ্রূপ মহারথ পাণ্ডব, সৃঞ্জয় ও পাঞ্চালগণ তোমারে সমরে সমবস্থিত সন্দর্শন করিয়া অমাত্য সমভিব্যাহারে পলায়ন করিবে। অতএব দিবাকর যেমন অভ্যুদিত হইয়া স্বীয় তেজঃপ্রভাবে গাঢ়ান্ধকার উচ্ছেদ করেন, তদ্রূপ তুমি মহতী সেনা লইয়া অরাতিগণকে নিপাতিত কর। অর্জ্জুন কখনই তোমার সমক্ষে অবস্থান পূর্ব্বক যুদ্ধ করিতে পারিবে না।

মহাবীর কর্ণ দুর্য্যোধনের বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, হে কুরুরাজ! আমি পূর্ব্বেই তোমারে বলিয়াছি যে, পাণ্ডবগণকে তাহাদের পুত্রগণ ও জনার্দ্দনের সহিত পরাজিত করিব। যাহা হউক, এক্ষণে আমি তোমার সেনাপতি হইব, তাহার আর সন্দেহ নাই। অতএব তুমি প্রশান্তচিত্ত হইয়া

পাণ্ডবগণকে পরাজিত বলিয়া স্থির কর। হে মহারাজ! আপনার পুত্র দুর্য্যোধন কর্ণ কর্ত্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া পরম পরিতুষ্ট হইলেন এবং সুরপতি যেমন দেবগণের সহিত উত্থিত হইয়া কার্ত্তিকেয়কে সেনাপতিত্বে বরণ করিয়াছিলেন, তদ্রূপ বিজয়াভিলাষী অন্যান্য ভূপালগণের সহিত গাত্রোত্থান পূর্ব্বক সুবর্ণময় ও মৃণ্ময় পূর্ণকুম্ভ, হস্তী গণ্ডার ও বৃষের বিষাণ, বিবিধ সুগন্ধি ঔষধ এবং সুসংভৃত অন্যান্য উপকরণ দ্বারা ক্ষৌমাচ্ছাদিত তাম্রময় আসনে আসীন মহাবীর কর্ণকে বিধি পূর্ব্বক সেনাপতিপদে অভিষিক্ত করিলেন। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রগণ সেই বরাসন সমাসীন সূতপুত্রের স্তুতিবাদ করিতে লাগিলেন। অরাতিঘাতন কর্ণ এইরূপে সৈনাপত্যে অভিষিক্ত হইয়া বিপ্রগণকে নিষ্ক, ধন ও গোসমূহ প্রদান পূর্ব্বক তাঁহাদের আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করিলেন। তখন ব্রাহ্মণ ও বন্দিগণ কর্ণকে কহিলেন, হে পুরুষশ্রেষ্ঠ! সূর্য্য যেমন সমুদিত হইয়া উগ্র কিরণজালে তমোরাশি ধ্বংস করিয়া থাকেন, তদ্রূপ তুমি মহারণে অনুচরগণ সমবেত কৃষ্ণসহায় পাণ্ডব ও পাঞ্চালগণকে সংহার কর। উলূকগণ যেমন সূর্য্যরশ্মি সন্দর্শনে অসমর্থ, তদ্রূপ কেশব সমবেত পাণ্ডবগণ ত্বন্নিক্ষিপ্ত শরনিকর অবলোকন করিতে কোন মতেই সমর্থ নহে। দানবগণ যেমন সংগ্রামে গৃহীতশস্ত্র পুরন্দরের অগ্রে অবস্থান করিতে সমর্থ হয় নাই, তদ্রূপ পাঞ্চাল ও পাণ্ডবগণ তোমার অগ্রে অবস্থান করিতে অক্ষম হইবে। হে মহারাজ! মহাবীর কর্ণ এইরূপে সেনাপতিপদে অভিষিক্ত হইয়া অমিতপ্রভা প্রভাবে দিবাকরের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। আপনার পুত্র কাল-

প্রেরিত দুর্য্যোধন কর্ণকে সেনাপতির পদে অভিষিক্ত করিয়া আপনারে কৃতার্থ বোধ করিলেন। তখন মহাবীর সূতপুত্র প্রাতঃকালে সৈন্যগণকে সমবেত হইতে আজ্ঞা প্রদান পূর্ব্বক আপনার পুত্রগণের সহিত মিলিত হইয়া তারকাসুর সংগ্রামে দেবগণে পরিবৃত স্কন্দের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন।

দ্বাদশ অধ্যায়।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে সঞ্জয়! দুর্য্যোধন স্বয়ং সোদরের ন্যায় স্নিগ্ধ বাক্য প্রয়োগ পূর্ব্বক মহাবীর কর্ণকে সেনাপতি-পদে অভিষিক্ত করিলে সূতপুত্র সৈন্যগণকে সূর্য্যোদয় সময়ে সুসজ্জিত হইতে আদেশ করিয়া কি কার্য্যের অনুষ্ঠান করিল, তাহা কীর্ত্তন কর।

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! আপনার পুত্রেরা কর্ণের অভি-প্রায় অবগত হইয়া তূর্য্য প্রভৃতি বাদ্য বাদন পূর্ব্বক সৈন্য-গণকে সুসজ্জিত হইতে আজ্ঞা প্রদান করিলেন। তখন রাত্রিশেষে আপনার সৈন্যমধ্যে সকলে সুসজ্জিত হও, সকলে সুসজ্জিত হও, সহসা এই শব্দ সমুদ্ভূত হইল। বৃহৎ বৃহৎ হস্তী, বরূথযুক্ত, রথ সন্নদ্ধ তুরঙ্গ ও পদাতি সুসজ্জিত হও-য়াতে এবং পরস্পর ত্বরাবান যোধগণ চীৎকার করাতে গগন-স্পর্শী ভীষণ শব্দ শ্রবণগোচর হইতে লাগিল। অনন্তর মহাবীর কর্ণ শ্বেত পতাকা পরিশোভিত নাগ কক্ষ কেতু সম্পন্ন বলাকাবর্ণ অশ্বসংযুক্ত বিমল আদিত্যসঙ্কাশ রথে আরূঢ় হইয়া স্বর্ণ বিভূষিত শঙ্খ প্রধ্মাপিত ও কনকমণ্ডিত কোদণ্ড বিধূনিত করিতে লাগিলেন। ঐ রথ হেমপৃষ্ঠ ধনু, তূণীর, অঙ্গদ, শতঘ্নী, কিঙ্কিনী, শক্তি, শূল ও তোমরাদি অস্ত্রে

পরিপূর্ণ ছিল। হে মহারাজ! ঐ সময়ে কৌরবগণ মহাধনুর্দ্ধর মহারথ কর্ণকে ধ্বান্তনাশক উদয়োন্মুখ ভানুমানের ন্যায় রথে অবস্থিত অবলোকন করিয়া ভীষ্ম, দ্রোণ ও অন্যান্য বীরগণের বিনাশদুঃখ একবারে বিস্মৃত হইলেন। তখন বীরবর সূতপুত্র শঙ্খ শব্দে যোধগণকে ত্বরান্বিত করত বিপুল কৌরব সৈন্য দ্বারা মকর ব্যূহ নির্ম্মাণ করিয়া পাণ্ডবগণের পরাজয় বাসনায় তাঁহাদিগের প্রত্যুদ্গমন করিলেন। ঐ মকর ব্যূহের মুখে কর্ণ, নেত্রদ্বয়ে মহাবীর শকুনি ও মহারথ উলূক, মস্তকে অশ্বত্থামা, মধ্যদেশে সৈন্যগণ পরিবেষ্টিত রাজা দুর্য্যোধন, গ্রীবায় তাঁহার সোদরগণ, বামপদে নারায়ণী সেনা পরিবৃত যুদ্ধদুর্ম্মদ-কৃতবর্ম্মা, দক্ষিণ পদে মহাধনুর্দ্ধর ত্রিগর্ত্ত ও দাক্ষিণাত্যগণে পরিবেষ্টিত সত্য বিক্রম কৃপাচার্য্য, বাম পদের পশ্চাদ্ভাগে বিপুল সেনা পরিবৃত মদ্ররাজ শল্য, দক্ষিণ পদের পশ্চাদ্ভাগে সহস্র রথ ও তিন শত হস্তী সমবেত সত্যপ্রতিজ্ঞ সুষেণ এবং পুচ্ছদেশে মহাবল পরাক্রান্ত সসৈন্য রাজা চিত্র ও চিত্রসেন নামে সহোদর দ্বয় অবস্থান করিতে লাগিলেন।

হে মহারাজ! নরশ্রেষ্ঠ কর্ণ এইরূপে সমরে যাত্রা করিলে ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির ধনঞ্জয়ের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া কহিলেন, ভ্রাত! ঐ দেখ, মহাবীর কর্ণ বীরগণাভিরক্ষিত কৌরব সৈন্য সমুদায়কে কেমন শ্রেণীবদ্ধ করিয়াছে। হে অর্জ্জুন! ধৃতরাষ্ট্র সৈন্যমধ্যে যে সকল প্রধান প্রধান বীর পুরুষ ছিল, তাহারা নিহত হইয়াছে; এক্ষণে ক্ষুদ্রতম ব্যক্তিরাই অবশিষ্ট আছে। সুতরাং নিশ্চয়ই তোমার জয় লাভ হইবে। তুমি যুদ্ধ করিলে আমার হৃদয় হইতে দ্বাদশ বর্ষ সংস্থিত শল্য সমুদ্ধৃত হয়।

অতএব এক্ষণে তুমি আপনার ইচ্ছানুসারে ব্যূহ নির্ম্মাণ কর। হে মহারাজ! শ্বেতবাহন অর্জ্জুন জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার সেই বাক্য শ্রবণানন্তর আপনাদিগের সৈন্য লইয়া অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি ব্যূহ নির্ম্মাণ করিলেন। ব্যূহের বাম পার্শ্বে ভীমসেন, দক্ষিণ পার্শ্বে মহাধনুর্দ্ধর ধৃষ্টদ্যুম্ন, মধ্যে ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির ও ধনঞ্জয় এবং যুধিষ্ঠিরের পৃষ্ঠদেশে নকুল ও সহদেব অবস্থান করিতে লাগিলেন। অর্জ্জুন পালিত চক্ররক্ষক পাঞ্চাল দেশীয় যুধামন্যু ও উত্তমৌজা ধনঞ্জয়ের সমীপে সমবস্থিত হইলেন। অবশিষ্ট বর্ম্মধারী ভূপালগণ স্ব স্ব উৎসাহ ও যত্ন অনুসারে অংশক্রমে সেই ব্যূহ মধ্যে অবস্থান করিলেন। হে মহারাজ! এইরূপে উভয় পক্ষের ব্যূহ নির্ম্মাণ হইলে মহাধনুর্দ্ধর কৌরব ও পাণ্ডবগণ যুদ্ধার্থ সমুৎসুক হইলেন। বন্ধু বান্ধব সমবেত রাজা দুর্য্যোধন সূতপুত্রকৃত ব্যূহ দর্শন করিয়া পাণ্ডবগণকে নিহত বোধ করিতে লাগিলেন। ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরও স্বীয় সৈন্যগণকে ব্যূহিত দেখিয়া কর্ণ সমবেত দুর্য্যোধন প্রভৃতি বীরগণকে নিহত বিবেচনা করিলেন। অনন্তর উভয় পক্ষীয় সৈন্যমধ্যে শঙ্খ, ভেরী, আনক, দুন্দুভি, ডিণ্ডিম ও ঝর্ঝর প্রভৃতি বাদিত্র সকল চতুর্দ্দিকে বাদিত হইতে লাগিল। ঐ সময় জয়গৃধ্নু শূরগণের সিংহনাদ, অশ্বগণের হ্রেষারব, মাতঙ্গের বৃংহিত ধ্বনি ও রথ নেমির ঘোর নিস্বন শ্রবণগোচর হইল। মহাধনুর্দ্ধর বর্ম্মধারী কর্ণকে ব্যূহমুখে নিরীক্ষণ করিয়া কৌরব পক্ষীয় কোন ব্যক্তিই দ্রোণবধ জনিত দুঃখ অনুভব করিল না। তখন সেই প্রহৃষ্ট নরসঙ্কুল উভয় পক্ষীয় সৈন্য পরস্পর বিনাশার্থ যুদ্ধে কৃতসংকল্প হইল। ঐ সময় কর্ণ ও অর্জ্জুন

পরস্পরকে নিরীক্ষণ করত সৈন্য মধ্যে বিচরণ করিতে লাগিলেন। তৎকালে বোধ হইতে লাগিল যেন, সেই উভয় পক্ষীয় সৈন্য সমুদায় নৃত্য করিতেছে। এইরূপ সৈন্যগণ পরস্পর মিলিত হইলে যুদ্ধার্থী বীরগণ ব্যূহের পক্ষ ও প্রপক্ষ হইতে নির্গত হইতে লাগিলেন। অনন্তর পরস্পর নিধনে প্রবৃত্ত হস্তী, অশ্ব ও রথিগণের ঘোরতর সংগ্রাম আরম্ভ হইল।

ত্রয়োদশ অধ্যায়।

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! তখন সেই প্রহৃষ্ট হস্তী,অশ্ব ও মনুষ্যে সঙ্কুল দেবাসুর সৈন্য সদৃশ কুরু পাণ্ডব পক্ষীয় সেনাগণ পরস্পর প্রহার করিতে লাগিল। উগ্রবিক্রম রথী, অশ্বারোহী, গজারোহী ও পদাতিগণ পরস্পরের প্রাণ ও পাপ নাশার্থ পরস্পরের প্রতি আঘাত করিতে আরম্ভ করিল। প্রধান প্রধান যোধগণ অর্দ্ধচন্দ্র, ভল্ল, ক্ষুরপ্র, অসি, পট্টিশ ও পরশু দ্বারা পূর্ণচন্দ্র ও সূর্য্যের সদৃশ কান্তি এবং পদ্মতুল্য গন্ধযুক্ত নরমস্তক ছেদন পূর্ব্বক তদ্দ্বারা পৃথিবী পরিব্যাপ্ত করিয়াছিলেন। মহাবাহু বীরগণের রক্তাঙ্গুলিযুক্ত আয়ুধ ও বাহু সমুদায় বিপক্ষ পক্ষীয় বীরগণের শরনিকরে ছিন্ন ও নিপতিত হইয়া গরুড়বিধ্বস্ত পঞ্চাস্য ভুজঙ্গ সমুদায়ের ন্যায় শোভা ধারণ করিল। পুণ্য ক্ষয় হইলে স্বর্গবাসিগণ যেমন বিমান হইতে পতিত হইয়া থাকেন, তদ্রূপ বীরগণ শত্রুগণ কর্ত্তৃক নিহত হইয়া হস্তী, রথ ও অশ্ব সমুদায় হইতে ধরাতলে নিপতিত হইতে লাগিল। অনেকে গুরুতর গদা, পরিঘ ও মুষল সমুদায়ের আঘাতে বিপক্ষ পক্ষীয় বীরগণকে চূর্ণ করিয়া ফেলিলেন। সেই ভয়ঙ্কর সঙ্কুল যুদ্ধে রথিগণ রথিগণকে

মত্ত মাতঙ্গগণ মত্ত মাতঙ্গদিগকে ও অশ্বারূঢ়গণ অশ্বারূঢ়দিগকে নিপীড়িত করিতে লাগিল। অনেক বার পদাতিগণ রথীদিগের, রথিগণ পদাতিদিগের এবং পদাতিগণ অশ্বারোহীদিগের শরে নিপতিত হইলেন। কখন বা নাগগণ রথী, অশ্বারোহী ও পদাতিগণকে, পদাতিগণ রথী, অশ্বারোহী হস্ত্যারোহীদিগকে, অশ্বগণ রথ, পদাতি ও হস্তিগণকে এবং রথিগণ পদাতি ও মাতঙ্গগণকে বিনাশ করিতে লাগিল। পদাতি, অশ্বারোহী ও রথিগণ এইরূপে বিপক্ষ পক্ষীয় পদাতি, অশ্বারোহী ও রথিগণের হস্ত, পাদ, রথ ও বিবিধ অস্ত্র ছিন্ন করিয়া ঘোরতর সংগ্রাম আরম্ভ করিল।

হে মহারাজ! এইরূপে সেই সেনাগণ পরস্পরের শরে নিপীড়িত হইলে মহাবীর বৃকোদর দ্রাবিড় সৈন্য পরিবৃত ধৃষ্টদ্যুম্ন, শিখণ্ডী, দ্রৌপদীর তনয়গণ, প্রভদ্রকগণ, সাত্যকি ও চেকিতান এবং ব্যূহাবৃত পাণ্ড্য, চোল ও কেরলগণ সমভিব্যাহারে আমাদের সৈন্যগণের প্রতি ধাবমান হইলেন। তখন বিশালবক্ষ, দীর্ঘভুজ, উন্নত, পৃথুলোচন, আপীড়শোভিত, রক্তদন্ত, মত্তমাতঙ্গবিক্রম, বিচিত্র বসনান্বিত, গন্ধচূর্ণাবৃত, বদ্ধখড়্গ, পাশহস্ত, উভয় পক্ষীয় হস্ত্যারোহী ও যুদ্ধপ্রিয়, চাপতূণীরধারী দীর্ঘকেশ, পরাক্রান্ত পদাতি এবং ঘোররূপ পরাক্রান্ত ভীষণ অশ্বারোহিগণ মৃত্যুভয় পরিত্যাগ পূর্ব্বক পরস্পর সংগ্রাম করিতে লাগিল। চেদি, পাঞ্চাল, কেকয়, করূষ, কোশল, কাঞ্চি ও মগধ দেশীয় বীরগণ মহাবেগে সমরে ধাবমান হইল। তাহাদিগের রথী, নাগ ও প্রধান প্রধান পদাতি সকল বিবিধ বাদ্যোদ্যমে হৃষ্ট হইয়া হাস্যবদনে নৃত্য করিতে

লাগিল। তখন ভীমপরাক্রম ভীমসেন মহামাত্রগণে পরিবেষ্টিত ও গজারূঢ় হইয়া সৈন্য মধ্য হইতে কৌরব সৈন্যগণের প্রতি ধাবমান হইলেন। তাঁহার যথাবিধানে বিভূষিত উগ্রতর মাতঙ্গ উদিতভাস্কর উদয়াচলের অগ্রভাগের ন্যায় শোভা ধারণ করিল। গজবরের অপূর্ব্ব রত্ন বিভূষিত লৌহ নির্ম্মিত উৎকৃষ্ট বর্ম্ম শরৎকালীন নক্ষত্রমণ্ডিত নভোমণ্ডলের ন্যায় বোধ হইতে লাগিল। মহাবীর ভীমসেন তোমরহস্তে সেই মাতঙ্গে অবস্থান পূর্ব্বক মধ্যাহ্ন কালীন দিবাকরের ন্যায় তেজঃপ্রভাবে রিপুগণকে তাপিত করিতে লাগিলেন।

ঐ সময় গজারূঢ় ক্ষেমধূর্ত্তি দূর হইতে সেই গজবরকে অবলোকন করিয়া সন্তুষ্ট মনে তাঁহার অভিমুখে গমন্ করিলেন। অনন্তর সেই দ্রুমবান্ মহাপর্ব্বত দ্বয়ের সদৃশ মহাকায় মাতঙ্গ দ্বয়ের মহাযুদ্ধ আরম্ভ হইল। কুঞ্জর দ্বয় যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলে গজারোহি বীর দ্বয়ও তীক্ষ্ণসূর্য্যরশ্মি সদৃশ তোমর দ্বারা পরস্পরকে আহত করিয়া সিংহনাদ পরিত্যাগ করিতে আরম্ভ করিলেন এবং তৎপরে উভয়ে হস্তী হইতে অবতীর্ণ হইয়া শরাসন গ্রহণ পূর্ব্বক মণ্ডলাকারে বিচরণ করত পরস্পরকে প্রহার করিতে লাগিলেন। সকলেই তাঁহাদিগের সিংহনাদ, আস্ফোটন ও শর শব্দে আহ্লাদিত হইল। অনন্তর মহাবল পরাক্রান্ত বীর দ্বয় বায়ুবিকম্পিত পতাকাযুক্ত উদ্যতশুণ্ড মাতঙ্গ দ্বয় দ্বারা যুদ্ধ করিতে লাগিলেন এবং পরিশেষে পরস্পর পরস্পরের শরাসন ছেদন পূর্ব্বক বর্ষাকালীন বারিবর্ষী জলদ দ্বয়ের ন্যায় শক্তি ও তোমর বর্ষণ করত গর্জ্জন করিতে আরম্ভ করিলেন। তখন মহাবীর ক্ষেমধূর্ত্তি ভীমসেনের বক্ষঃ-

স্থলে এক তোমরাঘাত করিয়া সিংহনাদ পরিত্যাগ করত পুনরায় অতি বেগে ছয় তোমরে তাঁহারে বিদ্ধ করিলে ক্রোধ প্রদীপ্ত ভীমসেন সেই অঙ্গস্থিত সপ্ত তোমর দ্বারা সপ্তাশ্বযুক্ত দিবাকরের ন্যায় শোভমান হইলেন এবং যত্ন পূর্ব্বক অরাতির প্রতি এক ভাস্করবর্ণ লৌহময় তোমর নিক্ষেপ করিলেন। কুলূতাধিপতি ক্ষেমধূর্ত্তি শরাসন আকর্ষণ করিয়া দশ শরে সেই তোমর ছেদন পূর্ব্বক ছয় শরে ভীমকে বিদ্ধ করিলেন। তখন মহাবীর ভীমসেন এক মেঘগভীরনিঃস্বন শরাসন গ্রহণ করিয়া সিংহনাদ করত শরনিকর নিপাতে অরাতির কুঞ্জরকে মর্দ্দিত করিতে লাগিলেন। হস্তী ভীমসেনের শরনিকরে নিপীড়িত হইয়া বায়ুসঞ্চালিত জলধরের ন্যায় সমরাঙ্গনে অবস্থান করিতে অসমর্থ হইল। যন্তা অশেষ প্রকার যত্ন করিয়াও তাহারে স্থির করিতে পারিল না। তখন পবনপরিচালিত পয়োধর যেরূপ জলদের অনুগমন করে, তদ্রূপ ভীমসেনের মাতঙ্গ সেই কুঞ্জরের অনুগমন করিতে লাগিল। প্রবল প্রতাপ ক্ষেম-ধূর্ত্তি তদ্দর্শনে স্বীয় বারণকে নিবারণ পূর্ব্বক অভিমুখাগত ভীম মাতঙ্গকে বাণবিদ্ধ করিলেন। তখন মহাবীর ভীমসেন আনত-পর্ব্ব ক্ষুর দ্বারা ক্ষেমধূর্ত্তির শরাসন ছেদন করিয়া মাতঙ্গের সহিত তাঁহারে নিতান্ত নিপীড়িত করিতে লাগিলেন। মহাবীর ক্ষেমধূর্ত্তি তদ্দর্শনে রোষভরে ভীমসেনকে বিদ্ধ করিয়া নারাচ দ্বারা তাঁহার মাতঙ্গের সমুদায় মর্ম্মস্থল ভেদ করিলেন। গজ-রাজ ক্ষেমধূর্ত্তির ভীষণ শরাঘাতে ভূতলে নিপতিত হইল। ভীমপরাক্রম ভীমসেন গজনিপতনের পূর্ব্বেই ভূতলে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। তিনিও ঐ সময় গদাঘাতে ক্ষেমধূর্ত্তির হস্তীরে

পোথিত করিয়া ফেলিলেন। তখন মহাবীর ক্ষেমধূর্ত্তি সেই নিহত নাগ হইতে লম্ফ প্রদান পূর্ব্বক আয়ুধ উদ্যত করিয়া আগমন করিতে লাগিলেন। রণবিশারদ বৃকোদর তাঁহার উপরেও গদাঘাত করিলেন। খড়্গধারী মহাবীর ক্ষেমধূর্ত্তি ভীমসেনের সেই গদাঘাতেই গতাসু ও গজসমীপে নিপতিত হইয়া বজ্রভগ্ন অচলের সমীপস্থ বজ্রহত সিংহের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। হে মহারাজ! আপনার সৈন্য সকল সেই কুলূতকুলতিলক ক্ষেমধূর্ত্তিরে নিহত নিরীক্ষণ করিয়া ব্যথিত হৃদয়ে ইতস্তত পলায়ন করিতে লাগিল।

চতুর্দ্দশ অধ্যায়।

হে মহারাজ! অনন্তর মহাধনুর্দ্ধর মহাবীর কর্ণ নতপর্ব্ব শরনিকর দ্বারা পাণ্ডব সেনাগণকে নিপীড়িত করিতে লাগিলেন। পাণ্ডবেরাও কোপাবিষ্ট হইয়া কর্ণের সম্মুখে কৌরব সৈন্যগণকে সংহার করিতে আরম্ভ করিলেন। তখন সূতপুত্র সূর্য্যরশ্মি সমপ্রভ কর্ম্মার পরিমার্জ্জিত নারাচাস্ত্র দ্বারা পাণ্ডব সেনাগণকে নিহত করিতে লাগিলেন। মাতঙ্গগণ কর্ণের নারাচ প্রহারে ম্লান ও অবসন্ন হইয়া ভীষণ শব্দ করত চতুর্দ্দিকে ভ্রমণ করিতে আরম্ভ করিল। হে মহারাজ! এইরূপে পাণ্ডব সেনাগণ সূতপুত্র কর্ত্তৃক নিপীড়িত হইলে মহাবীর নকুল মহারথ কর্ণের অভিমুখে ধাবমান হইলেন। ভীমসেন দুষ্কর কার্য্যকারী অশ্বত্থামারে ও সাত্যকি কেকয় দেশীয় বিন্দ অনুবিন্দকে নিবারণ করিলেন। তখন রাজা চিত্রসেন, সমাগত শ্রুতকর্ম্মার প্রতি, প্রতিবিন্ধ্য বিচিত্রধ্বজ শরাসন শোভিত চিত্রের প্রতি, দুর্য্যোধন ধর্ম্মনন্দন যুধিষ্ঠিরের প্রতি ও ধনঞ্জয় ক্রুদ্ধ

সংশপ্তকগণের প্রতি ধাবমান হইলেন। মহাবীর ধৃষ্টদ্যুম্ন কৃপাচার্য্যের সহিত, অপরাজিত শিখণ্ডী কৃতবর্ম্মার সহিত, মহাবীর শ্রুতকীর্ত্তি শল্যের সহিত এবং প্রতাপশালী মাদ্রীসুত সহদেব আপনার পুত্র দুঃশাসনের সহিত মিলিত হইলেন। ঐ সময় কেকয় দেশীয় বিন্দ ও অনুবিন্দ সাত্যকিরে এবং সাত্যকিও ঐ বীর দ্বয়কে শরনিকরে সমাচ্ছন্ন করিলেন। নাগ দ্বয় যেমন প্রতিদ্বন্দ্বী মাতঙ্গের উপর দন্তাঘাত করে, তদ্রূপকেকয় দেশীয় ভ্রাতৃ দ্বয় যুযুধানের বক্ষঃস্থলে দৃঢ়তর শরাঘাত করিতে লাগিলেন। তখন সাত্যকি হাস্য করত শর বর্ষণে দশদিক্ সমাচ্ছন্ন করিয়া তাহাদিগকে নিবারণ করিলেন। বীর দ্বয় সাত্যকির শরে নিবারিত হইয়া ক্রোধভরে শরনিকর নিক্ষেপ পূর্ব্বক তাঁহার রথ আবৃত করিয়া ফেলিলেন। মহাযশস্বী শিনিপুঙ্গব তদ্দর্শনে সেই বীরদ্বয়ের শরাসন ছেদন পূর্ব্বক তাঁহাদিগকে সুতীক্ষ্ণ শরজালে নিবারণ করিলেন। তখন তাঁহারা সত্বরে অন্য শরাসন গ্রহণ করিয়া সাত্যকিরে শরনিকরে সমাচ্ছন্ন করত সংগ্রামে বিচরণ করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের কঙ্কপত্রান্বিত স্বর্ণ মণ্ডিত শর জাল দশ দিক্ আলোকময় করিয়া নিপতিত হইতে লাগিল। ভ্রাতৃ দ্বয়ের শরনিকরে কিয়ৎক্ষণ মধ্যে সংগ্রাম ভূমি তিমিরাচ্ছন্ন হইল। অনন্তর সাত্যকি সেই ভ্রাতৃ দ্বয়ের ও তাঁহারা সাত্যকির শরাসন ছেদন করিয়া ফেলিলেন। তখন যুদ্ধদুর্ম্মদ যুযুধান সত্বরে অন্য চাপ গ্রহণ পূর্ব্বক জ্যাযুক্ত করিয়া সুতীক্ষ্ণ ক্ষুরপ্র দ্বারা অনুবিন্দের মস্তক ছেদন করিলেন। সমর নিহত শম্বরাসুরেব মস্তক যেরূপ ভূমিসাৎ হইয়াছিল, তদ্রূপ সেই

অনুবিন্দের কুণ্ডলমণ্ডিত মস্তক ভূতলে নিপতিত হইল। তদ্দর্শনে কেকয়গণের শোকের আর পরিসীমা রহিল না।

তখন মহারথ বিন্দ ভ্রাতার নিধন দর্শনে ক্রুদ্ধ হইয়া সত্বরে শরাসনে জ্যারোপণ পূর্ব্বক শরনিকরে সাত্যকিরে নিবারণ করিতে লাগিলেন এবং অবিলম্বে তাঁহারে স্বর্ণপুঙ্খ শিলানিশিত ষষ্টি শরে বিদ্ধ করিয়া থাক্ থাক্ বলিয়া তর্জ্জন করত পুনরায় তাঁহার বাহু ও উরুদেশে অসংখ্য শর নিক্ষেপ করিলেন। সত্যবিক্রম সাত্যকি বিন্দের শরাঘাতে ক্ষতবিক্ষত কলেবর হইয়া পুষ্পিত কিংশুক বৃক্ষের ন্যায় শোভমান হইলেন। তখন তিনি হাস্য করত সত্বরে পঞ্চবিংশতি বাণে কেকয়কে বিদ্ধ করিলেন। তৎপরে তাঁহারা পরস্পর পরস্পরের উৎকৃষ্ট কোদণ্ড দ্বিখণ্ড এবং অশ্বগণ ও সারথিরে নিহত করিয়া ফেলিলেন, পরিশেষে রথ পরিত্যাগ পূর্ব্বক শত চন্দ্র ভূষিত চর্ম্ম ও অসি গ্রহণ করিয়া মণ্ডলাকারে বিচরণ করত অবিলম্বে অসিযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া পরস্পর পরস্পরের বিনাশে সাতিশয় যত্ন করিতে লাগিলেন। দেবাসুর সংগ্রামে খড়্গধারী জম্ভাসুর ও পুরন্দরের যেরূপ শোভা হইয়াছিল, এক্ষণে মহাবীর সাত্যকি ও বিন্দ খড়্গ ধারণ পূর্ব্বক সেই রূপ শোভা ধারণ করিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে মহাবীর সাত্যকি খড়্গাঘাতে কেকয়রাজের চর্ম্ম দ্বিধা ছেদন করিয়া ফেলিলেন। তখন মহাবীর কেকয়রাজও যুযুধানের শত শত তারাসঙ্কুল চর্ম্ম ছেদন করিয়া কখন মণ্ডলাকারে বিচরণ এবং কখন বা গমন ও প্রত্যাগমন করিতে লাগিলেন। তখন মহাবীর সাত্যকি সত্বরে বক্রহস্তে সেই রণচারী করবারিধারী কেকয়রাজকে

দ্বিধা ছেদন করিয়া ফেলিলেন। বর্ম্মধারী মহাধনুর্দ্ধর কৈকেয় শরাঘাতে ছিন্ন হইয়া বজ্রাহত অচলের ন্যায় ধরাতলে নিপতিত হইলেন।

হে মহারাজ! মহারথ সাত্যকি এই রূপে কেকয়রাজ বিন্দকে নিহত করিয়া সত্বরে যুধামন্যুর রথে আরোহণ করিলেন এবং তৎপরে যথাবিধি সুসজ্জিত অন্য এক রথে আরূঢ় হইয়া পুনরায় সুতীক্ষ্ণ শরনিপাতে কেকয় সৈন্যগণকে বিদলিত করিতে লাগিলেন। সৈন্যগণ যুযুধানের শরাঘাতে ব্যথিত হইয়া তাঁহারে পরিত্যাগ পূর্ব্বক চারি দিকে পলায়ন করিতে আরম্ভ করিল।

পঞ্চদশ অধ্যায়।

হে মহারাজ! অনন্তর মহাবীর শ্রুতকর্ম্মা কোপাবিষ্ট হইয়া পঞ্চাশৎ শরে মহীপতি চিত্রসেনকে আহত করিলেন। তখন অভিসারাধিপতি চিত্রসেন নতপর্ব্ব নয় বাণে শ্রুতকর্ম্মারে নিপীড়িত ও পাঁচ বাণে তাঁহার সারথিরে বিদ্ধ করিয়া বীরত্ব প্রকাশ করিতে লাগিলেন। মহাবীর শ্রুতকর্ম্মা তদ্দর্শনে ক্রোধাবিষ্ট হইয়া নিশিত নারাচাস্ত্র দ্বারা সেনাগ্রবর্ত্তী চিত্রসেনের মর্ম্ম ভেদ করিলেন। মহাবীর চিত্রসেন শ্রুতকর্ম্মানিক্ষিপ্ত নারাচাস্ত্রে অতিমাত্র বিদ্ধ হইয়া বিচেতন ও মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। ঐ সময় মহাযশস্বী শ্রুতকীর্ত্তি নবতি শরে শ্রুতকর্ম্মারে সমাচ্ছন্ন করিলেন। অনন্তর মহারথ চিত্রসেন সংজ্ঞা লাভ করিয়া ভল্ল দ্বারা শ্রুতকর্ম্মার শরাসন ছেদন পূর্ব্বক তাঁহারে সাত বাণে বিদ্ধ করিলেন। তখন শ্রুতকর্ম্মা সুবর্ণভূষণ অন্য কার্ম্মুক গ্রহণ করিয়া শরনিকর নিক্ষেপ পূর্ব্বক

চিত্রসেনের বিচিত্র রূপ করিয়া দিলেন। চিত্রমালাধর যুবা চিত্রসেন ভূপতি শ্রুতকর্ম্মার শরে সমাবৃত হইয়া গোষ্ঠমধ্যস্থ মহাবৃষভের ন্যায় শোভমান হইলেন। তখন তিনি থাক্ থাক্ বলিয়া নারাচ দ্বারা শ্রুতকর্ম্মার বক্ষঃস্থল বিদারণ করিলেন। শ্রুতকর্ম্মা চিত্রসেন নিক্ষিপ্ত নারাচের আঘাতে গৈরিক বর্ণ রুধির ক্ষরণ করত শোণিতাক্ত কলেবর হইয়া গৈরিক ধাতু-ধারাস্রাবী অচলের ন্যায়, কুসুমিত কিংশুক বৃক্ষের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। অনন্তর তিনি চিত্রসেনের শত্রু-বারণ শরাসন ছেদন পূর্ব্বক তাঁহারে তিন শত নারাচে সমাচ্ছন্ন ও শর নিকরে নিপীড়িত করিয়া এক সুশাণিত ভল্ল দ্বারা তাঁহার শিরস্ত্রাণ সুশোভিত মস্তক ছেদন করিলেন। চিত্রসেনের মস্তক গগনমণ্ডল হইতে যদৃচ্ছাক্রমে ভূতলে নিপতিত চন্দ্রমার ন্যায় ধরাতলে নিপতিত হইল। সৈনিকগণ তাঁহারে নিহত দেখিয়া মহাবেগে ইতস্তত ধাবমান হইল। অনন্তর মহাধনুর্দ্ধর শ্রুতকর্ম্মা ক্রোধাবিষ্ট প্রেতরাজ যেমন প্রলয় কালে ভূতগণকে সংহার করেন, তদ্রূপ রোষাবিষ্ট হইয়া শরনিকর নিপাতে সৈন্যগণকে বিদ্রাবিত করিতে আরম্ভ করিলে সৈন্যগণ একান্ত নিপীড়িত হইয়া দাবানলদগ্ধ গজ-যূথের ন্যায় চারিদিকে ধাবমান্ হইল। মহাবীর শ্রুত-কর্ম্মা তাহাদিগকে শত্রু পরাজয়ে নিরুৎসাহ দেখিয়া তাহা-দের উপর অনবরত সুশাণিত শরনিকর নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন।

ঐ সময় মহাবীর প্রতিবিন্ধ্য চিত্রকে পাঁচ বাণে বিদ্ধ করিয়া এক বাণে তাঁহার ধ্বজ ও তিন বাণে সারথিরে বিদ্ধ

করিলে মহাবাহু চিত্র প্রতিবিন্ধ্যের বাহু ও উরুদেশে কঙ্কপত্রবিরাজিত, শাণিতাগ্র, সুবর্ণপুঙ্খ নয় ভল্ল নিক্ষেপ করিলেন। তখন মহাবীর প্রতিবিন্ধ্য শরনিপাতে চিত্রের শরাসন ছেদন করিয়া তাঁহার প্রতি নিশিত পাঁচ শর প্রয়োগ করিলেন। বীরবর চিত্র প্রতিবিন্ধ্যের শরাঘাতে ক্রুদ্ধ হইয়া স্বর্ণঘণ্টা সমাযুক্ত অগ্নিশিখা সদৃশ এক ভীষণ শক্তি গ্রহণ পূর্ব্বক তাঁহার প্রতি নিক্ষেপ করিলেন। মহাবীর প্রতিবিন্ধ্য সেই মহোল্কা সন্নিভ শক্তি সমাগত সন্দর্শন করিয়া অবলীলাক্রমে ছেদন করিয়া ফেলিলেন। তখন সেই চিত্রবিক্ষিপ্ত বিচিত্র শক্তি প্রতিবিন্ধ্য শরে দ্বিধা ছিন্ন হইয়া যুগান্তকালীন সর্ব্বভূতত্রাসজনন অশনির ন্যায় ভূতলে নিপতিত হইল। মহাবীর চিত্র আপনার শক্তি ব্যর্থ নিরীক্ষণ করিয়া সুবর্ণজালজড়িত এক মহাগদা গ্রহণ পূর্ব্বক প্রতিবিন্ধ্যের প্রতি নিক্ষেপ করিলেন। গদা নিক্ষিপ্ত হইবামাত্র প্রতিবিন্ধ্যের অশ্ব, সারথি ও রথ চূর্ণ করিয়া ধরাতলে নিপতিত হইল। ইত্যবসরে মহাবীর প্রতিবিন্ধ্য রথ হইতে লম্ফ প্রদান পূর্ব্বক অবনীতলে অবতীর্ণ হইয়া চিত্রের উপর এক কনকবিভূষিত শক্তি নিক্ষেপ করিলেন। মহাবাহু চিত্র সহসা সেই শক্তি গ্রহণ পূর্ব্বক প্রতিবিন্ধ্যের প্রতি নিক্ষেপ করিলে শক্তি তাঁহার দক্ষিণ বাহু বিদারণ পূর্ব্বক অশনির ন্যায় সমরাঙ্গন উদ্ভাসিত করিয়া নিপতিত হইল। তখন মহাবীর প্রতিবিন্ধ্য ক্রোধাবিষ্ট চিত্তে এক সুবর্ণভূষিত তোমর গ্রহণ পূর্ব্বক চিত্রের বিনাশ বাসনায় তাঁহার প্রতি নিক্ষেপ করিলেন। তোমর চিত্রের বর্ম্ম ও হৃদয় বিদীর্ণ করিয়া বিল প্রবেশোদ্যত ভীষণ ভুজঙ্গের ন্যায় মহা-

বেগে ধরাতলে নিপতিত হইল। মহারাজ চিত্র প্রতিবিন্ধ্যের তোমরে সমাহত হইয়া পরিঘাকার পীন বাহুযুগল প্রসারণ পূর্ব্বক রণ শয্যায় শয়ান হইলেন। কৌরব সৈন্যগণ চিত্র-রাজকে নিহত নিরীক্ষণ করিয়া দ্রুতবেগে প্রতিবিন্ধ্যের প্রতি ধাবমান হইয়া কিঙ্কিণী সমাযুক্ত শতঘ্নী ও বিবিধ বাণ বিসর্জ্জন পূর্ব্বক মেঘ যেমন সূর্য্যকে সমাচ্ছন্ন করে, তদ্রূপ তাঁহারে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল। তখন মহাবাহু প্রতিবিন্ধ্য অসুরসৈন্য নিসূদন বজ্রধরের ন্যায় সেই সৈন্যগণকে শরনিকর নিপাতে নিপীড়িত ও বিদ্রাবিত করিতে আরম্ভ করিলেন। সৈন্যগণ প্রতিবিন্ধ্য শরে বিদ্ধ হইয়া বায়ুবেগ সঞ্চালিত ঘনঘটার ন্যায় ছিন্ন ভিন্ন হইয়া পড়িল। হে মহারাজ! এইরূপে কৌরব সৈন্যগণ চারি দিকে পলায়ন করিতে আরম্ভ করিলে অশ্বত্থামা একাকী অবিলম্বে মহাবল পরাক্রান্ত ভীমসেনের অভিমুখে গমন করিলেন। তখন দেবাসুর সংগ্রাম সময়ে বৃত্রাসুর ও পুরন্দরের যে রূপ সংগ্রাম হইয়া ছিল, তদ্রূপ সেই বীর দ্বয়ের ঘোরতর যুদ্ধ উপস্থিত হইল।

ষোড়শ অধ্যায়।

হে মহারাজ! মহাবীর দ্রোণনন্দন অশ্বত্থামা ত্বরান্বিত হইয়া অস্ত্রলাঘব প্রদর্শন পূর্ব্বক ভীমসেনকে প্রথমত নিশিত শরে বিদ্ধ করিয়া পুনরায় তাঁহার মর্ম্মস্থলে তীক্ষ্ণ নবতি শর নিক্ষেপ করিলেন। ভীমপরাক্রম ভীমসেন দ্রোণপুত্রের নিশিত শরনিকরে সমাচ্ছন্ন ও রশ্মিমান সূর্য্যের ন্যায় সুশোভিত হইয়া অশ্বত্থামার প্রতি সহস্র শর পরিত্যাগ পূর্ব্বক সিংহনাদ করিতে আরম্ভ করিলেন। দ্রোণকুমারও শরনিকরে তাঁহার

শরজাল সংহার পূর্ব্বক অবলীলাক্রমে বৃকোদরের ললাটে নারাচ নিক্ষেপ করিলেন। মহাবীর বৃকোদর সেই দ্রোণপুত্র নিক্ষিপ্ত নারাচ ললাট দেশে ধারণ করিয়া অরণ্যচারী মত্ত গণ্ডকের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। অনন্তর তিনি বিস্ময়াপন্ন হইয়াই যেন অশ্বত্থামার ললাটে তিন নারাচ নিক্ষেপ করিলেন। আচার্য্যপুত্র সেই ললাটস্থ নারাচত্রয় দ্বারা বর্ষাভিষিক্ত ত্রিশৃঙ্গ পর্ব্বতের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। তখন তিনি ভীমসেনের উপর বারংবার শত শত শর নিক্ষেপ করিয়াও বায়ু যেমন পর্ব্বতকে বিচলিত করিতে সমর্থ হয় না, তদ্রূপ সেই মহাবীর পাণ্ডুতনয়কে কোনক্রমে কম্পিত করিতে পারিলেন না। ভীমসেনও শত শত নিশিত শরে অশ্বত্থামারে বিচলিত করিতে সমর্থ হইলেন না। এইরূপে সেই রথারূঢ় মহারথ দ্বয় শরনিকরে পরস্পরকে সমাচ্ছন্ন করত পরস্পর কিরণাভিতাপিত লোকক্ষয় কর দীপ্যমান সূর্য্য দ্বয়ের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। তখন তাঁহারা পরস্পর প্রতিকারার্থ যত্নবান্ হইয়া অসংখ্য শর নিক্ষেপ করত দংষ্ট্রায়ুধ ব্যাঘ্র দ্বয়ের ন্যায় সেই মহারণে বিচরণ করিতে আরম্ভ করিলেন। ঐ বীর দ্বয় প্রথমত পরস্পরের শরজালে সমাচ্ছন্ন হইয়া মেঘাচ্ছন্ন চন্দ্র সূর্য্যের ন্যায় দীপ্তি পাইতে লাগিলেন। এবং মুহূর্ত্ত মধ্যে পরস্পরের শরজাল নির্ম্মুক্ত মঙ্গল ও বুধগ্রহের ন্যায় শোভমান হইলেন।

এইরূপে সেই সংগ্রাম অতি দারুণ হইলে মহাবীর অশ্বথামা বৃকোদরকে দক্ষিণ পার্শ্বস্থ করিয়া মেঘ যেমন পর্ব্বতকে বারিধারায় সমাচ্ছন্ন করে তদ্রূপ তাঁহারে শরনিকরে সমাচ্ছন্ন

করিলেন। ভীমসেনও শত্রুর বিজয় লক্ষণ সহ্য করিতে না পারিয়া তথা হইতেই তাঁহার প্রতীকার করিতে লাগিলেন। এইরূপ সেই বীর দ্বয় বিবিধ মণ্ডল ও গতি প্রত্যাগতি প্রদর্শন পূর্ব্বক ঘোরতর সংগ্রাম আরম্ভ করিলেন। তাঁহারা আকর্ণাকৃষ্ট শরাসন বিসৃষ্ট শরনিকরে পরস্পরকে নিপীড়িত করিয়া পরস্পরের বিনাশ বাসনায় পরস্পরকে বিরথ করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। অনন্তর মহারথ অশ্বত্থামা মহাস্ত্র সমুদায় প্রাদুর্ভূত করিলেন। মহাবীর ভীমসেন অস্ত্রদ্বারা সেই মহাস্ত্র সকল সংহার করিতে লাগিলেন। হে মহারাজ! পূর্ব্বে প্রজা সংহারের নিমিত্ত যেমন গ্রহযুদ্ধ হইয়াছিল, এক্ষণে সেই বীরদ্বয়ের তদ্রূপ অস্ত্রযুদ্ধ আরম্ভ হইল। সেই বীর দ্বয় বিসৃষ্ট শর সমুদায় দিক্ সকল দ্যোতিত করিয়া আপনার সৈন্য মধ্যে নিপতিত হইতে লাগিল। আকাশমণ্ডল এককালে শরজালে সমাচ্ছন্ন হইয়া গেল। তৎকালে বোধ হইতে লাগিল যেন, গগনমণ্ডল প্রলয় কালীন উল্কাপাতে সমাবৃত হইয়াছে। সেই বীর দ্বয়ের পরস্পরের বাণঘর্ষণে স্ফুলিঙ্গময় দীপ্তশিখ হুতাশন সমুত্থিত হইয়া উভয় পক্ষীয় সৈন্যগণকে দগ্ধ করিতে লাগিল।

হে মহারাজ! ঐ সময়ে সিদ্ধগণ সমাগত হইয়া কহিতে লাগিলেন যে, এই যুদ্ধ সমুদায় যুদ্ধ অপেক্ষা উৎকৃষ্ট। পূর্ব্বে যে সকল যুদ্ধ হইয়াছে, তৎসমুদায় ইহার ষোড়শাংশের একাংশও নহে। এ রূপ যুদ্ধ আর কুত্রাপি হইবে না। এই ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় ইহাঁরা উভয়েই জ্ঞানসম্পন্ন, শৌর্য্য সমাযুক্ত ও উগ্র পরাক্রম। মহাবীর ভীমসেন ভীমপরাক্রম এবং

অশ্বত্থামা অস্ত্রে কৃতবিদ্য! ইহাঁরা কি বীর্য্যশালী! এই বীর দ্বয় কালান্তক যম দ্বয়ের ন্যায়, রুদ্র দ্বয়ের ন্যায় ও ভাস্কর দ্বয়ের ন্যায় ঘোররূপে সমরাঙ্গনে অবস্থান করিতেছেন। হে মহারাজ! সিদ্ধগণের বারংবার এইরূপ বাক্য শ্রুতিগোচর হইতে লাগিল। ঐ সময় সমর দর্শনার্থ সমাগত দেবগণ সিংহনাদ পরিত্যাগ করিতে আরম্ভ করিলেন। সিদ্ধ ও চারণ-গণ সেই বীর দ্বয়ের অদ্ভুত অচিন্ত্য কার্য্য দর্শনে বিস্ময়াপন্ন হইলেন এবং দেব, সিদ্ধ ও মহর্ষিগণ অশ্বত্থামা ও ভীমসেনকে সাধুবাদ প্রদান করিতে লাগিলেন।

তখন সেই ক্রোধাবিষ্ট বীর দ্বয় নয়ন বিস্ফারণ পূর্ব্বক পরস্পরের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে আরম্ভ করিলেন। তাঁহারা রোষারুণনেত্র ও স্ফুরিতাধর হইয়া অধর দংশন পূর্ব্বক বারিধারাবর্ষী সবিদ্যুৎ জলধরের ন্যায় শর ও অস্ত্র বর্ষণ করত পরস্পরকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিলেন এবং পরিশেষে পরস্পরের অশ্ব, সারথি ও ধ্বজ বিদ্ধ করত পরস্পর পরস্পরকে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। অনন্তর সেই মহাবীর দ্বয় সাতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া পরস্পরের বিনাশ বাসনায় ভীষণ বাণ দ্বয় গ্রহণ পূর্ব্বক পরস্পরের প্রতি নিক্ষেপ করিলেন। বাণ দ্বয় সেনা-মুখে দ্যোতমান হইয়া সেই দুর্দ্ধর্ষ মহাবীর্য্য বীর দ্বয়কে আহত করিল। তখন তাঁহারা পরস্পরের শরাঘাতে নিতান্ত নিপীড়িত হইয়া রথোপরি অবসন্ন হইলেন। ঐ সময়ে দ্রোণতনয়ের সারথি তাঁহারে অচেতন অবলোকন করিয়া সর্ব্ব সৈন্য সমক্ষে রণস্থল হইতে অপসারিত করিল। ভীমসারথি বিশোকও শত্রুতাপন বৃকোদরকে বারংবার

বিহ্বল হইতে দেখিয়া রথ লইয়া রণস্থল হইতে অপসৃত হইল।

সপ্তদশ অধ্যায়॥

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে সঞ্জয়! সংশপ্তকগণ ও অশ্বত্থামার সহিত অর্জ্জুনের এবং অন্যান্য মহীপালগণের সহিত পাণ্ডব-দিগের যেরূপ যুদ্ধ হইয়াছিল, তাহা আমার নিকট কীর্ত্তন কর।

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! শত্রুগণের সহিত কৌরব পক্ষীয় বীরগণের যেরূপ দেহ ও পাপবিনাশন সংগ্রাম হইয়া-ছিল, তাহা শ্রবণ করুন। প্রবল বাত্যা উত্থিত হইয়া অর্ণ-বকে যেরূপ সংক্ষুব্ধ করিয়া থাকে, তদ্রূপ ধনঞ্জয় সংশপ্তক-গণের সৈন্য মধ্যে প্রবেশ পূর্ব্বক তাহাদিগকে বিক্ষোভিত করত নিশিত ভল্ল দ্বারা বীরগণের মনোহর নেত্র, ভ্রূ ও দশন যুক্ত পূর্ণচন্দ্র সন্নিভ, বিনাল নলিন সদৃশ মস্তক সমুদায় ছেদন পূর্ব্বক ভূতলে বিকীর্ণ করিলেন। তাঁহার সুশাণিত ক্ষুর সমুদায় দ্বারা বীরগণের অগুরুচন্দনাক্ত আয়ুধ ও তলত্রাণ সম্বলিত, পঞ্চাস্য ভুজগ সদৃশ বিশাল বাহু সকল নিকৃত্ত, ভল্ল দ্বারা এক কালে অসংখ্য অশ্ব, অশ্বারূঢ়, সারথি, ধ্বজ, শরাসন, শর ও রত্নাভরণ যুক্ত হস্ত ছিন্ন এবং নিশিত সায়ক নিকর দ্বারা আরোহি সমবেত সহস্র সহস্র রথ, অশ্ব ও গজ খণ্ড খণ্ড হইয়া ধরাতলে নিপতিত হইল। তখন সেই প্রতিদ্বন্দ্বী বীরগণ একান্ত কোপাবিষ্ট চিত্তে অর্জ্জুনের প্রতি ধাবমান হইল। বৃষভগণ যেমন গাভী লাভার্থ গর্জ্জন করত শৃঙ্গ দ্বারা প্রতিদ্বন্দ্বী বৃষ-ভকে আঘাত করিয়া থাকে, তদ্রূপ তাহারা সিংহনাদ করত শরনিকরে অর্জ্জুনকে সমাহত করিতে লাগিল। ত্রৈলোক্য

বিজয় কালে ইন্দ্রের সহিত দৈত্যগণের যেরূপ যুদ্ধ হইয়াছিল, এক্ষণে তাহাদের সহিত অর্জ্জুনের তদ্রূপ লোমহর্ষণ ভীষণ সংগ্রাম সমুপস্থিত হইল। তখন মহাবীর ধনঞ্জয় বিবিধ অস্ত্র দ্বারা শত্রুগণের অস্ত্রজাল নিবারণ করিয়া শরনিকরে তাহাদের প্রাণ সংহার করিতে লাগিলেন এবং সমীরণ যেমন মহামেঘ ছিন্ন ভিন্ন করে, তদ্রূপ যোধহীন সারথি বিহীন রথ সমুদায়ের ত্রিবেণু, কক্ষ, আয়ুধ, তূণীর, কেতু, যোক্ত্র, রশ্মি, বরূথ কূবর, যুগ, তল্প ও অক্ষাগ্রমণ্ডল সকল ছেদন পূর্ব্বক রথ সকল খণ্ড খণ্ড করত একাকী সহস্র মহারথের কার্য্য সম্পাদন করিয়া অরাতিগণের ভয়বর্দ্ধন ও বিস্মিত বীরগণের প্রেক্ষণীয় হইলেন। সিদ্ধ, দেবর্ষি ও চারণগণ তাঁহারে স্তব করিতে লাগিলেন। দেবগণ দুন্দুভি ধ্বনি এবং কৃষ্ণ ও অর্জ্জুনের মস্তকে পুষ্পবৃষ্টি করিতে আরম্ভ করিলেন। ঐ সময়ে এই দৈববাণী হইল যে, এই কৃষ্ণ ও অর্জ্জুন চন্দ্রের কান্তি, অগ্নির দীপ্তি, অনিলের বল ও সূর্য্যের দ্যুতি ধারণ করিতেছেন। এই এক রথে আরূঢ় বীর দ্বয় ব্রহ্মা ও মহেশ্বরের ন্যায় সর্ব্বভূতের অপরাজেয়। ইহাঁরা সর্ব্ব ভূতশ্রেষ্ঠ নর ও নারায়ণ।

হে মহারাজ! তখন মহাবীর অশ্বত্থামা সেই সমুদায় অদ্ভুত ব্যাপার অবলোকন ও শ্রবণ পূর্ব্বক সুসজ্জিত হইয়া কৃষ্ণ ও অর্জ্জুনের সম্মুখীন হইলেন এবং হাস্যমুখে শরসম্বলিত হস্ত দ্বারা শরনিকরবর্ষী অর্জ্জুনকে আহ্বান করিয়া কহিলেন, হে বীর! যদি তুমি আমারে তোমার যোগ্য অতিথি বোধ করিয়া থাক, তাহা হইলে বিশেষ রূপে যুদ্ধরূপ আতিথ্য প্রদান কর। অর্জ্জুন মহাবীর আচার্য্যপুত্র কর্ত্তৃক এইরূপে যুদ্ধার্থ আহূত

হইয়া আপনারে কৃতার্থ জ্ঞান করত জনার্দ্দনকে কহিলেন, হে বাসুদেব! আমায় সংশপ্তকগণকে বধ করিতে হইবে; কিন্তু এক্ষণে অশ্বত্থামা আমারে আহ্বান করিতেছেন; অতএব তুমি ইতিকর্ত্তব্যতা অবধারণ করিয়া যদি আচার্য্যপুত্রকে আতিথ্য প্রদান করা কর্ত্তব্য হয়, তবে অগ্রে তাহাই কর। হে মহারাজ! মহামতি বাসুদেব অর্জ্জুন কর্ত্তৃক এইরূপ অভি-হিত হইয়া বায়ু যেমন ইন্দ্রকে যজ্ঞস্থলে সমানীত করে, তদ্রূপ সমরে সমাহূত ধনঞ্জয়কে দ্রোণপুত্রের সমীপে সমুপ-স্থিত করিয়া অশ্বত্থামারে আমন্ত্রণ পূর্ব্বক কহিলেন, হে আচার্য্যপুত্র! তুমি এক্ষণে স্থির হইয়া প্রহার কর। উপজীবি-গণের ভর্ত্তৃপিণ্ড পরিশোধের সময় সমাগত হইয়াছে। ব্রাহ্মণের বিবাদ সূক্ষ্ম কিন্তু ক্ষত্রিয়ের জয় ও পরাজয় স্থূল। তুমি মোহ প্রযুক্ত অর্জ্জুনের নিকট যে অতিথি সৎকার প্রার্থনা করিতেছ, এক্ষণে তাহা লাভ করিবার নিমিত্ত স্থির চিত্তে যুদ্ধ কর।

মহাবীর অশ্বত্থামা বাসুদেবের এই বাক্য শ্রবণে তথাস্তু বলিয়া কেশবকে ষষ্টি ও অর্জ্জুনকে তিন নারাচে বিদ্ধ করি-লেন। তখন মহাবল পরাক্রান্ত ধনঞ্জয় কোপাবিষ্ট হইয়া তিন বাণে আচার্য্য পুত্রের শরাসন ছেদন করিয়া ফেলিলেন। অশ্বত্থামা অর্জ্জুনশরে ছিন্নচাপ হইয়া তৎক্ষণাৎ অন্য ভীষণ শরাসন গ্রহণ পূর্ব্বক জ্যাযুক্ত করিয়া নিমেষ মধ্যে তিন শত বাণে বাসুদেবকে ও সহস্র বাণে অর্জ্জুনকে বিদ্ধ করিলেন। তৎপরে তিনি চরণ দ্বয় স্তম্ভিত করিয়া পরম যত্ন সহকারে অর্জ্জুনের উপর সহস্র সহস্র শর নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। যোগবলে তাঁহার তূণীর, শরাসন, জ্যা, বাহু, বক্ষস্থল, বদন,

নাসিকা, নেত্র, কর্ণ, মস্তক, লোমকূপ ও অন্যান্য অঙ্গ এবং রথ ধ্বজ হইতে শরনিকর নিপতিত হইতে আরম্ভ হইল। সেই মহাশরজালে কেশব ও অর্জ্জুন জড়িত হইলে আচার্য্য-তনয় যৎপরোনাস্তি আহ্লাদিত হইয়া মেঘগভীর গর্জ্জনে সিংহনাদ পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। তখন মহাবীর অর্জ্জুন অশ্বত্থামার সিংহনাদ শ্রবণ করিয়া কেশবকে কহিলেন, হে মাধব! গুরুপুত্রের অত্যাচার অবলোকন কর। আমরা শর-জালে সমাচ্ছন্ন হইয়াছি বলিয়া উনি আমাদিগকে নিহত বোধ করিতেছেন। অতএব এক্ষণে আমি শিক্ষাবলে উহাঁর অভিলাষ ব্যর্থ করিতেছি, এই বলিয়া মহাবীর ধনঞ্জয় দিবা-কর যেমন নীহার রাশি বিধ্বস্ত করেন, তদ্রূপ সেই দ্রোণপুত্র নিক্ষিপ্ত প্রত্যেক শর ত্রিধা ছেদন পূর্ব্বক নিপাতিত করি-লেন। তৎপরে তিনি পুনরায় অশ্ব, সারথি, রথ, ধ্বজ, পদাতি ও কুঞ্জরগণের সহিত সংশপ্তকগণকে উগ্রতর শরনিকরে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। ঐ সময়ে যে যে ব্যক্তি যে যে রূপে সমরাঙ্গনে সমবস্থিত ছিল, সকলেই আপনারে শরজালে সমাচ্ছন্ন বোধ করিল। সেই গাণ্ডীব বিমুক্ত বিবিধ শরনিকর কি ক্রোশস্থিত কি সম্মুখস্থিত সমস্ত হস্তী ও নরগণকে বিনাশ করিতে লাগিল। মদবর্ষী মাতঙ্গগণের কর সমুদায় ভল্ল প্রহারে ছিন্ন হইয়া পরশু নিকৃত্ত মহাদ্রুমের ন্যায় ভূতলে নিপতিত হইল। পর্ব্বতাকার কুঞ্জর সকল সাদিগণের সহিত বজ্রমথিত অচলের ন্যায় ভূতলশায়ী হইতে লাগিল। মহাবীর ধনঞ্জয় বীরগণাধিষ্ঠিত সুশিক্ষিত তুরঙ্গম যুক্ত গন্ধর্ব্ব নগরাকার সুস-জ্জিত রথ সকল খণ্ড খণ্ড করিয়া অরাতি পক্ষীয় সুসজ্জিত

অশ্বারোহী ও পদাতিগণের প্রতি বাণ বর্ষণ করিতে আরম্ভ করিলেন। প্রলয় কালীন সূর্য্য যেমন কিরণজালে অর্ণব পরিশুষ্ক করেন, তদ্রূপ মহাবীর ধনঞ্জয় সুতীক্ষ্ণ শরজালে সংশপ্তকগণকে নিপীড়িত করিয়া পুনরায় পুরন্দর যেমন বজ্র দ্বারা পর্ব্বত বিদারণ করিয়াছিলেন, তদ্রূপ নারাচ দ্বারা সত্বরে দ্রোণপুত্রকে বিদীর্ণ করিলেন। তখন আচার্য্যপুত্র ক্রোধাবিষ্ট হইয়া অর্জ্জুনের এবং তাঁহার অশ্ব ও সারথির উপর শর নিক্ষেপ পূর্ব্বক যুদ্ধার্থ সমাগত হইলে পাণ্ডবনন্দন সেই শর সমুদায় ছেদন করিয়া ফেলিলেন। অনন্তর আচার্য্যতনয় অতিশয় রোষাবিষ্ট হইয়া অর্জ্জুনের প্রতি অস্ত্র পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। তখন মহাবীর অর্জ্জুন দাতা যেমন অপাংক্তেয়দিগকে পরিত্যাগ করিয়া পংক্তিপাবন অর্থিগণের অভিমুখে গমন করেন, তদ্রূপ সংশপ্তকগণকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক অশ্বত্থামার অভিমুখে গমন করিলেন।

অষ্টাদশ অধ্যায়।

হে মহারাজ! তখন নভোমণ্ডলস্থ শুক্র ও বৃহস্পতির ন্যায় মহাবীর অশ্বত্থামা ও অর্জ্জুনের ঘোরতর সংগ্রাম উপস্থিত হইল। সেই লোকভীষণ বীর দ্বয় বিমার্গস্থ গ্রহ দ্বয়ের ন্যায় পরস্পরকে শরনিকরে সন্তাপিত করিতে লাগিলেন। মহাবীর অর্জ্জুন নারাচ দ্বারা দ্রোণপুত্রের ভ্রূমধ্য বিদ্ধ করিলে অশ্বত্থামা ঊর্দ্ধ রশ্মি সূর্য্যের ন্যায় শোভা ধারণ করিলেন। কৃষ্ণ সমবেত অর্জ্জুনও অশ্বত্থামার শত শত শরে সাতিশয় বিদ্ধ হইয়া রশ্মিজাল জড়িত যুগান্ত কালীন দিবাকর দ্বয়ের ন্যায় অবস্থান করিতে লাগিলেন। অনন্তর মহাত্মা বাসুদেব অশ্বত্থা-

মার শরে অভিভূত হইলে অর্জ্জুন চতুর্দ্দিকে অস্ত্রধারা সৃষ্টি করিয়া বজ্রাগ্নি সদৃশ প্রাণনাশক শরনিকরে দ্রোণপুত্রকে আহত করিতে আরম্ভ করিলেন। তখন তেজস্বী রৌদ্রকর্ম্মা দ্রোণকুমার মৃত্যুরও ব্যথাজনক অতি তীব্রবেগ সম্পন্ন সুমুক্ত শরজালে বাসুদেব ও অর্জ্জুনকে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। ঐ সময় মহাবীর দ্রোণপুত্র যতগুলি শর পরিত্যাগ করিলেন, মহাবল পরাক্রান্ত ধনঞ্জয় তাহা অপেক্ষা দ্বিগুণ বাণ নিক্ষেপ করিয়া তাঁহার সায়ক নিকর নিবারণ পূর্ব্বক তাঁহারে অশ্ব, সারথি ও ধ্বজের সহিত আবৃত করিয়া সংশপ্তক সৈন্যমধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন। তিনি সুমুক্ত শরজালে অপরাঙ্মুখ শত্রুগণের শর, শরাসন, তূণীর, মৌর্ব্বী, হস্ত, করস্থিত শস্ত্র, ছত্র, ধ্বজ, মনোরম বস্ত্র, মাল্য, ভূষণ, চর্ম্ম, বর্ম্ম এবং মস্তক সমূহ ছেদন করিয়া ফেলিলেন। সুসজ্জিত রথ, নাগ ও অশ্ব সমুদায়ে সমারূঢ় যোধগণ অর্জ্জুন নিক্ষিপ্ত অসংখ্য শরে বাহনগণের সহিত বিদ্ধ হইয়া ধরাতলে নিপতিত হইলেন। তাঁহাদের পূর্ণচন্দ্র, সূর্য্য ও কমলের ন্যায় মনোহর কিরীট ও মাল্য প্রভৃতি বিবিধ ভূষণে ভূষিত মস্তক সকল ভল্ল, অর্দ্ধচন্দ্র ও ক্ষুর দ্বারা ছিন্ন হইয়া নিরন্তর ভূতলে নিপতিত হইতে লাগিল।

তখন অরাতিঘাতন অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ ও নিষাদদেশীয় বীরগণ গজাসুর তুল্য মাতঙ্গ সমুদায় লইয়া দৈত্যদর্প নিসূদন ধনঞ্জয়ের প্রতি ধাবমান হইলেন। মহাবীর ধনঞ্জয় সেই গজযূথের চর্ম্ম, বর্ম্ম, শুণ্ড, ধ্বজ, পতাকা ও নিষাদি সমুদায়কে ছেদন করিয়া বজ্রাহত গিরিশৃঙ্গের ন্যায় ভূতলে পাতিত করিলেন। এই রূপে সেই গজ সৈন্য ছিন্ন ভিন্ন হইলে মহাবীর

ধনঞ্জয়, বায়ু যেমন মহামেঘ দ্বারা দিবাকরকে সমাচ্ছন্ন করে, তদ্রূপ অশ্বত্থামারে শরনিকরে সমাচ্ছন্ন করিতে লাগিলেন। তখন মহাবীর অশ্বত্থামা স্বীয় শরনিকরে অর্জ্জুনের শর সমুদায় নিবারণপূর্ব্বক বর্ষাকালীন জলদজাল যেরূপ চন্দ্র সূর্য্যকে তিরোহিত করিয়া গভীর গর্জ্জন করে, তদ্রূপ বাসুদেব ও অর্জ্জুনকে শরনিকরে সমাচ্ছন্ন করিয়া সিংহনাদ করিতে আরম্ভ করিলেন। মহাবীর অর্জ্জুন অশ্বত্থামার শরনিকরে নিপীড়িত হইয়া পুনরায় তাঁহার ও তাঁহার সৈন্যগণের প্রতি শর প্রয়োগে প্রবৃত্ত হইলেন এবং সহসা দ্রোণপুত্রের শরান্ধকার নিরাশ করিয়া সুপুঙ্খ সায়ক দ্বারা তাঁহার সৈন্যগণকে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। তৎকালে তিনি যে কখন শর সন্ধান, কখন শর গ্রহণ, আর কখনই বা শর পরিত্যাগ করিলেন, তাহা কিছুই লক্ষিত হইল না! কেবল তাঁহার বিপক্ষে যুধ্যমান রথী, অশ্বারোহী, গজারোহী ও পদাতিগণকে শরবিদ্ধ কলেবর ও নিহত হইতে নয়নগোচর হইল। তখন মহাবীর দ্রোণতনয় অতি সত্বরে এককালে দশ নারাচ সন্ধান পূর্ব্বক নিক্ষেপ করিলে তন্মধ্যে পাঁচটী অর্জ্জুনের ও পাঁচটী কেশবের অঙ্গ বিদ্ধ করিল। কুবের ও ইন্দ্রের তুল্য মনুজপ্রধান কৃষ্ণ ও ধনঞ্জয় সেই সমুদায় নারাচে আহত হইয়া রুধির ক্ষরণ পূর্ব্বক নিতান্ত অভিভূত হইলেন। তদ্দর্শনে সকলেই তাঁহাদিগকে নিহত বলিয়া বোধ করিল। তখন দশার্হনাথ কেশব অর্জ্জুনকে কহিলেন, হে ধনঞ্জয়! আর কেন উপেক্ষা করিতেছ, অশ্বত্থামারে অবিলম্বে বিনাশ কর। উহাঁরে উপেক্ষা করিলে উনি প্রতিকার শূন্য ব্যাধির ন্যায় নিতান্ত কষ্টকর হইয়া উঠিবেন। প্রমাদ শূন্য অর্জ্জুন অচ্যুতের

বাক্য স্বীকার করত যত্ন সহকারে গাণ্ডীব নির্ম্মুক্ত মেষকর্ণ-তুল্যাগ্র শরনিকরে দ্রোণতনয়ের চন্দনদিগ্ধ বাহু, বক্ষস্থল, মস্তক ও অনুপম ঊরুদেশ ক্ষত বিক্ষত করিয়া রথরশ্মি ছেদন পূর্ব্বক অশ্বগণকে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। অশ্বগণ অর্জ্জুন-শর-নিপীড়িত হইয়া অশ্বত্থামারে লইয়া অতিদূরে পলায়ন করিল। মতিমান্ দ্রোণতনয় ইতিপূর্ব্বে অর্জ্জুনের শরনিকরে নিতান্ত ব্যথিত ও হীনাস্ত্র হইয়াছিলেন, এক্ষণে সেই বায়ুবেগগামী তুরঙ্গমগণ কর্ত্তৃক দূরে সমানীত হইয়া ক্ষণকাল চিন্তা করত কৃষ্ণ ও অর্জ্জুনের জয় নিশ্চয় করিয়া আর ধনঞ্জয়ের সহিত যুদ্ধ করিতে বাসনা করিলেন না। তিনি হতোৎসাহ হইয়া অশ্ব-গণকে নিযন্ত্রিত করত সূতপুত্রের রথাশ্ব নরসঙ্কুল বলমধ্যে প্রবেশ করিলেন। হে মহারাজ! এই রূপে পাণ্ডবগণের প্রবল শত্রু অশ্বত্থামা মন্ত্রৌষধি নিরাকৃত ব্যাধির ন্যায় রণস্থল হইতে অপসারিত হইলে কেশব ও অর্জ্জুন বায়ুবিকম্পিত পতাকা-যুক্ত মেঘগভীর নিস্বন স্যন্দনে সমারূঢ় হইয়া সংশপ্তকগণের অভিমুখে গমন করিলেন।

ঊনবিংশতিতম অধ্যায়।

হে মহারাজ! ঐ সময় মহাবীর দণ্ডধার উত্তর দিকে পাণ্ডব সেনাগণকে প্রহার করিতে প্রবৃত্ত হইলে উহারা তুমুল কোলা-হল করিতে লাগিল। তখন বাসুদেব রথ প্রতিনিবৃত্ত করত গরুড় ও অনিল তুল্য বেগশালী অশ্বগণের গতি রোধ না করি-য়াই অর্জ্জুনকে কহিলেন, হে অর্জ্জুন! প্রমাথী দ্বিরদবরে সমা-রূঢ় মগধরাজ দণ্ডধার মহাবল পরাক্রান্ত এবং শিক্ষা ও বল প্রদর্শনে মহারাজ ভগদত্ত অপেক্ষা অন্যূন। অতএব তুমি অগ্রে

ইহারে সংহার করিয়া পশ্চাৎ পুনরায় সংশপ্তকগণকে বিনাশ করিবে। মহাত্মা মধুসূদন এই বলিয়া ধনঞ্জয়কে দণ্ডধার সন্নিধানে সমুপস্থিত করিলেন। ঐ সময় হস্তিযুদ্ধে সুনিপুণ রাহুর ন্যায় নিতান্ত দুঃসহ মগধরাজ দণ্ডধার বিশ্বসংহর্ত্তা ভীষণ ধূমকেতুর ন্যায় শত্রু সৈন্যদিগকে ছিন্ন ভিন্ন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি গজাসুর সন্নিভ, মহামেঘের ন্যায় গভীর গর্জ্জন সম্পন্ন, সুসজ্জিত মাতঙ্গে অবস্থান করিয়া শরনিকর বর্ষণ পূর্ব্বক রথ সকল চূর্ণ এবং অসংখ্য হস্তী, অশ্ব ও মনুষ্যকে বিনষ্ট করিতে লাগিলেন। তাঁহার হস্তীও পদ দ্বারা অশ্ব সারথি সমবেত রথ সমুদায় ও মনুষ্যগণকে আক্রমণ ও মর্দ্দন পূর্ব্বক কালচক্রের ন্যায় প্রকাণ্ড শুণ্ড দ্বারা অন্যান্য হস্তীদিগকে বিনাশ করিতে লাগিল। সেই তেজস্বী গজবরের প্রভাবে অসংখ্য বর্ম্মসংবৃত কলেবর অশ্বারোহী ও পদাতি ধরাতলে বিপোথিত হইল।

অনন্তর মহাবীর অর্জ্জুন জ্যা, তল ও নেমি নিস্বনসম্পন্ন, মৃদঙ্গ, ভেরী ও অসংখ্য শঙ্খধ্বনি নিনাদিত, রথাশ্ব মাতঙ্গকুল সঙ্কুল রণ মধ্যে সেই মাতঙ্গকে লক্ষ্য করিয়া সমুপস্থিত হইলেন। তখন দণ্ডধার দ্বাদশ শরে অর্জ্জুনকে, ষোড়শ শরে জনার্দ্দনকে ও তিন তিন শরে তাঁহাদের প্রত্যেক অশ্বকে বিদ্ধ করিয়া বারংবার সিংহনাদ পরিত্যাগ পূর্ব্বক হাস্য করিতে লাগিলেন। মহাবীর অর্জ্জুন তদ্দর্শনে ক্রুদ্ধ হইয়া ভল্ল দ্বারা তাঁহার শর, শরাসন ও অলঙ্কৃত ধ্বজদণ্ড ছেদন করিয়া পাদরক্ষকগণের সহিত মহামাত্রকে বিনাশ করিলেন। গিরিব্রজেশ্বর দণ্ডধার তদ্দর্শনে সাতিশয় ক্রোধাবিষ্ট হইয়া সেই অনিল

তুল্য তেজস্বী মদোৎকট মাতঙ্গ দ্বারা বাসুদেবকে ধৈর্য্যচ্যুত করিবার নিমিত্ত ধনঞ্জয়ের উপর তোমর প্রহার করিলেন। তখন মহাবীর অর্জ্জুন তিন ক্ষুর দ্বারা তাঁহার করিশুণ্ডোপম ভুজদণ্ড দ্বয় ও পূর্ণ শশাঙ্ক সন্নিভ মস্তক যুগপৎ ছেদন করিয়া অসংখ্য শরে সেই মাতঙ্গকে বিদ্ধ করিলেন। সুবর্ণ বর্ম্মধারী করিবর অর্জ্জুনশরে সমাচ্ছন্ন হইয়া নিশাকালে দাবানল প্রভাবে প্রজ্বলিত ওষধি পরিপূর্ণ অচলের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল এবং শরপ্রহার জনিত বেদনায় আর্ত্তনাদ পরিত্যাগ পূর্ব্বক কখন উদ্ভ্রান্ত কখন বা স্খলিত পদে ধাবমান হইয়া মহামাত্রের সহিত বজ্রবিদারিত শিখরীর ন্যায় ভূতলে নিপতিত হইল।

তখন মহাবীর দণ্ড স্বীয় ভ্রাতা দণ্ডধারকে নিহত নিরীক্ষণ করিয়া তুষারগৌর, সুবর্ণদাম সমলঙ্কৃত হিমাচল শিখর সদৃশ উত্তুঙ্গ মাতঙ্গে আরোহণ করিয়া ধনঞ্জয়ের বিনাশ বাসনায় তাঁহার সমীপে আগমন করিলেন এবং সূর্য্যকরপ্রভ তিন তোমরে জনার্দ্দনকে ও পাঁচ তোমরে অর্জ্জুনকে বিদ্ধ করিয়া সিংহনাদ পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। মহাবীর অর্জ্জুনও ক্ষুরধার ক্ষুর দ্বারা তদ্দণ্ডে তাঁহার ভুজযুগল ছেদন করিয়া ফেলিলেন। মহাবীর দণ্ডের সেই তোমরধারী অঙ্গদ সমলঙ্কৃত চন্দন চর্চ্চিত ভুজ দ্বয় ক্ষুর দ্বারা ছিন্ন হইয়া অচলশিখর হইতে পতিত রুচির উরগদ্বয়ের ন্যায় গজপৃষ্ঠ হইতে যুগপৎ নিপতিত হইল। অনন্তর মহাবীর অর্জ্জুন অর্দ্ধচন্দ্র বাণ দ্বারা দণ্ডের মস্তক ছেদন করিলে উহা শোণিতসিক্ত ও করিপৃষ্ঠ হইতে ভূতলে পতিত হইয়া অস্তাচল হইতে পশ্চিমাভিমুখে নিপতিত দিবাকরের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। পরে

মহাবীর অর্জ্জুন তাঁহার শ্বেতাভ্র সন্নিভ হস্তীরে দিবাকরের করজাল সদৃশ শরজালে নির্ভিন্ন করিলেন। করিবর অর্জ্জুন-শরে বিদ্ধ হইয়া তৎক্ষণাৎ আর্ত্তনাদ পরিত্যাগ পূর্ব্বক কুলিশাহত হিমাচল শিখরের ন্যায় ভূতলে নিপতিত হইল। তখন মহাবীর ধনঞ্জয় দণ্ডধার ও দণ্ডের হস্তিদ্বয়ের ন্যায় অন্যান্য হস্তীদিগকে সংহার করিলেন। তদ্দর্শনে শত্রু সৈন্য সমুদায় পলায়ন করিতে লাগিল। হস্তী, অশ্ব, রথ ও পদাতিগণ পরস্পর পরস্পরকে আঘাত করত স্খলিত হইয়া কোলাহল সহকারে সমরাঙ্গনে নিপতিত ও পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইল। ইত্যবসরে অর্জ্জুনের সৈনিক পুরুষেরা দেবগণ যেমন পুরন্দরকে পরিবেষ্টন করে, তদ্রূপ অর্জ্জুনকে বেষ্টন করিয়া কহিতে লাগিল, হে বীর! আমরা মৃত্যুর ন্যায় যে দণ্ডধারকে দর্শন করিয়া ভীত হইয়াছিলাম, তুমি এক্ষণে তাহারে সংহার করিয়াছ। আমরা মহাবল পরাক্রান্ত শত্রুগণের ভুজবীর্য্যে নিতান্ত নিপীড়িত হইয়াছিলাম, যদি তুমি তৎকালে আমাদিগকে রক্ষা না করিতে, তাহা হইলে আমরা এক্ষণে শত্রুগণের বিনাশে যেরূপ আনন্দিত হইতেছি, তাহারাও তৎকালে আমাদিগকে নিহত দেখিয়া তদ্রূপ আনন্দিত হইত, সন্দেহ নাই। হে মহারাজ! মহাবীর অর্জ্জুন সুহৃদ্গণের মুখে এই সমস্ত বাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহাদিগকে মর্য্যাদানুসারে সৎকার পূর্ব্বক পুনরায় সংশপ্তকগণকে সংহার করিবার নিমিত্ত প্রস্থান করিলেন।

বিংশতিতম অধ্যায়।

হে মহারাজ! এইরূপে জয়শীল অর্জ্জুন দণ্ডধার ও দণ্ডের

নিধনানন্তর প্রত্যাগত হইয়া মঙ্গলগ্রহের ন্যায় বক্রভাবে সঞ্চরণ করত পুনরায় সংশপ্তকগণকে নিহত করিতে আরম্ভ করিলেন। কৌরব পক্ষীয় অশ্ব, রথ, কুঞ্জর ও যোধগণ পার্থ শরে নিপীড়িত হইয়া বিচলিত, ঘূর্ণিত, ম্লান, পতিত ও বিনষ্ট হইতে লাগিল। মহাবীর ধনঞ্জয় ভল্ল, ক্ষুর, অর্দ্ধচন্দ্র ও বৎসদন্ত দ্বারা প্রতিদ্বন্দ্বী বীরগণের পরাক্রান্ত বাহন, ধ্বজ, শর, শরাসন, হস্ত, হস্তস্থিত শস্ত্র, বাহু, মস্তক, ও সারথি সমুদায়কে ছেদন করিয়া ফেলিলেন। বৃষভ যূথ যেমন গাভী লাভার্থে অন্য বৃষভকে আক্রমণ করিতে অগ্রসর হয়, তদ্রূপ সহস্র সহস্র শূরগণ অর্জ্জুনকে আক্রমণ করিবার নিমিত্ত তাঁহার অভিমুখে ধাবমান হইল। হে মহারাজ! ত্রৈলোক্য বিজয়কালে ইন্দ্রের সহিত দৈত্যগণের যেরূপ যুদ্ধ হইয়াছিল, এক্ষণে অর্জ্জুনের সহিত সেই বীরগণের তদ্রূপ লোমহর্ষণ সংগ্রাম সমুপস্থিত হইল। ঐ সময় উগ্রায়ুধতনয় দন্দশূক সর্পের ন্যায় তিন শরে অর্জ্জুনকে বিদ্ধ করিল। ধনঞ্জয় তাঁহার শরাঘাতে ক্রুদ্ধ হইয়া সত্বরে তাঁহার মস্তক ছেদন করিয়া ফেলিলেন। তখন বর্ষাকালীন বায়ু প্রেরিত মেঘমণ্ডল যেমন হিমালয়কে আবৃত করে, তদ্রূপ সেই বিপক্ষ পক্ষীয় যোধগণ ক্রুদ্ধ হইয়া বিবিধ অস্ত্র দ্বারা অর্জ্জুনকে সমাচ্ছন্ন করিল। মহাবীর ধনঞ্জয় স্বীয় অস্ত্র নিকরে বিপক্ষ পক্ষের অস্ত্র সমুদায় নিবারণ পূর্ব্বক শরজালে বহুসংখ্য বীরকে সংহার করিয়া রথিগণের ত্রিবেণু আয়ুধ, তূণীর, চক্র, রথ, ধ্বজ, রশ্মি, যোক্ত্র, অক্ষ, রথের অধোভাগস্থ কাষ্ঠদ্বয় ও বর্ম্ম সমুদায় এবং অসংখ্য অশ্ব, পার্ষ্ণি ও সারথিরে ছেদন করিয়া ফেলিলেন। অর্জ্জুনবিধ্বস্ত রথ সমুদায়

ধনিগণের অগ্নি, অনিল ও সলিলের প্রভাবে বিনষ্ট গৃহ সমুদায়ের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। মাতঙ্গগণ অশনি সদৃশ শরনিকরে ছিন্নকবচ হইয়া বজ্রাগ্নিনির্ভিন্ন পর্ব্বতাগ্রস্থিত গৃহ সমুদায়ের ন্যায় ধরাতলে নিপতিত হইল। অশ্বগণ অর্জ্জুনের ভীষণ আঘাতে জিহ্বা ও অন্ত্র নির্গত হওয়াতে শোণিতার্দ্র কলেবরে ধরাশয্যা গ্রহণ করিল। অসংখ্য হস্তী অশ্ব ও মনুষ্য অর্জ্জুনের নারাচে বিদ্ধ হইয়া শব্দায়মান, ম্লান, বিঘূর্ণিত, স্খলিত ও নিপতিত হইতে লাগিল। তখন মহাবীর ধনঞ্জয় দৈত্যঘাতন মহেন্দ্রের ন্যায় শিলাধৌত অশনি সদৃশ শরনিকরে বিপক্ষপক্ষীয় অসংখ্য বীরকে নিহত করিলেন। মহামূল্য বর্ম্ম ও ভূষণে মণ্ডিত মহাস্ত্রধারী নানারূপ বীরগণ রথ ও ধ্বজের সহিত ধনঞ্জয়ের শরে নিহত হইয়া রণশয্যায় শয়ন করিতে লাগিলেন। হে মহারাজ! ঐ যুদ্ধে পুণ্যকর্ম্মা সৎকুলোদ্ভব জ্ঞান সম্পন্ন বীরগণ নিহত হইয়া স্ব স্ব উৎকৃষ্ট কর্ম্মফলে স্বর্গারোহণ করিলেন; কেবল তাঁহাদের শরীর সমুদায় বসুধাতলে পতিত রহিল। অনন্তর নানা জনপদের অধ্যক্ষ জাতক্রোধ যোধগণ স্বগণ সমভিব্যাহারে মহারথ অর্জ্জুনের প্রতি ধাবমান হইলেন। গজারূঢ়, অশ্বারোহী, রথী ও পদাতিগণ জিঘাংসা পরবশ হইয়া বিবিধ শস্ত্র বর্ষণ করত তাঁহার অভিমুখীন হইতে লাগিল। তখন মহাবীর অর্জ্জুন বায়ু যেমন মহামেঘ নির্মুক্ত বারিধারা নিবারণ করে, তদ্রূপ নিশিত শরনিকরে সেই যোধগণ পরিমুক্ত আয়ুধবর্ষণ নিবারণ করিয়া তাহাদিগকে অশ্ব, পদাতি, হস্তী ও রথ সমুদায়ের সহিত বিধ্বস্ত করিতে আরম্ভ করিলেন।

তখন মহাত্মা বাসুদেব অর্জ্জুনকে কহিলেন, হে ধনঞ্জয়! তুমি কি বৃথা ক্রীড়া করিয়া সময় নষ্ট করিতেছ; সত্বরে এই সংশপ্তকগণকে নিপাতিত করিয়া কর্ণবধের চেষ্টা কর। মহাবীর ধনঞ্জয় কৃষ্ণের বাক্যে স্বীকার করিয়া দানবহন্তা ইন্দ্রের ন্যায় বল প্রকাশ পূর্ব্বক শস্ত্র দ্বারা অবশিষ্ট সংশপ্তকগণকে নিপাতিত করিতে লাগিলেন। ঐ সময় মহাবীর অর্জ্জুন যে কখন শর গ্রহণ কখন শর সন্ধান আর কখনই বা শর নিক্ষেপ করিলেন, তাহা অবহিত হইয়াও কেহ জানিতে পারিল না। মহাত্মা বাসুদেব অর্জ্জুনের হস্তলাঘব দর্শনে চমৎকৃত হইলেন। হংসগণ যেরূপ সরোবরে প্রবিষ্ট হয়, তদ্রূপ সেই শুভ্রবর্ণ শরনিকর সৈন্যগণ মধ্যে প্রবেশ করিতে লাগিল।

এই রূপে সেই সুমহান্ জনসংক্ষয় সমুপস্থিত হইলে মহামতি কেশব সমরভূমি সন্দর্শন করিয়া অর্জ্জুনকে কহিলেন, হে পার্থ! এক দুর্য্যোধনের অপরাধে এই অতি ভয়ঙ্কর ভরতকুলক্ষয় ও পার্থিবগণের বিনাশ সমুপস্থিত হইয়াছে। ধনুর্দ্ধরগণের রাশি রাশি হেমপৃষ্ঠ কার্ম্মুক, শরমুষ্টি, তূণীর, সুবর্ণপুঙ্খ নতপর্ব্ব শর, নির্ম্মোক নির্ম্মুক্ত পন্নগ সদৃশ তৈলধৌত নারাচ, হেমভূষিত বিচিত্র তোমর, কনকপৃষ্ঠ চর্ম্ম, সুবর্ণ নির্ম্মিত প্রাস, কনকভূষিত শক্তি, হেমসূত্র বেষ্টিত বিপুল গদা, সুবর্ণযষ্টি, সুবর্ণ মণ্ডিত পট্টিশ, সুবর্ণদণ্ড যুক্ত পরশু, ভীষণ পরিঘ, ভিন্দিপাল, ভুশুণ্ডী, লৌহময় প্রাস ও ভীষণ মুষল প্রভৃতি নানাবিধ অস্ত্র শস্ত্র নিপতিত রহিয়াছে। জয়লোলুপ বীরগণ বিবিধ অস্ত্র ধারণ পূর্ব্বক নিহত হইয়াও জীবিতের ন্যায় দৃষ্ট হইতেছে। ঐ দেখ, সহস্র সহস্র যোদ্ধা গদাবিমথিত কলেবর, মুষল চূর্ণিত মস্তক

এবং হস্তী, অশ্ব ও রথ দ্বারা ক্ষতবিক্ষত হইয়া নিপতিত রহিয়াছে। শর, শক্তি, ঋষ্টি, তোমর, খড়্গ, প্রাস, পট্টিশ, নখর ও লগুড় প্রভৃতি অস্ত্রে ছিন্ন ভিন্ন রুধির পরিপ্লুত মনুষ্য, অশ্ব ও হস্তীদিগের দেহে রণভূমি পরিপূর্ণ হইয়াছে। বীরগণের তলত্র ও অঙ্গদযুক্ত চন্দনদিগ্ধ বাহু, অঙ্গুলিত্রাণযুক্ত অলঙ্কৃত ভুজাগ্র, হস্তিশুণ্ড সদৃশ ঊরু এবং চূড়ামণি ও কুণ্ডলে অলঙ্কৃত মস্তক সমুদায় দ্বারা সমর ভূমি অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিয়াছে। হেম-কিঙ্কিনী যুক্ত রথ সকল চূর্ণ হইয়া গিয়াছে। ঐ দেখ, অসংখ্য শোণিতলিপ্ত অশ্ব, রথাধস্থিত কাষ্ঠ, তূণীর, পতাকা, ধ্বজ, যোধগণের মহাশঙ্খ, পাণ্ডুরবর্ণ প্রকীর্ণক, নিস্তব্ধ রণশয়ান পর্ব্বতাকার মাতঙ্গ, বিচিত্র পতাকা, নিহত গজযোধী, মাতঙ্গগণের বিচিত্র কম্বল, গজচূর্ণিত ঘণ্টা, বৈদূর্য্যমণিমণ্ডিত দণ্ড, অঙ্কুশ, অশ্বগণের যুগশেখর, রত্নচিত্রিত বর্ম্ম, সাদিগণের ধ্বজাগ্রে বিদ্ধ স্বর্ণ মণ্ডিত চিত্রকম্বল, অশ্বগণের স্বর্ণখচিত মণিমণ্ডিত রাঙ্কর আস্তরণ, ভূপালগণের কাঞ্চনমালা, চূড়ামণি, ছত্র ও চামর সকল নিপতিত রহিয়াছে। নরপতিদিগের কুণ্ডলালঙ্কৃত, চন্দ্রনক্ষত্র-সপ্রভ, শ্মশ্রুল বদনমণ্ডল সমন্তাৎ নিপতিত থাকাতে রণভূমি বিকসিত পদ্ম ও কুমুদযুক্ত সরোবরের ন্যায়, শরৎকালীন চন্দ্র নক্ষত্র ভূষিত নভোমণ্ডলের ন্যায় শোভা ধারণ করিয়াছে। হে অর্জ্জুন! এই সমুদায় অবলোকনে বোধ হইতেছে যে, তুমি সমরস্থলে আপনার অনুরূপ কর্ম্ম করিয়াছ। তুমি যেরূপ যুদ্ধ করিয়াছ, দেবরাজ ভিন্ন আর কাহারও এ রূপ করিবার সাধ্য নাই।

হে মহারাজ! অসাধারণ ধীশক্তি সম্পন্ন মহাত্মা বাসুদেব

অর্জ্জুনকে এইরূপে সমরভূমি প্রদর্শন করত গমন করিতে করিতে দুর্য্যোধনের বল মধ্যে শঙ্খ, দুন্দুভি, ভেরী ও পণবের ধ্বনি, এবং হস্তী, অশ্ব, রথ ও অস্ত্রের তুমুল শব্দ শ্রবণ করিলেন। তখন তিনি সেই বায়ুবেগগামী অশ্ব সমুদায় সঞ্চালন পূর্ব্বক তথায় প্রবেশ করিয়া পাণ্ড্যরাজকে কৌরব পক্ষীয় সৈন্যগণকে শরপীড়িত করিতে দেখিয়া অতিশয় বিস্ময়াবিষ্ট হইলেন। ঐ সময় অস্ত্রবিশারদ মহাবীর পাণ্ড্য অন্তকের ন্যায়, অসুরনিপাতী ইন্দ্রের ন্যায় নানাবিধ অস্ত্র দ্বারা অরাতিগণের সায়ক সমুদায় ছেদন পূর্ব্বক অসংখ্য হস্তী, অশ্ব ও মনুষ্যের দেহ বিদারণ করিয়া তাহাদিগকে নিপাতিত করিতেছিলেন।

এক বিংশতিতম অধ্যায়।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন হে সঞ্জয়! তুমি পূর্ব্বেই লোকবিশ্রুত পাণ্ড্যরাজ প্রবীরের নাম কীর্ত্তন করিয়াছ; কিন্তু তাঁহার সংগ্রাম কার্য্য বর্ণন কর নাই। অতএব এক্ষণে বিস্তার পূর্ব্বক আমার নিকট সেই বীরের বিক্রম, শিক্ষা প্রভাব, বীর্য্য ও দর্প কীর্ত্তন কর। সঞ্জয় কহিলেন, হে মহারাজ! যে মহাবীর ধনুর্ব্বিদ্যা পারগ আপনার মতে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মহারথ ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ, অশ্বত্থামা, কর্ণ, অর্জ্জুন ও বাসুদেবকে পরাক্রম দ্বারা পরাভূত করিতে পারেন, যিনি কাহারেও কখন আত্ম তুল্য বোধ করেন না, যিনি আপনারে কর্ণ ও ভীষ্মের সমকক্ষ এবং বাসুদেব ও অর্জ্জুন হইতে ন্যূন বলিয়া কখনই স্বীকার করেন না, সেই শস্ত্রধরাগ্রগণ্য ভূপালশ্রেষ্ঠ পাণ্ড্য প্রকোপিত অন্তকের ন্যায় কর্ণের সৈন্যগণকে সংহার করিতে লাগিলেন। সেই অসংখ্য রথাশ্বপদাতি সঙ্কুল সেনাগণ পাণ্ড্য শরে নিপীড়িত

হইয়া সমরে কুলালচক্রের ন্যায় ভ্রমণ করিতে আরম্ভ করিল। বায়ু যেমন মেঘমণ্ডল ছিন্ন ভিন্ন করে, তদ্রূপ অরাতিঘাতন পাণ্ড্য শরনিকরে অশ্ব, রথ, ধ্বজ, আয়ুধ, মাতঙ্গ ও সারথি সমুদায়কে বিধ্বস্ত করিয়া সৈন্যগণকে ছিন্ন ভিন্ন করিতে লাগিলেন। আরোহি সমবেত দ্বিরদগণ পাণ্ড্যের ভীষণ শরে ধ্বজ, পতাকা ও আয়ুধ বিহীন হইয়া পাদরক্ষকদিগের সহিত প্রাণ ত্যাগ পূর্ব্বক বজ্রাহত পর্ব্বতের ন্যায় ভূতলে নিপতিত হইল। ঐ মহাবীর সুতীক্ষ্ণ শরনিকরে শক্তি, প্রাস ও তূণীরধারী সংগ্রামনিপুণ অশ্বারূঢ় মহাবল পরাক্রান্ত পুলিন্দ, খশ, বাহ্লীক, নিষাদ, অন্ধ্রক, কুণ্ডল, দাক্ষিণাত্য ও ভোজগণকে শস্ত্র ও বর্ম্ম বিবর্জ্জিত করিয়া নিহত করিলেন।

ঐ সময় মহাবীর অশ্বত্থামা অশঙ্কিত পাণ্ড্যকে শরনিকরে সেই চতুরঙ্গিণী সেনা নিহত করিতে দেখিয়া অসংভ্রান্ত চিত্তে তাঁহার প্রতি ধাবমান হইলেন এবং হাস্যমুখে মধুর বাক্যে তাঁহারে সম্ভাষণ পূর্ব্বক কহিলেন, হে কমললোচন মহারাজ! তুমি সদ্বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছ; তোমার বল ও পৌরুষ সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধ রহিয়াছে এবং তোমার পরাক্রমও ইন্দ্রের সদৃশ। তুমি বিশাল বাহুযুগল দ্বারা বিস্তৃত মৌর্ব্বী সম্পন্ন শরাসন বিস্ফারণ করত মহাজলদের ন্যায় শোভা ধারণ করিয়া শত্রুগণের প্রতি শরনিকর বর্ষণ করিতেছ। এক্ষণে আমি এই সমরে আমা ভিন্ন অন্য কাহারেই তোমার প্রতিদ্বন্দ্বী দেখিতে পাই না। অরণ্যে ভীমপরাক্রম সিংহ যেমন নির্ভীকচিত্তে মৃগগণকে বিনষ্ট করে, তদ্রূপ তুমি একাকী অসংখ্য হস্তী, অশ্ব, রথ ও পদাতির প্রাণ সংহার করিতেছ এবং ভীষণ রথ

নিস্বনে ভূমণ্ডল ও আকাশমণ্ডল কম্পিত করত শস্যম্ন শব্দায়মান শরৎকালীন মহামেঘের ন্যায় শোভা পাইতেছ ; অতএব তুমি এক্ষণে তূণীর হইতে সর্প সদৃশ সুনিশিত শরনিকর সমুদ্ধৃত করিয়া অন্ধক যে রূপ ত্র্যম্বকের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিল, তদ্রূপ কেবল আমার সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হও। মলয়ধ্বজ পাণ্ড্য এইরূপে অশ্বত্থামার বাক্যবাণে তাড়িত হইয়া তথাস্তু বলিয়া কর্ণি দ্বারা দ্রোণতনয়কে বিদ্ধ করিলেন। তখন দ্রোণপুত্র হাস্য করিয়া প্রথমত অগ্নি স্ফুলিঙ্গ সদৃশ উগ্র মর্ম্মভেদী শরনিকরে পাণ্ড্যকে নিপীড়িত করিয়া পুনরায় তাঁহার প্রতি দশমী গতি সংযুক্ত মর্ম্মভেদী নারাচ সকল পরিত্যাগ করিলেন। মহাবীর পাণ্ড্য নিশিত নয় বাণে তৎক্ষণাৎ সেই নারাচনিকর খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিলেন। তৎপরে তিনি চারি বাণে দ্রোণপুত্রের অশ্বগণকে নিপীড়িত ও নিহত করিয়া শরজালে তাঁহার শরনিকর ও বিস্তৃত জ্যা ছেদন করিলেন। অনন্তর অমিত্রঘাতন দ্রোণ নন্দন স্বীয় শরাসনে অন্য জ্যারোপণ পূর্ব্বক দেখিলেন যে, পরিচারকগণ অচিরাৎ তাঁহার রথে অন্যান্য উৎকৃষ্ট অশ্ব সমুদায় সংযোজিত করিয়াছে। তখন তিনি সহস্র সহস্র শর পরিত্যাগ পূর্ব্বক আকাশমণ্ডল ও দিঙ্মণ্ডল সমাচ্ছন্ন করিয়া ফেলিলেন। পুরুষপ্রধান পাণ্ড্য অশ্বত্থামার শরনিকর নিঃশেষিত হইবার নহে জানিয়াও তৎপ্রযুক্ত সায়ক সমুদায় খণ্ড খণ্ড করিয়া তাঁহার চক্ররক্ষক দ্বয়কে বিনাশ করিলেন।

অনন্তর মহাবীর অশ্বত্থামা পাণ্ড্যের হস্তলাঘব নিরীক্ষণ পূর্ব্বক শরাসন আকর্ষণ করিয়া জলধর নিক্ষিপ্ত জলধারার

ন্যায় শর বর্ষণ করিতে লাগিলেন। তিনি দিবসের অর্দ্ধ প্রহর মধ্যে আট আটটি বৃষভ সংযোজিত অষ্ট শকটপূর্ণ শরনিকর নিক্ষেপ করিয়া নিঃশেষিত করিলেন। তৎকালে যে যে ব্যক্তি অন্তকেব ও অন্তক সদৃশ রোমপরবশ অশ্বত্থামারে নিরীক্ষণ করিল, তাহারা প্রায় সকলেই বিমোহিত হইল। এইরূপে মহাবীর অশ্বত্থামা মেঘ যেমন গ্রীষ্মাবসানে পর্ব্বত পাদপ পরিপূর্ণ পৃথিবীতে বারি বর্ষণ করে, তদ্রূপ শত্রু সৈন্যের উপর শরবৃষ্টি করিতে লাগিলেন। তখন মহারাজ পাণ্ড্য হৃষ্ট মনে বায়ব্যাস্ত্র দ্বারা সেই দ্রোণকুমার নির্ম্মুক্ত শরজাল নিরাকরণ করিয়া সিংহনাদ করিতে আরম্ভ করিলেন। মহাবীর অশ্বত্থামা পাণ্ড্য মহীপতির সিংহনাদ শ্রবণে ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহার চন্দনাগুরুভূষিত মলয়প্রতিম ধ্বজ ও চারি অশ্ব নিপাতিত করিয়া এক শরে সারথিরে সংহার পূর্ব্বক অর্দ্ধচন্দ্রবাণে জলদনিস্বন শরাসন খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিলেন এবং তৎপরে তাঁহার রথ চূর্ণ করিয়া অস্ত্রজাল বিস্তার পূর্ব্বক তন্নিক্ষিপ্ত অস্ত্র সকল নিবারণ করিলেন। ঐ সময় দ্রোণতনয় পাণ্ড্যকে নিহত করিবার সুযোগ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার সহিত সমর করিবার বাসনায় তাঁহারে সংহার করিলেন না।

ইত্যবসরে মহারথ কর্ণ পাণ্ডবগণের নাগবল ও অন্যান্য সৈন্য সমুদায় বিদ্রাবিত করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি রথিগণকে রথশূন্য করিয়া বহুসংখ্য শরে অশ্ব ও হস্তীদিগকে নিতান্ত নিপীড়িত করিতে লাগিলেন। ঐ সময় এক সুসজ্জিত মহাবল পরাক্রান্ত মাতঙ্গ আরোহিবিহীন ও অশ্বত্থামার শরে নিতান্ত নিপীড়িত হইয়া প্রতিদ্বন্দ্বী হস্তীর প্রতি তর্জ্জন গর্জ্জন

পূর্ব্বক মহাবেগে পাণ্ড্যের অভিমুখে আগমন করিল। তখন হস্তিযুদ্ধে সুনিপুণ মলয়ধ্বজ পাণ্ড্য সত্বরে সিংহনাদ পরিত্যাগ পূর্ব্বক কেশরী যেমন গিরিশিখরে আরোহণ করে, তদ্রূপ সেই মাতঙ্গে আরোহণ করিলেন এবং অঙ্কুশাঘাত দ্বারা উহার ক্রোধোদ্দীপন করিয়া নিহত হইলি নিহত হইলি বলিয়া বারংবার অশ্বত্থামারে তর্জ্জন করত ক্রোধভরে তাঁহার প্রতি এক সূর্য্যকর প্রখর তোমর প্রয়োগ পূর্ব্বক আনন্দ সহকারে সিংহনাদ পরিত্যাগ পুরঃসর তাঁহার মণি, হীরক, সুবর্ণ, অংশুক ও মুক্তাহারে সমলঙ্কৃত কিরীট ছেদন করিয়া ফেলিলেন। সেই চন্দ্র, সূর্য্য, গ্রহ ও পাবকের ন্যায় দ্যুতি সম্পন্ন কিরীট পাণ্ড্যের শরে ছিন্ন হইয়া বজ্রাভিহত অদ্রিশৃঙ্গের ন্যায় শব্দ করত ভূতলে নিপতিত ও চূর্ণ হইয়া গেল। তখন মহারথ অশ্বত্থামা পদাহত ভুজঙ্গের ন্যায় রোষানলে প্রজ্বলিত হইয়া যমদণ্ড সন্নিভ চতুর্দ্দশ শর গ্রহণ পূর্ব্বক পাঁচ শরে হস্তীর পাদ চতুষ্টয় ও শূণ্ড, তিন শরে পাণ্ড্যের বাহু দ্বয় ও মস্তক এবং ছয় শরে তাঁহার ছয় অনুচরকে সমাহত ও নিপাতিত করিলেন। তখন পাণ্ড্যরাজের চন্দন চর্চ্চিত, সুবর্ণ, মুক্তা, মণি ও হীরকে সমলঙ্কৃত সুদীর্ঘ সুবৃত্ত ভুজযুগল ধরাতলে নিপতিত হইয়া গরুড় নিহত উরগ দ্বয়ের ন্যায় বিলুণ্ঠমান হইতে লাগিল। তাঁহার কুণ্ডলালঙ্কৃত পূর্ণ শশি সপ্রভ রোষকষায়িত লোচন আননও ক্ষিতিতলে নিপতিত হইয়া বিশাখা নক্ষত্র দ্বয়ের মধ্যগত চন্দ্রের ন্যায় অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিল। সমরনিপুণ মহাবীর অশ্বত্থামা এইরূপে পাণ্ড্য রাজের দেহ তিন শরে চারি অংশে এবং তাঁহার হস্তীর কলেবর পাঁচ শরে ছয় অংশে

বিভক্ত করাতে সেই দশধা বিভক্ত দেহ দ্বয় ইন্দ্রের বজ্র দ্বারা বিভক্ত দশ দৈবত্ত হবির ন্যায় সমরাঙ্গনে নিপতিত রহিল।

হে মহারাজ! এইরূপে মহাবীর পাণ্ড্য বিপক্ষ পক্ষীয় অসংখ্য হস্তী অশ্ব ও মনুষ্যকে খণ্ড খণ্ড করিয়া রাক্ষসগণের তৃপ্তি সাধন পূর্ব্বক শ্মশানাগ্নি যেমন মৃত কলেবররূপ স্বধা লাভ করিয়া সলিল দ্বারা উপশমিত হইয়া থাকে, তদ্রূপ দ্রোণপুত্রের শরাঘাতে প্রশান্ত ভাব অবলম্বন করিলেন। তখন আপনার আত্মজ রাজা দুর্য্যোধন সুহৃদ্বর্গ সমভিব্যাহারে সেই কৃতকার্য্য আচার্য্যপুত্র সন্নিধানে সমুপস্থিত হইয়া দেবরাজ যেমন বলাসুর বিজয়ী বিষ্ণুরে অর্চ্চনা করিয়াছিলেন, তদ্রূপ হৃষ্ট মনে তাঁহারে যথোচিত উপচারে সংকার করিলেন।

দ্বাবিংশতিতম অধ্যায়।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে সঞ্জয়! এইরূপে অশ্বত্থামা পাণ্ড্য-রাজকে নিহত ও মহাবীর কর্ণ একাকী শত্রুগণকে বিদ্রাবিত করিলে অর্জ্জুন কি করিল? ধনঞ্জয় মহাবল পরাক্রান্ত ও অস্ত্রে কৃতবিদ্য। ভগবান্ মহাদেব তাহারে সর্ব্বভূতের অজেয় হইবে বলিয়া বর প্রদান করিয়াছেন; অতএব সেই অর্জ্জুন হইতেই আমার অত্যন্ত ভয় হইতেছে। যাহা হউক, এক্ষণে সে তৎ-কালে সংগ্রামস্থলে কি করিল, তাহা কীর্ত্তন কর।

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! পাণ্ড্য নিহত হইলে হৃষীকেশ সত্বরে অর্জ্জুনের হিতার্থ তাঁহারে কহিলেন, হে ধনঞ্জয়! এক্ষণে রাজা যুধিষ্ঠিরকে আর দেখিতে পাইতেছি না। অন্যান্য পাণ্ডবগণও প্রস্থান করিয়াছেন। তাঁহারা প্রত্যাগত হইলে

বিপক্ষ সৈন্যগণকে ছিন্ন ভিন্ন করিতেন। ঐ দেখ, মহাবীর কর্ণ অশ্বত্থামার অভিলাষানুসারে সৃঞ্জয়গণকে নিহত এবং হস্তী, অশ্ব ও রথ সকল চূর্ণিত করিয়াছে! হে মহারাজ! বাসুদেব এই সমস্ত কথা অর্জ্জুনের কর্ণগোচর করিলে মহাবীর ধনঞ্জয় স্বীয় ভ্রাতার মহাভয় শ্রবণ ও দর্শন করিয়া হৃষীকেশকে কহিলেন, হে মাধব! শীঘ্র রথ সঞ্চালন কর। মহাত্মা হৃষী-কেশ অর্জ্জুনের বাক্যানুসারে সেই প্রতিদ্বন্দ্বি-বিহীন রথ সঞ্চা-লন করিতে আরম্ভ করিলে পুনরায় ঘোরতর সংগ্রাম সমু-পস্থিত হইল। নির্ভীকচিত্ত ভীমসেন প্রভৃতি পাণ্ডবগণ ও সূতপুত্র প্রভৃতি কৌরবগণ পুনরায় মিলিত হইলেন। অনন্তর পাণ্ডবদিগের সহিত পুনর্ব্বার মহাবীর কর্ণের যমরাষ্ট্র বিবর্দ্ধন সংগ্রাম হইতে লাগিল। উভয় পক্ষীয় ধনুর্দ্ধর বীর পুরুষেরা পরস্পরের বিনাশ বাসনায় বিবিধ বাণ, পরিঘ, অসি, পট্টিশ, তোমর, মুষল, ভুষুণ্ডি, শক্তি, ঋষ্টি, পরশু, গদা প্রাস, কুন্ত, ভিন্দিপাল ও অঙ্কুশ প্রভৃতি অস্ত্র সকল গ্রহণ করিয়া নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। এবং বাণ, জ্যা, তল ও রথের নির্ঘোষে দিঙ্মণ্ডল, নভোমণ্ডল ও পৃথিবীমণ্ডল প্রতিধ্বনিত করিয়া পরস্পর অরাতির অভিমুখে গমন করিলেন। বীরগণ সেই শব্দে পরম আহ্লাদিত হইয়া বিবাদ শেষ করিবার বাসনায় বীরগণের সহিত মহাযুদ্ধ করিতে লাগিলেন। সৈনিক পুরু-ষেরা শরাসন, তলত্র ও জ্যার শব্দ, কুঞ্জরদিগের বৃংহিত, ধাবমান পদাতিগণের চীৎকার এবং শূরগণের বিবিধ তল-শব্দ ও তর্জ্জন গর্জ্জন শ্রবণ করিয়া সাতিশয় ভীত, ম্লান ও নিপতিত হইল।

ঐ সময় মহাবীর কর্ণ সেই শব্দায়মান অস্ত্রবর্ষী বীরগণের মধ্যে অনেককেই সংহার পূর্ব্বক শর নিপাতে পাঞ্চালগণের অশ্ব, সারথি ও ধ্বজযুক্ত বিংশতি রথ চূর্ণ করিয়া ফেলিলেন। তখন পাণ্ডব পক্ষীয় মহাবল পরাক্রান্ত প্রধান প্রধান বীরগণ শরজালে নভোমণ্ডল সমাচ্ছন্ন করিয়া কর্ণকে পরিবেষ্টন করিলেন। মহাবীর কর্ণ তদ্দর্শনে শর বর্ষণ পূর্ব্বক যূথপতি হস্তী যেমন সারসকুল সমাকীর্ণ পদ্মবন আলোড়িত করে, তদ্রূপ শত্রু সৈন্য সমুদায় ক্ষুভিত করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি শত্রুগণ মধ্যে অবতীর্ণ হইয়া শরাসন আস্ফালন পূর্ব্বক নিশিত শরনিকরে তাহাদিগের মস্তক ছেদন করিতে আরম্ভ করিলেন। তখন পাণ্ডব পক্ষীয় বীরগণের চর্ম্ম ও বর্ম্ম সমুদায় ছিন্ন ভিন্ন হইয়া সমরাঙ্গনে নিপতিত হইতে লাগিল। তৎকালে কাহাকেই তাঁহার দ্বিতীয় বাণের স্পর্শ সহ্য করিতে হইল না। সারথি যেমন অশ্বের উপর কশার আঘাত করে, তদ্রূপ তিনি অরাতি সৈন্যগণের তলত্রের উপর বর্ম্ম, দেহ ও অস্ত্রসংহারক শর সমুদায়ের আঘাত করত সিংহ যেমন মৃগগণকে মর্দ্দন করিয়া থাকে, তদ্রূপ বল প্রকাশ পূর্ব্বক পাণ্ডু, সৃঞ্জয় ও পাঞ্চালগণকে বিমর্দ্দিত করিতে লাগিলেন।

অনন্তর পাঞ্চালরাজ দ্রুপদ, দ্রৌপদীর পঞ্চ পুত্র, যুযুধান এবং যমজ নকুল ও সহদেব ইহাঁরা সমবেত হইয়া কর্ণের প্রতি গমন করিলেন। যোধগণ ঐ সকল মহাবীরকে সংগ্রামে প্রবৃত্ত দেখিয়া প্রাণপণে পরস্পর সংহারে প্রবৃত্ত হইল। তাহারা সিংহনাদ পরিত্যাগ, সংগ্রামার্থ আহ্বান ও লম্ফ প্রদান পূর্ব্বক উদ্যত কালদণ্ড সদৃশ গদা, মুষল ও পরিঘ

গ্রহণ করিয়া পরস্পরের প্রতি ধাবমান হইল এবং পরস্পর পরস্পরের প্রহারে নিহত হইয়া রুধির ক্ষরণ পূর্ব্বক ভূতলে নিপতিত হইতে লাগিল। তৎকালে কাহার মস্তিস্ক বহির্গত, কাহার চক্ষুদ্বয় উৎপাটিত এবং কহারও বা আয়ুধ সকল ইতস্তত নিপতিত হইল। কতকগুলি সৈন্য শরপূর্ণ কলেবর হইয়া রুধিরলিপ্ত দশনপংক্তি বিরাজিত, দাড়িম সন্নিভ বক্ত্র দ্বারা জীবিত বলিয়া প্রতীয়মান হইতে লাগিল। কতকগুলি সৈন্য ক্রোধাবিষ্ট হইয়া বিপক্ষগণকে পরশু দ্বারা তক্ষণ, পট্টিশ ও অসি দ্বারা ছেদন, শক্তি দ্বারা বিদারণ, ভিন্দিপাল দ্বারা নিক্ষেপ এবং নখর, প্রাস ও তোমর দ্বারা বিনাশ করিতে আরম্ভ করিল। এইরূপে সৈন্যগণ পরস্পর নিহত হইয়া রুধিরধারা বর্ষণ পূর্ব্বক ছিন্ন রক্তচন্দন বৃক্ষের ন্যায় ধরাশয্যায় শয়ন করিতে লাগিল। রথী কর্ত্তৃক রথী, হস্তী কর্ত্তৃক হস্তী, পদাতি কর্ত্তৃক পদাতি ও অশ্ব কর্ত্তৃক অশ্ব নিহত হইয়া ভূতলে নিপতিত হইল। ধ্বজদণ্ড, করিশুণ্ড এবং মনুষ্যগণের মস্তক, হস্ত ও ছত্র সমুদায় ক্ষুর, ভল্ল ও অর্দ্ধচন্দ্র দ্বারা ছিন্ন ভিন্ন হইয়া ভূতলে নিপতিত হইতে লাগিল। অসংখ্য মনুষ্য, হস্তী ও রথ সমবেত অশ্ব সকল বিমর্দ্দিত হইল। করিনিকর অশ্বারোহী কর্ত্তৃক ছিন্নশুণ্ড ও নিহত হইয়া পতাকা ও ধ্বজের সহিত পর্ব্বতের ন্যায় ভূপৃষ্ঠে নিপতিত হইতে লাগিল। হস্তী ও রথী সমুদায় পদাতিদিগের বাহুবলে নিহত ও নিপতিত হইল। অসংখ্য অশ্বারোহী পদাতি দ্বারা ও পদাতিগণ অশ্বারোহী দ্বারা নিহত হইয়া ভূতলে শয়ন করিতে লাগিল। মৃত মনুষ্যগণের বদনমণ্ডল ও কলেবর মৃদিত পদ্ম ও ম্লান

মাল্যদামের ন্যায় শোভা ধারণ করিল। দ্বিরদ, অশ্ব ও মনুষ্য গণের পরম রমণীয় রূপ পঙ্কক্লিন্ন বস্ত্রের ন্যায় সাতিশয় মলিন ও একান্ত দুর্নিরীক্ষ্য হইয়া উঠিল।

ত্রয়োবিংশতিতম অধ্যায়।

হে মহারাজ! তখন দুর্য্যোধন প্রেরিত প্রধান প্রধান মহামাত্রগণ ধৃষ্টদ্যুম্নকে সংহার করিবার মানসে ক্রুদ্ধ ও জিঘাংসা পরতন্ত্র হইয়া করি সৈন্য সমভিব্যাহারে অভিমুখে ধাবমান হইল। গজযুদ্ধ বিশারদ প্রাচ্য, দাক্ষিণাত্য এবং অঙ্গ, বঙ্গ, পুণ্ড্র, মগধ, তাম্রলিপ্তক, মেকল, কোশল, মদ্র, দর্শান, নিষধ ও কলিঙ্গদেশীয় বীরগণ একত্র মিলিত হইয়া জলধারাবর্ষী জলদের ন্যায় শর, তোমর ও নারাচ বর্ষণ করত পাঞ্চাল সৈন্যগণকে নিপীড়িত করিতে লাগিলেন। তখন পাঞ্চাল রাজকুমার ধৃষ্টদ্যুম্ন সেই পার্ষ্ণি, অঙ্গুষ্ঠ ও অঙ্কুশ দ্বারা সঞ্চালিত পর্ব্বতাকার নাগগণকে নারাচ ও শরনিকরে সমাচ্ছন্ন করিয়া তাহাদের মধ্যে কোন কোনটারে দশ, কোন কোনটারে ছয় ও কোন কোনটারে আট বাণে বিদ্ধ করিলেন। তখন পাণ্ডব ও পাঞ্চাল পক্ষীয় যোধগণ দ্রুপদ তনয়কে মেঘাচ্ছন্ন দিবাকরের ন্যায় সেই করি সৈন্য সমাচ্ছন্ন করিতে দেখিয়া নিশিত অস্ত্র ধারণ পূর্ব্বক সিংহনাদ পরিত্যাগ করত মহাবেগে ধাবমান হইল এবং নাগগণের উপর শরবর্ষণ করত জ্যা নির্ঘোষ ও তলধ্বনি সহকারে নৃত্য করিতে লাগিল। বীর্য্যবান্ নকুল, সহদেব, সাত্যকি, শিখণ্ডী, চেকিতান, দ্রৌপদীর পঞ্চপুত্র ও প্রভদ্রকগণ মেঘ যেমন পর্ব্বতোপরি বারি বর্ষণ করে, তদ্রূপ সেই করিগণের উপর শর বর্ষণ করিতে

আরম্ভ করিলেন। মাতঙ্গগণ বীরগণের শরাঘাতে নিতান্ত ক্রুদ্ধ ও ম্লেচ্ছগণ কর্ত্তৃক চালিত হইয়া অশ্ব, মনুষ্য ও রথিগণকে শুণ্ড দ্বারা উত্তোলন, পদ দ্বারা মর্দ্দন ও দন্তাঘাতে বিদারণ পূর্ব্বক নিক্ষেপ করিতে লাগিল। অনেক বীর করিগণের দন্তলগ্ন হইয়া ভীষণ বেগে নিপতিত হইল।

ঐ সময় মহাবীর সাত্যকি উগ্রবেগ নারাচ দ্বারা সমীপস্থিত বঙ্গাধিপতির মাতঙ্গের মর্ম্ম ভেদ করিয়া নিপাতিত করিলেন। বঙ্গরাজ সেই নিহত মাতঙ্গ হইতে ভূতলে অবতীর্ণ হইবার উপক্রম করিতে ছিলেন, সাত্যকি তাঁহার বক্ষস্থলে নারাচ নিক্ষেপ পূর্ব্বক তাঁহারেও ধরাসাৎ করিলেন। তখন মহাবীর সহদেব তিন নারাচে পুণ্ড্রের পর্ব্বতাকার হস্তীর পতাকা, বর্ম্ম, ধ্বজ ও মহামাত্রকে ছেদন পূর্ব্বক তাহারে সংহার করিয়া পুনরায় অঙ্গাধিপতনয়ের অভিমুখে ধাবমান হইলেন। মহাবল পরাক্রান্ত নকুল সহদেবকে নিবারণ করিয়া যমদণ্ডের ন্যায় তিন নারাচ দ্বারা অঙ্গরাজপুত্রকে ও শত নারাচে তাঁহার হস্তীরে নিপীড়িত করিলেন। তখন অঙ্গরাজপুত্র ক্রোধভরে নকুলের প্রতি সূর্য্যকিরণ তুল্য আট শত তোমর নিক্ষেপ করিলে মাদ্রীতনয় তৎক্ষণাৎ তাঁহার প্রত্যেক অস্ত্র ত্রিধা ছেদন করিয়া অর্দ্ধচন্দ্র বাণে তাঁহার মস্তক ছেদন করিয়া ফেলিলেন। অঙ্গরাজতনয় এইরূপে নকুলের শরে নিহত হইয়া স্বীয় মাতঙ্গের সহিত ধরাশয্যা গ্রহণ করিলেন। হস্তিশিক্ষাবিশারদ অঙ্গরাজনন্দন নিহত হইলে অঙ্গদেশীয় মহামাত্রগণ ক্রুদ্ধ হইয়া নকুলকে সংহার করিবার মানসে সুবর্ণময় রজ্জু ও তনুচ্ছদ সম্বলিত পতাকাযুক্ত পর্ব্ব-

তাকার গজযূথ লইয়া তাঁহার অভিমুখীন হইল। মেকল, উৎকল, কলিঙ্গ, নিষধ ও তাম্রলিপ্ত দেশীয় বীরগণ জিঘাংসা পরবশ হইয়া তাঁহার উপর অসংখ্য শর ও তোমর বর্ষণ করিতে লাগিল। তখন পাণ্ডব, পাঞ্চাল ও সোমকগণ নকুলকে মেঘাবৃত দিনকরের ন্যায় অস্ত্রাচ্ছন্ন অবলোকন করিয়া ক্রোধ ভরে তাঁহার রক্ষার্থ তথায় উপনীত হইলেন। অনন্তর সেই হস্তিযূথের সহিত শর তোমরবর্ষী রথিগণের ঘোরতর সংগ্রাম উপস্থিত হইল। রথিগণের নারাচে মাতঙ্গগণের কুম্ভ, মর্ম্ম ও দন্ত সমুদায় বিদীর্ণ ও ভূষণ সকল বিশীর্ণ হইতে লাগিল। মহাবীর সহদেব সুতীক্ষ্ণ শরনিকরে আটটী মহাগজের প্রাণ সংহার করিয়া তাহাদিগকে আরোহিগণের সহিত ভূতলে নিপাতিত করিলেন। কুলনন্দন নকুলও উৎকৃষ্ট শরাসন আকর্ষণ করিয়া বক্রগতি নারাচনিকরে নাগগণকে নিপীড়িত করিতে লাগিলেন। তখন ধৃষ্টদ্যুম্ন, সাত্যকি, শিখণ্ডী, দ্রৌপদীর পাঁচ পুত্র ও প্রভদ্রকগণ বৃহৎকায় মাতঙ্গগণের উপর শরবর্ষণ করিতে আরম্ভ করিলেন। সেই পর্ব্বতপ্রমাণ হস্তিগণ পাণ্ডব পক্ষীয় যোধগণের জলধর নির্ম্মুক্ত জলধারার ন্যায় শরধারায় নিহত হইয়া বজ্রাহত অচলের ন্যায় নিপতিত হইতে লাগিল। এইরূপে পাণ্ডব পক্ষীয় রথী ও হস্ত্যারোহিগণ কৌরবপক্ষীয় নাগগণকে নিপাতিত করিয়া অন্যান্য বিপক্ষ সেনাগণকে ভিন্নকূল নদীর ন্যায় দর্শন করিতে লাগিলেন এবং অচিরাৎ তাহাদিগকে বিলোড়িত ও বিক্ষোভিত করিয়া পুনর্ব্বার কর্ণের প্রতি ধাবমান হইলেন।

চতুর্বিংশতিতম অধ্যায়।

হে মহারাজ! অনন্তর দুঃশাসন সহদেবকে রোষাবিষ্ট চিত্তে শত্রু সংহারে প্রবৃত্ত দেখিয়া তৎসন্নিধানে সমুপস্থিত হইলেন। মহারথগণ ঐ দুই মহাবীরকে পরস্পর সংগ্রামে প্রবৃত্ত দেখিয়া সিংহনাদ পরিত্যাগ পূর্ব্বক ধ্বজপট বিকম্পিত করিতে লাগিলেন। তখন মহাবীর দুঃশাসন রোষপরবশ হইয়া তিন শরে সহদেবের বক্ষস্থল বিদ্ধ করিলেন। পাণ্ডুপুত্র সহদেবও সপ্ততি নারাচে দুঃশাসনকে প্রহার করিয়া তিন শরে তাঁহার সারথিরে বিদ্ধ করিলেন। তখন দুঃশাসন সহদেবের কার্ম্মুক ছেদন করিয়া ত্রিসপ্ততি শরে তাঁহার বাহু যুগল ও বক্ষস্থল বিদ্ধ করিলেন। মহাবীর সহদেব তদ্দর্শনে ক্রোধাবিষ্ট হইয়া অবিলম্বে খড়্গ গ্রহণ পূর্ব্বক দুঃশাসনের প্রতি নিক্ষেপ করিলে উহা তাঁহার জ্যা ছেদন করিয়া অম্বরতল পরিভ্রষ্ট ভুজঙ্গের ন্যায় ভূতলে নিপতিত হইল। তখন তিনি অন্য ধনু গ্রহণ করিয়া দুঃশাসনের প্রতি এক নিশিত শর নিক্ষেপ করিলেন। মহাবীর দুঃশাসন সেই যমদণ্ডোপম বিশিখ সমাগত দেখিয়া খরধার খড়্গ দ্বারা দুই খণ্ডে ছেদন করিয়া ফেলিলেন। তৎপরে তিনি সহদেবের প্রতি সেই খড়্গ নিক্ষেপ পূর্ব্বক সত্বরে শর ও শরাসন গ্রহণ করিলেন। সহদেব সেই খড়্গ আগমন করিতে দেখিয়া হাস্য মুখে নিশিত শরনিকরে সহসা ছেদন করিয়া ফেলিলেন। অনন্তর মহাবীর দুঃশাসন সহদেবকে লক্ষ্য করিয়া চতুঃষষ্টি শর নিক্ষেপ করিলেন। মহাবীর সহদেব সেই সমস্ত শর মহাবেগে আগমন করিতে দেখিয়া তাহাদের প্রত্যেককে পাঁচ

পাঁচ বাণে খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিলেন এবং দুঃশাসনকে লক্ষ্য করিয়া অসংখ্য শর প্রয়োগ করিলেন। আপনার আত্মজ দুঃশাসনও তিন তিন শরে সহদেব নিক্ষিপ্ত প্রত্যেক শর খণ্ড খণ্ড করিয়া বসুন্ধরাকে বিদীর্ণ করত সিংহনাদ পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। অনন্তর তিনি শরজালে সহদেবকে বিদ্ধ করিয়া নয় শরে তাঁহার সারথিরে বিদ্ধ করিলেন। তখন সহদেব ক্রোধভরে বলপূর্ব্বক শরাসন আকর্ষণ করিয়া দুঃশাসনের প্রতি কালান্তকযমোপম ভয়ঙ্কর এক শর প্রয়োগ করিলে উহা মহাবেগে তাঁহার কবচ ভেদপূর্ব্বক বল্মীক মধ্যগামী পন্নগের ন্যায় ধরণীতলে প্রবেশ করিল। মহাবীর দুঃশাসন সেই শরাঘাতে বিমোহিত হইলেন। তাঁহার সারথি তাঁহারে জ্ঞানশূন্য অবলোকন করিয়া এবং স্বয়ং নিশিত শরনিকরে নিপীড়িত হইয়া সত্বরে ভীতমনে রণস্থল হইতে রথ অপসারিত করিল। হে মহারাজ! মহাবীর সহদেব এইরূপে আপনার আত্মজ দুঃশাসনকে পরাজয় করিয়া মনুষ্য যেমন রোষভরে পিপীলিকাপুট বিমর্দ্দিত করে, তদ্রূপ রাজা দুর্য্যোধনের সৈন্য সমুদায় বিমথিত করিতে লাগিলেন।

পঞ্চবিংশতিতম অধ্যায়।

হে মহারাজ! এ দিকে মহাবীর কর্ণ মাদ্রীতনয় নকুলকে কৌরব সৈন্য বিদ্রাবণে প্রবৃত্ত দেখিয়া ক্রোধভরে তাঁহারে নিবারণ করিতে লাগিলেন। তখন নকুল হাস্যমুখে তাঁহারে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, হে সূতনন্দন! আমি বহুকালের পর অনুকূল দৈব প্রভাবে তোমার নেত্রগোচরে নিপতিত হইলাম। হে পাপাত্মন্! তুমিই এই অনর্থ পরম্পরা বৈর

ও কলহের মূল। তোমার দোষেই কৌরবগণ পরস্পর মিলিত হইয়া বিনষ্ট হইতেছে। অতএব এক্ষণে তুমি আমার প্রভাব নিরীক্ষণ কর। আজি আমি তোমারে সংহার করিয়া কৃতকার্য্য ও গতজ্বর হইব। মহাবীর সূতনন্দন নকুলের মুখে রাজপুত্রের বিশেষতঃ ধনুর্দ্ধারীর সমুচিত বাক্য শ্রবণপূর্ব্বক কহিলেন, হে বীর! তুমি আমারে প্রহার কর; অদ্য আমি তোমার পৌরুষ প্রত্যক্ষ করিব। হে শূর! অগ্রে যুদ্ধে বীরজনোচিত কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া পশ্চাৎ বাগ্‌জাল বিস্তার করা তোমার কর্ত্তব্য। বীরগণ বৃথা বাক্য ব্যয় না করিয়া শক্ত্যনুসারে যুদ্ধ করিয়া থাকেন। এক্ষণে তুমি আমার সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হও। আমি আজি তোমার দর্পচূর্ণ করিব। মহাবীর কর্ণ এই বলিয়া সত্বরে ত্রিসপ্ততি শরে নকুলকে বিদ্ধ করিলেন। মহাবল নকুল সূতপুত্র শরে গাঢ়তর বিদ্ধ হইয়া আশীবিষ সদৃশ ভীষণ অশীতি শরে তাঁহারে বিদ্ধ করিলেন। তখন কর্ণ স্বর্ণপুঙ্খ নিশিত শরনিকরে নকুলের কার্ম্মুক ছেদন করিয়া ত্রিংশত বাণে তাঁহারে নিপীড়িত করিলে সেই সমুদায় শর ভুজঙ্গগণ যেমন পৃথিবী ভেদ করিয়া সলিল পান করিয়াছিল, তদ্রূপ তাঁহার কবচ ভেদপূর্ব্বক শোণিত পান করিল।

অনন্তর নকুল অন্য এক হেমপৃষ্ঠ কার্ম্মুক গ্রহণপূর্ব্বক বিংশতি শরে কর্ণকে ও তিন শরে তাঁহার সারথিরে বিদ্ধ করিয়া ক্রোধভরে খরধার ক্ষুরপ্র দ্বারা তাঁহার শরাসন ছেদন পুরঃসর হাস্যমুখে তিনশত সায়কে পুনরায় তাঁহারে বিদ্ধ করিলেন। তখন অন্যান্য রথী ও সমরদর্শনার্থ সমাগত

দেবগণ নকুলের শরনিকরে সূতপুত্রকে নিপীড়িত দেখিয়া সাতিশয় বিস্ময়াবিষ্ট হইলেন। অনন্তর মহাবীর কর্ণ অন্য এক ধনু গ্রহণপূর্ব্বক পাঁচ বাণে নকুলের জত্রুদেশ বিদ্ধ করিলেন। ভুবনদীপন ভগবান্ ভাস্কর স্বীয় রশ্মিজাল প্রভাবে যেমন শোভমান হন, মহাবীর মাদ্রীতনয় সেই কর্ণ নিক্ষিপ্ত জত্রুদেশে বিদ্ধ শর সমুদায় দ্বারা তদ্রূপ সুশোভিত হইলেন এবং অবিলম্বে সাত শরে কর্ণকে বিদ্ধ করিয়া পুনরায় তাঁহার ধনুঃকোটি ছেদন করিয়া ফেলিলেন। তখন মহাবীর কর্ণ অন্য কার্ম্মুক গ্রহণ করিয়া শরজালে নকুলের চতুর্দ্দিক সমাচ্ছন্ন করিলেন। নকুল কর্ণ চাপচ্যুত শরনিকরে সমাচ্ছন্ন হইয়া শরজাল প্রয়োগপূর্ব্বক অবিলম্বে তৎসমুদায় ছেদন করিয়া ফেলিলেন। তখন নভোমণ্ডল সেই শরজালে সমাচ্ছন্ন হইয়া খদ্যোত সঙ্কুলের ন্যায়, শলভ সমাকীর্ণের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল এবং সেই শ্রেণীভূত শরনিকর অনবরত নিপতিত হইয়া শ্রেণীভূত ক্রৌঞ্চপক্ষীর ন্যায় শোভা ধারণ করিল। তৎকালে নভোমণ্ডল শরজালে এককালে সমাচ্ছন্ন ও দিবাকর তিরোহিত হইলে আকাশগামী কোন প্রাণীই আর ভূতলে অবতীর্ণ হইতে সমর্থ হইল না।

হে মহারাজ! এইরূপে চতুর্দ্দিক শরনিকরে নিরুদ্ধ হইলে মহাবীর কর্ণ ও নকুল উদিত কাল সূর্য্য দ্বয়ের ন্যায় সুশোভিত হইলেন। সোমকগণ কর্ণচাপচ্যুত শরজালে সমাহত ও নিতান্ত নিপীড়িত হইয়া কলেবর পরিত্যাগ করিতে লাগিল। কৌরব সৈন্যগণও নকুল শরে সমাহত হইয়া সমীরণ সঞ্চালিত অম্বুদের ন্যায় চতুর্দ্দিকে ছিন্ন ভিন্ন হইয়া

গেল। তখন উভয় পক্ষীয় সৈন্যগণ সেই বীর দ্বয়ের শরাঘাতে নিতান্ত ব্যথিত হইয়া তাঁহাদিগের শরপাত পথ অতিক্রম পূর্ব্বক সেই ঘোরতর সংগ্রাম নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। এই রূপে সৈন্য সকল উৎসারিত হইলে তাঁহারা পরস্পর বধাভিলাষে দিব্যাস্ত্রজাল বিস্তারপূর্ব্বক পরস্পরকে সমাচ্ছন্ন ও বিদ্ধ করিতে আরম্ভ করিলেন। নকুল নির্ম্মুক্ত কঙ্কপত্রযুক্ত শর সকল সূতপুত্রকে এবং সূতপুত্র নির্ম্মুক্ত শরজাল নকুলকে বিদ্ধ করিয়া গগনতলে অবস্থান করিতে লাগিল। এই রূপে সেই বীরদ্বয় পরস্পরের শরে সমাচ্ছন্ন হইয়া জলদজাল সমাবৃত চন্দ্র সূর্য্যের ন্যায় সকলের অদৃশ্য হইলেন।

অনন্তর মহাবীর কর্ণ ক্রোধাবিষ্ট হইয়া ভীষণ আকার ধারণপূর্ব্বক নকুলকে শরনিকরে সমাচ্ছন্ন করিলে মহাবীর নকুল কর্ণের শরে পরিবৃত হইয়া মেঘাচ্ছন্ন দিবাকরের ন্যায় কিছুমাত্র ব্যথিত হইলেন না। তখন সূতপুত্র ঈষৎ হাস্য করিয়া তাঁহার উপর সহস্র সহস্র শর বর্ষণ করিতে লাগিলেন। সেই অনবরত নিক্ষিপ্ত শরজালে সমরাঙ্গন এককালে মেঘচ্ছায়ার ন্যায় শরচ্ছায়ায় সমাচ্ছন্ন হইয়া পড়িল। তৎপরে মহাত্মা সূতপুত্র নকুলের শরাসন ছেদনপূর্ব্বক হাস্য মুখে তাঁহার সারথিরে রথ হইতে নিপাতিত করিয়া চারি বাণে তাঁহার চারি অশ্বকে যমরাজের রাজধানীতে প্রেরণ করিলেন এবং শরনিকর দ্বারা তাঁহার দিব্য রথ চূর্ণ করিয়া পতাকা, গদা, খড়্গ, শতচন্দ্র যুক্ত চর্ম্ম ও অন্যান্য উপকরণ সকল এবং চক্ররক্ষকগণকে ছিন্ন ভিন্ন করিয়া ফেলিলেন। তখন মহাবীর নকুল রথ হইতে অবতীর্ণ হইয়া পরিঘ উদ্যত

করত অবস্থান করিতে লাগিলেন। সূতপুত্র তীক্ষ্ণধার সায়ক দ্বারা সেই ভীষণ পরিঘ ছেদন পূর্ব্বক নকুলকে নিরস্ত্র করিয়া সন্নত পর্ব্ব শর দ্বারা তাঁহারে সাতিশয় পীড়িত করিতে আরম্ভ করিলেন। অস্ত্রবিশারদ মহাবল পরাক্রান্ত কর্ণ এই রূপে মহাত্মা নকুলকে প্রহার করিলে তিনি সূতপুত্রকে প্রহার করিতে অসমর্থ হইয়া সহসা ব্যাকুলিতচিত্তে প্রস্থান করিতে লাগিলেন। তখন সূতপুত্র হাস্য করত মাদ্রীতনয়ের পশ্চাৎ ধাবমান হইয়া তাঁহার গলদেশে জ্যারোপিত কার্ম্মুক সমর্পণ করিলেন। পাণ্ডুনন্দন কর্ণের শরাসনে রুদ্ধকণ্ঠ হইয়া মণ্ডলমধ্যগত শশধরের ন্যায়, শক্রচাপ শোভিত নিবিড় মেঘমণ্ডলের ন্যায় শোভমান হইলেন। অনন্তর মহাবীর কর্ণ মহাত্মা নকুলকে কহিলেন, হে মাদ্রীতনয়! তুমি ইতিপূর্ব্বে বৃথা বাক্য ব্যয় করিয়াছ। যাহা হউক, এক্ষণে লজ্জিত হইবার প্রয়োজন নাই। তুমি আর মহাবল পরাক্রান্ত কৌরবদিগের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইও না। এখন হয় সদৃশ ব্যক্তির সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হও, না হয় গৃহে প্রতিগমন বা কৃষ্ণ ও অর্জ্জুনের সমীপে গমন কর। হে মহারাজ! ধর্ম্মাত্মা মহাবীর কর্ণ তৎকালে নকুলকে এই মাত্র বলিয়া পরিত্যাগ করিলেন। তিনি মাদ্রীতনয়কে ঐ সময় অনায়াসে বিনাশ করিতে পারিতেন কিন্তু কুন্তীর বাক্য স্মরণ করিয়া তদ্বিষয়ে বিরত হইলেন। এই রূপে পাণ্ডুতনয় নকুল কর্ণ কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইয়া দুঃখিত মনে কুম্ভস্থিত ভুজঙ্গের ন্যায় নিশ্বাস পরিত্যাগ করত লজ্জাবনত মুখে গমনপূর্ব্বক যুধিষ্ঠিরের রথে আরোহণ করিলেন। মহাবীর সূতপুত্রও নকুলকে পরাজিত

করিয়া অবিলম্বে শুভ্রবর্ণ অশ্ব সংযুক্ত ও ভূরি পতাকা শোভিত রথে সমাসীন হইয়া পাঞ্চালগণের প্রতি ধাবমান হইলেন। সেই মধ্যাহ্নকালে সেনাপতি সূতপুত্রকে পাঞ্চালগণের প্রতি ধাবমান দেখিয়া পাণ্ডবগণের মধ্যে মহান্ কোলাহল সমুত্থিত হইল। তখন মহাবীর কর্ণ চক্রাকারে পরিভ্রমণ করত পাঞ্চালগণকে মর্দ্দিত করিতে লাগিলেন। হে মহারাজ! ঐ সময়ে কোন কোন সারথি চক্র, ধ্বজ, পতাকা, অশ্ব ও অক্ষবিহীন রথে অবসন্ন পাঞ্চাল দেশীয় রথিগণকে লইয়া পলায়ন করিতে আরম্ভ করিল। রথকুঞ্জর সকল দাবানলে দগ্ধ হইয়াই যেন রণস্থলে বিচরণ করিতে লাগিল। অন্যান্য করিগণ বিদীর্ণকুম্ভ, রুধিরাক্ত কলেবর, বিরহিতশুণ্ড ও নিকৃত্তলাঙ্গুল হইয়া বিদলিত অভ্রখণ্ডের ন্যায় ভূতলে নিপতিত হইল। কোন কোনটা নারাচ, শর ও তোমরের আঘাতে ভয়বিহ্বল হইয়া হুতাশনে পতনোন্মুখ পতঙ্গের ন্যায় কর্ণের অভিমুখে গমন করিল। আর কোন কোনটা পরস্পরের আঘাতে শোণিত ক্ষরণ করত জলস্রাবী পর্ব্বতের ন্যায় লক্ষিত হইল। অশ্বগণ উরুচ্ছদ, গ্রথিতকেশর, স্বর্ণ, রৌপ্য ও কাংস্যময় আভরণ, কবিকা, চামর, চিত্রকম্বল, তূণীর এবং আরোহিবিহীন হইয়া ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে লাগিল। খড়্গ, প্রাস ও ঋষ্টি দ্বারা বিদ্ধ, কঞ্চুক ও উষ্ণীষধারী অশ্বারোহিগণের মধ্যে কেহ কেহ অঙ্গ প্রত্যঙ্গবিহীন, কেহ কেহ নিহত, কেহ কেহ নিহন্যমান ও কেহ কেহ বা কম্পিত হইতে লাগিল। রথিগণ নিহত হওয়াতে বেগগামী অশ্ব সংযুক্ত সুবর্ণমণ্ডিত রথ সকল অক্ষ, কূবর, চক্র, ধ্বজ,

পতাকা ও ঈষাদণ্ড বিহীন হইয়া ইতস্তত ভ্রমণ করিতে আরম্ভ করিল। অসংখ্য রথী নিহত ও অনেকে ইতস্তত ধাবমান হইল! অনেকে অস্ত্রহীন হইয়া এবং অনেকে অস্ত্রহীন না হইয়াই প্রাণত্যাগ করিল। তারকাজাল সমাকীর্ণ উৎকৃষ্ট ঘণ্টাযুক্ত, বিচিত্রবর্ণ পতাকা পরিশোভিত বারণগণ চতুর্দ্দিকে ধাবমান হইল। অসংখ্য মস্তক, উরুদেশ, বাহু এবং অন্যান্য অবয়ব সকল ছিন্ন হইয়া নিপতিত হইতে লাগিল।

হে মহারাজ! এই রূপে মহাবীর সূতপুত্রের সায়ক প্রভাবে যুদ্ধে প্রবৃত্ত যোধগণের দুর্দ্দশার আর পরিসীমা রহিল না। সৃঞ্জয়গণ সূতপুত্রের শরনিকরে বিদ্ধ হইয়া অনলে পতনোন্মুখ পতঙ্গের ন্যায় পুনরায় তাঁহারই অভিমুখে গমন করিতে লাগিল। তখন হতাবশিষ্ট পাঞ্চাল মহারথগণ সেই যুগান্তকালীন অগ্নির ন্যায় সেনা নিপাতন মহারথ কর্ণকে পরিত্যাগপূর্ব্বক পলায়ন করিতে আরম্ভ করিলেন। মহাবল পরাক্রান্ত কর্ণ তাঁহাদিগের অনুগমন করত শরনিকর নিক্ষেপ করিয়া মধ্যাহ্ন কালীন সূর্য্যের ন্যায় তাঁহাদিগকে সন্তাপিত করিতে লাগিলেন।

ষড্‌বিংশতিতম অধ্যায়।

হে মহারাজ! ঐ সময় আপনার পুত্র যুযুৎসু অরাতি সৈন্যগণকে বিদ্রাবিত করিতেছিলেন, মহাবীর উলূক থাক্ থাক্ বলিয়া তাঁহার প্রতি ধাবমান হইলেন। তখন যুযুৎসু বজ্র সদৃশ শিতধার শর দ্বারা উলূককে তাড়িত করিতে লাগিলেন। মহাবীর উলূকও ক্রুদ্ধ হইয়া নিশিত ক্ষুরপ্রে তাঁহার শরাসন ছেদনপূর্ব্বক তাঁহারে কর্ণি দ্বারা তাড়িত

করিলেন। মহাবীর যুযুৎসু তৎক্ষণাৎ সেই ছিন্ন চাপ পরিত্যাগ ও বেগশালী অন্য শরাসন গ্রহণপূর্ব্বক রোষকষায়িত নয়নে ষষ্টি বাণে উলূককে ও তিন বাণে তাঁহার সারথিরে বিদ্ধ করিয়া পুনরায় তাঁহারে নিপীড়িত করিতে লাগিলেন। তখন উলূক কোপাবিষ্ট হইয়া স্বর্ণ ভূষিত বিংশতি শরে যুযুৎসুরে বিদ্ধ করিয়া তাঁহার কাঞ্চনময় ধ্বজ ছেদন করিয়া ফেলিলেন। মহাবীর যুযুৎসু উলূকের শরে ধ্বজ উন্মথিত হওয়াতে ক্রোধে অধীর হইয়া পাঁচ বাণে তাঁহার বক্ষঃস্থল বিদ্ধ করিলেন। তখন উলূক তৈলধৌত ভল্ল দ্বারা যুযুৎসুর সারথির মস্তক ছেদন করিয়া ফেলিলেন। সারথির ছিন্ন মস্তক অম্বরতল পরিভ্রষ্ট বিচিত্র তারকার ন্যায় ভূতলে নিপতিত হইল। অনন্তর উলূক যুযুৎসুর চারি অশ্বকে নিহত করিয়া তাঁহারে সাত বাণে বিদ্ধ করিলেন। আপনার পুত্র যুযুৎসু উলূকের শরে সাতিশয় বিদ্ধ হইয়া অন্য রথ লক্ষ্য করিয়া ধাবমান হইলেন। উলূকও তাঁহারে পরাজিত করিয়া তথা হইতে প্রস্থান করিলেন।

এ দিকে আপনার পুত্র শ্রুতকর্ম্মা নিশিত শরনিকরে পাঞ্চাল ও সৃঞ্জয়গণকে নিপীড়িত করত অকুতোভয়ে নিমেষার্দ্ধ মধ্যে শতানীকের অশ্ব সমুদায় ও সারথিরে ছেদন করিয়া ফেলিলেন। মহারথ শতানীক সেই অশ্ববিহীন রথে অবস্থান পূর্ব্বক আপনার পুত্রের প্রতি গদা নিক্ষেপ করিলেন। ঐ গদা শ্রুতকর্ম্মার অশ্ব, সারথি ও রথ সংচূর্ণিত করিয়া অবনি বিদারণ করতই যেন নিপতিত হইল। এই রূপে সেই কুরুকুল কীর্ত্তিবর্দ্ধন বীর দ্বয় পরস্পরের আঘাতে বিরথ হইয়া

পরস্পরের প্রতি নেত্রপাত করত যুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত হইলেন। তখন আপনার পুত্র শ্রুতকর্ম্মা বিবিংশুর রথে ও শতানীক সত্বরে প্রতিবিন্ধ্যের রথে আরোহণ করিলেন।

ঐ সময় সুবলনন্দন শকুনি ক্রুদ্ধ হইয়া সুতসোমকে নিশিত শরনিকরে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন; কিন্তু বারিবেগ যেমন পর্ব্বতকে চালিত করিতে অসমর্থ হয়, তদ্রূপ তাঁহারে কম্পিত করিতে পারিলেন না। সুতসোম পিতার পরম শত্রু শকুনিরে অবলোকন করিয়া বহু সহস্র শরে সমাচ্ছন্ন করিতে লাগিলেন। তখন অস্ত্র প্রয়োগ দক্ষ বিচিত্র যোদ্ধা শকুনি শরজালে সুতসোমের শরনিকর ছেদন পূর্ব্বক তিন বাণে তাঁহারে নিপীড়িত করিয়া তাঁহার ধ্বজ, সারথি ও অশ্বগণকে তিলপ্রমাণে ছেদন করিয়া ফেলিলেন। তদ্দর্শনে তত্রত্য সকল লোকেই চীৎকার করিয়া উঠিল। ধনুর্দ্ধর সুতসোম এইরূপে হতাশ্ব, বিরথ ও ছিন্নধ্বজ হইয়া সত্বরে শরাসন হস্তে রথ হইতে ভূতলে অবতরণ পূর্ব্বক স্বর্ণপুঙ্খ শিলাশিত বিবিধ বিশিখ দ্বারা শকুনির রথ সমাচ্ছন্ন করিলেন। মহারথ শকুনি সেই রথ সমীপে সমাগত শলভরাজি সন্নিভ শরজাল সন্দর্শনে কিছুমাত্র ব্যথিত না হইয়া শরনিকরে তৎ সমুদায় ধ্বংস করিয়া ফেলিলেন। ঐ সময় তত্রত্য সমুদায় যোদ্ধা ও আকাশস্থিত সিদ্ধগণ সুতসোমকে পদাতি হইয়া রথস্থ শকুনির সহিত যুদ্ধ করিতে দেখিয়া পরম পরিতুষ্ট ও চমৎকৃত হইলেন। তখন সুবলনন্দন নতপর্ব্ব সুতীক্ষ্ণ ভল্ল দ্বারা সুতসোমের শরাসন ও তূণীর ছেদন করিয়া ফেলিলেন। রথবিহীন সুতসোম এইরূপে ছিন্নচাপ হইয়া বৈদূর্য্য ও উৎপলের

ন্যায় প্রভাযুক্ত হস্তিদন্ত নির্ম্মিত মুষ্টিদেশ সম্পন্ন খড়্গ সমুদ্যত করিয়া সিংহনাদ করিতে আরম্ভ করিলেন। শকুনি স্তুতসোমের সেই বিমলাম্বর সন্নিভ সঞ্চালিত খড়্গকে কালদণ্ডের ন্যায় বোধ করিতে লাগিলেন। তখন শিক্ষাবল সম্পন্ন স্তুতসোম সেই অসি ধারণ পূর্ব্বক সহসা ভ্রান্ত, উদ্ভ্রান্ত আবৃত্ত, আপ্লুত, বিপ্লুত, সম্পাত ও সমুদীর্ণ প্রভৃতি চতুর্দ্দশ প্রকার মণ্ডল প্রদর্শন পূর্ব্বক বারংবার সমরাঙ্গনে বিচরণ করিতে আরম্ভ করিলেন। অনন্তর বলবীর্য্য সম্পন্ন স্তুবলনন্দন স্তুতসোমের প্রতি শরনিকর নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। স্তুতসোমও অসি দ্বারা তৎ সমুদায় ছেদন করিয়া ফেলিলেন। শকুনি তদ্দর্শনে কোপাবিষ্ট হইয়া পুনরায় তাঁহার প্রতি আশীবিষ সদৃশ শর সমূহ পরিত্যাগ করিলেন। গরুড় তুল্য পরাক্রম শালী স্তুতসোম স্বীয় বল ও শিক্ষা প্রভাবে হস্তলাঘব প্রদর্শন পূর্ব্বক তৎসমুদায়ও খড়্গ দ্বারা ছেদন করিয়া ফেলিলেন। এইরূপে সেই বীরপুরুষ বীরত্ব প্রদর্শন পূর্ব্বক মণ্ডলাকারে বিচরণ করিতে আরম্ভ করিলে শকুনি স্তুতীক্ষ্ণ ক্ষুরপ্র দ্বারা তাঁহার প্রভা সম্পন্ন অসি ছেদন করিলেন। সেই মহাখড়্গ ছিন্ন হইলে উহার অর্দ্ধভাগ ভূতলে নিপতিত হইল ও অর্দ্ধভাগমাত্র স্তুতসোমের হস্তে রহিল। তখন মহারথ স্তুতসোম স্বীয় খড়্গ ছিন্ন অবগত হইয়া ছয় পদ গমন পূর্ব্বক শকুনির অভিমুখে সেই হস্তস্থিত খড়্গার্দ্ধ নিক্ষেপ করিলেন। স্তুতসোমনিক্ষিপ্ত অর্দ্ধছিন্ন খড়্গ মহাত্মা সৌবলের স্বর্ণ হীরক বিভূষিত সগুণ শরাসন ছেদন পূর্ব্বক তৎক্ষণাৎ ভূতলে নিপতিত হইল। তখন মহাবীর স্তুতসোম সত্বরে শ্রুতকীর্ত্তির

রথে আরোহণ করিলেন। শকুনিও অন্য দুর্জ্জয় কার্ম্মুক গ্রহণ পূর্ব্বক শত্রুগণকে নিপীড়িত করত পাণ্ডব সৈন্যের প্রতি ধাবমান হইলেন। হে মহারাজ! ঐ সময় মহাবীর সুবলনন্দন সমরে নির্ভয়ে বিচরণ করিতে আরম্ভ করিলে পাণ্ডব সৈন্য-মধ্যে ঘোরতর নিনাদ সমুত্থিত হইল। তখন মহাত্মা শকুনি সেই শস্ত্রধারী গর্ব্বিত পাণ্ডব পক্ষীয় সৈনিকগণকে বিদ্রাবিত করত দেবরাজ যেমন দৈত্য সেনাগণকে বিনাশ করিয়াছিলেন, তদ্রূপ তাহাদিগকে সংহার করিতে লাগিলেন।

সপ্ত বিংশতিতম অধ্যায়।

হে মহারাজ! এ দিকে শরভ যেমন বনমধ্যে সিংহকে দেখিয়া নিবারণ করে, তদ্রূপ কৃপাচার্য্য ধৃষ্টদ্যুম্নকে নিবারণ করিতে লাগিলেন। ধৃষ্টদ্যুম্ন মহাবল পরাক্রান্ত কৃপ কর্ত্তৃক নিবারিত হইয়া এক পদও গমন করিতে সমর্থ হইলেন না। প্রাণিগণ ধৃষ্টদ্যুম্নের রথসন্নিধানে কৃপাচার্য্যের রথ নিরীক্ষণ পূর্ব্বক নিতান্ত ভীত হইয়া দ্রুপদতনয়কে বিনষ্ট বলিয়া অবধারণ করিল। তখন রথী ও সাদিগণ একান্ত বিমনায়মান হইয়া কহিতে লাগিল, বোধ হয়, মহাত্মা কৃপ দ্রোণনিধনে জাতক্রোধ হইয়াছেন। ইনি মহাতেজস্বী, দিব্যাস্ত্রবেত্তা ও উদার, ধীশক্তি সম্পন্ন। আজি কি ধৃষ্টদ্যুম্ন ইহাঁর হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইবেন? এই সমস্ত সৈন্য কি মহাভয় হইতে মুক্তি লাভ করিতে সমর্থ হইবে? ঐ মহাবীর কি আমাদিগকে সংহার না করিয়া ক্ষান্ত হইবেন? ইহাঁর রূপ কৃতান্তের ন্যায় নিতান্ত করাল। আজি ইনি সংগ্রামে দ্রোণাচার্য্যের ন্যায় ভয়ঙ্কর কার্য্যানুষ্ঠান করিবেন, সন্দেহ নাই। ঐ সমরবিজয়ী

মহারথ লঘুহস্ত এবং মহাস্ত্র ও বলবীর্য্য সম্পন্ন। অদ্য ধৃষ্টদ্যুম্ন নিঃসন্দেহই উহাঁর সহিত সমরে পরাঙ্মুখ হইবেন। হে মহারাজ! উভয় পক্ষীয় বীরগণ এইরূপে নানা প্রকার জল্পনা করিতে লাগিল।

অনন্তর মহারথ কৃপ ক্রোধভরে দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক শরনিকর দ্বারা নিশ্চেষ্ট ধৃষ্টদ্যুম্নের মর্ম্মদেশে আঘাত করিলেন। ধৃষ্টদ্যুম্ন আচার্য্যের শরজালে একান্ত সমাহত ও মোহে নিতান্ত অভিভূত হইয়া কিংকর্ত্তব্য বিমূঢ় হইয়া রহিলেন। তদ্দর্শনে তাঁহার সারথি তাঁহারে কহিলেন, হে মহাবীর! আপনার মঙ্গল ত? আমি যুদ্ধকালে আপনার এইরূপ বিপদ্ ত কখন নিরীক্ষণ করি নাই। এক্ষণে দুর্দ্দৈব বশতই আপনি মর্ম্মভেদী শর নিক্ষেপে অসমর্থ হইয়াছেন। কিন্তু ঐ বিপ্রবর আপনার মর্ম্মদেশ লক্ষ্য করিয়া শরনিকর নিক্ষেপ করিতেছেন; অতএব আমি অবিলম্বে অর্ণব মুখ হইতে প্রতিনিবৃত্ত নদীবেগের ন্যায় এই রথ প্রতিনিবৃত্ত করি। এক্ষণে যিনি তোমার বিক্রম বিনষ্ট করিয়াছেন, ঐ ব্রাহ্মণ অবধ্য। মহাবীর ধৃষ্টদ্যুম্ন সারথির মুখে এই সমস্ত বাক্য শ্রবণ করিয়া মৃদুবচনে কহিলেন, হে সূত! আমার চিত্ত বিমোহিত ও দেহ হইতে স্বেদজল নির্গত হইয়াছে এবং সর্ব্বাঙ্গ কণ্টকিত ও অনবরত বিকম্পিত হইতেছে। অতএব এক্ষণে ব্রাহ্মণকে পরিত্যাগ করিয়া অর্জ্জুন সন্নিধানে রথ উপনীত কর। আমার নিশ্চয়ই বোধ হইতেছে যে, অর্জ্জুন বা ভীমসেনের নিকট সমুপস্থিত হইলে অদ্য আমার শ্রেয়োলাভ হইবে। হে মহারাজ! তখন সারথি অশ্বপৃষ্ঠে কশাঘাত করত যে স্থানে

ভীমসেন আপনার সৈন্যগণের সহিত ঘোরতর সংগ্রাম করিতেছিলেন, তথায় রথ লইয়া গমন করিতে লাগিল। মহাবীর কৃপাচার্য্য ধৃষ্টদ্যুম্নের রথ দ্রুতবেগে ধাবমান হইয়াছে দেখিয়া অসংখ্য শর বর্ষণ ও মুহুর্ম্মুহু শঙ্খধ্বনি করত ধৃষ্টদ্যুম্নের অনুসরণে প্রবৃত্ত হইলেন। এইরূপে কৃপাচার্য্য, দেবরাজ ইন্দ্র যেমন নমুচি দানবকে বিত্রাসিত করিয়াছিলেন, তদ্রূপ ধৃষ্টদ্যুম্নকে ভীত করিলেন।

ঐ সময় মহাবীর হার্দ্দিক্য হাস্যমুখে ভীষ্মের সংহারহেতু একান্ত দুর্দ্ধর্ষ শিখণ্ডীরে বারংবার নিবারণ করিতে লাগিলেন। মহাবীর শিখণ্ডী সুশাণিত পাঁচ ভল্লে হার্দ্দিক্যের জত্রুদেশে আঘাত করিলেন। তখন হৃদিকাত্মজ কৃতবর্ম্মা ক্রোধাবিষ্ট চিত্তে ষষ্টি সায়কে শিখণ্ডীরে বিদ্ধ করিয়া হাস্যমুখে এক শরে তাঁহার কার্ম্মুক ছেদন করিয়া ফেলিলেন। দ্রুপদাত্মজ তৎক্ষণাৎ অন্য শরাসন গ্রহণ পূর্ব্বক ক্রোধভরে কৃতবর্ম্মারে থাক্ থাক্ বলিয়া আস্ফালন করিতে লাগিলেন। তৎপরে তিনি তাঁহারে লক্ষ্য করিয়া নবতি শর নিক্ষেপ করিলেন কিন্তু ঐ সমস্ত বাণ তাঁহার বর্ম্মে লগ্ন হইবামাত্র স্খলিত হইয়া পড়িল। শিখণ্ডী স্বীয় শরনিকর ব্যর্থ ও ক্ষিতিতলে নিপতিত দেখিয়া সুতীক্ষ্ণ ক্ষুরপ্র দ্বারা কৃতবর্ম্মার কার্ম্মুক ছেদন করিয়া ফেলিলেন। এইরূপে মহাবীর কৃতবর্ম্মা ছিন্নকার্ম্মুক হইয়া ভগ্নশৃঙ্গ বৃষভের ন্যায় প্রভাব প্রকটনে অসমর্থ হইলে দ্রুপদতনয় রোষভরে অশীতি শরে তাঁহার বাহুযুগল ও বক্ষস্থল বিদ্ধ করিলেন। হৃদিকাত্মজ শিখণ্ডিনিক্ষিপ্ত শরনিকরে ক্ষতবিক্ষত কলেবর ও একান্ত ক্রোধাবিষ্ট হইলেন। কুম্ভমুখ

হইতে বিনির্গত সলিলের ন্যায় তাঁহার দেহ হইতে অনবরত রুধিরধারা নির্গত হইতে লাগিল। তখন তিনি রুধিরলিপ্ত কলেবর হইয়া ধাতুধারারঞ্জিত শৈলের ন্যায় শোভমান হই-লেন এবং তৎপরে অন্য শরাসন গ্রহণ করিয়া শিখণ্ডীর স্কন্ধদেশে বহুসংখ্যক শর বিদ্ধ করিলেন। দ্রুপদাত্মজ স্কন্ধ-দেশবিদ্ধ শর সমূহ দ্বারা শাখা প্রশাখা শোভিত অতি বৃহৎ-পাদপের ন্যায় শোভা প্রাপ্ত হইলেন। অনন্তর সেই বীর দ্বয় পরস্পর পরস্পরের শরাঘাতে রুধিরলিপ্তকলেবর হইয়া পর-স্পর শৃঙ্গাভিহত বৃষভ দ্বয়ের ন্যায় শোভা ধারণ করিলেন। এইরূপে তাঁহারা পরস্পরের বধে অধ্যবসায়ারূঢ় হইয়া অসংখ্য মণ্ডল প্রদর্শন পূর্ব্বক রথারোহণে সঞ্চারণ করিতে লাগিলেন।

অনন্তর কৃতবর্ম্মা সুশাণিত সপ্ততি শরে শিখণ্ডীরে বিদ্ধ করিয়া তাঁহার উপর এক জীবিতান্তকর ভয়ঙ্কর শরনিক্ষেপ করিলেন। মহাবীর শিখণ্ডী ভোজরাজ নিক্ষিপ্ত শরে একান্ত অভিহত হইয়া ধ্বজযষ্টি অবলম্বন পূর্ব্বক মোহে অভিভূত হইলেন। তাঁহার সারথি তাঁহারে হার্দ্দিক্য শরাঘাতে নিতান্ত কাতর হইয়া বারংবার দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে দেখিয়া অবিলম্বে রণস্থল হইতে অপসারিত করিল। হে মহারাজ! এইরূপে দ্রুপদাত্মজ শিখণ্ডী কর্ত্তৃক পরাজিত হইলে পাণ্ডব সৈন্যগণ শরনিপীড়িত হইয়া চতুর্দ্দিকে পলায়ন করিতে লাগিল।

অষ্টাবিংশতিতম অধ্যায়।

হে মহারাজ! ঐ সময় শ্বেতবাহন অর্জ্জুন বায়ু যেমন ইতস্তত তূলরাশি বিকীর্ণ করে, তদ্রূপ আপনার সৈন্যগণকে

বিদ্রাবিত করিতে লাগিলেন। তখন কৌরব, ত্রিগর্ত্ত, শিবি শাল্ব, সংশপ্তক ও অন্যান্য নারায়ণী সেনাগণ এবং সত্যসেন, চন্দ্রদেব, মিত্রদেব, সুতঞ্জয়, সৌশ্রুতি, চিত্রসেন, মিত্রবর্ম্মা, সুশর্ম্মা, বসুধর্ম্মা, সুবর্ম্মা ও মহাধনুর্দ্ধর অস্ত্রবিশারদ পুত্র ও ভ্রাতৃগণে পরিবেষ্টিত ত্রিগর্ত্তাধিপতি অর্জ্জুনের উপর শরধারা বর্ষণ করত জলরাশি যেমন সাগরাভিমুখে গমন করে, তদ্রূপ তাঁহার প্রতি ধাবমান হইলেন। হে মহারাজ! তার্ক্ষ্য দর্শনে পন্নগগণ যেমন নিশ্চেষ্ট হয়, তদ্রূপ সেই যোধগণ অর্জ্জুনকে দর্শন করিয়া জড়ীভূত হইতে লাগিল। তাহারা ধনঞ্জয়ের শরে নিয়ত নিহন্যমান হইয়াও হুতাশনে পতনোন্মুখ পতঙ্গের ন্যায় তাঁহারে পরিত্যাগ করিল না। অনন্তর সত্যসেন তিন, মিত্রদেব ত্রিষষ্টি, চন্দ্রসেন সাত, মিত্রবর্ম্মা ত্রিসপ্ততি, সৌশ্রুতি সাত, শত্রুঞ্জয় বিংশতি ও সুশর্ম্মা নয় শরে ধনঞ্জয়কে বিদ্ধ করিলেন। মহাবীর অর্জ্জুন এইরূপে সেই বীরগণ কর্ত্তৃক বিদ্ধ হইয়া সৌশ্রুতিরে সাত, সত্যসেনকে তিন, শত্রুঞ্জয়কে বিংশতি, চন্দ্রদেবকে আট, মিত্রদেবকে শত, শ্রুতসেনকে তিন, মিত্রবর্ম্মারে নয় ও সুশর্ম্মারে আট শরে বিদ্ধ করিয়া শিলানিশিত শরনিকরে শত্রুঞ্জয়, সৌশ্রুতি ও চন্দ্রবর্ম্মারে যমরাজের রাজধানীতে প্রেরণ পূর্ব্বক পাঁচ পাঁচ বাণে অন্যান্য মহারথগণকে নিবারণ করিলেন। তখন মহাবীর সত্যসেন রোষাবিষ্ট চিত্তে কৃষ্ণকে উদ্দেশ করিয়া তোমর নিক্ষেপ পূর্ব্বক সিংহনাদ পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। সেই লৌহদণ্ড সুবর্ণময় তোমর মহাত্মা বাসুদেবের বাহু বিদীর্ণ করিয়া ধরাতলে নিপতিত হইল। সেই আঘাতেই বাসুদেবের হস্ত হইতে প্রতোদ ও

রথরশ্মি স্খলিত হইয়া পড়িল। তখন মহাবীর ধনঞ্জয় হৃষীকেশকে বিকলাঙ্গ দর্শন করিয়া ক্রোধভরে কহিলেন, হে মহাবাহো! তুমি সত্বরে সত্যসেনের নিকট রথসঞ্চালন কর; আমি অবিলম্বেই উহারে বিনাশ করিব। মহাত্মা হৃষীকেশ অর্জ্জুনের বাক্য শ্রবণে পূর্ব্ববৎ প্রতোদ ও রথরশ্মি গ্রহণ পূর্ব্বক সত্যসেনের নিকট রথ সঞ্চালন করিলেন। মহারথ ধনঞ্জয়ও তীক্ষ্ণ শরনিকরে সত্যসেনকে নিবারণ করিয়া শাণিত ভল্লে তাঁহার কুণ্ডলালঙ্কৃত মস্তক ছেদন করিয়া ফেলিলেন। তৎপরে তিনি শাণিত বাণ দ্বারা মিত্রবর্ম্মারে ও বৎসদন্ত দ্বারা তাঁহার সারথিরে নিপাতিত করিয়া পুনরায় শত শত শর দ্বারা অসংখ্য সংশপ্তককে ভূতলশায়ী করিতে লাগিলেন এবং পরক্ষণেই সেই রজতপুঙ্খ ক্ষুরপ্র দ্বারা মহাত্মা মিত্রসেনের মস্তক ছেদন পূর্ব্বক সুশর্ম্মার জত্রুদেশে মহা আঘাত করিলেন। অনন্তর সংশপ্তকগণ ধনঞ্জয়কে পরিবেষ্টন পূর্ব্বক ক্রোধভরে দশ দিক্ প্রতিধ্বনিত করত শরনিকর দ্বারা তাঁহারে নিপীড়িত করিতে লাগিল। তখন ইন্দ্রতুল্য পরাক্রমশালী মহারথ অর্জ্জুন নিতান্ত নিপীড়িত হইয়া ইন্দ্রাস্ত্রের আবির্ভাব করিলে সেই অস্ত্র হইতে সহস্র সহস্র শর প্রাদুর্ভূত হইল। রাশি রাশি, ধ্বজ, পতাকা, রথ, কার্ম্মুক তূণীর, যুগ, অক্ষ, চক্র, যোক্ত্র, রশ্মি কূবর, বরূথ, প্রাস, ঋষ্টি, গদা, পরিঘ, শক্তি, তোমর, পট্টিশ, চক্রযুক্ত শতঘ্নী, ভুজ, ঊরু, কণ্ঠসূত্র, অঙ্গদ, কেয়ূর, হার, নিষ্ক, বর্ম্ম, ছত্র, ব্যজন ও মুকুট সকল ছিন্ন হইয়া নিপতিত হওয়াতে রণস্থলে মহাশব্দ শ্রুতিগোচর হইতে লাগিল। সুন্দর নেত্রযুক্ত কুণ্ডলালঙ্কৃত পূর্ণচন্দ্র সদৃশ ছিন্ন মস্তক সকল অম্বরতলস্থিত

তারকাজালের ন্যায় লক্ষিত হইল। নিহত বীরগণের মাল্যাম্বরধারী চন্দন দিগ্ধ দেহ সকল ধরাতলে নিপতিত রহিল। তৎকালে সংগ্রামস্থল অতি ঘোরতর হইয়া উঠিল। মহাবল পরাক্রান্ত ক্ষত্রিয় রাজপুত্রগণ এবং অসংখ্য হস্তী ও অশ্ব নিপতিত হওয়াতে রণভূমি পর্ব্বতাকীর্ণ ভূভাগের ন্যায় অতিশয় দুর্গম হইল। ঐ সময় শত্রুঘাতন অর্জ্জুনের রথচক্রের গতি রোধ হইয়া গেল। বোধ হইতে লাগিল যেন মহাবীর ধনঞ্জয়ের রথচক্র তাঁহারে সেই শোণিতজাত কর্দ্দম সমাকীর্ণ সংগ্রামস্থলে বিচরণ পূর্ব্বক অসংখ্য শত্রু ও হস্ত্যশ্ব সমুদায় সংহার করিতে দেখিয়া অবসন্ন হইয়াছে। তখন মনোবেগগামী অশ্বগণ প্রাণপণে সেই কর্দ্দমমগ্ন চক্র আকর্ষণ করিতে লাগিল। হে মহারাজ! পাণ্ডুতনয় অর্জ্জুন এইরূপে সৈন্যগণকে বিনাশ করিলে তাহারা প্রায় সকলেই রণবিমুখ হইল। তখন মহাবীর ধনঞ্জয় সেই বহুসংখ্য সংশপ্তকগণকে পরাজিত করিয়া ধূমবিরহিত প্রজ্বলিত পাবকের ন্যায় শোভা ধারণ করিলেন।

একোন ত্রিংশত্তম অধ্যায়।

হে মহারাজ! ঐ সময় ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির কৌরব সৈন্যের উপর অসংখ্য শর নিক্ষেপ করিতেছিলেন। রাজা দুর্য্যোধন স্বয়ং নির্ভীকচিত্তে তাঁহার নিকট যুদ্ধার্থ গমন করিলেন। ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির আপনার পুত্রকে সহসা আগমন করিতে দেখিয়া থাক্ থাক্ বলিয়া তাঁহারে বাণবিদ্ধ করিতে লাগিলেন। আপনার পুত্রও নিশিত নয় বাণে ধর্ম্মরাজকে বিদ্ধ করিয়া ক্রোধভরে তাঁহার সারথির উপর এক ভল্ল প্রয়োগ করিলেন।

তখন রাজা যুধিষ্ঠির দুর্য্যোধনের উপর সুবর্ণপুঙ্খ ত্রয়োদশ শর নিক্ষেপ করিয়া চারি বাণে তাঁহার চারি অশ্ব, এবং এক এক শরে তাঁহার সারথির মস্তক, ধ্বজ, কার্ম্মুক ও খড়গ ছেদন পূর্ব্বক পুনরায় তাঁহারে পাঁচ বাণে নিতান্ত নিপীড়িত করিলেন। আপনার পুত্র এইরূপে একান্ত বিষণ্ণ হইয়া সেই অশ্ব বিহীন রথ হইতে লম্ফ প্রদান পূর্ব্বক ভূতলে অবস্থান করিতে লাগিলেন। তদ্দর্শনে অশ্বত্থামা, কর্ণ ও কৃপাচার্য্য প্রভৃতি বীরগণ দুর্য্যোধনের রক্ষার্থ তাঁহার নিকট সমুপস্থিত হইলেন। তখন পাণ্ডুতনয়েরাও যুধিষ্ঠিরের সাহায্যার্থ তাঁহারে পরিবেষ্টন করিলেন। অনন্তর উভয় পক্ষে তুমুল সংগ্রাম আরম্ভ হইল। সহস্র সহস্র তূর্য্য বাদিত হইতে লাগিল।

হে মহারাজ! ঐ সময় যে স্থলে কৌরব ও পাঞ্চালগণ মিলিত হইয়াছিল, সেই স্থানে মহান্ কোলাহল সমুত্থিত হইল। নরগণ নরদিগের সহিত, কুঞ্জরগণ কুঞ্জরদিগের সহিত, রথিগণ রথীদিগের সহিত এবং অশ্বারোহিগণ অশ্বারোহীদিগের সহিত ঘোরতর সংগ্রাম আরম্ভ করিল। বীরগণ পরস্পর পরস্পরের বিনাশ বাসনায় বিবিধ বিচিত্র যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। তাঁহারা বীরজনের সমর ব্রতানুসারে পরস্পর পরস্পরের সম্মুখীন হইয়া প্রহারে প্রবৃত্ত হইলেন; কোন ক্রমেই কেহ সমর পরিত্যাগ করিল না। এই রূপে ঐ যুদ্ধ মুহূর্ত্তকাল অতি মধুরদর্শন হইল; কিন্তু অবিলম্বেই একবারে সকলে উন্মত্ত হওয়াতে উহা নির্ম্মর্য্যাদ হইয়া উঠিল। তখন রথিগণ মাতঙ্গদিগকে আক্রমণ পূর্ব্বক নিশিত শরনিকরে বিদীর্ণ করিয়া যমালয়ে প্রেরণ করিলেন। অশ্বারোহিগণ চতু-

র্দ্দিক্ হইতে আগমন ও অশ্বগণকে বেষ্টন করিয়া তলধ্বনি করিতে লাগিল। মহামাতঙ্গগণ বিদ্রাবিত অশ্বগণের প্রতি ধাবমান হইলে অশ্বারোহিগণ কুঞ্জরদিগের পৃষ্ঠ ও পার্শ্বদেশে শরাঘাত করিতে প্রবৃত্ত হইল। মদমত্ত দ্বিরদগণ অশ্ব সকলকে বিদ্রাবিত করিয়া দশন প্রহারে বিনষ্ট ও মর্দ্দিত করিতে লাগিল। কতকগুলি হস্তী রোষভরে দশন দ্বারা অশ্বারোহিগণের সহিত অশ্বদিগকে বিদ্ধ করিয়া মহাবেগে নিক্ষেপ করিতে লাগিল। কোন কোন মাতঙ্গ পদাতি সৈন্যগণ কর্ত্তৃক সুযোগক্রমে সমাহত হইয়া ঘোরতর আর্ত্তস্বর পরিত্যাগ পূর্ব্বক চতুর্দ্দিকে ধাবমান হইল। ঐ সময় পদাতিগণ আভরণ পরিত্যাগ পূর্ব্বক ধাবমান হইলে গজারোহিগণ জয়লক্ষণ অবগত হইয়া সত্বরে তাহাদিগকে পরিবেষ্টন করিল এবং গজদিগকে আহত করিয়া পদাতিগণের কলেবর ভেদ ও আভরণ গ্রহণ করিতে লাগিল। তদ্দর্শনে মহাবেগ সম্পন্ন বলমদমত্ত পদাতিগণও হস্ত্যারোহীদিগকে পরিবেষ্টন পূর্ব্বক সংহার করিতে প্রবৃত্ত হইল। কতকগুলি হস্ত্যারোহী করিশুণ্ড দ্বারা আকাশ মার্গে নিক্ষিপ্ত হইয়া পতনকালে মাতঙ্গগণের বিষাণাগ্রে বিদ্ধ হইল। কতকগুলি হস্ত্যারোহী হস্তীর দন্ত দ্বারা বিনষ্ট হইয়া গেল। কতকগুলি সেনা মধ্যে মহাগজ দ্বারা বিদীর্ণ কলেবর ও পুনঃ পুন নিক্ষিপ্ত হইল এবং কতকগুলি হস্তীর পুরোবর্ত্তী বীর কুঞ্জরগণ কর্ত্তৃক ব্যজনের ন্যায় ভ্রামিত হইয়া নিহত হইল। এই রূপে হস্ত্যারোহীদিগের কলেবর ছিন্ন ভিন্ন হইয়া গেল। নাগগণ প্রাস, তোমর ও ঋষ্টি দ্বারা দন্তান্তরাল কুম্ভ ও দন্ত বেষ্টনে অতিমাত্র বিদ্ধ হইল।

ঐ সময় কোন কোন মাতঙ্গ পার্শ্বস্থ মহাদারুণ বীরগণ কর্ত্তৃক নিগৃহীত ও রথিগণ অশ্বারোহিগণ কর্ত্তৃক ছিন্ন হইয়া ভূতলে নিপতিত হইতে লাগিল। অশ্বারোহিগণ তোমর দ্বারা চর্ম্মধারী পদাতিগণকে ভূতলে মর্দ্দিত করিতে আরম্ভ করিল! হস্তিগণ কোন কোন রথীরে আক্রমণপূর্ব্বক সেই ভয়ঙ্কর সমরাঙ্গনে নিক্ষেপ করিতে লাগিল। কোন কোন মহাবল পরাক্রান্ত মাতঙ্গ নারাচ নিহত হইয়া বজ্রভিন্ন গিরিশৃঙ্গের ন্যায় মহীতলে নিপতিত হইল। তখন যোধগণ পরস্পর সমাগত হইয়া পরস্পরকে মুষ্টি প্রহার ও পরস্পরের কেশ ধারণ পূর্ব্বক নিক্ষেপ করিয়া পরস্পরকে সংহার করিতে লাগিল। কেহ কেহ ভুজযুগল উদ্যত করিয়া প্রতিপক্ষকে ভূতলে নিক্ষেপ ও পাদ দ্বারা তাহার বক্ষস্থল আক্রমণ পূর্ব্বক শিরশ্ছেদন করিল। কেহ কেহ অসি দ্বারা পতনোন্মুখ অরাতির মস্তক ছেদন করিয়া ফেলিল এবং কেহ কেহ বা জীবিত ব্যক্তির দেহে শস্ত্র বিদ্ধ করিতে লাগিল।

অনন্তর যোদ্ধাদিগের মুষ্টিযুদ্ধ, কেশ গ্রহ ও বাহুযুদ্ধ আরম্ভ হইল। কেহ কেহ অতর্কিত সঞ্চারে অন্যের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত ব্যক্তিদিগের প্রাণ সংহার করিল। এই রূপে যোধগণ পরস্পর ঘোরতর সঙ্কুল যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলে অসংখ্য কবন্ধ সমুত্থিত হইল। শস্ত্র ও কবচ সকল শোণিতলিপ্ত হইয়া ধাতুরাগরঞ্জিত বস্ত্রের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। চতুর্দ্দিক্ হইতে গঙ্গাপ্রপাতের ন্যায় সেনাগণের ভীষণ কল কল ধ্বনি সমুত্থিত হইল।

হে মহারাজ! এই রূপে শস্ত্রপাত সঙ্কুল ঘোরতর সংগ্রাম

সমুপস্থিত হইলে সৈন্যগণ শরনিপীড়িত হইয়া আত্মপর অবধারণে অসমর্থ হইল। জিগীষা-পরবশ ভূপালগণ যুদ্ধ করিতে হয় বলিয়া যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। ঐ সময় কেহ কেহ কি আত্মীয় কি বিপক্ষ পক্ষীয় যাহারে সম্মুখে প্রাপ্ত হইলেন, তাহারেই বিনাশ করিলেন। ফলত তৎকালে বীরগণের শরপ্রভাবে উভয় পক্ষীয় সেনাগণই আকুল হইয়া উঠিল। অসংখ্য হস্তী, অশ্ব, রথ ও মনুষ্য নিপাতিত হওয়াতে রণভূমি ক্ষণকাল মধ্যে অতিশয় দুর্গম হইয়া উঠিল। মুহূর্ত্ত মধ্যে সমরাঙ্গনে শোণিত তরঙ্গিণী প্রবাহিত হইল। ঐ সময় মহাবীর ধনঞ্জয় ত্রিগর্ত্ত, কর্ণ, পাঞ্চাল এবং ভীমসেন কৌরব ও করিসৈন্যদিগকে বিনাশ করিতে লাগিলেন। হে মহারাজ! এই রূপে সেই অপরাহ্ণ কালে কৌরব ও পাণ্ডব সৈন্যেরা বিপুল যশোলাভাভিলাষে ঘোরতর যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলে অতি ভয়ঙ্কর লোকক্ষয় উপস্থিত হইল।

ত্রিংশত্তম অধ্যায়।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে সঞ্জয়! আমি তোমার মুখে পুত্রগণের মৃত্যু সংবাদ ও অন্যান্য দুর্ব্বিষহ বিষম দুঃখ বৃত্তান্ত শ্রবণ করিলাম। তুমি যেরূপ যুদ্ধের কথা কহিতেছ, তাহাতে বোধ হয়, কৌরবগণের জীবন নিঃশেষিত হইয়াছে। হে সূতনন্দন! তুমি বক্তৃতা বিশারদ; অতএব ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির মহারথ দুর্য্যোধনকে বিরথ করিয়া কি রূপে তাহার সহিত যুদ্ধ করিল? দুর্য্যোধনই বা কি রূপে তাহার প্রতিদ্বন্দ্বিতাচরণে প্রবৃত্ত হইল এবং সেই অপরাহ্ণ সময়ে অন্যান্য বীরগণের কি রূপ লোমহর্ষণ সংগ্রাম সমুপস্থিত হইল? তৎসমুদায় বিশেষ

রূপে কীর্ত্তন কর। সঞ্জয় কহিলেন, হে মহারাজ! এই রূপে সৈন্যগণ ভাগ্যক্রমে সংগ্রামে মিলিত ও নিহন্যমান হইলে আপনার পুত্র দুর্য্যোধন অন্য রথে আরোহণ পূর্ব্বক বিষপূর্ণ ভুজঙ্গমের ন্যায় ক্রুদ্ধ হইয়া ধর্ম্মরাজকে লক্ষ্য করত সারথিরে কহিলেন, হে সূত! যে স্থানে বর্ম্মধারী রাজা যুধিষ্ঠির আতপত্র দ্বারা বিরাজিত হইতেছে, তুমি সত্বরে তথায় আমারে লইয়া চল। সারথি দুর্য্যোধনের আজ্ঞা শ্রবণে ধর্ম্মরাজের অভিমুখে রথ চালন করিতে লাগিল। তখন যুধিষ্ঠিরও মদস্রাবী মাতঙ্গের ন্যায় প্রকোপিত হইয়া স্বীয় সারথিরে দুর্য্যোধনের অভিমুখে গমন করিতে আদেশ করিলেন।

অনন্তর যুদ্ধদুর্ম্মদ মহাবীর যুধিষ্ঠির ও দুর্য্যোধন পরস্পর মিলিত হইয়া সরোষনয়নে পরস্পরের উপর শর বর্ষণ করিতে লাগিলেন। রাজা দুর্য্যোধন শিলানিশিত ভল্ল দ্বারা ধর্ম্মনন্দনের শরাসন ছেদন করিলেন। ধর্ম্মরাজ সেই অবমান সহ্য করিতে না পারিয়া রোষকষায়িত লোচনে অবিলম্বে ছিন্নচাপ পরিত্যাগ পূর্ব্বক অন্য কার্ম্মুক গ্রহণ করিয়া দুর্য্যোধনের ধ্বজ ও শরাসন ছেদন করিয়া ফেলিলেন। তখন দুর্য্যোধনও অন্য চাপ গ্রহণ পূর্ব্বক যুধিষ্ঠিরকে বাণবিদ্ধ করিতে লাগিলেন। এইরূপে সেই ভ্রাতৃদ্বয় রোষিত সিংহ দ্বয়ের ন্যায়, নর্দ্দমান বৃষ দ্বয়ের ন্যায় জিগীষাপরতন্ত্র হইয়া শস্ত্র বর্ষণ পূর্ব্বক পরস্পরকে নিপীড়িত করিলেন এবং পরস্পরের ছিদ্রান্বেষণ পূর্ব্বক বিচরণ করত আকর্ণাকৃষ্ট শরাসন-নির্ম্মুক্ত শরনিকরে ক্ষত বিক্ষত হইয়া কুসুমিত কিংশুক দ্বয়ের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। তৎপরে তাঁহারা বারংবার সিংহ-

নাদ, তলধ্বনি, চাপনির্ঘোষ ও শঙ্খ নিস্বন করত পরস্পরের নিপীড়নে প্রবৃত্ত হইলেন।

অনন্তর রাজা যুধিষ্ঠির বজ্রতুল্য বেগশালী তিন বাণে আপনার পুত্রের বক্ষস্থল বিদ্ধ করিলেন। তখন রাজা দুর্য্যোধনও স্বর্ণপুঙ্খ শিলানিশিত পাঁচ বাণে যুধিষ্ঠিরকে বিদ্ধ করিয়া তাঁহার উপর এক সুতীক্ষ্ণ লৌহময় শক্তি নিক্ষেপ করিলেন। ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির সেই ভীষণ শক্তি মহোল্কার ন্যায় সমাগত দেখিয়া নিশিত তিন বাণে ছেদন পূর্ব্বক পাঁচ বাণে দুর্য্যোধনকে বিদ্ধ করিলেন। তখন সেই স্বর্ণদণ্ডান্বিত হুতাশন সন্নিভ শক্তি গগনভ্রষ্ট উল্কার ন্যায় ভীষণ শব্দ করত নিপতিত হইল। দুর্য্যোধন শক্তি বিনিহত দেখিয়া নিশিত নয় ভল্লে যুধিষ্ঠিরকে নিপীড়িত করিলেন। অরাতিঘাতন যুধিষ্ঠির দুর্য্যোধন কর্ত্তৃক এইরূপে বিদ্ধ হইয়া শরাসনে শর সংযোজন পূর্ব্বক তাঁহার প্রতি নিক্ষেপ করিলে ঐ শর আপনার পুত্রকে বিমোহিত করিয়া ভূতলে প্রবিষ্ট হইল। তখন দুর্য্যোধন কলহের শেষ করিবার মানসে সরোষনয়নে গদা উদ্যত করিয়া যুধিষ্ঠিরের প্রতি বেগে ধাবমান হইলেন। ধর্ম্মরাজ দণ্ডহস্ত যমের ন্যায় দুর্য্যোধনকে গদা উদ্যত করিয়া আগমন করিতে দেখিয়া তাঁহার প্রতি এক প্রজ্বলিত উল্কার ন্যায় বেগশালী জ্যোতির্ম্ময় মহাশক্তি পরিত্যাগ করিলেন। মহাবীর দুর্য্যোধন সেই শক্তির আঘাতে মর্ম্মবিদ্ধ ও নিতান্ত ব্যথিত হইয়া বিমোহিত ও রথোপরি নিপতিত হইলেন। তখন ভীমসেন স্বীয় প্রতিজ্ঞা স্মরণ করিয়া যুধিষ্ঠিরকে কহিলেন, হে মহারাজ! দুর্য্যোধন আপনার বধ্য নহে। রাজা

যুধিষ্ঠির বৃকোদর কর্ত্তৃক এই রূপ অভিহিত হইয়া তথা হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইলেন। তখন কৃতবর্ম্মা ত্বরান্বিত হইয়া সেই দুঃখার্ণবে নিমগ্ন রাজা দুর্য্যোধনের নিকট আগমন করিলেন। ভীমসেন তদ্দর্শনে হেমমণ্ডিত গদা গ্রহণ পূর্ব্বক মহাবেগে হার্দ্দিক্যের প্রতি ধাবমান হইলেন। হে মহারাজ! এই রূপে সেই অপরাহ্ণ সময়ে শত্রুগণের সহিত জয়লাভ লোলুপ কৌরব-পক্ষীয় যোধগণের তুমুল সংগ্রাম হইল।

একত্রিংশত্তম অধ্যায়।

হে মহারাজ! অনন্তর আপনার পক্ষীয় বীরগণ মহাবীর কর্ণকে পুরোবর্ত্তী করিয়া পুনরায় প্রতিনিবৃত্ত হইয়া দেবাসুর যুদ্ধ সদৃশ ঘোরতর সংগ্রাম আরম্ভ করিলেন। হস্ত্যারোহী, অশ্বারোহি, রথী ও পদাতিগণ করিবৃংহিত, নরকোলাহল রথ-ঘর্ঘর শব্দ ও শঙ্খনিস্বন দ্বারা অতিশয় পুলকিত হইয়া ক্রোধ-ভরে বিবিধ আয়ুধ পরিত্যাগ পূর্ব্বক পরস্পরকে প্রহার করিতে লাগিল। অসংখ্য হস্তী, অশ্ব ও রথী বীর পুরুষ নিক্ষিপ্ত শাণিত পরশু, অসি, পট্টিশ ও বহুবিধ শরে নিহত হইয়া গেল। চন্দ্র, সূর্য্য ও কমলতুল্য, ধবলদশনরাজি বিরাজিত, নাসাবংশ সুশো-ভিত, কমনীয়-লোচন, রুচির কিরীট ও কুণ্ডলে সমলঙ্কৃত নর মস্তক সমূহে রণস্থল সমাকীর্ণ হইল। অসংখ্য পরিঘ, মুষল, শক্তি, তোমর, নখর, ভূষুণ্ডী ও গদা দ্বারা হস্তী, অশ্ব ও মনুষ্যগণ নিহত হইলে সমরাঙ্গনে ভীষণ রুধিরনদী প্রবাহিত হইতে লাগিল। এইরূপে অসংখ্য নিহত রথী, পদাতি, অশ্ব ও কুঞ্জর ক্ষত বিক্ষত ও ভীষণদর্শন হওয়াতে সমরাঙ্গন লোকক্ষয় কালীন যমরাজ্যের ন্যায় শোভা ধারণ করিল।

হে মহারাজ! অনন্তর আপনার দেবকুমার সদৃশ আত্মজ ও সৈনিকগণ বহুল বল সমভিব্যাহারে সাত্যকির অভিমুখে ধাবমান হইলেন। সেই অসংখ্য হস্তী, অশ্ব, রথ ও পদাতি সম্পন্ন কৌরবসৈন্য গমন কালে সমুদ্রের ন্যায় গভীর শব্দ করত সুররাজের সেনার ন্যায় শোভা ধারণ করিল। তখন সুররাজসম বিক্রম সম্পন্ন মহাবীর কর্ণ দিনকর কিরণের ন্যায় প্রখর শরনিকর দ্বারা উপেন্দ্রতুল্য সাত্যকিরে প্রহার করিতে লাগিলেন। সাত্যকিও সত্বরে বিবিধ শর দ্বারা সর্প বিষের ন্যায় নিতান্ত উগ্র পুরুষ প্রবীর কর্ণকে রথ, অশ্ব ও সারথির সহিত সমাচ্ছন্ন করিয়া ফেলিলেন। হে মহারাজ! অনন্তর আপনার সুহৃদ্ অতিরথগণ সাত্যকি নিক্ষিপ্ত শরজালে নিতান্ত নিপীড়িত হইয়া হস্তী, অশ্ব, রথ ও পদাতিগণের সহিত সত্বরে বসুষেণের নিকট গমন করিলেন। তখন মহার্ণব সন্নিভ কৌরব সৈন্য সমুদায় সমর পরিত্যাগ পূর্ব্বক ধাবমান হইলে দ্রুপদতনয় প্রভৃতি পাণ্ডব পক্ষীয় বীরগণ উহাদিগের অনুসরণ করিতে লাগিলেন। ঐ সময় বহুসংখ্য মনুষ্য, অশ্ব ও হস্তী বিনষ্ট হইয়া গেল।

ইত্যবসরে মহাবীর অর্জ্জুন ও বাসুদেব শত্রু সংহারে কৃতনিশ্চয় হইয়া সায়ংকালোচিত কার্য্য সমাধানানন্তর ভগবান্ ভবানীপতির যথাবিধ অর্চ্চনা করিয়া কৌরব সৈন্যের অনুসরণে প্রবৃত্ত হইলেন। কৌরবগণ বিস্মিত হইয়া তাঁহাদিগের অম্বুদের ন্যায় গভীর নিস্বন যুক্ত, পবন বিকম্পিত ধ্বজপট সম্পন্ন শ্বেতাশ্ব সংযোজিত রথ সম্মুখে আগমন করিতে নিরীক্ষণ করিয়া বিমোহিতপ্রায় হইলেন। অনন্তর মহাবীর অর্জ্জুন

শরাসন বিস্ফারণ পূর্ব্বক নৃত্য করতই যেন শরনিকরে দিঙ্মণ্ডল ও গগনতল সমাচ্ছন্ন করিয়া ফেলিলেন। এবং বায়ু যেমন মেঘমণ্ডল ছিন্ন ভিন্ন করে, তদ্রূপ সুসজ্জিত, যন্ত্র, আয়ুধ ও ধ্বজদণ্ড সমন্বিত, বিমানপ্রতিম রথ সমুদায় সারথির সহিত শরনিকরে খণ্ড খণ্ড করিতে লাগিলেন। তৎপরে তিনি শর প্রয়োগ পূর্ব্বক বৈজয়ন্তী, আয়ুধ ও ধ্বজ সম্পন্ন গজ, মহামাত্র, অশ্ব, সাদী ও পদাতিগণকে বিনাশ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

হে মহারাজ! তখন মহারাজ দুর্য্যোধন একাকীই সেই সংক্রুদ্ধ অন্তক সদৃশ দুর্নিবার অর্জ্জুনকে শরনিকর দ্বারা সমাহত করত তথায় আগমন করিলেন। মহারথ অর্জ্জুন তাঁহারে সমাগত দেখিয়া সাত সায়কে তাঁহার কার্ম্মুক, অশ্ব, ধ্বজ ও সারথিরে ছেদন পূর্ব্বক এক শরে তাঁহার ছত্রদণ্ড দ্বিখণ্ড করিয়া ফেলিলেন। তৎপরে তিনি দুর্য্যোধনকে লক্ষ্য করিয়া আর একটি প্রাণ নাশক শর নিক্ষেপ করিলে মহাবীর অশ্বত্থামা উহা সাত খণ্ডে ছেদন করিলেন। তখন ধনঞ্জয় শরনিকর বর্ষণ পূর্ব্বক দ্রোণপুত্রের ধনু ও অশ্বগণকে ছেদন পূর্ব্বক কৃপাচার্য্যের কার্ম্মুক খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিলেন এবং তৎপরে হার্দ্দিক্যের শরাসন, ধ্বজ ও অশ্বগণ এবং দুঃশাসনের শরাসন ছেদন করিয়া সূতপুত্রের অভিমুখে ধাবমান হইলেন। তখন মহাবীর কর্ণ সাত্যকিরে পরিত্যাগ পূর্ব্বক সত্বরে তিন শরে অর্জ্জুনকে ও বিংশতি শরে বাসুদেবকে বিদ্ধ করিয়া শরনিকরে বারংবার ধনঞ্জয়কে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। তিনি ঐ সময় রোষপরবশ সুররাজ ইন্দ্রের ন্যায় শত্রুগণকে সংহার

ও অনবরত শরনিকর নিক্ষেপ করিতে আরম্ভ করিলেও তাঁহার কিছুমাত্র গ্লানি উপস্থিত হইল না।

অনন্তর সাত্যকি তথায় আগমন পূর্ব্বক কর্ণকে প্রথমত নিশিত নবতি শরে বিদ্ধ করিয়া পুনরায় তাঁহার প্রতি এক শত শর নিক্ষেপ করিলেন। তৎপরে মহাবীর যুধামন্যু, শিখণ্ডী, দ্রৌপদীর পঞ্চ পুত্র, উত্তমৌজা, যমজ নকুল ও সহদেব, ধৃষ্টদ্যুম্ন, চেকিতান, ধর্ম্মরাজ এবং প্রভদ্রক, চেদি, কারূষ, মৎস্য ও কৈকয়গণ অসংখ্য রথ, অশ্ব, হস্তী ও পদাতি-দিগের সহিত কর্ণ বধে অধ্যবসায়ারূঢ় হইয়া তাঁহারে পরিবেষ্টন ও কটূক্তি পরিত্যাগ পূর্ব্বক তাঁহার প্রতি বিবিধ শস্ত্র নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। মহারথ কর্ণ নিশিত শরনিকরে ঐ সমস্ত শস্ত্র ছেদন করিয়া বায়ু যেমন মহীরুহ ভগ্ন করিয়া অপবাহিত করে, তদ্রূপ তথা হইতে তৎ সমুদায় অপসারিত করিলেন। তৎপরে তিনি ক্রোধাবিষ্ট হইয়া রথী, মহামাত্র সমবেত গজ, সাদীর সহিত অশ্ব ও পদাতিগণকে বিনাশ করিতে লাগি-লেন। এইরূপে পাণ্ডব সৈন্যগণ মহাবীর কর্ণের অস্ত্র প্রভাবে বিশস্ত্র, ক্ষত বিক্ষত ও বধ্যমান হইয়া প্রায় সকলেই সমরে পরাঙ্মুখ হইল।

তখন মহাবীর অর্জ্জুন হাস্যমুখে অস্ত্রজাল বর্ষণ পূর্ব্বক সেই কর্ণ নিক্ষিপ্ত অস্ত্র সমুদায় প্রতিহত করিয়া শরনিকর দ্বারা ভূমণ্ডল দিঙ্মণ্ডল ও নভোমণ্ডল সমাচ্ছন্ন করিলেন। অর্জ্জুন নিক্ষিপ্ত শরজাল মুষলের ন্যায়, পরিঘের ন্যায় শত-ঘ্নীর ন্যায় ও অতি কঠোর বজ্রের ন্যায় নিপতিত হইতে লাগিল। কৌরব সৈন্যগণ অর্জ্জুনের অস্ত্র বলে নিহন্যমান

হইয়া নিমীলিত লোচনে ভ্রমণ ও আর্ত্তনাদ করিতে আরম্ভ করিল। ঐ সময় অসংখ্য হস্তী, অশ্ব ও মনুষ্য সংগ্রামে কলেবর পরিত্যাগ করিল এবং কতকগুলি শরনিকরে নিতান্ত নিপড়িত ও একান্ত ভীত হইয়া ধাবমান হইল।

হে মহারাজ! অনন্তর ভগবান ভানুমান্ অস্তাচল শিখরে আরোহণ করিলেন। গাঢ়তর অন্ধকার ও ধূলিপটল প্রভাবে আর কোন বস্তুই নিরীক্ষিত হইল না। তখন কৌরব পক্ষীয় মহারথগণ রাত্রিযুদ্ধে নিতান্ত ভীত হইয়া সৈন্যগণ সমভিব্যাহারে ক্রোধভরে রণস্থল হইতে অপগমন করিলেন। পাণ্ডবেরাও জয়শ্রী লাভ করিয়া বিবিধ বাদিত্র বাদন ও সিংহনাদ পরিত্যাগ পূর্ব্বক শত্রুগণকে উপহাস এবং কৃষ্ণ ও অর্জ্জুনের স্তুতিবাদ করত স্বশিবিরে গমন করিতে লাগিলেন। হে মহারাজ! এই রূপে উভয় পক্ষীয় বীরগণ যুদ্ধে অবহার করিলে ভূপালগণ পাণ্ডবদিগকে আশীর্ব্বাদ করিতে আরম্ভ করিলেন। তখন পাণ্ডবেরা সেই নিশাকালে শিবিরে সমাগত হইয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন। অনন্তর রাক্ষস, পিশাচ ও শ্বাপদগণ দলবদ্ধ হইয়া রুদ্রদেবের আক্রীড় সন্নিভ সেই ভীষণ রণস্থলে সমাগত হইতে লাগিল।

দ্বাত্রিংশত্তম অধ্যায়।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে সঞ্জয়! স্পষ্টই বোধ হইতেছে, অর্জ্জুন স্বচ্ছন্দে আমাদের সমুদায় যোধগণকে নিহত করিয়াছে। ঐ বীর সংগ্রামে অস্ত্র ধারণ করিলে যমও উহার নিকট পরিত্রাণ লাভ করিতে পারেন না। যে বীরবর একাকী দিব্য শরাসন ধারণ পূর্ব্বক সুভদ্রা হরণ, অগ্নির তৃপ্তি

সম্পাদন, এই পৃথিবী পরাজয় পূর্ব্বক সমুদায় ভূপালের নিকট কর গ্রহণ, নিবাত কবচগণের বিনাশ সাধন, ভরতগণের পরিত্রাণ এবং কিরাতরূপী দেবাদিদেব মহাদেবের সহিত ঘোরতর সংগ্রাম ও তাঁহার সন্তোষ উৎপাদন করিয়াছিল, সেই অর্জ্জুন পরাক্রম দ্বারা নৃপগণকে পরাজিত করিয়াছে। যাহা হউক, এ ক্ষণে সেই অনিন্দনীয় বীরগণ ও আমার পুত্র দুর্য্যোধন কি করিল, তাহা আমার নিকট কীর্ত্তন কর।

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! বর্ম্মায়ুধ বিবর্জ্জিত হত আহত ও বিদ্ধস্ত বাহনগণে পরিবেষ্টিত মহামানী কৌরবগণ এই রূপে অরাতি শরে বর্ম্মায়ুধ বিবর্জ্জিত, বাহনবিহীন, হতসৈন্য, একান্ত সমাহত ও নির্জ্জিত হইয়া শিবিরে অবস্থান পূর্ব্বক ভগ্নদংষ্ট্র বিষবিহীন বিষধরের ন্যায় দীনস্বরে পুনরায় মন্ত্রণা করিতে লাগিলেন। কর্ণ ক্রুদ্ধ আশীবিষের ন্যায় নিশ্বাস পরিত্যাগ ও করে কর নিষ্পীড়ন পূর্ব্বক দুর্য্যোধনের প্রতি কটাক্ষ করিয়া কহিলেন, হে মহারাজ! অর্জ্জুন দৃঢ় কার্য্যদক্ষ ও ধৈর্য্যশালী; বিশেষত বাসুদেব যথা সময়ে উহারে প্রতিবোধিত করিয়া থাকেন। ধনঞ্জয় অদ্য সহসা শস্ত্র বর্ষণ পূর্ব্বক আমাদিগকে বঞ্চিত করিয়াছে, কিন্তু কল্য আমি তাহার সমুদায় সঙ্কল্প ধ্বংস করিব। দুর্য্যোধন কর্ণের এই বাক্য শ্রবণ পূর্ব্বক তথাস্তু বলিয়া ভূপালগণকে স্ব স্ব নির্দ্দিষ্ট স্থানে গমন করিতে আদেশ করিলে তাঁহারা স্ব স্ব আবাসে প্রস্থান করিলেন। অনন্তর তাঁহারা সেই রজনী সুখে অতিবাহিত করিয়া প্রাতঃকালে প্রফুল্ল চিত্তে যুদ্ধার্থ নির্গত হইলেন এবং দেখিলেন ধর্ম্মরাজ যত্ন পূর্ব্বক বৃহস্পতি ও শুক্রের সম্মত

দুর্জ্জয় ব্যূহ নির্ম্মাণ করিয়াছেন। তখন অরাতিঘাতন দুর্য্যোধন যুদ্ধে পুরন্দরের ন্যায়, বলে মরুদ্গণের ন্যায় ও বীর্য্যে কার্ত্তবীর্য্যের ন্যায় শত্রু নিসূদন, বৃষভস্কন্ধ, সূতপুত্রকে স্মরণ করিতে লাগিলেন। ঐ সময় সমুদায় সৈন্যগণও কর্ণের প্রতি অনুরক্ত হইয়া তাঁহারেই প্রাণ সঙ্কট কালীন বন্ধুর ন্যায় বিবেচনা করিল।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে সঞ্জয়! সেনাগণ কর্ণের প্রতি অনুরক্ত হইলে দুর্য্যোধন কি করিল? সৈন্যগণের অবহারানন্তর পুনর্ব্বার যুদ্ধারম্ভ হইলে আমার পুত্র কি সূর্য্যদর্শনোৎসুক শীতার্ত্ত পুরুষের ন্যায় কর্ণকে দর্শন করিয়াছিল? হে সঞ্জয়! উভয় পক্ষে সংগ্রাম আরম্ভ হইলে সূতপুত্র কি রূপে যুদ্ধ করিল? পাণ্ডবেরাই বা কি রূপে তাহার সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল? মহাবাহু কর্ণ একাকী সৃঞ্জয় ও পার্থগণকে নিহত করিতে পারে। ঐ মহাবীর সংগ্রামকালে ভয়ঙ্কর অস্ত্রজাল এবং ইন্দ্র ও বিষ্ণুর তুল্য ভুজবল ধারণ করিয়া থাকে। দুর্য্যোধন কর্ণকে আশ্রয় করিয়া সংগ্রামে যত্নশীল হইয়াছিল, মহারথ কর্ণও দুর্য্যোধনকে পীড়িত ও পাণ্ডবগণকে পরাক্রান্ত দেখিয়া প্রাণপণে সংগ্রাম করিয়াছিল। দুর্ব্বুদ্ধি দুর্য্যোধন কর্ণকে আশ্রয় করিয়াই বাসুদেব সমবেত সপুত্র পাণ্ডবগণকে জয় করিতে উৎসাহিত হইয়াছিল; কিন্তু কি দুঃখের বিষয়! কর্ণ কোপাবিষ্ট হইয়া পাণ্ডুপুত্রগণকে পরাভূত করিতে পারিল না; অতএব দৈবই শ্রেষ্ঠ বলিয়া প্রতীয়মান হইতেছে। হায়! এক্ষণে দ্যূত ক্রীড়ার চরম ফল উপপন্ন হইয়াছে। আমি দুর্য্যোধনের দুর্নীতি জনিত শল্যভূত দুর্ব্বিষহ

যন্ত্রণা ভোগ করিতেছি। হে সঞ্জয়! সূতনন্দন নীতিমান্, পরাক্রান্ত ও দুর্য্যোধনের অনুগত। তথাপি এই মহাযুদ্ধে আমার পুত্রগণকে নির্জ্জিত ও নিহত শ্রবণ করিতে হইল? হায়! পাণ্ডবগণকে নিবারণ করে, এমন আর কেহই নাই। তাহারা আমাদের সৈন্যগণকে স্ত্রীলোকের ন্যায় জ্ঞান করিয়া অনায়াসে তাহাদের মধ্যে প্রবেশ করিতেছে; অতএব দৈবই বলবান্।

সঞ্জয় কহিলেন, হে মহারাজ! আপনি পূর্ব্বে দ্যূতক্রীড়া প্রভৃতি যে সকল ধর্ম্মিষ্ঠ কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন, এ ক্ষণে তাহা চিন্তা করুন। অতীত কার্য্যের অনুশোচন নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর। উহা চিন্তার সহিত বিনষ্ট হয়। আপনি পূর্ব্বে সঙ্গত ও অসঙ্গত বিষয়ের পরীক্ষা করেন নাই; সুতরাং এ ক্ষণে আপনার রাজ্যপ্রাপ্তি নিতান্ত দুর্ল্ভ হইয়াছে। পাণ্ডবগণ বারংবার আপনারে যুদ্ধ করিতে নিষেধ করিয়াছিলেন; কিন্তু আপনি মোহবশত তাহাদের হিত বাক্যে কর্ণপাতও করেন নাই। বিশেষত আপনি তাহাদের ঘোরতর অনিষ্টাচরণ করিয়াছেন, তন্নিমিত্তই এক্ষণে এই ঘোরতর সংগ্রাম উপস্থিত হইয়াছে। হে মহারাজ! যাহা হইবার হইয়াছে; তাহার নিমিত্ত আর অনুতাপ করা কর্ত্তব্য নহে। এক্ষণে যে রূপে ভয়ঙ্কর জনক্ষয় উপস্থিত হইল, তাহা শ্রবণ করুন।

রজনী প্রভাত হইলে, মহাবাহু কর্ণ দুর্য্যোধন সমীপে সমুপস্থিত হইয়া কহিলেন, হে মহারাজ! আজি আমি মহাবীর অর্জ্জুনের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইব। অদ্য হয় আমিই তাহারে সংহার করিব, না হয় সেই আমারে বিনাশ

করিবে। আমাদের উভয়ের কার্য্য বাহুল্য প্রযুক্ত কখনই যুদ্ধে পরস্পরের সমাগম হয় নাই। হে কুরুরাজ! এক্ষণে আমি স্বীয় বুদ্ধি বিবেচনানুসারে যাহা কহিতেছি, তাহা শ্রবণ কর। আমি অর্জ্জুনকে বিনাশ না করিয়া রণস্থল হইতে কদাচ প্রতিনিবৃত্ত হইব না। আমাদের প্রধান প্রধান বীরগণ নিহত হইয়াছেন এবং আমিও শক্রদত্ত শক্তিহীন হইয়াছি; এক্ষণে আমি সমরাঙ্গনে সমুপস্থিত হইলে ধনঞ্জয় অবশ্যই আমার অভিমুখীন হইবে। তখন তুমি তাহার ও আমার দিব্যাস্ত্র সমুদায় দেখিতে পাইবে। সব্যসাচী অর্জ্জুন প্রতিযোদ্ধার কার্য্য বিনাশ, লঘুহস্ততা, দূরপাতিত্ব, কৌশল, অস্ত্রপাত বল, শৌর্য্য, বিজ্ঞান, নিমিত্ত জ্ঞান ও বিক্রম বিষয়ে কখনই আমার তুল্য নহে। হে মহারাজ! আমার এই শরাসন সামান্য নহে, পূর্ব্বে বিশ্বকর্ম্মা ইন্দ্রের প্রিয়চিকীর্ষু হইয়া তাঁহার নিমিত্ত বিজয় নামে যে প্রসিদ্ধ শরাসন নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, যদ্দ্বারা দেবরাজ দৈত্যগণকে পরাজয় করিয়াছেন, যাহার নির্ঘোষে দানবগণ দশদিক্ শূন্যপ্রায় অবলোকন করিয়াছিল; সুররাজ সেই শরাসন পরশুরামকে প্রদান করেন। ভার্গবও প্রসন্ন হইয়া সেই দিব্য চাপ আমারে প্রদান করিয়াছেন। দেবরাজ ঐ কার্ম্মুক দ্বারা সমাগত দৈত্যগণের সহিত যে রূপ যুদ্ধ করিয়াছিলেন, আমিও সেই রূপে জয়শীল মহাবাহু অর্জ্জুনের সহিত সংগ্রাম করিব। এই আমার পরশুরামদত্ত ভীষণ শরাসন অর্জ্জুনের গাণ্ডীব হইতে শ্রেষ্ঠ; ইহা দ্বারা ভার্গব এক বিংশতি বার পৃথিবী পরাজয় করিয়াছিলেন। তিনি ইহার দিব্য কার্য্য সমুদায় কীর্ত্তন

পূর্ব্বক ইহা আমারে প্রদান করিয়াছেন। হে দুর্য্যোধন! অদ্য আমি এই শরাসন গ্রহণ পূর্ব্বক সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়া জয়-শীল অর্জ্জুনকে নিপাতিত করিয়া তোমারে বান্ধবগণের সহিত আনন্দিত করিব। অদ্য এই গিরিকানন সুশোভিতা সসাগরা সদ্বীপা মেদিনী তোমার ও তোমার পুত্রপৌত্রাদির ভোগার্থে কল্পিত হইবে। ধর্ম্মানুরক্ত আত্মজ্ঞান সম্পন্ন ব্যক্তির পক্ষে সিদ্ধি লাভ যেমন অশক্য নহে, তদ্রূপ তোমার প্রিয়ানুষ্ঠান করা আমার পক্ষে অসাধ্য নহে। অগ্নিসংস্পর্শ পাদপের যেরূপ অসহ্য হইয়া উঠে, আমিও অর্জ্জুনের তদ্রূপ অসহ্য হইব, সন্দেহ নাই।

হে মহারাজ! আমি ধনঞ্জয় অপেক্ষা যে যে অংশে হীন, তৎসমুদায় আমার স্বীকার করা অবশ্য কর্ত্তব্য। অর্জ্জুনের শরাসনজ্যা দিব্য, তূণীর দ্বয় অক্ষয়, সারথি বাসুদেব, কাঞ্চন-ভূষণ দিব্য রথ অগ্নিদত্ত ও অচ্ছেদ্য, অশ্ব সকল মনের তুল্য বেগশালী এবং ধ্বজ বিস্ময়কর ও দ্যুতিমান বানরে লাঞ্ছিত। আমার এতাদৃশ কিছুই নাই। আমার কেবল একমাত্র বিজ-য়াখ্য দিব্য কার্ম্মুক ধনঞ্জয়ের অজিত গাণ্ডীব শরাসন অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। হে কুরুরাজ! আমি পূর্ব্বোক্ত দ্রব্য সমুদায় না থাকাতে অর্জ্জুন অপেক্ষা হীন হইয়াও তাহার সহিত সংগ্রাম করিতে বাসনা করিতেছি। কিন্তু দুঃসহবীর্য্য মদ্ররাজকে আমার সারথি হইতে হইবে। মহাবীর শল্য কৃষ্ণের সদৃশ; উনি যদি আমার সারথ্য স্বীকার করেন, তাহা হইলে তোমার নিশ্চয়ই জয় লাভ হইবে। অতএব দুঃসহবীর্য্য শল্যই আমার সারথি হউন। শকট সমুদায় আমার নারাচনিকর বহন এবং

উৎকৃষ্ট অশ্বসংযোজিত রথ সকল আমার পশ্চাৎ পশ্চাৎ আগমন করুক। হে মহারাজ! এইরূপ হইলে আমি ধনঞ্জয় অপেক্ষা সমধিক হইব। মহাবীর শল্য কৃষ্ণ অপেক্ষা গুণসম্পন্ন এবং আমিও অর্জ্জুন অপেক্ষা সমধিক গুণবান্। কৃষ্ণ যেমন অশ্ব বিজ্ঞান অবগত আছেন, শল্যও তদ্রূপ। বিশেষত শল্য অপেক্ষা ভুজবীর্য্য সম্পন্ন আর কেহই নাই এবং আমার তুল্য অস্ত্রযুদ্ধ করিতে আর কেহই সমর্থ নহেন। অতএব শল্য আমার সারথি হইলে আমার রথ অর্জ্জুনের রথ অপেক্ষা উৎকৃষ্ট হইবে। তাহা হইলে আমি নিঃসন্দেহই ধনঞ্জয়কে পরাজয় করিব। এক্ষণে অবিলম্বে আমার এই অভিলাষ পূর্ণ কর। ইহা সম্পাদিত হইলে আমি সংগ্রামে যেরূপ কার্য্যানুষ্ঠান করিব, তাহা দেখিতেই পাইবে। তখন দেবগণও আমার সম্মুখীন হইতে পারিবেন না। আমি পাণ্ডবগণকে অবশ্যই পরাজয় করিব। সামান্য মনুষ্য পাণ্ডবগণের কথা দূরে থাকুক, তৎকালে দেবাসুরগণও আমার হস্ত হইতে পরিত্রাণ প্রাপ্ত হইবেন না।

হে মহারাজ! রাজা দুর্য্যোধন কর্ণ কর্ত্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া হৃষ্টান্তঃকরণে তাঁহারে অর্চ্চনা করত কহিলেন, হে রাধেয়! তুমি যেরূপ কহিলে, আমি তাহাই অনুষ্ঠান করিব। এক্ষণে তূণীর ও অশ্ব সংযুক্ত রথ সমুদায় তোমার অনুগমন করিবে। শকট সমুদায় তোমর, নারাচ ও শর সকল বহন করুক। আমরাও তোমার অনুগমন করিব।

ত্রয়স্ত্রিংশত্তম অধ্যায়।

হে মহারাজ! দুর্য্যোধন কর্ণকে এই কথা বলিয়া বিনয় পূর্ব্বক মহারথ মদ্ররাজের সমীপে গমন করত তাঁহারে প্রণয়

পুরস্কারে কহিলেন, হে মদ্ররাজ! আপনি সত্যব্রত, শত্রু-তাপন ও অরাতি সৈন্যের ভয়ঙ্কর। মহাবীর কর্ণ প্রধান প্রধান ভূপালগণের মধ্যে আপনারে যেরূপে বরণ করিয়াছেন, তাহা আপনার শ্রুতিগোচর হইয়াছে। এক্ষণে আমি নত-শিরা ও বিনীত হইয়া শত্রুনাশার্থ আপনার নিকট প্রার্থনা করিতেছি, আপনি প্রণয়ানুরোধে পার্থবিনাশ ও আমার হিত সাধন করিবার নিমিত্ত কর্ণের সারথ্য কার্য্য স্বীকার করুন। আপনি সারথির পদে অভিষিক্ত হইলে সূতপুত্র অনায়াসে শত্রুগণকে জয় করিতে পারিবেন। হে মহাত্মন্! আপনি বাসুদেবের সমান, সুতরাং আপনি ভিন্ন আর কেহই কর্ণের অশ্বরশ্মি ধারণ করিবার উপযুক্ত নহে; অতএব কমলযোনি যেমন মহেশ্বরকে ও কৃষ্ণ যেমন বিপন্ন অর্জ্জুনকে রক্ষা করেন, আপনি সেই রূপ কর্ণকে পরিত্রাণ করুন, হে মদ্ররাজ! পূর্ব্বে বীর্য্যবান্ ভীষ্মদেব, দ্রোণাচার্য্য, কৃপাচার্য্য, কর্ণ, ভোজ-রাজ, শকুনি, অশ্বত্থামা, আপনি ও আমি আমরা অরাতি সৈন্যগণকে নিহত করিবার নিমিত্ত নয় ভাগে বিভক্ত করিয়া-ছিলাম। এক্ষণে ভীষ্ম ও দ্রোণের অংশ উন্মূলিত হইয়াছে। মহাবীর শান্তনুতনয় ও আচার্য্য স্ব স্ব হন্তব্য সৈন্যগণকে নিহত করিয়া অন্যান্য অসংখ্য অরাতির প্রাণ সংহার করত পরিশেষে কেবল বিপক্ষদিগের ছল প্রভাবে প্রাণ পরিত্যাগ পূর্ব্বক স্বর্গারোহণ করিয়াছেন। অস্মৎপক্ষীয় অন্যান্য প্রধান প্রধান যোধগণও যথাশক্তি আমাদের হিত সাধন করত সমরে অরাতিহস্তে নিপাতিত হইয়া স্বর্গারূঢ় হইয়াছেন। হে রাজন্! পাণ্ডবগণ পূর্ব্বে অল্পসংখ্যক হইয়াও আমাদের অধি-

কাংশ সেনা নিহত করিয়াছে। এক্ষণে সেই সত্যবিক্রম পাণ্ডুপুত্রগণ যাহাতে আমাদের হতাবশিষ্ট সৈন্যগণকে বিনষ্ট করিতে না পারে, আপনি তাহার উপায় করুন। হে মদ্র-রাজ! মহাবাহু কর্ণ ও আপনি আপনারা দুইজনই সর্ব্বলো-কাতিগামী, মহারথ ও আমাদের হিতানুষ্ঠান নিরত। অদ্য মহাবীর রাধেয় অর্জ্জুনের সহিত যুদ্ধ করিতে বাঞ্ছা করিতে-ছেন। তন্নিবন্ধন আমাদের জয়াশাও বলবতী হইয়াছে; কিন্তু উহাঁর অশ্বরশ্মি গ্রহণ করে, পৃথিবীতে আপনি ভিন্ন আর কাহারেও এমন দেখিতে পাই না। অতএব বাসুদেব সমরে যে রূপ পার্থের অশ্বরশ্মি গ্রহণ করেন, আপনিও সেই রূপ কর্ণের অশ্বরশ্মি গ্রহণ করুন। অর্জ্জুন কৃষ্ণের সাহায্য-রক্ষিত হইয়া যে সমস্ত কার্য্যানুষ্ঠান করে, তাহা আপনি স্ব চক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। পূর্ব্বে ধনঞ্জয় অন্যান্য বিপক্ষগণের সহিত সমরে প্রবৃত্ত হইয়া এরূপ শত্রু ক্ষয় করিতে সমর্থ ছিল না। এক্ষণে কেবল কৃষ্ণের সহিত মিলিত হইয়াই সমধিক বিক্রম সহকারে প্রতিদিন কৌরব সেনা বিদ্রাবিত করিতেছে। হে মদ্ররাজ! এক্ষণে কর্ণের ও আপনার হন্তব্য অরাতি সৈন্যের অল্প অংশ অবশিষ্ট রহিয়াছে; অতএব দিবাকর যে রূপ অরুণের সহিত মিলিত হইয়া অন্ধকার ধ্বংস করেন, তদ্রূপ আপনিও কর্ণের সহিত মিলিত হইয়া যুগপৎ সেই অংশদ্বয় বিনষ্ট করিয়া অর্জ্জুনকে নিহত করুন। পাণ্ডব পক্ষীয় মহারথগণ উদিত বাল সূর্য্যদ্বয়ের ন্যায় কর্ণকে ও আপনারে সন্দর্শন করিয়া পলায়ন করুক। যেরূপ সূর্য্য ও অরুণের দর্শনে অন্ধকার তিরোহিত হয়,

তদ্রূপ পাণ্ডব, পাঞ্চাল ও সৃঞ্জয়গণ আপনাদিগকে দেখিয়া বিনষ্ট হউক। কর্ণ রথিগণের অগ্রগণ্য, আপনিও সারথিশ্রেষ্ঠ বিশেষত সমরে আপনার তুল্য আর কাহারেও দৃষ্ট হয় না। অতএব বাসুদেব যেমন সকল অবস্থাতে অর্জ্জুনকে রক্ষা করেন, আপনিও সেই রূপে সমরে কর্ণকে পরিত্রাণ করুন। আমি নিশ্চয় কহিতেছি যে, আপনি সারথি হইলে পাণ্ডবগণের কথা দূরে থাকুক, ইন্দ্রাদি দেবগণও কর্ণকে পরাজিত করিতে পারেন না।

হে মহারাজ! কুল, ঐশ্বর্য্য, শাস্ত্রজ্ঞান ও বলমদে মত্ত মদ্ররাজ শল্য দুর্য্যোধনের বাক্য শ্রবণে ক্রোধান্ধ হইয়া ললাটে ত্রিশিখা ভ্রূকুটী বিস্তার পূর্ব্বক বারংবার কর যুগল বিকম্পিত ও রোষারুণ নেত্র দ্বয় পরিবর্ত্তিত করত কহিতে লাগিলেন, হে কুরুরাজ! তুমি আমারে নিঃশঙ্ক চিত্তে সারথ্য কার্য্য স্বীকার করিতে অনুরোধ করাতে স্পষ্টই বোধ হইতেছে যে, তুমি আমারে হীনবীর্য্য জ্ঞান করিয়া অবমাননা করিতেছ। তুমি কর্ণকে আমা হইতে সমধিক বলশালী বিবেচনা করিয়া তাহার প্রশংসা করিতেছ; কিন্তু আমি তাহারে সমকক্ষ ব্যক্তি বলিয়া গণনাই করি না। এ ক্ষণে তুমি আমারে কর্ণ অপেক্ষা অধিক অংশ নির্দ্দেশ করিয়া দেও। আমি উহা অনায়াসে পরাজয় করিয়া স্বস্থানে গমন করিব। অথবা আমি এ ক্ষণে একাকীই যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া শত্রু সংহার করিতেছি; তুমি আমার বাহুবল অবলোকন কর। হে মহারাজ! তুমি নিশ্চয় জানিবে যে, মাদৃশ ব্যক্তি কখনই অবমানিত হইয়া সংগ্রামে প্রবৃত্ত হয় না আর যুদ্ধে আমার অবমাননা করাও

তোমার কর্ত্তব্য নহে। দেখ, আমার বাহুযুগল নিতান্ত স্থূল ও বজ্রের ন্যায় সুদৃঢ়। আমার শরাসন বিচিত্র, শরনিকর ভুজ-গের ন্যায় একান্ত ভয়ঙ্কর; রথ সুসজ্জিত ও বায়ুবেগগামী তুরঙ্গমে সংযোজিত এবং গদা সুবর্ণপট্ট সমলঙ্কৃত। আমি স্বীয় তেজঃপ্রভাবে সমগ্র মহীমণ্ডল বিদীর্ণ, মহীধর সকল বিক্ষিপ্ত এবং সমুদ্র সকল শুষ্ক করিতেও অসমর্থ নহি। হে মহারাজ! আমি এই রূপ মহাবল পরাক্রান্ত ও শত্রু নিগ্রহে সুদক্ষ। তুমি তথাপি কি নিমিত্ত আমারে নীচ কুলোৎপন্ন কর্ণের সারথ্য কার্য্যে নিয়োগ করিতেছ। আমারে অকার্য্যে নিয়োগ করা তোমার কর্ত্তব্য নহে। শ্রেষ্ঠতর পুরুষ নীচ ব্যক্তির দাসত্ব স্বীকার করিতে কদাচ উৎসাহিত হয় না। প্রীতি পূর্ব্বক সমাগত ও বশীভূত মহৎ ব্যক্তিরে নীচাশয় পুরুষের আয়ত্ত করিয়া রাখিলে উৎকৃষ্ট ও অপকৃষ্টের বৈপরীত্য করণ জনিত গুরুতর পাপের অনুষ্ঠান করা হয়। বেদে এই রূপ নির্দ্দিষ্ট আছে যে, ব্রাহ্মণগণ ব্রহ্মার মুখ হইতে, ক্ষত্রিয়েরা বাহু হইতে, বৈশ্যেরা উরু দ্বয় হইতে এবং শূদ্র পাদযুগল হইতে প্রাদুর্ভূত হইয়াছেন। এই বর্ণ চতুষ্টয়ের পরস্পর ভিন্ন বর্ণ সংযোগে অনুলোমজ ও প্রতিলোমজ সঙ্কর জাতি সকল সমুৎপন্ন হইয়াছে। অর্থ সংগ্রহ, দান ও প্রজা পালন এই কয়েকটি ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম। যাজন, অধ্যাপন, বিশুদ্ধ প্রতিগ্রহ ও লোকের প্রতি অনুগ্রহ প্রদর্শনই ব্রাহ্মণের ধর্ম্ম; কৃষিকার্য্য, পশু পালন ও ধর্ম্মত দান এই কয়েকটি বৈশ্যের ধর্ম্ম এবং ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের পরিচর্য্যা করাই শূদ্রের পরম ধর্ম্ম বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। সূতেরাও ক্ষত্রিয়ের পরিচারক; অতএব সূতের

শুশ্রূষা করা ক্ষত্রিয়ের কার্য্য নহে। আমি মূর্দ্ধাভিষিক্ত, রাজর্ষি-কুলসম্ভূত, মহারথ এবং বন্দিগণের সেবনীয় ও স্তুতিভাজন; সুতরাং সংগ্রামে সূতপুত্রের সারথ্য স্বীকার করা আমার নিতান্ত অকর্ত্তব্য। হে মহারাজ! আজি আমি তৎকৃত অপমান সহ্য করিয়া কখনই যুদ্ধ করিব না; অতএব এ ক্ষণে বিদায় দাও, স্বগৃহে প্রস্থান করি। এই বলিয়া মহাবীর শল্য অবিলম্বে ক্রোধভরে ভূপালগণমধ্য হইতে উত্থিত হইয়া গমন করিতে লাগিলেন।

তখন মহারাজ দুর্য্যোধন শল্যের প্রতি প্রণয় ও বহুমান নিবন্ধন তাঁহার কর গ্রহণ করিয়া শান্তভাবে সর্ব্বার্থসাধন মধুর বাক্যে কহিতে লাগিলেন, হে মদ্ররাজ! আপনি যাহা কহিতেছেন, তদ্বিষয়ে আর কিছুমাত্র সংশয় নাই; কিন্তু আমি যে অভিপ্রায়ে আপনারে সারথি হইতে অনুরোধ করিতেছি, তাহা শ্রবণ করুন। কর্ণ আপনার অপেক্ষা কখনই সমধিক বলশালী নহেন এবং আমিও আপনারে হীন বলিয়া আশঙ্কা করি না। হে মাতুল! আপনি যাহা কহেন, তাহা কদাচ মিথ্যা হইবার নহে। আমার মতে আপনার পূর্ব্বপুরুষেরা কদাচ অনৃত বাক্য প্রয়োগ করিতেন না; এই নিমিত্ত আপনার নাম আর্ত্তায়নি বলিয়া প্রখ্যাত হইয়াছে। আপনি যুদ্ধে শত্রুগণের শল্য স্বরূপ; এই নিমিত্ত শল্য নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছেন। অতএব আপনি পূর্ব্বে যাহা কহিয়াছেন, আমার হিতার্থ তাহার অনুষ্ঠান করুন। আমি বা কর্ণ আমরা কেহই আপনার অপেক্ষা সমধিক বলশালী নহি। হে মহাত্মন্! আমি কর্ণকে ধনঞ্জয় অপেক্ষা এবং আপনারে বাসুদেব অপেক্ষা সমধিক

গুণশালী জ্ঞান করিয়া থাকি। মহাবীর সূতপুত্র অস্ত্র যুদ্ধে ধনঞ্জয় অপেক্ষা উৎকৃষ্ট এবং আপনিও বাসুদেব অপেক্ষা দ্বিগুণ অশ্ববিদ্যাভিজ্ঞ ও সমধিক বলবীর্য্য সম্পন্ন। আমি এই নিমিত্তই এ ক্ষণে আপনারে উৎকৃষ্ট অশ্ব সমুদায়ের যন্তৃপদে বরণ করিতে অভিলাষ করি।

হে মহারাজ! মহাবীর শল্য দুর্য্যোধনের বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, কুরুরাজ! তুমি আমারে সৈন্যগণ মধ্যে যে দেবকীপুত্র অপেক্ষা উৎকৃষ্ট বলিয়া কীর্ত্তন করিলে, ইহাতেই আমি তোমার প্রতি অতিমাত্র প্রীত হইলাম। এ ক্ষণে আমি তোমার অভিলাষানুসারে ধনঞ্জয়ের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত সূত-পুত্রের সারথ্য স্বীকার করিতেছি; কিন্তু উহার সহিত আমার এই একটি নিয়ম নির্দ্দিষ্ট রহিল যে, আমি উহাঁরই সমক্ষে স্বেচ্ছানুসারে বাক্য প্রয়োগ করিব। হে মহারাজ! তখন আপনার আত্মজ দুর্য্যোধন ও কর্ণ ইহাঁরা তৎক্ষণাৎ তাঁহার বাক্যে স্বীকার করিলেন।

চতুস্ত্রিংশত্তম অধ্যায়।

অনন্তর দুর্য্যোধন শল্যকে পুনরায় কহিলেন, হে মদ্ররাজ! পূর্ব্বকালে দেবাসুর যুদ্ধে যেরূপ ঘটনা হইয়াছিল, মহর্ষি মার্কণ্ডেয় আমার পিতার নিকট তাহা কীর্ত্তন করেন। এক্ষণে আমি আপনারে সেই বৃত্তান্ত কহিতেছি, অবিচারিত চিত্তে উহা শ্রবণ করুন। পূর্ব্বে দেব দানবগণ পরস্পর জিগীষা পরবশ হইয়া ঘোরতর সংগ্রাম সমুপস্থিত করেন। তৎকালে দৈত্যগণ তারকাসুরের অধীন ছিল। ঐ যুদ্ধে দেবগণ দৈত্য-গণকে পরাজিত করিলে তারকাক্ষ, কমলাক্ষ ও বিদ্যুন্মালী নামে

তারকাসুরের তিন পুত্র কঠোর তপোনুষ্ঠান করত অতি সুকঠিন নিয়ম অবলম্বন পূর্ব্বক স্ব স্ব দেহ পরিশুষ্ক করিতে লাগিল। কিয়ৎকাল পরে বরদাতা সর্ব্বলোক পিতামহ ব্রহ্মা তাহাদিগের দম, তপ, নিয়ম ও সমাধি দর্শনে পরম প্রীত হইয়া তাহাদিগকে বর দান করিতে আগমন করিলেন। তখন তারকপুত্রেরা সকলে সমাগত হইয়া তাঁহার নিকট প্রার্থনা করিল, হে ভগবন্! যদি প্রসন্ন হইয়া থাকেন, তবে আমাদিগকে এই বর প্রদান করুন যে, আমরা যেন সর্ব্বদা সর্ব্বভূতের অবধ্য হই। পিতামহ তাহাদের বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, হে অসুরগণ! কেহই সর্ব্বভূতের অবধ্য নহে; অতএব তোমরা উহা ভিন্ন অন্য যাহা অভিরুচি হয়, তাহা প্রার্থনা কর। তখন সেই অসুরত্রয় একতা অবলম্বন পূর্ব্বক স্থির নিশ্চয় করিয়া প্রণতি পুরঃসর পিতামহকে কহিল, হে দেব! আমরা এই বর প্রার্থনা করি যে, তিন জনে পুরত্রয়ে অবস্থান পূর্ব্বক জনসমাজে পূজিত হইয়া এই ভূমণ্ডলে বিচরণ করিব এবং সহস্র বৎসর অতীত হইলে পুনরায় পরস্পর মিলিত হইব। তখন সেই পুরত্রয়ও একাকার হইবে। তৎকালে যে ব্যক্তি এক বাণে সেই একত্র সমবেত পুরত্রয় সংহার করিতে পারিবেন, আমরা তাঁহার হস্তেই নিহত হইব। লোকপিতামহ ব্রহ্মা অসুরগণের বাক্য শ্রবণে তাহাদিগকে তথাস্তু বলিয়া স্বর্গারোহণ করিলেন।

তারকাসুরপুত্রেরা এই রূপে বর লাভ করিয়া প্রীতি প্রফুল্ল চিত্তে পুরত্রয় নির্ম্মাণের নিমিত্ত দৈত্যদানব পূজিত, রোগবিহীন স্থপতি ময়দানবকে নিযুক্ত করিল। ধীমান্ ময়-

দানবও স্বীয় তপঃপ্রভাবে স্বর্গে কাঞ্চনময়, অন্তরীক্ষে রজতময় ও মর্ত্ত্যে লৌহময় পুর নির্ম্মাণ করিয়া দিল। ঐ পুরত্রয়ের এক একটী শত যোজন বিস্তীর্ণ ও শত যোজন আয়ত এবং বহুতর গৃহ, অট্টালিকা, প্রাকার, তোরণ, জনতাযুক্ত রাজপথ ও বিবিধ দ্বারে পরিশোভিত। তারকাসুরের তিন পুত্র ঐ পুরত্রয়ের অধীশ্বর হইল। তারকাক্ষের সুবর্ণময়, কমলাক্ষের রজতময় ও বিদ্যুন্মালীর লৌহময় পুরী নির্দ্দিষ্ট হইল। অনন্তর সেই অসুরত্রয় অস্ত্র বলে ত্রিলোক আক্রমণ করিয়া অবস্থান করিতে লাগিল। তখন তাহারা আর প্রজাপতিরেও তৃণতুল্য বোধ করিল না। পূর্ব্বে যে সমস্ত মাংসাশী সুদৃপ্ত দানবগণ সুরগণ কর্ত্তৃক নিরাকৃত হইয়াছিল, এক্ষণে তাহারা বিপুল ঐশ্বর্য্য প্রার্থনায় ক্রমে ক্রমে প্রযুত প্রযুত অর্ব্বুদ অর্ব্বুদ কোটি কোটি জন একত্র সমবেত হইয়া সেই অসুরত্রয়ের সমীপে আগমন পূর্ব্বক ত্রিপুর দুর্গ আশ্রয় করিল এবং পুনরায় সকলে সম্মিলিত হইয়া অকুতোভয়ে অবস্থান করিতে লাগিল। ঐ সমুদায় ত্রিপুরনিবাসী দানব যে যাহাতে অভিলাষী হইল, ময়দানব মায়াবলে তাহারে তাহাই প্রদান করিতে আরম্ভ করিল।

ঐ সময়ে তারকাক্ষের হরি নামে মহাবল পরাক্রান্ত পুত্র কঠোর তপোনুষ্ঠান পূর্ব্বক লোক পিতামহ প্রজাপতিরে পরম পরিতুষ্ট করিলে তিনি তাহারে বর প্রার্থনা করিতে কহিলেন। তখন তারকাক্ষপুত্র কৃতাঞ্জলিপুটে কহিল; হে দেব! আমি আমাদিগের পুরমধ্যে একটী বাপী প্রস্তুত করিব। ঐ বাপীজলে যে সমস্ত অস্ত্র নিহত বীরগণকে নিক্ষেপ করা যাইবেক,

তাহারা যেন আপনার প্রসাদে পুনর্জ্জীবিত ও সমধিক বলশালী হয়। পিতামহ দানবনন্দনের বাক্য শ্রবণে তথাস্তু বলিয়া তাঁহারে অভিলষিত বর প্রদান করিলেন। তখন তারকাক্ষের পুত্র সেই বিধাতৃদত্ত বর লাভে পরম পরিতুষ্ট হইয়া আপনাদের পুরমধ্যে এক মৃতসঞ্জীবনী বাপী প্রস্তুত করিল। দৈত্যগণ যে বেশে নিহত হইত, ঐ বাপীতে নিক্ষেপ করিবামাত্র তাহারা সেই বেশে জীবিত হইয়াউঠিত। এই রূপে দৈত্যগণ সেই বাপী প্রভাবে নিহত দানবগণকে পুনঃপ্রাপ্ত হইয়া ত্রিলোকের ক্লেশোৎপাদন করিতে লাগিল। দুষ্কর তপঃপ্রভাবে তাহারা সংগ্রামে অক্ষয় হইয়া উঠিল। তখন দেবগণও তাহাদের নিকট ভীত হইতে লাগিলেন

হে মদ্ররাজ! নির্লজ্জ দানবগণ এই রূপে ব্রহ্মারবর প্রভাবে দর্পিত ও লোভ মোহে একান্ত অভিভূত হইয়া দেব গণকে বিদ্রাবণ পূর্ব্বক স্বেচ্ছাক্রমে রমণীয় দেবারণ্য, তপস্বিগণের পবিত্র আশ্রমও সুরম্য জনপদ সমুদায়ে বিচরণ করত সকলের মর্য্যাদা নষ্ট করিতে লাগিল। দেবরাজ ইন্দ্র দানবগণ কর্ত্তৃক ত্রিভুবন নিপীড়িত দেখিয়া দেবগণে পরিবেষ্টিত হইয়া দানব গণের পুরত্রয়ের প্রতি বজ্র নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন; কিন্তু বিধাতার বর প্রভাবে সেই অভেদ্য পুর সকল ভেদ করিতে পারিলেন না। তখন তিনি তৎসমুদায় পরিত্যাগ পূর্ব্বক দৈত্যগণের দৌরাত্ম্য জ্ঞাপনার্থ দেবগণের সহিত ব্রহ্মার নিকট সমুপস্থিত হইলেন। সুরগণ নতশিরা হইয়া ভগবান্ পিতামহকে প্রণতি পূর্ব্বক সমুদায় বৃত্তান্ত নিবেদন করিয়া দানবগণের বধোপায় জিজ্ঞাসা করিলে কমলযোনি কহিলেন;

হে দেবগণ! যে তোমাদের অনিষ্টাচরণ করে, সে আমার নিকট অপরাধী হয়। অতএব দুরাত্মা অসুরগণ তোমাদিগকে নিপীড়িত করিয়া আমার নিকট অপরাধী হইয়াছে। আমি সকল প্রাণীরে সমান জ্ঞান করি; কিন্তু অধার্ম্মিকগণের প্রাণ সংহার করা আমার অবশ্য কর্ত্তব্য কর্ম্ম। হে দেবগণ! অসুরগণের পুরত্রয় একবাণেই ভেদ করিতে হইবে; সুতরাং ঐ কার্য্য মহাদেব ভিন্ন আর কাহারও সাধ্যায়ত্ত নহে। অতএব তোমরা সেই অক্লিষ্টকর্ম্মা জয়শীল যোদ্ধা মহেশ্বরকে যুদ্ধার্থে বরণ কর। তিনিই তাহাদিগকে নিপাতিত করিবেন।

হে মদ্ররাজ! ধর্ম্মপরায়ণ ইন্দ্রাদি দেবগণ ব্রহ্মার এই বাক্য শ্রবণমাত্র তাঁহারে অগ্রসর করিয়া ঋষিগণের সহিত মহাদেবের শরণাপন্ন হইলেন এবং তপোনিয়ম অবলম্বন পূর্ব্বক ব্রহ্ম নাম উচ্চারণ করত রক্ষোঘ্ন বাক্যে তাঁহার স্তব করিতে লাগিলেন। তখন, যিনি সর্ব্বত্র আত্মা ও পরমাত্মা রূপে ব্যাপ্ত রহিয়াছেন, যিনি বিবিধ তপোবলে আত্মতত্ত্ব ও সাংখ্যযোগ অবগত হইয়াছেন এবং আত্মা সতত যাঁহার বশীভূত রহিয়াছে, সেই তেজোরাশি ভগবান্ উমাপতি সুরগণের নয়নগোচর হইলেন। তাঁহারা সেই অনন্য সদৃশ অকল্মষ ভগবান্ দেবদেবকে নানারূপে কল্পিত করিয়াছিলেন, এক্ষণে বিস্ময়াপন্ন হইয়া সকলে সেই মহাত্মাতে স্ব স্ব কল্পনানুরূপ রূপ অবলোকন করিতে লাগিলেন। অনন্তর সমুদায় ব্রহ্মর্ষি ও দেবগণ দণ্ডবৎ হইয়া তাঁহার চরণ বন্দনা করিলেন। তখন ভগবান্ শঙ্কর তাঁহাদিগকে উত্থাপিত করিয়া মঙ্গলসূচক বাক্যে সৎকার করত হাস্যমুখে কহিলেন, হে সুরগণ! তোমরা কি

কারণে আগমন করিয়াছ, তাহা আমার নিকট কীর্ত্তন কর। দেবগণ মহাদেব কর্ত্তৃক এইরূপ অনুজ্ঞাত হইয়া তাঁহারে নমস্কার পূর্ব্বক কহিলেন, হে ভগবন্! আপনি দেবাধিদেব, পিনাকধারী, বনমালাবিভূষিত, দক্ষযজ্ঞ বিনাশন, প্রজাপতি-দিগের পূজ্য, সকলের স্তুত্য, স্তূয়মান ও স্তুত। আপনি শম্ভু, বিলোহিত, রুদ্র, নীলগ্রীব, শূলধারী, অমোঘ, মৃগাক্ষ, প্রবরায়ুধ যোধী, অর্হ, শুদ্ধ, ক্ষয়, ক্রথন, দুর্ব্বারণ, ক্রাথ, বিপ্র, ব্রহ্মচারী, ঈশান, প্রমেয়, নিয়ন্তা, ব্যাঘ্রচর্ম্মবাসা, তপোনিরত, পিঙ্গ, ব্রতাবলম্বী, গজচর্ম্মবাসা, কার্ত্তিকেয় পিতা, ত্রিনেত্র, শরণাপন্নের ক্লেশ সংহর্ত্তা, অসুরঘাতন, বৃক্ষপতি, নারীপতি, গোপতি, যজ্ঞপতি, সসৈন্য ও অমিতৌজা; আপনারে নমস্কার। হে দেব! আমরা কায়মনোবাক্যে আপনার শরণাপন্ন হইলাম; আপনি অনুগ্রহ করিয়া আমাদের অভিলাষ পূর্ণ করুন। তখন ভগবান্ দেবাদিদেব দেবগণের বাক্যে প্রসন্ন হইয়া তাঁহাদিগকে স্বাগত প্রশ্নে পরিতুষ্ট করিয়া কহিলেন, হে দেবগণ! তোমাদের ভয় দূর হউক; এক্ষণে বল, আমারে তোমাদের নিমিত্ত কি করিতে হইবে?

পঞ্চত্রিংশত্তম অধ্যায়।

হে মদ্ররাজ! এইরূপে ভগবান্ ভবানীপতি দেবর্ষিগণকে অভয় প্রদান করিলে লোকপিতামহ ব্রহ্মা তাঁহারে অভিবাদন পূর্ব্বক সর্ব্বলোকের হিতকর কথা কহিতে আরম্ভ করিলেন। হে দেবেশ! আমি তোমার অনুগ্রহে প্রাজাপত্য পদে অধিষ্ঠিত হইয়া দানবগণকে অতি মহৎ বর প্রদান করিয়াছি। এক্ষণে তুমি ভিন্ন আর কেহই সেই মর্য্যাদানাশক দানবগণকে

সংহার করিতে সমর্থ হইবে না। অতএব তুমি যাচমান দেবগণের প্রতি প্রসন্ন হইয়া দানবগণকে পরাজয় কর। তোমার অনুগ্রহে সমুদায় জগৎ সুখী হউক। হে লোকেশ! তুমি সকলের শরণ্য বলিয়া আমরা তোমার শরণাগত হইয়াছি।

তখন দেবাদিদেব রুদ্রদেব কহিলেন, হে দেবগণ! আমার মতে তোমাদিগের শত্রুগণকে বিনাশ করা অবশ্য কর্ত্তব্য; কিন্তু দানবগণ নিতান্ত বলদর্পিত বলিয়া আমি একাকী তাহাদের সহিত সংগ্রামে উৎসাহী হইতেছি না। অতএব তোমরা সকলে সমবেত হইয়া আমার অর্দ্ধ বল গ্রহণ পূর্ব্বক শত্রুগণকে পরাজিত কর। একতা মহাবল উৎপাদনের কারণ। দেবগণ কহিলেন, হে মহেশ্বর! আমরা তাহাদিগের বলবিক্রম প্রত্যক্ষ করিয়াছি। তাহাদিগের বলবীর্য্য আমাদিগের অপেক্ষা দ্বিগুণতর হইবে। মহেশ্বর কহিলেন, সেই অপরাধী পাপাত্মাগণকে যেরূপে হউক, নিহত করিতে হইবে, অতএব তোমরা আমার অর্দ্ধ তেজ লইয়া তাহাদিগকে বিনাশ কর। সুরগণ কহিলেন, হে ভূতভাবন! আমাদিগের তোমার অর্দ্ধ তেজ ধারণ করিবার শক্তি নাই; অতএব তুমিই আমাদিগের বলার্দ্ধ লইয়া শত্রুগণকে বিনাশ কর।

তখন মহাদেব কহিলেন, হে সুরগণ! যদি তোমরা আমার বলার্দ্ধ ধারণ করিতে অসমর্থ হও, তাহা হইলে আমিই তোমাদিগের বলার্দ্ধ গ্রহণ পূর্ব্বক দানবগণকে নিপাতিত করিব। ভগবান্ মহেশ্বর এই বলিয়া দেবগণের বলার্দ্ধ গ্রহণ পূর্ব্বক সর্ব্বাপেক্ষা মহাবলশালী হইয়া উঠিলেন। তদবধি তিনি মহাদেব নামে বিখ্যাত হইয়াছেন। অনন্তর সেই

দেবাদিদেব মহাদেব দেবগণকে কহিলেন, হে সুরগণ! আমি ধনুর্ব্বাণ ধারণ ও রথারোহণ পূর্ব্বক তোমাদিগের শত্রুগণকে বিনাশ করিব। তোমরা আমার রথ ও ধনুর্ব্বাণ প্রস্তুত কর, তাহা হইলে আমি অবিলম্বেই দানবগণকে নিপাতিত করিতে সমর্থ হইব। দেবগণ কহিলেন, হে দেবেশ্বর! আমরা ত্রিলোকস্থ সমুদায় মূর্ত্তি আহরণ করিয়া বিশ্বকর্ম্মা যেরূপ রথ নির্ম্মাণ করিতে পারেন, তোমার জন্য তদ্রূপ এক দ্যুতিমান্ রথ প্রস্তুত করিব। সুরগণ এই বলিয়া রথ প্রস্তুত করিতে আরম্ভ করিলেন। তাঁহারা পর্ব্বত, বন, দ্বীপ ও ভূতগণ পরিবৃত, বিশাল নগর সম্পন্ন বসুন্ধরারে দেবাদিদেবের রথ করিলেন। মন্দর পর্ব্বত ও দানবালয় জলনিধি ঐ রথের অক্ষ; মহানদী ভাগীরথী জঙ্ঘা; দিগ্বিদিক্ ভূষণ; নক্ষত্র সকল ঈষা; সত্যযুগ ও স্বর্গ যুগকাষ্ঠ; ভুজগরাজ অনন্তদেব কূবর; হিমালয়, বিন্ধ্যাচল, সূর্য্য ও চন্দ্র চক্র; সপ্তর্ষিমণ্ডল চক্ররক্ষক; গঙ্গা, সরস্বতী, সিন্ধু ও আকাশ ধূর্ভাগ; জল ও নদী সকল বন্ধন সামগ্রী; দিবা, রাত্রি, কলা, কাষ্ঠা, ছয় ঋতু ও দীপ্ত গ্রহ সমুদায় অনুকর্ষ; তারাগণ বরূথ; ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম ত্রিবেণু; ফল পুষ্প পরিশোভিত ওষধী ও লতা সকল ঘণ্টা; রাত্রি ও দিবা পূর্ব্ব ও অপর পক্ষ; ধৃতরাষ্ট্রপ্রমুখ দশ নাগপতি ঈষা; মহোরগগণ যোক্ত্র; সম্বর্ত্তক মেঘ যুগ চর্ম্ম, কালপৃষ্ঠ; নহুষ, কর্কোটক, ধনঞ্জয় ও অন্যান্য নাগগণ অশ্বগণের কেশর বন্ধন; সমুদায় দিক্ প্রদিক্ এবং ধর্ম্ম, সত্য, তপ ও অর্থ অশ্বরশ্মি; সন্ধ্যা, ধৃতি, মেধা, স্থিতি, সন্নতি ও গ্রহ নক্ষত্রাদি দ্বারা পরিশোভিত নভোমণ্ডল বাহ্যাবরণ; লোকেশ্বর ইন্দ্র,

বরুণ, যম ও কুবের অশ্ব; পূর্ব্ব অমাবস্যা, পূর্ব্ব পৌর্ণমাসী, উত্তর অমাবস্যা ও উত্তর পৌর্ণমাসী অশ্বযোক্ত্র; পূর্ব্ব অমাবস্যায় অধিষ্ঠিত পিতৃগণ যুগকীলক; মন রথোপস্থ; সরস্বতী রথের পশ্চাদ্ভাগ; শক্রচাপসম্বলিত বিদ্যুৎ পবনোদ্ধূত পতাকা; বষট্‌কার প্রতোদ এবং গায়ত্রী শীর্ষবন্ধন হইলেন। তখন বিষ্ণু, সোম ও হুতাশন এই তিন মহাত্মার যোগে মহেশ্বরের বাণ কল্পিত হইল। অগ্নি সেই বাণের কাণ্ড, সোম ফলক এবং বিষ্ণু তীক্ষ্ণধার স্বরূপ হইলেন। পূর্ব্বে মহাত্মা ঈশানের যজ্ঞে যে সম্বৎসর কল্পিত হইয়াছিল, এক্ষণে তাহা উহাঁর শরাসন রূপ ও মহাস্বন সাবিত্রী মৌর্ব্বীরূপ ধারণ করিলেন। কালচক্র হইতে মহামূল্য রত্ন ভূষিত অভেদ্য দিব্য বর্ম্ম বহিষ্কৃত হইল। মৈনাক ও মেরু পর্ব্বত ধ্বজ যষ্টি হইল এবং সৌদামিনী সম্বলিত মেঘমালা পতাকা হইয়া ঋত্বিকগণ মধ্যস্থ প্রজ্বলিত পাবকের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। এইরূপে সেই অপূর্ব্ব রথ ও শরাসনাদি নির্ম্মিত হইলে দেবগণ সমুদায় তেজ একত্র সমবেত অবলোকন পূর্ব্বক বিস্মিত হইয়া মহেশ্বরের নিকট সমুদায় বৃত্তান্ত নিবেদন করিলেন।

হে মদ্ররাজ! দেবগণ এইরূপে শত্রুমর্দ্দন শ্রেষ্ঠ রথ নির্ম্মাণ করিলে দেবাদিদেব মহাদেব উহাতে স্বকীয় প্রধান অস্ত্র সমুদায় সংস্থাপন পূর্ব্বক আকাশকে ধ্বজ যষ্টি করিয়া উহার উপর মহাবৃষভকে সন্নিবেশিত করিলেন। ব্রহ্মদণ্ড, কালদণ্ড, রুদ্রদণ্ড ও জ্বর রথের পার্শ্বরক্ষক, অথর্ব্ব ও আঙ্গিরস চক্ররক্ষক, ঋগ্বেদ, সামবেদ ও পুরাণ সকল পুরঃসর, ইতিহাস ও

যজুর্ব্বেদ পৃষ্ঠরক্ষক ও সমুদায় স্তোত্রাদি, দিব্য বাক্য, বিদ্যা ও বষট্‌কার পার্শ্বচর হইল। ওঁকার রথের সম্মুখে শোভা পাইতে লাগিল। তখন ভগবান্ দেবদেব ছয়ঋতু সম্পন্ন সম্বৎসরকে বিচিত্র শরাসন করিয়া আপনার ছায়াকেই মৌর্ব্বী করিলেন। ভগবান্ রুদ্রে সাক্ষাৎ কাল স্বরূপ; সম্বৎসর তাঁহার শরাসন, এই নিমিত্তই তাঁহার ছায়ারূপ কালরাত্রি ঐ শরাসনের মৌর্ব্বী হইল। বিষ্ণু, অগ্নি ও চন্দ্র ইহাঁরা তাঁহার বাণ স্বরূপ হইলেন। সমুদায় জগৎ অগ্নি, সোম ও বিষ্ণুময়; বিশেষত বিষ্ণু অমিততেজা ভগবান্ ভূতনাথের আত্মস্বরূপ; সুতরাং সেই শর অমরগণেরও অসহ্য হইয়া উঠিল। ভগবান্ ভূতনাথ সেই শরে ভৃগু ও অঙ্গিরার যজ্ঞসম্ভূত দুঃসহ ক্রোধাগ্নি নিহিত করিলেন।

হে মদ্ররাজ! ঐ সময় যে নীললোহিত ব্যাঘ্রাজিনধারী ভবানীপতি অযুত সূর্য্যের ন্যায় তেজ সম্পন্ন, ইন্দ্রেরও নিপাতনে সমর্থ, ব্রহ্মবিদ্বেষীদিগের নিহন্তা, ধার্ম্মিকগণের পরিত্রাতা ও অধার্ম্মিকগণের সংহর্ত্তা এবং যাঁহার অঙ্গ আশ্রয় করিয়া এই অদ্ভুতদর্শন স্থাবরজঙ্গমাত্মক জগৎ শোভা পাইতেছে, সেই মহাত্মা ভীম বল, ভীমরূপ ও প্রমথনশীল আত্মগুণে পরিবৃত হইয়া বিচিত্র শোভা ধারণ করিলেন। অনন্তর দেবগণ কবচ ও শরাসনধারী ভগবান্ ভবানীপতিরে অগ্নি, সোম ও বিষ্ণুসম্ভূত দিব্য শর গ্রহণ পূর্ব্বক রথারোহণে উৎসুক দর্শন করিয়া পুণ্যগন্ধবাহী সমীরণকে তাঁহার অনুকূলে সঞ্চারিত করিতে লাগিলেন। তখন ভগবান্ মহাদেব ধরাতল কম্পিত ও দেবগণকে বিত্রাসিত করত সেই রথারোহণে সমু-

দ্যত হইলেন। মহর্ষি, দেব, গন্ধর্ব্ব, অপ্সরা, ব্রহ্মর্ষি ও বন্দিগণ তাঁহার স্তুতিবাদ করিতে লাগিলেন। নর্ত্তকেরা নৃত্য করিতে আরম্ভ করিল। ঐ সময়ে খড়্গ, বাণ ও শরাসনধারী ভগবান্ মহাদেব হাস্য করিয়া কহিলেন, হে দেবগণ! এ ক্ষণে কোন্ মহাত্মা আমার সারথ্য কার্য্য করিবেন? সুরগণ কহিলেন, হে দেবেশ! তুমি যাঁহারে নিয়োগ করিবে, তিনিই তোমার সারথি হইবেন, সন্দেহ নাই। তখন দেবাদিদেব মহাদেব পুনরায় কহিলেন, হে দেবগণ! যিনি আমা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর হইবেন, তোমরা বিবেচনা পূর্ব্বক অবিলম্বে তাঁহারেই সারথি কর।

হে মদ্ররাজ! দেবগণ ভবানীপতির সেই বাক্য শ্রবণে পিতামহের নিকট গমন পূর্ব্বক তাঁহারে প্রসন্ন করিয়া কহিলেন, হে ব্রহ্মন্! তুমি দৈত্য বিনাশের নিমিত্ত যেরূপ কহিয়াছিলে, আমরা তদনুরূপ অনুষ্ঠান করিয়াছি। বৃষধ্বজ প্রসন্ন হইয়াছেন, বিচিত্র আয়ুধযুক্ত এক রথও প্রস্তুত করা হইয়াছে; কিন্তু সেই উত্তম রথে কে সারথি হইবে, তাহার কিছুই স্থির হয় নাই; অতএব তুমি কোন প্রধান ব্যক্তিরে সারথি বিধান করিয়া আমাদিগের বাক্য রক্ষা কর। আর তুমিও পূর্ব্বে বলিয়াছ যে, আমি তোমাদিগের হিতানুষ্ঠান করিব; অতএব এ ক্ষণে তদনুরূপ কার্য্য করা সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। হে কমলাসন! দেবগণের মূর্ত্তির সংযোগে সেই শত্রুবিদারণ রথ নির্ম্মিত হইয়াছে। সপর্ব্বত ধরিত্রী রথ হইয়াছেন। চারি বেদ উহার চারি অশ্ব ও নক্ষত্রমালা বরূথ হইয়াছে। দৈত্যনিসূদন ভগবান্ পিনাকপাণি উহার রথী হইয়াছেন; কিন্তু

সারথি লক্ষিত হইতেছে না। যিনি সমুদায় দেবতা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, তাঁহারেই সারথি করিতে হইবে। আমাদিগের রথ, অশ্ব, যোদ্ধা, কবচ, শস্ত্র ও কার্ম্মুক প্রভৃতি সমস্ত প্রস্তুত হইয়াছে; এক্ষণে তোমা ভিন্ন আর কাহারেও সারথি লক্ষিত হইতেছে না। তুমি সর্ব্ব গুণান্বিত ও সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান; অতএব তুমি অবিলম্বে সেই রথে আরোহণ পূর্ব্বক উৎকৃষ্ট অশ্বগণকে সংযত কর। হে মদ্ররাজ! এই রূপে সুরগণ আপনাদিগের জয় ও শত্রুগণের পরাজয়ের নিমিত্ত অবনত হইয়া পিতামহ ব্রহ্মারে সারথি হইতে অনুরোধ করত প্রসন্ন করিতে লাগিলেন। তখন পিতামহ কহিলেন, হে দেবগণ! তোমরা যাহা কহিতেছ, তাহা যুক্তিবিরুদ্ধ নহে। আমি যুদ্ধকালে মহাদেবের অশ্ব সমুদায় সংযত করিব। অনন্তর দেবগণ সেই বিশ্বস্রষ্টা ভগবান্ পিতামহকে মহাত্মা মহেশ্বরের সারথির পদে অভিষিক্ত করিলেন। ভগবান্ প্রজাপতি সেই লোকপূজিত রথে আরোহণ করিলে পবনের ন্যায় বেগবান অশ্বগণ ভূমিষ্ঠ হইয়া তাঁহারে নমস্কার করিল। তখন ত্রিলোকনাথ ব্রহ্মা প্রগ্রহ ও প্রতোদ গ্রহণ পূর্ব্বক মহাদেবকে কহিলেন, হে ভগবন্! রথারোহণ কর। তখন ভগবান্ শূলপাণি সেই বিষ্ণুসোমাগ্নি সমুৎপন্ন শর গ্রহণ করিয়া শরাসন নিস্বনে বসুন্ধরা কম্পিত করত রথে আরোহণ করিলেন। দেব, গন্ধর্ব্ব, অপ্সরা ও মহর্ষিগণ তাঁহারে রথারূঢ় দেখিয়া স্তব করিতে লাগিলেন। তখন ভগবান্ ভবানীপতি শর, শরাসন ও অসি ধারণ পূর্ব্বক স্বীয় তেজে ত্রিভুবন আলোকময় করিয়া পুনর্ব্বার ইন্দ্রাদি দেবগণকে কহিলেন, হে সুরগণ! আমি অসুরগণকে নিপাতিত

করিতে অসমর্থ হইব মনে করিয়া তোমরা শোক করিও না। আমার এই বাণে তাহাদিগকে নিহত বোধ কর। তখন দেবগণ তোমার বাক্য সত্য, অসুরগণ নিহত হইয়াছে এই বলিয়া মহাদেবকে উৎসাহিত করিতে লাগিলেন এবং শঙ্করের বাক্য মিথ্যা হইবার নহে বিবেচনা করিয়া পরম পরিতুষ্ট হইলেন।

অনন্তর ভগবান্ নীলকণ্ঠ সেই অনুপম রথে আরোহণ পূর্ব্বক দেবগণে পরিবেষ্টিত এবং পরস্পর তর্জ্জমান, চতুর্দ্দিকে ধাবমান, মাংসভোজী, নৃত্যানুরক্ত, দুরাসদ, স্বীয় পারিষদ্গণ কর্ত্তৃক পূজ্যমান হইয়া গমন করিতে লাগিলেন। তপোনিরত মহাভাগ মহর্ষি ও দেবগণ তাঁহার বিজয় প্রার্থনায় প্রবৃত্ত হইলেন। এই রূপে অভয়দাতা দেবাদিদেব যুদ্ধে নির্গত হইলে অমরগণ ও জগতীতলস্থ যাবতীয় লোকের আনন্দের আর পরিসীমা রহিল না। ঋষিগণ তাঁহারে নানাবিধ স্তব করত বারংবার তাঁহার তেজ পরিবর্দ্ধিত করিতে লাগিলেন। তৎকালে অর্ব্বুদ অর্ব্বুদ গন্ধর্ব্বগণ বিবিধ বাদ্যবাদন করিতে আরম্ভ করিলেন। অনন্তর ব্রহ্মা অসুরগণের উদ্দেশে রথ সঞ্চালন করিতে আরম্ভ করিলে ভূতনাথ তাঁহারে সাধুবাদ প্রদান পূর্ব্বক কহিলেন, হে দেব! তুমি অতন্দ্রিত চিত্তে দৈত্যগণের অভিমুখে অশ্ব চালন কর। আজি আমি শত্রুগণকে সংহার পূর্ব্বক তোমারে বাহুবল প্রদর্শন করিব। ভগবান্ কমলযোনি ভূতনাথের বাক্যানুসারে দৈত্য দানব রক্ষিত ত্রিপুরের অভিমুখে পবন তুল্য বেগবান্ অশ্বগণকে পরিচালন করিতে আরম্ভ করিলে বোধ হইতে লাগিল যেন তাহারা আকাশ পান করিবার নিমিত্ত ধাবমান হইতেছে।

এইরূপে ভগবান্ ভবানীপতি সেই লোকপূজিত অশ্ব সংযোজিত স্যন্দনে সমারূঢ় হইয়া দানব জয়ের নিমিত্ত ধাবমান হইলে তাঁহার ধ্বজাগ্রস্থিত বৃষভ ভীষণ নিনাদ করত দশ দিক্ পরিপূর্ণ করিতে লাগিল। সেই ভয়াবহ নিনাদ শ্রবণে অসংখ্য দৈত্য প্রাণ ত্যাগ করিল এবং অনেকে যুদ্ধার্থ অভিমুখীন হইল। তদ্দর্শনে শূলপাণি মহাদেব ক্রোধে অধীর হইলেন। তখন সমুদায় প্রাণী ভীত, ত্রৈলোক্য বিকম্পিত ও ঘোর নিমিত্ত সকল লক্ষিত হইতে লাগিল। তৎকালে মহাদেবের সেই রথ সোম, অগ্নি, বিষ্ণু, ব্রহ্মা, রুদ্র এবং সেই শরাসনের সঞ্চালনে অবসন্ন হইল। তখন নারায়ণ সেই শরভাগ হইতে বিনির্গত হইয়া বৃষরূপ ধারণ পূর্ব্বক সেই মহারথ উদ্ধৃত করিলেন। ঐ সময় রথ অবসন্ন ও শত্রুগণ গর্জ্জমান হওয়াতে মহাবল পরাক্রান্ত ভগবান্ দেবাদিদেব অশ্বপৃষ্ঠ ও বৃষভের মস্তকে অবস্থান পূর্ব্বক সিংহনাদ করত দানবপুর নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন এবং অশ্বের স্তন ছেদন ও বৃষের খুর দুই খণ্ডে বিভক্ত করিয়া ফেলিলেন। সেই অবধি গো সমূহের খুর দুই খণ্ডে বিভক্ত ও অশ্বগণ স্তন বিহীন হইয়াছে। হে মহারাজ! অনন্তর মহাদেব শরাসন অধিজ্য ও সেই শর পাশুপতাস্ত্রে সংযোজন পূর্ব্বক কার্ম্মুকে নিহিত করিয়া ত্রিপুরের অপেক্ষা করত দণ্ডায়মান রহিলেন। তখন সেই পুরত্রয় একত্র সমবেত হইল। তদ্দর্শনে দেবতা, সিদ্ধ ও মহর্ষিগণ যাহার পর নাই পরিতুষ্ট হইয়া মহেশ্বরের স্তব করত জয়ধ্বনি করিতে লাগিলেন।

অনন্তর সেই পুরত্রয় অসুর সংহারে প্রবৃত্ত অসহ্য পরাক্রম

উগ্রমূর্ত্তি ভগবান্ শঙ্করের সমক্ষে প্রাদুর্ভূত হইল। তখন ত্রিলোকেশ্বর মহেশ্বর সেই দিব্য শরাসন আকর্ষণ করিয়া পুরত্রয়কে লক্ষ্য করত সেই ত্রৈলোক্যসারভূত শর পরিত্যাগ করিলেন। শর পরিত্যক্ত হইবামাত্র সেই পুরত্রয় তৎক্ষণাৎ ভূতলে নিপতিত হইল। অসুরগণ ঘোরতর আর্ত্তস্বর পরিত্যাগ করিতে লাগিল। তখন ভগবান্ শঙ্কর তাহাদিগকে দগ্ধ করিয়া পশ্চিম সাগরে নিক্ষেপ করিলেন।

হে মহারাজ! এইরূপে সেই পুরত্রয় ও দানবগণ ত্রিলোকের হিতানুষ্ঠান পরতন্ত্র ভগবান্ শঙ্করের রোষপ্রভাবে ভস্মসাৎ হইয়া গেল। তখন তিনি হাহাকার শব্দ পরিত্যাগ পূর্ব্বক স্বীয় ক্রোধসম্ভূত হুতাশনকে নিবারিত করিয়া কহিলেন, হে হুতাশন! তুমি এই ত্রিলোককে ভস্মসাৎ করিও না। অনন্তর রুদ্রদেবের প্রযত্নে পূর্ণমনোরথ প্রজাপতিপ্রমুখ দেব, মহর্ষি ও অন্যান্য লোক সমুদায় প্রকৃতিস্থ হইয়া অতি উদার বাক্যে তাঁহার স্তব করত তাঁহার আদেশানুসারে স্ব স্ব আলয়ে প্রস্থান করিলেন। হে মদ্ররাজ! এইরূপে সেই লোকস্রষ্টা দেবাসুরগণের অধ্যক্ষ মহেশ্বর লোকের মঙ্গল বিধান করিয়াছিলেন। পূর্ব্বে পিতামহ ব্রহ্মা যেমন রুদ্রদেবের সারথ্য স্বীকার করিয়াছিলেন, এক্ষণে আপনিও তদ্রূপ মহাবীর সূতপুত্রের সারথ্য গ্রহণ করুন। আপনি কৃষ্ণ, অর্জ্জুন ও কর্ণ অপেক্ষা উৎকৃষ্ট, তাহার কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। হে মদ্ররাজ! এই সূতপুত্র সংগ্রামে রুদ্রের সদৃশ এবং আপনিও নীতি প্রয়োগে ব্রহ্মার তুল্য; অতএব আপনি নিশ্চয়ই অসুরগণের ন্যায় এই শত্রুগণকে পরাজয় করিতে সমর্থ হইবেন।

এক্ষণে আজি কর্ণ যাহাতে কৃষ্ণসারথি অর্জ্জুনকে প্রমথিত ও বিনষ্ট করিতে পারেন, আপনি শীঘ্র তাহার উপায় বিধান করুন। হে মদ্ররাজ! আপনাতেই আমাদিগের রাজ্যলাভ প্রত্যাশা, জীবিতাশা এবং কর্ণের সাহায্য নিবন্ধন জয়াশা বিদ্যমান রহিয়াছে। আমাদের রাজ্য, জয় লাভ এবং মহাবীর কর্ণ ও অমরা আপনারই আয়ত্ত; অতএব আপনি এক্ষণে অশ্বরশ্মি গ্রহণ করুন। হে মদ্ররাজ! আর এক ধর্ম্মপরায়ণ ব্রাহ্মণ আমার পিতার সমক্ষে যে ইতিহাস কীর্ত্তন করিয়াছিলেন, আপনি এক্ষণে তাহাও শ্রবণ করুন। সেই হেতুগর্ভ কার্য্যার্থ সংশ্রিত অত্যাশ্চর্য্য ইতিহাস শ্রবণ ও অবধারণ করিয়া আমি যে বিষয়ের নিমিত্ত আপনারে অনুরোধ করিতেছি, অসন্দিগ্ধ মনে তাহার অনুষ্ঠান করুন।

মহাযশা মহর্ষি জমদগ্নি ভৃগুবংশে উৎপন্ন হইয়াছিলেন। তাঁহার পুত্রের নাম রাম। ঐ তেজোগুণ সম্পন্ন জমদগ্নিনন্দন অস্ত্র লাভার্থ অতি কঠোর তপোনুষ্ঠান পূর্ব্বক রুদ্রদেবকে আরাধনা করিয়াছিলেন। কিয়দ্দিন পরে ভগবান্ মহাদেব তাঁহার ভক্তিভাব ও শান্তিগুণে একান্ত প্রীত ও প্রসন্ন হইলেন এবং তাঁহার অভিপ্রায় অনুধাবন পূর্ব্বক তথায় আবির্ভূত হইয়া কহিলেন, হে রাম! আমি তোমার প্রতি সাতিশয় সন্তুষ্ট এবং তোমার অভিপ্রায় সম্যক্ অবগত হইয়াছি। এক্ষণে তুমি আপনারে পবিত্র কর, তাহা হইলে তোমার মনোরথ পূর্ণ হইবে। হে ভৃগুনন্দন! যখন তুমি পবিত্র হইবে, তখন আমি তোমারে অস্ত্র সমুদায় প্রদান করিব। ঐ সমস্ত অস্ত্র অপাত্র ও অসমর্থ ব্যক্তিকে ভস্মসাৎ করিয়া ফেলে।

জমদগ্নিনন্দন রাম ভগবান্ শূলপাণি কর্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া প্রণতি পূর্ব্বক কহিলেন, হে ভগবন্! আমি নিয়তই আপনার শুশ্রূষা করিতেছি; আপনি যখন আমারে অস্ত্র ধারণের উপযুক্ত পাত্র বোধ করিবেন, সেই সময়ই আমারে উহা প্রদান করিবেন। এই বলিয়া জমদগ্নিনন্দন তপোনুষ্ঠান, ইন্দ্রিয় নিগ্রহ, নিয়ম, পূজা, উপহার, বলি, মন্ত্র ও হোম দ্বারা বহু বৎসর শঙ্করের আরাধনা করিতে লাগিলেন। তখন ভগবান্ শঙ্কর মহাত্মা ভার্গবের প্রতি প্রসন্ন হইয়া দেবী পার্ব্বতীর সন্নিধানে কহিলেন, প্রিয়ে! দৃঢ়ব্রত পরায়ণ রাম আমার প্রতি অতিমাত্র ভক্তি প্রদর্শন করিয়া থাকে। ভগবান্ উমাপতি পার্ব্বতীকে এইরূপ বলিয়া দেবগণ ও পিতৃগণ সমক্ষে বারংবার জামদগ্ন্যের গুণগরিমার পরিচয় প্রদান করিতে লাগিলেন।

হে মদ্ররাজ! ঐ সময় মহাবল পরাক্রান্ত-অসুরগণ মোহ ও গর্ব্ব প্রভাবে দেবগণকে নিপীড়িত করিতে প্রবৃত্ত হইল। সুরগণ মিলিত ও তাহাদিগের সংহারে কৃতনিশ্চয় হইয়া অসামান্য যত্ন করিতে লাগিলেন; কিন্তু উহাদিগকে কিছুতেই পরাজয় করিতে সমর্থ হইলেন না। তখন তাঁহারা ভগবান্ রুদ্রের সন্নিধানে সমুপস্থিত হইয়া ভক্তি প্রভাবে তাঁহারে প্রসন্ন করিয়া কহিলেন, হে ভগবন্! আপনি আমাদিগের বিপক্ষগণকে সংহার করুন। রুদ্রদেব দেবগণের বাক্য শ্রবণে তাঁহাদের সমক্ষে বিপক্ষ সংহারে অঙ্গীকার করিয়া রামকে আহ্বান পূর্ব্বক কহিলেন, হে রাম! তুমি লোকের হিত ও আমার প্রীতি সাধনের নিমিত্ত দেবতাদিগের শত্রুগণকে

সংহার কর। রাম কহিলেন, হে দেবেশ! আমি অশিক্ষিতাস্ত্র সুতরাং শিক্ষিতাস্ত্র যুদ্ধদুর্ম্মদ দানবদলকে দলন করিতে কিরূপে সমর্থ হইব? রুদ্র কহিলেন, হে রাম! আমি কহিতেছি, তুমি সুরশত্রু অসুরগণকে সংহার করিতে সমর্থ হইবে। এক্ষণে আমার আদেশানুসারে যুদ্ধার্থ গমন কর। তুমি উহাদিগকে পরাজয় করিলে অসামান্য গুণগ্রাম প্রাপ্ত হইবে। তখন রাম রুদ্রদেবের বাক্যে স্বীকার করিয়া সংগ্রামার্থ বলমদমত্ত দানবগণ সন্নিধানে গমন পূর্ব্বক কহিলেন, হে দৈত্যগণ! দেবাদিদেব মহাদেব তোমাদিগকে পরাজয় করিবার নিমিত্ত আমারে প্রেরণ করিয়াছেন। এক্ষণে তোমরা আমার সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হও। দৈত্যগণ রামের বাক্য শ্রবণমাত্র সংগ্রাম আরম্ভ করিল। মহাবীর রামও অশনিসমস্পর্শ অস্ত্র দ্বারা অবিলম্বে তাহাদিগকে সংহার করিয়া ফেলিলেন। অনন্তর তিনি অসুরাস্ত্রে ক্ষত বিক্ষত কলেবর হইয়া রুদ্রদেবের সন্নিধানে গমন করিলে মহাদেব করস্পর্শ দ্বারা তৎক্ষণাৎ তাঁহারে ব্রণশূন্য করিয়া প্রীতমনে বহুবিধ বর প্রদান পূর্ব্বক কহিলেন, হে রাম! তুমি অনবরত নিপতিত অসুরাস্ত্র সমুদায় সহ্য করিয়া মনুষ্যগণের অসাধ্য কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়াছ। এক্ষণে তুমি আমার নিকট অভিলষিত দিব্যাস্ত্র সমুদায় গ্রহণ কর।

অনন্তর রাম রুদ্রদেবের প্রসাদে অভিলষিত বর ও দিব্যাস্ত্র সমুদায় গ্রহণ পূর্ব্বক তাঁহারে নমস্কার করিয়া তাঁহার আদেশানুসারে স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন। হে মদ্ররাজ! মহর্ষি আমার পিতার নিকট এই পুরাবৃত্ত কীর্ত্তন করিয়াছিলেন। সেই ভৃগুবংশাবতংস মহাবীর পরশুরাম প্রীত

মনে কর্ণকে দিব্য ধনুর্ব্বেদে দীক্ষিত করেন। যদি কর্ণের কিছু মাত্র দোষ থাকিত, তাহা হইলে মহর্ষি রাম তাঁহারে কদাচ দিব্যাস্ত্রজাল প্রদান করিতেন না। এই নিমিত্ত আমি কর্ণকে সূতকুলোৎপন্ন বলিয়া বিবেচনা করি না। আমার মতে উনি ক্ষত্রিয়কুলপ্রসূত দেবকুমার এবং মহৎ গোত্র সম্পন্ন; উনি কখনই সূতকুল সম্ভূত নহেন। যেমন মৃগীর গর্ব্ভে ব্যাঘ্রের উৎপত্তি হওয়া নিতান্ত অসম্ভব, তদ্রূপ সামান্য নারীর গর্ব্ভে কুণ্ডলালঙ্কৃত কবচধারী দীর্ঘবাহু আদিত্যসঙ্কাশ মহারথ পুত্র সমুৎপন্ন হওয়া কদাপি সম্ভবপর নহে। হে মদ্ররাজ! কর্ণের ভুজযুগল করিকর সদৃশ নিতান্ত পীন ও বক্ষস্থল অতি বিশাল; অতএব উনি কদাচ প্রাকৃত মনুষ্য নহেন। উনি মহাবল পরাক্রান্ত রামের শিষ্য ও মহাত্মা।

ষট্‌ত্রিংশত্তম অধ্যায়।

দুর্য্যোধন কহিলেন, হে মদ্ররাজ! সর্ব্বলোক পিতামহ ভগবান্ ব্রহ্মা এই রূপে রুদ্রদেবের সারথ্য স্বীকার করিয়াছিলেন। ফলত রথী অপেক্ষা সমধিক বলশালী ব্যক্তিরে সারথি করা কর্ত্তব্য। অতএব হে পুরুষশ্রেষ্ঠ! আপনি রণস্থলে সূতপুত্রের তুরঙ্গমগণকে সংযত করুন। ব্রহ্মা মহাদেব অপেক্ষা অধিক বীর্য্য সম্পন্ন বলিয়া দেবগণ যেমন বিধাতারে শঙ্করের সারথি করিয়াছিলেন, তদ্রূপ আপনি কর্ণ অপেক্ষা বলশালী বলিয়া আমরা আপনারে সূতপুত্রের সারথ্যে নিয়োগ করিতেছি।

মদ্ররাজ কহিলেন, হে মহারাজ! যে রূপে পিতামহ ব্রহ্মা রুদ্রদেবের সারথ্য কার্য্য করিয়াছিলেন এবং যে রূপে

ভগবান্ ভূতভাবন এক বাণে অসুরগণ সংহার করিয়াছিলেন, সেই অমানুষিক দিব্য উপাখ্যান অনেক বার আমার শ্রবণগোচর হইয়াছে। ভূত ভবিষ্যৎবেত্তা মহাত্মা হৃষীকেশও এ বৃত্তান্ত আনুপূর্ব্বিক অবগত আছেন! এবং ইহা অবগত হইয়াই বিধাতা যেমন বৃষভধ্বজের সারথ্য স্বীকার করিয়াছিলেন, তদ্রূপ তিনি অর্জ্জুনের সারথ্য স্বীকার করিয়াছেন। যদি সূতপুত্র কোন ক্রমে অর্জ্জুনকে নিহত করিতে সমর্থ হয়, তাহা হইলে কেশব স্বয়ং শঙ্খ, চক্র ও গদা ধারণ পূর্ব্বক তোমার সৈন্যগণকে উন্মূলিত করিবেন। বাসুদেব ক্রুদ্ধ হইলে কৌরব সৈন্য মধ্যে অবস্থান করে, কাহার সাধ্য।

সঞ্জয় কহিলেন, হে মহারাজ! মদ্ররাজ এই রূপ কহিলে আপনার পুত্র মহাবাহু দুর্য্যোধন অকাতরে তাঁহারে কহিলেন, হে মাতুল! আপনি অস্ত্রবিদগ্রগণ্য সর্ব্ব শস্ত্রবিশারদ কর্ণকে অবজ্ঞা করিবেন না। যাঁহার ভীষণ জ্যানির্ঘোষ শব্দ পাণ্ডব সৈন্যের কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইলে তাহারা দশ দিকে পলায়ন করে; মায়াবী রাক্ষস ঘটোৎকচ আপনারই সমক্ষে রাত্রিকালে যাঁহার মায়া প্রভাবে নিহত হইয়াছে; মহাবীর অর্জ্জুন নিতান্ত ভীত হইয়া এত দিন যাঁহার সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয় নাই; যে মহারথ মহাবল পরাক্রান্ত বৃকোদরকে কার্ম্মুককোটি দ্বারা সঞ্চালিত করিয়া বারংবার মূঢ় ও ঔদরিক বলিয়া ভৎ‍র্সনা করিয়াছিলেন; যিনি মাদ্রীতনয় নকুল ও সহদেবকে পরাজয় করিয়া কোন গূঢ় কারণ বশত বিনাশ করেন নাই; যিনি বৃষ্ণিপ্রবীর সাত্যকিরে বল পূর্ব্বক পরাজিত ও রথ বিহীন করিয়াছিলেন; যিনি হাস্যমুখে ধৃষ্টদ্যুম্ন প্রভৃতি

পাঞ্চাল ও সৃঞ্জয়গণকে বারংবার পরাজয় করেন এবং যিনি সমরে রোষপরবশ হইয়া বজ্রধর পুরন্দরকেও সংহার করিতে পারেন, পাণ্ডবেরা কি রূপে সেই মহাবীর কর্ণকে পরাজয় করিতে সমর্থ হইবে। হে মদ্ররাজ! আপনি সকল বিদ্যা ও অস্ত্রে পারদর্শী; এই পৃথিবী মধ্যে আপনার তুল্য ভুজবীর্য্য সম্পন্ন আর কেহই নাই। আপনার পরাক্রম নিতান্ত দুঃসহ এবং আপনি শত্রুগণের শল্যস্বরূপ; এই নিমিত্তই লোকে আপনারে শল্য বলিয়া আহ্বান করিয়া থাকে। সাত্বতগণ আপনার ভুজবলে পরাজিত হইয়াছিল। আপনার অপেক্ষা বাসুদেব কি বলশালী? হে মহাবীর! মহাবল পরাক্রান্ত ধনঞ্জয় নিহত হইলে বাসুদেব যেমন পাণ্ডব সৈন্য রক্ষা করিবে, তদ্রূপ কর্ণ কলেবর পরিত্যাগ করিলে আপনারেই কৌরব সৈন্য রক্ষা করিতে হইবে। বাসুদেব যে আমাদের সৈন্য সকল নিবারণ করিবে, আর আপনি যে উহাদিগের সৈন্য সংহার করিতে সমর্থ হইবেন না, এ কথা নিতান্ত অসম্ভব। হে মদ্ররাজ! আমি আপনার নিমিত্ত মৃত সহোদর ও মহীপালগণের পদবীতেও পদার্পণ করিতে প্রস্তুত আছি।

তখন শল্য কহিলেন, মহারাজ! তুমি সৈন্যগণের সমক্ষে আমারে যে বাসুদেব অপেক্ষা উৎকৃষ্ট বলিয়া কীর্ত্তন করিলে, ইহাতেই আমি তোমার প্রতি প্রীত ও প্রসন্ন হইয়াছি। এক্ষণে আমি তোমারই অভিলাষানুসারে ধনঞ্জয়ের সহিত সংগ্রামার্থ সমুদ্যত সূতপুত্রের সারথ্য স্বীকার করিতেছি; কিন্তু কর্ণের সহিত আমার এই একটি নিয়ম নির্দ্দিষ্ট রহিল যে, আমি উহাঁরই সমক্ষে স্বেচ্ছানুসারে বাক্য প্রয়োগ করিব।

অনন্তর রাজা দুর্য্যোধন কর্ণের সহিত ক্ষত্রিয়গণ সমক্ষে শল্যের বাক্যে স্বীকার করিলেন।

হে মহারাজ! এই রূপে মদ্ররাজ কর্ণের সারথ্য স্বীকার করিলে রাজা দুর্য্যোধন একান্ত আশ্বাসিত হইয়া হৃষ্ট মনে সূতপুত্রকে আলিঙ্গন পূর্ব্বক পুনরায় কহিলেন, হে মহাবীর! পূর্ব্বে সুররাজ যেমন অসুর সংহার করিয়াছিলেন, তদ্রূপ তুমি এক্ষণে পাণ্ডব বিনাশে প্রবৃত্ত হও। তখন মহাবীর কর্ণ পুলকিত মনে দুর্য্যোধনকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, হে মহারাজ! মদ্ররাজ অনতিহৃষ্ট মনে অশ্বের প্রগ্রহ গ্রহণে অঙ্গীকার করিতেছেন; অতএব তুমি পুনরায় মধুর বাক্যে উহাঁরে প্রসন্ন কর। রাজা দুর্য্যোধন কর্ণের বাক্য শ্রবণে মেঘ গর্জ্জনের ন্যায় স্নিগ্ধগম্ভীর বাক্যে দিঙ্মণ্ডল পরিপূর্ণ করিয়া শল্যকে কহিলেন, হে মদ্ররাজ! মহাবীর কর্ণ অদ্য ধনঞ্জয়ের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইবেন বলিয়া অধ্যবসায় করিয়াছেন; অতএব আপনি এক্ষণে তাঁহার সারথ্য স্বীকার করুন। তিনি অন্যান্য বীরগণকে বিনাশ পূর্ব্বক অর্জ্জুনকে সংহার করিবেন, এই নিমিত্ত আমি আপনারে তাঁহার সারথ্য গ্রহণ করিতে বারংবার অনুরোধ করিতেছি। এক্ষণে বাসুদেব যেমন অর্জ্জুনের সারথি হইয়াছেন, তদ্রূপ আপনিও কর্ণের সারথি হইয়া তাঁহারে সকল বিপদ্ হইতে রক্ষা করুন।

তখন মদ্ররাজ রাজা দুর্য্যোধনকে আলিঙ্গন পূর্ব্বক কহিলেন, হে প্রিয়দর্শন! তুমি যদি এইরূপই নিশ্চয় করিয়া থাক, তাহা হইলে আমি তোমার সমস্ত প্রিয় কার্য্যের অনুষ্ঠান করিব। আমি তোমার যে যে কার্য্যের উপযুক্ত, প্রাণ

পণে সেই সমস্ত কার্য্যভার বহন করিতে সম্মত আছি; কিন্তু আমি হিত বাসনা পরবশ হইয়া কর্ণকে প্রিয় বা অপ্রিয়ই হউক, যা কিছু বলিব, তৎ সমুদায় কর্ণকে ও তোমারে ক্ষমা করিতে হইবে। তখন কর্ণ কহিলেন, হে মদ্ররাজ! ব্রহ্মা যেমন রুদ্রদেবের মঙ্গল চিন্তা করিয়াছিলেন এবং বাসুদেব যেমন ধনঞ্জয়ের শুভানুধ্যান করেন, তদ্রূপ আপনিও নিরন্তর আমার শুভ চিন্তা করুন। শল্য কহিলেন, হে কর্ণ! আত্মনিন্দা ও আত্ম প্রশংসা এবং পর নিন্দা ও পরের স্তুতিবাদ এই চারিটী সাধু লোকের নিতান্ত অনভ্যস্ত। কিন্তু আমি তোমার মনে বিশ্বাস উৎপাদনের নিমিত্ত যা কিছু আত্ম প্রশংসা করিতেছি, তুমি তাহা শ্রবণ কর। আমি অবধানতা, অশ্বচালন, ভবিষ্যৎ দোষের অবেক্ষণ, দোষ পরিহার জ্ঞান ও দোষ পরিহার সামর্থ্য এই কএকটি গুণে মাতলির ন্যায় সুররাজ ইন্দ্রেরও সারথ্য কার্য্যে সম্যক্ উপযুক্ত হইতে পারি; অতএব এক্ষণে তুমি নিশ্চিন্ত হও। তুমি ধনঞ্জয়ের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলে আমিই তোমার অশ্ব সঞ্চালন করিব।

সপ্ত ত্রিংশত্তম অধ্যায়।

দুর্য্যোধন কহিলেন, হে কর্ণ! এই মদ্ররাজ শল্য অর্জ্জুন সারথি কৃষ্ণ অপেক্ষাও উৎকৃষ্ট। ইনি তোমার সারথ্য কার্য্য করিবেন। মাতলি যেমন ইন্দ্রের অশ্বযুক্ত রথ পরিচালন করেন, তদ্রূপ অদ্য এই মহাত্মা শল্য তোমার রথ সঞ্চালনে প্রবৃত্ত হইবেন। তুমি যোদ্ধা ও মদ্ররাজ সারথি হইলে পার্থগণ সমরে পরাভূত হইবে, সন্দেহ নাই।

সঞ্জয় কহিলেন, হে মহারাজ! অনন্তর প্রাতঃকাল হইলে দুর্য্যোধন পুনরায় মহাবল পরাক্রান্ত শল্যকে কহিলেন, হে মদ্ররাজ! আপনি সংগ্রামে কর্ণের সুশিক্ষিত অশ্ব সকলকে পরিচালিত করুন। আপনি রক্ষিতা হইলে সূতপুত্র ধনঞ্জয়কে অবশ্যই পরাজিত করিতে পারিবেন। তখন মদ্ররাজ দুর্য্যোধনের বাক্য শ্রবণে তথাস্তু বলিয়া কর্ণের রথে আরোহণ করিলেন। শল্য সারথি হইলে কর্ণ সুস্থির চিত্তে তাঁহারে কহিলেন, হে সারথে! তুমি অবিলম্বে আমার রথ সুসজ্জিত কর। তখন মদ্ররাজ জয় হউক বলিয়া কর্ণের সেই গন্ধর্ব্বনগরোপম শ্রেষ্ঠ রথ সুসজ্জিত করিয়া তাঁহার নিকট আনয়ন করিলেন। ঐ রথ পূর্ব্বকালে বেদবিৎ পুরোহিত কর্ত্তৃক সংস্কৃত হইয়াছে। মহারথ কর্ণ সেই রথকে যথাবিধ পূজা ও প্রদক্ষিণ করিয়া ভগবান্ ভাস্করের উপাসনা সমাধান পূর্ব্বক সমীপস্থ মদ্ররাজকে রথারোহণে আদেশ করিলেন। মহাতেজা শল্য কর্ণের আদেশানুসারে সিংহ যেমন পর্ব্বতে আরোহণ করে, তদ্রূপ কর্ণের সেই প্রধান রথে সমারূঢ় হইলেন। তখন মহাবীর কর্ণ শল্যকে রথারূঢ় দেখিয়া সত্বরে স্যন্দনে আরোহণ পূর্ব্বক বিদ্যুৎ সম্বলিত নীরদমধ্যস্থ দিনকরের ন্যায় শোভা ধারণ করিলেন। এই রূপে সেই বীরদ্বয় এক রথে অধিরূঢ় হইলে তাঁহাদিগকে আকাশ পথে মেঘ সম্মিলিত সূর্য্য ও অনলের ন্যায় বোধ হইতে লাগিল। অনন্তর যজ্ঞস্থলে ঋত্বিক্‌গণ যেমন ইন্দ্র ও অগ্নির স্তব করে, তদ্রূপ বন্দিগণ সেই বীরদ্বয়কে স্তব করিতে আরম্ভ করিল। তখন শরনিকরধারী পুরুষব্যাঘ্র কর্ণ সেই মহারথে আরোহণ

পূর্ব্বক শরাসন বিস্ফারণ করত মণ্ডলান্তর্গত মন্দর ভূধরস্থ দিবাকরের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন।

অনন্তর দুর্য্যোধন সেই সমরোদ্যত মহাবাহু সূতপুত্রকে কহিলেন, হে কর্ণ! মহাবীর ভীষ্মদেব ও দ্রোণাচার্য্য সমরে যে কর্ম্ম করিতে পারেন নাই, এক্ষণে তুমি সমস্ত ধনুর্দ্ধরগণের সমক্ষে সেই দুষ্কর কর্ম্ম সম্পাদন কর। আমি মনে করিয়াছিলাম, ভীষ্ম ও দ্রোণ নিশ্চয়ই অর্জ্জুন ও ভীমসেনকে নিপাতিত করিবেন; কিন্তু তাঁহারা তাহা করেন নাই। অতএব তুমি এক্ষণে দ্বিতীয় বজ্রপাণির ন্যায় বিক্রম প্রকাশ পূর্ব্বক ধর্ম্মরাজকে গ্রহণ অথবা ধনঞ্জয়, ভীমসেন এবং মাদ্রীপুত্র নকুল ও সহদেবকে সংহার কর। হে সূতনন্দন! তোমার জয় ও মঙ্গল লাভ হউক, তুমি যুদ্ধে গমন পূর্ব্বক পাণ্ডব সেনাগণকে ভস্মীভূত কর।

হে মহারাজ! অনন্তর মেঘনিস্বনের ন্যায় সহস্র সহস্র তূর্য্য ও অযুত অযুত ভেরীর ঘোরতর শব্দ হইতে লাগিল। রথারূঢ় মহারথ কর্ণ দুর্য্যোধন বাক্যে অঙ্গীকার করিয়া যুদ্ধবিশারদ শল্যকে কহিলেন, হে মহাবাহো! এক্ষণে অশ্ব চালন কর। আমি অচিরাৎ ধনঞ্জয়, ভীমসেন, নকুল, সহদেব ও রাজা যুধিষ্ঠিরকে সংহার করিব। আমি সহস্র সহস্র শর নিক্ষেপে প্রবৃত্ত হইতেছি; ধনঞ্জয় আমার বাহুবল দর্শন করুক। অদ্য আমি পাণ্ডব বিনাশ ও দুর্য্যোধনের জয় লাভের নিমিত্ত সুতীক্ষ্ণ শরজাল বর্ষণ করিব।

শল্য কর্ণের বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, হে সূতপুত্র! সাক্ষাৎ শতক্রতুও যাহাদের ভয়ে ভীত হইয়া থাকেন, তুমি

সেই সর্ব্বাস্ত্রজ্ঞ মহাধনুর্দ্ধর মহাবল পাণ্ডবগণকে কি সাহসে অবজ্ঞা করিতেছ? সেই মহাবীরগণ কদাপি সমরে প্রতিনিবৃত্ত বা পরাজিত হইবেন না। যখন শুনিবে, সংগ্রামস্থলে ধনঞ্জয়ের অশনিনির্ঘোষ সদৃশ ভীষণ গাণ্ডীর নিস্বন হইতেছে, এবং যখন দেখিবে, ভীমসেন কৌরব পক্ষীয় কুঞ্জরগণকে বিশীর্ণদন্ত ও নিহত করিতেছেন; ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির নকুল সহদেব সমভিব্যাহারে নিশিত শরনিকরে নভোমণ্ডলকে ঘনঘটা সমাচ্ছন্নের ন্যায় করিয়াছেন ও অন্যান্য লঘু হস্ত দুরাসদ পার্থিবগণ শত্রুগণের প্রতি অনবরত শর বর্ষণ করিতেছেন, তখন আর এরূপ কথা মুখে আনিবে না। হে মহারাজ! তখন কর্ণ মদ্ররাজের বাক্যে অনাদর প্রদর্শন পূর্ব্বক তাঁহারে রথ চালন করিতে আদেশ করিলেন।

অষ্টত্রিংশত্তম অধ্যায়।

হে মহারাজ! ঐ সময় কৌরবগণ মহাধনুর্দ্ধর কর্ণকে যুদ্ধার্থ প্রস্তুত অবলোকন করিয়া হৃষ্ট চিত্তে চারিদিক হইতে চীৎকার করিতে লাগিলেন। দুন্দুভি, ভেরী প্রভৃতি বিবিধ বাদ্যধ্বনি, নানা প্রকার বাণ শব্দ এবং অশ্ব হস্তী প্রভৃতির ভীষণ গর্জ্জন হইতে আরম্ভ হইল। কৌরব সৈন্যগণ জীবিত নিরপেক্ষ হইয়া যুদ্ধে গমন করিল! মহাবীর কর্ণ সংগ্রামে যাত্রা করিলে যোধগণের আহ্লাদের পরিসীমা রহিল না। ঐ সময় বসুন্ধরা কম্পিত হইয়া বিকৃত শব্দ করিতে লাগিল। সূর্য্য হইতে সাত মহাগ্রহকে নির্গত হইতে লক্ষিত হইল। উল্কাপাত, দিগ্‌দাহ, বিনা মেঘে বজ্রাঘাত ও প্রচণ্ড বেগে বায়ু বহন হইতে লাগিল। দুর্নিমিত্তদ্যোতক

অসংখ্য মৃগ ও পক্ষিগণ সৈন্যগণের বাম ভাগে অবস্থান করিল। কর্ণের অশ্বগণ গমন কালে বারংবার স্খলিতপদ হইতে লাগিল। অন্তরীক্ষ হইতে ভয়ানক অস্থি বর্ষণ আরম্ভ হইল। অস্ত্র সকল প্রজ্বলিত, ধ্বজনিচয় কম্পিত এবং বাহনগণের অশ্রুধারা অনবরত বিগলিত হইতে লাগিল। হে মহারাজ! কৌরব সৈন্যগণের বিনাশের নিমিত্ত এবম্বিধ ও অন্যান্য নানা প্রকার ভয়াবহ উৎপাত সকল উপস্থিত হইল। তৎকালে দৈব দুর্ব্বিপাকবশত মুগ্ধ হইয়া কেহই সেই দুর্নিমিত্ত সকল লক্ষ্য করিল না। নরপতিগণ যুদ্ধার্থ প্রস্থিত সূতপুত্রকে জয় হউক বলিয়া উৎসাহিত করিতে লাগিলেন এবং কৌরবগণ মনে মনে পাণ্ডবগণকে পরাজিত বলিয়া স্থির করিলেন।

হে মহারাজ! অনন্তর প্রদীপ্ত পাবক তুল্য সূর্য্য সদৃশ শত্রুতাপন কর্ণ মহাবীর ভীষ্ম ও দ্রোণাচার্য্যকে বিগতবীর্য্য সন্দর্শন করিয়া অর্জ্জুনের কার্য্যাতিশয় চিন্তা করত একবারে অভিমান, দর্প ও ক্রোধে প্রজ্বলিত হইয়া দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক শল্যকে কহিলেন, হে মদ্ররাজ! আমি রথারোহণ ও আয়ুধ ধারণ করিলে ক্রোধাবিষ্ট বজ্রপাণি পুরন্দরকে নিরীক্ষণ করিয়াও ভীত হই না। এক্ষণে ভীষ্ম প্রভৃতি মহারথগণকে রণশয্যায় শয়ান দেখিয়া আমি কিছু মাত্র অস্থির হইতেছি না। মহেন্দ্র ও বিষ্ণুর সদৃশ অমিত পরাক্রম, অনিন্দিত, রথ, অশ্ব ও করিগণের নিহন্তা, অবধ্যকল্প, মহাবীর ভীষ্ম ও দ্রোণকে অরাতিশরে নিহত দেখিয়াও আমার অন্তঃকরণে কিছুমাত্র ভয় সঞ্চার হইতেছে না। দিব্যাস্ত্রবেত্তা দ্বিজবর দ্রোণাচার্য্য অসাধারণ বলবীর্য্য সম্পন্ন অসংখ্য মহী-

পাল এবং সারথি, রথী ও কুঞ্জরদিগকে অরাতিগণ কর্ত্তৃক নিহত নিরীক্ষণ করিয়া কি নিমিত্ত তাহাদিগকে সংহার করিলেন না ? হে কৌরবগণ ! আমি অর্জ্জুনকে সংগ্রামে দ্রোণেরও সম্মানভাজন অবগত হইয়া সত্য কহিতেছি যে, আমা ভিন্ন অন্যকোন বীরই করাল কৃতান্তের ন্যায় সমাগত ধনঞ্জয়ের ভুজবীর্য্য সহ্য করিতে সমর্থ হইবে না। মহাবীর দ্রোণ অস্ত্রাভ্যাস, অবধানতা, বাহুবল, ধৈর্য্য ও নীতি সম্পন্ন ছিলেন, যখন সেই মহাত্মা মৃত্যুমুখে নিপতিত হইয়াছেন, তখন আজি আমি সকলকেই আসন্নমৃত্যু বলিয়া বিবেচনা করিতেছি। কর্ম্ম সমুদায় দৈবায়ত্ত ; তন্নিবন্ধন আমি অনেক অনুসন্ধান করিয়াও এই পৃথিবীর কোন বস্তুরই স্থিরতা দেখিতেছি না। যখন আচার্য্য নিহত হইয়াছেন, তখন অদ্য সূর্য্যোদয়ে আমি যে জীবিত থাকিব, একথা নিঃসন্দেহরূপে কে বলিতে পারে। হে শল্য ! অরাতিহস্তে আচার্য্যের নিধন নিরীক্ষণ করিয়া আমার স্পষ্টই বোধ হইতেছে যে, নীতি, দিব্য আয়ুধ, বলবীর্য্য ও কার্য্যকলাপ এই সমস্ত মনুষ্যের সুখোৎপাদনে সমর্থ নহে। দেখ, যিনি বিক্রমে ত্রিবিক্রম ও ইন্দ্রের তুল্য, নীতি বিষয়ে বৃহস্পতি ও শুক্রের সদৃশ এবং তেজে হুতাশন ও আদিত্যের সদৃশ ; সেই নিতান্ত দুঃসহবীর্য্য দ্রোণাচার্য্য দিব্যাস্ত্র প্রভৃতি কোন উপায় দ্বারা রক্ষা পাইলেন না। হে মদ্ররাজ ! এক্ষণে আমাদিগের স্ত্রী পুত্ত্রেরা মুক্ত কণ্ঠে রোদন করিতেছে এবং ধার্ত্তরাষ্ট্রগণের পৌরুষও ব্যর্থ হইয়া গিয়াছে ; এ সময় যুদ্ধ করা কেবল আমারই কার্য্য ; অতএব তুমি অবিলম্বে বিপক্ষ সৈন্য মধ্যে আমারে

লইয়া যাও। আমা ভিন্ন আর কোন্ ব্যক্তি সত্যপ্রতিজ্ঞ রাজা যুধিষ্ঠির, ভীম, অর্জ্জুন, নকুল, সহদেব, বাসুদেব, সাত্যকি এবং সৃঞ্জয়গণের বলবীর্য্য সহ্য করিতে সমর্থ হইবে। অতএব হে মদ্ররাজ! যে স্থানে পাঞ্চাল, পাণ্ডব ও সৃঞ্জয়গণ অবস্থান করিতেছে, তুমি অবিলম্বে তথায় রথ লইয়া গমন কর। আজি আমি হয় তাহাদিগকে সংহার, না হয় স্বয়ংই দ্রোণ প্রদর্শিত পদবী অবলম্বন পূর্ব্বক যমলোকে প্রস্থান করিব। হে শল্য! আমারেও সেই ভীষ্ম প্রভৃতি বীরগণের ন্যায় মৃত্যুমুখে পতিত হইতে হইবে; তদ্বিষয়ে আর কোন সন্দেহই নাই; কিন্তু আমি রণস্থল হইতে পলায়ন করিয়া কোন ক্রমেই মিত্রদ্রোহ করিতে সমর্থ হইব না। দেখ, বিদ্বানই হউক বা মূর্খই হউক, আয়ুক্ষয় হইলে মৃত্যুর হস্তে কাহারই পরিত্রাণ নাই; আর অদৃষ্টে যাহা আছে, তাহা অতিক্রম করা কাহারই সাধ্যায়ত্ত নহে। অতএব আমি অবশ্যই সংগ্রামার্থ পাণ্ডবগণ সন্নিধানে গমন করিব। ধৃতরাষ্ট্রতনয় মহারাজ দুর্য্যোধন নিরন্তর আমার শুভ চিন্তা করিয়া থাকেন, তন্নিবন্ধন তাঁহার কার্য্য সংসাধনার্থ প্রীতিকর ভোগ ও দুস্ত্যজ জীবন বিসর্জ্জন করা আমার অবশ্য কর্ত্তব্য। হে শল্য! ভগবান রাম আমারে এই ব্যাঘ্রচর্ম্ম পরিবৃত, শব্দ হীন চক্রযুক্ত, সুবর্ণময় আসন সম্পন্ন, রজতময় ত্রিবেণু সমলঙ্কৃত, উৎকৃষ্ট তুরগ সংযোজিত রথ প্রদান করিয়াছেন। আর এই আমার বিচিত্র শরাসন, ধ্বজ, গদা, ভয়ঙ্কর সায়কনিকর, সমুজ্জ্বল অসি এবং ভীষণ নিস্বন সম্পন্ন শুভ্র শঙ্খ বিদ্যমান রহিয়াছে। আমি এই বিচিত্র পতাকা সমলঙ্কৃত অশনি সমনিস্বন শ্বেতাশ্ব যুক্ত তূণীর পরিশোভিত

রথে আরোহণ করিয়া বল প্রকাশ পূর্ব্বক ধনঞ্জয়কে সংহার করিব। যদি সর্ব্বক্ষয়কর মৃত্যু স্বয়ং অপ্রমত্ত হইয়া ধনঞ্জয়কে রক্ষা করেন, তথাপি আমি তাহার সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়া হয় তাহারে সংহার, না হয় স্বয়ংই ভীষ্মের ন্যায় যমলোকে গমন করিব। অধিক কি যদি অদ্য যম, বরুণ, কুবের এবং ইন্দ্রও স্বগণ সমভিব্যাহারে ধনঞ্জয়কে রক্ষা করিতে অভিলাষ করেন, তথাচ আমি তাঁহাদিগের সহিত তাহারে পরাজয় করিব।

হে মহারাজ! মদ্ররাজ শল্য সংগ্রামার্থ একান্ত হৃষ্ট সূতপুত্রের এইরূপ আত্মশ্লাঘা শ্রবণগোচর করিয়া তাঁহার বাক্যে উপহাস ও অশ্রদ্ধা প্রদর্শন পূর্ব্বক তাঁহারে প্রতিষেধ করত কহিতে লাগিলেন, হে সূতপুত্র! তুমি আর আত্মশ্লাঘা করিও না। তুমি যথার্থ মহাবল পরাক্রান্ত বটে; কিন্তু এক্ষণে স্বীয় সামর্থ্য অপেক্ষা অতিরিক্ত বাক্য ব্যয় করিতেছ। ধনঞ্জয় পুরুষপ্রধান, আর তুমি পুরুষাধম। তাঁহার সহিত তোমার কোন রূপেই তুলনা হইতে পারে না। দেখ, দেবরাজের ন্যায় বলবীর্য্য সম্পন্ন মহাবীর অর্জ্জুন ব্যতিরেকে আর কোন্ ব্যক্তি সুররাজ রক্ষিত দেবলোকের ন্যায় বাসুদেব প্রতিপালিত দ্বারকাপুরী আলোড়িত করিয়া কৃষ্ণের কনিষ্ঠা ভগিনী সুভদ্রারে হরণ এবং ত্রিভুবন বিভু ভূতভাবন ভগবান্ ভূতনাথকে মৃগবধ কলহ যুদ্ধে আহ্বান করিতে পারে? ঐ মহাবীর অগ্নির প্রতি বহু মান প্রদর্শন পূর্ব্বক সুর, অসুর, উরগ, নর, গরুড়, পিশাচ, যক্ষ ও রাক্ষসগণকে পরাজয় করিয়া তাঁহারে অভিলষিত হবি প্রদান করিয়াছিল। হে কর্ণ! গন্ধর্ব্বগণ কৌরব-

গণ সমক্ষে কলহ প্রিয় ধৃতরাষ্ট্র পুত্রদিগকে হরণ ও তুমি সর্ব্বাগ্রে পলায়ন করিলে মহাবীর অর্জ্জুন যে সূর্য্যের করজাল সদৃশ শরজাল দ্বারা গন্ধর্ব্বদিগকে পরাজয় করিয়া তাহাদের হস্ত হইতে দুর্য্যোধন প্রভৃতি বীরবর্গকে মোচন করিয়াছিল, ইহা কি এক্ষণে তোমার স্মৃতিপথে উদয় হয়? ঐ মহাবীর গোগ্রহ যুদ্ধে বলবাহন সম্পন্ন দ্রোণ, অশ্বত্থামা ও ভীষ্ম প্রভৃতি বীরগণকে পরাজয় করিয়াছিল; তৎকালে তুমি কি তাহারে জয় করিতে সমর্থ হইয়াছিলে? হে সূতপুত্র! এক্ষণে তোমার বধ সাধনের নিমিত্ত এই একটি যুদ্ধ উপস্থিত হইয়াছে। যদি তুমি অদ্য শত্রুভয়ে পলায়ন না করিয়া সমরে গমন কর তাহা হইলে নিঃসন্দেহ বিনষ্ট হইবে।

মদ্ররাজ শল্য একাগ্রচিত্তে কর্ণের প্রতি অর্জ্জুনের স্তুতি-বাদ সহকৃত অতি কঠোর বাক্য প্রয়োগ করিলে কৌরব সেনাপতি সূতপুত্র সাতিশয় রোষাবিষ্ট হইয়া কহিলেন, হে শল্য! তুমি কি নিমিত্ত অর্জ্জুনের শ্লাঘা করিতেছ। অদ্য অর্জ্জুনের সহিত আমার যুদ্ধ উপস্থিত হইয়াছে; যদি সে আমারে পরাজয় করিতে পারে, তাহা হইলে তোমার এই শ্লাঘা সফল হইবে। মহাত্মা শল্য কর্ণের বাক্য শ্রবণ করিয়া তাহাই হউক বলিয়া নিরস্ত হইলেন। তখন মহাবীর কর্ণ যুদ্ধার্থ শল্যকে অশ্ব চালন করিতে কহিলেন। হে মহারাজ! অনন্তর কর্ণের সেই শ্বেতাশ্ব সংযোজিত রথ শল্য কর্ত্তৃক পরিচালিত হইয়া দিবাকর যেমন অন্ধকার বিনাশ করত সমুদিত হন, তদ্রূপ শত্রু সংহার করত ধাবমান হইল।

একোন চত্বারিংশত্তম অধ্যায়।

হে মহারাজ! তখন মহাবীর কর্ণ পরম প্রীত হইয়া সেই ব্যাঘ্রচর্ম্মাবৃত রথে আরোহণ ও পাণ্ডব সৈন্য মধ্যে গমন করত আপনার সৈন্যগণকে আহ্লাদিত করিয়া পাণ্ডব পক্ষীয় সৈন্যগণকে একাদিক্রমে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন, হে বীরগণ! আজি তোমাদিগের মধ্যে যিনি আমারে মহাত্মা ধনঞ্জয়কে দেখাইয়া দিবেন, তিনি যাহা প্রার্থনা করিবেন, আমি তাঁহারে তাহাই প্রদান করিব। যদি তিনি প্রাপ্ত হইয়াও সন্তুষ্ট না হন, তাহা হইলে তাঁহারে শকটপূর্ণ রত্ন প্রদান করিব। যদি তিনি তাহাতেও আহ্লাদিত না হন, তাহা হইলে কাংস্য নির্ম্মিত দোহন পাত্র সমবেত এক শত দুগ্ধবতী গাভী, একশত গ্রাম এবং অশ্বতরী যুক্ত সুকেশী যুবতীগণ সমবেত শ্বেতবর্ণ রথ প্রদান করিব। যদি তাহাতেও তাঁহার সন্তোষ না জন্মে, তাহা হইলে তাঁহারে ছয় মাতঙ্গ সংযোজিত সুবর্ণ নির্ম্মিত রথ ও নিষ্ককণ্ঠ গীতবাদ্যাদিনিপুণ অজাতপুত্র এক শত কামিনী প্রদান করিব। যদি তাহাও তাঁহার সন্তোষকর না হয়, তাহা হইলে এক শত কুঞ্জর, এক শত গ্রাম, এক শত সুবর্ণ রথ, গুণবৃদ্ধ সুশিক্ষিত দশ সহস্র অশ্ব এবং সুবর্ণ শৃঙ্গযুক্ত চারি শত সবৎসা ধেনু প্রদান করিব। যদি তাহাতেও তাঁহার প্রীতি না জন্মে, তাহা হইলে তাঁহারে সুবর্ণ মণ্ডিত, মণিময় ভূষণধারী শ্বেতবর্ণ সুদন্তযুক্ত অষ্টাদশবিধ পঞ্চশত অশ্ব এবং কাম্বোজ দেশীয় অশ্বযুক্ত ও সুন্দর ভূষণ বিভূষিত কনকময় রথ প্রদান করিব। যদি তাহাতেও তিনি সন্তুষ্ট না হন, তাহা হইলে তাঁহারে সুবর্ণ ভূষণ বিভূষিত,

পশ্চিম দেশ সম্ভূত সুশিক্ষিত ছয় শত হস্তী প্রদান করিব। যদি তাহাতেও তাঁহার সন্তোষ না জন্মে, তাহা হইলে মগধ-দেশ সম্ভূত এক শত নব যৌবন সম্পন্ন নিষ্ককণ্ঠী দাসী ও প্রভূত ধনশালী, ভয়শূন্য, নদী ও বনের সমীপবর্ত্তী, রাজ-ভোগ্য চতুর্দ্দশ বৈশ্য গ্রাম প্রদান করিব। যদি ইহাতেও তিনি সন্তুষ্ট না হন, তাহা হইলে তিনি আমার পুত্র, কলত্র ও বিহার সামগ্রী সমুদায়ের মধ্যে যাহা প্রার্থনা করিবেন, আমি তাঁহারে তাহাই অর্পণ করিব এবং পরিশেষে কৃষ্ণ ও ধনঞ্জয়কে বিনাশ করিয়া তাহাদিগের যে সমস্ত অর্থ থাকিবে, তৎ সমুদায়ই তাঁহারে প্রদান করিব।

হে মহারাজ! মহাবীর কর্ণ বারংবার এই রূপ বাক্য উচ্চারণ করিয়া সাগর সম্ভূত সুস্বর শঙ্খ প্রধ্মাপিত করিতে লাগিলেন। মহাবীর দুর্য্যোধন সূতপুত্রের সেই সকল বাক্য শ্রবণ করিয়া হৃষ্ট চিত্তে তাঁহার অনুগামী হইলেন। তখন আপনার সৈন্য মধ্যে সিংহনাদ মিশ্রিত বৃংহিত ধ্বনি এবং দুন্দুভি ও মৃদঙ্গের নিস্বন সমুত্থিত হইল। হে মহারাজ! এই রূপে আপনার সৈন্যগণ একান্ত আহ্লাদিত হইলে মদ্ররাজ শল্য রণচারী আত্মশ্লাঘানিরত মহারথ সূতপুত্রকে সম্বোধন পূর্ব্বক হাস্য করত কহিতে লাগিলেন।

চত্বারিংশত্তম অধ্যায়।

হে সূতপুত্র! তোমারে ছয় হস্তিসংযোজিত সুবর্ণময় রথ প্রভৃতি কিছুই প্রদান করিতে হইবে না। তুমি বালকত্ব প্রযুক্ত কুবেরের ন্যায় ধন দানে প্রবৃত্ত হইয়াছ। অদ্য অনা-য়াসেই ধনঞ্জয়কে দেখিতে পাইবে। তুমি অতি অজ্ঞানের

ন্যায় প্রভূত ধন দান করিতে ইচ্ছা করিতেছ, কিন্তু অপাত্রে দান করিলে যে সমস্ত দোষ জন্মে, মোহ বশত তাহা বুঝিতে পারিতেছ না। তুমি যে সমস্ত ধন বৃথা ব্যয় করিতে উদ্যত হইয়াছ, তদ্দ্বারা বিবিধ যজ্ঞ সুসম্পন্ন করিতে পার। আর তুমি অজ্ঞানতা প্রযুক্ত কৃষ্ণ ও অর্জ্জুনকে বিনাশ করিতে বাসনা করিতেছ, উহা নিতান্ত অসম্ভব। শৃগাল সংগ্রামে সিংহ দ্বয়কে নিপাতিত করিয়াছে, ইহা কদাপি আমাদিগের কর্ণগোচর হয় নাই। তোমার ন্যায় ক্ষুদ্র ব্যক্তির যাহা অভি-লাষ করিবার নহে, তুমি তাহাই অভিলাষ করিতেছ। তোমার কি এমন কোন বন্ধু নাই যে, এ সময়ে তোমারে হুতাশনে পতনোন্মুখ দেখিয়া নিবারণ করে? তুমি কার্য্যাকার্য্য বিবেচনা করিতে সমর্থ হইতেছ না ; অতএব নিশ্চয়ই বোধ হইতেছে যে, তোমার কাল পূর্ণ হইয়াছে, কোন্ জিজীবিষু ব্যক্তি অস-ম্বদ্ধ অশ্রোতব্য বাক্য প্রয়োগ করিয়া থাকে। তুমি যাহা বাসনা করিতেছ, উহা কণ্ঠে মহাশিলা বন্ধন পূর্ব্বক বাহু দ্বয় দ্বারা সমুদ্র সন্তরণ ও গিরিশৃঙ্গ হইতে পতনের ন্যায় নিতান্ত অনর্থকর। এক্ষণে যদি তুমি আপনার মঙ্গল প্রার্থনা কর, তাহা হইলে ব্যূহিত যোদ্ধা ও সেনাগণ কর্ত্তৃক রক্ষিত হইয়া ধনঞ্জয়ের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হও। আমি তোমার প্রতি দ্বেষ করিতেছি না, দুর্য্যোধনের হিত সাধনার্থই এই রূপ কহি-তেছি। এক্ষণে যদি তোমার জীবিত থাকিবার বাসনা থাকে, তাহা হইলে আমার বাক্যে আস্থা প্রদর্শন কর।

কর্ণ কহিলেন, হে শল্য! আমি স্বীয় বাহুবল প্রভাবে অর্জ্জুনের সহিত সংগ্রাম করিতে বাসনা করিতেছি। তুমি

মিত্রতা পূর্ব্বক শক্রুতাচরণ করিয়া আমারে ভীত করিতে অভিলাষী হইয়াছ। যাহা হউক এক্ষণে মনুষ্যের কথা দূরে থাকুক, অদ্য ইন্দ্রও আমারে এই অভিপ্রায় হইতে নিবৃত্ত করিতে পারিবেন না।

অনন্তর মহাবীর মদ্রেশ্বর শল্য কর্ণের বাক্য শ্রবণ পূর্ব্বক তাঁহারে পুনর্ব্বার প্রকোপিত করিবার নিমিত্ত কহিলেন, হে সূতপুত্র! যখন অর্জ্জুনের জ্যানিঃসৃত বেগবান্ নিশিতাগ্র শরজাল তোমার অনুগমন করিবে, যখন সব্যসাচী দিব্য শরাসন গ্রহণ পূর্ব্বক কৌরব সেনা তাপিত করত নিশিত শরনিকরে তোমারে নিপীড়িত করিবে, সেই সময় তোমারে অনুতাপ করিতে হইবে। বালক যেমন জননীর ক্রোড়ে শয়ান হইয়া চন্দ্র গ্রহণ করিতে বাসনা করে, তদ্রূপ তুমি মোহ বশত অদ্য দেদীপ্যমান রথস্থ অর্জ্জুনকে জয় করিতে প্রার্থনা করিতেছ। হে মূঢ়! অদ্য অর্জ্জুনের সহিত যুদ্ধ করিতে অভিলাষ করাতে তীক্ষ্ণধার ত্রিশূলে তোমার সর্ব্বাঙ্গ ঘর্ষিত করা হইতেছে। ক্ষীণজীবী ক্ষুদ্র মৃগশাবক যেমন রোষাবিষ্ট বৃহৎ সিংহকে যুদ্ধার্থে আহ্বান করে, তদ্রূপ তুমি অদ্য অর্জ্জুনকে আহ্বান করিতেছ। অরণ্যে মাংসতৃপ্ত শৃগাল যেমন সিংহের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়া বিনষ্ট হয়, তদ্রূপ তুমি মহাবল পরাক্রান্ত রাজপুত্র ধনঞ্জয়কে আহ্বান করিয়া বিনষ্ট হইও না। হে কর্ণ! তুমি শশক হইয়া প্রভিন্নগণ্ড বিশাল দশনশালী মহাগজ স্বরূপ ধনঞ্জয়কে যুদ্ধার্থ আহ্বান করিতেছ। অজ্ঞানতা প্রযুক্ত অর্জ্জুনের সহিত যুদ্ধ কামনা করাতে তোমার কাষ্ঠ দ্বারা বিলস্থ মহাবিষ ক্রুদ্ধ কৃষ্ণ সর্পকে বিদ্ধ করা হইতেছে।

শৃগাল যেমন কেশরান্বিত ক্রুদ্ধ সিংহকে ও ভুজঙ্গ যেমন আত্মবিনাশার্থ বলবান্ পতগশ্রেষ্ঠ সুপর্ণকে আহ্বান করে, তুমি সেই রূপ ধনঞ্জয়কে আহ্বান করিতেছ এবং প্লববিহীন হইয়া চন্দ্রোদয়ে পরিবর্দ্ধিত অসংখ্য মীন সমাকীর্ণ ভীষণ জলনিধি উত্তীর্ণ হইতে উদ্যত হইয়াছ। বৎস যেমন সুতীক্ষ্ণ শৃঙ্গশালী, প্রহারসমর্থ বৃষকে যুদ্ধার্থ আহ্বান করে এবং ভেক যেমন বারিপ্রদ নিবিড় মহামেঁঘের উদ্দেশে ও আত্মগৃহস্থিত কুক্কুর যেমন অরণ্যচারী ব্যাঘ্রের উদ্দেশে ঘোরতর গর্জ্জন করে, তদ্রূপ তুমি নরশ্রেষ্ঠ অর্জ্জুনের উদ্দেশে গর্জ্জন ও তাঁহারে সমরে আহ্বান করিতেছ। হে কর্ণ! অরণ্যমধ্যে শশক পরিবেষ্টিত শৃগাল যে পর্য্যন্ত সিংহ সন্দর্শন না করে, তাবৎ কাল আপনারে সিংহের ন্যায় বোধ করিয়া থাকে। তুমিও তদ্রূপ শত্রুসূদন নরসিংহ ধনঞ্জয়কে না দেখিয়া আপনারে সিংহ বলিয়া বোধ করিতেছ। যে পর্য্যন্ত সূর্য্য ও চন্দ্রমার ন্যায় প্রভাব সম্পন্ন এক রথাধিষ্ঠিত কৃষ্ণ ও অর্জ্জুনকে না দেখিতেছ, তাবৎ কাল তোমার আপনারে ব্যাঘ্র বলিয়া বোধ হইতেছে। যে পর্য্যন্ত ঘোর সংগ্রামে গাণ্ডীব নির্ঘোষ তোমার কর্ণগোচর না হইবে, তাবৎ কাল তুমি যাহা ইচ্ছা, তাহাই কহিতে পারিবে; কিন্তু অর্জ্জুনের রথ ও শরাসনের গভীর নিস্বনে দশ দিক্ প্রতিধ্বনিত হইলে তোমারে নর্দ্দমান শার্দ্দূলদর্শী শৃগালের ন্যায় বিমূঢ় হইতে হইবে। হে মূঢ়! মহাবীর ধনঞ্জয় সিংহের সদৃশ প্রভাব সম্পন্ন; আর তুমি বীর জনের বিদ্বেষ করিয়া শৃগালের ন্যায় লক্ষিত হইতেছ। হে সূতপুত্র! মূষিক ও বিড়ালের, কুক্কুর ও ব্যাঘ্রের, শৃগাল

ও সিংহের, শশক ও কুঞ্জরের, মিথ্যা ও সত্যের এবং বিষ ও অমৃতের যেরূপ প্রভেদ, তোমার এবং ধনঞ্জয়েরও তদ্রূপ বিভিন্নতা, সন্দেহ নাই।

এক চত্বারিংশত্তম অধ্যায়।

সঞ্জয় কহিলেন, হে মহারাজ! মহাবল পরাক্রান্ত শল্য সূতপুত্রকে এই রূপ তিরস্কার করিলে মহাবীর কর্ণ তাঁহার বাক্‌শল্যে নিতান্ত নিপীড়িত হইয়া রোষাবিষ্ট চিত্তে কহিতে লাগিলেন, হে মদ্ররাজ! গুণগ্রাহী ভিন্ন গুণবান্ ব্যক্তির গুণাবধারণে সমর্থ হয় না। তুমি গুণ বিহীন; কি রূপে গুণাগুণ পরিজ্ঞানে সমর্থ হইবে। মহাবীর অর্জ্জুনের মহাস্ত্রনিচয়, শরাসন, ক্রোধ ও বল বিক্রম এবং মহাত্মা কেশবের মাহাত্ম্য আমার যে রূপ বিদিত আছে, তোমার তদ্রূপ নহে। আমি আপনার ও অর্জ্জুনের বীর্য্যের বিষয় সবিশেষ অবগত হইয়াই গাণ্ডীবধারীরে যুদ্ধার্থ আহ্বান করিতেছি। হে শল্য! আমার নিকট এক এক তূণীরশায়ী সুন্দর পুঙ্খযুক্ত শোণিতলোলুপ স্বর্ণময় শর বর্ত্তমান আছে। আমি বহুকাল উহারে পূজা করত চন্দনচূর্ণ মধ্যে রাখিতেছি। সেই বিষযুক্ত ভীষণ শর নর, হস্তী ও অশ্ব সমূহের বিনাশ সম্পাদন ও একবারে বর্ম্ম ও অস্থি বিদারণ করিতে সমর্থ হয়। আমি তদ্দ্বারা সুমেরু পর্ব্বতকেও বিদীর্ণ করিতে পারি। আমি সত্য বলিতেছি, দেবকীপুত্র কৃষ্ণ ও অর্জ্জুন ভিন্ন অন্যের প্রতি কদাচ সেই বাণ নিক্ষেপ করিব না। হে মদ্ররাজ! আমি এই শর প্রভাবে ক্রোধাবিষ্ট চিত্তে বাসুদেব ও ধনঞ্জয়ের সহিত সমরে অবতীর্ণ হইয়া আপনার বিক্রমানুরূপ কার্য্য করিব। সমস্ত বৃষ্ণিবীর

মধ্যে কৃষ্ণে লক্ষ্মী ও পাণ্ডুতনয়গণ মধ্যে অর্জ্জুনের উপর জয় প্রতিষ্ঠিত আছে। ঐ উভয়ের হস্ত হইতে কেহই পরিত্রাণ লাভে সমর্থ হয় না; কিন্তু আজি সেই রথস্থিত মহাপুরুষ দ্বয় আমার সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইবে। তুমি অদ্য আমার আভিজাত্য সন্দর্শন কর। আজি আমি সেই পিতৃস্বস্রেয় ও মাতুলজ ভ্রাতৃদ্বয়কে বিনাশ করিয়া সূত্রগ্রথিত মণিদ্বয়ের ন্যায় সমরাঙ্গনে নিপাতিত করিব। হে মদ্ররাজ! অর্জ্জুনের গাণ্ডীব ও কপিধ্বজ এবং কৃষ্ণের চক্র ও গরুড়ধ্বজ ভীরু জনের ভয়ঙ্কর বটে; কিন্তু আমার হর্ষোৎপাদন করে। তুমি নিতান্ত মূঢ় ও মহাযুদ্ধে একান্ত অনভিজ্ঞ; সুতরাং ভয়প্রযুক্ত বহুবিধ অসম্বদ্ধ প্রলাপ এবং কোন কারণ বশত তাহাদিগের স্তব করিতেছ। আমি আজি সমরে কৃষ্ণ ও ধনঞ্জয়কে বিনাশ করিয়া তোমারেও বন্ধুবান্ধবের সহিত নিপাতিত করিব। রে দুর্ব্বুদ্ধে! ক্ষুদ্রাশয়! ক্ষত্রিয় কুলাঙ্গার! তুই সুহৃৎ হইয়াও শত্রুর ন্যায় কি নিমিত্ত আমারে কৃষ্ণ ও অর্জ্জুন হইতে ভীত করিতেছিস্? যাহা হউক, আজি তাহারাই আমারে বিনাশ করুক, আর আমিই বা তাহাদিগকে বিনাশ করি; কিন্তু স্বীয় সামর্থ্য অবগত হইয়া কখনই তাহাদিগের নিকট ভীত হইব না। সহস্র বাসুদেব ও শত শত অর্জ্জুন সমরে আগমন করিলেও আমি একাকী তাহাদিগকে বিনাশ করিব। তোর কোন কথা কহিবার আবশ্যক নাই।

রে মূঢ়! স্ত্রী, বালক, বৃদ্ধ ও স্বেচ্ছাগত ব্যক্তিরা দুরাত্মা মদ্রকদিগের যে বিষয় অধ্যয়ন ও কীর্ত্তন করে এবং পূর্ব্বে ব্রাহ্মণগণ রাজসভায় যাহা কীর্ত্তন করিতেন, অবহিত চিত্তে

তাহা শ্রবণ করিয়া, হয় তূষ্ণীম্ভাব অবলম্বন, না হয় উত্তর প্রদান কর। মদ্রকেরা মিত্রদ্রোহী, নিয়ত পরবিদ্বেষী। তাহাদিগের পরস্পর ঐক্য নাই। তাহারা নীচাশয় নরাধম, দুরাত্মা, মিথ্যাবাদী ও উদ্ধতস্বভাব, তাহাদের সহিত প্রণয় করা অকর্ত্তব্য। আমরা শুনিয়াছি, মদ্রকেরা জন্মাবধি মরণ পর্য্যন্ত সমস্ত দুষ্কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া থাকে। মদ্রদেশে পিতা, পুত্র, মাতা, শ্বশ্রু, শ্বশুর, মাতুল, জামাতা, দুহিতা, ভ্রাতা, নপ্তা, অন্যান্য বন্ধুবান্ধব, অভ্যাগত ও দাস দাসী সকলে একত্র মিলিত এবং কামিনীগণ স্বেচ্ছাক্রমে পুরুষ-দিগের সহিত সুরতে প্রবৃত্ত হইয়া মদ্য পান পূর্ব্বক শক্তু, মৎস্য ও গোমাংস প্রভৃতি ভোজন করত কখন রোদন, কখন হাস্য কখন গান ও কখন কখন অসম্বদ্ধ প্রলাপ করিয়া থাকে। মদ্রকেরা বিরুদ্ধকর্ম্মা ও অহঙ্কৃত বলিয়া বিখ্যাত আছে; অতএব তাহাদিগের ধর্ম্মে প্রবৃত্তি কিরূপে সম্ভাবিত হইতে পারে? মদ্রকদিগের সহিত বৈর বা সৌহার্দ্দ করা কর্ত্তব্য নহে। কেহই উহাদিগের সহিত মিলিত হয় না। উহারা মল স্বরূপ। গান্ধারকদিগের শৌচ ও মদ্রকদিগের সঙ্গতি নাই।

হে মদ্রেশ্বর! প্রাজ্ঞ ব্যক্তিরা এই মাত্র বলিয়া বৃশ্চিক-দষ্ট ব্যক্তির চিকিৎসা করিয়া থাকেন " যে, রাজা যেমন যজ্ঞে ঋত্বিক হইলে হবি নষ্ট হয়, ব্রাহ্মণ শূদ্রকে অধ্যয়ন করাইলে যেমন অবমানিত হন এবং ব্রাহ্মণ দ্বেষী যেমন সকলের অবজ্ঞাভাজন হয়, তদ্রূপ লোকে মদ্রকদিগের সহিত সৌহার্দ্দ করিলে পতিত হইয়া থাকে; অতএব মদ্রকদিগের সহিত

প্রণয় করা নিতান্ত অকর্ত্তব্য ; হে বৃশ্চিক ! তোমার বিষক্ষয় হইল ; আমি অথর্ব্ব বেদোক্ত মন্ত্র দ্বারা সমুদায় শান্তি করিলাম।” হে শল্য ! আমি এই রূপে বৃশ্চিকদষ্ট ব্যক্তির চিকিৎসা করিতে প্রত্যক্ষ করিয়াছি ; অতএব তুমি ইহা বিশেষ বিবেচনা করিয়া তূষ্ণীম্ভাব অবলম্বন পূর্ব্বক পরে যাহা বলিতেছি, তাহাতে কর্ণপাত কর।

হে মদ্ররাজ ! যে কামিনীগণ মদমত্ত হওয়াতে পরিধান বস্ত্র পরিত্যাগ পূর্ব্বক নৃত্য, যাহারা ব্যভিচার দোষ দূষিত হইয়া অভিমত পুরুষের সংসর্গ এবং যাহারা উদ্ধতস্বভাব হইয়া উষ্ট্র ও গর্দ্দভের ন্যায় মূত্র পরিত্যাগ করে তুমি সেই ধর্ম্মভ্রষ্ট নির্লজ্জ স্ত্রীগণের অন্যতরের তনয় হইয়া কিরূপে ধর্ম্মোপদেশ প্রদানে অভিলাষ করিতেছ ? মদ্রদেশীয় কামিনীগণের নিকট কাঞ্জিক প্রার্থনা করিলে তাহারা তাহা প্রদানে অসম্মত হইয়া নিতম্ব দ্বয়ে করাঘাত করত কহিয়া থাকে যে, কাঞ্জিক আমাদিগের অতিশয় প্রিয়, উহা কেহ যাচ্ঞা করিও না। আমরা পতি বা পুত্রকে প্রদান করিতে পারি, কিন্তু কাঞ্জিক প্রদান করিতে পারি না। হে মদ্ররাজ ! আমরা আরও শুনিয়া থাকি যে, মদ্রদেশীয় গৌরীরা নির্লজ্জ, কম্বলাবৃত উদর পরায়ণ ও অশুচি। আমি হই অথবা অন্য ব্যক্তি যে কেহই হউক না কেন, সকলেই অতীব নিন্দনীয় কুকর্ম্মশালী মদ্রকদিগের এই রূপ দোষ কীর্ত্তন করিতে পারে। মদ্রক, সৈন্ধব ও সৌবীরগণ পাপদেশ সম্ভূত, ম্লেচ্ছ ও নিতান্ত অধর্ম্ম পরায়ণ। তাহারা কিরূপে ধর্ম্ম কীর্ত্তনে সমর্থ হইবে। যুদ্ধে নিহত ও সজ্জনগণ কর্ত্তৃক পূজিত হইয়া রণ শয্যায় শয়ন

করাই ক্ষত্রিয়ের প্রধান ধর্ম্ম। হে শল্য! অস্ত্রযুদ্ধে প্রাণ পরিত্যাগ পূর্ব্বক স্বর্গ লাভ করাই আমার প্রধান উদ্দেশ্য। বিশেষত আমি দুর্য্যোধনের প্রিয় সখা; অতএব তাঁহার নিমিত্ত আমার প্রাণ ও ধন পরিত্যাগ করা অবশ্য কর্ত্তব্য। তুমি পাপদেশজ ও ম্লেচ্ছ; এক্ষণে তুমি আমাদিগের সহিত শত্রুর ন্যায় ব্যবহার করাতে স্পষ্টই বোধ হইতেছে যে, পাণ্ডবগণ ভেদের নিমিত্ত তোমারে প্রেরণ করিয়াছে। যাহা হউক, এক্ষণে নাস্তিকেরা যেমন ধর্ম্মজ্ঞ ব্যক্তিরে ধর্ম্মচ্যুত করিতে পারে না, তদ্রূপ তোমার সদৃশ এক শত ব্যক্তিও আমারে সমর পরাঙ্মুখ বা ভীত করিতে সমর্থ হইবে না। তুমি ঘর্ম্মার্ত্ত মৃগের ন্যায় বিলাপ কর বা শুষ্কহৃদয় হও, আমি অস্ত্রগুরু পরশুরামের বাক্যানুসারে রণে অপরাঙ্মুখ স্বর্গগত নরপালগণের গতি স্মরণ এবং প্রধানতম পুরূরবার ব্যবহার অবলম্বন করিয়া কৌরবগণের উদ্ধার ও শত্রুগণের বিনাশে উদ্যত হইয়াছি; কখনই নিবৃত্ত হইব না। এক্ষণে বোধ হয়, আমারে এই অভিপ্রায় হইতে বিরত করে, এরূপ লোক ত্রিলোক মধ্যে জন্ম গ্রহণ করে নাই। অতএব তুমি তূষ্ণীম্ভাব অবলম্বন কর; ভীত হইয়া কেন বৃথা বাগাড়ম্বর করিতেছ। হে মদ্রকাধম! আমি তোমারে বিনাশ করিয়া ক্রব্যাদ্‌গণকে উপহার প্রদান করিব না। মিত্রকার্য্য সংসাধন, দুর্য্যোধনের অনুরোধ ও তিতিক্ষা এই তিন কারণে তুমি এ যাত্রা আমার নিকট পরিত্রাণ পাইলে। কিন্তু পুনরায় এরূপ বাক্য প্রয়োগ করিলে বজ্রকল্প গদা দ্বারা তোমার মস্তক অধঃপাতিত করিব। হে কুদেশজ শল্য! অদ্য বীরগণ আমারে কৃষ্ণ ও অর্জ্জুনের

হস্তে বিনষ্ট অথবা তাহাদিগকে আমার হস্তে নিহত দর্শন ও শ্রবণ করিবে। হে মহারাজ! মহাবীর কর্ণ এই রূপ কহিয়া নির্ভীক চিত্তে পুনরায় বারংবার মদ্ররাজকে অশ্ব সঞ্চালনে আদেশ করিতে লাগিলেন।

দ্বিচত্বারিংশত্তম অধ্যায়।

অনন্তর মদ্ররাজ শল্য যুদ্ধাভিলাষী কর্ণের বাক্য শ্রবণগোচর করিয়া একটি দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করত পুনরায় তাঁহারে কহিলেন, হে সূতপুত্র! আমি ধর্ম্মপরায়ণ এবং সমরে অপরাঙ্মুখ যাগ যজ্ঞনিরত মূর্দ্ধাভিষিক্তদিগের বংশে জন্ম গ্রহণ করিয়াছি। এক্ষণে তোমারে মত্তের ন্যায় লক্ষিত হইতেছে; অতএব আমি বন্ধুতা নিবন্ধন তোমার চিকিৎসা করিব। হে কর্ণ! আমি যে এক্ষণে একটি কাকের বৃত্তান্ত কীর্ত্তন করিতেছি, তুমি তাহা শ্রবণ করিয়া স্বেচ্ছানুসারে কার্য্যানুষ্ঠান কর। হে কুলপাংশন! আমার অণুমাত্র দোষ নাই। অতএব তুমি কিনিমিত্ত বিনাপরাধে আমারে সংহার করিতে অভিলাষ করিতেছ। আমি সারথ্যে নিযুক্ত, বিশেষত দুর্য্যোধনের প্রিয়ানুষ্ঠান পরতন্ত্র; সুতরাং তোমারে হিত ও অহিত এই দুইটি বিষয় অবশ্যই জ্ঞাত করিব। তোমার তৎসমুদায় বুঝিয়া কার্য্য করা কর্ত্তব্য। আমি এই রথের সারথি হইয়াছি, সুতরাং সম বিষম ভূভাগ, রথীর বলাবল, রথ ও অশ্বদিগের শ্রম ও খেদ, মৃগধ্বনি, পক্ষীর বিরুত, ভার, অতিভার, শল্যের প্রতিকার, অস্ত্রযোগ, যুদ্ধ ও নিমিত্ত সমুদায় আমার পরিজ্ঞাত হওয়া কর্ত্তব্য। যাহা হউক, এক্ষণে আমি যে উপাখ্যান কীর্ত্তন করিতেছি, তাহা শ্রবণ কর।

সমুদ্র পারে কোন ধর্ম্মপরায়ণ রাজার রাজ্যে এক প্রভূত ধনধান্য সম্পন্ন, যাজ্ঞিক, দাতা, ক্ষমাশীল, স্বধর্ম্ম নিরত, পবিত্রচিত্ত, সর্ব্বভূতানুকম্পী বৈশ্য নির্ভয়ে বাস করিত। ঐ বৈশ্যের অনেক গুলি পুত্র ছিল। বৈশ্য পুত্রেরা আপনাদের উচ্ছিষ্ট মাংস, অন্ন, দধি, ক্ষীর, পায়স, মধু ও ঘৃত দ্বারা একটি কাককে ভরণ পোষণ করিত। ঐ কাক বৈশ্যপুত্রগণের উচ্ছিষ্ট ভোজন করিয়া ক্রমে ক্রমে নিতান্ত গর্ব্বিত হইয়া উঠিল এবং আপনার সদৃশ ও আপনার অপেক্ষা উৎকৃষ্ট পক্ষিগণকে অবজ্ঞা করিতে লাগিল।

একদা গরুড়ের ন্যায় বেগগামী হৃষ্টচিত্ত কতকগুলি হংস সেই সমুদ্র তীরে উপস্থিত হইল। বৈশ্যকুমারগণ সেই হংস সমুদায়কে নিরীক্ষণ করিয়া কাককে কহিল, অহে কাক! তুমি সকল পক্ষী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। উচ্ছিষ্ট ভোজনদৃপ্ত বায়স অল্পবুদ্ধি বৈশ্যকুমারগণের সেই প্রতারণা বাক্যে আহ্লাদিত হইয়া মূর্খতা ও গর্ব্ব নিবন্ধন তাহাদিগের বাক্য সত্যই বলিয়া বিবেচনা করিল। তখন সে সেই হংসগণের মধ্যে কে প্রধান, ইহা জানিবার নিমিত্ত তাহাদের সন্নিধানে সমুপস্থিত হইল এবং তাহাদের মধ্যে একটী হংসকে শ্রেষ্ঠ বিবেচনা করিয়া তাহারে আহ্বান পূর্ব্বক কহিল, হে হংসবর! আইস, আমরা উভয়ে নভোমণ্ডলে উড্ডীন হই। তখন সেই সমাগত হংস-গণ বহুভাষী কাকের বাক্য শ্রবণ পূর্ব্বক হাস্য করিয়া কহিল, রে দুর্ম্মতি পরতন্ত্র কাক! আমরা মানস সরোবরবাসী হংস। অনায়াসে এই সমুদায় ভূমণ্ডলে সঞ্চরণ করিয়া থাকি। অন্যান্য বিহঙ্গমগণ আমাদিগকে দূরগামিত্ব নিবন্ধন প্রতিনিয়ত সৎকার

করিয়া থাকে ; সুতরাং তুই কাক হইয়া কোন্ সাহসে মহাবল হংসকে উড্ডীন হইতে আহ্বান করিতেছিস। যাহা হউক, বল দেখি, তুই কিরূপে আমাদের সহিত উড্ডীন হইবি।

তখন জাতিসুলভ লাঘবতা নিবন্ধন আত্মশ্লাঘা পরবশ বায়স হংসের বাক্যে বারংবার অনাদর প্রদর্শন পূর্ব্বক কহিল, হে হংসগণ! আমি শত প্রকার বিচিত্র উড্ডয়ন প্রদর্শন করিতে পারি। আমি প্রত্যেক উড্ডয়নে শত যোজন করিয়া ঊর্দ্ধে উত্থিত হইব এবং তোমাদিগের সমক্ষে উড্ডীন, অবডীন, প্রডীন, ডীন, নিডীন, সংডীন, তির্য্যক্‌ডীন, বিডীন, পরিডীন, পরাডীন, সুডীন, অতিডীন, মহাডীন, খডীন, ডীনডীন, সম্পাত, সমুদীর্ণ ও অন্যান্য নানা প্রকার গতাগতি এবং কাকের সমুচিত বিবিধ গতি প্রদর্শন করিব। তোমরা এক্ষণে আমার বল অবলোকন কর। এক্ষণে আমি ঐ সমুদয় গতির মধ্যে কোন্ প্রকার গতি অবলম্বন পূর্ব্বক অন্তরীক্ষে উত্থিত হইব, তোমরা তাহা আদেশ কর। আমি যে গতি দ্বারা উড্ডীন হইব, তোমাদিগকেও সেই গতি অবলম্বন করিয়া আমার সহিত এই আশ্রয়হীন নভোমণ্ডলে সমুত্থিত হইতে হইবে ; অতএব উত্তমরূপ বিবেচনা করিয়া বল, আমি কোন্ প্রকার গতি অবলম্বন পূর্ব্বক উড্ডীন হইব।

তখন সেই হংসদিগের মধ্যে একটী হংস কাকের বাক্য শ্রবণে হাস্য করিয়া কহিল, হে কাক! তুমি শত প্রকার গতাগতি অবগত আছ ; কিন্তু আমরা সমুদায় পক্ষিজাতির বিদিত একমাত্র গতি ভিন্ন আর কিছুই জ্ঞাত নহি। আমি

তাহাই অবলম্বন করিয়া তোমার সহিত গমন করিব ; এক্ষণে তুমি স্বীয় অভিলাষানুরূপ গতি অবলম্বন পূর্ব্বক গমন কর।

হে কর্ণ! ঐ সময় ঐ স্থানে আরও কএকটি কাকের সমাগম হইয়াছিল। তাহারা হংসের বাক্য শ্রবণে হাস্য করিয়া কহিল, এই হংস এক প্রকার গতি দ্বারা কিরূপে শত প্রকার গতি পরাজয় করিবে।

অনন্তর কাক ও হংস পরস্পর স্পর্দ্ধা প্রকাশ পূর্ব্বক অন্তরীক্ষে উত্থিত হইল এবং স্ব স্ব কার্য্যের শ্লাঘা করিয়া পরস্পরকে বিস্মিত করত গমন করিতে লাগিল। তখন বায়-সেরা সেই কাকের বিবিধ বিচিত্র উড্ডয়ন নিরীক্ষণ করিয়া হৃষ্ট মনে মুক্তকণ্ঠে কোলাহল করিতে আরম্ভ করিল। হংসে-রাও অপ্রিয় বাক্য প্রয়োগ পূর্ব্বক কাককে উপহাস করত কখন বৃক্ষাগ্র কখন বা ভূতল হইতে উৎপতিত ও নিপতিত হইতে লাগিল এবং অনবরত কোলাহল করিয়া আপনা-দিগের জয় ঘোষণা করিতে প্রবৃত্ত হইল। ঐ সময় হংস একমাত্র মৃদু গতি অবলম্বন পূর্ব্বক আকাশমার্গে উত্থিত হই-বার উপক্রম করিয়া মুহূর্ত্তকাল কাক অপেক্ষা হীনগতি লক্ষিত হইতে লাগিল। তখন বায়সগণ হংসদিগকে অশ্রদ্ধা করিয়া কহিল, হে হংসগণ! তোমাদের মধ্যে যে হংসটি অন্তরীক্ষে উত্থিত হইয়াছে, ঐ দেখ, এক্ষণে তাহারে হীনগতি লক্ষিত হইতেছে। তখন সেই অন্তরীক্ষস্থিত হংস বায়সগণের বাক্য শ্রবণ করিয়া সাগরের উপরিভাগে পশ্চিম দিকে মহাবেগে ভ্রমণ করিতে লাগিল। অনন্তর কাক একান্ত পরিশ্রান্ত হইয়া সেই অগাধ সমুদ্র মধ্যে দ্বীপ ও বৃক্ষ সকল নিরীক্ষণ না

করিয়া ভীত ও মোহে নিতান্ত অভিভূত হইল এবং কোথায় অবস্থান পূর্ব্বক শ্রান্তি দূর করিবে, বারংবার ইহাই চিন্তা করিতে লাগিল। হে কর্ণ! মহাসাগর জলজন্তুগণের আকর ও দুঃসহ বেগ সম্পন্ন; উহা অসংখ্য মহাসত্ত্বে সমুদ্ভাসিত হইয়া আকাশকেও পরাভূত করিয়াছে। গাম্ভীর্য্যে কেহই উহারে অতিক্রম করিতে সমর্থ হয় নাই। উহার জলরাশি আকাশের ন্যায় সুদূর বিস্তৃত। সুতরাং সমান্য কাক কি রূপে সেই বহু বিস্তীর্ণ অর্ণব পার হইতে সমর্থ হইবে। অনন্তর হংস বহু দূর অতিক্রম করিয়া মুহূর্ত্তকাল সেই কাককে নিরীক্ষণ করত তাহারে পরিত্যাগ পূর্ব্বক গমন করিতে সমর্থ হইয়াও তাহার আগমনকাল প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। তখন কাক অতিশয় পরিশ্রান্ত হইয়া হংস সন্নিধানে আগমন করিল। হংস কাককে হীনগতি ও নিমজ্জনোন্মুখ দেখিয়া সৎপুরুযোচিত ব্রত স্মরণ পূর্ব্বক তাহারে উদ্ধার করিবার নিমিত্ত কহিল, হে কাক! তুমি শত প্রকার উড্ডয়নের বিষয় বারংবার উল্লেখ করিয়া গোপনীয় বিষয় ব্যক্ত করিয়াছ। তুমি এক্ষণে যেরূপ গতি অবলম্বন পূর্ব্বক উড্ডীন হইতেছ, ইহার নাম কি? তুমি চঞ্চুপুট ও দুই পক্ষ দ্বারা বারংবার সলিল স্পর্শ করিতেছ; অতএব বল, এক্ষণে কোন্ গতি আশ্রয় করিয়াছ? হে কাক! আমি তোমার অপেক্ষা করিতেছি, তুমি শীঘ্র আমার নিকট আগমন কর।

হে কর্ণ! তখন সেই দুষ্টস্বভাব বায়স সাগরের পার নিরীক্ষণ না করিয়া একান্ত শ্রান্ত, বায়ুবেগ-প্রমথিত ও নিমজ্জনোন্মুখ হইয়া আর্ত্ত স্বরে হংসকে কহিল, হে হংস!

আমরা কাক ; কাকা শব্দ করিয়া ইতস্তত সঞ্চরণ করি। এক্ষণে আমি জীবন সমর্পণ পূর্ব্বক তোমার শরণাপন্ন হই-তেছি, তুমি আমারে সমুদ্র পারে লইয়া যাও। বায়স এই বলিয়া সাতিশয় পরিশ্রান্ত ও নিতান্ত কাতর হইয়া দুই পক্ষ ও চঞ্চুপুট দ্বারা সাগর সলিল স্পর্শ করত নীর মধ্যে নিপতিত হইল। তখন হংস বায়সকে সাগরসলিলে নিপতিত, দীনমনা ও ম্রিয়মান দেখিয়া কহিল, হে কাক ! তুমি আত্মশ্লাঘা করিয়া কহিয়াছিলে যে, আমি শত প্রকার উড্ডয়ন প্রদর্শন করিব ; এক্ষণে সেই বাক্যটি স্মরণ কর। তুমি শত প্রকার উড্ডয়-নাভিজ্ঞ ও আমা অপেক্ষা সমধিক ক্ষমতা সম্পন্ন ; তবে এক্ষণে এইরূপ পরিশ্রান্ত হইয়া কি নিমিত্ত সাগরে নিপতিত হইলে ?

তখন কাক একান্ত অবসন্ন হইয়া উপরিভাগে হংসকে অবলোকন পূর্ব্বক প্রসন্ন করত কহিল, হে হংস ! আমি উচ্ছিষ্ট ভোজনে দর্পিত হইয়া আপনারে স্থপর্ণের ন্যায় জ্ঞান এবং অন্যান্য কাক ও অপরাপর পক্ষিগণকে অবজ্ঞা করিয়া-ছিলাম। এক্ষণে প্রাণ রক্ষার্থ তোমার শরণাপন্ন হইলাম, তুমি আমারে দ্বীপে লইয়া চল। যদি আমি জীবিতাবস্থায় স্বদেশে যাইতে পারি, তাহা হইলে আর কাহারেও অপমানিত করিব না। তুমি আমারে এই বিপদ্ হইতে উদ্ধার কর। তখন বেগবান্ হংস মহার্ণবে নিপতিত বিচেতন বায়সের কাতরোক্তি শ্রবণে করুণার্দ্র হইয়া পদ দ্বারা তাহারে বেগে উৎক্ষেপণ ও আপনার পৃষ্ঠে সংস্থাপন পূর্ব্বক পূর্ব্বে যে দ্বীপ হইতে স্পর্দ্ধা সহকারে উড্ডীন হইয়াছিল, তথায় পুনরায়

উত্তীর্ণ হইল এবং কাককে আশ্বাসিত করিয়া স্বাভিলষিত স্থানে প্রস্থান করিল।

হে কর্ণ! এইরূপে সেই উচ্ছিষ্টান্ন পরিপোষিত বায়স হংস কর্ত্তৃক পরাজিত হইয়া স্বীয় বলবীর্য্য পরিত্যাগ পূর্ব্বক ক্ষমাগুণ অবলম্বন করিল। তুমিও সেই উচ্ছিষ্টভোজী কাকের ন্যায় নিঃসন্দেহ দুর্য্যোধনাদির উচ্ছিষ্টান্নে প্রতিপালিত হইয়া কি প্রধান কি তুল্য সকলকেই অবজ্ঞা করিতেছ। হে সূত-পুত্র! বিরাট নগরে সংগ্রাম সমুপস্থিত হইলে, সিংহ যেমন অনায়াসে শৃগালদিগকে পরাজয় করে, তদ্রূপ অর্জ্জুন তোমা-দিগকে পরাজয় করিয়াছিল। সে সময় তুমি দ্রোণ, অশ্বত্থামা, কৃপ, ভীষ্ম ও অন্যান্য কৌরবগণ কর্ত্তৃক রক্ষিত হইয়াও কি নিমিত্ত তাহারে বিনাশ করিতে সমর্থ হও নাই; তৎকালে তোমার বল বিক্রম কোথায় ছিল। সব্যসাচী তোমার ভ্রাতারে নিহত করিলে তুমি সমস্ত কৌরবগণের সমক্ষে সর্ব্বাগ্রে পলায়ন করিয়াছিলে। দ্বৈতবনে গন্ধর্ব্বগণ কৌরবদিগকে আক্রমণ করিলে তুমিই সমস্ত কৌরবগণকে পরিত্যাগ করিয়া প্রথমে পলায়ন কর। সেই সময় অর্জ্জুন সংগ্রামে চিত্রসেন প্রমুখ গন্ধর্ব্বগণকে পরাজয় পূর্ব্বক জয় লাভ করিয়া ভার্য্যা-সমবেত দুর্য্যোধনকে মুক্ত করিয়াছিল। পরশুরাম রাজ সভায় অর্জ্জুন ও বাসুদেবের পূর্ব্ব প্রভাব কীর্ত্তন করিয়াছেন। ভীষ্ম-দেব এবং দ্রোণাচার্য্যও সর্ব্বদাই ভূপতিগণ সমক্ষে বাসুদেব ও ধনঞ্জয়কে অবধ্য বলিয়া নির্দ্দেশ করিতেন। হে সূতপুত্র! ব্রাহ্মণ যেমন সকল প্রাণী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, তদ্রূপ ধনঞ্জয় তোমা অপেক্ষা প্রধান। এক্ষণে তুমি অবিলম্বে সেই এক-

রথারূঢ় বসুদেবাত্মজ কৃষ্ণ ও কুন্তীপুত্র অর্জ্জুনকে দেখিতে পাইবে। অতএব সেই বায়স যেমন বুদ্ধি পূর্ব্বক হংসকে আশ্রয় করিয়াছিল, তদ্রূপ তুমিও সেই বীরদ্বয়কে আশ্রয় করিও। হে কর্ণ! যখন তুমি মহাবল পরাক্রান্ত অর্জ্জুন ও বাসুদেবকে এক রথে অবলোকন করিবে, তখন আর এরূপ কথা কহিবে না। যখন পার্থ শত শত বার তোমার দর্পচূর্ণ করিবেন, তখন তুমি তাঁহার ও তোমার যে কি বৈলক্ষণ্য, তাহা অবগত হইবে; তুমি অজ্ঞতা প্রযুক্তই দেব, অসুর ও মনুষ্যগণের মধ্যে প্রসিদ্ধ নরোত্তম বাসুদেব ও ধনঞ্জয়কে অশ্রদ্ধা করিতেছ। হে মূঢ়! এক্ষণে তুমি আপনারে খদ্যোত স্বরূপ এবং অর্জ্জুন ও বাসুদেবকে সূর্য্য ও চন্দ্র স্বরূপ বিবেচনা করিয়া নিরস্ত হও। আর তাঁহাদিগকে অবজ্ঞা বা আত্মশ্লাঘা করিও না।

ত্রিচত্বারিংশত্তম অধ্যায়।

হে মহারাজ! মহাবীর কর্ণ মদ্ররাজের সেই কঠোর বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, হে মদ্ররাজ! আমি অর্জ্জুন ও বাসুদেবকে সম্যক্ অবগত হইয়াছি। আমি বাসুদেবের রথ চালন ও অর্জ্জুনের অস্ত্রবল যেরূপ জ্ঞাত আছি, তুমি তদ্রূপ নও; অতএব আমি নির্ভীক চিত্তে সেই অস্ত্রবিদগ্রগণ্য মহাত্মা বীর দ্বয়ের সহিত সমরে প্রবৃত্ত হইব; কিন্তু দ্বিজোত্তম পরশুরামের শাপের নিমিত্ত আমার অতিশয় সন্তাপ হইতেছে। পূর্ব্বে আমি দিব্যাস্ত্র শিক্ষার নিমিত্ত ব্রাহ্মণবেশে পরশুরামের সমীপে অবস্থান করিয়াছিলাম। একদা গুরু আমার ঊরুদেশে মস্তক অর্পণ করিয়া নিদ্রিত হইলে দেবরাজ ইন্দ্র অর্জ্জুনের

হিতাভিলাষে আমার বিঘ্ন বিধানার্থ কীটরূপ ধারণ করিয়া আমার ঊরুদেশ বিদীর্ণ করিলেন। ঊরুদেশ বিদারিত হইলে তাহা হইতে অতিমাত্র শোণিত বিনির্গত হইতে লাগিল তথাপি আমি গুরুর নিদ্রাভঙ্গ ভয়ে স্থির হইয়া রহিলাম। ক্ষণকাল পরে মহাত্মা জমদগ্নিতনয় বিনিদ্র হইয়া সেই শোণিত দর্শনে আমার দৃঢ়তর ধৈর্য্যগুণ পর্য্যালোচনা করত কহিলেন, বৎস! তুমি ব্রাহ্মণ নহ; অতএব যথার্থরূপে আত্ম-পরিচয় প্রদান কর। তখন আমি সূতপুত্র বলিয়া আত্মপরিচয় প্রদান করিলাম। মহাতপা ভার্গব আমার বাক্য শ্রবণে রোষাবিষ্ট হইয়া আমারে এই অভিশাপ প্রদান করিলেন যে, হে দুষ্টাত্মন্! তুমি শঠতাচরণ পূর্ব্বক আমার নিকট হইতে যে ব্রহ্মাস্ত্র প্রাপ্ত হইয়াছ, তোমার মৃত্যুকাল উপস্থিত হইলে তাহা আর স্মৃতিপথারূঢ় হইবে না। রে মূঢ়! অব্রাহ্মণ কি কখন ব্রাহ্মণ হইতে পারে? হে মদ্ররাজ! আজি এই ভীষণ তুমুল সংগ্রামে আমি সেই অস্ত্র বিস্মৃত হইলে ভরতকুল-তিলক ভীমপরাক্রম অর্জ্জুন সমস্ত ক্ষত্রিয়গণকে সন্তপ্ত করিবে; এই নিমিত্তই আমি যৎপরোনাস্তি দুঃখিত হই-য়াছি। যাহা হউক, আমার সর্পময় শর আছে, তদ্দ্বারা আমি শত্রুগণকে সংহার করিয়া অসহ্যপরাক্রম, সত্যপ্রতিজ্ঞ, ক্রূর-কর্ম্মা মহাবল পরাক্রান্ত মহাধনুর্দ্ধর ধনঞ্জয়কে বিনাশ করিব। মহাসমুদ্র অসংখ্য জনগণকে জলনিমগ্ন করিবার মানসে ভীষণ বেগে প্রবাহিত হইলে তীরভূমি যেমন তাহারে নিবা-রণ করে, তদ্রূপ মহাস্ত্রবল সম্পন্ন মহাবীর অর্জ্জুন মর্ম্মভেদী অরাতি ঘাতন শরনিকরে নরপালগণকে উন্মূলিত করিতে

উদ্যত হইলে আমি বাণপাতে তাহারে নিবারণ করিব। হে শল্য! যে মহাবীর অদ্বিতীয় ধনুর্দ্ধর এবং যে সমরাঙ্গনে সুরাসুরগণকেও পরাজিত করিতে সমর্থ, আজি সেই বীরের সহিত আমার ঘোরতর সংগ্রাম সন্দর্শন কয়। প্রদীপ্ত মার্ত্তণ্ড সদৃশ মহাবীর অর্জ্জুন অলৌকিক মহাস্ত্র গ্রহণ পূর্ব্বক যুদ্ধার্থ সমাগত হইলে আমি মেঘের ন্যায় শরজালে তাহারে সমাচ্ছন্ন করিয়া স্বীয় উত্তমাস্ত্রে তাহার অস্ত্র সকল ছেদন পূর্ব্বক তাহারে ভূতলে নিপাতিত করিব। জলধর যেমন বারি বর্ষণে সর্ব্বলোক-দহনোন্মুখ প্রজ্বলিত হুতাশনকে প্রশমিত করে, তদ্রূপ আজি শরনিকর নিপাতে তাহারে প্রশমিত করিব। সুতীক্ষ্ণদংষ্ট্র আশী-বিষ সদৃশ ক্রোধপ্রদীপ্ত কুন্তীনন্দন আজি আমার নিশিত ভল্ল প্রহারে সমরে নিরস্ত হইবে। হিমাচল যেমন অনায়াসে অত্যুগ্র বায়ুবেগ সহ্য করে, তদ্রূপ আমি রথমার্গবিশারদ সমরনিপুণ ধনঞ্জয়ের পরাক্রম সহ্য করিব। যে মহাবীর স্বীয় বাহুবলে সমুদায় পৃথিবী পরাজয় করিয়াছিল, যাহার তুল্য যোদ্ধা আর কেহই নাই, অদ্য আমি তাহার সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইব। যে বীর পুরুষ খাণ্ডব দাহ কালে দেবগণের সহিত অসংখ্য জীব জন্তু পরাজিত করিয়াছেন, আমি ব্যতীত আর কোন্ ব্যক্তি জীবিত নিরপেক্ষ না হইয়া সেই সব্যসাচীর সহিত সংগ্রামে সমুদ্যত হইতে সমর্থ হয়। হে শল্য! আজি আমি নিশিত শরনিকর দ্বারা সেই অভিমান সম্পন্ন শিক্ষিতাস্ত্র দিব্যাস্ত্রবেত্তা ক্ষিপ্রহস্ত মহাবীর ধনঞ্জয়ের শিরশ্ছেদন করিব। অন্য কোন মনুষ্যই অসহায় হইয়া যাহার সহিত যুদ্ধ করিতে সাহসী হয় না; আমার মৃত্যুই হউক, বা জয় লাভই হউক,

অদ্য সেই ধনঞ্জয়ের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইব, সন্দেহ নাই। হে মূর্খ! তুমি কি নিমিত্ত আমার নিকট অর্জ্জুনের পৌরুষ প্রকাশ করিতেছ; আমি স্বয়ংই হৃষ্ট মনে ভূপালগণ সমক্ষে তাহার পুরুষকার কীর্ত্তন করিব। তুমি অপ্রিয়কারী, নিষ্ঠুর, ক্ষুদ্রাশয় ও একান্ত অসহিষ্ণু; আমি তোমার সদৃশ শত ব্যক্তিকে বিনাশ করিতে পারি; কিন্তু এক্ষণে অসময় বলিয়া ক্ষমা প্রদর্শন করিলাম। তুমি নিতান্ত মূর্খের ন্যায় আমার অবমাননা করিয়া অর্জ্জুনের প্রতি প্রিয় বাক্য প্রয়োগ করিতেছ। দেখ, আমার সহিত সরল ব্যবহার করাই তোমার কর্ত্তব্য; কিন্তু তুমি তাহা না করিয়া আমার প্রতি কুটিলতা প্রদর্শন করিতেছ, সুতরাং তুমি অতি মিত্রদ্রোহী ও পাষণ্ড। হে মূঢ়! এক্ষণে রাজা দুর্য্যোধন স্বয়ং যুদ্ধে আগমন করিয়াছেন, ইহা অতি ভয়ঙ্কর কাল। আমি মহারাজ দুর্য্যোধনের প্রিয় কার্য্য সংসাধনার্থ যত্ন করিতেছি, কিন্তু তুমি যাহাদের সহিত কিছুমাত্র মিত্রতা নাই, তাহাদেরই হিতানুষ্ঠানের অভিলাষ করিতেছ। হে শল্য! যিনি স্নেহ প্রদর্শন, হর্ষ বর্দ্ধন, প্রীতি সম্পাদন, রক্ষা বিধান ও হিতাভিলাষ করেন, তিনিই মিত্র। আমার এই সমস্ত গুণ বিদ্যমান রহিয়াছে; তাহা রাজা দুর্য্যোধনেরও অবিদিত নাই। আর যে ব্যক্তি বিনাশ সাধন, হিংসা, শাসন, হীনতা ও অবসাদ সম্পাদন এবং বল প্রকাশ করে, সেই শত্রু। তোমাতে এই উক্ত দোষ সমুদায়ের প্রায় সকলই বিদ্যমান রহিয়াছে এবং তুমি তৎ সমুদায় আমার প্রতি প্রদর্শন করিতেছ। যাহা হউক, হে শল্য! অদ্য আমি রাজা

দুর্য্যোধনের হিত সাধন, তোমার প্রীতি সম্পাদন এবং আপনার জয় লাভ, যশোলাভ ও ধর্ম্ম লাভের নিমিত্ত পরম যত্ন সহকারে অর্জ্জুন ও বাসুদেবের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইব। তুমি এক্ষণে আমার অদ্ভুত কার্য্য, ব্রাহ্ম অস্ত্র, ঐন্দ্র, বারুণ প্রভৃতি দিব্য অস্ত্র ও মানুষ অস্ত্র সমুদায় নিরীক্ষণ কর। যদি অদ্য আমার রথচক্র বিষম প্রদেশে নিপতিত না হয়, তাহা হইলে আমি মত্ত মাতঙ্গ যেমন মত্ত মাতঙ্গের সহিত সংগ্রাম আরম্ভ করে, তদ্রূপ মহাবল পরাক্রান্ত ধনঞ্জয়ের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া জয় লাভার্থ তাহার প্রতি দুর্নিবার ব্রাহ্ম অস্ত্র নিক্ষেপ করিব। ঐ অস্ত্র হইতে কেহই পরিত্রাণ প্রাপ্ত হইতে সমর্থ নহে। হে শল্য! তুমি নিশ্চয় জানিবে যে, আমি দণ্ডধারী যম, পাশহস্ত বরুণ, গদাধারী ধনপতি ও সবজ্র বাসব প্রভৃতি কোন আততায়ী শত্রু হইতেই ভীত হই না; এই নিমিত্ত জনার্দ্দন ও ধনঞ্জয় হইতে আমার অন্তঃকরণে কিছুমাত্র ভয় সঞ্চার হইতেছে না। অতএব অদ্য আমি অবশ্যই তাহাদিগের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইব।

হে মদ্ররাজ! একদা আমি অস্ত্রাভ্যাসের নিমিত্ত প্রমত্তের ন্যায় অনবরত শরনিকর বর্ষণ পূর্ব্বক অটবীতে পর্য্যটন করত অজ্ঞানতা নিবন্ধন কোন এক ব্রাহ্মণের হোমধেনু সম্ভূত বৎসকে সংহার করিয়াছিলাম। ব্রাহ্মণ তদ্দর্শনে আমারে কহিলেন, তুমি প্রমত্ত হইয়া আমার এই হোমধেনুর বৎসকে বিনাশ করিয়াছ; অতএব তুমি যুদ্ধ করিতে যে সময় একান্ত ভীত হইবে, তৎকালে তোমার রথচক্র বিল মধ্যে নিপতিত হইবে, সন্দেহ নাই। হে শল্য! আমি কেবল সেই ব্রাহ্মণের

অভিশাপ ভয়ে ভীত হইতেছি। তিনি এই রূপে অভিশাপ প্রদান করিলে এই সমস্ত সুখ দুঃখের ঈশ্বর সোমবংশীয় ভূপালেরা তাঁহারে সহস্র ধেনু ও ছয় শত বলীবর্দ্দ প্রদান করিলেন, কিন্তু ব্রাহ্মণ কিছুতেই প্রসন্ন হইলেন না। পরে আমিও সাত শত দীর্ঘদন্ত হস্তী ও অসংখ্য দাস দাসী প্রদান করিয়া তাঁহারে প্রসন্ন করিতে সমর্থ হইলাম না। তৎপরে আমি তাঁহারে শ্বেতবর্ণ বৎস সম্পন্ন কৃষ্ণকায় চতুর্দ্দশ সহস্র ধেনু প্রদান করিলাম; ব্রাহ্মণ তথাপি প্রসন্ন হইলেন না। পরে আমি তাঁহারে সৎকার করিয়া সর্ব্বোপকরণ সম্পন্ন গৃহ ও সমস্ত ধন প্রদান করিলাম, কিন্তু তিনি তাহাও প্রতিগ্রহ করিলেন না। অনন্তর তিনি আমারে প্রযত্ন সহকারে অপরাধ মার্জ্জনা করিবার নিমিত্ত প্রার্থনা করিতে দেখিয়া কহিলেন, হে সূত! আমি যাহা কহিয়াছি, তাহা কদাচ অন্যথা হইবে না। মিথ্যা বাক্য কথিত হইলে প্রজা বিনষ্ট এবং তদ্দ্বারা আমারেও পাপগ্রস্ত হইতে হইবে। অতএব আমি ধর্ম্ম রক্ষার্থ মিথ্যা বাক্য প্রয়োগ করিতে পারিব না। হে সূত! তুমি আমার সত্যের প্রতি হিংসা করিও না, মৎ প্রদত্ত শাপ তোমার গোবধের প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ হইবে। কেহই আমার বাক্য অন্যথা করিতে সমর্থ হইবে না। অতএব তুমি মদ্দত্ত অভিশাপের ফল ভোগ কর। হে শল্য! আমি তোমা কর্ত্তৃক তিরস্কৃত হইয়াও বন্ধুতা নিবন্ধন তোমারে এই কথা কহিলাম। এক্ষণে তুমি তুষ্ণীম্ভাব অবলম্বন পূর্ব্বক আরও যাহা কহিতেছি, শ্রবণ কর।

চতুশ্চত্বারিংশত্তম অধ্যায়।

হে মহারাজ! অরাতি ঘাতন কর্ণ মদ্ররাজকে এই রূপে

নিবারণ করিয়া পুনরায় কহিলেন, হে শল্য! তুমি নিদর্শন প্রদর্শনের নিমিত্ত আমার নিকট যে উপাখ্যান কীর্ত্তন করিলে, আমি তাহাতে কখনই সমরে ভীত হইব না। বাসুদেব ও ধনঞ্জয়ের কথা দূরে থাকুক, যদি ইন্দ্রাদি দেবগণও আমার সহিত যুদ্ধ করেন, তথাপি আমার মনে ভয় সঞ্চার হয় না। তুমি বাক্য দ্বারা আমারে কদাচ শঙ্কিত করিতে পারিবে না। তুমি আমার প্রতি বারংবার কটূক্তি করিতেছ, কিন্তু নীচেরাই পরুষ বাক্য প্রয়োগ পূর্ব্বক বল প্রকাশ করিয়া থাকে। হে দুর্ম্মতে! তুমি আমার গুণ বর্ণনে অশক্ত হইয়া কেবল বিবিধ কুবাক্য প্রয়োগ করিতেছ; কিন্তু স্পষ্ট জানিও যে, কর্ণ ভীত হইবার নিমিত্ত এই সংসারে জন্ম গ্রহণ করেন নাই, আপনার বিক্রম প্রকাশ ও যশোলাভের নিমিত্তই সমুদ্ভূত হইয়াছেন। হে শল্য! এক্ষণে তুমি কেবল আমার সহিষ্ণুতা, সৌহার্দ্দ ও মিত্রের ইষ্ট সাধন এই তিন কারণ বশত জীবিত রহিয়াছ। রাজা দুর্য্যোধনের গুরুতর কার্য্য উপস্থিত হইয়াছে এবং তিনি সেই কার্য্যভার আমার উপর নিহিত করিয়াছেন; আর আমিও পূর্ব্বে তোমার কটূক্তি ক্ষমা করিব বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছি; বিশেষত মিত্রদ্রোহ নিতান্ত পাপজনক; এই সমস্ত কারণ বশতই তুমি এতাবৎকাল জীবিত রহিয়াছ। হে মদ্ররাজ! আমি সহস্র শল্য সদৃশ; অতএব আমি সহায় না থাকিলেও অনায়াসে শত্রুগণকে জয় করিতে পারি।

পঞ্চচত্বারিংশত্তম অধ্যায়।

শল্য কহিলেন, হে রাধেয়! তুমি অরাতিগণকে উদ্দেশ

করিয়া যাহা কহিলে, উহা প্রলাপমাত্র। তোমার ন্যায় সহস্র কর্ণও তাহাদিগকে পরাজয় করিতে সমর্থ নহে।

মদ্ররাজ সূতপুত্রের প্রতি এই রূপ পরুষ বাক্য প্রয়োগ করিলে কর্ণ যৎপরোনাস্তি ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহার প্রতি দ্বিগুণতর নিষ্ঠুর বাক্য প্রয়োগ করত কহিলেন, হে মদ্ররাজ! আমি ধৃতরাষ্ট্র সমীপে ব্রাহ্মণ মুখে যাহা শ্রবণ করিয়াছি, তুমি অবহিত হইয়া তাহা শ্রবণ কর। ব্রাহ্মণগণ ধৃতরাষ্ট্র মন্দিরে বিবিধ বিচিত্র দেশ ও পূর্ব্বতন ভূপতিগণের বৃত্তান্ত কহিতেন। তথায় একদা এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ বাহীক ও মদ্রদেশোদ্ভব ব্যক্তিদিগকে নিন্দা করত কহিতে লাগিলেন, হে রাজন্! যাহারা হিমালয়, গঙ্গা, সরস্বতী, যমুনা ও কুরুক্ষেত্রের বহির্ভাগে এবং যাহারা সিন্ধুনদী ও তাহার পাঁচ শাখা হইতে দূর প্রদেশে অবস্থিত, সেই সমস্ত ধর্ম্মবর্জ্জিত অশুচি বাহীকগণকে পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য। গোবর্দ্ধন, বট ও সুভদ্র নামে চত্বর বাল্যাবধি আমার স্মৃতিপথে জাগরূক রহিয়াছে। আমি নিতান্ত নিগূঢ় কার্য্যানুরোধ বশত বাহীকগণের সহিত বাস করিয়াছিলাম। তন্নিবন্ধন তাহাদের ব্যবহার বিদিত হইয়াছি। শাকল নামে নগর, আপগা নামে নদী ও জর্ত্তিকাভিধেয় বাহীকগণের ব্যবহার যাহার পর নাই নিন্দনীয়। তথায় আচারভ্রষ্ট ব্যক্তিরা গৌড়ীসুরা পান এবং লশুনের সহিত ভৃষ্ট যব, অপূপ ও গোমাংস ভোজন করিয়া থাকে। কামিনীগণ মত্ত, বিবস্ত্র ও মাল্যচন্দন রহিত হইয়া নগরের গৃহ প্রাচীর সমীপে নৃত্য এবং গর্দ্দভ ও উষ্ট্রের ন্যায় চীৎকার করিয়া অশ্লীল সঙ্গীত করিয়া থাকে। তাহারা স্বপরপুরুষ

বিবেক বিহীন হইয়া স্বেচ্ছাক্রমে বিহার করত উচ্চৈঃস্বরে পুরুষগণের প্রতি আহ্লাদজনক বাক্য প্রয়োগ করে। একদা এক জন বাহীক কুরুজাঙ্গলে অবস্থান পূর্ব্বক অপ্রফুল্ল মনে কহিয়াছিল, আহা! সেই সূক্ষ্মকম্বল বাসিনী গৌরী আমারে স্মরণ করিয়া শয়ন করিতেছে। হায়! আমি কত দিনে রম্যা শতদ্রু ও ইরাবতী উত্তীর্ণ হইয়া স্বদেশে গমন পূর্ব্বক সেই কম্বলাজিন সংবীত স্থূল ললাটাস্থি সম্পন্ন গৌরীগণের মনঃশিলার ন্যায় উজ্জ্বল অপাঙ্গদেশ, ললাট, কপোল, ও চিকুরে অঞ্জনচিহ্ন এবং গর্দ্দভ, উষ্ট্র ও অশ্বতরের শব্দতুল্য মৃদঙ্গ, আনক, শঙ্খ ও মর্দ্দলের নিস্বন সহকারে কেলিপ্রসঙ্গ অবলোকন করিব। হায়! কত দিনে শমী, পীলু ও করীরের অরণ্যে চক্রসমবেত অপূপ ও শক্তুপিণ্ড ভোজন করত সুখী হইব, এবং মহাবেগে গমন পূর্ব্বক পথি মধ্যে পথিকদিগের বস্ত্রাপহরণ করিয়া বারংবার তাহাদিগকে তাড়ন করিব। হে মহারাজ! দুরাত্মা বাহীকদিগের এই রূপ দুশ্চরিত। তাহাদের দেশে কোন্ সহৃদয় ব্যক্তি অবস্থান করিতে পারে।

হে শল্য! তুমি যে বাহীকগণের পুণ্যপাপের ষষ্ঠাংশ ভোগ করিয়া থাক, সেই ব্রাহ্মণ তাহাদিগের এইরূপ ব্যবহার কীর্ত্তন করিয়াছিলেন। সেই ব্রাহ্মণ পুনর্ব্বার যাহা কহিলেন, তাহাও শ্রবণ কর। বাহীক দেশে শাকল নামে এক নগর আছে। তথায় এক রাক্ষসী প্রতি কৃষ্ণ চতুর্দ্দশীর রজনীতে দুন্দুভিধ্বনি করত এইরূপ সঙ্গীত করিয়া থাকে যে, আহা! আমি কত দিনে পুনরায় এই শাকল নগরে সুসজ্জিত হইয়া গৌরীগণের সহিত গৌড়ীসুরা পান এবং গোমাংস ও

পলাণ্ডুযুক্ত মেষমাংস ভোজন করিয়া বাহেয়িক সঙ্গীত করিব। যাহারা বরাহ, কুক্কুট, গো, গর্দ্দভ, উষ্ট্র ও মেষের মাংস ভোজন না করে, তাহাদের জন্ম নিরর্থক। হে শল্য! শাকল দেশের আবাল বৃদ্ধ সকলেই সুরা পানে মত্ত হইয়া এইরূপ সঙ্গীত করিয়া থাকে; অতএব তাহাদিগের ধর্ম্মজ্ঞান কিরূপে সম্ভাবিত হইতে পারে?

হে মদ্ররাজ! আর এক ব্রাহ্মণ কুরুসভায় যাহা কহিয়াছিলেন, তাহাও শ্রবণ কর। হিমাচলের বহির্ভাগে, যে স্থানে পীলু বন বিদ্যমান আছে এবং সিন্ধু ও তাহার শাখা শতদ্রু, বিপাশা, ইরাবতী, চন্দ্রভাগা ও বিতস্তা নদী প্রবাহিত হইতেছে, সেই অরট্টদেশ নিতান্ত ধর্ম্মহীন; তথায় গমন করা অবিধেয়। ব্রাহ্মণ, দেবতা ও পিতৃলোক ধর্ম্মভ্রষ্ট সংস্কারহীন অরট্টদেশীয় বাহীকদিগের পূজা গ্রহণ করেন না। সেই ঘৃণাশূন্য মূর্খেরা শক্তু ও মদ্যবিলিপ্ত কুক্কুরাবলীঢ় কাষ্ঠময় ও মৃণ্ময় পাত্রে উষ্ট্র, গর্দ্দভ ও মেষের দুগ্ধ ও তজ্জাত দধি প্রভৃতি ভক্ষণ করিয়া থাকে। সেই দুরাচারগণ কোন প্রকার অন্ন ভক্ষণে বা ক্ষীর পানে পরাঙ্মুখ নহে। তাহাদের কাহারই পিতার নির্ণয় নাই। পণ্ডিতগণ কদাচ তাহাদের সংসর্গ করেন না।

হে শল্য! কুরুসভায় বিপ্র আরও যাহা কহিয়াছিলেন, আমি তাহা তোমার নিকট কীর্ত্তন করিতেছি। যে ব্যক্তি যুগন্ধরে উষ্ট্রাদির দুগ্ধ পান, অচ্যুত স্থলে বাস ও ভূতিলয়ে স্নান করে, তাহার কিরূপে স্বর্গ লাভ হইবে? পঞ্চ নদী পর্ব্বত হইতে নিঃসৃত হইয়া যে স্থলে প্রবাহিত হইতেছে,

সেই স্থানের নাম আরট্ট ; সাধু লোক তথায় কদাচ দুই দিন অবস্থান করিবেন না। বিপাশা নদীতে বাহ ও বহীক নামে দুইটি পিশাচ আছে। বাহীকেরা তাহাদেরই অপত্য। উহারা প্রজাপতির সৃষ্ট নহে ; সুতরাং হীনযোনি হইয়া কিরূপে শাস্ত্র বিহিত ধর্ম্ম পরিজ্ঞাত হইবে। ধর্ম্ম বিবর্জ্জিত কারস্কর, মাহিষক, কালিঙ্গ, কেরল, কর্কোটক ও বীরকগণকে পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য। হে মদ্ররাজ ! সেই ব্রাহ্মণ তীর্থগমনানুরোধে সেই আরট্ট দেশে এক রাত্রি অবস্থান করিয়াছিলেন। ঐ রজনীতে এক উলূখলমেখলা রাক্ষসী তাঁহাবে এই সকল বৃত্তান্ত কহিয়াছিল। সেই আরট্টদেশ বাহীকগণের বাসস্থান, তথায় যে সকল হতভাগ্য ব্রাহ্মণ বাস করে, তাহাদের বেদাধ্যয়ন বা যজ্ঞানুষ্ঠান কিছুই নাই। দেবগণ সেই ব্রতবিহীন দুরাচারদিগের অন্ন ভোজন করেন না। আরট্টদেশের ন্যায় প্রস্থল, মদ্র, গান্ধার, খস, বসাতি, সিন্ধু ও সৌবীর দেশে এইরূপ কুৎসিত ব্যবহার প্রচলিত আছে।

ষট্‌চত্বারিংশত্তম অধ্যায়।

হে শল্য ! আমি পুনরায় তোমারে এক উপাখ্যান কহিতেছি, তুমি একাগ্রচিত্তে তাহার আদ্যোপান্ত শ্রবণ কর। কিছু দিন হইল, এক ব্রাহ্মণ আমাদের ভবনে অতিথি হইয়াছিলেন। তিনি তথায় সদাচার দর্শনে সাতিশয় সন্তুষ্ট হইয়া কহিলেন, আমি বহুকাল একাকী হিমালয় শৃঙ্গে বাস ও নানা ধর্ম্ম সঙ্কুল বহুতর দেশ দর্শন করিয়াছি ; কিন্তু কুত্রাপি সমুদায় প্রজারে ধর্ম্মের বিরুদ্ধাচরণ করিতে দেখি নাই। সকলেই বেদোক্ত ধর্ম্মকে যথার্থ ধর্ম্ম বলিয়া থাকে। পরিশেষে আমি

নানা জনপদ ভ্রমণ করত বাহীক দেশে উপস্থিত হইয়া শুনিলাম, তত্রস্থ লোক সকল অগ্রে ব্রাহ্মণ হইয়া পরে ক্রমে ক্রমে ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র, বাহীক ও নাপিত হয়। অনন্তর পুনরায় ব্রাহ্মণ হইয়া তৎপরে দাস হয়। গান্ধার, মদ্রক ও বাহীকেরা সকলেই কামচারী, লঘুচেতা ও সংকীর্ণ। আমি সমস্ত পৃথিবী ভ্রমণ করিয়া বাহীকদেশে এইরূপ ধর্ম্মসঙ্কর কারক আচার বিপর্য্যয় শ্রবণ করিলাম।

হে মদ্রাধিপ! আমি আর এক জনের নিকট বাহীক-দিগের যে কুৎসিত কথা শ্রবণ করিয়াছিলাম, তাহাও কহি-তেছি, শ্রবণ কর। পূর্ব্বে আরট্ট দেশীয় দস্যুরা এক পতিব্রতা সীমন্তিনীরে অপহরণ পূর্ব্বক তাঁহার সতীত্ব ভঙ্গ করিলে তিনি এই শাপ প্রদান করিয়াছিলেন যে, হে নরাধমগণ! তোমরা অধর্ম্মাচরণ পূর্ব্বক আমার সতীত্ব ভঙ্গ করিলে; অতএব তোমাদিগের কুলকামিনীগণ সকলেই ব্যভিচারিণী হইবে। আর তোমরা কখনই এই ঘোরতর পাপ হইতে বিমুক্ত হইবে না। হে শল্য! এই নিমিত্তই আরট্টদিগের পুত্রেরা ধনাধিকারী না হইয়া ভাগিনেয়গণই ধনাধিকারী হইয়া থাকে। কুরু, পাঞ্চাল, শাল্ব, মৎস্য, নৈমিষ, কোশল, কাশপৌণ্ড্র, কলিঙ্গ, মগধ এবং চেদিদেশীয় মহাত্মারা সকলেই শাশ্বত পুরাতন ধর্ম্ম সবিশেষ অবগত আছেন এবং তদনুসারে কার্য্য করিয়া থাকেন। অধিক কি বলিব, বাহীক, মদ্রক ও কুটিলহৃদয় পাঞ্চনদ, ভিন্ন আর সকল দেশের অসাধু ব্যক্তিদিগেরও ধর্ম্ম বিষয় বিদিত আছে।

হে মদ্ররাজ! তুমি এই সকল বৃত্তান্ত জ্ঞাত হইয়া তূষ্ণী-

ন্তাব অবলম্বন কর। তুমি সেই সকল লোকদিগের রক্ষাকর্ত্তা এবং তাহাদিগের পুণ্যপাপের যড়্ভাগ হর্ত্তা অথবা রাজা প্রজা রক্ষা করিলেই তাহাদিগের পুণ্যভাগী হন, তোমার ত তাহাদিগের রক্ষার্থ যত্ন নাই; অতএব তুমি তাহাদের পুণ্য ভাগের অধিকারী নহ, কেবল তাহাদিগের দুষ্কৃতেরই অংশ সংগ্রহ করিয়া থাক। পূর্ব্বে সত্যযুগে সর্ব্বলোক পিতামহ ব্রহ্মা অন্যান্য সমুদায় দেশে সনাতন ধর্ম্ম পূজিত ও সকল বর্ণকে স্ব স্ব ধর্ম্মে অবস্থিত অবলোকন করিয়া পরম পরিতুষ্ট হইয়াছিলেন; কিন্তু পঞ্চনদ দেশীয় ধর্ম্ম নিতান্ত কুৎসিত দেখিয়া ধিক্কার প্রদান করেন। হে শল্য! ব্রহ্মা যখন বাহীকদিগকে সত্যযুগেও কুকর্ম্মে প্রবৃত্ত দেখিয়া তাহাদের ধর্ম্মকে নিন্দা করিয়াছেন, তখন তোমার জনসমাজে বাক্য ব্যয় করা নিতান্ত অনুচিত।

হে মদ্ররাজ! আমি পুনরায় তোমারে কহিতেছি, শ্রবণ কর। পূর্ব্বে কল্মাষপাদ নিশাচর "ক্ষত্রিয়গণের ভিক্ষাবৃত্তি এবং ব্রাহ্মণদিগের অব্রত মলস্বরূপ; বাহীকগণ পৃথিবীর মলস্বরূপ ও মদ্রদেশীয় কামিনীগণ অন্যান্য স্ত্রীদিগের মলস্বরূপ" এইকথা বলিতে বলিতে সরোবরে নিমগ্ন হইতেছিল। ইত্যবসরে এক ভূপতি তাহারে সেই সরোবর হইতে উদ্ধার করিয়া রাক্ষস বিদ্রাবক মন্ত্র জিজ্ঞাসা করাতে সে কহিল, হে মহারাজ! কোন ব্যক্তি রাক্ষস কর্ত্তৃক উপদ্রুত হইলে এই মন্ত্র বলিয়া তাহার চিকিৎসা করিতে হয় যে "ম্লেচ্ছগণ মনুষ্যদিগের, তৈলিকগণ ম্লেচ্ছদিগের, ষণ্ডগণ তৈলিকদিগের ও ঋত্বিক্ ভূপতিগণ ষণ্ডদিগের মলস্বরূপ। এক্ষণে তুমি যদি

আমারে পরিত্যাগ না কর, তাহা হইলে ঋত্বিক ভূপতি ও মদ্রকদিগের ন্যায় পাপভাজন হইবে।” পাঞ্চালেরা ব্রাহ্মধর্ম্ম, কৌরবেরা সত্যধর্ম্ম এবং মৎস্য ও শূরসেনদেশবাসীরা যাগ যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন। পূর্ব্বদেশীয়েরা শূদ্রধর্ম্মাবলম্বী; দাক্ষিণাত্যগণ ধর্ম্মদ্রোহী, বাহীকেরা তস্কর এবং সৌরাষ্ট্রীয়েরা সঙ্কর। কৃতঘ্নতা, পরবিত্তাপহরণ, মদ্যপান, গুরুপত্নী গমন, বাক্‌পারুষ্য, গোবধ, পারদারিকতা ও পরবস্তু উপভোগ যাহাদিগের ধর্ম্ম, সেই আরট্টদিগের আর কি অধর্ম্ম হইতে পারে? অতএব পঞ্চনদ দেশকে ধিক্। হে মদ্ররাজ! পাঞ্চাল, কুরু, নৈমিষ ও মৎস্যদেশীয়েরা ধর্ম্মতত্ত্ব অবগত আছেন, আর উত্তর দিক্ স্থিত অঙ্গ ও মগধদেশীয় বৃদ্ধগণ ধর্ম্মের স্বরূপ অবগত না হইয়াও শিষ্ট জনের আচারের অনুসরণ করিয়া থাকেন।

দেখ, অগ্নি প্রভৃতি দেবগণ পূর্ব্ব দিক্ আশ্রয় করিয়াছেন। পিতৃগণ পুণ্যকর্ম্মা যমরাজ কর্ত্তৃক সুরক্ষিত দক্ষিণ দিকে অবস্থান করিতেছেন। বরুণ পশ্চিম দিক্ আশ্রয় করিয়া সুরগণকে প্রতিপালন করিয়া থাকেন। ভগবান্ কুবের ও ঈশান ব্রাহ্মণগণের সহিত উত্তর দিক্ রক্ষা করিতেছেন। হিমাচল পিশাচ ও রাক্ষসগণকে ও গন্ধমাদন পর্ব্বত গুহ্যকগণকে রক্ষা করিতেছেন। কিন্তু বাহীকদিগের প্রতি কোন বিশেষ দেবতার অনুগ্রহ নাই। সর্ব্বভূতরক্ষক বিষ্ণুই তাহাদিগকে রক্ষা করিতেছেন; আর দেখ, মাগধগণ ইঙ্গিতজ্ঞ ও কোশল দেশবাসীরা প্রেক্ষিতজ্ঞ। কৌরব ও পাঞ্চালগণ বাক্য অর্দ্ধ উচ্চরিত না হইলে ও শাল্যেরা সমগ্র বাক্য অভিহিত না হইলে

কিছুই হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হয় না। পার্ব্বতীয়গণ শিবিদিগের ন্যায় নিতান্ত নির্ব্বোধ। ম্লেচ্ছ ও যবনেরা সর্ব্বজ্ঞ ও মহাবল পরাক্রান্ত হইলেও মনঃকল্পিত ধর্ম্ম অনুষ্ঠান করিয়া থাকে এবং অন্যান্য জাতিরা হিত বাক্য উপদিষ্ট হইলে উহা স্বয়ং অবধারণ করিতে সমর্থ হয় না। বাহীকগণ তাড়িত হইলে হিত বাক্য বুঝিতে পারে; কিন্তু মদ্রদেশীয়েরা কোন ক্রমেই হিতাবধারণে সমর্থ নহে। হে শল্য! তুমি সেই মদ্রদেশীয়, অতএব আর আমার বাক্যে প্রত্যুত্তর করিও না। এই ভূমণ্ডলে যে সমুদায় দেশ আছে, মদ্রদেশ সেই সকলের মলস্বরূপ বলিয়া কীর্ত্তিত হয়। দেখ, মদ্যপান, গুরুতল্প গমন, ভ্রূণহত্যা ও পরবিত্তাপহরণ যাহাদের পরম ধর্ম্ম, তাহাদের ত কোন কার্য্যই অধর্ম্ম্য নহে; অতএব আরট্টজ ও পাঞ্চনদদিগকে ধিক্। হে শল্য! আমি যাহা কহিলাম, তুমি ইহা অবগত হইয়া তূষ্ণীম্ভাব অবলম্বন কর। আমার প্রতিকূলাচরণ করা তোমার কর্ত্তব্য হইতেছে না। দেখিও যেন পূর্ব্বে তোমারে বিনাশ করিয়া পশ্চাৎ কেশব ও অর্জ্জুনকে সংহার করিতে না হয়।

অনন্তর মহাবীর শল্য কর্ণের সেই সমুদায় বাক্য শ্রবণগোচর করিয়া কহিলেন, হে সূতপুত্র! আতুর ব্যক্তিকে পরিত্যাগ ও পুত্র কলত্রদিগকে বিক্রয় করা অঙ্গদেশে সবিশেষ প্রচলিত আছে; তুমি সেই অঙ্গদেশের অধিপতি। মহাবীর ভীষ্ম রথাতিরথ সংখ্যাকালে তোমার যে সকল দোষ কীর্ত্তন করিয়াছিলেন, তুমি এক্ষণে তৎসমুদায় অবগত হইয়া ক্রোধ সম্বরণ কর। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এবং পতিপরায়ণা

রমণীগণ সর্ব্বত্রই বিদ্যমান আছেন। সর্ব্ব স্থলেই পুরুষেরা পরস্পর পরস্পরকে পরিহাস করিয়া থাকে এবং ইন্দ্রিয়পরায়ণ ব্যক্তিরাও সর্ব্বত্র অবস্থান করে। হে কর্ণ! সকলেই পরদোষ কীর্ত্তন করিতে পারে, কিন্তু আত্মদোষে কাহারই দৃষ্টি নাই। লোকে আপনার দোষ জানিতে পারিয়াও বিস্মৃত হয়। স্বধর্ম্মপরায়ণ ভূপালগণ সর্ব্বত্র বিদ্যমান থাকিয়া দুষ্ট দল দমন করিতেছেন; ধার্ম্মিকেরা সর্ব্বদেশেই বাস করিয়া থাকেন। এক দেশের সকল লোকেই যে অধর্ম্মাচরণ করে, ইহা নিতান্ত অসম্ভব। অনেক স্থানে অনেকে স্ব স্ব চরিত্র দ্বারা দেবগণকেও অতিক্রম করিয়াছেন।

হে মহারাজ! ঐ সময় রাজা দুর্য্যোধন মদ্ররাজ ও সূতপুত্রকে পরস্পর বিবাদে প্রবৃত্ত দেখিয়া মিত্রভাবে কর্ণকে ও কৃতাঞ্জলিপুটে শল্যকে নিবারণ করিলেন। তখন কর্ণ দুর্য্যোধন কর্ত্তৃক নিবারিত হইয়া আর প্রত্যুত্তর করিলেন না এবং শল্যও শত্রু সংহারে অভিলাষী হইলেন। অনন্তর মহাবীর কর্ণ হাস্য করিয়া পুনরায় শল্যকে কহিলেন, হে মদ্ররাজ! এক্ষণে তুমি রথ সঞ্চালন কর।

সপ্ত চত্বারিংশত্তম অধ্যায়।

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! অনন্তর সমরনিপুণ শত্রুসূদন মহাতেজা কর্ণ পাণ্ডবগণের ধৃষ্টদ্যুম্নাভিরক্ষিত অরাতিপরাক্রমসহনক্ষম অপ্রতিম ব্যূহ নিরীক্ষণ পূর্ব্বক ক্রোধ কম্পিত কলেবরে আপনার সৈন্যগণকে যথাবিধ ব্যূহিত করিয়া রথনির্ঘোষ, সিংহনাদ ও বাদিত্রের নিস্বনে মেদিনী কম্পিত করত অরাতিগণের অভিমুখে ধাবমান হইলেন এবং ইন্দ্র যেমন

অসুরগণকে বিনাশ করিয়াছিলেন, তদ্রূপ পাণ্ডব সৈন্যগণকে সংহার করত যুধিষ্ঠিরকে নিপীড়িত করিয়া তাঁহার বাম ভাগে গমন করিলেন।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে সঞ্জয়! মহাবীর সূতপুত্র কিরূপে সেই ভীমসেন সংরক্ষিত দেবগণেরও অপরাজেয় ধৃষ্টদ্যুম্ন-প্রমুখ পাণ্ডবপক্ষীয় মহাধনুর্দ্ধরগণের বিপক্ষে ব্যূহ নির্ম্মাণ করিল? কোন্ কোন্ ব্যক্তি আমাদিগের ব্যূহের পক্ষ ও কোন্ কোন্ ব্যক্তিই বা প্রপক্ষ হইয়াছিল? বীরগণ কিরূপে ন্যায়ানুগত বিভাগ করত অবস্থান করিতে লাগিল? পাণ্ডুপুত্রগণ কি রূপ ব্যূহ রচনা করিয়াছিল? আর কি রূপে সেই সুদারুণ সংগ্রাম সমুপস্থিত হইল? যখন কর্ণ যুধিষ্ঠিরকে আক্রমণ করে, তৎকালে ধনঞ্জয় কোথায় ছিল? মহাবীর অর্জ্জুনের সমক্ষে যুধিষ্ঠিরকে আক্রমণ করা কাহার সাধ্য। পূর্ব্বে যে অর্জ্জুন খাণ্ডবে একাকী সকল প্রাণীরে পরাজিত করিয়াছিল, কর্ণ ভিন্ন কোন্ ব্যক্তি জীবিতাশা পরিত্যাগ না করিয়া তাহার প্রতিদ্বন্দ্বী হইতে পারে।

সঞ্জয় কহিলেন, হে মহারাজ! যেরূপে ব্যূহ রচনা হইল, মহাবীর অর্জ্জুন তৎকালে যে স্থানে গমন করিয়াছিলেন এবং যে যে বীর স্ব স্ব পক্ষীয় ভূপতিরে পরিবেষ্টন করিয়া যেরূপে যুদ্ধ করিলেন, তৎসমুদায় শ্রবণ করুন। মহাবীর কৃপাচার্য্য, কৃতবর্ম্মা ও বলবান্ মাগধগণ দক্ষিণ পক্ষ আশ্রয় করিলেন। মহারথ শকুনি ও উলূক বিমল পাশধারী সাদিগণ, সলভ সমূহের ন্যায় ও বিকটাকার পিশাচগণের ন্যায় অসম্ভ্রান্ত গান্ধার সৈন্যগণ ও দুর্জ্জয় পার্ব্বতীয়দিগের সহিত সমবেত

হইয়া সেই বীরগণের প্রপক্ষে অবস্থান পূর্ব্বক কৌরব সৈন্য রক্ষা করিতে লাগিলেন। সমর মদমত্ত সংশপ্তকগণও চতুর্ব্বিংশতি সহস্র রথ সমভিব্যাহারে কৃষ্ণ ও অর্জ্জুনের বিনাশ সংসাধনার্থ ধার্ত্তরাষ্ট্রগণের সহিত সমবেত হইয়া ঐ ব্যূহের বাম পার্শ্ব রক্ষা করিতে লাগিল। শক, কাম্বোজ ও যবনগণ অসংখ্য রথ, অশ্ব ও পদাতিদিগের সহিত সূতপুত্রের আদেশানুসারে ধনঞ্জয় ও মহাবল বাসুদেবকে যুদ্ধার্থ আহ্বান করত উঁহাদিগের প্রপক্ষে অবস্থান করিল। বিচিত্র বর্ম্মধারী অঙ্গদভূষিত মহাবীর কর্ণ ক্রোধাবিষ্ট স্বীয় পুত্রগণ কর্ত্তৃক সুরক্ষিত হইয়া সেনামুখের মধ্যভাগে অবস্থান করিতে লাগিলেন। সূর্য্যহুতাশনসঙ্কাশ, পিঙ্গললোচন, প্রিয়দর্শন দুঃশাসন মাতঙ্গে আরোহণ পূর্ব্বক সৈন্যগণে পরিবৃত হইয়া ব্যূহের পৃষ্ঠভাগ রক্ষা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। মহারাজ দুর্য্যোধন দেবগণ পরিরক্ষিত দেবরাজের ন্যায় বিচিত্র অস্ত্র ও কবচধারী সহোদর এবং মহাবীর্য্য মদ্রক, কেকয় ও দ্রোণপুত্র প্রভৃতি কৌরবপক্ষীয় বীরগণ কর্ত্তৃক সুরক্ষিত হইয়া দুঃশাসনের অনুগমন করিলেন। মহাবল পরাক্রান্ত ম্লেচ্ছগণ সমারূঢ় মত্ত মাতঙ্গ সকল জলবর্ষী জলধরের ন্যায় অনবরত মদধারা বর্ষণ পূর্ব্বক রথীদিগের অনুগমন করিতে লাগিল। উহারা ধ্বজ, পতাকা ও উৎকৃষ্ট আয়ুধধারী মহামাত্রগণ কর্ত্তৃক অধিরূঢ় হইয়া মহীরুহ পরিশোভিত মহীধরের ন্যায় শোভা ধারণ করিল। পট্টিশ ও অসিধারী সমরে অপরাঙ্মুখ অসংখ্য বীরগণ ঐ সমস্ত মাতঙ্গের পাদরক্ষক হইল। এই রূপে সেই কর্ণের প্রযত্নে মহাব্যূহ অশ্বারোহী, গজারোহী ও রথি সমূহে পরি-

পূর্ণ হইয়া সুরাসুর ব্যূহের ন্যায় শোভা ধারণ পূর্ব্বক অরাতিগণের অন্তঃকরণে ভয় সঞ্চার করতই যেন নৃত্য করিতে লাগিল। হস্তী, অশ্ব ও রথ সমুদায় বর্ষাকালীন জলদজালের ন্যায় উহার পক্ষ ও প্রপক্ষ হইতে যুদ্ধার্থ নির্গত হইতে লাগিল।

তখন রাজা যুধিষ্ঠির সেনামুখে কর্ণকে অবলোকন করিয়া অমিত্রঘ্ন ধনঞ্জয়কে কহিলেন, হে অর্জ্জুন! ঐ দেখ, মহাবীর কর্ণ সংগ্রামার্থ পক্ষপ্রপক্ষযুক্ত মহাব্যূহ নির্ম্মাণ করিয়াছে। অতএব এক্ষণে শত্রুগণ যাহাতে আমাদিগকে পরাভূত করিতে না পারে, তুমি এইরূপ উপায় স্থির কর। মহাবীর অর্জ্জুন যুধিষ্ঠির কর্ত্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন, হে মহারাজ! আপনি যাহা আজ্ঞা করিলেন, আমি তাহাই করিব, সন্দেহ নাই। যাহাতে শত্রুপক্ষের বিনাশ হয়, আমি তাহাই করিতেছি। উহাদের মধ্যে যাহারা প্রধান, তাহাদিগকে সংহার করিলেই সকলের বিনাশ সাধন হইবে। তখন যুধিষ্ঠির কহিলেন, হে অর্জ্জুন! তুমি কর্ণের সহিত যুদ্ধ কর। আমি কৃপের সহিত সমরে প্রবৃত্ত হইতেছি। আর ভীমসেন দুর্য্যোধনের, নকুল বৃষসেনের, সহদেব শকুনির, শতানীক দুঃশাসনের, সাত্যকি কৃতবর্ম্মার, পাণ্ড্য অশ্বত্থামার ও দ্রৌপদীতনয়গণ শিখণ্ডি সমভিব্যাহারে অন্যান্য ধৃতরাষ্ট্রপুত্রগণের সহিত যুদ্ধ করুন।

হে মহারাজ! মহাবীর ধনঞ্জয় ধর্ম্মরাজের বাক্য শ্রবণে যে আজ্ঞা মহাশয় বলিয়া স্বীয় সৈন্যগণকে সমরে প্রবৃত্ত হইতে আদেশ করিয়া স্বয়ং চমূমুখে অবস্থান করত অরাতির

অভিমুখে ধাবমান হইলেন। হে মহারাজ! পূর্ব্বে ব্রহ্মার মুখসম্ভূত বিশ্বানরের নেতা অগ্নি যে রথের অশ্ব হইয়াছিলেন, প্রথমে অনল হইতে যাহার উৎপত্তি হইয়াছিল, দেবগণ যাহা ব্রহ্মারে প্রদান করেন এবং পূর্ব্বে যাহা ব্রহ্মা, ঈশান, ইন্দ্র ও বরুণকে যথা ক্রমে বহন করিয়াছিল, এক্ষণে বাসুদেব ও অর্জ্জুন সেই আদ্য রথে আরোহণ করিয়া গমন করিতে লাগিলেন। মদ্ররাজ শল্য সেই অদ্ভুতদর্শন রথ অবলোকন করিয়া সমরদুর্ম্মদ কর্ণকে পুনর্ব্বার কহিলেন, হে কর্ণ! তুমি যাহারে অন্বেষণ করিতেছিলে, ঐ সেই মহাবীর ধনঞ্জয় শ্বেতাশ্বসম্পন্ন, বাসুদেব পরিচালিত কর্ম্মবিপাকের ন্যায় নিতান্ত দুর্নিবার্য্য মহারথে আরোহণ পূর্ব্বক শত্রু সৈন্য নিপীড়িত করত আগমন করিতেছেন। হে কর্ণ! যখন মেঘনিস্বনের ন্যায় ভীষণ তুমুল শব্দ শ্রবণগোচর হইতেছে, তখন বাসুদেব ও ধনঞ্জয় আগমন করিতেছেন, সন্দেহ নাই। ঐ দেখ, পার্থিব ধূলিপটল সমুত্থিত হইয়া আকাশমার্গ সমাচ্ছন্ন করিয়াছে। মেদিনীমণ্ডল চক্রনেমি দ্বারা আহত হইয়াই যেন কম্পিত হইতেছে। তোমার সৈন্যের দুই দিকে প্রচণ্ড বায়ু প্রবাহিত হইতেছে। ক্রব্যাদগণ ঘোরতর চীৎকার ও কুরঙ্গগণ ভীষণ রবে ক্রন্দন করিতেছে। ঐ দেখ, মেঘাকার ঘোরদর্শন কেতু গ্রহ সূর্য্যকে সমাচ্ছন্ন করিয়াছে। চতুর্দ্দিকে বিবিধ মৃগযূথ ও বলবান শার্দ্দূলগণ দিবাকরকে নিরীক্ষণ করিতেছে। সহস্র সহস্র ভয়ঙ্কর কঙ্ক ও গৃধ্রপক্ষী সকল একত্র সমবেত ও পরস্পর সম্মুখীন হইয়া সম্ভাষণ করিতেছে। তোমার মহারথের রঞ্জিত চামর সকল প্রজ্বলিত এবং ধ্বজ ও গগনস্থ গরুড়ের

ন্যায় বেগবান্ মহাকায় ভুরঙ্গমগণ কম্পিত হইতেছে। হে রাধেয়! যখন এই সমস্ত দুর্নিমিত্ত উপস্থিত হইয়াছে তখন নিশ্চয়ই সহস্র সহস্র ভূপাল নিহত হইয়া সমরশয্যায় শয়ন করিবেন। ঐ চতুর্দ্দিকে অসংখ্য শঙ্খ, আনক ও মৃদঙ্গের লোমহর্ষণ তুমুল শব্দ, মনুষ্য অশ্ব ও গজ সমুদায়ের ঘোরতর নিনাদ এবং মহাত্মা অর্জ্জুনের বাণ শব্দ, জ্যানিস্বন ও তলত্র-ধ্বনি শ্রবণগোচর হইতেছে। মহাবীর ধনঞ্জয়ের রথে সুবর্ণময় চন্দ্র, সূর্য্য ও তারকাগণে সুশোভিত স্বর্ণরজত খচিত শিল্পি-নির্ম্মিত কিঙ্কিনীমুখরিত নানা বর্ণের পতাকা সকল বায়ু-বিকম্পিত হইয়া মেঘমালা বিন্যস্ত সৌদামিনীর ন্যায় শোভা পাইতেছে। মহাত্মা পাঞ্চালগণের পতাকাশালী রথ সমু-দায়ের ধ্বজ সকল বায়ুবেগে কণ কণ ধ্বনি করত বিমানস্থ দেবতাগণের শোভা ধারণ করিতেছে। ঐ দেখ, অপরাজিত কুন্তীপুত্র অর্জ্জুন বিপক্ষ বিনাশের নিমিত্ত আগমন করিতে-ছেন। তাঁহার ধ্বজাগ্রে অরাতিভীষণ ভীমদর্শন বানর লক্ষিত হইতেছে। মহাবল পরাক্রান্ত বাসুদেব অর্জ্জুনের পবন তুল্য বেগবান পাণ্ডুর অশ্বগণকে পরিচালন করিতেছেন। তাঁহার শঙ্খ, চক্র, গদা, শার্ঙ্গ ও কৌস্তুভ মণি যাহার পর নাই শোভা পাইতেছে। ধনঞ্জয়ের শরাসনশ্রেষ্ঠ গাণ্ডীব আকৃষ্ট হইয়া ঘোরতর নিস্বন ও নিশিত শরনিকর নিক্ষিপ্ত হইয়া অরাতিগণের প্রাণ সংহার করিতেছে। এই বিশাল সমরভূমি অপলায়িত ভূপালগণের তাম্রাক্ষ সম্পন্ন মস্তক দ্বারা সমাকীর্ণ হইতেছে। বীরগণের পবিত্র গন্ধাম্বুলিপ্ত উদ্যতায়ুধ পরিঘাকার ভুজ সমুদায় অনবরত নিপতিত হইতেছে।

অশ্বগণ আরোহীদিগের সহিত নিপাতিত হইয়া নিস্পন্দ নয়নে ধরাশয্যায় শয়ন করিতেছে। পর্ব্বতশৃঙ্গ সদৃশ মাতঙ্গগণ অর্জ্জুনের শরে ছিন্ন ভিন্ন হইয়া পর্ব্বতের ন্যায় বিচরণ করিতেছে। সমর নিহত নৃপগণের গন্ধর্ব্ব নগরাকার রথ সমুদায় ক্ষীণপুণ্য স্বর্গবাসীদিগের বিমানের ন্যায় সমরাঙ্গনে নিপতিত হইতেছে। মহাবীর ধনঞ্জয় কৌরব সেনাগণকে সিংহ নিপীড়িত মৃগযূথের ন্যায় ব্যাকুলিত করিয়াছেন। ঐ দেখ, মহাবল পরাক্রান্ত পাণ্ডবগণ সমরাঙ্গনে ধাবমান হইয়া কৌরব পক্ষীয় হস্তী, অশ্ব, রথী ও পদাতিদিগকে নিপীড়িত ও ভূপতিগণকে নিহত করিতেছেন। হে কর্ণ! তুমি যাহারে অন্বেষণ করিতেছ, সেই শত্রুসূদন শ্বেতাশ্ব কৃষ্ণসারথি ধনঞ্জয় মেঘাচ্ছন্ন দিবাকরের ন্যায় অদৃশ্য হইয়াছেন। এক্ষণে কেবল তাঁহার ধ্বজাগ্র লক্ষিত ও জ্যাশব্দ শ্রুতিগোচর হইতেছে। তুমি অচিরাৎ কৃষ্ণের সহিত এক রথে সমাসীন সেই অরাতিনিপাতন মহাবীরকে অবলোকন করিবে। হে সূতপুত্র! বাসুদেব যাঁহার সারথি এবং গাণ্ডীব যাঁহারা শরাসন, তুমি যদি সেই অর্জ্জুনকে নিপাতিত করিতে সমর্থ হও, তাহা হইলে তুমিই আমাদিগের রাজা হইবে। মহাবল ধনঞ্জয় সংশপ্তকগণ কর্ত্তৃক আহূত হইয়া তাহাদের অভিমুখে গমন পূর্ব্বক তাহাদিগকে নিপীড়িত করিতেছেন।

হে মহারাজ! মহাবীর কর্ণ মদ্ররাজের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া সরোষ নয়নে কহিলেন, হে শল্য! ঐ দেখ, সংশপ্তকগণ ক্রুদ্ধ হইয়া ধনঞ্জয়ের প্রতি ধাবমান হওয়াতে অর্জ্জুন মেঘাচ্ছন্ন দিবাকরের ন্যায় আর লক্ষিত হইতেছে না। অতঃ-

পর তাহারে ঐ যোধসাগরে নিমগ্ন হইয়া নিহত হইতে হইবে। শল্য কহিলেন, হে কর্ণ! বায়ু অবরোধ, সমুদ্র পান, জল দ্বারা বরুণকে বিনাশ ও ইন্ধন দ্বারা অগ্নি প্রশমন করা যেরূপ অসাধ্য, মহাবীর ধনঞ্জয়কে সমরে নিপীড়িত করাও তদ্রূপ, সন্দেহ নাই। ইন্দ্রাদিদেব ও অসুরগণও ঐ মহাবীরকে সংগ্রামে জয় করিতে পারেন না। যাহা হউক, তুমি অর্জ্জুনকে পরাজয় করিব, মুখে এই কথা বলিয়া পরিতুষ্ট ও সুমনা হও; কিন্তু বস্তুত কখনই তাহারে জয় করিতে পারিবে না। অতএব অর্জ্জুন পরাজয় ব্যতীত অন্য কোন মনোরথ করাই তোমার কর্ত্তব্য। যিনি বাহু দ্বারা পৃথিবীমণ্ডল উদ্ধৃত, ক্রুদ্ধ হইয়া এই সমস্ত প্রজাগণকে দগ্ধ ও দেবগণকে স্বর্গ হইতে পাতিত করিতে পারেন, তিনিই অর্জ্জুনকে সমরে পরাজয় করিতে সমর্থ, সন্দেহ নাই।

হে কর্ণ! ঐ দেখ, অক্লিষ্টকর্ম্মা ক্রোধপরায়ণ মহাবাহু ভীমসেন চিরবৈর স্মরণ পূর্ব্বক বিজয়লাভ বাসনায় সমরাঙ্গনে অপর সুমেরুর ন্যায় অবস্থান করিতেছেন। অরাতিকুল-ঘাতন ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির, পুরুষব্যাঘ্র দুর্জ্জয় নকুল ও সহদেব সংগ্রামার্থ প্রস্তুত রহিয়াছেন। অর্জ্জুন তুল্য সংগ্রাম নিপুণ দ্রৌপদীতনয়গণ যুদ্ধাভিলাষী হইয়া পাঁচ পর্ব্বতের ন্যায় অবস্থান করিতেছে। মহাবল পরাক্রান্ত ধৃষ্টদ্যুম্ন প্রভৃতি দ্রুপদতনয়গণ সংগ্রামে অভিমুখীন হইয়াছে এবং ইন্দ্রতুল্য অসহ্য পরাক্রমশালী সাত্বতশ্রেষ্ঠ সাত্যকি সংগ্রামার্থী হইয়া ক্রুদ্ধ কালান্তক যমের ন্যায় কৌরব সেনার প্রতি গমন করিতেছে। হে মহারাজ! সেই বীরদ্বয়ের এইরূপ কথোপকথন

হইতেছে, এমন সময়ে উভয় পক্ষীয় সেনাগণ গঙ্গা ও যমুনার ন্যায় পরস্পর মিলিত হইল।

অষ্ট চত্বারিংশত্তম অধ্যায়।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে সঞ্জয়! এই রূপে উভয় পক্ষীয় সৈন্যগণ ব্যূহিত ও পরস্পর মিলিত হইলে মহাবীর ধনঞ্জয় সংশপ্তকদিগের প্রতি ও সূতপুত্র পাণ্ডবগণের প্রতি কিরূপে যুদ্ধার্থ গমন করিল? তুমি সমরবৃত্তান্ত বর্ণনে সুনিপুণ; অতএব এক্ষণে উহা সবিস্তরে কীর্ত্তন কর। আমি বীরগণের পরাক্রমের বিষয় শ্রবণ করিয়া কিছুতেই তৃপ্তি লাভ করিতে সমর্থ হইতেছি না।

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! মহাবীর অর্জ্জুন বিপক্ষ সৈন্যগণের ব্যূহ অবলোকন করিয়া স্বীয় সৈন্যগণকে ব্যূহিত করিলেন। চন্দ্র সূর্য্য সদৃশ কান্তিসম্পন্ন মহাধনুর্দ্ধর মহাবীর ধৃষ্টদ্যুম্ন পারাবত সবর্ণ অশ্ব সংযোজিত রথে সমারূঢ় হইয়া সেই সাদি, মাতঙ্গ, পদাতি ও রথ সমুদায় সঙ্কুল মহাব্যূহের মুখে অবস্থান পূর্ব্বক সাক্ষাৎ কৃতান্তের ন্যায় শোভা ধারণ করিলেন। শার্দ্দূলের ন্যায় মহাবল পরাক্রান্ত দ্রৌপদীর পঞ্চপুত্র দিব্য আয়ুধ ও বর্ম্ম ধারণ পূর্ব্বক অনুচরগণ সমভিব্যাহারে তারাগণ যেমন চন্দ্রকে রক্ষা করে, তদ্রূপ ধৃষ্টদ্যুম্নকে রক্ষা করিতে লাগিলেন।

এই রূপে সৈন্যগণ ব্যূহিত হইলে মহাবীর ধনঞ্জয় সংশপ্তকগণকে সমরাঙ্গনে অবলোকন করিয়া ক্রোধভরে শরাসন আস্ফালন পূর্ব্বক তাহাদের প্রতি ধাবমান হইলেন। তখন হতাশ্বরথ ভূয়িষ্ঠ সংশপ্তকগণও বিজয়লাভার্থী ও অর্জ্জুন বধে

অধ্যবসায়ারূঢ় হইয়া প্রাণপণে তাঁহার অভিমুখে গমন করত তাঁহারে শরনিকরে নিপীড়িত করিতে লাগিল। ঐ সময় ধনঞ্জয়ের সহিত নিবাত কবচগণের ন্যায় সেই সংশপ্তকগণের ঘোরতর সংগ্রাম সমুপস্থিত হইল। মহাবীর অর্জ্জুন বিপক্ষ-গণের রথ, অশ্ব, হস্তী, ধ্বজ, পদাতি; শর, শরাসন, খড়্গ, চক্র, পরশু এবং আয়ুধযুক্ত উদ্যত বাহু, বিবিধ অস্ত্র ও মস্তক সমুদায় ছেদন করিতে আরম্ভ করিলেন। সংশপ্তকগণ সেই সৈন্যরূপ মহাবর্ত্ত মধ্যে ধনঞ্জয়ের রথ নিমগ্ন জ্ঞান করিয়া সিংহনাদ পরিত্যাগ করিতে প্রবৃত্ত হইল। তখন মহাবীর ধনঞ্জয় পশু সংহারে প্রবৃত্ত রুদ্রদেবের ন্যায় একান্ত ক্রোধা-বিষ্ট হইয়া সম্মুখীন বীরগণকে সংহার পূর্ব্বক উত্তর, দক্ষিণ ও পশ্চাদ্ভাগস্থিত অরাতিগণকে প্রহার করিতে লাগিলেন।

ঐ সময় পাঞ্চাল, চেদি ও সৃঞ্জয়গণের সহিত কৌরব-দিগের তুমুল যুদ্ধ আরম্ভ হইল। মহাবীর কৃপ, কৃতবর্ম্মা ও শকুনি ইহাঁরা সমরমত্ত হইয়া কৌশল্য, কাশি, মৎস্য, কারুষ, কৈকয় ও শূরসেনদিগের সহিত সংগ্রাম আরম্ভ করিলেন। হে মহারাজ! ঐ যুদ্ধ ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র কুলসম্ভূত বীর-গণের বিনাশকর, যশস্কর ও পাপনাশক এবং স্বর্গ ও ধর্ম্ম-লাভের হেতুভূত।

ঐ সময় মহারাজ দুর্য্যোধন মদ্রক ও কৌরব বীরগণে পরিবৃত হইয়া ভ্রাতৃগণ সমভিব্যাহারে পাণ্ডব, পাঞ্চাল, চেদি-গণ এবং সাত্যকির সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত মহারথ কর্ণকে রক্ষা করিতে লাগিলেন। মহাবীর কর্ণ ও নিশিত শরনিকরে পাণ্ডব পক্ষীয় সৈন্য বিনষ্ট ও মহারথগণকে বিমর্দ্দিত করত ধর্ম্মরাজ

যুধিষ্ঠিরকে নিপীড়িত করিতে আরম্ভ করিলেন এবং অসংখ্য শত্রুগণের বস্ত্র ছেদন, রথ উন্মূলন ও প্রাণ সংহার পূর্ব্বক তাহাদিগকে যশস্বী স্বর্গভাজন করিয়া যৎপরোনাস্তি আহ্লাদিত হইলেন। হে মহারাজ! এই রূপে কৌরব ও সৃঞ্জয়দিগের হস্তী, অশ্ব ও মনুষ্যগণের ক্ষয়কর দেবাসুর সংগ্রাম সদৃশ ঘোরতর যুদ্ধ হইতে লাগিল।

একোনপঞ্চাশত্তম অধ্যায়।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে সঞ্জয়! মহাবীর কর্ণ পাণ্ডব সৈন্য মধ্যে প্রবিষ্ট ও যুধিষ্ঠির সন্নিধানে সমুপস্থিত হইয়া কিরূপে লোকক্ষয় করিল। পাণ্ডব মধ্যে কোন্ কোন্ বীর কর্ণকে নিবারণ করিল এবং সূতপুত্র কোন্ কোন্ বীরকে প্রমথিত করিয়া ধর্ম্মরাজকে নিপীড়নে প্রবৃত্ত হইল? তুমি এক্ষণে আমার সমক্ষে তৎ সমুদায় কীর্ত্তন কর।

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! মহাবীর কর্ণ ধৃষ্টদ্যুম্ন প্রমুখ পাণ্ডব পক্ষীয় বীরগণকে সমরে অবস্থিত দেখিয়া সত্বরে পাঞ্চালগণের প্রতি ধাবমান হইলেন। তখন হংসেরা যেমন মহাসাগরাভিমুখে গমন করে, তদ্রূপ পাঞ্চালগণ কর্ণকে দ্রুত-বেগে আগমন করিতে দেখিয়া তাঁহার অভিমুখে গমন করিল। অনন্তর উভয় পক্ষে অসংখ্য শঙ্খধ্বনি ও ভয়ঙ্কর ভেরীশব্দ প্রাদুর্ভূত হইল এবং অনবরত শর নিপাত শব্দ, করি বৃংহিত অশ্বহ্রেষিত, রথের ঘর্ঘর রব ও বীরগণের সিংহনাদ শ্রুতি-গোচর হইতে লাগিল। যাবতীয় জীব জন্তুগণ সেই ভীষণ শব্দ শ্রবণে অদ্রিদ্রুম পরিপূর্ণ অবনীমণ্ডল, সমীরণ সমীরিত অম্বুদ পরিশোভিত আকাশ এবং চন্দ্র সূর্য্য ও গ্রহ নক্ষত্র

পরিব্যাপ্ত স্বর্গ বিকম্পিত হইতেছে বিবেচনা করিয়া নিতান্ত ব্যথিত হইল। অল্পসত্ব প্রাণিগণ প্রায় সকলেই কলেবর পরিত্যাগ করিল।

অনন্তর মহাবীর কর্ণ একান্ত ক্রোধাবিষ্ট হইয়া সত্বরে শরনিকর পরিত্যাগ পূর্ব্বক সুররাজ যেমন অসুরগণকে সংহার করিয়াছিলেন, তদ্রূপ পাণ্ডব সৈন্যগণকে বিনাশ করিতে লাগিলেন। তিনি পাণ্ডব সৈন্য মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া সপ্তসপ্ততি প্রভদ্রককে শরানলে দগ্ধ করিলেন এবং সুনিশিত পঞ্চ-বিংশতি শরে পঞ্চবিংশতি পাঞ্চালকে বিনাশ করিয়া অরাতি-দেহ বিদারণ সুবর্ণপুঙ্খ নারাচ নিকরে সহস্র সহস্র চেদি দেশীয় বীরকে বিনাশ করিতে লাগিলেন। তখন পাঞ্চাল দেশীয় মহারথগণ সূতপুত্রকে সংগ্রামে অলৌকিক কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতে দেখিয়া অবিলম্বে তাঁহারে পরিবেষ্টন করিলেন। মহাবীর কর্ণও সত্বরে শরাসনে পাঁচ শর সন্ধান করিয়া তাঁহাদের মধ্যে ভানুদেব, চিত্রসেন, সেনাবিন্দু, তপন ও শূরসেনকে বিনাশ করিলেন। তদ্দর্শনে পাঞ্চালগণ হাহাকার করিতে লাগিল। তখন পাঞ্চাল দেশীয় আর দশ জন মহারথ কর্ণকে পরিবেষ্টন করিলে মহাবীর কর্ণ তাঁহাদিগকেও অবিলম্বে বিনাশ করিলেন। ঐ সময় তাঁহার পুত্র ও চক্ররক্ষক সুষেণ ও সত্যসেন প্রাণপণে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন এবং তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র ও পৃষ্ঠরক্ষক বৃষসেন যত্ন সহকারে তাঁহার পৃষ্ঠ রক্ষা করিতে লাগিলেন। অনন্তর মহাবীর ধৃষ্টদ্যুম্ন, সাত্যকি, বৃকোদর, জনমেজয়, শিখণ্ডী, নকুল, সহদেব, দ্রৌপদীর পাঁচ পুত্র এবং প্রবীর, প্রভদ্রক,

চেদি, কৈকেয়, পাঞ্চাল ও মৎস্যগণ সূতপুত্রকে বিনাশ করিবার নিমিত্ত তাঁহার প্রতি ধাবমান হইয়া বর্ষাকালে জলদজাল যেমন মহীধরের উপর বারি বর্ষণ করিয়া থাকে, তদ্রূপ তাঁহার উপর বিবিধ অস্ত্র শস্ত্র নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। তখন কর্ণের পুত্রগণ ও তাঁহার পক্ষ অন্যান্য বীর সকল তাঁহারে রক্ষা করিবার নিমিত্ত সেই পাণ্ডব পক্ষীয় বীরগণকে নিবারণ করিতে আরম্ভ করিলেন। মহাবীর সুষেণ ভল্লাস্ত্রে ভীমসেনের শরাসন ছেদন করিয়া সাত নারাচে তাঁহার বক্ষস্থল বিদ্ধ করত সিংহনাদ পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। তখন ভীমপরাক্রম ভীমসেন সত্বরে অন্য এক সুদৃঢ় শরাসন গ্রহণ ও তাহাতে জ্যারোপণ পূর্ব্বক সুষেণের কার্ম্মুক ছেদন করিয়া ফেলিলেন এবং ক্রোধভরে দশ শরে তাঁহাকে বিদ্ধ করিয়া নিশিত ত্রিসপ্ততি বাণে কর্ণকে বিদ্ধ করিলেন। তিনি তৎপরে দশ শরে কর্ণের পুত্র ভানুসেনকে বিদ্ধ করিয়া সুহৃদ্গণ সমক্ষে ক্ষুর দ্বারা অশ্ব, সারথি, আয়ুধ ও ধ্বজ সমভিব্যাহারে তাঁহার মস্তক ছেদন করিয়া ফেলিলেন। ভানুসেনের সেই শশধর সদৃশ রমণীয় মস্তক ভীমসেনের ক্ষুর দ্বারা ছিন্ন হইয়া মৃণালভ্রষ্ট কমলের ন্যায় শোভা ধারণ করিল।

অনন্তর মহাবীর ভীমসেন কৃপ ও কৃতবর্ম্মার কার্ম্মুক ছেদন করিয়া তাঁহাদিগকে ও অন্যান্য বীরগণকে শরনিকরে নিপীড়িত করিতে লাগিলেন এবং তিন শরে দুঃশাসনকে ও ছয় শরে শকুনিকে বিদ্ধ করিয়া উলূক ও তাঁহার ভ্রাতা পতত্রিরে রথহীন করিলেন। তৎপরে তিনি সুষেণকে লক্ষ্য করিয়া হা সুষেণ! তুমি এই বারে নিহত হইলে এই বলিয়া এক সায়ক

গ্রহণ করিলে মহাবীর কর্ণ উহা সত্বরে ছেদন পূর্ব্বক তিন শরে তাঁহারে তাড়িত করিলেন। তখন মহাবীর ভীম আর একটি সুতীক্ষ্ণ শর গ্রহণ করিয়া কর্ণপুত্র সুষেণের প্রতি নিক্ষেপ করিলেন। মহারথ কর্ণ তৎক্ষণাৎ উহাও ছেদন করিয়া ফেলিলেন। অনন্তর তিনি সুষেণকে রক্ষা ও ভীমসেনকে বিনাশ করিবার বাসনায় ত্রিসপ্ততি শরে বৃকোদরকে বিদ্ধ করিলেন। ঐ সময় মহাবীর সুষেণ ভারসহ শরাসন গ্রহণ পূর্ব্বক পাঁচ বাণে নকুলের বাহু ও বক্ষস্থল বিদ্ধ করিলে মহাবীর মাদ্রীতনয় বিংশতি শরে তাঁহারে বিদ্ধ করিয়া কর্ণের অন্তঃকরণে ভয় সঞ্চার করত সিংহনাদ পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। তখন মহারথ সুষেণ দশ শরে নকুলকে বিদ্ধ করিয়া ক্ষুরপ্রাস্ত্রে তাঁহার কার্ম্মুক ছেদন করিয়া ফেলিলেন। মহাবীর নকুল তদ্দর্শনে ক্রোধাবিষ্ট হইয়া সত্বরে অন্য এক শরাসন গ্রহণ পূর্ব্বক নয় শরে সুষেণকে নিবারণ করিলেন এবং তৎপরে অসংখ্য শরে দিঙ্মণ্ডল আচ্ছাদন পূর্ব্বক সুষেণের সারথিরে আহত ও তিন শরে তাঁহারে বিদ্ধ করিয়া তিন ভল্লে তাঁহার কার্ম্মুক তিন খণ্ড করিয়া ফেলিলেন। তখন সুষেণ রোষভরে অন্য শরাসন গ্রহণ করিয়া নকুলকে ষষ্টি ও সহদেবকে সাত শরে বিদ্ধ করিলেন। এইরূপে তাঁহারা পরস্পর বিনাশ মানসে সায়কনিকরে পরস্পরকে প্রহার করিতে প্রবৃত্ত হইলে সেই যুদ্ধ সুরাসুর সংগ্রামের ন্যায় ঘোরতর হইয়া উঠিল।

তখন মহাবীর সাত্যকি তিন শরে বৃষসেনের সারথিরে বিনাশ, এক ভল্লে শরাসন ছেদন, সাত শরে অশ্ব সংহার ও

এক বাণে ধ্বজদণ্ড ছেদন করিয়া নিশিত তিন শরে তাঁহার বক্ষস্থলে আঘাত করিলেন। বৃষসেন সাত্যকির শরাঘাতে প্রথমত একান্ত অবসন্ন হইয়া মুহূর্ত্তকাল মধ্যে পুনরায় উত্থিত হইলেন এবং সাত্যকিরে সংহার করিবার মানসে খড়্গ চর্ম্ম ধারণ করিয়া তাঁহার প্রতি গমন করিতে লাগিলেন। মহাবীর সাত্যকি বৃষসেনকে মহাবেগে আগমন করিতে দেখিয়া সত্বরে দশ বরাহকর্ণ অস্ত্র দ্বারা তাঁহার খড়্গ চর্ম্ম খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিলেন। তখন দুঃশাসন বৃষসেনকে রথ শূন্য ও আয়ুধ হীন নিরীক্ষণ করিয়া স্বীয় রথে আরোপিত করত অবিলম্বে অন্য এক খানি রথ আনয়ন করাইলেন। মহারথ বৃষসেন সেই রথে অরোহণ করিয়া দ্রৌপদীর পঞ্চ পুত্রকে ত্রিসপ্ততি, সাত্যকিরে পাঁচ, ভীমসেনকে চতুঃষষ্টি, সহদেবকে পাঁচ, নকুলকে ত্রিংশৎ, শতানীককে সাত, শিখণ্ডীরে দশ, ধর্ম্মরাজকে এক শত ও অন্যান্য বীরগণকে বহুসংখ্য শরে নিপীড়িত করিয়া কর্ণের পৃষ্ঠ রক্ষায় প্রবৃত্ত হইলেন। ঐ সময় মহাবীর সাত্যকি দুঃশাসনকে নয় শরে বিদ্ধ এবং তাঁহার রথ ও সারথিরে বিনষ্ট করিয়া তাঁহার ললাটদেশে তিন শর নিক্ষেপ করিলেন। তখন মহাবীর দুঃশাসন পুনরায় অন্য সুসজ্জিত রথে আরোহণ পূর্ব্বক সূতপুত্রের সৈন্যগণকে আচ্ছাদিত করিয়া পাণ্ডবগণের সহিত ঘোরতর সংগ্রাম করিতে লাগিলেন।

অনন্তর মহাবীর ধৃষ্টদ্যুম্ন দশ, দ্রৌপদীতনয়গণ ত্রিসপ্ততি, সাত্যকি সাত, ভীমসেন চতুঃষষ্টি, সহদেব সাত, শিখণ্ডী দশ, ধর্ম্মরাজ এক শত এবং অন্যান্য বীরগণ অসংখ্য শরে সূত-

পুত্রকে বিমর্দ্দিত করিলেন। মহাবীর কর্ণও ঐ সমস্ত বীরের প্রত্যেককে দশ দশ শরে বিদ্ধ করত সমরাঙ্গনে বিচরণ করিতে লাগিলেন। ঐ সময় আমরা সূতপুত্রের অস্ত্রবল ও হস্তলাঘব দর্শনে একান্ত বিস্ময়াবিষ্ট হইলাম। তিনি যে ক্রোধভরে কখন অস্ত্র গ্রহণ কখন সন্ধান আর কখনই বা প্রয়োগ করিতে লাগিলেন, তাহা কিছুই দৃষ্টিগোচর হইল না। তৎকালে সকলে কেবল তাঁহার বিপক্ষগণকে নিহত ও সমরাঙ্গনে নিপতিত নিরীক্ষণ করিল। ঐ সময় কর্ণের নিশিত শরনিকরে দিঙ্মণ্ডল, ভূমণ্ডল ও নভোমণ্ডল পরিপূর্ণ হইয়া গেল এবং অম্বরতল রক্তবর্ণ অভ্রখণ্ডে সম্বৃত বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। তখন মহাবীর সূতপুত্র শরাসন হস্তে নৃত্য করতই যেন, শত্রুগণ তাঁহারে যাবৎ সংখ্যক শরে বিদ্ধ করিয়াছিল, তদপেক্ষা তিন গুণ শরে তাহাদের প্রত্যেককে বিদ্ধ করিয়া পুনরায় সহস্র সহস্র শরে নিপীড়িত করত সিংহনাদ পরিত্যাগ করিতে আরম্ভ করিলেন। পাণ্ডব পক্ষীয় বীরগণ কর্ণের শরে অশ্ব রথ সমভিব্যাহারে সমাচ্ছন্ন হইয়া তৎক্ষণাৎ অবকাশ প্রদান পূর্ব্বক অপসৃত হইলেন।

অনন্তর মহাবীর কর্ণ পাণ্ডবগণের করিসৈন্য মধ্যে প্রবেশ পূর্ব্বক চেদিদেশীয় ত্রিংশৎ রথীরে বিনাশ করিয়া নিশিত শরনিকরে ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে নিপীড়িত করিতে লাগিলেন। তখন ভীমসেন প্রভৃতি পাণ্ডবগণ এবং শিখণ্ডী ও সাত্যকি ধর্ম্মরাজকে রক্ষা করিবার মানসে তাঁহারে পরিবেষ্টন করিলেন। মহাবল পরাক্রান্ত কৌরবগণও দুর্নিবার কর্ণকে পরম যত্ন সহকারে রক্ষা করিতে লাগিলেন। ঐ সময় সমরাঙ্গনে

নানাবিধ বাদ্য ধ্বনি ও বীরগণের সিংহনাদ প্রাদুর্ভূত হইল। তখন যুধিষ্ঠির প্রমুখ পাণ্ডবগণ ও সূতপুত্র প্রভৃতি কৌরবগণ নির্ভীক চিত্তে পুনরায় সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইলেন।

পঞ্চাশত্তম অধ্যায়।

হে মহারাজ! অনন্তর মহাবীর কর্ণ সহস্র সহস্র হস্তী, অশ্ব, রথ এবং পদাতিগণে পরিবেষ্টিত হইয়া পাণ্ডব সৈন্য ভেদ পূর্ব্বক যুধিষ্ঠিরের অভিমুখে গমন করিলেন এবং শত্রু নিক্ষিপ্ত বিবিধ শরনিকর ছেদন পূর্ব্বক অবলীলাক্রমে তাহাদিগকে বিদ্ধ করিয়া তাহাদিগের মস্তক, বাহু ও ঊরুদেশ ছেদন করিতে লাগিলেন। সূতপুত্রের ভীষণ শরাঘাতে অরাতি পক্ষীয় অসংখ্য বীর নিহত হইয়া ভূতলে নিপতিত হইল এবং কতগুলি বিকলাঙ্গ হইয়া সমর পরিত্যাগ পূর্ব্বক পলায়ন করিল। ঐ সময়ে দ্রাবিড় ও নিষাদদেশীয় পদাতিগণ সাত্যকি কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া কর্ণের বিনাশ বাসনায় ধাবমান হইল। মহাবীর কর্ণও তাহাদিগকে ছিন্নবাহু, ছিন্ন উষ্ণীষ ও বিগতাসু করিয়া ছিন্নমূল শালবনের ন্যায় যুগপৎ ভূতলে নিপাতিত করিলেন। বীরগণ এইরূপে অকুতোভয়ে কর্ণের সম্মুখীন হইয়া প্রাণ পরিত্যাগ করাতে তাহাদের যশোঘোষণায় দশ দিক পরিপূর্ণ হইল।

অনন্তর পাণ্ডব ও পাঞ্চালগণ ক্রুদ্ধ অন্তকের ন্যায় কর্ণকে রণস্থলে অবস্থান করিতে অবলোকন করিয়া যন্ত্র ও ঔষধ যেমন ব্যাধিরে অবরোধ করে, তদ্রূপ তাঁহারে অবরোধ করিলেন। মহাবীর সূতপুত্রও মন্ত্রৌষধ প্রমাথী উল্বণ ব্যাধির ন্যায় তাঁহাদিগকে মর্দ্দিত করিয়া যুধিষ্ঠিরের অনতিদূরে উপ-

স্থিত হইলেন; কিন্তু যুধিষ্ঠির হিতার্থী পাণ্ডব, পাঞ্চাল ও কেকয়গণ কর্ত্তৃক রুদ্ধ হইয়া ব্রহ্মবেত্তাও যেমন মৃত্যুরে অতিক্রম করিতে সমর্থ হন না, তদ্রূপ তাঁহাদিগকে অতিক্রম করিতে অসমর্থ হইলেন। অনন্তর ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির রোষারুণিত লোচনে অদূরস্থিত অরাতিনিপাতন সূতপুত্রকে কহিলেন, হে সূতপুত্র! আমি যাহা কহিতেছি, শ্রবণ কর। তুমি সতত বলবান্ অর্জ্জুনের সহিত সংগ্রাম করিবার নিমিত্ত স্পর্দ্ধা করিয়া থাক এবং দুর্য্যোধনের মতানুসারে নিয়ত আমাদিগকেও পীড়ন করিতেছ। এক্ষণে তোমার যত দূর বলবীর্য্য ও আমাদিগের প্রতি বিদ্বেষ বুদ্ধি থাকে, পৌরুষ অবলম্বন পূর্ব্বক তাহা প্রকাশ কর। আমি আজি তোমার রণবাসনা নিঃশেষিত করিব। হে মহারাজ! ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির সূতপুত্ররে এই কথা বলিয়া সুবর্ণপুঙ্খ লৌহময় দশ শরে তাঁহারে বিদ্ধ করিলেন। তখন মহাধনুর্দ্ধর শত্রুতাপন কর্ণ হাস্য করত দশ বৎসদন্ত শরে যুধিষ্ঠিরকে প্রতিবিদ্ধ করিলেন। ধর্ম্মরাজ সূতপুত্রের শরে বিদ্ধ হইয়া তাঁহার প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন পূর্ব্বক হুত হুতাশনের ন্যায় ক্রোধে প্রজ্বলিত হইয়া উঠিলেন। তখন তাঁহার কলেবর কল্পান্তকালীন বিশ্বদহন প্রবৃত্ত, জ্বালাসমাকীর্ণ সম্বর্ত্তাগ্নির ন্যায় বোধ হইতে লাগিল। তদ্দর্শনে সেই প্রদীপ্তায়ুধধারী সৈন্যগণ মাল্যাম্বর পরিত্যাগ পূর্ব্বক দশ দিকে ধাবমান হইল।

তখন ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির সূতপুত্রের বিনাশ বাসনায় অতি সত্বরে সুবর্ণভূষিত মহাকোদণ্ড বিস্ফারিত করিয়া তাহাতে পর্ব্বতবিদারণক্ষম সুশাণিত যমদণ্ড সদৃশ শর সংযোগ ও

আকর্ণ আকর্ষণ পূর্ব্বক কর্ণের প্রতি নিক্ষেপ করিলেন। সেই বজ্রনিস্বন শর মহারথ সূতপুত্রের বামপার্শ্বে প্রবিষ্ট হওয়াতে তিনি সাতিশয় কাতর ও বিকলাঙ্গ হইয়া স্যন্দনোপরি শরাসন পরিত্যাগ পূর্ব্বক মূর্চ্ছিত হইলেন। ঐ সময় মহাবীর কর্ণকে তদবস্থ ও তাঁহার মুখবর্ণ বিবর্ণ নিরীক্ষণ করিয়া কৌরব সৈন্যমধ্যে মহান্ হাহাকার শব্দ সমুত্থিত হইল। পাণ্ডবগণ যুধিষ্ঠিরের পরাক্রম দর্শন করিয়া সিংহনাদ পরিত্যাগ ও কিলকিলা শব্দ করিতে লাগিলেন। তখন ভীষণপরাক্রম কর্ণ অনতি বিলম্বেই সংজ্ঞা লাভ করিয়া ধর্ম্মরাজের নিধনার্থ কৃতসঙ্কল্প হইলেন এবং কনকময় শরাসন বিস্ফারিত করিয়া যুধিষ্ঠিরের উপর নিশিত শর পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। ঐ সময় যুধিষ্ঠিরের চক্ররক্ষক পাঞ্চাল বংশীয় চন্দ্রদেব ও দণ্ডধার শশধর পার্শ্ববর্ত্তী পুনর্বসুর ন্যায় ধর্ম্মরাজের উভয় পার্শ্বে বিদ্যমান ছিলেন। মহাবীর সূতপুত্র দুই ক্ষুর দ্বারা তাহাদিগকে নিহত করিলেন। তখন রাজা যুধিষ্ঠির নিশিত শরনিকরে কর্ণকে বিদ্ধ করিয়া সুষেণের উপর তিন, সত্যষেণের উপর তিন, শল্যের উপর নবতি এবং সূতপুত্রের উপর পুনরায় ত্রিসপ্ততি শর নিক্ষেপ পূর্ব্বক তাঁহার রক্ষকগণকে তিন তিন বক্র বাণে বিদ্ধ করিলেন। তখন মহাবীর কর্ণ হাস্যমুখে কার্ম্মুক বিকম্পিত করত এক ভল্লে ধর্ম্মরাজের দেহ বিদারণ পূর্ব্বক তাঁহারে ষষ্টি শরে বিদ্ধ করিয়া সিংহনাদ পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। ঐ সময় পাণ্ডব পক্ষীয় বীরগণ অমর্ষিত চিত্তে যুধিষ্ঠিরের পরিরক্ষণার্থ সূতপুত্রের উপর শর পরিত্যাগ করত তাঁহার প্রতি ধাবমান হইলেন। মহা-

বীর সাত্যকি, চেকিতান, যুযুৎসু, পাণ্ড্য, ধৃষ্টদ্যুম্ন, শিখণ্ডী, দ্রৌপদীতনয়গণ, প্রভদ্রকগণ, নকুল, সহদেব, ভীমসেন, শিশুপাল পুত্র এবং কারূষ, মৎস্য, কেকয়, কাশি ও কোশল দেশোদ্ভব বীরগণ সত্বরে বসুষেণকে নিপীড়িত করিতে আরম্ভ করিলেন এবং পাঞ্চাল বংশোদ্ভব জনমেজয় শরনিকর নিপাতে কর্ণকে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন এবং অন্যান্য পাণ্ডব পক্ষীয় বীরগণ অসংখ্য রথী, হস্ত্যারোহী ও অশ্বারোহী সৈন্য সমভিব্যাহারে বরাহকর্ণ নারাচ, নিশিত নালীক, বৎসদন্ত, বিপাঠ, ক্ষুরপ্র ও চটকামুখ প্রভৃতি নানা প্রকার শর নিক্ষেপ করত সূতপুত্রের বিনাশ বাসনায় চতুর্দ্দিক্ হইতে তাঁহার অভিমুখে ধাবমান হইল।

হে মহারাজ! মহাবীর কর্ণ এই রূপে পাণ্ডব পক্ষীয় বীরগণ কর্ত্তৃক পরিবেষ্টিত হইয়া ব্রহ্মাস্ত্রের আবির্ভাব করিয়া শরবর্ষণে দিঙ্মণ্ডল পরিপূরিত করিলেন এবং শররূপ অগ্নিশিখা দ্বারা পাণ্ডব সৈন্যরূপ বন দগ্ধ করত চতুর্দ্দিকে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। পরিশেষে তিনি মহাস্ত্র সন্ধান পূর্ব্বক ঈষৎ হাস্য করিয়া ধর্ম্মরাজের কোদণ্ড দ্বিখণ্ড করিয়া ফেলিলেন এবং নিমেষ মধ্যে নতপর্ব্ব নবতি বাণ সন্ধান পূর্ব্বক তাঁহার কনকমণ্ডিত কবচ ভেদ করিলেন। তখন যুধিষ্ঠিরের সেই সুবর্ণ চিত্রিত কবচ কর্ণশরে ছিন্ন হইয়া সূর্য্যকিরণ সংশ্লিষ্ট চপলা বিরাজিত বাতাহত জলধরের ন্যায়, নিশাকালীন বিগতাভ্র গভোমণ্ডলের ন্যায় শোভা ধারণ করত ভূতলে নিপতিত হইল। ধর্ম্মতনয় এই রূপে বর্ম্ম বিহীন ও রুধিরাক্তকলেবর হইয়া ক্রোধভরে সূতপুত্রের প্রতি এক লৌহময়

শক্তি নিক্ষেপ করিলেন। মহাবীর কর্ণ সাত শরে আকাশ-পথেই সেই প্রজ্বলিত শক্তি ছেদন করিয়া ফেলিলেন। তখন যুধিষ্ঠির বল পূর্ব্বক সূতপুত্রের বক্ষস্থলে চারি তোমর নিক্ষেপ করিয়া পরমাহ্লাদে গর্জ্জন করিতে লাগিলেন। সূতনন্দন সেই তোমরাঘাতে নিতান্ত নিপীড়িত হইয়া রুধির ক্ষরণ ও রোষাবিষ্ট সর্পের ন্যায় নিশ্বাস পরিত্যাগ করত এক ভল্লে ধর্ম্মতনয়ের ধ্বজ ছেদন ও তিন ভল্লে তাঁহার দেহ বিদারণ পূর্ব্বক তাঁহার তূণীর দ্বয় ও রথ চূর্ণ করিয়া ফেলিলেন। তখন ধর্ম্মনন্দন অসিতপুচ্ছ শ্বেতাশ্বসংযুক্ত অন্য রথে আরোহণ করিয়া সমর পরিত্যাগ পূর্ব্বক প্রস্থান করিতে লাগিলেন। কোন ক্রমেই কর্ণের সমক্ষে অবস্থান করিতে সমর্থ হইলেন না। তখন মহাবীর রাধেয় বেগে গমন পূর্ব্বক বজ্র, ছত্র, অঙ্কুশ, মৎস্য, ধ্বজ, কূর্ম্ম ও শঙ্খ প্রভৃতি লক্ষণযুক্ত পাণ্ডুরবর্ণ কর দ্বারা পাণ্ডুনন্দনের স্কন্ধদেশ স্পর্শ করত স্বয়ং পবিত্র হইয়া তাঁহারে বল পূর্ব্বক গ্রহণ করিতে মানস করিলেন। তৎকালে কুন্তীর বাক্য তাঁহার স্মৃতিপথে আরূঢ় হইল।

হে মহারাজ! ঐ সময়ে মদ্ররাজ শল্য কর্ণকে যুধিষ্ঠির গ্রহণে সমুদ্যত দেখিয়া নিষেধ করত কহিলেন, হে সূত-পুত্র! তুমি এই প্রধানতম নরপতিরে গ্রহণ করিও না। উহাঁরে গ্রহণ করিলেই উনি তোমারে বিনাশ করিয়া আমারে ভস্ম-সাৎ করিবেন। তখন সূতপুত্র হাস্য করিয়া যুধিষ্ঠিরকে নিন্দা করত কহিলেন, হে পাণ্ডুনন্দন! তুমি ক্ষত্রিয়কুলে জন্ম গ্রহণ ও ক্ষত্রিয় ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া কিরূপে প্রাণভয়ে সমর পরি-ত্যাগ পূর্ব্বক পলায়ন করিতেছ। আমার বোধ হয়, তুমি

ক্ষাত্রধর্ম্ম অবগত নহ। তুমি নিয়ত বেদ পাঠ ও যজ্ঞকর্ম্ম অনুষ্ঠান করিয়া থাক; অতএব যুদ্ধ করা তোমার কর্ত্তব্য নহে। এক্ষণে সংগ্রামেচ্ছা পরিত্যাগ কর, আর বীর পুরুষদিগের নিকটে গমন করিও না এবং তাহাদিগকে অপ্রিয় কথাও বলিও না। মহাবীর কর্ণ ধর্ম্মরাজকে এই রূপ কহিয়া তাঁহারে পরিত্যাগ পূর্ব্বক বজ্রহস্ত-পুরন্দরের ন্যায় পাণ্ডব সৈন্যগণকে বিনাশ করিতে আরম্ভ করিলেন। নরনাথ যুধিষ্ঠিরও লজ্জিত ভাবে পলায়ন করিতে লাগিলেন। চেদি, পাণ্ডব ও পাঞ্চাল-গণ এবং মহারথ সাত্যকি, নকুল, সহদেব ও দ্রৌপদীতনয়গণ যুধিষ্ঠিরকে অপসৃত দেখিয়া সকলেই তাঁহার অনুগমনে প্রবৃত্ত হইলেন।

তখন মহাবীর কর্ণ যুধিষ্ঠিরের সৈন্যগণকে সমরপরাঙ্মুখ অবলোকন করিয়া হৃষ্ট চিত্তে কৌরবগণ সমভিব্যাহারে তাঁহাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিতে লাগিলেন। কৌরব সৈন্যমধ্যে ভীষণ কার্ম্মুক নিস্বন, সিংহনাদ এবং ভেরী, শঙ্খ ও মৃদঙ্গের ধ্বনি সমুত্থিত হইল। ঐ সময় রাজা যুধিষ্ঠির শ্রুতকীর্ত্তির রথে আরোহণ পূর্ব্বক কর্ণের বিক্রম অবলোকন করিতে লাগিলেন। অনন্তর তিনি কৌরবগণ কর্ত্তৃক পাণ্ডব সৈন্যগণকে বিমর্দ্দিত দেখিয়া রোষাবিষ্ট চিত্তে স্বপক্ষীয় যোধ-গণকে বলিলেন, হে বীরগণ! তোমরা কেন নিশ্চিন্ত রহি-য়াছ, সত্বরে বিপক্ষদিগকে বিনাশ কর! তখন ভীমসেন প্রভৃতি পাণ্ডব পক্ষীয় মহারথগণ ধর্ম্মরাজের আদেশানুসারে আপনার পুত্ত্রগণের প্রতি গমন করিতে লাগিলেন। ঐ সময়ে অসংখ্য যোদ্ধা, হস্তী, অশ্ব, রথ, পদাতি ও অস্ত্র সমূহের

তুমুল শব্দ সমুত্থিত হইল। যোধগণ গাত্রোত্থান কর, প্রহার কর, অভিমুখীন হও, এই রূপ বলিতে বলিতে পরস্পরকে প্রহার করিতে আরম্ভ করিল। আকাশমণ্ডল জলদজালের ন্যায় শরজালে আচ্ছাদিত হইল। শরসমাচ্ছন্ন নরবীরগণ পরস্পর প্রহার করত বিকলাঙ্গ এবং পতাকা, ধ্বজ, অশ্ব, সারথি ও আয়ুধ বিহীন হইয়া ধরাতলে নিপতিত হইতে লাগিলেন। আরোহি সমবেত মাতঙ্গগণ প্রভূত বনশালী বজ্রভিন্ন শৈল শিখরের ন্যায় ভূতলে নিপতিত হইতে লাগিল। বর্ম্মধারী দিব্য ভূষণভূষিত পদাতিগণ প্রতিপক্ষ বীরগণের শরে ছিন্ন ভিন্ন হইয়া ভূতলশায়ী হইল। ঐ সময় সমররস-পরায়ণ বীরগণের বিশাল লোহিত নেত্রযুক্ত, পূর্ণেন্দু সদৃশ মুখপদ্মে সমরভূমি সমাচ্ছন্ন হইয়া গেল। অপ্সরোগণ অভি-মুখাগত সমর নিহত অসংখ্য বীরগণকে গীত বাদ্যাদিযুক্ত বিমানে আরোপিত করিয়া গমন করাতে ভূমণ্ডলের ন্যায় নভোমণ্ডলেও তুমুল শব্দ শ্রুতিগোচর হইতে লাগিল। বীর-গণ সেই আশ্চর্য্য ব্যাপার দর্শনে পরমাহ্লাদিত হইয়া স্বর্গ-বাস বাসনায় সত্বরে পরস্পরকে প্রহার করিতে আরম্ভ করিল। রথিগণ রথীদিগের, পদাতিগণ পদাতিদিগের, মাতঙ্গগণ মাতঙ্গ-দিগের এবং অশ্বগণ অশ্বদিগের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল।

হে মহারাজ! এই রূপ সেই অসংখ্য গজবাজী ও মনু-ষ্যের ক্ষয়জনক তুমুল সংগ্রাম আরম্ভ হইলে সেনাগণের পদা-ঘাতে সমুত্থিত ধূলিপটলে সমরাঙ্গন সমাচ্ছন্ন হইয়া গেল। তখন বীরগণ কি স্বপক্ষীয় কি পরপক্ষীয় যাহারে সম্মুখে দেখিলেন, তাহারেই বিনাশ করিতে লাগিলেন! অনন্তর

সৈন্যগণ কেশাকেশি, দন্তাদন্তি, মুষ্টামুষ্টি, নখানখী ও বাহু-যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল। তখন তাহাদিগের দেহবিনির্গত শোণিতে সমরাঙ্গনে ভীরু জন ভীষণ ঘোরতর নদী সমুৎপন্ন হইল। উহার স্রোতে অসংখ্য গজ, অশ্ব, নরদেহ প্রবাহিত হইতে লাগিল। বীরগণ মধ্যে কেহ কেহ সেই নদী পারে, কেহ কেহ বা তাহার মধ্যে গমন করিলেন এবং কেহ কেহ সন্ত-রণ করত সেই শোণিত মধ্যে একবার নিমগ্ন ও একবার উন্মগ্ন হওয়াতে বর্ম্ম, অস্ত্র ও বস্ত্রের সহিত রুধিরাক্ত হইয়া সেই শোণিতে স্নান, সেই শোণিত পান করিয়া তাহাতে অবসন্ন হইতে লাগিল। তখন হস্তী, অশ্ব, রথ, আয়ুধ, আভ-রণ, বসন, বর্ম্ম, হত ও আহত বীরগণ এবং ভূমণ্ডল, দিঙ্মণ্ডল ও নভোমণ্ডল প্রায় সমুদায়ই লোহিত বর্ণ হইয়া উঠিল। রুধিরের গন্ধ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গমন শব্দে সৈন্যগণের মহাবিষাদ উপস্থিত হইল। ঐ সময়ে ভীমসেন ও সাত্যকি প্রভৃতি বীর সকল সেই নিহত প্রায় সৈন্যগণের প্রতি বারং-বার ধাবমান হইতে লাগিলেন। তখন আপনার পুত্রগণের চতুরঙ্গ বল সেই ধাবমান বীরদিগের পরাক্রম সহ্য করিতে না পারিয়া চর্ম্ম, কবচ ও আয়ুধ বিহীন হইয়া সিংহার্দ্দিত হস্তিযুথের ন্যায় চতুর্দ্দিকে পলায়ন করিতে আরম্ভ করিল।

এক পঞ্চাশত্তম অধ্যায়।

হে মহারাজ! ঐ সময় রাজা দুর্য্যোধন স্বীয় সৈন্যগণকে পাণ্ডবগণ কর্ত্তৃক বিদ্রাবিত দেখিয়া প্রযত্ন সহকারে চীৎকার করত তাহাদিগকে নিবারণ করিতে লাগিলেন; কিন্তু তাহারা কিছুতেই প্রতি নিবৃত্ত হইল না। অনন্তর ব্যূহের পক্ষ ও

প্রপক্ষ এবং শকুনি ও কৌরবগণ অস্ত্র শস্ত্র ধারণ পূর্ব্বক ভীমের প্রতি ধাবমান হইলেন। মহাবীর কর্ণও কৌরবগণকে দুর্য্যোধনের সহিত ভীমাভিমুখে ধাবমান দেখিয়া শল্যকে কহিলেন, হে মদ্ররাজ! তুমি এক্ষণে আমারে ভীমের রথ সন্নিধানে উপনীত কর। তখন মদ্ররাজ কর্ণের বাক্যানুসারে হংসধবল অশ্বগণকে ভীমের অভিমুখে সঞ্চালন করিতে আরম্ভ করিলে তাহারা অবিলম্বে বৃকোদরের সমক্ষে সমুপস্থিত হইল। মহাবীর ভীমসেন কর্ণকে সমাগত দেখিয়া ক্রোধভরে তাঁহারে সংহার করিবার অভিলাষে সাত্যকি ও ধৃষ্টদ্যুম্নকে কহিলেন, হে বীর দ্বয়! তোমরা এক্ষণে ধর্ম্মরাজকে রক্ষা কর। দুরাত্মা সূতপুত্র দুর্য্যোধনের প্রীতি পরিবর্দ্ধিত করিবার নিমিত্ত আমার সমক্ষে উহাঁর পরিচ্ছদ ছিন্ন ভিন্ন করিয়া দিয়াছে। ভাগ্যে আমি দেখিয়াছিলাম, এই নিমিত্তই উনি তৎকালে সেই বিষম সঙ্কট হইতে কথঞ্চিৎ পরিত্রাণ প্রাপ্ত হইয়াছেন। অতএব আজি আমারে এককালে এই দুঃখের শেষ করিতে হইবে। অদ্য হয় আমি কর্ণকে বিনাশ করিব, না হয় সেই আমারে সংহার করিবে, সন্দেহ নাই। হে বীরগণ! আজি আমি ধর্ম্ম-রাজকে তোমাদিগের হস্তে সমর্পণ করিতেছি। তোমরা অন-লস হইয়া সতত সাবধানে ইহাঁরে রক্ষা করিও। মহাবীর ভীমসেন এই বলিয়া সিংহনাদ শব্দে দিঙ্মণ্ডল প্রতিধ্বনিত করত সূতপুত্রের প্রতি ধাবমান হইলেন।

ঐ সময় মদ্ররাজ ভীমসেনকে সম্মুখে মহাবেগে আগমন করিতে দেখিয়া কর্ণকে কহিলেন, হে সূতপুত্র! ঐ দেখ ভীম সেন ক্রোধভরে তোমার অভিমুখে আগমন করিতেছেন। ইনি

অদ্য নিঃসন্দেহ তোমার উপর চির সঞ্চিত ক্রোধাগ্নি নিক্ষেপ করিবেন। এক্ষণে ইহাঁর রূপ যুগান্তকালীন হুতাসনের ন্যায় ভয়ঙ্কর বোধ হইতেছে। মহাবীর অভিমন্যু ও রাক্ষস ঘটোৎকচ নিহত হইলেও ইহাঁর ঈদৃশ রূপ আমার দৃষ্টিগোচর হয় নাই। ঐ মহাবীর রোষাবিষ্ট হইলে ত্রিলোকস্থ সমস্ত লোককে নিবারণ করিতে পারেন, সন্দেহ নাই।

হে মহারাজ! মদ্ররাজ শল্য কর্ণকে এইরূপ কহিতেছেন, ইত্যবসরে মহাবীর বৃকোদর ক্রোধাবিষ্ট হইয়া তথায় আগমন করিলেন। মহাবল পরাক্রান্ত সূতপুত্র সমরলোলুপ ভীমকে সমাগত দেখিয়া হাস্য মুখে শল্যকে কহিলেন, হে মদ্ররাজ! তুমি আমার সমক্ষে ভীমসেনের উদ্দেশে যে সমস্ত কথা কহিলে, সমুদায়ই সত্য। ভীম মহাবল পরাক্রান্ত, ক্রোধনস্বভাব ও দেহ রক্ষায় একান্ত নিরপেক্ষ। ঐ মহাবীর বিরাট নগরে অজ্ঞাত বাসকালে দ্রৌপদীর হিতাভিলাষ পরবশ হইয়া প্রচ্ছন্ন ভাবে কীচককে স্বগণ সমভিব্যাহারে সংহার করিয়াছিল। অদ্য সে উদ্যতদণ্ড সাক্ষাৎ কৃতান্তের ন্যায় ক্রোধাবিষ্ট হইয়া সমরাঙ্গনে অবতীর্ণ হইয়াছে। হে শল্য! হয় অর্জ্জুন আমারে সংহার করিবে, না হয় আমিই তাহারে বিনাশ করিব। ইহা আমার চিরপ্রার্থনীয়। অদ্য কি ভীমের সহিত সমাগম লাভে আমার সেই মনোরথ সফল হইবে। ভীম নিহত বা বিরথ হইলে যদি ধনঞ্জয় আমার সহিত যুদ্ধ করিতে আগমন করে, তাহা হইলেই আমার মনোরথ পূর্ণ হয়, সন্দেহ নাই। হে মদ্ররাজ! এক্ষণে এই বিষয়ে যাহা কর্ত্তব্য, তাহা শীঘ্র অবধারণ কর।

মহারাজ শল্য সূতপুত্রের বাক্য শ্রবণ করিয়া পুনরায় কহিলেন, হে কর্ণ! তুমি এক্ষণে ভীমপরাক্রম ভীমের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হও। অগ্রে ভীমকে পরাজয় করিলে পশ্চাৎ অর্জ্জুনকে প্রাপ্ত হইবে। আমি নিশ্চয়ই কহিতেছি, তুমি চির কাল যেরূপ অভিলাষ করিতেছ, অদ্য তাহা পূর্ণ হইবে। তখন সূতপুত্র পুনরায় তাঁহারে কহিলেন, হে মদ্ররাজ! অদ্য হয় আমি অর্জ্জুনকে বিনাশ করিব, না হয় অর্জ্জুন আমারে বিনাশ করিবে। এক্ষণে তুমি যুদ্ধে মনঃসমাধান পূর্ব্বক ভীমসেনের প্রতি অশ্ব সঞ্চালন কর।

হে মহারাজ! অনন্তর মদ্ররাজ শল্য যেস্থানে ভীমসেন কৌরব সৈন্যগণকে বিদ্রাবিত করিতেছিলেন, তথায় অবিলম্বে রথ সমানীত করিলেন। এইরূপে ভীমসেন ও কর্ণ পরস্পর সম্মুখীন হইলে সংগ্রামস্থলে তূর্য্যনিনাদ ও ভেরীশব্দ প্রাদুর্ভূত হইল। তখন মহাবীর ভীমসেন রোষাবিষ্ট হইয়া সুনিশিত নারাচনিকরে নিতান্ত দুরাসদ কৌরব সৈন্যগণকে চতুর্দ্দিকে বিদ্রাবিত করিতে লাগিলেন। অনন্তর মহাবীর কর্ণ ও ভীমসেনের সংগ্রাম নিতান্ত ঘোরতর হইয়া উঠিল। মহাবীর ভীমসেন মুহূর্ত্ত মধ্যে সূতপুত্রের সম্মুখীন হইলেন। সূতপুত্রও তাঁহারে সমাগত নিরীক্ষণ পূর্ব্বক ক্রোধভরে নারাচ দ্বারা তাঁহার বক্ষস্থলে আঘাত করিয়া পুনরায় তাঁহার প্রতি শরনিকর নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। মহাবীর ভীমসেন সূতপুত্র নিক্ষিপ্ত সায়কে গাঢ়তর বিদ্ধ হইয়া তাঁহারে শরনিকরে সমাচ্ছন্ন করিয়া সুনিশিত নয় বাণে বিদ্ধ করিলেন। তখন সূতপুত্র শরাঘাতে ভীমসেনের শরাসন ছেদন করিয়া

সর্ব্বাবরণভেদী সুতীক্ষ্ণ নারাচে তাঁহার বক্ষস্থল বিদ্ধ করিলেন। মহাবীর বৃকোদরও সত্বরে অন্য কার্ম্মুক গ্রহণ পূর্ব্বক নিশিত শরে কর্ণের মর্ম্মস্থল বিদ্ধ করিয়া রোদসী বিকম্পিত করত ঘোরতর সিংহনাদ পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। তখন মহাবল কর্ণ অরণ্য মধ্যে মদোৎকট গর্ব্বিত কুঞ্জরকে যেমন উল্কা দ্বারা আহত করে, তদ্রূপ পঞ্চবিংশতি নারাচে ভীমসেনকে সমাহত করিলেন। মহাবীর ভীম কর্ণের নারাচে ভিন্ন কলেবর হইয়া রোষ কষায়িত লোচনে সূতপুত্রের সংহার বাসনায় শরাসন আকর্ণ আকর্ষণ করিয়া তাঁহার প্রতি এক পর্ব্বতবিদারণক্ষম ভারসাধন সায়ক সন্ধান পূর্ব্বক পরিত্যাগ করিলেন। তখন বজ্রবেগ যেমন পর্ব্বতকে বিদীর্ণ করে, তদ্রূপ সেই অশনিনিস্বন ভীষণবাণ সূতপুত্রকে বিদীর্ণ করিল। মহারথ সূতপুত্র সেই ভীম নিক্ষিপ্ত শরে গাঢ়তর বিদ্ধ ও বিমোহিত হইয়া রথোপস্থে নিষণ্ণ হইলেন। মদ্রাধিপতি শল্য তাঁহারে সংজ্ঞাহীন নিরীক্ষণ করিয়া সত্বরে রণস্থল হইতে অপসারিত করিলেন। হে মহারাজ! এইরূপে কর্ণকে পরাজিত করিয়া মহাবীর ভীমসেন পূর্ব্বে সুররাজ যেমন অসুরগণকে বিদ্রাবিত করিয়াছিলেন, তদ্রূপ কৌরব সৈন্যগণকে বিদ্রাবিত করিতে লাগিলেন।

দ্বিপঞ্চাশত্তম অধ্যায়।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে সঞ্জয়! ভীমসেন মহাবাহু কর্ণকে রথোপরি পাতিত করিয়া অতি দুষ্কর কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছে। দুর্য্যোধন বারংবার আমারে কহিয়াছিল যে, কর্ণ একাকী সংগ্রামে সমুদায় সৃঞ্জয় ও পাণ্ডবগণকে সংহার

করিবে। এক্ষণে সে বৃকোদর কর্ত্তৃক রাধেয়কে পরাজিত অবলোকন করিয়া কি উপায় অবলম্বন করিল।

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! দুর্য্যোধন সূতনন্দনকে সমরবিমুখ দেখিয়া সহোদরদিগকে কহিলেন, হে ভ্রাতৃগণ! তোমরা শীঘ্র গমন করিয়া অগাধ ব্যসনার্ণবে নিমগ্ন রাধেয়কে রক্ষা কর। আপনার পুত্রগণ জ্যেষ্ঠ সহোদর কর্ত্তৃক এইরূপ অনুজ্ঞাত হইয়া পতঙ্গগণ যেমন পাবকের অভিমুখে আগমন করে, তদ্রূপ বৃকোদরের বিনাশ বাসনায় সরোষ নয়নে তাঁহার প্রতি ধাবমান হইলেন। মহাবল পরাক্রান্ত পাশ তূণীর কবচধারী শ্রুতবান্, দুর্দ্ধর, ক্রাথ, বিবিৎসু, বিকট, সম,নন্দ, উপনন্দক, দুষ্প্রধর্ষ সুবাহু, বাতবেগ, সুবর্চ্চা, ধনুগ্রাহ, দুর্ম্মদ, জলসন্ধ, শল ও সহ, ইহাঁরা অসংখ্য রথে পরিবৃত হইয়া চতুর্দ্দিক্ হইতে ভীমসেনকে পরিবেষ্টন করত তাঁহার উপর বিবিধ শরনিকর নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। মহাবল পরাক্রান্ত ভীমসেন আপনার পুত্রগণ কর্ত্তৃক এইরূপে নিপীড়িত হইয়া সত্বরে তাঁহাদের পক্ষীয় পঞ্চদশ রথী ও পঞ্চাশৎ রথ বিনষ্ট কয়িয়া ভল্ল দ্বারা বিবিৎসুর কুণ্ডলমণ্ডিত শিরস্ত্রাণ সম্বলিত পূর্ণচন্দ্র সন্নিভ মস্তক ছেদন করিয়া ফেলিলেন। আপনার অন্যান্য পুত্রগণ মহাবীর বিবিৎসুরে নিহত দেখিয়া ভীমপরাক্রম ভীমসেনের প্রতি ধাবমান হইলেন। তখন অরাতি নিপাতন বৃকোদর অন্য দুই ভল্ল দ্বারা বিকট ও সম নামক আপনার আর দুই পুত্রের প্রাণ সংহার করিলেন। সেই দেবপুত্র সদৃশ বীর দ্বয় বায়ুভগ্ন বৃক্ষের ন্যায় ধরাশায়ী হইলেন অনন্তর মহাবীর ভীমসেন সত্বরে সুতীক্ষ্ণ নারাচ দ্বারা ক্রাথকে

নিহত করিয়া ভূতলে পাতিত করিলেন। হে মহারাজ! এই রূপে আপনার ধনুর্দ্ধর পুত্রগণ নিহত হইলে সমরাঙ্গনে মহান্ হাহাকার শব্দ সমুত্থিত হইল। তখন মহাবল পরাক্রান্ত বৃকোদর পুনরায় নন্দ ও উপনন্দকে নিপাতিত করিলেন। তদ্দর্শনে আপনার তনয়গণ রথস্থ ভীমসেনকে কালান্তক যমের ন্যায় জ্ঞান করিয়া নিতান্ত ভীত ও বিহ্বল হইয়া পলায়ন করিতে লাগিলেন।

হে মহারাজ! ঐ সময় সূতপুত্র কর্ণ আপনার পুত্রগণকে নিহত নিরীক্ষণ পূর্ব্বক নিতান্ত দুর্ম্মনা হইয়া পুনরায় ভীমসেনের অভিমুখে রথ চালন করিতে আদেশ করিলেন। মদ্ররাজ কর্ণের আদেশানুসারে হংসবর্ণ অশ্বগণকে পরিচালিত করিতে আরম্ভ করিলে তাহারা মহাবেগে ধাবমান হইয়া অবিলম্বে ভীমসেনের রথ সমীপে সমুপস্থিত হইল। অনন্তর কর্ণ ও ভীমসেনের অতি ভয়ঙ্কর তুমুল যুদ্ধ আরম্ভ হইল! হে মহারাজ! আমি তৎকালে মহারথ কর্ণ ও ভীমসেনকে সংগ্রামে সমবেত দেখিয়া মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলাম, না জানি, অদ্য এই বীর দ্বয়ের কিরূপ সংগ্রাম হইবে। অনন্তর সমরনিপুণ ভীমসেন আপনার পুত্রগণের সমক্ষে কর্ণকে শরনিকরে সমাচ্ছন্ন করিতে লাগিলেন। পরমাস্ত্রজ্ঞ কর্ণও কোপাবিষ্ট হইয়া নতপর্ব্ব নয় ভল্ল দ্বারা ভীমসেনকে বিদ্ধ করিলেন। ভীম পরাক্রম মহাবাহু ভীমসেন সূতপুত্রের শরে তাড়িত হইয়া আকর্ণপূর্ণ সাত বাণে তাঁহারে সমাহত করিলেন। কর্ণও ভুজঙ্গমের ন্যায় নিশ্বাস পরিত্যাগ করত শরবর্ষণে তাঁহারে সমাচ্ছন্ন করিতে লাগিলেন। তখন মহাবল

বৃকোদর কৌরবগণের সমক্ষে মহারথ রাধেয়কে শরনিকরে সমাচ্ছন্ন করিয়া সিংহনাদ করিতে আরম্ভ করিলেন। কর্ণ ভীমের শরাঘাতে ক্রোধান্বিত হইয়া শরাসন দৃঢ়রূপে গ্রহণ ও বৃকোদরের প্রতি শিলানিশিত দশ বাণ নিক্ষেপ পূর্ব্বক নিশিত ভল্ল দ্বারা তাঁহার শরাসন ছেদন করিয়া ফেলিলেন। তখন মহাবাহু ভীমসেন কর্ণের নিধন বাসনায় এক হেমপট্ট বিভূষিত দ্বিতীয় যমদণ্ড সদৃশ ঘোরতর পরিঘ গ্রহণ পূর্ব্বক তাঁহার প্রতি নিক্ষেপ করিয়া সিংহনাদ করিতে লাগিলেন। সূতনন্দনও তৎক্ষণাৎ অসংখ্য আশীবিষোপম শরনিকরে সেই অশনির ন্যায় শব্দায়মান সমাগত পরিঘ খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিলেন। তখন মহাবীর বৃকোদর দৃঢ়তর শরাসন গ্রহণ পূর্ব্বক শত্রুনিসূদন কর্ণকে বিশিখজালে সমাচ্ছন্ন করিলেন।

হে মহারাজ! অনন্তর পরস্পর বধৈষী সিংহ দ্বয়ের ন্যায় মহাবীর কর্ণ ও ভীমসেনের পূর্ব্বাপেক্ষা ঘোরতর সংগ্রাম সমুপস্থিত হইল। মহাবীর কর্ণ শরাসন আকর্ণ আকর্ষণ করিয়া তিন বাণে ভীমসেনকে বিদ্ধ করিলেন। মহাধনুর্দ্ধর বলবান্ বৃকোদর কর্ণশরে বিদ্ধ হইয়া এক দেহবিদারণ বিষম বিশিখ গ্রহণ পূর্ব্বক তাঁহার উপর নিক্ষেপ করিলে উহা সূতপুত্রের বর্ম্ম ছেদন ও শরীর ভেদ করিয়া বল্মীকান্তর্গামী পন্নগের ন্যায় ধরণীতলে প্রবিষ্ট হইল। মহাবীর কর্ণ ভীমের শরাঘাতে নিতান্ত ব্যথিত ও বিহ্বল হইয়া ভূমিকম্পকালীন অচলের ন্যায় বিকম্পিত হইতে লাগিলেন। অনন্তর তিনি একান্ত রোষপরতন্ত্র হইয়া ভীমসেনকে পঞ্চবিংশতি নারাচে বিদ্ধ ও অসংখ্য শরে নিপীড়িত কয়িয়া এক বাণে তাঁহার ধ্বজ

ছেদন ও ভল্ল দ্বারা সারথিরে শমনভবনে প্রেরণ করিলেন এবং মুহূর্ত্ত মধ্যে অবলীলা ক্রমে তাঁহার শরাসন ছিন্ন ও রথ ভগ্ন করিয়া হাস্য করিতে লাগিলেন। তখন মহাবাহু বৃকোদর গদা গ্রহণ পূর্ব্বক সেই ভগ্ন স্যন্দন হইতে মহাবেগে ভূতলে অবতীর্ণ হইয়া বায়ু যেমন শরৎকালীন মেঘ সঞ্চালিত করে, তদ্রূপ গদা প্রহারে কৌরব সেনাগণকে বিদ্রাবিত করিলেন এবং ঈষাদন্ত সপ্তশত মাতঙ্গগণকে সহসা বিদ্রাবিত করিয়া তাহাদের দন্তবেষ্টন, নেত্র, কুম্ভ, গণ্ড ও মর্ম্মে অতিশয় আঘাত করিতে লাগিলেন। তাহারা ভীমসেনের ভীষণ প্রহারে ভীত হইয়া প্রথমত ইতস্তত ধাবমান হইল; কিন্তু মহামাত্রগণ কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া পুনরায় ভীমসেনের অভিমুখে গমন পূর্ব্বক মেঘমণ্ডল যেমন দিবাকরকে পরিবেষ্টন করে, তদ্রূপ তাঁহারে বেষ্টন করিল। তখন অরাতিঘাতন ভীমসেন ইন্দ্র যেমন বজ্র দ্বারা অচল সংচূর্ণিত করেন, তদ্রূপ গদাঘাতে সেই সপ্ত শত মাতঙ্গ নিহত করিলেন। তৎপরে পুনর্ব্বার শকুনির মহাবল পরাক্রান্ত দ্বিপঞ্চাশৎ হস্তি বিপোথিত করিয়া কৌরব পক্ষীয় একশত রথ ও শত শত পদাতিরে সংহার পূর্ব্বক সৈন্যগণকে নিপীড়িত করিতে লাগিলেন। হে মহারাজ! আপনার সেনাগণ এইরূপে মহাত্মা ভীমসেনের প্রভাবে ও সূর্য্যের প্রতাপে নিতান্ত সন্তপ্ত ও অনলার্পিত চর্ম্মের ন্যায় সঙ্কুচিত হইয়া ভীম ভয়ে সমর পরিত্যাগ পূর্ব্বক দশ দিকে পলায়ন করিতে আরম্ভ করিল।

তখন অন্যান্য চর্ম্মবর্ম্মধারী পঞ্চ শত রথী শরনিকর নিক্ষেপ করত ভীমসেনের প্রতি ধাবমান হইলেন। মহাবীর

বৃকোদরও অসুর বিনাসন বিষ্ণুর ন্যায় গদাঘাতে সেই ধ্বজ-পতাকায়ুধ সম্বলিত বীরগণকে বিপোথিত করিয়া ফেলিলেন। অনন্তর মহাবল পরাক্রান্ত ত্রিসহস্র অশ্বারোহী শকুনির আদেশানুসারে শক্তি ঋষ্টি ও প্রাস গ্রহণ পূর্ব্বক বৃকোদরের অভিমুখে ধাবমান হইল। অরাতিনিপাতন ভীমসেনও মহা-বেগে তাহাদের অভিমুখীন হইয়া বিবিধ মার্গে বিচরণ পূর্ব্বক গদা প্রহারে তাহাদিগকে বিমর্দ্দিত করিলেন। তখন প্রস্তর নিপীড়িত গজযূথের ন্যায় তাহাদিগের সুমহান্ আর্ত্তনাদ হইতে লাগিল। হে মহারাজ! কোপাবিষ্ট পাণ্ডব এইরূপে সুবলপুত্রের ত্রিসহস্র অশ্বারোহী বিনষ্ট করিয়া অন্য রথে আরোহণ পূর্ব্বক মহাবেগে কর্ণের প্রতি ধাবমান হইলেন।

ঐ সময় মহাবীর কর্ণ অরাতিঘাতন ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠিরকে শরনিকরে সমাচ্ছন্ন ও তাঁহার সারথিরে নিপাতিত করিলেন। মহারথ যুধিষ্ঠির কর্ণের রথ নিরীক্ষণ পূর্ব্বক পলায়ন করিতে লাগিলেন। সূতপুত্রও শরনিকরে ধর্ম্মরাজের প্রতি অবক্র শরজাল বর্ষণ পূর্ব্বক রোদসী সমাবৃত করিয়া তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান হইলেন। তখন পবননন্দন ভীমসেন কর্ণকে যুধিষ্ঠিরের অনুধাবন করিতে দেখিয়া রোষাবিষ্ট চিত্তে সূত-পুত্রকে শরনিকরে সমাচ্ছন্ন করিতে লাগিলেন। শত্রুকর্ষণ কর্ণও তৎক্ষণাৎ প্রতি নিবৃত্ত হইয়া শাণিত শরজালে ভীম-সেনকে সমাবৃত করিলেন। তখন মহাবীর সাত্যকি ভীমের পার্ষ্ণি গ্রহণ নিমিত্ত তাঁহার রথসমীপস্থ কর্ণকে নিপীড়িত করিতে লাগিলেন। কর্ণ শরনিকরে নিতান্ত নিপীড়িত হই-য়াও ভীমের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইলেন তখন সর্ব্বধনু-

দ্ধিরশ্রেষ্ঠ বীর দ্বয় পরস্পর মিলিত হইয়া অনবরত শরজাল বর্ষণ করিতে লাগিলেন। তাহাদিগের ক্রৌঞ্চপৃষ্ঠের ন্যায় অরুণবর্ণ ভীষণ শরনিকর সমন্তাৎ বিকীর্ণ হওয়াতে সমুদায় দিক্ বিদিক্ সমাচ্ছন্ন ও দিবাকর আকাশমণ্ডলের মধ্যগত হইলেও তাঁহার প্রভা তিরোহিত হইয়া গেল। হে মহারাজ! ঐ সময় কৌরবগণ শকুনি, কৃতবর্ম্মা, অশ্বত্থামা, কর্ণ ও কৃপকে পাণ্ডবদিগের সহিত মিলিত দেখিয়া পুনর্ব্বার সংগ্রামার্থ আগমন করিতে লাগিলেন। তখন মহাবৃষ্টি সমুদ্ধৃত সাগরেব ন্যায় তাঁহাদিগের তুমুল কোলাহল সমুত্থিত হইল। অনন্তর উভয় পক্ষীয় সেনাগণ পরস্পরকে দর্শন ও গ্রহণ পূর্ব্বক আহ্লাদিত চিত্তে পরস্পর মিলিত হইতে লাগিল। হে রাজন্! সেই মধ্যাহ্ন সময়ে উভয় পক্ষে যেরূপ সংগ্রাম হইয়াছিল, তদ্রূপ যুদ্ধ কখনই আমাদের দৃষ্টিগোচর বা শ্রবণগোচর হয় নাই। বেগবান্ জলরাশি যেমন সাগরের সহিত মিলিত হয়, তদ্রূপ কৌরব সেনাগণ পাণ্ডব সৈন্যের সহিত মিলিত হইল। এই রূপে সেই উভয় পক্ষীয় সেনানদী দ্বয় একত্র সমবেত হইলে তাহাদের পরস্পর নিক্ষিপ্ত শরজালের তুমুল শব্দ হইতে লাগিল।

অনন্তর যশলোলুপ কৌরব ও পাণ্ডবগণের তুমুল যুদ্ধ আরম্ভ হইল। উভয় পক্ষীয় বীরগণ পরস্পরের নামোচ্চারণ পূর্ব্বক অবিশ্রান্তে বিবিধ বাক্য প্রয়োগ করিতে লাগিল। যে ব্যক্তির পিতৃগত, মাতৃগত, কর্ম্মগত বা স্বভাবগত যে কিছু দোষ ছিল, প্রতিপক্ষেরা তাহারে তৎ সমুদায় শ্রবণ করাইতে আরম্ভ করিল। হে মহারাজ! আমি ঐ সময়ে সমরাঙ্গনে

বীরগণকে পরস্পর তর্জ্জন করিতে দেখিয়া তাঁহাদিগকে হত-জীবিত বলিয়া জ্ঞান করিতে লাগিলাম এবং সেই অমিততেজা ক্রোধান্বিত বীরগণের শরীর সন্দর্শন পূর্ব্বক ভীত হইয়া চিন্তা করিতে লাগিলাম, নাজানি, আজি কি কাণ্ড উপস্থিত হইবে। অনন্তর মহারথ পাণ্ডব ও কৌরবগণ নিশিত শর-নিকরে পরস্পরকে নিপীড়িত ও ক্ষত বিক্ষত করিতে লাগিলেন।

ত্রিপঞ্চাশত্তম অধ্যায়।

হে মহারাজ! তখন সেই পরস্পর জয়াভিলাষী কৃতবৈর ক্ষত্রিয়গণ পরস্পরকে বিনাশ করিতে লাগিলেন। হস্তী, অশ্ব, রথ ও নরগণ পরস্পর যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল। সেই ভীষণ সংগ্রামে পরস্পর বিক্ষিপ্ত গদা, পরিঘ, কুণপ, প্রাস, ভিন্দি-পাল ও ভুশুণ্ডী প্রভৃতি অস্ত্র সকল পতঙ্গকুলের ন্যায় চতু-র্দ্দিকে নিপতিত হইতে লাগিল। মাতঙ্গগণ মাতঙ্গদিগকে, অশ্বগণ অশ্বদিগকে, রথিগণ রথীদিগকে, পদাতিগণ হস্তী, অশ্ব, রথ ও পদাতিদিগকে, রথিগণ হস্তী ও অশ্বগণকে এবং দ্রুত-গামী কুঞ্জরগণ হস্তী, অশ্ব ও রথ সমুদায়কে বিমর্দ্দিত করিতে আরম্ভ করিল। বীরগণ চীৎকার করত পরস্পর সংহারে প্রবৃত্ত হইলে সংগ্রামস্থল পশুবিনাশ স্থলের ন্যায় বোধ হইতে লাগিল। তৎকালে চতুর্দ্দিক্ রুধিরাক্ত হইলে বসুন্ধরা কুসুম্ভরাগ রঞ্জিত বসনধারিণী যুবতী কামিনীর ন্যায় শোভা ধারণ করিল। তখন উহা সুবর্ণময় বা বর্ষাকালীন ইন্দ্রগোপ সমাকীর্ণ বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। বীরগণের মস্তক, বাহু, ঊরু, কুণ্ডল ও নিষ্ক প্রভৃতি ভূষণ, চর্ম্ম এবং দেহ সমুদায়

অনবরত নিপতিত হইতে লাগিল মাতঙ্গগণ পরস্পর দন্তাঘাতে বিদীর্ণ ও রুধিরাক্ত কলেবর হইয়া ধাতুধারাস্রাবী গৈরিক পর্ব্বতের ন্যায় শোভা ধারণ করিল। কোন কোন মাতঙ্গ তোমর সমুদায়ের উপর শুণ্ড নিক্ষেপ এবং কোন কোনটা তোমর সকল চূর্ণ করিতে লাগিল। কোন কোন হস্তী নারাচাস্ত্রে ছিন্ন বর্ম্ম হইয়া হিমাগমে মেঘনির্ম্মুক্ত মহীধরের ন্যায় এবং সুবর্ণপুঙ্খ শরনিকরে চিত্রিত হইয়া উল্কাপ্রদীপ্ত পর্ব্বতশৃঙ্গের ন্যায় শোভা ধারণ করিল। কোন কোন পর্ব্বতাকার মাতঙ্গ পরস্পারের আঘাতে আহত হইয়া পক্ষযুক্ত অচলের ন্যায় পঞ্চত্ব প্রাপ্ত, কোন কোনটা শল্য দ্বারা নিপীড়িত ও একান্ত ব্যথিত হইয়া মহাবেগে ধাবমান এবং কোন কোনটা দন্ত ও কুম্ভ দ্বারা ভূতল স্পর্শ করিয়া নিপতিত হইল। অন্যান্য মাতঙ্গগণ সিংহের ন্যায় ভীষণ শব্দ ও ভ্রমণ করিতে লাগিল। সুবর্ণভূষণ বিভূষিত অশ্বগণও শরনিকরে নিপীড়িত হইয়া অবসন্ন, ম্লান ও উদ্ভ্রান্ত হইয়া উঠিল। কতগুলি অশ্ব শর ও তোমরের আঘাতে ভূতলে নিপতিত হইয়া নানাপ্রকার অঙ্গ ভঙ্গি করিতে লাগিল। মানবগণ ভূতলে নিপতিত হইয়া কেহ কেহ পিতা, পিতামহ ও বন্ধুগণকে এবং কেহ কেহ ধাবমান অরাতিগণকে অবলোকন করিয়া পরস্পর পরস্পরের বিখ্যাত নাম ও গোত্র জিজ্ঞাসা করিতে আরম্ভ করিল। তাহাদের সুবর্ণভূষণালঙ্কৃত ছিন্ন বাহু সমুদায় কখন উদ্ভ্রান্ত কখন বিচেষ্টিত কখন পতিত কখন উত্থিত ও কখন কম্পিত হইতে লাগিল এবং কতগুলি পঞ্চমুখ পন্নগের ন্যায় বেগে বিলুণ্ঠিত হইল। সেই চন্দনদিগ্ধ ভুজঙ্গাকার ভুজ

সমুদায় রুধিরাক্ত হওয়াতে সুবর্ণধ্বজের ন্যায় বোধ হইতে লাগিল।

হে মহারাজ! এইরূপে চারি দিকে সেই ঘোরতর সঙ্কুল সংগ্রাম উপস্থিত হইলে সৈন্যগণ পরস্পর পরিজ্ঞাত না হইয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল। সমুত্থিত ধূলিপটল ও শরনিকরে চতুর্দ্দিক্ আচ্ছন্ন হইলে কাহারও আর আত্মপর বিবেচনা রহিল না। সেই ঘোরতর ভীষণ সংগ্রাম সময়ে বারংবার সুদীর্ঘ শোণিতনদী সকল প্রবাহিত হইতে লাগিল। মস্তক সকল উহাদের পাষাণ, কেশকলাপ শৈবাল ও শাদ্বল, অস্থি মীন শর শরাসন ও গদা সকল ভেলা এবং মাংস উহার পঙ্ক স্বরূপ হইল। অনেকেই সেই ভীরু জন বিত্রাসক ও শূরজন হর্ষবর্দ্ধন ভীষণ নদীতে নিমগ্ন হইয়া প্রাণ ত্যাগ করিতে লাগিল।

ঐ সময় ক্রব্যাদগণ চতুর্দ্দিকে ঘোরতর নিনাদ করিতে আরম্ভ করিলে রণস্থল যমালয়ের ন্যায় ভয়ানক হইয়া উঠিল। চতুর্দ্দিকে অসংখ্য কবন্ধ সমুত্থিত হইল। ভূতগণ মাংস, শোণিত ও বসা পানে পরম পরিতুষ্ট হইয়া নৃত্য করিতে আরম্ভ করিল। কাক, গৃধ্র ও বক সমুদায় মেদ, মজ্জা, বসা ও মাংস ভক্ষণে মত্ত হইয়া ইতস্তত বিচরণ করিতে লাগিল। শূরগণ সেই ভীষণ সময়েও যোদ্ধার সমুচিত ব্রত অবলম্বন পূর্ব্বক দুষ্পরিহার্য্য ভয় পরিত্যাগ করিয়া সেই শরশক্তি সমাকুল ক্রব্যাদগণ সঙ্কীর্ণ সমরাঙ্গনে স্বীয় স্বীয় পৌরুষ প্রকাশ করত নির্ভয়ে বিচরণ করিতে আরম্ভ করিলেন। অসংখ্য যোধ চতুর্দ্দিক্ হইতে পরস্পরকে পিতৃনাম, গোত্র নাম ও স্বীয় নাম

শ্রবণ করাইয়া শক্তি তোমর ও পট্টিশ দ্বারা পীড়ন করিতে লাগিল। হে মহারাজ! এইরূপে সেই ঘোরতর যুদ্ধ আরম্ভ হইলে কৌরব সেনা সকল সমুদ্রস্থ ভগ্ন তরীর ন্যায় অবসন্ন হইয়া পড়িল।

চতুঃপঞ্চাশত্তম অধ্যায়।

হে মহারাজ! সেই ক্ষত্রিয়গণক্ষয়কারক ভীষণ যুদ্ধ সময়ে যে স্থানে মহাবীর অর্জ্জুন সংশপ্তক, কোশল ও নারায়ণী সেনা সমুদায়কে বিনাশ করিতেছিলেন, সেই স্থানে গাণ্ডীব নির্ঘোষ শ্রবণগোচর হইল। সংশপ্তকগণ রোষাবিষ্ট ও জয়াভিলাষী হইয়া চতুর্দ্দিক হইতে অর্জ্জুনের উপর শর বর্ষণ করিতে লাগিল। মহাবীর ধনঞ্জয় অনায়াসে সেই শরধারা নিবারণ পূর্ব্বক মহারথগণকে নিপাতিত করত সমরাঙ্গনে অবতীর্ণ হইলেন এবং শিলানিশিত কঙ্কপত্র ভূষিত শরনিকরে সেই সমস্ত সৈন্যগণকে মর্দ্দিত করত উত্তম আয়ুধধারী মহাবীর সুশর্ম্মারে আক্রমণ করিলেন। তখন মহারথ সুশর্ম্মা ও সংশপ্তকগণ অর্জ্জুনের উপর শর বর্ষণ করিতে লাগিলেন। অনন্তর সুশর্ম্মা দশ বাণে অর্জ্জুনকে বিদ্ধ করিয়া জনার্দ্দনের দক্ষিণ ভুজে তিন বাণ নিক্ষেপ পূর্ব্বক এক ভল্লে তাঁহার রথকেতু বিদ্ধ করিলেন। অর্জ্জুনের ধ্বজস্থিত বিশ্বকর্ম্মনির্ম্মিত বানরবর সুশর্ম্মার শরে আহত হইয়া সৈন্যগণকে ভয় প্রদর্শন পূর্ব্বক মহাগর্জ্জন করিতে লাগিল। আপনার সৈন্যগণ সেই বানরের ভীষণ রব শ্রবণে ভয়বিহ্বলিত ও নিশ্চেষ্ট হইয়া বিবিধ পুষ্প সমাকীর্ণ চৈত্ররথ বনের ন্যায় শোভা ধারণ করিল।

অনন্তর যোধগণ সংজ্ঞা লাভ করিয়া জলদাবলি যেমন পর্ব্বতোপরি বারি বর্ষণ করে, তদ্রূপ মহারথ ধনঞ্জয়ের উপর অনবরত শর বর্ষণ করত তাঁহার সেই বিপুল রথ পরিবেষ্টন করিল এবং মহাবীর ধনঞ্জয় কর্ত্তৃক শাণিত শরনিকরে নিপীড়িত হইয়াও তাঁহারে আক্রমণ পূর্ব্বক চীৎকার করিতে লাগিল। অনন্তর তাহারা রোষাবিষ্ট হইয়া চতুর্দ্দিক্ হইতে ধনঞ্জয়ের অশ্ব, রথচক্র, রথেষা ও রথ আক্রমণ করিয়া সিংহনাদ পরিত্যাগ করিতে লাগিল। ঐ সময় অনেকে কেশবের ভুজদ্বয় এবং কেহ কেহ মহা আহ্লাদে রথস্থিত অর্জ্জুনকে ধারণ করিল। তখন মহাত্মা হৃষিকেশ মহাবেগে বাহু বিকম্পিত করিয়া দুষ্ট হস্তী যেমন হস্তিপকদিগকে অধঃপাতিত করে, তদ্রূপ সেই বীরগণকে ভূতলে পাতিত করিলেন। মহাবীর ধনঞ্জয়ও সেই মহারথগণ কর্ত্তৃক আপনারে পরিবৃত, রথ নিগৃহীত ও কেশবকে উপদ্রুত অবলোকন করিয়া রোষাবিষ্ট চিত্তে তাঁহার রথে সমারূঢ় বহুসংখ্য পদাতিরে অধঃপাতিত ও সমীপবর্ত্তী যোধগণকে আসন্ন যুদ্ধোপযোগী শর দ্বারা সমাচ্ছন্ন করত কৃষ্ণকে কহিলেন, হে যদুপুঙ্গব! ঐ দেখ, দুষ্কর কার্য্যে প্রবৃত্ত অসংখ্য সংশপ্তক বিনষ্ট হইয়াছে। এই ভূমণ্ডলে আমাভিন্ন এরূপ ঘোরতর রথবন্ধ সহ্য করা আর কাহারই সাধ্য নহে।

হে মহারাজ! মহাবীর অর্জ্জুন এইরূপ কহিয়া দেবদত্ত শঙ্খ বাদিত করিতে লাগিলেন। মহাত্মা কেশবও রোদসী পরিপূরিত করিয়া পাঞ্চজন্য নিস্বন করিতে আরম্ভ করিলেন। সংশপ্তকগণ সেই শঙ্খধ্বনি শ্রবণে ভীত হইয়া পলায়ন

করিতে লাগিল। অরাতিনিপাতন অর্জ্জুন তদ্দর্শনে বারংবার নাগাস্ত্র নিক্ষেপ পূর্ব্বক সংশপ্তকগণের গতিরোধ করিলেন। তাহারাও অচলের ন্যায় নিশ্চল হইয়া রহিল। তখন মহাবীর পাণ্ডুনন্দন পূর্ব্বে তারকাসুর বিনাশ সময়ে পুরন্দর যেমন দৈত্যগণকে বিনাশ করিয়াছিলেন, তদ্রূপ সেই নিশ্চেষ্ট যোধগণকে শমনসদনে প্রেরণ করিতে লাগিলেন। হতাবশিষ্ট যোধগণ নিতান্ত নিপীড়িত হইয়া অর্জ্জুনকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক পলায়ন ও সমস্ত অস্ত্র শস্ত্র পরিত্যাগ করিবার উপক্রম করিল; কিন্তু মহাবীর ধনঞ্জয়ের নাগাস্ত্র প্রভাবে নিশ্চেষ্ট হওয়াতে কিছুই করিতে পারিল না। তখন মহাবীর পাণ্ডুনন্দন অনায়াসে তাহাদিগকে বিনষ্ট করিতে লাগিলেন। ফলত তিনি ঐ সময় যাহাদিগের উদ্দেশে নাগাস্ত্র প্রয়োগ করিয়াছিলেন, তাহারা সকলেই সর্প সমুদায়ে পরিবেষ্টিত হইল।

অনন্তর মহারথ সুশর্ম্মা সেই সৈন্য সমুদায়কে নিগৃহীত নিরীক্ষণ করিয়া অবিলম্বে গরুড়াস্ত্রের আবির্ভাব করিলেন। তাঁহার অস্ত্র প্রভাবে অসংখ্য সুপর্ণ সমুৎপন্ন হইয়া ভুজঙ্গগণকে ভক্ষণ করিতে আরম্ভ করিল। হতাবশিষ্ট সর্প সমূদায় গরুড় দর্শনে ভীত হইয়া পলায়ন করিতে লাগিল। তখন সৈন্যগণ মেঘ নির্মুক্ত দিবাকরের ন্যায় সেই নাগাস্ত্র হইতে বিমুক্ত হইয়া অর্জ্জুনের রথোপরি বিবিধ অস্ত্র নিক্ষেপ আরম্ভ করিল। মহাবীর অর্জ্জুন শরনিকর নিক্ষেপ পূর্ব্বক সেই মহাস্ত্র বৃষ্টি নিরাকৃত করিয়া যোধগণকে বিনষ্ট করিতে লাগিলেন। সুশর্ম্মা তদ্দর্শনে ক্রুদ্ধ হইয়া প্রথমত এক আনতপর্ব্ব শরে অর্জ্জুনের বক্ষস্থল বিদ্ধ কয়িয়া পুনরায় তাঁহারে তিন বাণে

বিদ্ধ করিলেন। মহাবীর ধনঞ্জয় সেই আঘাতে অতিমাত্র ব্যথিত হইয়া রথোপরি মূর্চ্ছিত হইলেন। তখন কৌরবপক্ষীয় যোধগণ অর্জ্জুন নিহত হইয়াছে বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিতে লাগিল। চতুর্দ্দিকে শঙ্খ ও ভেরী প্রভৃতি নানা প্রকার বাদিত্রের নিস্বন এবং বীরগণের সিংহনাদ সমুত্থিত হইল।

অনন্তর মহাবীর অর্জ্জুন সংজ্ঞা লাভ করিয়া সত্বরে ঐন্দ্রাস্ত্রের আবির্ভাব করিলেন। সেই অস্ত্রের প্রভাবে সহস্র সহস্র শর সমুৎপন্ন হইয়া চতুর্দ্দিকে আপনার সহস্র সহস্র অশ্ব, রথ ও অন্যান্য সৈন্যগণকে বিনাশ করিতে লাগিল। সংশপ্তক ও গোপালগণ নিতান্ত ভীত হইয়া কেহই ধনঞ্জয়কে বিদ্ধ করিতে সমর্থ হইল না। মহাবীর অর্জ্জুন শূরগণ সমক্ষেই সৈন্যগণকে বিনাশ করিতে আরম্ভ করিলেন। বীরগণ অস্পন্দ হইয়া তাহাদিগের মৃত্যু অবলোকন করিতে লাগিলেন। হে মহারাজ! মহাবীর পাণ্ডুতনয় সেই যুদ্ধে অযুত রথী, চতুর্দ্দশ সহস্র সৈন্য ও তিন সহস্র কুঞ্জরকে নিহত করিয়া ধূমবিরহিত প্রজ্বলিত পাবকের ন্যায় শোভমান হইলেন। অনন্তর হতাবশিষ্ট সংশপ্তকগণ হয় প্রাণ ত্যাগ না হয় শাশ্বত জয় লাভ কবিব এই স্থির করিয়া পুনরায় ধনঞ্জয়কে পরিবেষ্টন করিল। তখন মহাবল পরাক্রান্ত অর্জ্জুনের সহিত তাহাদের পুনরায় মহাযুদ্ধ উপস্থিত হইল।

পঞ্চপঞ্চাশত্তম অধ্যায়।

হে মহারাজ! ঐ সময় কৃতবর্ম্মা, কৃপ, অশ্বত্থামা, কর্ণ, উলূক, সৌবল ও ভ্রাতৃগণ পরিবেষ্টিত রাজা দুর্য্যোধন সমুদ্রমধ্যস্থ ভগ্ন নৌকার ন্যায় স্বপক্ষীয় সেনাগণকে পাণ্ডবের ভয়ে

নিতান্ত ব্যাকুলিত ও অবসন্ন অবলোকন করিয়া তাহাদিগকে রক্ষা করিলেন। অনন্তর মুহূর্ত্তকাল মধ্যে ভীরু জনের ভয়-জনক ও শূরগণের হর্ষবর্দ্ধন ভীষণ সংগ্রাম উপস্থিত হইল। কৃপনির্ম্মুক্ত শরনিকর শলভ সমূহের ন্যায় সৃঞ্জয়গণকে সমাচ্ছন্ন করিল। তখন শিখণ্ডী রোষাবিষ্ট চিত্তে সত্বরে কৃপের প্রতি ধাবমান হইয়া তাঁহার চতুর্দ্দিকে শর বর্ষণ করিতে লাগিলেন। মহাস্ত্রবিদ্ কৃপাচার্য্যও সেই শর বর্ষণ নিবারণ করিয়া সরোষ নয়নে শিখণ্ডীরে দশ বাণে বিদ্ধ করিলেন। তখন শিখণ্ডী রোষপরতন্ত্র হইয়া অজিহ্মগামী সাত বাণে কৃপাচার্য্যকে বিদ্ধ করিলেন। মহারথ কৃপ শিখণ্ডীর শরে বিদ্ধ হইয়া নিশিত শরনিকর দ্বারা তাঁহার অশ্ব, সারথি ও রথ বিনষ্ট করিয়া ফেলিলেন। তখন মহারথ শিখণ্ডী সেই অশ্ব-হীন রথ হইতে অবরোহণ পূর্ব্বক খড়্গ চর্ম্ম ধারণ করিয়া সত্বরে কৃপাচার্য্যের প্রতি ধাবমান হইলেন। কৃপাচার্য্যও নত-পর্ব্ব শরনিকরে সহসা সমাগত শিখণ্ডীরে সমাচ্ছন্ন করিয়া তত্রত্য জনগণকে চমৎকৃত করিলেন। হে মহারাজ! ঐ সময়ে আমরা শিখণ্ডীরে নিশ্চেষ্ট হইয়া সমরে অবস্থান করিতে অবলোকন করিয়া উহা শিলাপ্লবনের ন্যায় নিতান্ত অদ্ভুত জ্ঞান করিতে লাগিলাম। তখন মহারথ ধৃষ্টদ্যুম্ন শিখ-ণ্ডীরে কৃপের শরে সমাচ্ছন্ন দেখিয়া অবিলম্বে গোতমনন্দনের প্রতি ধাবমান হইলেন। মহারথ কৃতবর্ম্মা ধৃষ্টদ্যুম্নকে কৃপের রথাভিমুখে ধাবমান দেখিয়া সত্বরে তাঁহারে আক্রমণ করি-লেন। ঐ সময় ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরও পুত্র ও সৈন্যগণ সমভি-ব্যাহারে কৃপাচার্য্যের অভিমুখে গমন করিতেছিলেন, তদ্দর্শনে

মহাবীর অশ্বত্থামা তাঁহারে নিবারণ করিতে লাগিলেন। দুর্য্যোধন ত্বরান্বিত মহারথ নকুল ও সহদেবকে শরবর্ষণ দ্বারা নিবারণ করত আক্রমণ করিলেন। মহাবীর কর্ণ ভীমসেন এবং করূষ, কৈকয় ও সৃঞ্জয়গণকে নিবারণ করিতে লাগিলেন। তখন মহাত্মা কৃপাচার্য্য শিখণ্ডীরে দগ্ধ করিবার নিমিত্তই যেন তাহার প্রতি সত্বরে শরজাল পরিত্যাগ করিতে আরম্ভ করিলেন। মহাবীর শিখণ্ডী বারংবার তলবারণ বিঘূর্ণন পূর্ব্বক তাঁহার সুবর্ণপুঙ্খ শরনিকর ছেদন করিতে লাগিলেন। তখন কৃপাচার্য্য অনতিবিলম্বে শরনিকর দ্বারা দ্রুপদপুত্রের শতচন্দ্রযুক্ত চর্ম্ম ছেদন করিয়া ফেলিলেন। তদ্দর্শনে সকলেই উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিয়া উঠিল। মহাবীর শিখণ্ডী এইরূপে চর্ম্ম বিহীন হইয়া করে তরবারি ধারণ পূর্ব্বক মৃত্যুর বশীভূত আতুরের ন্যায় কৃপের বশীভূত হইলেন।

তখন কহাবল পরাক্রান্ত চিত্রকেতুসুত সুকেতু শিখণ্ডীরে কৃপের শরে পরিবৃত ও নিতান্ত ক্লিষ্ট দেখিয়া সত্বরে বিবিধ শরনিকরে কৃপাচার্য্যকে সমাচ্ছন্ন করত তাঁহার রথাভিমুখে আগমন করিলেন। ঐ সময় শিখণ্ডী দ্বিজবর কৃপাচার্য্যকে সুকেতুর সহিত যুদ্ধে নিযুক্ত দেখিয়া পলায়নে প্রবৃত্ত হইলেন। তখন মহাবীর সুকেতু প্রথমত নয়, তৎপরে সপ্ততি ও পুনরায় তিন বাণে কৃপকে বিদ্ধ করিয়া তাঁহার সশর শরাসন ছেদন পূর্ব্বক এক বাণে সারথির মর্ম্ম ভেদ করিলেন। কৃপাচার্য্য তদ্দর্শনে ক্রুদ্ধ হইয়া অন্য এক সুদৃঢ় শরাসন গ্রহণ পূর্ব্বক ত্রিংশৎ শরে সুকেতুর সমুদায় মর্ম্ম আহত করিলেন। মহাবীর সুকেতু কৃপাচার্য্যের শরাঘাতে বিকলাঙ্গ হইয়া

ভূমিকম্প কালীন পাদপের ন্যায় রথোপরি কম্পিত হইতে লাগিলেন। দ্বিজবর কৃপাচার্য্য সেই অবসরে ক্ষুরপ্র দ্বারা তাঁহার উজ্জ্বল কুণ্ডল, উষ্ণীষ ও শিরস্ত্রাণ সম্বলিত মস্তক ছেদন করিয়া শ্যেনাহৃত আমিষের ন্যায় ভূতলে নিপাতিত করিলেন। তৎপরে সুকেতুর কলেবর ও রথ হইতে ধরাতলে নিপতিত হইল। এইরূপে মহাবীর সুকেতু নিহত হইলে তাঁহার সৈন্যগণ কৃপকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক দশ দিকে পলায়ন করিতে লাগিল।

এ দিকে মহারথ কৃতবর্ম্মা সমরে ধৃষ্টদ্যুম্নকে নিবারণ করিয়া আনন্দিত চিত্তে থাক্ থাক্ বলিয়া তর্জ্জন করিতে লাগিলেন। হে মহারাজ! আমিষের নিমিত্ত ক্রুদ্ধ শ্যেন পক্ষিদ্বয়ের যেরূপ যুদ্ধ হয়, বৃষ্ণিপ্রবর কৃতবর্ম্মা ও পাঞ্চাল-তনয় ধৃষ্টদ্যুম্নের তদ্রূপ ঘোরতর সংগ্রাম হইতে লাগিল। মহাবীর ধৃষ্টদ্যুম্ন কোপাবিষ্ট হইয়া হার্দ্দিক্যকে নিপীড়িত করত নয় বাণে তাঁহার বক্ষস্থল আহত করিলেন। মহারথ কৃতবর্ম্মাও দ্রুপদতনয়ের শরে নিপীড়িত হইয়া শরনিকর নিক্ষেপ পূর্ব্বক তাঁহারে রথ ও অশ্বের সহিত সমাচ্ছন্ন করিয়া ফেলিলেন। তখন রথারূঢ় ধৃষ্টদ্যুম্ন কৃতবর্ম্মার শরে পরিবৃত হইয়া জলধারাবর্ষী জলদজালে সমাবৃত সূর্য্যের ন্যায় অদৃশ্য হইলেন এবং ক্ষণকাল মধ্যে কনকভূষিত বিশিখজালে সেই বাণ সকল দূরীকৃত করিয়া কৃতবর্ম্মার প্রতি সুতীক্ষ্ণ শরনিকর নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। সমর নিপুণ হার্দ্দিক্যও বহু সহস্র শরে সেই সহসা সমাগত দুরাসদ শরবৃষ্টি নিরাকৃত করিলেন। তখন সেনাপতি ধৃষ্টদ্যুম্ন স্বীয় শরজাল নিবারিত

দেখিয়া কৃতবর্ম্মারে নিবারণ পূর্ব্বক ভল্ল দ্বারা তাঁহার সারথিরে নিপাতিত করিলেন। হে মহারাজ! মহাবীর ধৃষ্টদ্যুম্ন এইরূপে মহাবল পরাক্রান্ত অরাতিরে পরাজিত করিয়া অবিলম্বে কৌরবগণকে নিবারণ করিতে লাগিলেন। কৌরবগণও সিংহনাদ করত তাঁহার প্রতি ধাবমান হইয়া পুনর্ব্বার যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন।

ষট্‌পঞ্চাশত্তম অধ্যায়।

হে মহারাজ! ঐ সময় মহাবীর অশ্বত্থামা যুধিষ্ঠিরকে সাত্যকি ও দ্রৌপদীর পঞ্চ পুত্র কর্ত্তৃক পরিরক্ষিত দেখিয়া ক্ষিপ্রহস্তে শরনিকর বর্ষণ ও বিবিধ শিক্ষাকৌশল প্রদর্শন পূর্ব্বক প্রহৃষ্টমনে তাঁহার সন্নিধানে গমন করিলেন এবং ধর্ম্মরাজকে দিব্য মন্ত্রপূতঃ অস্ত্রজালে পরিবৃত করত নভোমণ্ডল সমাচ্ছন্ন করিয়া ফেলিলেন। তখন আর কোন বস্তুই অনুভূত হইল না। সেই অতি বিস্তীর্ণ রণস্থল কেবল শরময় হইল। স্বর্ণজাল জড়িত শরনিকর গগনতল সমাচ্ছন্ন করিয়া চন্দ্রাতপের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। তৎকালে নভোমণ্ডল শরনিকরে পরিবৃত হওয়াতে রণস্থল যেন মেঘের ছায়ায় সমাচ্ছন্ন হইল। তখন অন্তরীক্ষচারী কোন প্রাণী আর উড্‌ডীন হইতে সমর্থ হইল না। তদ্দর্শনে আমরা সকলেই চমৎকৃত হইলাম। ঐ সময় সমরলালস শিনিপ্রবীর সাত্যকি, ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির ও অন্যান্য সৈনিকগণ দ্রোণপুত্রের হস্তলাঘব সন্দর্শনে সাতিশয় বিস্মিত হইয়া কোন ক্রমেই পরাক্রম প্রকাশ পূর্ব্বক তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বিতাচরণ করিতে সমর্থ হইলেন না। মহারথ ভূপালগণও সেই প্রখর

দিবাকরের ন্যায় তেজস্বী দ্রোণাত্মজকে নিরীক্ষণ করিতে পারিলেন না।

অনন্তর সাত্যকি, যুধিষ্ঠির, পাঞ্চাল ও দ্রৌপদীর তনয়গণ অশ্বত্থামার শরনিকরে স্বীয় সৈন্যদিগকে বধ্যমান দেখিয়া মৃত্যু-ভয় পরিত্যাগ পূর্ব্বক তাঁহার প্রতি ধাবমান হইলেন। তখন মহাবীর সাত্যকি সপ্তবিংশতি শরে অশ্বত্থামারে বৃদ্ধ করিয়া পুনরায় স্বুবর্ণ খচিত সাত নারাচে তাঁহারে বিদ্ধ করিলেন। তৎপরে ধর্ম্মরাজ ত্রিসপ্ততি, প্রতিবিন্ধ্য সাত, শ্রুতকর্ম্মা তিন, শ্রুতকীর্ত্তি সাত, স্বুতসোম নয়, শতানীক সাত এবং অন্যান্য বীরগণ অসংখ্য শরে চতুর্দ্দিক্ হইতে অশ্বত্থামারে বিদ্ধ করি-লেন। মহাবীর দ্রোণপুত্র তাঁহাদের শরাঘাতে নিতান্ত ক্রুদ্ধ হইয়া ভীষণ ভুজঙ্গের ন্যায় দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করত সাত্যকিরে পঞ্চবিংশতি, শ্রুতকীর্ত্তিরে নয়, স্বুতসোমকে পাঁচ, শ্রুতবর্ম্মারে আট, প্রতিবিন্ধ্যকে তিন, শতানীককে নয়, ধর্ম্ম-পুত্রকে পাঁচ ও অন্যান্য বীরগণকে দুই দুই শরে নিপীড়ন পূর্ব্বক নিশিত শরনিকরে শ্রুতকীর্ত্তির শরাসন ছেদন করিয়া ফেলিলেন। অনন্তর শ্রুতকীর্ত্তি অন্য কার্ম্মুক গ্রহণ পূর্ব্বক অশ্বত্থামারে প্রথমত তিন শরে বিদ্ধ করিয়া পুনরায় নিশিত শরজালে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। তখন দ্রোণতনয় শর বর্ষণ পূর্ব্বক পাণ্ডব সৈন্যগণকে সমাচ্ছন্ন করিয়া হাস্যমুখে ধর্ম্ম-রাজের কার্ম্মুক ছেদন পূর্ব্বক তিন বাণে তাঁহারে বিদ্ধ করি-লেন। তখন ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির সত্বরে অন্য শরাসন গ্রহণ পূর্ব্বক সপ্ততি শরে অশ্বত্থামার বাহুযুগল ও বক্ষস্থল বিদ্ধ করি-লেন। সাত্যকিও ক্রোধাবিষ্ট হইয়া স্বুতীক্ষ্ণ অর্দ্ধচন্দ্র বাণে

অশ্বত্থামার কার্ম্মুক ছেদন পূর্ব্বক ঘোরতর সিংহনাদ পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। তখন দ্রোণাত্মজ সত্বরে শক্তি দ্বারা সাত্যকির সারথিরে রথ হইতে নিপাতিত করিয়া অনতিবিলম্বেই অন্য এক শরাসন গ্রহণ পূর্ব্বক শরনিকরে যুযুধানকে সমাচ্ছন্ন করিলেন। সাত্যকির অশ্বগণ সারথি বিহীন হইয়া স্বেচ্ছানুসারে ইতস্তত ধাবমান হইল। তখন যুধিষ্ঠিরপ্রমুখ বীরগণ সেই শস্ত্রধরাগ্রগণ্য দ্রোণাত্মজের উপর মহাবেগে অনবরত নিশিত শরনিকর পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। মহাবীর অশ্বত্থামাও সেই মহাবেগে সমাগত শর সমুদায় হাস্যমুখে প্রতিগ্রহ করিলেন। তৎপরে হুতাশন যেমন তৃণরাশি ভস্মসাৎ করিয়া ফেলে, তদ্রূপ তিনি শরানলে পাণ্ডব সৈন্যগণকে দগ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন এবং তিমি যেমন নদীমুখ ক্ষুভিত করে, তদ্রূপ সেই পাণ্ডব সৈন্যগণকে আলোড়িত করিয়া সাতিশয় সন্তপ্ত করিতে লাগিলেন। তখন তত্রত্য সকলেই দ্রোণপুত্রের পরাক্রম নিরীক্ষণ করিয়া পাণ্ডবগণকে নিহত বলিয়া অবধারণ করিল।

অনন্তর ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির রোষাবিষ্ট হইয়া অবিলম্বে দ্রোণাত্মজকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, হে গুরুপুত্র! আজি তুমি যখন আমারে সংহার করিতে অভিলাষী হইয়াছ, তখন বোধ হইতেছে, তোমার অন্তঃকরণে প্রীতি ও কৃতজ্ঞতার লেশ মাত্র নাই। দেখ তপোনুষ্ঠান, দান ও অধ্যয়নই ব্রাহ্মণের কার্য্য, আর ধনুর্দ্ধারণ করা ক্ষত্রিয়েরই কর্ত্তব্য; অতএব তুমি যখন ব্রাহ্মণের কুলে উৎপন্ন হইয়া ধনুর্দ্ধারণ করিতেছ, তখন তুমি নাম মাত্র ব্রাহ্মণ, সন্দেহ নাই। যাহা হউক, হে

ব্রাহ্মণাধম ! অদ্য আমি তোমার সমক্ষেই কৌরবদিগকে পরাজয় করিব, তুমি এক্ষণে সংগ্রামে প্রবৃত্ত হও।

হে মহারাজ ! মহাবীর অশ্বত্থামা ধর্ম্মরাজের বাক্য শ্রবণে হাস্যমুখে প্রকৃত তত্ত্ব অনুধাবন পূর্ব্বক কিছু মাত্র প্রত্যুত্তর প্রদান না করিয়া প্রজা সংহারে প্রবৃত্ত অন্তকের ন্যায় ক্রোধাবিষ্ট চিত্তে তাঁহারে অনবরত নিক্ষিপ্ত শরনিকরে সমাচ্ছন্ন করিতে লাগিলেন। তখন ধর্ম্মরাজ দ্রোণপুত্র নির্ম্মুক্ত শরজালে সমাচ্ছাদিত হইয়া সেই বহুল বল পরিত্যাগ পূর্ব্বক সত্বরে তথা হইতে কৌরব সৈন্য সংহারার্থ প্রস্থান করিলেন। দ্রোণাত্মজ অশ্বত্থামাও যুধিষ্ঠিরকে প্রতিনিবৃত্ত দেখিয়া তথা হইতে গমন করিলেন।

সপ্তপঞ্চাশত্তম অধ্যায়।

হে মহারাজ ! অনন্তর মহারথ কর্ণ চেদি ও কৈকেয় পরিবৃত ভীম ও ধৃষ্টদ্যুম্নকে স্বয়ং অবরোধ করিয়া শরনিকরে নিবারণ করিলেন। তৎপরে তিনি মহাবীর ভীমেরই সমক্ষে চেদি, কারূষ ও সৃঞ্জয়গণকে বিনাশ করিতে লাগিলেন। তখন ভীমপরাক্রম ভীমসেন কর্ণকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক তৃণদহন প্রবৃত্ত হুতাসনের ন্যায় রোষে প্রজ্বলিত হইয়া কৌরব সৈন্যাভিমুখে গমন করিলেন। মহাবীর সূতপুত্রও মহাধনুর্দ্ধর পাঞ্চাল, কেকয় ও সৃঞ্জয়গণকে সংহার করিতে লাগিলেন। ঐ সময় মহাবীর ধনঞ্জয় সংশপ্তকগণকে বিনাশ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। হে মহারাজ ! এইরূপে ক্ষত্রিয়গণ সেই অনল সঙ্কাশ তিন মহারথ কর্ত্তৃক নিতান্ত নিপীড়িত ও বিনষ্ট হইতে লাগিলেন। অনন্তর মহারাজ দুর্য্যোধন একান্ত ক্রোধাবিষ্ট হইয়া

নয় বাণে নকুলকে বিদ্ধ করিয়া শরনিকরে তাঁহার চারিটি অশ্বকে নিপীড়িত করিলেন এবং খরধার ক্ষুর দ্বারা সহদেবের কাঞ্চনধ্বজ খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিলেন। তখন মহাবীর নকুল সাত ও সহদেব পাঁচ শরে দুর্য্যোধনকে বিদ্ধ করিলেন। রাজা দুর্য্যোধনও পাঁচ পাঁচ শরে তাঁহাদের বক্ষস্থল বিদ্ধ করিয়া দুই ভল্লে শরাসন ও শর ছেদন পূর্ব্বক পুনরায় তাঁহাদিগকে ত্রিসপ্ততি শরে বিদ্ধ করিলেন। তখন দেবকুমার তুল্য মহাবীর নকুল ও সহদেব অবিলম্বে ইন্দ্রচাপ সদৃশ অন্য দুই কার্ম্মুক গ্রহণ পূর্ব্বক মহামেঘ যেমন পর্ব্বতের উপর বারি বর্ষণ করে, তদ্রূপ রাজা দুর্য্যোধনকে লক্ষ করিয়া অনবরত শরনিকর বর্ষণ করিতে লাগিলেন।

অনন্তর মহারাজ দুর্য্যোধন একান্ত ক্রোধাবিষ্ট হইয়া শরনিকর বর্ষণ পূর্ব্বক নকুল ও সহদেবকে বিদ্ধ করিতে আরম্ভ করিলেন। তৎকালে কেবল তাঁহার শরাসন মণ্ডলীকৃত ও শরনিকর অনবরত নিপতিত হইতেছে, ইহাই নিরীক্ষিত হইতে লাগিল। তিনি দিবাকরের করজালের ন্যায় শরজালে দিঙ্মণ্ডল সমাচ্ছন্ন করিয়া ফেলিলেন। এইরূপে রণস্থল শরময় ও নভস্থল শরনিকরে সমাচ্ছন্ন হইলে নকুল ও সহদেবের রূপ কালান্তক যমের ন্যায় লক্ষিত হইতে লাগিল। ঐ সময় মহারথগণ রাজা দুর্য্যোধনের পরাক্রম সন্দর্শন করিয়া যমজ নকুল ও সহদেবকে যমরাজের সন্নিহিত বলিয়া অনুমান করিতে লাগিলেন। তখন পাণ্ডব সেনাপতি মহাবীর ধৃষ্টদ্যুম্ন নকুল ও সহদেবকে অতিক্রম পূর্ব্বক দুর্য্যোধন সন্নিধানে সমুপস্থিত হইয়া শরনিকরে তাঁহারে নিবারণ করিতে আরম্ভ করি-

লেন। ক্রোধনস্বভাব দুর্য্যোধনও ধৃষ্টদ্যুম্নকে প্রথমত পঞ্চবিংশতি ও তৎপরে পঞ্চষষ্টি শরে বিদ্ধ করিয়া সুতীক্ষ্ণ ক্ষুরপ্র দ্বারা তাঁহার সশর শরাসন ও হস্তাবাপ ছেদন পূর্ব্বক সিংহনাদ পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। তখন রোষকষায়িত লোচন মহাবীর ধৃষ্টদ্যুম্ন স্ববীর্য্য প্রভাবে প্রজ্বলিত হইয়াই যেন সেই ছিন্ন কার্ম্মুক পরিত্যাগ পূর্ব্বক ভার সহনক্ষম অন্য এক শরাসন গ্রহণ করিয়া দুর্য্যোধনের সংহার বাসনায় নিশ্বসন্ত পন্নগের ন্যায় পঞ্চদশ নারাচ নিক্ষেপ করিলেন। সেই শিলা নিশিত নারাচনিকর পরিত্যক্ত হইবামাত্র দুর্য্যোধনের স্বর্ণ খচিত বর্ম্ম ভেদ করিয়া মহাবেগে বসুধাতলে প্রবিষ্ট হইল। তখন মহারাজ দুর্য্যোধন সেই ধৃষ্টদ্যুম্ন নিক্ষিপ্ত নারাচে গাঢ়তর বিদ্ধ, ছিন্নবর্ম্ম ও জর্জ্জরীকৃত কলেবর হইয়া বসন্ত কালে কুসুম সমূহ সুশোভিত কিংশুক বৃক্ষের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। তৎপরে তিনি ক্রোধাবিষ্ট হইয়া এক ভল্লে ধৃষ্টদ্যুম্নের কার্ম্মুক ছেদন পূর্ব্বক সত্বরে দশ সায়কে তাঁহার ললাট দেশ বিদ্ধ করিলেন। সেই কর্ম্মার পরিমার্জ্জিত নারাচ নিকর দ্রুপদতনয়ের আননে সংলগ্ন হইয়া প্রফুল্ল কমল মধ্যস্থ মধুলোলুপ ভ্রমরপংক্তির ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। অনন্তর মহাবীর ধৃষ্টদ্যুম্ন সেই ছিন্ন শরাসন পরিত্যাগ পূর্ব্বক সত্বরে অন্য এক ধনু ও ষোড়শ ভল্ল গ্রহণ করিলেন এবং পাঁচ ভল্লে দুর্য্যোধনের অশ্ব ও সারথিরে সংহার করিয়া এক ভল্লে শরাসন ছেদন পূর্ব্বক দশ ভল্লে তাঁহার সুসজ্জিত রথ, ছত্র, শক্তি, খড়্গ, গদা ও ধ্বজ ছিন্ন ভিন্ন করিয়া ফেলিলেন। তখন পার্থিবগণ দুর্য্যোধনের হেমাঙ্গদ সমলঙ্কৃত বিচিত্র মণিময় নাগধ্বজ

খণ্ড খণ্ড নিরীক্ষণ করিয়া চমৎকৃত হইলেন। ঐ সময় কুরু-রাজের ভ্রাতৃগণ তাঁহারে রক্ষা করিতে লাগিলেন। ইত্যবসরে রাজা দণ্ডধার ধৃষ্টদ্যুম্ন সমক্ষে অসম্ভ্রান্ত মনে দুর্য্যোধনকে স্বরথে আরোপিত করিয়া তথা হইতে অপসৃত হইলেন।

এ দিকে মহাবীর কর্ণ সাত্যকিরে পরাজয় করিয়া দুর্য্যো-ধনের হিতার্থে দ্রোণঘাতী ধৃষ্টদ্যুম্নের প্রতি ধাবমান হইলেন। সাত্যকিও কুঞ্জর যেমন প্রতিপক্ষ কুঞ্জরের জঘনদেশে দশনা-ঘাত করে, তদ্রূপ সূতপুত্রের পশ্চাৎভাগে শরনিকর নিক্ষেপ করত তাঁহার অনুগমন করিতে লাগিলেন।

হে মহারাজ! তখন কর্ণ ও ধৃষ্টদ্যুম্নের মধ্যস্থলে বীর-গণের ঘোরতর সংগ্রাম হইতে লাগিল। কৌরব ও পাণ্ডব পক্ষীয় কোন বীরই তৎকালে সমরে পরাঙ্মুখ হইলেন না।

অনন্তর মহারথ কর্ণ সত্বরে পাঞ্চালগণের অভিমুখে ধাব-মান হইলেন। সেই মধ্যাহ্নকালে উভয় পক্ষে অসংখ্য হস্তী, অশ্ব ও মনুষ্য সকল বিনষ্ট হইতে লাগিল। তখন পাঞ্চাল-গণ, বিহঙ্গেরা যেরূপ আবাস বৃক্ষে ধাবমান হয়, তদ্রূপ কর্ণকে পরাজয় করিবার বাসনায় তাঁহার অভিমুখে ধাবমান হইল। মহাবীর কর্ণও রোষপরবশ হইয়া প্রাণপণে যুদ্ধে প্রবৃত্ত ব্যাঘ্রকেতু, সুশর্ম্মা, চিত্র, উগ্রায়ুধ, জয় শুক্ল, রোচমান ও সিংহসেন এই কয়েকটি পাঞ্চাল দেশীয় প্রধান বীরকে লক্ষ্য করিয়া শরনিকর নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। তখন ঐ সমুদায় বীরেরা রথ সমূহ দ্বারা মহারথ কর্ণকে পরিবেষ্টন করিলেন। সূতপুত্র তদ্দর্শনে ক্রোধাবিষ্ট হইয়া ঘোরতর সমরে প্রবৃত্ত সেই আট জন মহাবীরকে সুনিশিত আট শরে

আহত করিয়া সমরবিশারদ অন্যান্য অসংখ্য বীরকে বিনাশ করিতে লাগিলেন। তৎপরে তিনি জিষ্ণু, জিষ্ণুকর্ম্মা, দেবাপি, ভদ্র, দণ্ড, চিত্রায়ুধ, চিত্র, হরি, সিংহকেতু, রোচমান ও শলভ এবং চেদি দেশীয় বহুসংখ্য মহারথকে বিনাশ করিলেন। ঐ বীরগণের বধসাধন সময়ে কর্ণের কলেবর রুধিরলিপ্ত হইয়া রুদ্রদেবের দেহের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। ঐ সময় করিনিকর কর্ণশরে তাড়িত ও নিতান্ত ভীত হইয়া রণস্থল একান্ত আকুলিত করত চতুর্দ্দিকে ধাবমান হইল এবং কতকগুলি কর্ণশরে নিহত হইয়া ঘোরতর চীৎকার পরিত্যাগ পূর্ব্বক বজ্র বিদলিত অচলের ন্যায় ধরাতলে নিপতিত হইতে লাগিল। নিহত হস্তী, অশ্ব ও মনুষ্যের দেহে সূতপুত্রের গমন পথ সমাকীর্ণ হইল। হে মহারাজ! মহাবীর কর্ণ তৎকালে যেরূপ কার্য্য করিলেন, আপনার পক্ষীয় ভীষ্ম দ্রোণ প্রভৃতি কোন যোদ্ধাই রণস্থলে সে রূপ অদ্ভুত কার্য্য অনুষ্ঠান করিতে সমর্থ হন নাই। ঐ মহাবীর অসংখ্য হস্তী, অশ্ব, রথ ও মনুষ্যগণকে বিনষ্ট করিলেন এবং সিংহ যেমন মৃগযুথ মধ্যে নির্ভয়ে বিচরণ পূর্ব্বক তাহাদিগকে বিদ্রাবিত করে, তদ্রূপ তিনি পাঞ্চালগণের মধ্যে নিঃশঙ্ক চিত্তে সঞ্চরণ করত তাহাদিগকে দ্রাবিত করিতে লাগিলেন। ঐ সমস্ত মহারথ সিংহের মুখ কুহরে প্রবিষ্ট মৃগগণের ন্যায় সূতপুত্রের সমক্ষে সমাগত হইয়া পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইলেন। মনুষ্যগণ যেমন অগ্নির উত্তাপে দগ্ধ হয়, তদ্রূপ সৃঞ্জয়গণ কর্ণের রোষানলে দগ্ধ হইতে লাগিল। হে মহারাজ! এইরূপে চেদি, কৈকেয় ও পাঞ্চালগণ মধ্যে অনেকেই কর্ণের শর সমাহত হইয়া স্ব স্ব নামো-

ল্লেখ পূর্ব্বক নিহত হইল। তৎকালে মহাবীর কর্ণের পরাক্রম দর্শনে আমার বোধ হইয়াছিল যে, পাঞ্চালগণ মধ্যে কোন বীরই জীবিতাবস্থায় কর্ণের হস্ত হইতে মুক্তি লাভ করিতে সমর্থ হইবে না।

অনন্তর ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির কর্ণশরে পাঞ্চালগণকে নিহত নিরীক্ষণ করিয়া ক্রোধভরে তাঁহার প্রতি ধাবমান হইলেন। ধৃষ্টদ্যুম্ন, শিখণ্ডী, সহদেব, নকুল, জনমেজয়, সাত্যকি, দ্রৌপদীর পঞ্চপুত্র ও প্রভদ্রকগণ এবং অন্যান্য অসংখ্য বীর অগ্রসর হইয়া কর্ণকে পরিবেষ্টন পূর্ব্বক তাঁহার উপর শরনিকর নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। তখন মহাবীর সূতপুত্র গরুড় যেমন পন্নগগণকে আক্রমণ করে, তদ্রূপ একাকী সেই সমস্ত চেদি, পাঞ্চাল ও পাণ্ডবদিগকে আক্রমণ করিলেন। অনন্তর দেবাসুর সংগ্রামের ন্যায় তাহাদিগের সহিত কর্ণের ঘোরতর যুদ্ধ উপস্থিত হইল। দিবাকর যেমন অন্ধকার নিরাস করেন, তদ্রূপ মহাবীর সূতপুত্র একাকীই অনাকুলিত চিত্তে সেই একত্র সমবেত শরনিকরবর্ষী বীর দিগকে পরাভূত করিতে আরম্ভ করিলেন।

ঐ সময় মহাবীর ভীমসেন কর্ণকে পাণ্ডবগণের সহিত সমরে প্রবৃত্ত দেখিয়া ক্রোধভরে যমদণ্ড সদৃশ শরজাল দ্বারা চতুর্দ্দিকে কৌরব সৈন্যগণকে সংহার করিতে লাগিলেন। তিনি একাকী বাহ্লীক, কৈকেয়, মৎস্য, বাসাত্য, মদ্র ও সৈন্ধবদিগের সহিত ঘোরতর সমরানল প্রজ্বলিত করিয়া অলৌকিক শোভা ধারণ করিলেন। করিনিকর তাঁহার নারাচে মর্ম্মদেশে সাতিশয় তাড়িত হইয়া মেদিনীমণ্ডল বিক-

ম্পিত করত আরোহীর সহিত ভূতলে নিপতিত হইতে লাগিল। আরোহি বিহীন অশ্ব সমুদায় ও পদাতিগণ ভীম শরে নির্ভিন্ন কলেবর হইয়া অনবরত রুধির বমন পূর্ব্বক সমর শয্যায় শয়ন করিল। অসংখ্য রথী ভীম ভয়ে নিতান্ত ভীত ও পতিতায়ুধ হইয়া প্রাণ পরিত্যাগ পূর্ব্বক ভূতলে নিপতিত হইলেন। তখন রণস্থল অশ্বারোহী, সারথি, পদাতি, অশ্ব, গজ ও ভীমের সায়ক সমুদায়ে সমাচ্ছন্ন হইয়া গেল। দুর্য্যোধনের সৈন্যগণ ভীম ভয়ে ভীত, প্রভাহীন, উৎসাহ শূন্য ও দীনভাবাপন্ন হইয়া স্তম্ভিতের ন্যায় অবস্থান করত শরৎকালীন নিশ্চেষ্ট মহাসাগরের ন্যায় অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিল। হে মহারাজ! উভয় পক্ষীয় সৈন্যগণ পরস্পর সংহারে প্রবৃত্ত হইয়া রুধিরধারায় সমাচ্ছন্ন হইল। এইরূপে মহাবীর সূতপুত্র পাণ্ডব সৈন্যদিগকে ও ভীমসেন কৌরব সৈন্যগণকে বিদ্রাবিত করিতে লাগিলেন।

হে মহারাজ! সেই ঘোরতর অদ্ভুত সংগ্রাম সময়ে মহাবীর অর্জ্জুন বহু সংখ্যক সংশপ্তককে নিহত করিয়া বাসুদেবকে কহিলেন, হে জনার্দ্দন! এক্ষণে এই বল সমুদায় ছিন্ন ভিন্ন হইয়াছে। মহারথ সংশপ্তকগণ আমার বাণ নিবারণ করিতে অসমর্থ হইয়া সিংহশব্দার্ত্ত মৃগযূথের ন্যায় অনুগামীদিগের সহিত পলায়ন করিতেছে। এ দিকে সৃঞ্জয় সৈন্যগণ কর্ণশরে বিদলিত হইতেছে। ঐ দেখ, ধীমান্ কর্ণের হস্তিকক্ষা ধ্বজ সৈন্য মধ্যে বিরাজিত রহিয়াছে। ঐ মহাবীর মহাআহ্লাদে যুধিষ্ঠিরের বলমধ্যে বিচরণ করিতেছে। অন্য কোন মহারথই উহারে পরাজিত করিতে সমর্থ হইবেন না। তুমিও

৮ম পর্ব্ব।   ৫০ শ সংখ্যা।

পুরাণ সংগ্রহ।

মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস প্রণীত

মহাভারত

কর্ণ পর্ব্ব।

৺কালীপ্রসন্ন সিংহ মহোদয় কর্ত্তৃক মূল সংস্কৃত হইতে
বাঙ্গালা ভাষায় অনুবাদিত।

শ্রীনবীনচন্দ্র মুখোপাধ্যায় এবং কোং কর্ত্তৃক পুনঃ প্রকাশিত।

"এই কর্ণ পর্ব্ব পাঠ করিলে ব্রাহ্মণের বেদ লাভ, ক্ষত্রিয়ের বল ও যুদ্ধে জয় লাভ হইয়া থাকে। বৈশ্যের প্রভূত ধন লাভ এবং শূদ্রের আরোগ্য লাভ হয়। এই পর্ব্বে সনাতন ভগবান্ নারায়ণের মাহাত্ম্য কীর্ত্তিত হইয়াছে। অতএব যে ব্যক্তি এই কর্ণ পর্ব্ব পাঠ বা শ্রবণ করিবেন, তাঁহার সকল মনোরথ পূর্ণ হইবে, সন্দেহ নাই। ব্যাসদেবের এই কথা কদাচ মিথ্যা হইবার নহে। এক বৎসর নিরন্তর সবৎসা ধেনু প্রদান করিলে যে পুণ্য লাভ হয়, এই কর্ণ পর্ব্ব শ্রবণেও সেই পুণ্য হইয়া থাকে।"

মহাভারত।

সারস্বত যন্ত্র।

কলিকাতা,—পাথুরিয়াঘাটা ব্রজদুলালের ষ্ট্রীট নং ৩।

সম্বৎ ১৯২৯।

শ্রীকৃষ্ণপ্রসাদ মজুমদার কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

সূতপুত্রের বল পরাক্রম অবগত আছ। অতএব আমার মতে অন্যান্য বীরগণকে পরিত্যাগ করিয়া সূতপুত্র যে স্থানে আমাদিগের সৈন্য বিদ্রাবিত করিতেছে, সেই স্থানে গমন করা কর্ত্তব্য। অথবা তোমার যাহা অভিরুচি, তাহাই অনুষ্ঠান কর।

মহাত্মা হৃষীকেশ অর্জ্জুনের বাক্য শ্রবণ করিয়া হাস্য করত কহিলেন, হে পাণ্ডব! অবিলম্বে কৌরবগণকে বিনাশ কর। হে মহারাজ! তখন ধনঞ্জয়ের হংসবর্ণ স্বুবর্ণভূষণালঙ্কত অশ্বগণ কেশব কর্ত্তৃক সঞ্চালিত হইয়া আপনার সৈন্য মধ্যে প্রবেশ করিল। তাহাদের প্রবেশ কালে আপনার সৈন্যগণ চারি দিকে ধাবমান হইল। ধনঞ্জয়ের সেই কম্পিত পতাকা বিরাজিত মেঘ গম্ভীরগর্জ্জন বানরধ্বজ মহারথ ও বিমান যেমন স্বর্গে গমন করে, তদ্রূপ অনায়াসে কৌরব সৈন্যমধ্যে গমন করিল। এইরূপে সেই সমরনিপুণ রোষারুণনেত্র মহাবীর কেশব ও অর্জ্জুন তলশব্দে সংক্রুদ্ধ মাতঙ্গ দ্বয়ের ন্যায় ক্রোধান্বিত চিত্তে সেই বিপুল সৈন্য বিদারণ পূর্ব্বক তন্মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া ঋত্বিক্‌গণ কর্ত্তৃক সমাহূত, যজ্ঞস্থলে সমাগত অশ্বিনীকুমার দ্বয়ের ন্যায় শোভমান হইলেন। তখন মহাবীর অর্জ্জুন রথ ও অশ্ব সমুদায়কে মর্দ্দিত করত পাশধারী অন্তকের ন্যায় বাহিনীমধ্যে বিচরণ করিতে লাগিলেন। ঐ সময় আপনার পুত্র দুর্য্যোধন সৈন্যমধ্যে ধনঞ্জয়কে বিক্রম প্রকাশ করিতে অবলোকন করিয়া পুনরায় সংশপ্তকগণকে অভিমুখীন হইতে আদেশ করিলেন। বীরগণ তাঁহার আজ্ঞা শ্রবণ মাত্র সহস্র রথ, তিন শত হস্তী, চতুর্দ্দশ সহস্র অশ্ব ও দুই লক্ষ ধনুর্দ্ধারী যুদ্ধকোবিদ পদাতি সমভিব্যাহারে একবারে চতুর্দ্দিক্ হইতে

শরনিকর নিক্ষেপ পূর্ব্বক অর্জ্জুনকে সমাচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল। তখন অরাতি নিপাতন ধনঞ্জয় সংশপ্তকগণের শরনিকরে সমাচ্ছন্ন হইয়া স্বীয় উগ্রতা প্রদর্শন পূর্ব্বক তাহাদিগকে বিনাশ করিতে আরম্ভ করিলে তাঁহার মূর্ত্তি সকলেরই প্রেক্ষণীয় হইয়া উঠিল। তাঁহার সৌদামিনী সমপ্রভ স্বুবর্ণ ভূষিত অনবরত নিক্ষিপ্ত শরজালে নভোমণ্ডল সমাচ্ছন্ন হইয়া গেল। অনন্তর মহাবীর পাণ্ডুনন্দন চতুর্দ্দিকে সরলাগ্র স্বুবর্ণপুঙ্খ শরনিকর নিক্ষেপ করিতে আরম্ভ করিলে বোধ হইতে লাগিল যেন সমুদায় প্রদেশ সর্পে সমাচ্ছন্ন হইয়াছে এবং তাঁহার তলশব্দে সমুদ্র, পর্ব্বত, ভূমণ্ডল, দিঙ্মণ্ডল ও নভোমণ্ডল বিকম্পিত হইতেছে।

হে মহারাজ! এইরূপে মহারথ পাণ্ডুনন্দন দশ সহস্র নরপালকে নিপাতিত করিয়া সত্বরে সংশপ্তক সৈন্যের প্রপক্ষে গমন করিলেন। সংশপ্তকদিগের প্রপক্ষ কাম্বোজগণ কর্ত্তৃক রক্ষিত হইয়াছিল। মহাবীর ধনঞ্জয় তথায় সমুপস্থিত হইয়া পুরন্দর যেমন দানবদিগকে বিদলিত করিয়াছিলেন, তদ্রূপ সৈন্যগণকে প্রমথিত করিতে লাগিলেন। তিনি ভল্ল দ্বারা আততায়ী অরাতিগণের শস্ত্রযুক্ত বাহু ও মস্তক ছেদন করিয়া ফেলিলেন। তাহারা অর্জ্জুনশরে অঙ্গ প্রত্যঙ্গবিহীন ও আয়ুধ শূন্য হইয়া বহু শাখা সঙ্কুল বাতাহত বনস্পতির ন্যায় ভূতলে নিপতিত হইল। ঐ সময় মহাবীর অর্জ্জুন হস্তী, অশ্ব, রথ ও পদাতিগণকে বিনাশ করিতে আরম্ভ করিলে কাম্বোজরাজ স্বুদক্ষিণের কনিষ্ঠ ভ্রাতা তাঁহার উপর শর বর্ষণ করিতে লাগিলেন। তখন কুন্তীনন্দন দুই অর্দ্ধচন্দ্র বাণে তাঁহার

পরিঘাকার ভুজদ্বয় ও ক্ষুর দ্বারা পূর্ণচন্দ্র সদৃশ মস্তক ছেদন করিলেন। কমললোচন প্রিয়দর্শন সুদক্ষিণানুজ অর্জ্জুনের শরে নিহত হইয়া শোণিতার্দ্র কলেবরে বজ্রবিদারিত গিরি-শৃঙ্গের ন্যায়, কাঞ্চনস্তম্ভের ন্যায়, ভগ্ন সুমেরু পর্ব্বতের ন্যায়, বাহন হইতে ভূতলে নিপতিত হইলেন। অনন্তর পুনরায় অতি অদ্ভুত ঘোরতর যুদ্ধ আরম্ভ হইল। ঐ যুদ্ধে যোধগণের নানাপ্রকার অবস্থা ঘটিতে লাগিল। অর্জ্জুনের এক এক বাণে কাম্বোজ, যবন ও শকদেশ সমুদ্ভূত অনেকানেক অশ্ব নিহত হইয়া রুধিরাক্ত কলেবর হওয়াতে সমুদায়ই লোহিত বর্ণ হইয়া উঠিল। ঐ সময় অশ্ব সারথি বিহীন রথী, আরোহি শূন্য অশ্ব, মহামাত্রহীন হস্তী ও হস্তিবিহীন মহামাত্রগণ পরস্পরের সংহারে প্রবৃত্ত হইলে ঘোরতর জনক্ষয় হইয়া উঠিল।

এইরূপে মহাবীর ধনঞ্জয় সংশপ্তকগণের পক্ষ ও প্রপক্ষ বিনষ্ট করিলে মহাবীর অশ্বত্থামা স্বর্ণ ভূষিত কোদণ্ড বিধূনিত করত সূর্য্যের করজাল সদৃশ ঘোরতর শরজাল গ্রহণ করিয়া ক্রোধভরে মুখ ব্যাদান পূর্ব্বক দণ্ডধারী ক্রুদ্ধ অন্তকের ন্যায় সত্বরে অর্জ্জুনের অভিমুখে গমন করিলেন। পাণ্ডব সৈন্যগণ সেই মহাবীরের অনবরত নিক্ষিপ্ত উগ্রতর শরনিকরে সমাহত হইয়া চতুর্দ্দিকে ধাবমান হইল। অনন্তর মহাবীর অশ্বত্থামা হৃষীকেশকে রথোপরি অবস্থিত সন্দর্শন করিয়া পুনরায় প্রচণ্ড শর নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। তখন রথস্থিত কেশব ও ধনঞ্জয় উভয়েই সেই শরজালে সমাচ্ছন্ন হইলেন। ঐ সময় প্রবল প্রতাপ দ্রোণতনয় তীক্ষ্ণ শরনিকরে জগতের রক্ষক কৃষ্ণ ও অর্জ্জুনকে নিশ্চেষ্ট করিলে কি স্থাবর

কি জঙ্গম সকলেই হাহাকার করিতে লাগিল। সিদ্ধ ও চারণগণ জগতের হিত চিন্তা করত চতুর্দ্দিক্ হইতে সমাগত হইলেন। হে মহারাজ! সেই যুদ্ধে অশ্বত্থামা কৃষ্ণ ও অর্জ্জুনকে আচ্ছাদিত করিয়া যে রূপ পরাক্রম প্রকাশ করিলেন,. ইতিপূর্ব্বে কখনই আমার সে রূপ পরাক্রম নয়নগোচর হয় নাই। ঐ সময় সিংহগর্জ্জনের ন্যায় দ্রোণপুত্রের অরাতিবিত্রাসক কার্ম্মুকশব্দ বারংবার শ্রুতিগোচর হইতে লাগিল। তাঁহার শরাসনজ্যা মেঘমধ্যস্থিত সৌদামিনীর ন্যায় শোভা ধারণ করিল। মহাবীর অর্জ্জুন তাদৃশ দৃঢ়হস্ত ও ক্ষিপ্রকারী হইয়াও তৎকালে অশ্বত্থামারে অবলোকন পূর্ব্বক নিতান্ত মুগ্ধের ন্যায় আপনার পরাক্রম নিহত বোধ করিতে লাগিলেন। ঐ সময় অশ্বত্থামার মুখমণ্ডল ও কলেবর অতি দুর্নিরীক্ষ্য হইয়া উঠিল।

হে মহারাজ! মহাবীর অর্জ্জুন ও আচার্য্যপুত্রের এইরূপ ভীষণ সংগ্রামে অশ্বত্থামা অধিকবল ও ধনঞ্জয় ন্যূনবল হইলে মহাত্মা হৃষীকেশ সাতিশয় রোষাবিষ্ট হইলেন। তিনি দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক রোষকষায়িত লোচনে দগ্ধ করতই যেন বারংবার অশ্বত্থামা ও অর্জ্জুনের উপর দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন এবং প্রণয় বাক্যে অর্জ্জুনকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, হে ভ্রাত! আজি দ্রোণপুত্র তোমারে অতিক্রম করাতে আমি নিতান্ত আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছি। আজি কি তোমার বলবীর্য্য অবসন্ন হইয়াছে? তোমার হস্তে বা রথে কি গাণ্ডীব শরাসন বিদ্যমান নাই? তোমার মুষ্টি ও বাহুদ্বয়ের কি কোন আঘাত হইয়াছে? আজি কি নিমিত্ত দ্রোণতনয়কে উদ্দৃপ্ত

দেখিতেছি? হে ধনঞ্জয়! গুরুপুত্র বোধে উহাঁরে উপেক্ষা করিও না। ইহা উপেক্ষার সময় নহে।

হে মহারাজ মহাত্মা বাসুদেব এইরূপ কহিলে মহাবীর ধনঞ্জয় চতুর্দ্দশ ভল্ল গ্রহণ পূর্ব্বক সত্বরে দ্রোণতনয়ের ধ্বজ, ছত্র, পতাকা, রথ, শক্তি, গদা ও শরাসন ছেদন করিয়া ফেলিলেন এবং সত্বরে তাঁহার জক্রদেশে দৃঢ়রূপে বৎসদন্ত শরনিকর প্রহার করিলেন। মহাবীর দ্রোণপুত্র সেই আঘাতেই মূর্চ্ছিত হইয়া ধ্বজযষ্টি অবলম্বন করিয়া রহিলেন। তখন তাঁহার সারথি তাঁহারে শরপীড়িত ও বিসংজ্ঞ অবলোকন করিয়া পরিত্রাণার্থ রথ লইয়া অপসৃত হইল। ঐ অবসরে শত্রুতাপন ধনঞ্জয় মহাবীর দুর্য্যোধনের সমক্ষেই আপনার অসংখ্য সৈন্যগণকে বিনাশ করিলেন। হে মহারাজ! আপনার কুমন্ত্রণাতেই তৎকালে এইরূপ কৌরব সৈন্যগণের ঘোরতর বিনাশ উপস্থিত হইল। ঐ সময় ক্ষণকাল মধ্যেই মহাবীর অর্জ্জুন সংশপ্তকগণকে, বৃকোদর কৌরবগণকে এবং কর্ণ পাঞ্চালগণকে বিমর্দ্দিত করিলেন। এইরূপে বীরজনক্ষয় কারক ঘোরতর সংগ্রাম উপস্থিত হইলে সমরাঙ্গনে চতুর্দ্দিকে অসংখ্য কবন্ধ সমুত্থিত হইল। তৎকালে রাজা যুধিষ্ঠির সমরবেদনায় নিতান্ত কাতর হইয়া সমরস্থল হইতে এক ক্রোশ দূরে গমন পূর্ব্বক অবস্থিতি করিতে লাগিলেন।

অষ্টপঞ্চাশত্তম অধ্যায়।

হে মহারাজ! অনন্তর দুর্য্যোধন কর্ণ সমীপে সমুপস্থিত হইয়া মদ্ররাজ শল্য ও অন্যান্য মহারথগণকে লক্ষ্য করিয়া সূতপুত্রকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, হে কর্ণ! আত্মসদৃশ

বলবিক্রমশালী ব্যক্তিদিগের সহিত সংগ্রাম ক্ষত্রিয়দিগের প্রার্থনীয় ; এক্ষণে তাহা উপস্থিত হইয়াছে। এইরূপ সমর ক্ষত্রিয়দিগের সুখজনক, তাহার আর সন্দেহ নাই। এই যুদ্ধ উপস্থিত হওয়াতে উহাদিগের স্বর্গদ্বার স্বেচ্ছাক্রমে উদ্ঘাটিত হইয়াছে। অতএব এক্ষণে শূরগণ হয় সমরে পাণ্ডবগণকে নিপাতিত করিয়া বিশাল পৃথিবী প্রাপ্ত হউন অথবা অরাতি-হস্তে নিহত হইয়া বীরলোকে গমন করুন।

হে মহারাজ ! ক্ষত্রিয়গণ দুর্য্যোধনের সেই বাক্য শ্রবণে আনন্দিত হইয়া সিংহনাদ ও বিবিধ বাদিত্র নিস্বন করিতে লাগিলেন। তখন মহাবীর অশ্বত্থামা কৌরব পক্ষীয় যোধ-গণকে আহ্লাদিত করত কহিলেন, হে ক্ষত্রিয়গণ ! আমার পিতা সমুদায় সৈন্যগণের ও তোমাদিগের সমক্ষে শস্ত্র পরি-ত্যাগ পূর্ব্বক ধৃষ্টদ্যুম্নের হস্তে নিহত হইয়াছেন। আমি সেই ক্রোধে ও মিত্রের হিত সাধনার্থ তোমাদিগের নিকট যাহা প্রতিজ্ঞা করিতেছি, শ্রবণ কর। আমি ধৃষ্টদ্যুম্নকে নিপাতিত না করিয়া কদাচ বর্ম্ম পরিত্যাগ করিব না। যদি আমার এ প্রতিজ্ঞা মিথ্যা হয় তাহা হইলে আমার স্বর্গলাভ হইবে না। অদ্য কি অর্জ্জুন, কি ভীমসেন, যে ব্যক্তি সমরে ধৃষ্ট-দ্যুম্নকে রক্ষা করিবে, আমি শরনিকরে তাহারেই নিহত করিব।

মহাবীর অশ্বত্থামা এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিলে সমুদায় কৌরব সেনা মিলিত হইয়া পাণ্ডবগণের প্রতি ও পাণ্ডবগণ কৌরবগণের প্রতি ধাবমান হইলেন। অনন্তর উভয় পক্ষীয় রথীদিগের মহাপ্রলয় কল্প অতিভীষণ সংগ্রাম সমুপস্থিত

হইল। তখন দেবগণ ও অন্যান্য প্রাণিগণ অপ্সরাদিগের সহিত মিলিত হইয়া সেই নরবীরগণকে দর্শন করিবার নিমিত্ত তথায় আগমন করিতে লাগিলেন। অপ্সরারা আহ্লাদিত চিত্তে বিবিধ দিব্য মাল্য গন্ধ ও রত্ন দ্বারা স্বকর্ম্মনিরত নরবীরগণকে সমাচ্ছন্ন করিলেন। গন্ধবহ সেই সুগন্ধ লইয়া সমস্ত যোধগণকে আমোদিত করিতে লাগিল। যোধগণ সুগন্ধি সমীরণ সংস্পর্শে সমাহ্লাদিত হইয়া পরস্পর আঘাত করত ধরণীতলে নিপতিত হইতে লাগিল। ঐ সময়ে ভূমণ্ডল, দিব্য মাল্য, সুবর্ণপুঙ্খ বিচিত্র নিশিত শরনিকর ও যোধগণে সমাকীর্ণ হইয়া তারকাচ্ছন্ন বিচিত্র নভোমণ্ডলের ন্যায় শোভা ধারণ করিল। তখন দেবগন্ধর্ব্ব প্রভৃতি অন্তরীক্ষচারিগণ সাধুবাদ দ্বারা সেই জ্যানির্ঘোষ, নেমিনিস্বন ও সিংহনাদ সমাকীর্ণ সংগ্রামস্থলকে অধিকতর সমাকুল করিতে লাগিলেন।

একোনষষ্টিতম অধ্যায়।

হে মহারাজ! ঐ সময় মহাবীর অর্জ্জুন, কর্ণ ও ভীমসেন রোষান্বিত হইলে মহীপালগণের এইরূপ মহাসংগ্রাম উপস্থিত হইল। মহাবল পরাক্রান্ত ধনঞ্জয় দ্রোণপুত্রকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক অন্যান্য মহারথগণকে পরাজয় করিয়া বাসুদেবকে কহিলেন, হে কৃষ্ণ! ঐ দেখ, পাণ্ডব সেনা পলায়নে প্রবৃত্ত হইয়াছে। মহাবীর কর্ণও আমাদের পক্ষীয় মহারথগণকে নিপীড়িত করিতেছেন। ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির বা তাঁহার ধ্বজদণ্ড আমার নেত্রগোচর হইতেছে না। দিবসের দুই ভাগ গত হইয়াছে, এক ভাগমাত্র অবশিষ্ট আছে। বিশেষত এক্ষণে কৌরব পক্ষীয় বীরগণের মধ্যে কেহই আমার সহিত সমরে

প্রবৃত্ত হইতেছে না। অতএব তুমি এই সময় আমার প্রিয় সাধনের নিমিত্ত যুধিষ্ঠিরের অভিমুখে যাত্রা কর। আমি ধর্ম্ম-রাজকে কুশলী দেখিয়া পুনরায় শত্রুগণের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইব। বাসুদেব ধনঞ্জয় বাক্য শ্রবণে তৎক্ষণাৎ ধর্ম্মরাজ সমীপে রথ চালন করিলেন।

ঐ সময় মহারাজ যুধিষ্ঠির ও মহারথ সৃঞ্জয়গণ প্রাণপণে কৌরবগণের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। মহাত্মা বাসু-দেব সেই সংগ্রাম ভূমিতে অসংখ্য বীরকে নিহত অবলোকন করিয়া ধনঞ্জয়কে কহিলেন, হে অর্জ্জুন! ঐ দেখ, দুর্য্যোধনের দুর্নীতি নিবন্ধন পৃথিবীস্থ অসংখ্য ভূপতি নিহত হইয়াছেন। হতজীবিত বীরগণের সুবর্ণপৃষ্ঠ শরাসন, মহামূল্য তূণীর, সুবর্ণপুঙ্খ আনতপর্ব্ব শর, নির্ম্মোকনির্ম্মুক্ত পন্নগ সদৃশ তৈল-ধৌত নারাচ, হস্তিদন্ত নির্ম্মিত মুষ্টিযুক্ত হেম খচিত খড়্গ, হেমভূষিত চর্ম্ম, সুবর্ণ বিকৃত প্রাস, কনক ভূষণ শক্তি, স্বর্ণ-পট্টে বদ্ধ বিপুল গদা, কাঞ্চনময়ী যষ্টি, হেমভূষিত পট্টিশ, কনকদণ্ডযুক্ত পরশু, লৌহময় কুন্ত, ভীষণ মুষল, বিচিত্র শতঘ্নী, বিপুল পরিঘ এবং চক্র ও তোমর ইতস্তত বিকীর্ণ রহিয়াছে। বিজয়াকাঙ্ক্ষী বীরগণ নানাবিধ অস্ত্র শস্ত্র ধারণ পূর্ব্বক নিহত হইয়াও জীবিতের ন্যায় দৃষ্ট হইতেছেন। ঐ দেখ, সহস্র সহস্র যোধ গদা প্রহারে চূর্ণ কলেবর, মুষলাঘাতে ভিন্ন মস্তক, এবং হস্তী অশ্ব ও রথ দ্বারা মথিত হইয়াছেন। রণভূমি বিবিধ শর, শক্তি, ঋষ্টি, পট্টিশ, লৌহনির্ম্মিত পরিঘ, কুন্ত, পরশু ও অশ্বগণের খুরের আঘাতে ছিন্নভিন্ন শোণিতাক্ত মনুষ্য, অশ্ব ও হস্তিগণের শরীর এবং বীরগণের হেমভূষিত

কেয়ূরান্বিত সতলত্র চন্দন চর্চ্চিত ছিন্ন বাহু, অঙ্গুলিত্র সম্বলিত অলঙ্কৃত ভুজাগ্র, করিশুণ্ডোপম ঊরু ও চূড়ামণি বিভূষিত কুণ্ডলান্বিত মস্তক সমূহে সমাচ্ছন্ন হইয়াছে। ক্ষতবিক্ষতাঙ্গ শোণিতদিগ্ধ কবন্ধগণ চতুর্দ্দিকে সমুত্থিত হওয়াতে সমর ভূমি শান্তজ্বাল হুতাশনে পরিবৃত বলিয়া বোধ হইতেছে। ঐ দেখ, কিঙ্কিণীজালজড়িত বহুধা ভগ্ন অসংখ্য রথ, শরাহত বিনির্গতান্ত্র অশ্ব, অনুকর্ষ, তূণীর, পতাকা, বিবিধ ধ্বজ, রথিগণের মহাশঙ্খ, পাণ্ডুবর্ণ চামর, পর্ব্বতাকার নিষ্কাশিতজিহ্ব মাতঙ্গ, বিচিত্র পতাকা শোভিত নিহত অশ্ব, গজবাজিগণের পৃষ্ঠস্থ বিচিত্র চিত্রকম্বল, সুবর্ণমণ্ডিত রথাঙ্কুশ, পতিত মাতঙ্গগণের শরীরাঘাতে বহুধা ভগ্ন ঘণ্টা, বৈদূর্য্যদণ্ড, অঙ্কুশ, অশ্বারোহিগণের ভুজাগ্রবদ্ধ সুবর্ণ বিকৃত কশা, বিচিত্র মণিখচিত সুবর্ণ সমলঙ্কৃত রঙ্কুচর্ম্ম নির্ম্মিত অশ্বাস্তরণ, নরেন্দ্রগণের চূড়ামণি, বিচিত্র কাঞ্চনমালা, ছত্র ও ব্যজন সকল চতুর্দ্দিকে সমাকীর্ণ রহিয়াছে। বীরগণের চন্দ্রনক্ষত্রের ন্যায় সমুজ্জ্বল চারু কুণ্ডলমণ্ডিত শ্মশ্রুযুক্ত বদনমণ্ডল দ্বারা বসুধা সমাচ্ছন্ন হইয়াছে। ঐ দেখ, অনেকে দৃঢ়তর সমাহত ও নিপতিত হইয়া আর্ত্তনাদ পরিত্যাগ করিতেছে এবং উহাদের জ্ঞাতিবর্গ অস্ত্র শস্ত্র পরিত্যাগ পূর্ব্বক রোদন করত উহাদিগের শুশ্রূষায় প্রবৃত্ত হইয়াছে। ক্রোধপরতন্ত্র বিজয়াকাঙ্ক্ষী বীরগণ জীবিত হীন যোধগণকে শরজালে সমাচ্ছন্ন করিয়া, অন্যান্য বীরগণের সহিত সংগ্রামার্থ গমন করিতেছে। সমর সমাহত শয়ান জ্ঞাতিগণ জলপ্রার্থনা করাতে অনেকে সলিলানয়নার্থে সত্বরে গমন করিতেছে। অনেকে বান্ধবদিগের নিমিত্ত জল আনয়ন করিয়া

তাহাদিগকে বিচেতন দেখিয়া জল পরিত্যাগ পূর্ব্বক চীৎকার করত ধাবমান হইতেছে। কেহ কেহ জল পান করিয়া ও কেহ কেহ জলপান করিতে করিতেই প্রাণত্যাগ করিতেছে। বান্ধবপ্রিয় বীরগণ সেই প্রিয় বান্ধবগণকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক সংগ্রামার্থ ধাবমান হইতেছে এবং অন্যান্য যোধগণ অধরোষ্ঠ দংশন ও ভ্রুকুটী বন্ধন পূর্ব্বক চতুর্দ্দিক্ দর্শন করিতেছে। হে মহারাজ! বাসুদেব অর্জ্জুনকে এইরূপ কহিতে কহিতে যুধিষ্ঠিরাভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন। ধনঞ্জয়ও ধর্ম্মরাজের দর্শনার্থ সমুৎসুক হইয়া কৃষ্ণকে বারংবার ত্বরান্বিত করিতে লাগিলেন। তখন বাসুদেব অর্জ্জুনকে কহিলেন, হে পাণ্ডব! ঐ দেখ, কৌরব পক্ষীয় পার্থিবগণ মহারাজ যুধিষ্ঠিরের প্রতি ধাবমান হইতেছে। রণস্থলে কর্ণ প্রজ্জ্বলিত পাবকের ন্যায় অবস্থান করিতেছে। মহাধনুর্দ্ধর ভীমসেন সমরে ধাবমান হইতেছেন। পাঞ্চাল, সৃঞ্জয় ও পাণ্ডবগণের অগ্রসর যোদ্ধা ধৃষ্টদ্যুম্নপ্রমুখ বীরগণ তাঁহার অনুগমন করিতেছে। পাণ্ডব সৈন্যগণ সমরে প্রবৃত্ত হইয়া কৌরব সৈন্যগণকে নিপীড়িত করাতে তাহারা পলায়নে প্রবৃত্ত হইতেছে। মহাবীর কর্ণ পলায়ন পরায়ণ কৌরব সৈন্যগণকে অবরোধ করিতেছে। ঐ দেখ, ইন্দ্রতুল্য পরাক্রম শস্ত্রধরাগ্রগণ্য দ্রোণনন্দন অশ্বত্থামা কালান্তক যমের ন্যায় সংগ্রামে গমন করিতেছেন। মহারথ ধৃষ্টদ্যুম্ন তাঁহার প্রতি ধাবমান হইয়াছে এবং সৃঞ্জয়গণ সংগ্রামে নিহত হইতেছে।

হে মহারাজ! মহাত্মা বাসুদেব এইরূপে অর্জ্জুনকে সমুদায় সংগ্রাম বিবরণ কহিলেন। অনন্তর ঘোরতর যুদ্ধ আরম্ভ

হইল। উভয় পক্ষীয় সৈনিকগণ প্রাণপণে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া সিংহনাদ করিতে লাগিল। হে রাজন্ কেবল আপনার কুমন্ত্রণাতেই তৎকালে উভয় পক্ষের এইরূপ ক্ষয় উপস্থিত হইল।

ষষ্টিতম অধ্যায়।

হে মহারাজ! অনন্তর যুধিষ্ঠির প্রভৃতি পাণ্ডব ও সূতপুত্র প্রমুখ কৌরবগণ নির্ভয়ে পুনরায় সংগ্রামার্থ পরস্পর সমাগত হইলেন। তখন পাণ্ডবগণের সহিত কর্ণের যমরাজ্য বিবর্দ্ধন অতি ভীষণ লোমহর্ষণ সংগ্রাম সমুপস্থিত হইল। সেই তুমুল যুদ্ধে শোণিতস্রোত প্রবাহিত ও সংশপ্তকগণ অল্পমাত্র অবশিষ্ট হইলে মহাবীর ধৃষ্টদ্যুম্ন ও মহারথ পাণ্ডবগণ অন্যান্য ভূপালবর্গ সমভিব্যাহারে সূতপুত্রের প্রতি ধাবমান হইলেন। মহারথ কর্ণ সেই সমস্ত বিজয়াভিলাষী প্রহৃষ্টচিত্ত বীরগণকে আগমন করিতে দেখিয়া পর্ব্বত যেমন জলপ্রবাহকে অবরোধ করে, তদ্রূপ একাকীই তাঁহাদিগের গতি রোধ করিলেন। তখন জলস্রোত যেমন অচলে সংলগ্ন হইয়া ইতস্তত প্রবাহিত হয়, তদ্রূপ সেই মহারথগণ সূতপুত্রকে প্রাপ্ত হইয়া চতুর্দ্দিকে ধাবমান হইলেন। অনন্তর সেই বীরগণের ঘোরতর যুদ্ধ হইতে লাগিল। মহাবীর ধৃষ্টদ্যুম্ন আনতপর্ব্ব শর দ্বারা কর্ণকে প্রহার করিয়া থাক্ থাক্ বলিয়া আস্ফালন করিতে লাগিলেন। মহারথ কর্ণও বিজয় নামক উৎকৃষ্ট কার্ম্মুক কম্পিত করিয়া ধৃষ্টদ্যুম্নের আশীবিষোপম শর ও শরাসন ছেদন পূর্ব্বক নয় শরে তাঁহারে তাড়িত করিলেন। সূতপুত্র নির্ম্মুক্ত শরনিকর ধৃষ্টদ্যুম্নের সুবর্ণ মণ্ডিত বর্ম্ম ভেদ পূর্ব্বক শোণিতলিপ্ত হইয়া ইন্দ্রগোপের ন্যায় শোভা পাইতে

লাগিল। তখন মহারথ দ্রুপদতনয় সেই ছিন্ন কার্ম্মুক পরিত্যাগ পূর্ব্বক অন্য এক শরাসন ও শরনিকর গ্রহণ করিয়া সন্নতপর্ব্ব সপ্ততি বাণে কর্ণকে বিদ্ধ করিলেন। সূতপুত্রও আশীবিষ সদৃশ শরনিকর দ্বারা ধৃষ্টদ্যুম্নকে সমাচ্ছন্ন করিয়া ফেলিলেন।

অনন্তর মহাবীর ধৃষ্টদ্যুম্ন নিশিত শরজালে কর্ণকে বিদ্ধ করিতে আরম্ভ করিলে মহারথ সূতপুত্র ক্রোধাবিষ্ট হইয়া দ্রুপদনন্দনের প্রতি এক যমদণ্ড সদৃশ ভীষণ শরনিক্ষেপ করিলেন। ঐ সময় মহাবীর সাত্যকি সেই কর্ণনিক্ষিপ্ত ঘোররূপ শর ধৃষ্টদ্যুম্নের অভিমুখে আগমন করিতে দেখিয়া ক্ষিপ্রহস্তে তৎক্ষণাৎ উহা ছেদন করিয়া ফেলিলেন। মহাবীর কর্ণ তদ্দর্শনে ক্রুদ্ধ হইয়া যুযুধানকে শরনিকরে নিবারণ করত সাত নারাচে বিদ্ধ করিলেন। মহাবীর সাত্যকিও হেমমণ্ডিত সুনিশিত শরজালে তাঁহারে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। হে মহারাজ! এইরূপে সেই বীর দ্বয়ের ঘোরতর যুদ্ধ হইতে লাগিল। ঐ আশ্চর্য্য যুদ্ধ দর্শন বা শ্রবণ করিলেও অন্তঃকরণে ভয় সঞ্চার হইয়া থাকে। ঐ সময় মহাবীর কর্ণ ও সাত্যকির সেই অদ্ভুত কার্য্য দর্শনে সকলেরই কলেবর কণ্টকিত হইয়া উঠিল।

এই অবসরে মহাবীর অশ্বত্থামা শক্রদমন ধৃষ্টদ্যুম্নের সন্নিধানে সমুপস্থিত হইয়া ক্রোধভরে কহিলেন, রে ব্রহ্মঘাতক! তুই ক্ষণকাল এই স্থানে অবস্থান কর্, আজি জীবিতাবস্থায় কদাচ আমার নিকট পরিত্রাণ পাইবি না। মহাবীর দ্রোণতনয় এই বলিয়া প্রাণপণে যুদ্ধে প্রবৃত্ত ধৃষ্টদ্যুম্নকে প্রযত্ন সহকারে

ক্ষিপ্রহস্তে সুনিশিত শরনিকরে সমাচ্ছন্ন করিলেন। পূর্ব্বে মহাবীর দ্রোণাচার্য্য ধৃষ্টদ্যুম্নকে সন্দর্শন পূর্ব্বক উহাঁরে যেমন আপনার মৃত্যু স্বরূপ জ্ঞান করিয়াছিলেন, তদ্রূপ এক্ষণে মহাবল পরাক্রান্ত ধৃষ্টদ্যুম্ন অশ্বত্থামারে স্বীয় মৃত্যু বলিয়া বিবেচনা করিতে লাগিলেন। অনন্তর কালান্তক যম সদৃশ মহাবীর ধৃষ্টদ্যুম্ন আপনারে সংগ্রামে শস্ত্রের অবধ্য বিবেচনা করিয়া মহাবেগে অন্তকপ্রতিম অশ্বত্থামার অভিমুখে আগমন করিতে আরম্ভ করিলেন। মহারথ অশ্বত্থামাও ক্রোধভরে ঘন ঘন দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক তাঁহার প্রতি ধাবমান হইলেন। তখন সেই বীর দ্বয় পরস্পরকে নিরীক্ষণ করত ক্রোধে অধীর হইয়া উঠিলেন। অনন্তর প্রবল প্রতাপশালী মহাবীর অশ্বত্থামা সন্নিহিত ধৃষ্টদ্যুম্নকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, হে পাঞ্চালাপসদ! আজি আমি তোমারে নিশ্চয়ই যমালয়ে প্রেরণ করিব। পূর্ব্বে তুমি আমার পিতারে সংহার করিয়া যে পাপ সঞ্চয় করিয়াছ, অদ্য সেই পাপ তোমারে সাতিশয় সন্তপ্ত করিবে। রে মূঢ়! যদি তুমি অর্জ্জুন কর্ত্তৃক রক্ষিত না হইয়া রণস্থলে অবস্থান কর, অথবা সমর পরিত্যাগ পূর্ব্বক পলায়ন পরায়ণ না হও, তাহা হইলে অবশ্যই তোমারে সংহার করিব। তখন ধৃষ্টদ্যুম্ন তাঁহার বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, হে দ্রোণাত্মজ! আমার যে অসিদণ্ড তোমার সমরলালস পিতার বাক্যে উত্তর প্রদান করিয়াছিল, এক্ষণে সেই খড়্গই তোমারও এই বাক্যের প্রত্যুত্তর প্রদান করিবে। আমি যখন ব্রাহ্মণাধম দ্রোণকে বিনাশ করিয়াছি, তখন কি নিমিত্ত বিক্রম প্রকাশ পূর্ব্বক তোমারে নিহত না করিব?

পাণ্ডব সেনাপতি ধৃষ্টদ্যুম্ন এই বলিয়া অশ্বত্থামারে সুনিশিত শরে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন।

অনন্তর মহাবীর অশ্বত্থামা ক্রোধাবিষ্ট হইয়া শরজালে ধৃষ্টদ্যুম্নের চতুর্দ্দিক্ সমাচ্ছন্ন করিলেন। তখন দিঙ্মণ্ডল, নভোমণ্ডল ও যোধগণ সেই দ্রোণপুত্র নির্ম্মুক্ত শরনিকর প্রভাবে এককালে অদৃশ্য হইয়া গেল। মহাবীর ধৃষ্টদ্যুম্নও সূতপুত্রের সমক্ষে অশ্বত্থামারে শরনিকরে তিরোহিত করিলেন। মহাবীর কর্ণ একাকীই পাণ্ডব ও পাঞ্চালগণ এবং দ্রৌপদীর পঞ্চপুত্র, যুধামন্যু ও সাত্যকিরে নিবারণ করিতে লাগিলেন। অনন্তর মহাবীর ধৃষ্টদ্যুম্ন শরদ্বারা অশ্বত্থামার শরাসন ছেদন করিয়া ফেলিলেন। অশ্বত্থামা অবিলম্বে সেই ছিন্নকার্ম্মুক পরিত্যাগ ও অন্য শরাসন গ্রহণ পূর্ব্বক আশীবিষোপম শরনিকর বর্ষণ করত নিমেষ মধ্যে ধৃষ্টদ্যুম্নের শক্তি, শরাসন, গদা, ধ্বজ, অশ্ব, সারথি ও রথ ছিন্ন ভিন্ন করিয়া ফেলিলেন। মহাবীর ধৃষ্টদ্যুম্ন এই রূপে ছিন্নকার্ম্মুক, বিরথ, হতাশ্ব ও হতসারথি হইয়া খড়্গ চর্ম্ম গ্রহণ করিলেন। মহাবীর অশ্বত্থামা দ্রুপদতনয় সেই ভগ্নরথ হইতে অবতীর্ণ না হইতে হইতেই ভল্ল দ্বারা তাঁহার অসিদণ্ড খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিলেন; তদ্দর্শনে সকলেই বিস্মিত হইল।

হে মহারাজ! এই রূপে দ্রুপদনন্দনের রথ ভগ্ন, অশ্ব নিহত, শরাশন ও খড়্গ ছিন্ন এবং শরাঘাতে অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ক্ষত বিক্ষত হইলেও অশ্বত্থামা কোন ক্রমেই সায়ক দ্বারা তাঁহারে নিহত করিতে সমর্থ হইলেন না। দ্রোণপুত্র যখন দেখিলেন যে, অস্ত্র দ্বারা ধৃষ্টদ্যুম্নকে বধ করা নিতান্ত দুঃসাধ্য,

তখন তিনি কার্ম্মুক পরিত্যাগ পূর্ব্বক ভুজগগ্রহণলোলুপ গরুড়ের ন্যায় মহাবেগে দ্রুপদতনয়ের প্রতি ধাবমান হইলেন। তদ্দর্শনে বাসুদেব অর্জ্জুনকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, সখে! ঐ দেখ, অশ্বত্থামা ধৃষ্টদ্যুম্নকে সংহার করিবার নিমিত্ত প্রাণপণে যত্ন করিতেছেন। অতএব এক্ষণে তুমি সাক্ষাৎ কৃতান্তের ন্যায় দ্রোণপুত্রের নিকট হইতে ধৃষ্টদ্যুম্নকে মোচন কর। নচেৎ অশ্বত্থামা অবশ্যই উহাঁরে সংহার করিবে। মহাত্মা বাসুদেব এই বলিয়া অশ্বত্থামার অভিমুখে অশ্ব সঞ্চালন করিতে লাগিলেন। চন্দ্রসন্নিভ অশ্বগণ গগনতল পান করতই যেন দ্রোণপুত্রের প্রতি মহাবেগে ধাবমান হইল। তখন মহাবল পরাক্রান্ত দ্রোণনন্দন বাসুদেব ও অর্জ্জুনকে আগমন করিতে দেখিয়া ধৃষ্টদ্যুম্ন বধে দৃঢ়তর যত্ন করিতে লাগিলেন। অনন্তর মহাবীর ধনঞ্জয় অশ্বত্থামারে ধৃষ্টদ্যুম্নকে আকর্ষণ করিতে দেখিয়া তাঁহার প্রতি শরনিকর নিক্ষেপ করিতে আরম্ভ করিলেন। ধনঞ্জয়ের গাণ্ডীব নির্ম্মুক্ত সেই সমুদায় শর বল্মীকান্তর্গামী পন্নগের ন্যায় অশ্বত্থামার দেহে প্রবেশ করিতে লাগিল। তখন প্রবল প্রতাপশালী দ্রোণাত্মজ সেই অর্জ্জুন নিক্ষিপ্ত শরনিকরে গাঢ়তর বিদ্ধ হইয়া, ধৃষ্টদ্যুম্নকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক রথে আরোহণ ও কার্ম্মুক গ্রহণ করিয়া ধনঞ্জয়কে সায়ক সমূহে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। ঐ অবসরে মহাবীর সহদেব অরাতি তাপন ধৃষ্টদ্যুম্নকে রথে আরোপিত করিয়া রণস্থল হইতে অপসারিত করিলেন।

অনন্তর মহাবীর ধনঞ্জয় শরনিকরে অশ্বত্থামারে বিদ্ধ করিলে অশ্বত্থামা নিতান্ত ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহার বাহু যুগল ও

বক্ষস্থলে শরাঘাত করিতে লাগিলেন। তখন ধনঞ্জয় রোষ পরবশ হইয়া দ্রোণপুত্রকে লক্ষ্য করিয়া দ্বিতীয় কালদণ্ডের ন্যায় এক নারাচ নিক্ষেপ করিলেন। নারাচ অর্জ্জুন কর্ত্তৃক নিক্ষিপ্ত হইবামাত্র অশ্বত্থামার আস্যদেশে নিপতিত হইল। মহারথ দ্রোণনন্দন সেই শরাঘাতে একান্ত বিহ্বল হইয়া রথোপস্থে নিষণ্ণ ও বিমোহিত হইলেন। তদ্দর্শনে তাঁহার সারথি তাঁহারে তৎক্ষণাৎ রণস্থল হইতে অপবাহিত করিল। তখন সূতপুত্র ক্রোধাবিষ্ট হইয়া বিজয় শরাসন আকর্ষণ ও ধনঞ্জয়কে বারংবার নিরীক্ষণ করত তাঁহার সহিত দ্বৈরথ যুদ্ধ করিবার বাসনা করিতে লাগিলেন। পাঞ্চালগণ ধৃষ্টদ্যুম্নকে বিমোচিত ও দ্রোণাত্মজকে নিতান্ত নিপীড়িত দেখিয়া চীৎকার করিতে আরম্ভ করিল। দিব্য বিবিধ বাদিত্র সমুদায় বাদিত হইতে লাগিল। বীরগণ সেই অদ্ভুত ব্যাপার অবলোকন করিয়া সিংহনাদ পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। তখন মহাবীর ধনঞ্জয় বাসুদেবকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, সখে! এক্ষণে তুমি সংশপ্তকগণের অভিমুখে অশ্ব সঞ্চালন কর। উহাদিগকে বিনাশ করাই আমার প্রধান কার্য্য। তখন বাসুদেব সেই মনোমারুতগামী পতাকা পরিশোভিত রথ সঞ্চালন করিতে লাগিলেন।

একষষ্টিতম অধ্যায়।

হে মহারাজ! ঐ সময় মহাত্মা হৃষীকেশ ধনঞ্জয়ের রথ চালন করত তাঁহারে কহিলেন, হে পার্থ! ঐ দেখ, কৌরব পক্ষীয় মহাবল পরাক্রান্ত মহাধনুর্দ্ধরগণ তোমার ভ্রাতা যুধিষ্ঠিরের বিনাশ বাসনায় দ্রুতবেগে উহাঁর অনুগমন করিতেছে।

যুদ্ধদুর্ম্মদ অপরিমিত বলশালী পাঞ্চালগণ ধর্ম্মরাজের রক্ষার্থ ক্রোধভরে উহাঁর পশ্চাৎ ধাবমান হইয়াছে। কবচধারী রাজা দুর্য্যোধনও রথারোহণ পূর্ব্বক আশীবিষ সদৃশ যুদ্ধ বিশারদ ভ্রাতৃগণের সহিত সর্ব্বলোকাধিপতি যুধিষ্ঠিরের অনুগমন করিতেছে। হস্তী, অশ্ব, রথ ও পদাতিগণও ধর্ম্মরাজের নিধন কামনায় রত্ন গ্রহণে ধাবমান অর্থলোলুপের ন্যায় উহাঁর পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান হইতেছে। ঐ দেখ, অনল ও পুরন্দর যেমন অমৃত হরণোদ্যত দৈত্যগণকে রোধ করিয়াছিলেন, তদ্রূপ মহাবীর সাত্যকি ও ভীমসেন ধর্ম্মরাজের অভিমুখে গমনোদ্যত কৌরব সৈন্যগণের গতি রোধ করিতেছেন; কিন্তু মহারথগণের সংখ্যা অধিক হওয়াতে উহারা শঙ্খ বাদন, শরাসন বিঘূর্ণন ও সিংহনাদ পরিত্যাগ করত ঐ বীরদ্বয়কে অতিক্রম করিয়া সমুদ্র গমনোদ্যত বর্ষাকালীন জলরাশির ন্যায় যুধিষ্ঠিরের অভিমুখে গমন করিতেছে। এক্ষণে কুন্তীনন্দন যুধিষ্ঠির দুর্য্যোধনের আয়ত্ত হওয়াতে উহাঁরে কালগ্রাসে পতিত ও হুতাশনে আহুত বলিয়া বোধ হইতেছে। এক্ষণে দুর্য্যোধনের যেরূপ কৌরব সৈন্য অবলোকন করিতেছি, তাহাতে বোধ হয়, দেবরাজ ইন্দ্রও উহার নিকট হইতে মুক্তি লাভে সমর্থ নহেন। হে পার্থ! ক্রুদ্ধ অন্তকের ন্যায় তেজস্বী শরধারাবর্ষী ক্ষিপ্রহস্ত মহাবীর দুর্য্যোধনের শরবেগ সহ্য করা কাহার সাধ্য? মহাবীর দুর্য্যোধন, অশ্বত্থামা, কৃপাচার্য্য ও কর্ণ ইহাঁদিগের এক এক জনের বাণবেগে পর্ব্বতও বিশীর্ণ হইয়া যায়। হে ধনঞ্জয়! যুদ্ধবিশারদ শত্রুতাপন যুধিষ্ঠির অদ্য এক বার কর্ণ কর্ত্তৃক পরাভূত হইয়াছেন। ফলত সূতপুত্র

মহাবল পরাক্রান্ত ধৃতরাষ্ট্র তনয়গণের সহিত মিলিত হইয়া পাণ্ডবশ্রেষ্ঠকে পীড়ন করিতে পারে, সন্দেহ নাই। মহারাজ যুধিষ্ঠির কর্ণের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলে অন্যান্য মহারথেরাও তাঁহারে প্রহার করিয়াছে। উপবাসব্রতধারী ভরতসত্তম ধর্ম্মরাজ নিয়ত ক্ষমাগুণে ভূষিত ; ক্ষত্রিয় জনোচিত নিষ্ঠুরাচরণে সমর্থ নহেন। উনি কর্ণের সহিত সমরে প্রবৃত্ত হওয়াতে উহাঁর জীবন নিতান্ত সংশয়ারূঢ় হইয়াছে। হে অর্জ্জুন ! যখন অমর্ষপরায়ণ ভীমসেন বারংবার কৌরবগণের সিংহনাদ ও শঙ্খনাদ সহ্য করিতেছেন, তখন মহারাজ যুধিষ্ঠিরের অবশ্যই অমঙ্গল ঘটনা হইয়াছে। ঐ দেখ, মহাবীর কর্ণ যুধিষ্ঠিরকে নিহত কর বলিয়া কৌরবগণকে প্রেরণ করিতেছে। মহারথগণ স্থূণাকর্ণ, ইন্দ্রজাল, পাশুপতাস্ত্র ও অন্যান্য অস্ত্রজালে রাজারে সমাচ্ছন্ন করিতে আরম্ভ করিয়াছে। যখন ধনুর্দ্ধরাগ্রগণ্য পাঞ্চাল ও পাণ্ডবগণ জলনিমগ্ন ব্যক্তির উদ্ধার বাসনায় ধাবমান বলবান্ ব্যক্তিদিগের ন্যায় সত্বরে ধর্ম্মরাজের অনুগমন করিতেছে, তখন নিশ্চয়ই তিনি অরাতিশরে নিতান্ত ব্যথিত ও অবসন্ন হইয়াছেন। উহাঁর রথকেতু আর নয়নগোচর হয় না ; উহা নিঃসন্দেহ কর্ণের শরে ছিন্ন হইয়াছে। ঐ দেখ, মাতঙ্গ যেমন নলিনীবনকে বিদলিত করে, তদ্রূপ মহাবীর কর্ণ নকুল, সহদেব, সাত্যকি, শিখণ্ডী, ধৃষ্টদ্যুম্ন, ভীমসেন, শতানীক এবং পাঞ্চাল ও চেদিগণের সমক্ষেই পাণ্ডব সেনা বিনাশ করিতেছে। হে পাণ্ডুনন্দন ! ঐ দেখ, তোমাদিগের মহারথগণ রথ লইয়া কিরূপে ধাবমান হইয়াছে। মাতঙ্গগণ কর্ণের শরনিকরে নিপীড়িত হইয়া আর্ত্তনাদ করত দশ

দিকে পলায়ন করিতেছে এবং সূতপুত্রের হস্তিকক্ষা কেতু ইতস্তত সঞ্চারিত হইতেছে। ঐ দেখ, মহাবীর কর্ণ শত শত শর নিক্ষেপ পূর্ব্বক পাণ্ডব সেনাগণকে বিনাশ করত ভীমসেনের প্রতি ধাবমান হইয়াছে। পাঞ্চালগণ কর্ণশরে বিদ্রাবিত হইয়া পুরন্দর বিদলিত দৈত্যগণের ন্যায় চারি দিকে পলায়ন করিতেছে। এক্ষণে মহাবীর কর্ণ পাণ্ডু, পাঞ্চাল ও সৃঞ্জয়গণকে পরাজিত করিয়া চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিপাত করাতে বোধ হইতেছে যে ঐ বীর তোমারে অন্বেষণ করিতেছে। মহাবীর সূতনন্দন এক্ষণে কার্ম্মুক বিস্ফারিত করত শত্রুজয়ে পরমাহ্লাদিত সুরগণ পরিবেষ্টিত পুরন্দরের ন্যায় শোভা ধারণ করিয়াছে। ঐ দেখ, কৌরবগণ রাধেয়ের বিক্রম দর্শনে সিংহনাদ পরিত্যাগ পূর্ব্বক পাণ্ডব ও সৃঞ্জয়গণকে বিত্রাসিত করিতেছে। মহাবীর কর্ণ আমাদিগের সৈন্যগণের মনে ভয় সঞ্চারিত করিয়া কৌরব সৈন্যদিগকে কহিতেছে, হে বীরগণ! তোমরা শীঘ্র ধাবমান হও; তোমাদিগের মঙ্গল হউক; যেন সৃঞ্জয়গণ জীবিত সত্ত্বে তোমাদের হস্ত হইতে মুক্তি লাভ করিতে না পারে; আমরাও তোমাদিগের পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিতেছি। হে পার্থ! সূতপুত্র এই বলিয়া শর বর্ষণ পূর্ব্বক সৈন্যগণের পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিতেছে। ঐ দেখ, চন্দ্রোদয়ে উদয়াচল যেরূপ শোভিত হয়, আজি মহাবীর কর্ণ শত শলাকাযুক্ত শ্বেত ছত্র দ্বারা তদ্রূপ শোভমান হইয়াছে। ঐ বীর শরাসন বিকম্পিত করিয়া আশীবিষ সদৃশ শরনিকর নিক্ষেপ করত তোমার প্রতি কটাক্ষ নিক্ষেপ করিতেছে, এক্ষণে নিশ্চয়ই এই দিকে আগমন করিবে। হে ধনঞ্জয়! ঐ দেখ, সূতপুত্র

তোমার বানরধ্বজ অবলোকনে তোমার সহিত সংগ্রামে অভিলাষী হইয়া হুতাশনে পতনোন্মুখ শলভের ন্যায় তোমার অভিমুখে আগমন করিতেছে। ধৃতরাষ্ট্রতনয় দুর্য্যোধন কর্ণকে একাকী দেখিয়া উহারে রক্ষা করিবার নিমিত্ত স্বীয় রথসৈন্য সমভিব্যাহারে আগমন করিতেছে। এক্ষণে তুমি রাজ্য, যশ ও সুখ লাভার্থী হইয়া যত্ন পূর্ব্বক উহাদিগের সহিত দুরাত্মা সূতপুত্রকে বিনাশ কর। হে অর্জ্জুন! তুমি ও কর্ণ দেবদানবের ন্যায় অকাতরে সমরে প্রবৃত্ত হইলে ক্রোধপরায়ণ দুর্য্যোধন তোমাদের দুই জনকে ক্রুদ্ধ সন্দর্শন করিয়া কিছুই করিতে সমর্থ হইবে না। অতএব তুমি এই সময়ে আপনার পবিত্রতা ও যুধিষ্ঠিরের প্রতি সূতপুত্রের ক্রোধ অনুধাবন করিয়া এক্ষণ-কার সমুচিত কার্য্যে প্রবৃত্ত হও; যুদ্ধে কৃত নিশ্চয় হইয়া মহারথ কর্ণের প্রতি গমন কর। ঐ দেখ, পাঁচ শত মহাবল পরাক্রান্ত রথী, পাঁচ সহস্র হস্তী, দশ সহস্র অশ্ব এবং প্রযুত পদাতি একত্র মিলিত হইয়া পরস্পরকে রক্ষা করত তোমার প্রতি ধাবমান হইতেছে। অতএব তুমি স্বয়ং মহাবেগে মহা-ধনুর্দ্ধর সূতপুত্রের সমীপে সমুপস্থিত হও। ঐ দেখ, কর্ণ ক্রোধাবিষ্ট হইয়া পাঞ্চালগণের প্রতি ধাবমান হইয়াছে। উহার রথকেতু ধৃষ্টদ্যুম্নের অভিমুখে লক্ষিত হইতেছে।

হে ধনঞ্জয়! এক্ষণে তোমারে এক মঙ্গল সংবাদ প্রদান করিতেছি। ঐ দেখ, ধর্ম্মনন্দন রাজা যুধিষ্ঠির নিরাপদে অব-স্থিতি করিতেছেন। মহাবীর ভীমসেনও সাত্যকি ও সৃঞ্জয়-সৈন্যে পরিবৃত হইয়া সেনামুখে অবস্থিত রহিয়াছেন। ঐ দেখ, মহাবীর ভীমসেন ও মহাত্মা পাঞ্চালগণ নিশিত শর-নিকরে

কৌরবগণকে বিনাশ করিতেছেন। দুর্য্যোধনের সৈন্যগণ ভীম শরে নিপীড়িত ও রুধিরোক্ষিত হইয়া সমর পরিত্যাগ পূর্ব্বক ধাবমান হইতেছে। শস্যহীন বসুন্ধরার ন্যায় উহাদের আকার এক্ষণে নিতান্ত বিকৃত ভাবাপন্ন হইয়াছে। ঐ দেখ, শ্বেত, রক্ত, পীত ও কৃষ্ণবর্ণ এবং চন্দ্র, সূর্য্য নক্ষত্রে ভূষিত পতাকা ও ছত্র সকল ইতস্তত বিকীর্ণ হইতেছে। সুবর্ণ, রজত নির্ম্মিত তেজঃসম্পন্ন অসংখ্য কেতু এবং হস্তী ও অশ্ব সমুদায় চারি দিকে নিপতিত রহিয়াছে। রথিগণ পাঞ্চালদিগের বিবিধ বাণে নিহত হইয়া রথ হইতে নিপতিত হইতেছে। পাঞ্চালগণ কৌরব পক্ষীয় আরোহি বিহীন হস্তী, অশ্ব ও রথ সমুদায়ের অভিমুখে মহাবেগে ধাবমান হইতেছে এবং ভীমসেনের সাহায্যে প্রাণপণে শত্রুবল বিমর্দ্দিত করিয়া সিংহনাদ ও শঙ্খধ্বনি করিতেছে। হে ধনঞ্জয়! এক্ষণে পাঞ্চালদিগের ক্ষমতা অবলোকন কর; উহারা নিরায়ুধ হইয়াও শত্রুপক্ষের অস্ত্র গ্রহণ পূর্ব্বক সেই অস্ত্র দ্বারাই উহাদিগকে বিনাশ করিতেছে। ঐ দেখ, অরাতিগণের মস্তক ও বাহু সকল চতুর্দ্দিকে নিপতিত হইতেছে। পাঞ্চাল পক্ষীয় গজারোহী, অশ্বারোহী ও রথারোহী বীরগণ সকলেই প্রশংসনীয়। হংসাবলি যেমন মানস সরোবর হইতে ভাগীরথীতে উপস্থিত হয়, তদ্রূপ পাঞ্চালগণ মহাবেগে ধৃতরাষ্ট্র সৈন্য মধ্যে সমুপস্থিত হইয়াছে। ঐ দেখ, বৃষভগণ যেমন বৃষভদিগের নিবারণার্থে পরাক্রম প্রকাশ করে, তদ্রূপ কৃপ ও কর্ণ প্রভৃতি বীরগণ পাঞ্চালদিগের নিবারণের নিমিত্ত বিক্রম প্রদর্শন করিতেছেন। ধৃষ্টদ্যুম্ন প্রভৃতি বীরগণ ভীমাস্ত্রে মর্দ্দিত কৌরব পক্ষীয় সহস্র সহস্র

মহারথ নিহত করিতেছে। ঐ দেখ, অরাতিগণ পাঞ্চালদিগকে অভিভূত করাতে মহাবীর বৃকোদর নির্ভীক চিত্তে শত্রুগণকে আক্রমণ করিয়া সিংহনাদ পরিত্যাগ পূর্ব্বক শরবর্ষণে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। কৌরব সৈন্যগণের অধিকাংশই অবসন্ন হই-য়াছে। রথিগণ ভয়ে পলায়ন করিতেছে। ঐ দেখ, কতকগুলি হস্তী ভীমের নারাচে বিদীর্ণ কলেবর হইয়া বজ্রাহত পর্ব্বত-চূড়ার ন্যায় ভূতলে নিপতিত এবং কোন কোনটা সন্নত পর্ব্ব শরে বিদ্ধ হইয়া স্বপক্ষীয় সৈন্যগণকে বিমর্দ্দিত করত ধাবমান হইতেছে। ঐ মহাবীর ভীমসেন অরাতি পরাজয়ে পরম পরিতুষ্ট হইয়া ভীষণ সিংহনাদ করিতেছেন। ঐ দেখ, এক জন গজারোহী গর্জ্জন করত দণ্ডপাণি অন্তকের ন্যায় তোমর হস্তে করিয়া ভীমের বিনাশ বাসনায় আগমন করিতেছিল; মহাবীর ভীমসেন সূর্য্য ও অগ্নি সদৃশ সুতীক্ষ্ণ দশ নারাচে উহার ভুজদ্বয় ছেদন পূর্ব্বক উহারে বিনাশ করিয়া শক্তি ও তোমর সমূহ দ্বারা মহামাত্র সমধিষ্ঠিত নীলাম্বুদ সন্নিভ অন্যান্য হস্তিগণের বিনাশে প্রবৃত্ত হইলেন। ঐ দেখ, তিনি নিশিত শরনিকরে একবারে সাত সাত মাতঙ্গ নিহত করত ধ্বজ পতাকা সকল ছিন্ন করিয়া দশ দশ বাণে এক এক হস্তী নিপাতিত করিতেছেন। হে ধনঞ্জয়! এক্ষণে পুরন্দর সদৃশ মহাবীর বৃকোদর ক্রুদ্ধ হইয়া সংগ্রামে প্রবৃত্ত হওয়াতে কৌরব সৈন্যের সিংহনাদ আর শ্রুতিগোচর হইতেছে না। দুর্য্যোধনের তিন অক্ষৌহিণী সৈন্য ভীমসেনের সম্মুখে সমা-গত হইয়াছিল; বৃকোদর ক্রোধাবিষ্ট হইয়া তাহাদের সকল-কেই নিবারণ করিয়াছেন।

সঞ্জয় কহিলেন, হে মহারাজ! তখন মহাবীর অর্জ্জুন ভীমসেনের সেই সুদুষ্কর কার্য্য অবলোকন করিয়া নিশিত শরনিকরে অবশিষ্ট সৈন্যগণকে বিমর্দ্দিত করিতে লাগিলেন। সংশপ্তকগণ অর্জ্জুনের শরে নিহন্যমান হইয়া সমর পরিত্যাগ পূর্ব্বক দশ দিকে পলায়ন করিতে আরম্ভ করিল এবং অনেকে প্রাণ পরিত্যাগ পূর্ব্বক ইন্দ্রত্ব লাভ করিয়া শোকশূন্য হইল। মহাবীর ধনঞ্জয়ও সন্নতপর্ব্ব শরনিকরে কৌরবগণের বল নিহত করিতে লাগিলেন।

দ্বিষষ্টিতম অধ্যায়।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে সঞ্জয়! ভীমসেন ও যুধিষ্ঠির সমরে প্রবৃত্ত এবং আমাদের সৈন্যগণ পাণ্ডব ও সৃঞ্জয়গণ কর্ত্তৃক বারংবার নিপীড়িত হইয়া নিরানন্দ ও পলায়ন পরায়ণ হইলে কৌরবগণ কি করিল, তাহা কীর্ত্তন কর।

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! প্রতাপান্বিত সূতনন্দন মহাবাহু বৃকোদরকে নিরীক্ষণ করিয়া রোষকষায়িত নয়নে তাঁহার প্রতি ধাবমান হইলেন এবং দুর্য্যোধন সৈন্যগণকে ভীমসেনের শরে পরাঙ্মুখ দেখিয়া যথোচিত যত্ন সহকারে তাহাদিগকে সন্নিবেশিত করিয়া পাণ্ডবগণের অভিমুখে যাত্রা করিলেন। তখন পাণ্ডব পক্ষীয় মহারথগণ স্ব স্ব শরাসন বিকম্পন ও বিশিখজাল বর্ষণ পূর্ব্বক কর্ণের প্রতি ধাবমান হইলেন। মহাবল পরাক্রান্ত ভীমসেন, সাত্যকি, শিখণ্ডী, জনমেজয়, ধৃষ্টদ্যুম্ন ও প্রভদ্রকগণ কোপাবিষ্ট হইয়া বিজয় লাভার্থ চতুর্দ্দিক্ হইতে কৌরব সেনাগণের অভিমুখে আগমন করিতে লাগিলেন। কৌরব পক্ষীয় মহারথগণও জিঘাংসাপরতন্ত্র

হইয়া সত্বরে পাণ্ডব সৈন্যের প্রতি ধাবমান হইলেন। তখন সেই অসংখ্য ধ্বজসমাকীর্ণ চতুরঙ্গ বল অদ্ভুত রূপে লক্ষিত হইতে লাগিল।

অনন্তর মহাবীর শিখণ্ডী কর্ণের, ধৃষ্টদ্যুম্ন সৈন্যপরিবৃত দুঃশাসনের, নকুল বৃষসেনের, যুধিষ্ঠির চিত্রসেনের, সহদেব উলূকের, সাত্যকি শকুনির, মহারথ দ্রোণপুত্র অর্জ্জুনের, কৃপাচার্য্য মহাধনুর্দ্ধর যুধামন্যুর, কৃতবর্ম্মা উত্তমৌজার এবং দ্রৌপদীতনয়গণ অন্যান্য কৌরবগণের প্রতি ধাবমান হইলেন। মহাবাহু ভীমসেন একাকীই অসংখ্য সৈন্য পরিবৃত আপনার পুত্রগণকে নিবারণ করিতে আরম্ভ করিলেন। তখন ভীষ্মহন্তা মহাবীর শিখণ্ডী সমরচারী নির্ভয়চিত্ত কর্ণকে শরনিকরে নিবারণ করিতে লাগিলেন। সূতপুত্র শিখণ্ডীর শরে সমাহত ও ক্রোধপ্রস্ফুরিতাধর হইয়া তিন বাণে তাঁহার ললাট বিদ্ধ করিলেন। শিখণ্ডী সেই বাণ ললাটদেশে ধারণ পূর্ব্বক ত্রিশৃঙ্গ রজত পর্ব্বতের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। তখন তিনি ক্রোধভরে নিশিত নবতি শরে কর্ণকে নিপীড়িত করিলে মহারথ সূতপুত্র তাঁহার অশ্ব বিনাশ ও তিন বাণে সারথিরে সংহার পূর্ব্বক ক্ষুরপ্র দ্বারা তাঁহার ধ্বজ ছেদন করিয়া ফেলিলেন। শত্রুতাপন মহারথ শিখণ্ডী সেই হতাশ্ব রথ হইতে অবরোহণ পূর্ব্বক ক্রোধভরে কর্ণের প্রতি শক্তি নিক্ষেপ করিলেন। মহাবীর কর্ণ শরনিকরে সেই শক্তি ছেদন করিয়া নিশিত নয় বাণে তাঁহারে বিদ্ধ করিলেন। শিখণ্ডী কর্ণ শরে নিতান্ত নিপীড়িত হইয়া তাঁহার শরপতন পথ পরিত্যাগ পূর্ব্বক ভয়বিহ্বল চিত্তে পলায়নে প্রবৃত্ত

হইলেন। তখন মহাবীর কর্ণ বলবান্ বায়ু যেমন তুলরাশি পাতিত করে, তদ্রূপ পাণ্ডব সৈন্য নিপাতিত করিতে লাগিলেন।

ঐ সময়ে মহাবীর ধৃষ্টদ্যুম্ন দুঃশাসন কর্ত্তৃক নিপীড়িত হইয়া তিন বাণে তাঁহার বক্ষস্থল বিদ্ধ করিলে দুঃশাসন সুবর্ণ-পুঙ্খ আনতপর্ব্ব ভল্ল দ্বারা তাঁহার দক্ষিণ বাহু বিদ্ধ করি-লেন। ধৃষ্টদ্যুম্ন দুঃশাসনের শরে বিদ্ধ হইয়া ক্রোধভরে তাঁহার প্রতি এক ঘোরতর শর পরিত্যাগ করিলেন। দুঃশা-সন সেই ভীষণ শর মহাবেগে সমাগত হইতেছে দেখিয়া তিন বাণে উহা ছেদন করিয়া ফেলিলেন। তৎপরে তিনি কনকভূষণ সপ্তদশ ভল্লে ধৃষ্টদ্যুম্নের বাহু দ্বয় ও বক্ষস্থল বিদ্ধ করিলে দ্রুপদনন্দন ক্রুদ্ধ হইয়া সুতীক্ষ্ণ ক্ষুরপ্র দ্বারা তাঁহার শরাসন ছেদন করিলেন। তদ্দর্শনে সৈন্যগণ চীৎকার করিয়া উঠিল। অনন্তর মহাবীর দুঃশাসন হাস্যমুখে সত্বরে অন্য শরাসন গ্রহণ পূর্ব্বক শরনিকরে ধৃষ্টদ্যুম্নের চতুর্দ্দিক্ সমা-চ্ছন্ন করিলেন। তখন যাবতীয় বীর পুরুষ এবং অপ্সরা ও সিদ্ধগণ আপনার পুত্র মহাত্মা দুঃশাসনের পরাক্রম দেখিয়া নিতান্ত বিস্ময়াপন্ন হইলেন। এই রূপে মহাবীর ধৃষ্টদ্যুম্ন সিংহসংরুদ্ধ মাতঙ্গের ন্যায় দুঃশাসন কর্ত্তৃক অবরুদ্ধ হইলে আমরা আর তাঁহারে দেখিতে পাইলাম না। পাঞ্চালগণ আপনাদিগের সেনাপতিরে অবরুদ্ধ অবলোকন করিয়া তাঁহার উদ্ধারার্থে হস্তী, অশ্ব ও রথ সমুদায়ে সমবেত হইয়া দুঃশা-সনকে অবরোধ করিলেন। তখন উভয় পক্ষে সর্ব্বজন ভীষণ তুমুল সংগ্রাম উপস্থিত হইল।

এ দিকে বৃষসেন পিতৃ সমীপে অবস্থান পূর্ব্বক নকুলকে প্রথমত লৌহনির্ম্মিত পাঁচ বাণে নিপীড়িত করিয়া পুনরায় তিন বাণে বিদ্ধ করিলেন। মহাবীর নকুলও হাস্যমুখে সুতীক্ষ্ণ নারাচে বৃষসেনের হৃদয় বিদ্ধ করিলেন। শক্রনিসূদন বৃষসেন এইরূপে নকুল শরে সমাহত হইয়া তাঁহারে বিংশতি বাণে পীড়িত করিলে মাদ্রীতনয়ও তাঁহারে পাঁচ বাণে বিদ্ধ করিলেন। অনন্তর সেই বীর দ্বয় সহস্র সহস্র শর পরিত্যাগ পূর্ব্বক পরস্পরকে সমাচ্ছন্ন করিতে লাগিলেন। ঐ সময় অন্যান্য সৈন্যগণ সমর পরিত্যাগ পূর্ব্বক পলায়ন করিতে আরম্ভ করিল। মহাবীর কর্ণ দুর্য্যোধন সৈন্যগণকে পলায়ন পরায়ণ অবলোকন করিয়া তাহাদিগের অনুসরণ করত বল পূর্ব্বক নিবারণ করিতে লাগিলেন। তদ্দর্শনে মহাবীর নকুল কৌরবগণের অভিমুখে ধাবমান হইলেন। বৃষসেনও নকুলকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক কর্ণের চক্র রক্ষা করিতে লাগিলেন।

ঐ সময় প্রতাপশালী সহদেব রোষাবিষ্ট উলূককে নিবারণ করিয়া তাঁহার চারি অশ্ব ও সারথিরে নিপাতিত করিলেন। তখন উলূক অবিলম্বে রথ হইতে অবরোহণ পূর্ব্বক ত্রিগর্ত্তগণের সৈন্য মধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন।

মহাবীর সাত্যকি নিশিত বিংশতি শরে শকুনিরে বিদ্ধ করিয়া হাস্যমুখে ভল্ল দ্বারা তাঁহার ধ্বজ ছেদন করিলেন। মহাবল পরাক্রান্ত সুবলনন্দনও ক্রোধাবিষ্ট হইয়া সাত্যকির কবচ বিদারণ পূর্ব্বক তাঁহার সুবর্ণময় ধ্বজ ছেদন করিয়া ফেলিলেন। মহাবীর যুযুধান তদ্দর্শনে ক্রুদ্ধ হইয়া নিশিত শরনিকরে শকুনিরে বিদ্ধ করিয়া তিন বাণে তাঁহার সারথিরে

নিপীড়িত ও শরনিকরে অশ্বগণকে নিপাতিত করিলেন। তখন শকুনি সহসা রথ হইতে অবরোহণ পূর্ব্বক মহাত্মা উলূকের রথে আরোহণ করিয়া সাত্যকির সমীপ হইতে পলায়ন করিলেন। তখন সাত্যকি মহাবেগে কৌরব সৈন্যগণের প্রতি ধাবমান হইলেন। কৌরব পক্ষীয় সৈনিকগণ যুযুধান শরে সমাচ্ছন্ন হইয়া সমর পরিত্যাগ পূর্ব্বক দশ দিকে পলায়িত ও নির্জীবের ন্যায় নিপতিত হইতে লাগিল।

ঐ সময় কুরুরাজ দুর্য্যোধন সমরে ভীমসেনকে নিবারণ করিতে লাগিলেন। তখন বৃকোদর ক্রোধান্বিত হইয়া মুহূর্ত্ত মধ্যে তাঁহার রথ, ধ্বজ, অশ্ব ও সারথিরে ধ্বংস করিলেন। তদ্দর্শনে পাণ্ডব সৈন্যগণ পরম পরিতুষ্ট হইল। কুরুরাজও ভীত হইয়া ভীমসেনের নিকট হইতে পলায়ন করিলেন। তখন কৌরব পক্ষীয় সৈন্যগণ ভীমসেনের বিনাশ কামনায় তাঁহার অভিমুখে ধাবমান হইয়া ঘোরতর সিংহনাদ করিতে লাগিল।

এ দিকে মহাবীর যুধামন্যু কৃপকে বিদ্ধ করত তাঁহার শরাসন ছেদন করিয়া ফেলিলেন। তখন শস্ত্রধরাগ্রগণ্য কৃপাচার্য্য অন্য শরাসন গ্রহণ পূর্ব্বক যুধামন্যুর ধ্বজ, ছত্র ও সারথিরে ভূতলে পাতিত করিলেন। মহারথ যুধামন্যু তদ্দর্শনে ভীত হইয়া স্বয়ং রথ চালন পূর্ব্বক পলায়নে প্রবৃত্ত হইলেন।

ঐ সময় মহাবীর উত্তমৌজা জলধর যেমন জলধারায় ভূধরকে সমাচ্ছন্ন করে, তদ্রূপ ভীমপরাক্রম কৃতবর্ম্মারে সহসা শরনিকরে আচ্ছাদিত করিলেন। তখন সেই বীর দ্বয়ের অতি ভীষণ অপূর্ব্ব তুমুল সংগ্রাম আরম্ভ হইল। অনন্তর কৃতবর্ম্মা সহসা উত্তমৌজার হৃদয় বিদ্ধ করিলে তিনি নিতান্ত

ব্যথিত হইয়া রথে উপবেশন করিলেন। সারথি তদ্দর্শনে রথ লইয়া পলায়ন করিল।

অনন্তর সমুদায় কৌরব সৈন্য ভীমসেনের প্রতি ধাবমান হইল। দুঃশাসন ও শকুনি গজসৈন্য দ্বারা বৃকোদরকে পরিবেষ্টিত করিয়া ক্ষুদ্রক অস্ত্র দ্বারা নিপীড়িত করিতে লাগিলেন। তখন ভীমসেন শরনিকরে রোষান্বিত দুর্য্যোধনকে বিমুখ করিয়া মহাবেগে গজসৈন্যের প্রতি ধাবমান হইলেন এবং তাহাদিগকে সহসা সমাগত সন্দর্শনে যৎপরোনাস্তি ক্রুদ্ধ হইয়া দিব্য অস্ত্র পরিত্যাগ পূর্ব্বক দেবরাজ যেমন বজ্র দ্বারা অসুরগণকে নিপীড়িত করিয়াছিলেন, তদ্রূপ সেই করিসৈন্য নিপীড়িত করিলেন। ঐ সময় নভোমণ্ডল শলভসমাচ্ছন্ন পাবকের ন্যায় ভীম শরে পরিবৃত হইল। অনিল যেরূপ জলদজাল সঞ্চালিত করে, তদ্রূপ ভীমসেন একত্র সমবেত সহস্র সহস্র মাতঙ্গযূথ বিদ্রাবিত করিতে লাগিলেন। সুবর্ণ জালজড়িত মণিমণ্ডিত সৌদামিনী সম্বলিত অম্বুদ সদৃশ মাতঙ্গগণ ভীমসেনের শরে নিপীড়িত হইয়া চতুর্দ্দিকে পলায়ন করিতে আরম্ভ করিল। কোন কোনটা বিদীর্ণহৃদয় হইয়া ভূতলে নিপতিত হওয়াতে পৃথিবীমণ্ডল বিশীর্ণ পর্ব্বত সমাচ্ছন্ন বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। রত্ন খচিত গজারোহিগণ ইতস্তত নিপতিত থাকাতে বোধ হইতে লাগিল যেন ক্ষীণপুণ্য গ্রহ সমুদায় ভূতলে নিপতিত হইয়াছে।

হে মহারাজ! এইরূপে নাগগণ ভীমসেনের শরনিকরে গণ্ড, শুণ্ড ও কুম্ভ সকল বিদীর্ণ হওয়াতে নিতান্ত নিপীড়িত হইয়া পলায়ন করিতে লাগিল। কোন কোনটা শরবিদ্ধ ও

ভয়ার্ত্ত হইয়া রুধির বমন পূর্ব্বক পলায়ন করত ধাতুধারার্দ্র ধরাধরের ন্যায় শোভা ধারণ করিল। ঐ সময় আমরা দেখিলাম, মহাবীর ভীমসেন ভীষণ ভুজঙ্গ সদৃশ অগুরু চন্দনাক্ত ভুজদ্বয় দ্বারা শরাসন আকর্ষণ করিতেছেন এবং মাতঙ্গগণ তাঁহার অশনি নিস্বন সদৃশ জ্যানির্ঘোষ ও তলধ্বনি শ্রবণে মল মূত্র পরিত্যাগ করত পলায়ন করিতেছে। হে মহারাজ! তৎকালে ভীমসেন একাকী সেই অদ্ভুত কার্য্য সম্পাদন করিয়া সর্ব্বভূতনিহন্তা রুদ্রের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন।

ত্রিষষ্টিতম অধ্যায়।

হে মহারাজ! অনন্তর মহাবীর ধনঞ্জয় শ্বেতাশ্ব সংযুক্ত নারায়ণ সঞ্চালিত রথে অবস্থান পূর্ব্বক সমীরণ যেমন মহাসাগরকে ক্ষুভিত করিয়া থাকে, তদ্রূপ সেই অশ্ব বহুল কৌরব সৈন্যগণকে আলোড়িত করিতে লাগিলেন। ঐ সময় আপনার আত্মজ দুর্য্যোধন অর্জ্জুনকে যুধিষ্ঠিরের রক্ষায় অনবহিত দেখিয়া ক্রোধভরে স্বীয় সৈন্যগণের অর্দ্ধাংশ লইয়া সমাগত ধর্ম্মরাজের সমীপে সহসা গমন পূর্ব্বক তাঁহারে নিবারণ করত ত্রিসপ্ততি ক্ষুরপ্রাস্ত্রে বিদ্ধ করিলেন। তখন রাজা যুধিষ্ঠির একান্ত ক্রোধাবিষ্ট হইয়া অবিলম্বে দুর্য্যোধনের প্রতি ত্রিংশৎ ভল্ল প্রয়োগ করিলেন। ঐ সময় কৌরবগণ ধর্ম্মরাজকে গ্রহণ করিবার নিমিত্ত ধাবমান হইলেন। মহাবীর নকুল, সহদেব ও ধৃষ্টদ্যুম্ন বিপক্ষগণের দুষ্ট অভিপ্রায় অবগত হইয়া যুধিষ্ঠিরকে রক্ষা করিবার অভিলাষে অক্ষৌহিণী সেনা সমভিব্যাহারে মহাবেগে তাঁহার নিকট গমন করিতে লাগিলেন। মহাবীর ভীমও কৌরব পক্ষীয়

মহারথগণকে বিমর্দ্দিত করিয়া শত্রুবর্গ পরিবৃত ধর্ম্মরাজকে রক্ষা করিবার মানসে ধাবমান হইলেন। তখন মহারথ কর্ণ সেই সর্ব্বাস্ত্রপারগ পাণ্ডব পক্ষীয় বীরগণকে আগমন করিতে দেখিয়া শরনিকর বর্ষণ পূর্ব্বক নিবারণ করিতে লাগিলেন। তাঁহারাও অনবরত শরজাল বিসর্জ্জন ও তোমর প্রয়োগ করিতে আরম্ভ করিলেন; কিন্তু কোন ক্রমেই সূতপুত্রকে নিবারণ করিতে পারিলেন না।

অনন্তর মহাবল পরাক্রান্ত সহদেব সত্বরে তথায় আগমন করিয়া অনবরত শরনিকর বর্ষণ পূর্ব্বক বিংশতি শরে দুর্য্যোধনকে বিদ্ধ করিলেন। রাজা দুর্য্যোধন সহদেব নিক্ষিপ্ত শরনিকরে গাঢ়তর বিদ্ধ ও রুধিরধারায় পরিপ্লুত হইয়া প্রভিন্নগণ্ড অচল সন্নিভ মাতঙ্গের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। তদ্দর্শনে সূতপুত্র একান্ত ক্রোধাবিষ্ট হইয়া মহাবেগে আগমন পূর্ব্বক শরনিকর দ্বারা পাঞ্চাল ও পাণ্ডব সৈন্যগণকে সংহার করিতে আরম্ভ করিলেন। তখন যুধিষ্ঠিরের সেই অসংখ্য সৈন্য সূতপুত্রের শরজালে নিতান্ত নিপীড়িত হইয়া সহসা ধাবমান হইল। ঐ সময় সূতপুত্রের পূর্ব্ব নিক্ষিপ্ত শরের পুঙ্খ পশ্চাৎ নিক্ষিপ্ত শরের ফল দ্বারা আহত হইতে লাগিল। অন্তরীক্ষে শরনিকর সজ্ঘর্ষণে হুতাশন প্রাদুর্ভূত হইল এবং দশ দিক্ সঞ্চালিত শলভ সমূহের ন্যায় শরজালে সমাচ্ছন্ন হইয়া গেল। মহাবীর সূতপুত্র রক্তচন্দন চর্চ্চিত, মণি হেম সমলঙ্কৃত বাহুযুগল নিক্ষেপ করত মহাস্ত্র প্রদর্শন করিতে লাগিলেন। হে মহারাজ! এই রূপে সূতপুত্র সায়ক সমূহে সকলকে বিমোহিত করিয়া ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে নিতান্ত

নিপীড়িত করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তখন ধর্ম্মরাজও রোষ-পরবশ হইয়া কর্ণের প্রতি সুশাণিত পঞ্চাশৎ শর নিক্ষেপ করিলেন। হে মহারাজ! অনন্তর রণস্থল শরান্ধকারে নিতান্ত ঘোরদর্শন হইয়া উঠিল। আপনার পক্ষীয় বীরগণ ধর্ম্মরাজ নিক্ষিপ্ত সুতীক্ষ্ণ কঙ্কপত্র সমলঙ্কৃত সায়ক, ভল্ল এবং বিবিধ শক্তি, ঋষ্টি ও মুষল দ্বারা সৈন্যগণকে নিহত নিরীক্ষণ করিয়া হাহাকার করিতে লাগিল; ফলত তৎকালে ধর্ম্মরাজ যে যে স্থানে ক্রূর দৃষ্টি বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন, সেই সেই স্থানে সৈন্যগণ ছিন্ন ভিন্ন হইয়া গেল।

অনন্তর মহাবীর কর্ণ ক্রোধে প্রস্ফুরিতানন হইয়া নারাচ, অর্দ্ধচন্দ্র, বৎসদন্ত প্রভৃতি সায়ক সমুদায় বর্ষণ পূর্ব্বক ধর্ম্ম-রাজের প্রতি ধাবমান হইলেন। যুধিষ্ঠিরও সূতপুত্রের প্রতি সুবর্ণ পুঙ্খ সম্পন্ন নিশিত শরনিকর নিক্ষেপ করিতে লাগি-লেন। তখন মহাবীর কর্ণ হাস্যমুখে নিশিত তিন ভল্লে যুধি-ষ্ঠিরের বক্ষস্থল বিদ্ধ করিলেন। ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির সেই সূত-পুত্র নিক্ষিপ্ত ভল্লের আঘাতে নিতান্ত নিপীড়িত হইয়া রথে উপবেশন পূর্ব্বক সারথিরে অবিলম্বে রথ অপসারিত করিতে আদেশ করিলেন। তখন ধৃতরাষ্ট্র তনয়গণ অন্যান্য ভূপাল-বর্গ সমভিব্যাহারে ধর্ম্মরাজকে গ্রহণ কর বলিয়া বারংবার চীৎকার করত তাঁহার প্রতি ধাবমান হইলেন। অনন্তর এক সহস্র সাত শত কৈকয় পাঞ্চালগণ সমভিব্যাহারে কৌরব-গণকে নিবারণ করিতে গাগিল। হে মহারাজ! এই রূপে সেই লোকক্ষয়কর তুমুল যুদ্ধ সমুপস্থিত হইলে মহাবল পরা-ক্রান্ত ভীমসেন ও দুর্য্যোধন পরস্পর সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইলেন।

চতুঃষষ্টিতম অধ্যায়।

হে মহারাজ! ঐ সময় কর্ণ সমরাগ্রবর্ত্তী মহারথ কৈকয়গণকে শরনিকরে নিপীড়িত করিতে লাগিলেন এবং তাহারা তাঁহার নিবারণে যত্নবান্ হইলে তাঁহাদের পঞ্চদশ রথীর প্রাণ সংহার করিলেন। যোধগণ কর্ণের শরনিকরে পীড়িত হইয়া তাঁহার পরাক্রম নিতান্ত দুঃসহ বোধ করত আত্মরক্ষার্থে ভীমসেনের সমীপে আগমন করিতে লাগিল। এই রূপে সূতপুত্র একাকী শরনিকরে সেই বিপুল রথসৈন্য ভেদ করিয়া যুধিষ্ঠিরের অভিমুখে ধাবমান হইলেন। ঐ সময় রাজা যুধিষ্ঠির শরনিকরে ক্ষত বিক্ষত ও বিচেতন প্রায় হইয়া নকুল ও সহদেবকে চক্ররক্ষায় নিযুক্ত করিয়া ধীরে ধীরে শিবিরে গমন করিতেছিলেন, সূতপুত্র দুর্য্যোধনের হিত কামনায় সুতীক্ষ্ণ তিন বাণে তাঁহারে বিদ্ধ করিলেন। তখন যুধিষ্ঠিরও কর্ণের বক্ষস্থল বিদ্ধ করিয়া তিন বাণে তাঁহার সারথির ও চারি বাণে অশ্ব চতুষ্টয়কে নিপীড়িত করিলেন। অনন্তর তাঁহার চক্ররক্ষক শত্রুতাপন মাদ্রীপুত্র নকুল ও সহদেব তাঁহারে অভয় প্রদান পূর্ব্বক কর্ণের প্রতি ধাবমান হইয়া যথোচিত যত্ন সহকারে তাঁহার উপর শর বর্ষণ করিতে লাগিলেন। প্রতাপশালী সূতনন্দনও দুই শিতধার ভল্ল দ্বারা শত্রুঘাতন মহাত্মা নকুল ও সহদেবকে বিদ্ধ করিয়া অম্লান মুখে যুধিষ্ঠিরের মনোমারুতগামী কৃষ্ণপুচ্ছ শ্বেত অশ্বগণকে সংহার পূর্ব্বক এক ভল্লে তাঁহার শিরস্ত্রাণ পাতিত করিলেন এবং অবিলম্বে নকুলের অশ্ব সমুদায় সংহার পূর্ব্বক রথেষা ও শরাসন ছেদন করিয়া ফেলিলেন। এই রূপে যুধিষ্ঠির ও নকুল

রথাশ্ব বিহীন ও শরনিপীড়িত হইয়া সহদেবের রথে আরোহণ করিলেন।

পাণ্ডবগণের মাতুল শত্রুসূদন মদ্ররাজ কৃপাপরতন্ত্র হইয়া কর্ণকে কহিলেন, হে রাধেয় ! অদ্য তোমারে অর্জ্জুনের সহিত যুদ্ধ করিতে হইবে। তবে কি নিমিত্ত একান্তক্রুদ্ধ হইয়া যুধিষ্ঠিরের সহিত যুদ্ধ করিতেছ। ধর্ম্মরাজের সহিত সংগ্রাম করিয়া তোমার অস্ত্র শস্ত্র অল্পমাত্রাবশিষ্ট, কবচ ছিন্ন ভিন্ন এবং সারথি ও বাহনগণ পরিশ্রান্ত হইলে তুমি শত্রু শরে সমাচ্ছন্ন হইয়া যদি অর্জ্জুন সমীপে গমন কর, তাহা হইলে নিশ্চয়ই উপহাসাস্পদ হইবে।

হে মহারাজ ! কর্ণ মদ্ররাজ কর্ত্তৃক এই রূপ অভিহিত হইয়াও সুতীক্ষ্ণ শরনিকরে ধর্ম্মরাজ ও মাদ্রীনন্দনদ্বয়কে বিদ্ধ করত হাস্যমুখে যুধিষ্ঠিরকে সমরবিমুখ করিলেন। তখন শল্য সূতপুত্রকে যুধিষ্ঠিরের সংহারে একান্ত সমুৎসুক অবলোকন করিয়া হাস্যমুখে পুনরায় করিলেন, হে কর্ণ ! যুধিষ্ঠিরকে বিনাশ করিয়া তোমার কি ফল হইবে। দুর্য্যোধন যাহার বধের নিমিত্ত তোমার সম্মান করিয়া থাকে, তুমি সেই অর্জ্জুনকে অগ্রে বিনাশ কর। ঐ বাসুদেব ও ধনঞ্জয়ের শঙ্খ নিস্বন এবং বর্ষাকালীন মেঘগর্জ্জিতের ন্যায় গাণ্ডীবনির্ঘোষ শ্রবণগোচর হইতেছে। ঐ দেখ, অর্জ্জুন শরজাল বর্ষণ পূর্ব্বক মহারথগণকে নিপীড়িত করত আমাদিগের সমস্ত সেনা সংহার করিতেছে। যুধামন্যু ও উত্তমৌজা তাহার পৃষ্ঠদেশ, মহাবীর সাত্যকি উত্তর দিকের চক্র ও ধৃষ্টদ্যুম্ন দক্ষিণ দিকের চক্র রক্ষা করিতেছেন। ঐ দেখ, ভীমসেন রাজা দুর্য্যোধনের সহিত

যুদ্ধ করিতেছে। অতএব যাহাতে বৃকোদর আজি আমাদিগের সমক্ষে তাঁহারে বিনাশ করিতে না পারে, তুমি তাহার উপায় বিধান কর। ঐ দেখ, সমরনিপুণ দুর্য্যোধন ভীমসেন কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়াছেন। অদ্য তুমি তাঁহারে মুক্ত করিতে পারিলে সকলেই চমৎকৃত হইবে। অতএব সত্বরে গমন করিয়া সংশয়াপন্ন রাজারে পরিত্রাণ কর। যুধিষ্ঠির ও মাদ্রীতনয়-দ্বয়কে বিনাশ করিয়া তোমার কি লাভ হইবে?

হে মহারাজ! বীর্য্যবান্ কর্ণ মদ্ররাজের বাক্য শ্রবণানন্তর দুর্য্যোধনকে ভীম হস্তে নিপতিত দর্শন করিয়া যুধিষ্ঠির, নকুল ও সহদেবকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক কুরুরাজের পরিত্রাণার্থ ধাবমান হইলেন। তাঁহার অশ্বগণ মদ্ররাজ কর্ত্তৃক সঞ্চালিত হইয়া আকাশগামীর ন্যায় গমন করিতে লাগিল। এইরূপে সূতপুত্র তথা হইতে প্রস্থান করিলে শরবিক্ষত পাণ্ডুপুত্র যুধিষ্ঠির ও সহদেবের বেগবান্ অশ্বযুক্ত রথে উপবিষ্ট ও নিতান্ত লজ্জিত হইয়া ভ্রাতৃদ্বয়ের সহিত শিবিরে প্রতিগমন পূর্ব্বক রথ হইতে অবরোহণ করিয়া অবিলম্বেই শয়ন করিলেন। অনন্তর তাঁহার সমরবেদনা অপনীত হইলে তিনি মহারথ মাদ্রীপুত্র নকুল ও সহদেবকে কহিলেন, হে ভ্রাতৃদ্বয়! মহাবীর বৃকোদর মেঘের ন্যায় গভীর গর্জ্জন করত যুদ্ধ করিতেছে; অতএব তোমরা শীঘ্র তাহার সৈন্যমধ্যে গমন কর। মহারথ নকুল ও সহদেব যুধিষ্ঠিরের আজ্ঞানুসারে পবন তুল্য বেগশালী অশ্ব সংযোজিত অন্য রথে আরোহণ পূর্ব্বক ভীমসেনের সমীপে উত্তীর্ণ হইলেন এবং তথায় বিবিধ যোধগণকে নিপাতিত দর্শন করিয়া সৈনিকগণ সমভিব্যাহারে অবস্থান করিতে লাগিলেন।

পঞ্চষষ্টিতম অধ্যায়।

হে মহারাজ! মহাবীর অশ্বত্থামা অতি বৃহৎ অসংখ্য রথে পরিবৃত হইয়া সহসা পার্থ সমীপে ধাবমান হইলেন। কৃষ্ণ-সহায় ধনঞ্জয় দ্রোণপুত্রকে সহসা সমাগত অবলোকন করিয়া তীরভূমি যেমন সমুদ্রের বেগ অবরোধ করে, তদ্রূপ তাঁহারে অবরুদ্ধ করিলেন। তখন প্রবল প্রতাপশালী অশ্বত্থামা ক্রোধাবিষ্ট হইয়া অর্জ্জুন ও বাসুদেবকে শরজালে সমাচ্ছন্ন করিয়া ফেলিলেন। মহারথ কৌরবগণ তদ্দর্শনে সাতিশয় বিস্ময়াবিষ্ট হইলেন। ঐ সময় মহাবীর ধনঞ্জয় হাস্য করিয়া দিব্যাস্ত্র প্রাদুর্ভূত করিলে অশ্বত্থামা তৎক্ষণাৎ তাহা নিরাকৃত করিলেন। ফলত তৎকালে ধনঞ্জয় আচার্য্যতনয়ের নিধন বাসনায় যে যে অস্ত্র নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন, মহাধনুর্দ্ধর অশ্বত্থামা তৎসমুদায়ই ছেদন করিয়া ফেলিলেন। সেই ভীষণ অস্ত্রযুদ্ধ সময়ে দ্রোণতনয়কে ব্যাদিতাস্য অন্তকের ন্যায় বোধ হইতে লাগিল। তিনি সরল শরনিকরে দিগ্বিদিক সমাচ্ছন্ন করিয়া তিন বাণে বাসুদেবের দক্ষিণ বাহু বিদ্ধ করিলেন। তখন মহাবীর অর্জ্জুন আচার্য্যতনয়ের বাহনগণকে নিহত করিয়া সমরাঙ্গনে এক ভীষণ শোণিত নদী প্রবাহিত করিলেন। মহাবীর দ্রোণতনয়ের অসংখ্য রথ সমবেত রথী অর্জ্জুনের শরাসন নির্ম্মুক্ত শরনিকরে বিনষ্ট হইল। ঐ সময় অশ্বত্থামাও অর্জ্জুনের ন্যায় ঘোরতর শোণিতনদী প্রবাহিত করিলেন।

হে মহারাজ! এই রূপে বীর দ্বয়ের ভীষণ সংগ্রাম উপস্থিত হইলে যোধগণ মর্য্যাদাশূন্য হইয়া যুদ্ধ করত ইতস্তত ধাবমান হইলেন। মহাবীর ধনঞ্জয় অশ্ব ও সারথি বিহীন রথ,

সাদীশূন্য অশ্ব এবং আরোহী ও মহামাত্র বিহীন মাতঙ্গগণকে বিনষ্ট করিয়া অসংখ্য সেনার প্রাণ সংহার করিলেন। রথিগণ অর্জ্জুনের শরনিকরে নিহত হইয়া ভূতলে নিপতিত হইল এবং অশ্বগণ যোক্ত্র বিহীন হইয়া ইতস্তত ভ্রমণ করিতে লাগিল। তখন মহাবীর অশ্বত্থামা সমরনিপুণ ধনঞ্জয়ের সেই ভীষণ কার্য্য দর্শনে অতি সত্বরে তাঁহার অভিমুখে আগমন পূর্ব্বক সুবর্ণ বিভূষিত শরাসন বিধূনিত করিয়া চতুর্দ্দিক্ হইতে তাঁহারে শাণিত শরজালে সমাচ্ছন্ন করত অতি নির্দ্দয় ভাবে তাঁহার বক্ষস্থল নিপীড়িত করিলেন। মহাবীর অর্জ্জুন অশ্বত্থামার শরে অতিমাত্র বিদ্ধ হইয়া শর বর্ষণ পূর্ব্বক সহসা দ্রোণপুত্রকে সমাচ্ছন্ন করত তাঁহার কোদণ্ড দ্বিখণ্ড করিয়া ফেলিলেন। অনন্তর দ্রোণতনয় বজ্র সদৃশ পরিঘ গ্রহণ পূর্ব্বক অর্জ্জুনের প্রতি নিক্ষেপ করিলে গাণ্ডীবধারী পাণ্ডব হাস্য করত সহসা সেই কনকমণ্ডিত পরিঘ ছেদন করিলেন। পরিঘ অর্জ্জুনের শরে সমাহত হইয়া বজ্রাহত পর্ব্বতের ন্যায় ভূতলে নিপতিত হইল।

তখন মহারথ দ্রোণতনয় রোষাবিষ্ট হইয়া ইন্দ্রজাল প্রভাবে ধনঞ্জয়ের উপর অনবরত ভীষণ অস্ত্র সমুদায় বর্ষণ করিতে লাগিলেন। মহাবীর অর্জ্জুন সেই ইন্দ্রজাল দর্শনে সত্বরে গাণ্ডীব শরাসনে ইন্দ্রদত্ত অস্ত্র সংযোজিত করিয়া উহা নিবারণ পূর্ব্বক ক্ষণকালের মধ্যে অশ্বত্থামার রথ আচ্ছাদিত করিয়া ফেলিলেন। দ্রোণতনয় ধনঞ্জয়ের শরে অভিভূত হইয়া তাঁহার অভিমুখে আগমন পূর্ব্বক শরনিকর সহ্য করত শত শরে কৃষ্ণকে ও তিন শত ক্ষুদ্রক শরে ধনঞ্জয়কে বিদ্ধ

করিলেন। তখন মহাবীর অর্জ্জুন শত শরে গুরুপুত্রের মর্ম্ম বিদারণ পূর্ব্বক কৌরব সৈন্যগণ সমক্ষেই তাঁহার অশ্ব, সারথি ও শরাসনজ্যার উপর শর বর্ষণ করিতে লাগিলেন এবং অবিলম্বে ভল্ল দ্বারা তাঁহার সারথিরে রথ হইতে ভূতলে নিপাতিত করিলেন। তখন আচার্য্যপুত্র স্বয়ং অশ্বরশ্মি গ্রহণ পূর্ব্বক কৃষ্ণ ও অর্জ্জুনকে শরনিকরে সমাচ্ছন্ন করিতে লাগিলেন। তিনি স্বয়ং অশ্বগণকে সংযত করিয়া ধনঞ্জয়কে শরনিকরে সমাচ্ছাদিত করাতে আমরা তাঁহার অদ্ভুত পরাক্রম দর্শনে চমৎকৃত হইলাম এবং যোধগণ সকলেই তাঁহার প্রশংসা করিতে আরম্ভ করিলেন।

অনন্তর জয়শীল অর্জ্জুন হাস্য মুখে ক্ষুরপ্র দ্বারা অশ্বত্থামার অশ্বরশ্মি ছেদন করিয়া ফেলিলেন। তুরঙ্গমগণ ধনঞ্জয়ের শরবেগে নিপীড়িত হইয়া পলায়ন করিতে লাগিল। তখন কৌরব সৈন্যমধ্যে ভীষণ কোলাহল সমুত্থিত হইল। মহাবীর পাণ্ডবগণ জয়লাভে সন্তুষ্ট হইয়া চতুর্দ্দিকে নিশিত শর বর্ষণ পূর্ব্বক কৌরব সেনাগণের প্রতি ধাবমান হইলেন। কৌরব সৈন্যগণ জয়লাভপ্রহৃষ্ট পাণ্ডবগণের শরে বারংবার নিপীড়িত হইয়া শকুনি, কর্ণ ও আপনার পুত্রগণের সমক্ষেই ব্যাকুল চিত্তে পলায়ন করিতে লাগিল। আপনার পুত্রগণ তাহাদিগকে বারংবার পলায়নে নিষেধ ও কর্ণ তিষ্ঠ তিষ্ঠ বলিয়া নিবারণ করিতে লাগিলেন; কিন্তু তাহারা কোন ক্রমেই সংগ্রাম স্থলে অবস্থান করিতে সমর্থ হইল না। পাণ্ডবগণ কৌরব সৈন্যগণকে চতুর্দ্দিকে পলায়ন করিতে দেখিয়া প্রফুল্ল চিত্তে চীৎকার করিতে লাগিলেন।

অনন্তর দুর্য্যোধন বিনয় বচনে কর্ণকে কহিলেন, হে রাধেয়! ঐ দেখ, তুমি বর্ত্তমান থাকিতে সৈন্যগণ পাঞ্চালগণের শরে নিপীড়িত হইয়া ভয়ে পলায়নে প্রবৃত্ত হইয়াছে এবং সহস্র সহস্র যোদ্ধা পাণ্ডবগণ কর্ত্তৃক বিদ্রাবিত হইয়া তোমারেই আহ্বান করিতেছে। হে মহারাজ! তখন মহাবীর সূতপুত্র দুর্য্যোধনের বাক্য শ্রবণ করিয়া প্রসন্ন চিত্তে মদ্ররাজকে করিলেন, হে শল্য! তুমি অশ্ব সকল পরিচালন কর। অদ্য আমি সমুদায় পাণ্ডব ও পাঞ্চালগণকে সংহার করিয়া তোমারে স্বীয় ভুজবল প্রদর্শন করিব। প্রতাপান্বিত কর্ণ এই বলিয়া বিজয় নামা পুরাতন শরাসনে জ্যারোপণ ও বারংবার আকর্ষণ করত সত্য শপথ দ্বারা স্বীয় যোধগণকে নিবারণ পূর্ব্বক ভার্গবদত্ত অস্ত্র গ্রহণ করিলেন। তখন সেই অস্ত্র হইতে সহস্র সহস্র, প্রযুত প্রযুত, অর্ব্বুদ অর্ব্বুদ, কোটি কোটি, কঙ্কপত্রান্বিত প্রজ্বলিত নিশিত শর নির্গত হইয়া পাণ্ডব সেনাগণকে সমাচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল। তৎকালে আর কিছু মাত্র বোধগম্য হইল না। পাঞ্চালগণ নিতান্ত নিপীড়িত হইয়া হাহাকার করিতে লাগিল। সহস্র সহস্র হস্তী, অশ্ব, রথী ও পদাতি নিহত হইয়া চতুর্দ্দিকে নিপতিত হওয়াতে পৃথিবী বিকম্পিত হইল। সমুদায় পাণ্ডব সৈন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিল। ঐ সময় যোধগণাগ্রগণ্য কর্ণ একাকী শরানলে শত্রু দাহন করত বিধূম পাবকের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। পাঞ্চাল ও চেদিগণ কর্ণশরাঘাতে বনদহন দগ্ধ মাতঙ্গ যূথের ন্যায় বিমোহিত প্রায় হইয়া ব্যাঘ্রের ন্যায় ভীষণ রবে চীৎকার করিতে লাগিল। মৃত ব্যক্তির কুটুম্বগণ মিলিত হইয়া যেরূপ

রোদন করিয়া থাকে, সমরাঙ্গনে সংগ্রামভীত চতুর্দ্দিকে ধাবমান বীরগণের তদ্রূপ আর্ত্তনাদ শ্রুতিগোচর হইতে লাগিল। তৎকালে তির্য্যগ্‌যোনিগত জীবগণও পাণ্ডবগণকে কর্ণশরে নিপীড়িত দেখিয়া নিতান্ত ভীত হইল। সৃঞ্জয়গণ সমরে সূতপুত্র কর্ত্তৃক সমাহত ও বিচেতন প্রায় হইয়া মৃত ব্যক্তিরা যেমন যমপুরে প্রেতরাজকে আহ্বান করে, তদ্রূপ অর্জ্জুন ও বাসুদেবকে বারংবার আহ্বান করিতে লাগিলেন।

তখন কুন্তীনন্দন ধনঞ্জয় সেই কর্ণ সায়ক নিপীড়িত বীরগণের আর্ত্তরব শ্রবণ ও ভীষণ ভার্গবাস্ত্র দর্শন করিয়া বাসুদেবকে কহিলেন, হে কৃষ্ণ! ঐ ভার্গবাস্ত্রের পরাক্রম অবলোকন কর। উহা নিবারণ করা নিতান্ত দুঃসাধ্য। ঐ দেখ, সূতনন্দন কালান্তক যমের ন্যায় ক্রুদ্ধ হইয়া রণস্থলে নিদারুণ কার্য্য সম্পাদন করত বারংবার আমার প্রতি কটাক্ষ নিক্ষেপ করিতেছে। অতএব তুমি এক্ষণে উহার অভিমুখে অশ্ব সঞ্চালন কর এক্ষণে কর্ণকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক পলায়ন করা আমার নিতান্ত অকর্ত্তব্য। লোকে জীবিত থাকিলে সমরে জয় বা পরাজয় লাভ করিতে পারে; মৃত ব্যক্তির জয় লাভের কিছুমাত্র সম্ভাবনা নাই।

হে মহারাজ! বাসুদেব ধনঞ্জয় কর্ত্তৃক এই রূপ অভিহিত হইয়া তাঁহারে কহিলেন, হে পার্থ! রাজা যুধিষ্ঠির কর্ণবাণে নিতান্ত নিপীড়িত হইয়াছেন। তুমি অগ্রে তাঁহারে দর্শন ও আশ্বাস প্রদান করিয়া পশ্চাৎ কর্ণকে নিপীড়িত করিবে। হে মহারাজ! তৎকালে মহামতি বাসুদেব মনে মনে এই স্থির করিয়াছিলেন যে, কর্ণ অন্যান্য বীরগণের সহিত বহু ক্ষণ

সংগ্রাম করিয়া পরিশ্রান্ত হইলে অর্জ্জুন অনায়াসে তাঁহারে সংহার করিতে সমর্থ হইবেন। মহাত্মা কৃষ্ণ উক্ত প্রকার বিবেচনা করিয়াই অর্জ্জুনকে অগ্রে যুধিষ্ঠিরের সহিত সাক্ষাৎ করিতে অনুরোধ করত অবিলম্বে ধনঞ্জয় সমভিব্যাহারে যুধিষ্ঠিরের দর্শনার্থ গমন করিতে লাগিলেন। ধনঞ্জয়ও বাসুদেবের আজ্ঞায় সম্মত হইয়া কর্ণ নিপীড়িত যুধিষ্ঠিরকে সত্বরে দেখিবার নিমিত্ত কৃষ্ণকে বারংবার শীঘ্র গমনে অনুরোধ করিতে আরম্ভ করিলেন। ঐ সময় অশ্বত্থামার সহিত তাঁহার ঘোরতর যুদ্ধ উপস্থিত হইল। তিনি অবিলম্বে ইন্দ্রেরও অজেয় গুরুপুত্রকে পরাজয় পূর্ব্বক সৈন্যগণ মধ্যে যুধিষ্ঠিরের অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন; কিন্তু তাঁহার সন্দর্শন লাভে কৃতকার্য্য হইলেন না।

ষট্‌ষষ্টিতম অধ্যায়।

হে মহারাজ! অনন্তর নিতান্ত দুর্দ্ধর্ষ মহাবীর ধনঞ্জয় পরাজিত দ্রোণনন্দনকে পরিত্যাগ করিয়া স্বীয় সৈন্যগণের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করত সেনামুখে অবস্থিত সমরবিরত বীরগণকে একান্ত পুলকিত করিলেন এবং যে যে বীর পূর্ব্ব প্রহারবেগে বিমর্দ্দিত হইয়াও রথারোহণে সংগ্রাম স্থলে অবস্থান করিতেছিলেন, তাঁহাদের সবিশেষ প্রশংসা করিতে লাগিলেন। অনন্তর তিনি জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা যুধিষ্ঠিরকে নিরীক্ষণ না করিয়া মহাবেগে ভীমসেন সন্নিধানে গমন পূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিলেন, হে মহাত্মন্! এক্ষণে ধর্ম্মরাজ কোথায়? ভীম কহিলেন, ভ্রাত! ধর্ম্মনন্দন রাজা যুধিষ্ঠির সূতপুত্রের শরনিকরে সাতিশর সন্তপ্ত হইয়া এ স্থান হইতে গমন করিয়াছেন।

এক্ষণে তিনি জীবিত আছেন কি না সন্দেহ। তখন অর্জ্জুন কহিলেন, হে মহাত্মন্! তুমি ধর্ম্মরাজের বৃত্তান্ত অবগত হইবার নিমিত্ত এ স্থান হইতে শীঘ্র প্রস্থান কর। আমার বোধ হইতেছে, তিনি সূতপুত্রের শরনিকরে গাঢ়তর বিদ্ধ হইয়া শিবির মধ্যে প্রবেশ করিয়াছেন। পূর্ব্বে তিনি দ্রোণাচার্য্যের নিশিত শরে সাতিশয় বিদ্ধ হইয়াও যে পর্য্যন্ত দ্রোণ নিহত না হইয়াছিলেন, সেই পর্য্যন্ত বিজয়লাভ প্রত্যাশায় সংগ্রাম স্থলে অবস্থান করেন। আজি যখন তাঁহারে সংগ্রাম স্থলে অবলোকন করিতেছি না, তখন কর্ণের সহিত সংগ্রামে তাঁহার প্রাণ সংশয় উপস্থিত হইয়াছে, সন্দেহ নাই। অতএব তুমি তাঁহার বৃত্তান্ত অবগত হইবার নিমিত্ত অবিলম্বে গমন কর। আমি বিপক্ষগণকে অবরোধ করিয়া এই স্থানে অবস্থান করিতেছি। তখন ভীমসেন ধনঞ্জয়ের বাক্য শ্রবণগোচর করিয়া কহিলেন, হে অর্জ্জুন! ধর্ম্মরাজের বৃত্তান্ত জ্ঞাত হইবার নিমিত্ত গমন করা তোমারই কর্ত্তব্য। আমি এক্ষণে এ স্থান হইতে গমন করিলে শত্রুপক্ষীয়েরা আমারে ভীত বলিবে। তখন অর্জ্জুন কহিলেন, হে মহাত্মন্! সংশপ্তকগণ আমার প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া অবস্থান করিতেছে। এক্ষণে ইহাদিগকে বিনাশ না করিয়া বিপক্ষ সমীপ হইতে প্রতিগমন করা আমার অকর্ত্তব্য। ভীম কহিলেন, হে ধনঞ্জয়! আমি একাকী স্বীয় বলবীর্য্য প্রভাবে সংশপ্তকগণের সহিত যুদ্ধ করিতেছি, তুমি ধর্ম্মরাজের বৃত্তান্ত অবগত হইবার নিমিত্ত গমন কর।

হে মহারাজ! মহাবীর ধনঞ্জয় ভীম-পরাক্রম ভীমের

সেই বাক্য শ্রবণগোচর করিয়া ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের নিকট গমন করিবার বাসনায় অপ্রমেয় নারায়ণকে কহিলেন, হে কৃষ্ণ! জ্যেষ্ঠ ভ্রাতারে নিরীক্ষণ করিবার নিমিত্ত আমার একান্ত অভিলাষ হইতেছে, অতএব তুমি অবিলম্বে এই সৈন্য-সাগর অতিক্রম করিয়া গমন কর। তখন বাসুদেব গরুড়ের ন্যায় বেগগামী অশ্বগণকে সঞ্চালন করত ভীমকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, হে ভীম! সংশপ্তকগণকে সংহার করা তোমার পক্ষে আশ্চর্য্যের বিষয় নহে; অতএব তুমি এক্ষণে উহাদিগকে বিনাশ কর, আমরা চলিলাম।

হে মহারাজ! মহাত্মা বাসুদেব ভীমকে এই রূপে সংশপ্তকগণের সহিত যুদ্ধ করিতে আদেশ করিয়া অবিলম্বে অর্জ্জুন সমভিব্যাহারে রাজা যুধিষ্ঠির সন্নিধানে সমুপস্থিত হইলেন এবং উভয়ে রথ হইতে অবতীর্ণ হইয়া একাকী শয়ান ধর্ম্মনন্দনের পাদ বন্দন পূর্ব্বক তাঁহারে প্রকৃতিস্থ অবলোকন করিয়া যাহার পর নাই আহ্লাদিত হইলেন। ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির ইন্দ্র সন্নিধানে সমুপস্থিত অশ্বিনীকুমার যুগলের ন্যায় সেই বীরদ্বয়কে সমাগত নিরীক্ষণ করিয়া, জম্ভাসুর নিহত হইলে সুরগুরু বৃহস্পতি যেমন দেবরাজ ও বিষ্ণুকে অভিনন্দন করিয়াছিলেন, তদ্রূপ তাঁহাদিগকে যথোচিত অভিনন্দন করিলেন এবং সূতপুত্র অর্জ্জুনশরে নিহত হইয়াছে, ইহা স্থির করিয়া প্রীত মনে হর্ষগদ্গদবচনে সেই বিশাল লোহিতলোচন ক্ষতবিক্ষতাঙ্গ রুধিরলিপ্ত কলেবর মহাসত্ব কেশব ও ধনঞ্জয়কে অবলোকন করত শান্তবাদ প্রয়োগ পূর্ব্বক হাস্য মুখে কহিতে লাগিলেন।

সপ্তষষ্টিতম অধ্যায়।

হে দেবকীপুত্র! হে ধনঞ্জয়! তোমাদের মঙ্গল ত? আজি আমি তোমাদিগের দর্শনে সাতিশয় প্রীত হইলাম। তোমরা অক্ষত শরীরে নিরুপদ্রবে মহারথ কর্ণকে নিহত করিয়াছ। প্রধান মহারথ লোকবিখ্যাত মহাবীর সূতপুত্র সমরাঙ্গনে আশীবিষ সদৃশ ও সমস্ত শস্ত্র পারদর্শী কৌরবগণের অগ্রগামী ও বর্ম্মের ন্যায় উহাদিগের রক্ষক ছিল। বৃষসেন ও সুষেণ তাহারে রক্ষা করিতেছিল। ঐ মহাবীর পরশুরামের নিকট দুর্জ্জয় অস্ত্র প্রাপ্ত হইয়াছিল। সে সৈন্যমুখে গমন করিয়া কৌরবগণকে রক্ষা ও শত্রুদিগকে মর্দ্দন করিত এবং সতত দুর্য্যোধনের হিত সাধনে তৎপর থাকিয়া আমাদের নিতান্ত ক্লেশকর হইয়াছিল। পুরন্দরের সহিত দেবগণও উহারে পরাভূত করিতে পারিতেন না। তোমরা ভাগ্যক্রমে আজি সেই অনলের ন্যায় তেজস্বী, অনিলের ন্যায় বেগশালী, পাতাল সদৃশ গম্ভীর, সুহৃদ্গণের আহ্লাদবর্দ্ধন ও আমার মিত্রগণের অন্তক স্বরূপ মহাবীরকে বিনাশ করিয়া অসুরনিহন্তা অমর দ্বয়ের ন্যায় আমার নিকটে উপস্থিত হইয়াছ। অদ্য সেই সর্ব্বলোক জিঘাংসু কৃতান্ত সদৃশ মহাবীর সূতপুত্রের সহিত আমার ঘোরতর যুদ্ধ হইয়াছিল। সে সাত্যকি, ধৃষ্টদ্যুম্ন, নকুল, সহদেব, শিখণ্ডী, দ্রৌপদীর পাঁচ পুত্র ও পাঞ্চালগণকে পরাজয় পূর্ব্বক তাহাদের সমক্ষেই আমার রথধ্বজ ছিন্ন, পার্ষ্ণি সারথি দ্বয় ও অশ্বগণকে নিহত এবং আমারে পরাজিত করিয়া সমরাঙ্গনে আমার অনুসরণ করত আমার প্রতি অনেক পরুষ বাক্য প্রয়োগ

করিয়াছে। অধিক কি বলিব, আমি কেবল ভীমসেনের প্রভাবেই অদ্য জীবিত আছি। কর্ণকৃত অপমান আমার নিতান্ত অসহ্য বোধ হইতেছে। আমি যাহার ভয়ে ত্রয়োদশ বৎসর দিবা রাত্রি মধ্যে কখনই নিদ্রিত বা সুখী হই নাই; এক্ষণে তাহার প্রতি বিদ্বেষ বুদ্ধি হওয়াতে নিতান্ত সন্তপ্ত হইতেছি। আমি বাধ্রীনস বিহঙ্গমের ন্যায় আপনার মরণ সময় উপস্থিত হইয়াছে জানিয়া কর্ণের নিকট হইতে পলায়ন করিয়াছি। কি রূপে কর্ণকে বিনাশ করিব, এই চিন্তাতেই আমার বহু কাল অতিবাহিত হইয়াছে। আমি বিনিদ্রাবস্থায় সতত কর্ণকে স্বপ্ন দেখিতাম। আমি কর্ণের ভয়ে ভীত হইয়া যে স্থানে গমন করিতাম, সেই স্থানেই তাহাকে অগ্রবর্ত্তী অবলোকন করিতাম। সেই সমরে অপরাঙ্মুখ মহাবীর আজি আমার অশ্ব ও রথ ধ্বংস করিয়া আমারে পরাজয় পূর্ব্বক জীবিতাবস্থায় পরিত্যাগ করিয়াছে। আজি কর্ণ যখন আমারে পরাভূত করিল, তখন আমার জীবনে বা রাজ্যে প্রয়োজন কি! পূর্ব্বে ভীষ্ম, কৃপ বা দ্রোণাচার্য্য হইতে আমার যে অবস্থা হয় নাই, আজি মহারথ সূতপুত্র হইতেই তাহা হইয়াছে। এই নিমিত্তই আমি বিশেষ রূপে তাহার মৃত্যু বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করিতেছি।

হে কৌন্তেয়! মহারথ সূতপুত্র যুদ্ধে ইন্দ্র তুল্য, পরাক্রমে যম তুল্য ও অস্ত্র প্রয়োগে পরশুরাম তুল্য। ঐ মহারথ সর্ব্বযুদ্ধ বিশারদ ও ধনুর্দ্ধরদিগের অগ্রগণ্য; ধৃতরাষ্ট্র তোমার নিধনার্থেই পুত্রগণের সহিত কর্ণের অভিবাদন করিতেন এবং সমস্ত যোধগণ মধ্যে কর্ণকেই তোমার মৃত্যু বলিয়া স্থির

করিয়াছিলেন। হে পুরুষপ্রবীর! তুমি কি রূপে সুহৃদ্গণ সমক্ষে রুরুমস্তকচ্ছেদী সিংহের ন্যায় সেই যুদ্ধে প্রবৃত্ত সূতনন্দনের মস্তক ছেদন করিলে, তাহা এক্ষণে আমার নিকট কীর্ত্তন কর। হে মহাত্মন্! যে দুরাত্মা তোমার সহিত সংগ্রাম করিবার অভিলাষে চতুর্দ্দিকে তোমার অনুসন্ধান করত কহিয়াছিল যে, যে ব্যক্তি আমারে অর্জ্জুনকে দেখাইয়া দিবে, আমি তাহারে ছয় হস্তিযুক্ত রথ প্রদান করিব; সেই সূতপুত্র কি তোমার কঙ্কপত্র সমলঙ্কৃত সুনিশিত শরনিকরে সমাহত হইয়া ভূতলে শয়ান রহিয়াছে? দুরাত্মা দুর্য্যোধনের প্রশ্রয়ে নিতান্ত গর্ব্বিত সূতপুত্র তোমার অন্বেষণ করত চতুর্দ্দিকে ভ্রমণ করিয়াছিল, তুমি তাহারে সংহার করিয়া আমার অতিশয় প্রিয় কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছ। যে বীরাভিমানী দুরাত্মা তোমার দর্শন লাভার্থে প্রদর্শক ব্যক্তিরে হস্তী, গো, অশ্ব ও সুবর্ণময় রথ প্রদান করিতে উদ্যত হইয়াছিল; যে তোমার সহিত যুদ্ধ করিবার নিমিত্ত সততই স্পর্দ্ধা করিত, যে কৌরব সভায় আত্মশ্লাঘা করিয়াছিল এবং যে দুর্য্যোধনের অতিশয় প্রিয় পাত্র ছিল; অদ্য তুমি কি সেই বলমদমত্ত সূতপুত্রকে সংহার করিয়াছ? সে কি তোমার সহিত সমরে সমাগত ও তোমার শরাসনচ্যুত রুধিরপায়ী শরে বিদীর্ণকলেবর হইয়া সমরাঙ্গনে শয়ন করিয়াছে; দুর্য্যোধনের ভুজযুগল কি ভগ্ন হইয়াছে? যে দুরাত্মা সভামধ্যে দুর্য্যোধনকে পুলকিত করত আমি ধনঞ্জয়কে বিনাশ করিব এই দর্পপূর্ণ বাক্যে আত্মশ্লাঘা করিয়াছিল, তাহার সেই বাক্য ত সত্য হইল না? যে নির্ব্বোধ অর্জ্জুন জীবিত থাকিতে আমি কখনই

পদ ক্ষালন করিব না বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল, আজি তুমি কি সেই কর্ণকে সংহার করিয়াছ ? যে দুষ্ট সভামধ্যে কৌরবগণ সমক্ষে কৃষ্ণারে কহিয়াছিল, হে কৃষ্ণে ! তুমি নিতান্ত দুর্ব্বল পতিত পাণ্ডবগণকে কেন পরিত্যাগ করিতেছ না, অর্জ্জুন ! তুমি কি তাহার দর্প চূর্ণ করিয়াছ ? যে হতভাগ্য আমি বাসুদেবের সহিত ধনঞ্জয়কে সংহার না করিয়া কদাচ প্রতিনিবৃত্ত হইব না বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল, সেই পাপাত্মা কি তোমার শরনিকরে বিদীর্ণ কলেবর হইয়া সমরাঙ্গনে শয়ন করিয়াছে ? হে ধনঞ্জয় ! সৃঞ্জয় ও কৌরবগণের সমাগম কালে যে রূপ যুদ্ধ হইয়াছিল, তাহা বোধ হয়, তোমার অবিদিত নাই। ঐ যুদ্ধে দুরাত্মা কর্ণ আমারে এইরূপ দুর্দ্দশাপন্ন করিয়াছে ; তুমি কি গাণ্ডীব নির্ম্মুক্ত প্রজ্বলিত বিশিখ সমূহ দ্বারা সেই মন্দবুদ্ধির কুণ্ডলালঙ্কৃত মস্তক ছেদন করিয়াছ ? আমি কর্ণের শরে একান্ত নিপীড়িত হইয়া চিন্তা করিয়াছিলাম যে, তুমি অদ্য নিঃসন্দেহ সূতপুত্রকে সংহার করিবে, আমার সেই চিন্তা ত নিষ্ফল হয় নাই ? দুর্য্যোধন যে সূতপুত্রের বলবীর্য্যের উপর নির্ভর করিয়া গর্ব্ব প্রকাশ পূর্ব্বক আমাদিগের প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করিত, তুমি কি অদ্য পরাক্রম প্রকাশ পূর্ব্বক দুর্য্যোধনের আশ্রয় স্বরূপ সেই কর্ণকে বিনষ্ট করিয়াছ ? যে দুরাত্মা পূর্ব্বে সভামধ্যে কৌরবগণ সমক্ষে আমাদিগকে ষণ্ডতিল বলিয়াছিল ; যে হাস্যমুখে দুঃশাসনকে দ্যূত নির্জ্জিত দ্রৌপদীরে বল পূর্ব্বক আনয়ন করিতে কহিয়াছিল এবং যে ক্ষুদ্রাশয় রথাতিরথ সংখ্যা কালে অর্দ্ধরথরূপে নির্দ্দিষ্ট হইয়া শস্ত্রধরাগ্রগণ্য পিতামহকে তিরস্কার করিয়াছিল, সেই

দুর্ম্মতি পরতন্ত্র সূতপুত্র কি তোমার শরে বিনষ্ট হইয়াছে? হে ধনঞ্জয়! আমার হৃদয়ে অপমান সমীরণ সন্ধুক্ষিত রোষানল নিরন্তর প্রজ্বলিত হইতেছে, আজি তুমি কর্ণকে আমার শরে বিনষ্ট হইয়াছে এই কথা বলিয়া উহা নির্ব্বাণ কর। সূতপুত্রের বিনাশ সংবাদ আমার প্রার্থনীয়; অতএব তুমি বল কি রূপে তাহারে সংহার করিলে। হে বীর! বৃত্রাসুর নিহত হইলে ভগবান্ বিষ্ণু যেমন পুরন্দরের আগমন প্রতীক্ষা করিয়াছিলেন, তদ্রূপ আমিও এতাবৎ কাল তোমার আগমন প্রতীক্ষায় অবস্থান করিতেছিলাম।

অষ্টষষ্টিতম অধ্যায়।

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! অনন্তবীর্য্য সম্পন্ন অর্জ্জুন ধর্ম্মপরায়ণ নিতান্ত ক্রুদ্ধ রাজা যুধিষ্ঠিরের বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিতে লাগিলেন, হে ধর্ম্মরাজ! অদ্য আমি সংশপ্তকগণের সহিত যুদ্ধ করিতেছিলাম, ইত্যবসরে কৌরব সৈন্যগণের অগ্রসর মহাবীর অশ্বত্থামা আশীবিষ সদৃশ নিতান্ত ভীষণ শরনিকর পরিত্যাগ করত সহসা আমার সমক্ষে সমুপস্থিত হইলেন। তাঁহার সৈন্যগণ আমার মেঘগম্ভীর নিস্বন রথ নিরীক্ষণ করিয়াই পরিবেষ্টন করিতে লাগিল। আমিও সেই সমস্ত সৈন্য মধ্যে পাঁচ শত ব্যক্তিরে বিনাশ করিয়া অশ্বত্থামার সম্মুখীন হইলাম। তিনি আমারে অবলোকন করিয়া গজেন্দ্র যেমন সিংহের অভিমুখে আগমন করে, তদ্রূপ আমার অভিমুখে আগমন করিলেন এবং নিহন্যমান কৌরবগণকে পরিত্রাণ করিবার নিমিত্ত একান্ত অভিলাষী হইয়া পরম প্রযত্ন সহকারে বিষাগ্নি সদৃশ সুনিশিত শরনিকরে আমারে ও

বাসুদেবকে নিতান্ত নিপীড়িত করিতে লাগিলেন। তৎকালে গুরুপুত্রের আট আট টি গো সংযোজিত আট খানি শকট পরিপূর্ণ যে অসংখ্য শর ছিল, তিনি আমারে লক্ষ্য করিয়া তৎ সমুদায়ই পরিত্যাগ করিলেন। আমিও বায়ু যেমন জলদজালকে ছিন্ন ভিন্ন করিয়া ফেলে, তদ্রূপ তাঁহার শর-নিকর খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিলাম। তখন তিনি শরাসন আকর্ণ আকর্ষণ করিয়া শিক্ষা, অস্ত্রবল ও প্রযত্ন প্রদর্শন পূর্ব্বক বর্ষা-কালে কৃষ্ণ মেঘ যেমন বারিধারা বর্ষণ করে, তদ্রূপ অনবরত শরনিকর পরিত্যাগ করিতে আরম্ভ করিলেন। ঐ সময় তিনি যে আমার কোন্ পার্শ্বে অবস্থান করিলেন এবং কখন শর সন্ধান আর কখনই বা শর পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন তাহা কিছুই অবধারণ করিতে সমর্থ হইলাম না। তৎকালে কেবল তাঁহার শরাসন মণ্ডলাকার নিরীক্ষিত হইতে লাগিল। অনন্তর দ্রোণাত্মজ আমারে ও বাসুদেবকে পাঁচ পাঁচ শরে বিদ্ধ করিলেন। আমিও নিমেষ মধ্যে বজ্রকল্প ত্রিংশৎ শরে তাঁহারে নিতান্ত নিপীড়িত করিলাম। তখন তিনি ক্ষণকাল মধ্যে আমার শরনিকরে একান্ত বিদ্ধ হইয়া শল্লকীর ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। তাঁহার কলেবর হইতে অনবরত রুধিরধারা নিঃসৃত হইতে লাগিল। অনন্তর আচার্য্যপুত্র স্বীয় সৈন্যগণকে আমার শরজালে একান্ত অভিভূত ও রুধির-লিপ্ত দেহ নিরীক্ষণ করিয়া সূতপুত্রের রথসৈন্য মধ্যে প্রবেশ করিলেন। তখন মহাবীর কর্ণ হস্তী ও অশ্বগণকে ধাবমান এবং যোদ্ধাদিগকে সাতিশয় শঙ্কিত অবলোকন করিয়া পঞ্চাশৎ মহারথ সমভিব্যাহারে সত্বরে আমার

অভিমুখে সমুপস্থিত হইল। আমি সেই মহারথগণের বধ সাধন পূর্ব্বক কর্ণকে পরিত্যাগ করিয়া সত্বরে আপনার দর্শনার্থ আগমন করিয়াছি। এক্ষণে গো সমূহ যেমন কেশরীরে অবলোকন করিয়া ভীত হয়, তদ্রূপ পাঞ্চালগণ কর্ণকে নিরীক্ষণ করিয়া শঙ্কিত হইতেছে। প্রভদ্রকগণ সূতপুত্রের সম্মুখীন হইয়া যেন মৃত্যুর ব্যাদিত বদনে নিপতিত হইয়াছে। মহাবীর কর্ণ প্রভদ্রকদিগের সাত শত রথীকে নিহত করিয়াছে ; ফলত ঐ মহাবীর যে পর্য্যন্ত না আমাদিগকে দর্শন করিয়াছিল, তদবধি কিছুমাত্র শঙ্কিত হয় নাই। হে মহারাজ! মহাবীর অশ্বত্থামা আপনারে পূর্ব্বে ক্ষত বিক্ষত করিয়াছে এবং তৎপরে কর্ণের সহিত আপনার সাক্ষাৎ হইয়াছে। আমি এই কথা শ্রবণ করিয়া নিশ্চয় করিলাম যে, আপনি কর্ণকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক শিবিরে আগমন করিয়াছেন। হে ধর্ম্মরাজ! আমি পূর্ব্বে মহাবীর কর্ণের এইরূপ অদ্ভুত অস্ত্র প্রভাব নিরীক্ষণ করিয়াছি। অদ্য তাহার বলবীর্য্য সহ্য করিতে পারে, সৃঞ্জয়গণ মধ্যে এমন আর কেহই নাই। অতএব মহাবীর সাত্যকি ও ধৃষ্টদ্যুম্ন আমার চক্র রক্ষক হউন এবং মহাবল পরাক্রান্ত যুধামন্যু ও উত্তমৌজা আমার পৃষ্ঠ রক্ষা করুন। আজি আমি যদি সূতপুত্রকে সংগ্রামস্থলে দেখিতে পাই, তাহা হইলে বৃত্রাসুরের সহিত সমাগত সুররাজের ন্যায় সেই নিতান্ত দুর্দ্ধর্ষ মহাবীরের সহিত সমবেত হইয়া ঘোরতর যুদ্ধ করিব। হে মহারাজ! এক্ষণে আপনি আসিয়া আমাদের উভয়েরই যুদ্ধ সন্দর্শন করুন। ঐ দেখুন, প্রভদ্রকগণ সূতপুত্রের প্রতি ধাবমান হইতেছে এবং রাজপুত্রগণ

স্বর্গ লাভার্থে নিহত হইতেছেন। আজি যদি আমি বল পূর্ব্বক বন্ধু বান্ধবগণের সহিত কর্ণকে বিনাশ না করি, তাহা হইলে অঙ্গীকৃত প্রতিপালন পরাঙ্মুখ ব্যক্তির যে গতি, আমারও যেন সেই কৃচ্ছ্র গতি লাভ হয়। হে মহারাজ! এক্ষণে আপনি যুদ্ধে আমার জয় প্রার্থনা করুন। ঐ দেখুন, ধৃতরাষ্ট্রতনয়গণ ভীমসেনকে নিপীড়িত করিতেছে; অতএব আমারে অবিলম্বে সংগ্রামস্থলে গমন করিতে হইবে। আজি আমি সমুদায় সৈন্য ও শত্রুগণ এবং সূতপুত্রকে সংহার করিব, সন্দেহ নাই।

একোনসপ্ততিতম অধ্যায়।

হে মহারাজ! ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির মহাবল পরাক্রান্ত সূত-পুত্রের শরজালে একান্ত-সন্তপ্ত হইয়াছিলেন, এক্ষণে তাঁহারে জীবিত শ্রবণ করিয়া ক্রোধভরে ধনঞ্জয়কে কহিলেন, হে অর্জ্জুন! তোমার সৈন্যগণ নিপীড়িত ও পলায়িত হইয়াছে এবং তুমিও কর্ণকে সংহার করিতে একান্ত অসমর্থ হইয়া ভীত মনে ভীমকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক আমার নিকট সমুপস্থিত হইয়াছ। এখন বুঝিলাম, আর্য্যা কুন্তীর গর্ব্ভে জন্ম পরিগ্রহ করা তোমার নিতান্ত অনুচিত হইয়াছে। তুমি দ্বৈতবনে আমার নিকট সত্য করিয়াছিলে যে, আমি একাকীই কর্ণকে বিনাশ করিব, সন্দেহ নাই। এখন তোমার সে প্রতিজ্ঞা কোথায় রহিল? আজি তুমি কর্ণের ভয়ে ভীত হইয়া ভীম-সেনকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক কিরূপে আগমন করিলে? তুমি যদি পূর্ব্বে দ্বৈতবনে আমারে কহিতে যে, আমি সূতপুত্রকে বিনাশ করিতে সমর্থ হইব না, তাহা হইলে আমি ইতিকর্ত্ত-ব্যতা অবধারণ করিতাম। হে ধনঞ্জয়! তুমি তৎকালে আমার

নিকট সূতপুত্রের বধসাধন বিষয়ে অঙ্গীকার করিয়া এক্ষণে কি নিমিত্ত তাহার অনুষ্ঠানে অসমর্থ হইলে? কি নিমিত্ত আমাদিগকে শত্রু মধ্যে আনয়ন করিয়া কঠিন ভূভাগে নিক্ষেপ পূর্ব্বক চূর্ণ করিলে? হে অর্জ্জুন! আমরা সততই তোমারে বহুতর আশীর্ব্বাদ করিয়া থাকি; কিন্তু তুমি ফললাভার্থী ব্যক্তিদিগের বহু কুসুম সুশোভিত নিষ্ফল পাদপের ন্যায় আমাদিগের তৎসমুদায়ই বিফল করিলে। আমি রাজ্যলাভে একান্ত লোলুপ; কিন্তু এক্ষণে তোমা হইতে আমার আমিষ-খণ্ড সমাচ্ছাদিত বড়িশের ন্যায়, ভক্ষ্য দ্রব্য সমাচ্ছন্ন গরলের ন্যায় রাজ্য ব্যপদেশে বিনাশ লাভ হইল। হে ধনঞ্জয়! যোগ্য অবসরে প্রত্যুপ্ত বীজ যেমন মেঘের উপর নির্ভর করে, তদ্রূপ আমরা কেবল রাজ্য লাভের আশয়ে এই ত্রয়োদশ বৎসর তোমার উপর নির্ভর করিয়াছিলাম, কিন্তু এক্ষণে তুমি আমাদিগকে ঘোরতর দুঃখে নিপাতিত করিলে। হে নির্ব্বোধ! তোমার বয়ঃক্রম সাতদিন হইলে আর্য্যা কুন্তীর প্রতি এই দৈববাণী হইয়াছিল যে, এই দেবরাজ সদৃশ বিক্রমশালী পুত্র রণস্থলে সমস্ত শত্রুদিগকে পরাজয় করিবে। ইহার বাহুবলেই খাণ্ডবপ্রস্থে দেবতা ও অন্যান্য প্রাণিগণ পরাজিত হইবেন। এই বীর মদ্র, কলিঙ্গ, কেকয়, ও কৌরবগণকে নিহত করিবে। ইহার তুল্য ধনুর্দ্ধর আর প্রাদুর্ভূত হইবে না। ইহারে কেহই কখন পরাজয় করিতে পারিবে না। এই বীর সমস্ত বিদ্যায় পারদর্শী হইবে এবং ইচ্ছা করিলেই যাবতীয় প্রাণিগণকে বশীভূত করিতে পারিবে। হে কুন্তি! সুরজননী অদিতির পুত্র অরিনিসূদন মধুসূদনের ন্যায় এই

পুত্র তোমার গর্ব্ভে প্রাদুর্ভূত হইয়াছে। এই মহাবীর সৌন্দর্য্যে শশাঙ্ক, বেগে বায়ু, ধীরতায় সুমেরু, ক্ষমাগুণে পৃথিবী, তেজে দিবাকর, ঐশ্বর্য্যে কুবের, শৌর্য্যে শক্র ও বলবীর্য্যে বিষ্ণুর অনুরূপ হইবে। ইহা হইতেই কৌরবদিগের বংশ রক্ষা হইবে। এই বীর আপনাদিগের জয় ও শক্রুগণের পরাজয়ের নিমিত্ত খ্যাতি ও প্রতিপত্তি লাভ করিবে!

হে ধনঞ্জয়! তৎকালে অন্তরীক্ষে এই রূপ দৈববাণী হইয়াছিল। শতশৃঙ্গ পর্ব্বত শিখরে অবস্থিত মহর্ষিগণও ইহা শ্রবণ করিয়াছিলেন। কিন্তু এক্ষণে সেই দৈববাণী নিষ্ফল হইল। অতএব বোধ হইতেছে, দেবগণও মিথ্যা বাক্য প্রয়োগ করিয়া থাকেন। হে বীর আমি মহর্ষিগণের মুখে নিরন্তর তোমার প্রশংসাবাদ শ্রবণ করিয়া দুর্য্যোধনের উন্নতি বিষয়ে অণুমাত্র প্রত্যাশা করিতাম না এবং তুমি যে সূতপুত্র হইতে ভীত হইবে, আমার মনেও কখন এরূপ বিশ্বাস হয় নাই। দেখ, তুমি বিশ্বকর্ম্ম নির্ম্মিত অশব্দ চক্র সম্পন্ন কপি-ধ্বজ রথে আরোহণ এবং হেমপট্ট সমলঙ্কৃত খড়্গ ও তাল প্রমাণ গাণ্ডীব ধারণ করিতেছ; বিশেষত বাসুদেব তোমার সারথি হইয়াছেন; তথাচ তুমি সূতপুত্র হইতে ভীত হইয়া রণস্থল হইতে প্রত্যাগমন করিলে! এক্ষণে তুমি বাসুদেবকে গাণ্ডীব শরাসন প্রদান কর। তুমি যদি কৃষ্ণের সারথি হইতে তাহা হইলে উনি পুরন্দর যেমন বজ্র গ্রহণ পূর্ব্বক বৃত্রাসুরকে সংহার করিয়াছিলেন, তদ্রূপ প্রবলপরাক্রম সূতপুত্রকে বিনাশ করিতেন, সন্দেহ নাই। হে অর্জ্জুন! যদি অদ্য তুমি সমরচারী সূতপুত্রকে নিবারণ করিতে সমর্থ না হও, তাহা

হইলে তোমা অপেক্ষা অস্ত্র শস্ত্রে সুনিপুণ অন্য এক ভূপালকে এই গাণ্ডীব প্রদান কর। তাহা হইলে লোকে আমাদিগকে পাপ পুরুষ পরিসেবিত অগাধ নরকে নিপতিত পুত্র কলত্র বিহীন এবং সুখ ও রাজ্যপরিভ্রষ্ট নিরীক্ষণ করিবে না। তোমার সমর পরিত্যাগ পূর্ব্বক পলায়ন করা অপেক্ষা পঞ্চম মাসে গর্ব্ভস্রাবে বিনষ্ট হওয়া বা কুন্তীর গর্ব্ভে জন্ম পরিগ্রহ না করাই শ্রেয়ঃকল্প ছিল। হে দুরাত্মন্! এক্ষণে তোমার গাণ্ডীবে ধিক্, বাহুবীর্য্যে ও অসংখ্য শরনিকরে ধিক্ এবং বানরধ্বজ ও পাবকপ্রদত্ত দিব্য রথেও ধিক্।

সপ্ততিতম অধ্যায়।

হে মহারাজ! যুধিষ্ঠির এইরূপ কহিলে মহাবীর অর্জ্জুন রোষাবিষ্ট হইয়া তাঁহার বিনাশ বাসনায় সত্বরে অসি গ্রহণ করিলেন। অন্তর্যামী হৃষীকেশ অর্জ্জুনকে ক্রুদ্ধ দেখিয়া কহিলেন, হে পার্থ! তুমি কি নিমিত্ত খড়্গ গ্রহণ করিলে? এক্ষণে ত তোমার কোন প্রতিদ্বন্দ্বী উপস্থিত নাই। ধীমান্ ভীমসেন কৌরবগণকে আক্রমণ করিয়াছেন। তুমি মহারাজের দর্শনার্থ রণভূমি হইতে সমাগত হইয়াছ। এক্ষণে সেই সিংহবিক্রান্ত মহারাজ যুধিষ্ঠিরকে কুশলী দেখিয়া এই আহ্লাদ সময়ে কেন বিমোহিতের ন্যায় কার্য্য করিতেছ? এখন ত তোমার বধার্হ কেহ উপস্থিত নাই; তবে কি নিমিত্ত প্রহারে উদ্যত হইতেছ? অথবা বোধ হয়, তোমার চিত্তবিভ্রম উপস্থিত হইয়া থাকিবে; নচেৎ তুমি কি নিমিত্ত সত্বরে করে করবারি গ্রহণ করিলে?

হে মহারাজ! মহাত্মা হৃষীকেশ এইরূপ কহিলে মহাবীর

ধনঞ্জয় যুধিষ্ঠিরের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া ক্রুদ্ধ সর্পের ন্যায় নিশ্বাস পরিত্যাগ করত কেশবকে কহিলেন, হে জনার্দ্দন! তুমি অন্যকে গাণ্ডীব শরাসন সমর্পণ কর এই কথা যিনি আমারে কহিবেন আমি তাঁহার মস্তক ছেদন করিব; এই আমার উপাংশুব্রত। এক্ষণে তোমার সমক্ষেই মহারাজ আমারে সেই কথা কহিয়াছেন। অতএব আমি এই ধর্ম্মভীরু নরপতিরে নিহত করিয়া প্রতিজ্ঞা প্রতিপালন ও সত্যের আনৃণ্য লাভ করত নিশ্চিন্ত হইব। আমার খড়্গ গ্রহণ করিবার এই কারণ। তোমার মতে এক্ষণে কি করা কর্ত্তব্য। তুমি এই জগতের সমস্ত বৃত্তান্ত বিদিত আছ। এ সময়ে বিবেচনা পূর্ব্বক যেরূপ কহিবে, আমি তাহাই করিব।

হে মহারাজ! মহাত্মা কেশব অর্জ্জুনের বাক্য শ্রবণে তাঁহারে বারংবার ধিক্কার প্রদান পূর্ব্বক কহিলেন, হে ধনঞ্জয়! এক্ষণে তোমারে রোষপরবশ দেখিয়া নিশ্চয় জানিলাম যে, তুমি যথাকালে জ্ঞানবৃদ্ধ ব্যক্তির উপদেশ গ্রহণ কর নাই। তুমি ধর্ম্মভীরু; কিন্তু ধর্ম্মের প্রকৃত তত্ত্ব সম্যক্ অবগত নহ। ধর্ম্মজ্ঞ ব্যক্তিরা কখন ঈদৃশ কার্য্যানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হন না। আজি তোমারে এরূপ অকার্য্যে প্রবৃত্ত দেখিয়া মূর্খ বলিয়া বোধ হইতেছে। যে ব্যক্তি অকর্ত্তব্য কার্য্যকে কর্ত্তব্য ও কর্ত্তব্য কার্য্যকে অকর্ত্তব্য বলিয়া স্থির করে, সে নরাধম। বহুদর্শী পণ্ডিতগণ ধর্ম্মানুসারে যে উপদেশ প্রদান করিয়া থাকেন, তুমি তাহা অবগত নহ। অনিশ্চয়জ্ঞ ব্যক্তি কার্য্যাকার্য্য অবধারণ সময়ে তোমার মত নিতান্ত অবশ ও মুগ্ধ হইয়া থাকে, কার্য্যাকার্য্যের যাথার্থ্য নির্ণয় করা অনায়াসসাধ্য নহে। শাস্ত্র দ্বারাই সমস্ত

জ্ঞান জন্মিয়া থাকে। তুমি যখন মোহবশত ধর্ম্ম রক্ষার মানসে প্রাণিবধ রূপ মহাপাপপঙ্কে নিমগ্ন হইতে উদ্যত হইয়াছ, তখন নিশ্চয়ই তোমার শাস্ত্রজ্ঞান নাই। আমার মতে অহিংসাই পরম ধর্ম্ম। বরং মিথ্যা বাক্যও প্রয়োগ করা যাইতে পারে; কিন্তু কখনই প্রাণিহিংসা করা কর্ত্তব্য নহে। তুমি কি রূপে প্রাকৃত পুরুষের ন্যায় পুরুষপ্রধান, ধর্ম্মকোবিদ, জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার প্রাণ সংহারে উদ্যত হইলে। সজ্জনেরা সমরে অপ্রবৃত্ত, শরণাগত, বিপদগ্রস্ত, প্রমত্ত ও রণপরাঙ্মুখ শত্রুরেও বিনাশ করা নিন্দনীয় কহিয়া থাকেন; কিন্তু তুমি যুদ্ধে অপ্রবৃত্ত গুরুর প্রাণ সংহারে সমুদ্যত হইয়াছ। পূর্ব্বে তুমি বালকত্ব প্রযুক্ত এই ব্রত অবলম্বন করিয়াছ এবং এক্ষণে মূর্খতা বশত অধর্ম্ম্য কার্য্যের অনুষ্ঠানে উদ্যত হইয়াছ। তুমি অতিদুর্জ্ঞেয় সূক্ষ্মতর ধর্ম্মপথ অবগত না হইয়াই গুরুর বিনাশে অভিলাষ করিতেছ। হে ধনঞ্জয়! কুরুপিতামহ ভীষ্ম, ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির, বিদুর ও যশস্বিনী কুন্তী যে ধর্ম্মরহস্য কহিয়াছেন, আমি যথার্থরূপে তাহাই কীর্ত্তন করিতেছি; শ্রবণ কর।

সাধু ব্যক্তিই সত্য কথা কহিয়া থাকেন, সত্য অপেক্ষা আর কিছুই শ্রেষ্ঠ নাই। সত্যতত্ত্ব অতি দুর্জ্ঞেয়। সত্য বাক্য প্রয়োগ করাই অবশ্য কর্ত্তব্য। কিন্তু যে স্থানে মিথ্যা সত্য স্বরূপ ও সত্য মিথ্যা স্বরূপ হয়, সে স্থলে মিথ্যা বাক্য প্রয়োগ করা দোষাবহ নহে। বিবাহ, রতিক্রীড়া, প্রাণ বিয়োগ ও সর্ব্বস্বাপহরণ কালে এবং ব্রাহ্মণের নিমিত্ত মিথ্যা প্রয়োগ করিলেও পাতক হয় না। যে, সত্য ও অসত্যের বিশেষ মর্ম্ম অবগত না হইয়া সত্যানুষ্ঠানে সমুদ্যত হয়, সে নিতান্ত

বালক। আর যে ব্যক্তি সত্য ও অসত্যের যাথার্থ্য নির্ণয় করিতে পারেন, তিনিই যথার্থ ধর্ম্মজ্ঞ। কৃতপ্রজ্ঞ ব্যক্তি অন্ধবধকারী বলাক ব্যাধের ন্যায় দারুণ কর্ম্মানুষ্ঠান করিয়াও বিপুল পুণ্য লাভ করিতে পারেন। আর অকৃতপ্রজ্ঞ ব্যক্তি ধর্ম্মাভিলাষী হইয়াও কৌশিকের ন্যায় মহাপাপে নিমগ্ন হয়।

অর্জ্জুন কহিলেন, হে জনার্দ্দন! আমি বলাক ও কৌশিকের যথাবৎ বৃত্তান্ত শ্রবণ করিতে বাসনা করি, কীর্ত্তন কর।

বাসুদেব কহিলেন, হে অর্জ্জুন! পূর্ব্বকালে বলাক নামে এক সত্যবাদী অসূয়া শূন্য ব্যাধ ছিল। সে কেবল বৃদ্ধ পিতা মাতা ও পুত্র কলত্র প্রভৃতি আশ্রিত ব্যক্তিদিগের জীবিকা নির্ব্বাহের নিমিত্ত মৃগ বিনাশ করিত। একদা ঐ ব্যাধ মৃগয়ায় গমন করিয়া কুত্রাপি মৃগ প্রাপ্ত হইল না। পরিশেষে এক অপূর্ব্ব নেত্র বিহীন শ্বাপদ তাহার নয়নগোচর হইল। ঐ শ্বাপদ ঘ্রাণ দ্বারা দূরস্থ বস্তুও অবগত হইতে পারিত। ব্যাধ উহারে একাগ্রচিত্তে জল পান করিতে দেখিয়া তৎক্ষণাৎ বিনাশ করিল। তখন সেই অন্ধ শ্বাপদ নিহত হইবামাত্র আকাশ হইতে পুষ্পবৃষ্টি নিপতিত হইতে লাগিল। অপ্সরাদিগের অতি মনোরম গীত বাদ্য আরম্ভ হইল এবং সেই ব্যাধকে স্বর্গে সমানীত করিবার নিমিত্ত বিমান সমুপস্থিত হইল। হে অর্জ্জুন! সেই শ্বাপদ তপঃপ্রভাবে বরলাভ করিয়া প্রাণিগণের বিনাশহেতু হওয়াতে বিধাতা উহারে অন্ধ করিয়াছিলেন। বলাক সেই ভূতগণনাশক মৃগকে বিনাশ করিয়া অনায়াসে স্বর্গারোহণ করিল। অতএব ধর্ম্মের মর্ম্ম অতি দুর্জ্ঞেয়।

আর দেখ, কৌশিক নামে এক বহুশ্রুত তপস্বিশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ গ্রামের অনতি দূরে নদীগণের সঙ্গম স্থানে বাস করিতেন। ঐ ব্রাহ্মণ সর্ব্বদা সত্য বাক্য প্রয়োগরূপ ব্রত অবলম্বন পূর্ব্বক তৎকালে সত্যবাদী বলিয়া বিখ্যাত হইয়াছিলেন। একদা কতকগুলি লোক দস্যুভয়ে ভীত হইয়া বনমধ্যে প্রবেশ করিলে দস্যুরাও ক্রোধভরে যত্নসহকারে সেই বনে তাহাদিগকে অন্বেষণ করত সেই সত্যবাদী কৌশিকের সমীপে সমুপস্থিত হইয়া কহিল, হে ভগবন! কতকগুলি ব্যক্তি এই দিকে আগমন করিয়াছিল, তাহারা কোন্ পথে গমন করিয়াছে, যদি আপনি অবগত থাকেন, তাহা হইলে সত্য করিয়া বলুন। কৌশিক দস্যুগণ কর্ত্তৃক এইরূপ জিজ্ঞাসিত হইয়া সত্য পালনার্থে তাহাদিগকে কহিলেন, কতকগুলি লোক এই বৃক্ষ, লতা ও গুল্ম পরিবেষ্টিত অটবী মধ্যে গমন করিয়াছে। তখন সেই ক্রূরকর্ম্মা দস্যুগণ তাহাদের অনুসন্ধান পাইয়া তাহাদিগকে আক্রমণ ও বিনাশ করিল। সূক্ষ্মধর্ম্মানভিজ্ঞ সত্যবাদী কৌশিকও সেই সত্য বাক্য জনিত পাপে লিপ্ত হইয়া ঘোর নরকে নিপতিত হইলেন।

হে ধনঞ্জয়! ধর্ম্মনির্ণয়ানভিজ্ঞ অল্পবিদ্য ব্যক্তি জ্ঞানবৃদ্ধদিগের নিকট সন্দেহ ভঞ্জন না করিয়া ঘোরতর নরকে নিপতিত হয়। ধর্ম্ম ও অধর্ম্মের তত্ত্ব নির্ণয়ের বিশেষ লক্ষণ নির্দ্দিষ্ট আছে। কোন কোন স্থলে অনুমান দ্বারাও নিতান্ত দুর্ব্বোধ ধর্ম্মের নির্ণয় করিতে হয়। অনেকে শ্রুতিরে ধর্ম্মের প্রমাণ বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। আমি তাহাতে দোষারোপ করি না; কিন্তু শ্রুতিতে সমুদায় ধর্ম্মতত্ত্ব নির্দ্দিষ্ট নাই, এই নিমিত্ত

অনুমান দ্বারা অনেক স্থলে ধর্ম্ম নির্দ্দিষ্ট করিতে হয়। প্রাণিগণের উৎপত্তির নিমিত্তই ধর্ম্ম নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। অহিংসাযুক্ত কার্য্য করিলেই ধর্ম্মানুষ্ঠান করা হয়। হিংস্রদিগের হিংসা নিবারণার্থেই ধর্ম্মের সৃষ্টি হইয়াছে। উহা প্রাণিগণকে ধারণ (রক্ষা) করে বলিয়া ধর্ম্মনামে নির্দ্দিষ্ট হইতেছে। অতএব যদ্দ্বারা প্রাণিগণের রক্ষা হয়, তাহাই ধর্ম্ম। যাহারা অন্যের সন্তোষ উৎপাদনই ধর্ম্ম, ইহা স্থির করিয়া অন্যায় সহকারে পরদারাপহরণাদি কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়, তাহাদের সহিত আলাপ করাও কর্ত্তব্য নহে। যদি কেহ কাহারে বিনাশ করিবার মানসে কাহার নিকট তাহার অনুসন্ধান করে, তাহা হইলে জিজ্ঞাসিত ব্যক্তির মৌনাবলম্বন করা উচিত। যদি একান্তই কথা কহিতে হয়, তাহা হইলে সে স্থলে মিথ্যা বাক্য প্রয়োগ করাই কর্ত্তব্য। ঐ রূপ স্থলে মিথ্যাও সত্য স্বরূপ হয়। যে ব্যক্তি কোন কার্য্য করিবার মানসে ব্রত অবলম্বন করিয়া তাহা সেই কার্য্যে পরিণত না করে, সে কখনই তাহার ফল লাভে সমর্থ হয় না। প্রাণবিনাশ, বিবাহ, সমস্ত জ্ঞাতি নিধন এবং উপহাস, এই কয়েক স্থলে মিথ্যা কহিলেও উহা দোষাবহ হয় না। ধর্ম্মতত্ত্ব দর্শীরাও উহাতে অধর্ম্ম নির্দ্দেশ করেন না। যে স্থলে মিথ্যা শপথ দ্বারাও চৌরসংসর্গ হইতে মুক্তিলাভ হয়, সে স্থলে মিথ্যা বাক্য প্রয়োগ করাই শ্রেয়ঃ। সে মিথ্যা নিশ্চয়ই সত্য স্বরূপ হয়। সমর্থ হইলেও চৌরাদিরে ধন দান করা কদাপি বিধেয় নহে। পাপাত্মাদিগকে ধন দান করিলে অধর্ম্মাচরণ নিবন্ধন দাতারেও নিতান্ত নিপীড়িত হইতে হয়। হে

অর্জ্জুন! আমি তোমার হিতার্থ শাস্ত্র ও ধর্ম্মানুসারে আপনার বুদ্ধি সাধ্যানুরূপ ধর্ম্মলক্ষণ কীর্ত্তন করিলাম। ধর্ম্মার্থে মিথ্যা কহিলেও যে অনৃত নিবন্ধন পাপভাগী হইতে হয় না, তাহার আর সন্দেহ নাই। এক্ষণে ধর্ম্মরাজ তোমার বধার্হ কি না, তাহা বিবেচনা করিয়া বল।

অর্জ্জুন কহিলেন, হে বাসুদেব! তুমি অসাধারণ ধীশক্তি সম্পন্ন; তুমি আমাদের হিতার্থে যাহা কহিলে, তাহা নিশ্চয়ই সত্য। তুমি আমাদের পিতা মাতার সদৃশ এবং তুমিই আমাদের গতি ও আশ্রয়। এই ত্রিলোক মধ্যে তোমার অবিদিত কিছুই নাই; অতএব সত্য ধর্ম্ম যে তোমার বিশেষ বিদিত আছে, ইহা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। ধর্ম্মরাজ যে আমার অবধ্য, তাহা আমার বোধগম্য হইয়াছে। এক্ষণে তুমি আমার মনোগত অভিপ্রায় শ্রবণ করিয়া অনুগ্রহ পূর্ব্বক তাহার উপায় নির্দ্দেশ কর। হে কৃষ্ণ! যদি কোন মনুষ্য আমারে কহে যে, হে পার্থ! তুমি তোমা অপেক্ষা সমধিক্ অস্ত্রবল ও ভুজবীর্য্য সম্পন্ন ব্যক্তিকে এই গাণ্ডীব প্রদান কর, তাহা হইলে আমি তৎক্ষণাৎ তাহারে সংহার করিব। আমার এই ব্রত তোমার অবিদিত নাই। মহাত্মা ভীমসেনেরও এই প্রতিজ্ঞা যে, যদি কেহ তাঁহারে তূবরক বলে, তাহা হইলে তিনি তাহারে বিনাশ করিবেন। এক্ষণে ধর্ম্মরাজ তোমার সমক্ষেই আমারে বারংবার অন্যকে গাণ্ডীব প্রদান করিতে কহিলেন। এক্ষণে আমি যদি ইহাঁরে সংহার করি, তাহা হইলে ক্ষণকালও এই জীবলোকে অবস্থান করিতে সমর্থ হইব না। হে কেশব! আমি বিমোহিত হইয়া ধর্ম্মরাজের

বধ চিন্তা করিয়াও পাপাসক্ত হইয়াছি, সন্দেহ নাই। এক্ষণে যাহাতে আমার প্রতিজ্ঞা মিথ্যা না হয় এবং আমার ও ধর্ম্ম-রাজের জীবন রক্ষা হয়, তাহার উপায় অবধারণ কর।

বাসুদেব কহিলেন, হে সখে! ধর্ম্মরাজ সূতপুত্রের নিরন্তর নিক্ষিপ্ত শরনিকরে সাতিশয় তাড়িত ও ক্ষতবিক্ষত কলেবর হইয়া একান্ত পরিশ্রান্ত ও দুঃখিত হইয়াছেন, এই নিমিত্তই ইনি রোষভরে তোমার প্রতি এইরূপ অসঙ্গত বাক্য প্রয়োগ করিলেন। তুমি উহাঁর বাক্যে কুপিত হইয়া কর্ণকে বিনাশ করিবে, এই উহাঁর অভিপ্রায়। পাপাত্মা সূতপুত্র একান্ত দুর্দ্ধর্ষ; আজি কৌরবগণ তাহারে পণস্বরূপ করিয়া যুদ্ধরূপ দ্যূত ক্রীড়ায় প্রবৃত্ত হইয়াছে; সুতরাং এক্ষণে সেই দুর্দ্ধর্ষ কর্ণের বিনাশ সাধন করিতে পারিলেই কৌরবেরা অক্লেশে পরাজিত হইবে। মহাত্মা ধর্ম্মনন্দন এই বিবেচনা করিয়াই কটু-বাক্য দ্বারা তোমারে কোপিত করিয়াছেন। এই নিমিত্ত ইহাঁরে বিনাশ করা তোমার উচিত নহে; কিন্তু প্রতিজ্ঞা প্রতিপালন করাও তোমার অতি কর্ত্তব্য। অতএব এক্ষণে ইনি জীবন সত্ত্বেও যাহাতে মৃত বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইতে পারেন, এইরূপ এক উপায় কহিতেছি, শ্রবণ কর। হে পার্থ! এই জীবলোকে মাননীয় ব্যক্তি যত দিন সম্মান লাভ করেন, তত দিন তিনি জীবিত বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইতে পারেন। তিনি অপমানিত হইলেই তাঁহারে জীবন্মৃত বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়। দেখ, বৃদ্ধবর্গ ও অন্যান্য বীরগণ তুমি, নকুল ও সহদেব, তোমরা সকলেই ধর্ম্মরাজকে সম্মান করিয়া থাক, আজি তুমি তাঁহারে অণুমাত্র অপমানিত কর। হে অর্জ্জুন! গুরুরে তুমি বলিয়া

নির্দ্দেশ করিলেই তাঁহারে বধ করা হয় ; অতএব তুমি পূজ্যতম ধর্ম্মরাজকে তুমি বলিয়া নির্দ্দেশ কর। এক্ষণে আমি যে প্রকার কহিলাম, অথর্ব্ব বেদে এইরূপ নির্দ্দিষ্ট আছে এবং মহর্ষি অঙ্গিরাও এইরূপই কহিয়া গিয়াছেন। ফলত গুরুলোককে তুমি বলিয়া নির্দ্দেশ করিলে তাঁহারে এক প্রকার বধ করা হয় ; অতএব মঙ্গল লাভার্থী ব্যক্তি অবিচারিত চিত্তে আবশ্যক সময়ে ইহার অনুষ্ঠান করিবে। হে ধনঞ্জয় ! এক্ষণে তুমি আমার বাক্যানুসারে ধর্ম্মনন্দনকে তুমি বলিয়া নির্দ্দেশ কর, তাহা হইলেই ইনি অপমানিত হইয়া আপনারে তোমার হস্তে নিহত জ্ঞান করিবেন। তৎপরে তুমি ইহাঁর চরণে প্রণত হইয়া সান্ত্বনা করিবে। তুমি এইরূপ করিলে এই ধর্ম্মরাজ ধর্ম্মার্থ পর্য্যালোচনা করিয়া কখনই রোষাবিষ্ট হইবেন না। অতএব তুমি এক্ষণে এইরূপে স্বীয় সত্য প্রতিপালন ও ভ্রাতার প্রাণ রক্ষা করিয়া সূতপুত্রকে বিনাশ কর।

একসপ্ততিতম অধ্যায়।

হে মহারাজ ! অর্জ্জুন বাসুদেব কর্ত্তৃক এই রূপ অভিহিত হইয়া তাঁহার বাক্যের প্রশংসা করত পরুষ বাক্যে ধর্ম্মরাজকে কহিতে লাগিলেন, হে রাজন্ ! তুমি রণস্থল হইতে এক ক্রোশ অন্তরে অবস্থান করিতেছ ; অতএব আমারে তিরস্কার করা তোমার কর্ত্তব্য নহে। মহাবল পরাক্রান্ত শত্রুসূদন ভীমসেন কৌরব পক্ষীয় বীরগণের সহিত যুদ্ধ করিতেছেন তিনিই আমারে তিরস্কার করিতে পারেন। ঐ মহাবীর অসংখ্য রথী, হস্ত্যারোহী ও অশ্বারোহী মহীপালগণকে নিপীড়িত ও নিপাতিত করিয়া মৃগনিহন্তা সিংহের

আমাদের রাজ্যনাশ ও যাহার পর নাই দুঃখ উপস্থিত হইয়াছে; অতএব তুমি পুনরায় ক্রূর বাক্য দ্বারা আমারে ব্যথিত করিও না।

হে কুরুরাজ! ধর্ম্মভীরু স্থিরপ্রজ্ঞ সব্যসাচী ধর্ম্মরাজকে এই রূপ পরুষ বাক্য শ্রবণ করাইয়া অল্পমাত্র পাপের অনুষ্ঠান পূর্ব্বক নিতান্ত বিমনা হইয়া অনুতাপ করিতে লাগিলেন এবং অবিলম্বেই দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করত কোষ হইতে অসিনিষ্কাশন করিলেন। তখন বাসুদেব কহিলেন, হে অর্জ্জুন! তুমি কি নিমিত্ত পুনরায় এই আকাশ সদৃশ শ্যামল অসি নিষ্কাশিত করিলে? তুমি অবিলম্বে তোমার অভিপ্রায় প্রকাশ কর, আমি তোমার প্রয়োজন সিদ্ধির সহজ উপায় উদ্ভাবন করিতেছি। মহাবীর ধনঞ্জয় বাসুদেব কর্ত্তৃক এই রূপ অভিহিত হইয়া তাঁহারে কহিলেন, হে কৃষ্ণ! আমি জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার অবমাননা করিয়া নিতান্ত গর্হিত কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছি; অতএব এক্ষণে আত্ম বিনাশ করিব। তখন পরম ধার্ম্মিক বাসুদেব অর্জ্জুনের বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, হে পার্থ! তুমি রাজারে এই রূপ দুর্ব্বাক্য কহিয়া আপনারে মহাপাপে লিপ্ত জ্ঞান করত আত্মবিনাশে উদ্যত হইয়াছ; কিন্তু আত্মহত্যা সাধুজনের সর্ব্বতোভাবে নিন্দনীয়। দেখ, যদি আজি তুমি খড়্গাঘাতে ধর্ম্মাত্মা জ্যেষ্ঠ ভ্রাতারে বিনাশ করিতে, তাহা হইলে তোমার ধর্ম্মভীরুতা কোথায় রহিত এবং তুমি পরিশেষেই বা কি করিতে? সূক্ষ্ম ধর্ম্ম অতিশয় দুরবগাহ। অজ্ঞ ব্যক্তি উহা কখনই সহসা বুঝিতে পারে না। হে অর্জ্জুন! তুমি আত্মঘাতী হইলে ভ্রাতৃবধ

অপেক্ষা ঘোরতর নরকে নিপতিত হইবে। অতএব এক্ষণে স্বয়ং আপনার গুণ কীর্ত্তন কর; তাহা হইলে তোমার আত্ম-বিনাশ করা হইবে।

হে মহারাজ! তখন মহাত্মা ধনঞ্জয় বাসুদেবের বাক্যে অনুমোদন করিয়া শরাসন অবনত করত ধর্ম্মরাজকে কহিলেন, হে রাজন্! পিনাকপাণি মহাদেব ভিন্ন আমার তুল্য ধনুর্দ্ধর আর কেহই নাই। আমি তাঁহার অনুগ্রহীত ও মহাত্মা। আমি ক্ষণকাল মধ্যে এই স্থাবরজঙ্গমাত্মক জগৎ নষ্ট করিতে পারি। আমিই ভূপতিগণের সহিত সমুদায় পৃথিবী জয় করিয়া আপনার বশীভূত করিয়াছি। আমার পরাক্রমেই আপনার দিব্য-সভা নির্ম্মিত ও সমাপ্তদক্ষিণ রাজসূয় যজ্ঞ সুসম্পন্ন হইয়াছিল। আমার করে নিশিত শরনিকর ও জ্যাযুক্ত সশর শরাসন এবং পদদ্বয়ে রথ ও ধ্বজের চিহ্ন বর্ত্তমান রহিয়াছে; মাদৃশ ব্যক্তিরে সমরে পরাজিত করা কাহারও সাধ্য নহে। আমি কৌরব পক্ষীয় উদীচ্য, প্রতীচ্য, প্রাচ্য ও দাক্ষিণাত্যগণকে নিপাতিত করিয়াছি। সংশপ্তকগণের কিঞ্চিন্মাত্র অবশিষ্ট রহিয়াছে; বস্তুত আমি কৌরব পক্ষের অর্দ্ধাংশ সৈন্য ধ্বংস করিয়াছি। দেবসেনা সদৃশ বিক্রম সম্পন্ন কৌরব সৈন্যগণ আমার শরে নিহত হইয়া সমরশয্যায় শয়ন করিয়াছে। আমি অস্ত্রজ্ঞদিগ-কেই অস্ত্র দ্বারা বিনষ্ট করিয়া থাকি, এই নিমিত্তই সমুদায় লোককে ভস্মসাৎ করিতেছি না। এক্ষণে কৃষ্ণ ও আমি আমরা উভয়ে জয়শীল ভীষণ রথে আরোহণ করিয়া কর্ণ বিনাশার্থ গমন করিতেছি। আপনি সুস্থির হউন। আমি অবশ্যই শর-নিকরে কর্ণকে নিপাতিত করিব। অদ্য হয় কর্ণের মাতা পুত্র-

হীনা হইবে, না হয় আমার মৃত্যু নিবন্ধন জননী কুন্তী নিতান্ত বিষণ্ণ হইবেন। হে ধর্ম্মরাজ! আমি প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে, অদ্য কর্ণকে নিপাতিত না করিয়া কদাচ কবচ পরিত্যাগ করিব না।

হে কুরুরাজ! মহাত্মা অর্জ্জুন ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে এইরূপ কহিয়া শরাসন ও শস্ত্র পরিত্যাগ এবং অসি কোষ মধ্যে সংস্থাপন পূর্ব্বক লজ্জায় অধোমুখ হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন, হে মহারাজ! আমি আপনারে নমস্কার করিতেছি। আপনি প্রসন্ন হইয়া আমারে ক্ষমা করুন। আমি কি নিমিত্ত আপনারে এরূপ কহিলাম, তাহা আপনি পরিণামে বুঝিতে পারিবেন। হে মহারাজ! সূতপুত্র আমার সহিত সংগ্রামার্থে আগমন করিতেছে। আমি অচিরাৎ তাহারে সংহার করিব। আমি কেবল আপনার হিত সাধনার্থে জীবন ধারণ করিয়াছি। এক্ষণে ভীমসেনকে সমর হইতে মুক্ত ও সূতপুত্রকে বিনষ্ট করিতে চলিলাম। মহাত্মা ধনঞ্জয় এইরূপ জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার পাদ বন্দনানন্তর সমরে গমন করিবার মানসে সমুত্থিত হইলেন।

হে কুরুরাজ! ঐ সময় ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির ভ্রাতার পূর্ব্বোক্ত পরুষ বাক্যে নিতান্ত অবমানিত হইয়া শয্যা হইতে গাত্রোত্থান পূর্ব্বক দুঃখিত চিত্তে কহিলেন, হে অর্জ্জুন! আমি অতি অসৎ কার্য্য করিয়াছিলাম, তাহাতেই তোমরা বিষম দুঃখে পতিত হইয়াছ। আমি নিতান্ত ব্যসনাসক্ত, মূঢ়, অলস, ভীরু ও পরুষ, আমা হইতেই আমাদের কুল বিনষ্ট হইল। অতএব তুমি অচিরাৎ আমার মস্তক ছেদন কর। কি সুখে আর আমার অধীন থাকিবে। অথবা আমি অচিরাৎ বনে গমন করিতেছি;

তুমি সুখী হও। মহাত্মা ভীমসেন রাজ্য লাভের উপযুক্ত। আমি অকর্ম্মণ্য, আমার রাজকার্য্যে প্রয়োজন কি! আমি আর তোমার পরুষ বাক্য সহ্য করিতে পারিব না। এক্ষণে ভীমসেনই রাজা হউক। অপমানিত হইয়া আমার জীবন ধারণে প্রয়োজন নাই। ধর্ম্মরাজ এই বলিয়া সহসা গাত্রোত্থান পূর্ব্বক বন গমনে উদ্যত হইলেন।

তখন মহামতি বাসুদেব ধর্ম্মরাজকে প্রণতি পুরঃসর কহিলেন, হে মহারাজ! সত্যসন্ধ গাণ্ডীবধন্বা গাণ্ডীব বিষয়ে যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, তাহা ত আপনার অবিদিত নাই। যে ব্যক্তি উহাঁরে অন্যের হস্তে গাণ্ডীব প্রদান করিতে কহিবে, উনি তাহারে বিনাশ করিবেন। আপনি ধনঞ্জয়কে অন্যের হস্তে গাণ্ডীব সমর্পণ করিতে কহিয়াছেন, সেই নিমিত্তই উনি স্বীয় প্রতিজ্ঞা প্রতিপালনার্থে আমার প্রবর্ত্তনায় আপনার অপমান করিয়াছেন। গুরুলোকের অপমানই মৃত্যু স্বরূপ। হে মহারাজ! এক্ষণে আমরা উভয়ে আপনার শরণাপন্ন হইলাম। অর্জ্জুনের প্রতিজ্ঞা রক্ষার্থে আমরা যে অপরাধ করিয়াছি, তাহা ক্ষমা করুন। আমি আপনার নিকট প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে, অদ্য পৃথিবী কর্ণের শোণিত পান করিবে। এক্ষণে আপনি সূতপুত্রকে নিহত বোধ করুন।

ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির বাসুদেবের এই বাক্য শ্রবণে সসম্ভ্রমে তাঁহারে উত্থাপিত করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন, হে কৃষ্ণ! তুমি যাহা কহিলে, সকলই যথার্থ। আমি অর্জ্জুনকে অন্যের হস্তে গাণ্ডীব প্রদান করিতে বলিয়া নিতান্ত কুকর্ম্ম করিয়াছি। এক্ষণে তোমার বাক্যে প্রবোধিত হইলাম। অদ্য তুমি আমা-

দিগকে ঘোরতর বিপদ হইতে মুক্ত করিলে। আজি অর্জ্জুন ও আমি আমরা উভয়েই অজ্ঞান প্রভাবে মোহিত হইয়াছিলাম। এক্ষণে তোমার প্রভাবে এই ভীষণ বিপদ্ সাগর হইতে উত্তীর্ণ হইলাম। তোমার বুদ্ধি প্লবস্বরূপ হইয়া আমাদিগকে অমাত্য ও বন্ধুবান্ধবগণের সহিত দুঃখ শোকার্ণব হইতে উদ্ধার করিল।

দ্বিসপ্ততিতম অধ্যায়।

হে মহারাজ! ধর্ম্মপরায়ণ বাসুদেব ধর্ম্মরাজের প্রীতিযুক্ত বাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহারে প্রসন্ন করিতে ধনঞ্জয়কে অনুরোধ করিলেন এবং মহাত্মা অর্জ্জুনকে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার প্রতি পরুষ বাক্য প্রয়োগ নিবন্ধন নিতান্ত বিষণ্ণ দেখিয়া কহিলেন, হে পার্থ! যদি তুমি তীক্ষ্ণধার খড়্গ দ্বারা ধর্ম্মাত্মা যুধিষ্ঠিরকে বিনাশ করিতে, তাহা হইলে তোমার কি অবস্থা হইত; তুমি রাজারে দুর্ব্বাক্য বলিয়া এই রূপ দুর্ম্মনায়মান হইয়াছ, আর তাঁহারে বিনাশ করিলে না জানি কি করিতে! যথার্থ ধর্ম্ম স্বভাবতই নিতান্ত দুর্ব্বোধ। বিশেষত অজ্ঞানেরা উহা কথনই সহজে বুঝিতে পারে না। তুমি ধর্ম্মভয়ে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার প্রাণ সংহার করিলে নিশ্চয়ই ঘোর নরকে নিপতিত হইতে। যাহা হউক, এক্ষণে আমার বাক্যানুসারে পরম ধার্ম্মিক ধর্ম্মরাজকে প্রসন্ন কর। যুধিষ্ঠির প্রীত হইলে আমরা উভয়ে সত্বরে কর্ণের অভিমুখে ধাবমান হইব। আজি তুমি নিশ্চয়ই শরনিকরে কর্ণকে নিপাতিত করিয়া ধর্ম্মরাজের বিপুল প্রীতি সম্পাদন করিবে। এক্ষণে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতারে প্রসন্ন করিয়া সংগ্রাম ক্ষেত্রে গমন করিবার উপযুক্ত সময় উপস্থিত

হইয়াছে। অতএব উহা করিলেই তোমার কার্য্য সিদ্ধি হইবে।

হে মহারাজ! মহাবীর অর্জ্জুন বাসুদেবের বাক্য শ্রবণ করিয়া লজ্জিত ভাবে ধর্ম্মরাজের চরণে নিপতিত হইয়া বারংবার কহিলেন, হে মহারাজ! আমি ধর্ম্ম রক্ষার্থে আপনারে যে সমস্ত দুর্ব্বাক্য কহিয়াছি, আপনি প্রসন্ন হইয়া তৎসমুদায় ক্ষমা করুন। তখন ধর্ম্মরাজ ধনঞ্জয়কে পদতলে নিপতিত ও রোরুদ্যমান অবলোকন করিয়া তাঁহারে উত্থাপন পূর্ব্বক আলিঙ্গন করত সস্নেহ নয়নে রোদন করিতে লাগিলেন। এই রূপে সেই ভ্রাতৃদ্বয় বহুক্ষণ রোদন করিয়া পরিশেষে পরম প্রীতিযুক্ত হইলেন। অনন্তর রাজা যুধিষ্ঠির প্রীতমনে অর্জ্জুনের মস্তকাঘ্রাণ ও তাঁহারে আলিঙ্গন করত কহিলেন, হে অর্জ্জুন! কর্ণ সংগ্রামনিপুণ সমুদায় সৈন্যের সমক্ষে শরজাল দ্বারা আমার কবচ, ধ্বজ, শরাসন, শক্তি, অশ্ব ও শরনিকর ছেদন করিয়াছে। আমি তাহার প্রভাব জানিয়া ও কার্য্য দেখিয়া বিষাদে নিতান্ত অবসন্ন হইতেছি। আমার জীবনে আর আস্থা নাই। যদি তুমি অদ্য তাহারে নিপাতিত করিতে না পার, তবে নিশ্চয়ই প্রাণ পরিত্যাগ করিব।

মহাত্মা ধনঞ্জয় ধর্ম্মরাজ কর্ত্তৃক এই রূপ অভিহিত হইয়া কহিলেন, হে মহারাজ! আমি সত্য, মহাশয়ের স্বাস্থ্য, ভীমসেন, নকুল ও সহদেবের শপথ করিয়া কহিতেছি যে, অদ্য হয় সমরে কর্ণকে নিপাতিত করিব, নচেৎ স্বয়ং তাহার হস্তে নিহত হইয়া মহীতলে নিপতিত হইব। এক্ষণে এই প্রতিজ্ঞা করিয়া অস্ত্র গ্রহণ করিলাম। মহাবীর ধনঞ্জয় যুধিষ্ঠিরকে এই

রূপ কহিয়া বাসুদেবকে কহিলেন, হে কৃষ্ণ! অদ্য তোমার বুদ্ধিবলে নিশ্চয়ই সূতপুত্রকে সংহার করিব। বাসুদেব অর্জ্জুনের বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, হে পার্থ! তুমি মহাবল কর্ণকে বিনাশ করিবার উপযুক্ত পাত্র। তুমি পরাক্রান্ত সূতপুত্রকে নিহত করিবে। ইহা আমি সতত অভিলাষ করিয়া থাকি। অনন্তর মহামতি বাসুদেব পুনরায় ধর্ম্মনন্দনকে কহিলেন, হে মহারাজ! আপনি অর্জ্জুনকে সান্ত্বনা করিয়া দুরাত্মা কর্ণের বিনাশে অনুজ্ঞা করুন। আমরা আপনারে কর্ণশর পীড়িত শ্রবণ করিয়া আপনার বৃত্তান্ত অবগত হইবার নিমিত্ত এখানে আগমন করিয়াছি। ভাগ্যক্রমে আজি আপনি নিহত বা ধৃত হন নাই। এক্ষণে অর্জ্জুনকে সান্ত্বনা করিয়া বিজয় লাভার্থে আশীর্ব্বাদ করুন।

তখন যুধিষ্ঠির অর্জ্জুনকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, হে ধনঞ্জয়! তুমি আমারে অবশ্য কর্ত্তব্য হিতকর কথা কহিয়াছ, অতএব উহা পরুষ হইলেও আমি ক্ষমা করিলাম। এক্ষণে অনুজ্ঞা করিতেছি, তুমি কর্ণকে জয় কর। আমি তোমার প্রতি দুর্ব্বাক্য প্রয়োগ করিয়াছি বলিয়া ক্রুদ্ধ হইও না। হে মহারাজ! মহাত্মা ধনঞ্জয় জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার বাক্য শ্রবণানন্তর প্রণত হইয়া তাঁহার চরণ ধারণ করিলেন। তখন ধর্ম্মরাজ অর্জ্জুনকে উত্তোলন ও আলিঙ্গন করিয়া মস্তকাঘ্রাণ পূর্ব্বক পুনর্ব্বার কহিলেন, ভ্রাত! তুমি আমারে বিশেষ রূপে সম্মানিত করিয়াছ, অতএব আশীর্ব্বাদ করিতেছি, অচিরাৎ জয় ও মাহাত্ম্য লাভ কর। অর্জ্জুন কহিলেন, হে মহারাজ! অদ্য শরনিকরে বলগর্ব্বিত পাপাত্মা কর্ণকে শমনসদনে প্রেরণ

করিব। দুরাত্মা সূতপুত্র শরাসন আনত করিয়া শরজালে আপনারে যে নিপীড়িত করিয়াছে, অবিলম্বে তাহার প্রতিফল প্রাপ্ত হইবে। এক্ষণে এই প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে, কর্ণকে নিপাতিত করিয়া ঘোর সংগ্রামস্থল হইতে প্রত্যাগমন পূর্ব্বক আপনারে দর্শন ও আপনার সম্মান করিব। হে মহারাজ! আমি আপনার পদ স্পর্শ করিয়া সত্য করিতেছি যে, অদ্য সূতপুত্রকে সংহার না করিয়া কদাচ সংগ্রামস্থল হইতে প্রত্যাগত হইব না। তখন মহাত্মা ধর্ম্মরাজ অর্জ্জুনের বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, হে ধনঞ্জয়! তোমার শোকক্ষয়, অরাতিবিনাশ, আয়ুর্ব্বৃদ্ধি ও জয় লাভ হউক। দেবগণ তোমার মঙ্গল বৃদ্ধি করুন এবং তোমার নিমিত্ত যাহা ইচ্ছা করি, তুমি তৎসমুদায় লাভ কর। এক্ষণে পুরন্দর যেমন পূর্ব্বে আপনার বৃদ্ধির নিমিত্ত বৃত্রাসুরের প্রতি গমন করিয়াছিলেন, তদ্রূপ তুমিও সূতপুত্রের প্রতি ধাবমান হও।

ত্রিসপ্ততিতম অধ্যায়।

হে মহারাজ! মহাবীর ধনঞ্জয় এইরূপে প্রহৃষ্ট মনে ধর্ম্মরাজকে প্রসন্ন করিয়া সূতপুত্রের বধাভিলাষে বাসুদেবকে কহিলেন, সখে! তুমি পুনরায় আমার রথ সুসজ্জিত এবং উহাতে অশ্ব সকল সংযোজিত ও সমুদায় অস্ত্র শস্ত্র সন্নিবেশিত কর। সুশিক্ষিত অশ্ব সকল শ্রমাপনোদনের নিমিত্ত ভূপৃষ্ঠে বারংবার বিলুণ্ঠিত হইয়াছে। এক্ষণে উহাদিগকে সুসজ্জিত করিয়া শীঘ্র আনয়ন কর এবং সূতপুত্রকে সংহার করিবার নিমিত্ত অবিলম্বে আমারে রণস্থলে লইয়া চল।

মহাত্মা ধনঞ্জয় এই রূপ কহিলে মহামতি বাসুদেব স্বীয়

সারথি দারুককে আহ্বান পূর্ব্বক তাঁহারে অর্জ্জুনের বাক্য অবিকল বলিয়া অবিলম্বে রথানয়নে আদেশ করিলেন। দারুক বাসুদেবের আদেশ প্রাপ্ত হইবামাত্র তৎক্ষণাৎ রথে অশ্ব সংযোজন পূর্ব্বক মহাত্মা অর্জ্জুনকে সংবাদ প্রদান করিলেন। তখন মহাবীর ধনঞ্জয় রথ সংযোজিত হইয়াছে দেখিয়া ধর্ম্মরাজকে আমন্ত্রণ পূর্ব্বক উহাতে আরোহণ করিলেন। ব্রাহ্মণগণ তাঁহার স্বস্তিবাচন ও রাজা যুধিষ্ঠির তাঁহারে আশীর্ব্বাদ করিতে লাগিলেন।

অনন্তর মহাবীর ধনঞ্জয় সূতপুত্রের রথাভিমুখে গমন করিতে আরম্ভ করিলেন। সকলে তাঁহারে মহাবেগে ধাবমান দেখিয়া সূতপুত্রকে নিহত বলিয়া বোধ করিল। ঐ সময় সমুদায় দিক্ বিদিক্ নির্ম্মল হইল। চাস, শতপত্র ও ক্রৌঞ্চপক্ষিগণ অর্জ্জুনকে প্রদক্ষিণ করিতে লাগিল। পুংনামক মঙ্গলজনক বিহঙ্গমগণ ধনঞ্জয়কে যুদ্ধে ত্বরা প্রদর্শন পূর্ব্বক হৃষ্টচিত্তে শব্দ করিতে প্রবৃত্ত হইল। নিতান্ত ভীষণদর্শন গৃধ্র, বক, শ্যেন ও বায়সগণ মাংসলোলুপ হইয়া অর্জ্জুনের অগ্রে অগ্রে গমন করত অর্জ্জুনের অরিসৈন্য বিনাশ ও সূতপুত্র সংহাররূপ শুভ নিমিত্ত সূচিত করিতে লাগিল।

হে মহারাজ! এই রূপে মহাবীর ধনঞ্জয় সংগ্রামস্থলে গমন করিতে আরম্ভ করিলে তাঁহার কলেবর হইতে অনবরত স্বেদজল নির্গত হইল এবং তিনি কিরূপে এই দুষ্কর কার্য্য সম্পাদন করিবেন, মনে মনে তাহারই আন্দোলন করিতে লাগিলেন। তখন মধুসূদন ধনঞ্জয়কে চিন্তায় আক্রান্ত নিরীক্ষণ করিয়া কহিলেন, সখে! গাণ্ডীব প্রভাবে তুমি যাহাদিগকে

পরাজয় করিয়াছ, তোমা ভিন্ন অন্য কোন মনুষ্যই তাহাদিগকে জয় করিতে সমর্থ নহে। দেবরাজ সদৃশ বলবীর্য্য সম্পন্ন বহুসংখ্য বীরগণ তোমার সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়া পরম গতিলাভ করিয়াছেন, তোমা ভিন্ন অন্য কোন্ বীর ভীষ্ম, দ্রোণ, ভগদত্ত, শ্রুতায়ু, অচ্যুতায়ু, কাম্বোজ দেশীয় সুদক্ষিণ এবং অবন্তি দেশীয় বিন্দ ও অনুবিন্দের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া শ্রেয়োলাভে সমর্থ হয়, তোমার দিব্য অস্ত্র, হস্তলাঘব, বাহুবল, যুদ্ধে অসংমোহ বিজ্ঞান, দৃঢ়ভেদিতা, লক্ষ্যে অস্খলন ও প্রহার বিষয়ে সবিশেষ নিপুণতা আছে। তুমি দেব গন্ধর্ব্ব সমবেত সমুদায় স্থাবর জঙ্গমাত্মক ভূত বিনাশ করিতে পার। এই পৃথিবীতে তোমার তুল্য যোদ্ধা আর নাই। অধিক কি সমর দুর্ম্মদ ধনুর্দ্ধর ক্ষত্রিয়গণের কথা দূরে থাকুক্, দেবতাদিগের মধ্যেও তোমার তুল্য বীর কখন শ্রবণ বা দর্শনগোচর হয় নাই। সর্ব্বলোক স্রষ্টা পিতামহ গাণ্ডীব শরাসন নির্ম্মাণ করিয়াছেন। তুমি সেই গাণ্ডীব লইয়া যুদ্ধ করিতেছ; অতএব তোমার অনুরূপ বীর আর কেহই নাই। যাহা হউক, তোমার যাহা হিতকর, তাহা নির্দ্দেশ করা আমার অবশ্য কর্ত্তব্য। হে মহাবাহো! তুমি কর্ণকে অবজ্ঞা করিও না। মহারথ সূতপুত্র মহাবল পরাক্রান্ত, নিতান্ত গর্ব্বিত, সুশিক্ষিত, কার্য্যকুশল, বিচিত্র যোদ্ধা ও দেশকালকোবিদ। আমি এক্ষণে সংক্ষেপে তাহার গুণের বিষয় কহিতেছি, শ্রবণ কর। ঐ বীর আমার মতে তোমার তুল্য বা তোমা অপেক্ষা সমধিক বলশালী হইবে, সন্দেহ নাই; অতএব পরম যত্ন সহকারে তাহারে সংহার করা

তোমার কর্ত্তব্য। ঐ মহাবীর তেজে হুতাশন সঙ্কাশ, বেগে বায়ু সদৃশ ও ক্রোধে অন্তক তুল্য; ঐ বিশালবাহুশালী বীরবরের দৈর্ঘ্য আট অরত্নি পরিমিত, বক্ষস্থল অতি বিস্তৃত এবং সে নিতান্ত দুর্জ্জয়, অভিমানী, প্রিয়দর্শন, যোধগুণে সমলঙ্কৃত, মিত্রগণের অভয়প্রদ, পাণ্ডবগণের বিদ্বেষী ও ধার্ত্তরাষ্ট্রদিগের হিতানুষ্ঠান নিরত। আমার বোধ হইতেছে, এক্ষণে তোমা ব্যতিরেকে অদ্য কেহই ঐ মহাবীরকে বিনাশ করিতে সমর্থ নহেন; অতএব তুমি অদ্য তাহারে বিনাশ কর। ইন্দ্রাদি সমুদায় দেবতা মিলিত হইয়াও পরম যত্ন সহকারে ঐ মহারথকে বিনাশ করিতে পারিবেন না। হে ধনঞ্জয়! সূতপুত্র অতিশয় দুরাত্মা, পাপস্বভাব, ক্রূর ও তোমাদিগের প্রতি বিদ্বেষ বুদ্ধি সম্পন্ন; সে এক্ষণে অকারণ তোমাদিগের সহিত এইরূপ বিরোধ করিতেছে; অতএব তুমি অবিলম্বে তাহারে বিনাশ করিয়া কৃতকার্য্য হও। ঐ দুরাত্মারে পরাজয় করে, এমন আর কেহই নাই; অতএব তুমি তাহারে সংহার করিয়া ধর্ম্মরাজের প্রতি প্রীতি প্রদর্শন কর। দুরাত্মা সূতপুত্র বলদর্পে গর্ব্বিত হইয়া সতত পাণ্ডবগণকে অপমান করিয়া থাকে। পাপপরায়ণ দুর্য্যোধনও উহার বীর্য্য প্রভাবে আপনারে মহাবীর বলিয়া বিবেচনা করে। অতএব আজি তুমি সেই শরশরাসন খড়্গধারী গর্ব্বিতস্বভাব পাপকার্য্যের মূলস্বরূপ সূতপুত্রকে বিনাশ করিয়া আমার প্রীতিভাজন হও। আমি তোমার বল বীর্য্য সম্যক্ অবগত আছি; এক্ষণে দুর্য্যোধন যাহার ভুজ বীর্য্য আশ্রয় করিয়া তোমার বলবীর্য্যে অনাদর প্রদর্শন করিয়া থাকে, তুমি সেই সূতপুত্রকে

কেশরী যেমন মাতঙ্গকে বিনাশ করে, তদ্রূপ অচিরাৎ সংহার কর।

চতুঃসপ্ততিতম অধ্যায়।

হে মহারাজ! অনন্তর উদারস্বভাব বাসুদেব কর্ণ বিনাশে কৃতসঙ্কল্প অর্জ্জুনকে পুনরায় কহিলেন, হে সখে! অদ্য সপ্তদশ দিন হইল, অনবরত অসংখ্য হস্তী, অশ্ব ও মনুষ্য বিনষ্ট হইতেছে। পাণ্ডব পক্ষীয় বিপুল সৈন্য কৌরবগণের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত ও নিহত হইয়া অল্পমাত্রাবশিষ্ট হইয়াছে। কৌরবগণ প্রভূত গজবাজি সম্পন্ন হইয়াও তোমার প্রভাবে শমনসদনে আতিথ্য গ্রহণ করিতেছে। যাবতীয় পাণ্ডব, সৃঞ্জয় ও সমাগত অন্যান্য ভূপালগণ তোমারে আশ্রয় করিয়াই সমরে অবস্থান করিতেছেন। পাঞ্চাল, পাণ্ডব, মৎস্য, কারূষ ও চেদিগণ তৎকর্ত্তৃক রক্ষিত হইয়াই শত্রুক্ষয়ে কৃতকার্য্য হইয়াছেন। হে অর্জ্জুন! পাণ্ডবগণের মধ্যে কোন্ ব্যক্তি তোমা কর্ত্তৃক রক্ষিত না হইয়া কৌরবগণকে জয় করিতে পারে? আমি নিশ্চয় কহিতেছি যে, কৌরব সৈন্যের কথা দূরে থাকুক, তুমি সুরাসুরনর সমবেত ত্রিলোক পরাজয় করিতে পার। তুমি ভিন্ন আর কোন্ ব্যক্তি দেবরাজ সদৃশ পরাক্রমশালী হইয়াও রাজা ভগদত্তকে পরাজয় করিতে পারে? ভূপতিগণ তোমার বাহুবলে রক্ষিত সৈন্যগণকে দর্শন করিতেও সমর্থ নহেন। শিখণ্ডী ও ধৃষ্টদ্যুম্ন তোমা কর্ত্তৃক নিয়ত রক্ষিত হইয়াই ভীষ্ম ও দ্রোণকে নিপাতিত করিয়াছে, নচেৎ সেই ইন্দ্রতুল্য পরাক্রমশালী মহারথ বীরদ্বয়কে পরাজয় করা কাহার সাধ্য! তুমি ভিন্ন আর কোন ব্যক্তি অনেক অক্ষৌহিণীর

অধীশ্বর যুদ্ধদুর্ম্মদ শান্তনুনন্দন ভীষ্ম, দ্রোণাচার্য্য, কর্ণ, কৃপ, অশ্বত্থামা, সোমদত্তি, কৃতবর্ম্মা, জয়দ্রথ, শল্য ও রাজা দুর্য্যোধনকে পরাজয় করিতে পারে? তোমার শরে নানা জনপদ-বাসী অসংখ্য ক্ষত্রিয় বিনষ্ট এবং রথ ও হস্তি সমুদায় বিদীর্ণ হইতেছে। প্রভূত গজবাজি সম্পন্ন গোবাস, দাশমীয়, বশাতি, প্রাচ্য, বাটধান ও অভিমানী ভোজ সৈন্যগণ তোমার ও ভীমের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়া প্রাণত্যাগ করিয়াছে। তুমি ভিন্ন অন্য কোন ব্যক্তিই দুর্য্যোধনের কার্য্যে নিযুক্ত কৌরবগণ পরিবৃত অতি ভীষণ উগ্রস্বভাব দণ্ডপাণি যুদ্ধ-বিশারদ তুষার, যবন, খশ, দার্ব্বাভিসার, দরদ, শক, রামঠ, কৌঙ্কণ, অন্ধ্রক, পুলিন্দ, কিরাত, ম্লেচ্ছ, পার্ব্বতীয় ও সাগর-কূলবর্ত্তী শূরগণকে জয় করিতে পারে নাই। যদি তুমি দুর্য্যোধন সৈন্যগণকে ব্যূহিত ও উগ্র দেখিয়া স্বপক্ষ রক্ষণে তৎপর না হইতে, তাহা হইলে কোন্ ব্যক্তি তাহাদিগের প্রতিগমনে সমর্থ হইত? কোপাবিষ্ট পাণ্ডবগণ তোমা কর্ত্তৃক রক্ষিত হইয়াই সাগরের ন্যায় সমুদ্ধূত ধূলিপটল সংবৃত কৌরব-সৈন্যগণকে বিদারণ পূর্ব্বক নিহত করিয়াছেন। আজি সাত দিন হইল, মগধাধিপতি মহাবল পরাক্রান্ত জয়ৎসেন অভি-মন্যুর শরে নিপাতিত হইয়াছেন এবং ভীমসেন গদাপ্রহারে তাঁহার অনুগামী দশ সহস্র হস্তীর প্রাণ সংহার পূর্ব্বক অন্যান্য শত শত নাগ ও রথ বিনষ্ট করিয়াছেন। হে ধনঞ্জয়! কৌরবগণ এইরূপে মহাবীর ভীমসেনের ও তোমার সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়া অশ্ব, রথ ও মাতঙ্গগণের সহিত নিহত হইয়াছে।

পাণ্ডবগণ এইরূপে কৌরবদিগের সেনামুখ নিপাতিত করিলে পরমাস্ত্রবিদ্ ভীষ্মদেব শরজাল বর্ষণ পূর্ব্বক চেদি, কাশী, পাঞ্চাল, করূষ, মৎস্য ও কৈকয়গণকে শরনিকরে সমাচ্ছন্ন করিয়া নিহত করিয়াছেন। তাঁহার শরাসন চ্যুত পরদেহ বিদারণ স্বর্ণপুঙ্খ শরনিকরে নভোমণ্ডল সমাচ্ছন্ন হইয়াছিল। তিনি এক এক বার শর পরিত্যাগ পূর্ব্বক সহস্র সহস্র রথবিনষ্ট করিয়া এক লক্ষ মনুষ্য ও হস্তী নিহত করিয়াছেন। তাহারা বিনষ্ট হইয়া পতন সময়ে অসংখ্য গজ, অশ্ব ও রথ সংহার করিয়াছে। মহাবীর ভীষ্মদেব ধর্ম্মযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া দশ দিন অনবরত শর বর্ষণ পূর্ব্বক রথ সকল রথিশূন্য ও গজবাজিগণকে নিহত করিয়া ইন্দ্র ও উপেন্দ্রের ন্যায় অদ্ভুত রূপ প্রদর্শন পুরঃসর চেদি, পাঞ্চাল ও কেকয় দেশীয় নরপতিদিগকে নিপীড়িত করত প্রদীপ্ত পাবকের ন্যায় পাণ্ডব সৈন্যগণকে দগ্ধ করিয়াছেন। তিনি সমরসাগরে নিমগ্ন মন্দবুদ্ধি দুর্য্যোধনের উদ্ধারার্থ সমরে বিচরণ করিতে আরম্ভ করিলে সৃঞ্জয়দিগের সহস্র কোটি পদাতি ও অন্যান্য মহীপালগণ তাঁহারে দর্শন করিতেও সমর্থ হন নাই। তিনি তৎকালে একাকী সমরে পাণ্ডব ও সৃঞ্জয়গণকে বিদ্রাবণ পূর্ব্বক অদ্বিতীয় বীর বলিয়া বিখ্যাত হইয়াছিলেন। শিখণ্ডী কেবল তোমার প্রভাবে রক্ষিত হইয়া নতপর্ব্ব শরনিকরে পুরুষপ্রধান কুরুপিতামহকে নিপাতিত করিয়াছে। ফলত মহাত্মা ভীষ্ম তোমার প্রভাবেই শরশয্যায় শয়ান রহিয়াছেন।

প্রতাপান্বিত দ্রোণাচার্য্যও পাঁচ দিন শত্রুসৈন্য নিপীড়িত করিয়াছিলেন। তিনি অভেদ্য ব্যূহ নির্ম্মাণ পূর্ব্বক পাণ্ডব

পক্ষীয় মহারথগণকে সংহার ও জয়দ্রথকে রক্ষা করেন। ঐ অন্তক সদৃশ প্রতাপশালী মহাবীরের শরানলে রাত্রিযুদ্ধে অসংখ্য যোধ দগ্ধ হইয়াছিল। মহাবল পরাক্রান্ত আচার্য্য এইরূপে অরাতি সংহার করিয়া পরিশেষে ধৃষ্টদ্যুম্নের হস্তে প্রাণ ত্যাগ পূর্ব্বক পরম গতি লাভ করিয়াছেন; কিন্তু বিশেষ বিবেচনা করিয়া দেখিলে অবশ্যই ইহা স্থির হইবে যে, তোমার প্রভাবেই দ্রোণের মৃত্যু হইয়াছে। যদি তুমি সমরে কর্ণপ্রমুখ রথিগণকে নিবারণ না করিতে, তাহা হইলে ঐ বীর কখনই নিহত হইতেন না। তুমি দুর্য্যোধনের সমুদায় বল নিবারণ করিয়াছিলে, এই নিমিত্ত ধৃষ্টদ্যুম্ন তাঁহারে নিপাতিত করিয়াছে। হে ধনঞ্জয়! তুমি জয়দ্রথ বিনাশ সময়ে যেরূপ বীরত্ব প্রকাশ করিয়াছ, আর কোন্ ক্ষত্রিয় তদ্রূপ করিতে পারে। তুমি সমুদায় কৌরব সৈন্য নিবারণ ও মহাবীর ভূপতিগণকে সংহার করিয়া অস্ত্রবলে সিন্ধুরাজকে নিহত করিয়াছ। ভূপালগণ সিন্ধুরাজের বধ আশ্চর্য্য বলিয়া জ্ঞান করেন কিন্তু তুমি ঐরূপ বিক্রম প্রকাশ পূর্ব্বক তাহারে নিহত করিয়াছ বলিয়া আমার উহা আশ্চর্য্য বোধ হয় না। তুমি যদি সম্পূর্ণ এক দিন যুদ্ধ করিয়া এই সমুদায় ক্ষত্রিয়কে বিনষ্ট কর, তাহা হইলেও আমি উহাদিগকে বলবান্ বলিয়া স্বীকার করি। তুমি মুহূর্ত্ত মধ্যেই সকলকে বিনষ্ট করিতে পার, সন্দেহ নাই। যখন ভীষ্ম ও দ্রোণ নিহত হইয়াছেন, তখন ভয়ঙ্কর কৌরব সেনা বীরশূন্য হইয়াছে। যোধগণ নিপতিত এবং হস্তী, অশ্ব ও রথ সমুদায় বিনষ্ট হওয়াতে অদ্য কৌরব সৈন্য চন্দ্র, সূর্য্য ও তারকাবিহীন আকাশের ন্যায় শোভা

পাইতেছে। পূর্ব্বকালে অসুর সেনাগণ যেমন ইন্দ্রের পরাক্রমে ধ্বংস হইয়াছিল, এক্ষণে কৌরব সেনারাও তদ্রূপ তোমার প্রভাবে বিনষ্ট হইতেছে। এক্ষণে কৌরবপক্ষে অশ্বত্থামা, কৃতবর্ম্মা, কর্ণ, মদ্ররাজ ও কৃপাচার্য্য এই পাঁচ জন মাত্র মহারথ অবশিষ্ট রহিয়াছেন। অতএব পূর্ব্বে বিষ্ণু যেমন দানবগণকে বিনাশ করিয়া ইন্দ্রকে বসুন্ধরা প্রদান করিয়াছিলেন, তদ্রূপ তুমি অদ্য ঐ পাঁচ মহারথকে নিপাতিত করিয়া মহারাজ যুধিষ্ঠিরকে গিরিকানন সমন্বিত পৃথিবী প্রদান কর। পূর্ব্বে দানবগণ বিষ্ণু কর্ত্তৃক নিহত হইলে দেবতারা যেমন হৃষ্ট হইয়াছিলেন, অদ্য অরাতিগণ তোমার হস্তে বিনষ্ট হইলে পাঞ্চালগণ সেই রূপ পরিতুষ্ট হইবেন। যদি তুমি তোমার গুরু দ্বিজাগ্রগণ্য দ্রোণাচার্য্যের সম্মান রক্ষার্থে অশ্বত্থামার প্রতি ও আচার্য্যগৌরব প্রযুক্ত কৃপাচার্য্যের প্রতি দয়া কর; এবং যদি মাতৃবান্ধব বলিয়া কৃতবর্ম্মারে ও মাতার ভ্রাতা বলিয়া মদ্রাধিপতি শল্যকে বিনাশ না কর, তাহাতে আমার কিছুমাত্র আপত্তি নাই; কিন্তু পাপাত্মা নীচাশয় সূতপুত্রকে অবিলম্বে নিশিত শরে নিহত করা তোমার অবশ্য কর্ত্তব্য। আমি কহিতেছি, এ বিষয়ে তোমার অণুমাত্রও দোষ নাই। দুর্য্যোধন রজনীযোগে যে তোমাদিগকে মাতার সহিত দগ্ধ করিতে উদ্যত এবং সভামধ্যে দ্যূতক্রীড়ায় প্রবৃত্ত হইয়াছিল, পাপপরায়ণ সূতপুত্রই তৎসমুদায়ের মূল। দুরাত্মা দুর্য্যোধন প্রতিনিয়ত কর্ণ হইতেই পরিত্রাণ বাসনা করিয়া থাকে এবং তাহা দ্বারা আমারে নিগ্রহ করিতে উদ্যত হইয়াছিল। দুরাত্মা ধৃতরাষ্ট্রতনয় ইহা স্থির নিশ্চয়ই করিয়াছে

যে, কর্ণই পাণ্ডবগণকে পরাজিত করিবে, তাহার আর সন্দেহ নাই। ঐ দুরাত্মা তোমার বলবীর্য্য অবগত হইয়াও একমাত্র কর্ণকে আশ্রয় করিয়া তোমাদের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছে। দুরাত্মা সূতপুত্রও আমি পাণ্ডবগণকে এবং মহারথ বাসুদেবকে পরাজয় করিব বলিয়া প্রতিনিয়ত দুরাশয় দুর্য্যোধনকে উৎসাহ প্রদান পূর্ব্বক সমরাঙ্গনে গর্জ্জন করিয়া থাকে। ফলত দুরাত্মা দুর্য্যোধন তোমাদের প্রতি যে সকল অত্যাচার করিয়াছে, পাপাত্মা কর্ণ সেই সমুদায়েরই মূলীভূত। অতএব আজি তুমি তাহারে বিনাশ কর।

হে ধনঞ্জয়! বৃষভস্কন্ধ মহাযশস্বী অভিমন্যু দ্রোণ, অশ্বত্থামা ও কৃপাচার্য্য প্রভৃতি বীরগণকে পরাজিত এবং মাতঙ্গগণকে আরোহি শূন্য, মহারথদিগকে রথ শূন্য, তুরগগণকে আরোহিহীন এবং পদাতিগণকে আয়ুধ ও জীবিত বিহীন করিয়া সমস্ত সৈন্য ও মহারথগণকে বিদলিত করত হস্তী, অশ্ব ও মনুষ্যগণকে শমনসদনে প্রেরণ পূর্ব্বক সমরে অগ্রসর হইতেছিল, ক্রূরকর্ম্মকারী ছয় মহারথ একত্র হইয়া সেই মহাবীরকে নিহত করিয়াছে। আমি সত্য দ্বারা শপথ করিয়া কহিতেছি যে, তদ্দর্শনাবধি ক্রোধানলে আমার দেহ দগ্ধ হইতেছে। দুরাত্মা কর্ণ অভিমন্যুর সংগ্রাম সময়ে তাহারও দ্রোহে প্রবৃত্ত হইয়াছিল; কিন্তু তাহার শরনিকরে ক্ষত বিক্ষত ও রুধিরাক্তকলেবর হইয়া তাহার অগ্রে অবস্থান করিতে সমর্থ হয় নাই। তৎকালে ঐ দুরাত্মা সুভদ্রাতনয়ের প্রহারে জর্জ্জরীভূত, উৎসাহ শূন্য ও জীবনে নিরাশ হইয়া ক্রোধভরে দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করত ক্ষণকাল অজ্ঞানাবস্থায়

অবস্থান করিয়াছিল। পরিশেষে ঐ মহাত্মা দ্রোণাচার্য্যের তৎকাল সদৃশ ক্রূরতর বাক্য শ্রবণ করিয়া অভিমন্যুর শরাসন ছেদন করিলে ছলপরায়ণ অবশিষ্ট পাঁচ মহারথ সেই আয়ুধশূন্য বালককে শরনিকরে বিনষ্ট করে। তদ্দর্শনে কর্ণ ও দুর্য্যোধন ব্যতীত আর সকলেই সাতিশয় দুঃখিত হইয়াছিল।

হে ধনঞ্জয়! পাপাত্মা সূতপুত্র সভা মধ্যে কৌরব ও পাণ্ডবগণ সমক্ষে দ্রৌপদীরে কহিয়াছিল, হে বিপুলনিতম্বে! মৃদুভাষিণি কৃষ্ণে! পাণ্ডবগণ বিনষ্ট হইয়া শাশ্বত নরকে গমন করিয়াছে; অতএব তুমি অন্য কাহাকে পতিত্বে বরণ কর। তোমার পূর্ব্বপতিগণ বর্ত্তমান নাই, অতএব এক্ষণে দাসীভাবে কুরুরাজ সদনে প্রবেশ করা তোমার কর্ত্তব্য। হে পার্থ! পাপপরায়ণ সূতনন্দন তোমার সমক্ষেই দ্রৌপদীর প্রতি এইরূপ কুবাক্য সকল প্রয়োগ করিয়াছিল। আজি তুমি জীবিতনাশক শিলাশিত স্থবর্ণময় শরনিকরে সেই দুরাত্মারে নিহত করিয়া তাহার দুর্ব্বাক্যের এবং সে তোমার প্রতি যে সকল পাপাচরণ করিয়াছে, তৎসমুদায়ের শাস্তি বিধান কর। আজি কর্ণ গাণ্ডীব নির্ম্মুক্ত ঘোরতর শরনিকর স্পর্শ করিয়া ভীষ্ম ও দ্রোণাচার্য্যের বচন স্মরণ করুক। আজি তোমার ভুজনিক্ষিপ্ত বিদ্যুৎসপ্রভ স্থবর্ণপুঙ্খ নারাচ সমুদায় সূতপুত্রের বর্ম্ম ও মর্ম্ম বিদারণ পূর্ব্বক শোণিত পান করত উহারে যমরাজের রাজধানীতে প্রেরণ করুক। আজি ভূপালগণ তোমার শরে ক্ষতবিক্ষতাঙ্গ হইয়া হাহাকার করত বিষণ্ণ মনে কর্ণকে রথ হইতে নিপতিত এবং তাহার বান্ধবগণ দীনভাবে তাহারে

শোণিতমগ্ন ও রণশয্যায় শয়ান অবলোকন করুক। ঐ দুরাত্মার হস্তিকক্ষ ধ্বজ তোমার ভল্লে উন্মথিত হইয়া কম্পিত হইতে হইতে ভূতলে নিপতিত হউক। মহাবীর শল্য তোমার শরনিকরে সংচূর্ণিত, যোধশূন্য, কনকমণ্ডিত রথ পরিত্যাগ পূর্ব্বক ভয়ে পলায়ন করুক। আজি দুরাত্মা দুর্য্যোধন সূতপুত্রকে নিহত নিরক্ষণ করিয়া রাজ্যলাভ ও জীবনে নিরাশ হউক।

ঐ দেখ, পাঞ্চালগণ দুরাত্মা কর্ণের নিশিত শরে নিপীড়িত হইয়াও তোমাদিগের উদ্ধার বাসনায় ধাবমান হইতেছে। সূতপুত্র পাঞ্চালগণ, দ্রৌপদীর পাঁচপুত্র, ধৃষ্টদ্যুম্ন, শিখণ্ডী, ধৃষ্টদ্যুম্নের তনয়গণ, নকুলপুত্র শতানীক, নকুল, সহদেব, দুর্ম্মুখ, জনমেজয় সুধর্ম্মা ও সাত্যকিরে আক্রমণ করিয়াছে। ঐ কর্ণশর নিপীড়িত পরমাত্মীয় পাঞ্চালগণের সিংহনাদ শ্রবণগোচর হইতেছে। পূর্ব্বে মহাবীর ভীষ্ম একাকী শরজালে সমুদায় পাণ্ডব সৈন্যকে সমাচ্ছন্ন করিয়াছিলেন; কিন্তু মহাধনুর্দ্ধর পাঞ্চালগণ তাঁহার শরে নিপীড়িত হইয়াও সমর পরাঙ্মুখ বা ভীত হয় নাই। উহারা ধনুর্দ্ধরগণের অস্ত্রগুরু, প্রজ্বলিত পাবক সদৃশ, তেজস্বী দ্রোণাচার্য্যকে পরাজয় করিবার নিমিত্ত নিয়ত সমুদ্যত হইত এবং কর্ণ হইতে ভীত হইয়া কখন রণপরাঙ্মুখ হয় নাই। আজি হুতাশন যেমন শলভদিগকে ভস্মসাৎকরে, তদ্রূপ দুরাত্মা সূতপুত্র মিত্রার্থ প্রাণ পরিত্যাগে উদ্যত, মহাবেগে সমাগত সেই পাঞ্চালগণকে শমন সদনে প্রেরণ করিতেছে। অতএব হে অর্জ্জুন! তুমি আজি প্লব স্বরূপ হইয়া সেই সমর সাগরে নিমগ্ন মহাধনুর্দ্ধরগণকে পরিত্রাণ কর। সূতপুত্র ঋষিসত্তম

পরশুরামের নিকট হইতে যে ভীষণ অস্ত্র প্রাপ্ত হইয়াছিল, আজি সেই শত্রুসৈন্য তাপন তেজ প্রজ্বলিত অস্ত্র প্রাদুর্ভূত করিয়াছে। সেই অস্ত্রের প্রভাবে অসংখ্য শর সমুৎপন্ন হইয়া ভ্রমর পংক্তির ন্যায় রণস্থলে ভ্রমণ করত পাণ্ডব সৈন্যগণকে সন্তপ্ত করিতেছে। পাঞ্চালগণ কর্ণের অনিবার্য্য অস্ত্র প্রভাবে ব্যথিত হইয়া চারি দিকে ধাবমান হইতেছে। ঐ দেখ, অমর্ষ-পরায়ণ ভীমসেন সৃঞ্জয়গণে পরিবৃত হইয়া কর্ণের সহিত যুদ্ধ করত তাহার নিশিত শরনিকরে নিপীড়িত হইতেছেন। এক্ষণে যদি তুমি সূতপুত্রকে উপেক্ষা কর, তাহা হইলে ঐ মহাবীর শরীরস্থিত ব্যাধির ন্যায় প্রবল হইয়া পাণ্ডব, পাঞ্চাল ও সৃঞ্জয়গণকে বিনাশ করিবে। হে অর্জ্জুন! যুধিষ্ঠির বল-মধ্যে তোমাভিন্ন এমন কোন যোদ্ধাই নাই যে, সূতপুত্রের সহিত সমরে প্রবৃত্ত হইয়া সুস্থ শরীরে স্বগৃহে প্রত্যাগমন করে। আমি সত্য বলিতেছি, তোমা ভিন্ন আর কেহই সমরা-ঙ্গনে কর্ণের সহিত কৌরবগণকে পরাজিত করিতে সমর্থ হইবে না; অতএব আজি তুমি নিশিত শরজালে মহারথ কর্ণের বিনাশরূপ মহৎকার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া স্বীয় প্রতিজ্ঞা প্রতিপালন, কীর্ত্তি লাভ ও অস্ত্রশিক্ষার সার্থকতা সম্পাদন পূর্ব্বক সুখী হও।

পঞ্চসপ্ততিতম অধ্যায়।

হে মহারাজ! মহাবীর ধনঞ্জয় বাসুদেবের বাক্য শ্রবণ করিয়া ক্ষণমধ্যে শোক শূন্য ও সন্তুষ্ট হইলেন। তখন তিনি কর্ণ বিনাশার্থ গাণ্ডীব গ্রহণ ও উহার জ্যা পরিমার্জ্জন করিয়া কেশবকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, হে সখে! তুমি ভূত ও

ভবিষ্যতের প্রবর্ত্তয়িতা, তুমি যখন আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়া আমার সহায় হইয়াছ, তখন নিশ্চয়ই আমার জয় লাভ হইবে। হে কৃষ্ণ! আমি তোমার সাহায্য লাভ করিয়া সূতপুত্রের কথা দূরে থাকুক্, একত্র মিলিত ত্রিলোকস্থ সমস্ত ব্যক্তিরই বিনাশ সাধন করিতে পারি। হে জনার্দ্দন! আমি এক্ষণে পাঞ্চাল সৈন্যগণকে ধাবমান হইতে এবং সূতপুত্রকে অশঙ্কিত চিত্তে সমরাঙ্গনে সঞ্চরণ করিতে নিরীক্ষণ করিতেছি। দেবরাজ নির্ম্মুক্ত বজ্রের ন্যায় সূতপুত্র পরিত্যক্ত ভার্গবাস্ত্রও চতুর্দ্দিকে প্রজ্বলিত হইতেছে। আজি এই ঘোরতর সংগ্রামে আমি সূতপুত্রকে সমরে নিহত করিলে যত দিন এই পৃথিবী বিদ্যমান থাকিবে, তত দিন আমার এই কীর্ত্তি সর্ব্বত্র দেদীপ্যমান রহিবে। আজি আমার বিকর্ণ অস্ত্র সকল গাণ্ডীব নির্ম্মুক্ত হইয়া কর্ণকে যমালয়ে প্রেরণ করিবে। আজি রাজা ধৃতরাষ্ট্র রাজ্যলাভের অযোগ্য দুর্য্যোধনকে রাজ্যে অভিষেক করিয়াছেন্ বলিয়া আপনার বুদ্ধির নিন্দা করিবেন। আজি তিনি রাজ্যহীন, সুখহীন, শ্রীহীন ও পুত্র বিহীন হইবেন, সন্দেহ নাই। আজি কর্ণ নিহত হইলে দুর্য্যোধন নিশ্চয়ই রাজ্যে ও জীবিতাশায় নিরাশ হইয়া তুমি সন্ধিস্থাপনোপলক্ষে যে সকল কথা কহিয়াছিলে, তৎ সমুদায় স্মরণ করিবে। আজি গান্ধাররাজ শকুনি আমার শরনিকর গ্লহ, গাণ্ডীব দুরোদর ও রথকে শারীস্থাপন মণ্ডল বলিয়া অবগত হইবে। আজি আমি নিশিত শরজালে সূতপুত্রকে সমরশায়ী করিয়া ধর্ম্মরাজের রজনী জাগরণ দুঃখ অপনীত করিব। আজি তিনি প্রীত ও প্রসন্ন মনে শাশ্বত সুখ ভোগে কৃতনিশ্চয় হইবেন।

আজি আমি নিশ্চয়ই এক নিতান্ত দুঃসহ অপ্রতিম শর পরিত্যাগ পূর্ব্বক কর্ণকে সমরশায়ী করিব। হে কৃষ্ণ! দুরাত্মা সূতপুত্র পূর্ব্বে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল যে, আমি অর্জ্জুনকে বিনাশ না করিয়া কদাচ পদক্ষালন করিব না; আজি আমি সন্নতপর্ব্ব শর দ্বারা তাহার দেহ রথ হইতে নিপাতিত করিয়া তাহার সেই ব্রত নিতান্ত নিষ্ফল করিব। দুরাত্মা সূতপুত্র রণস্থলে কোন মনুষ্যকেই লক্ষ্য করে না কিন্তু আজি আমার শর প্রভাবে অবনি তাহার শোণিত পান করিবেন। পূর্ব্বে ঐ হতভাগ্য, দুর্য্যোধনের অভিলাষানুসারে আত্ম শ্লাঘা করিয়া দ্রৌপদীরে, হে কৃষ্ণে! তুমি এক্ষণে পতিহীনা হইয়াছ বলিয়া যে উপহাস করিয়াছিল; আজি আমার রোষোদ্ধত আশীবিষের ন্যায় ভীষণ দর্শন সুনিশিত শরজাল তাহার সেই বাক্যের অসত্যতা প্রতিপাদন করত তাহার শোণিত পান করিবে। আজি বিদ্যুতের ন্যায় একান্ত উজ্জ্বল নারাচনিকর মদীয় ভুজদণ্ডসমাকৃষ্ট গাণ্ডীব হইতে বিনির্গত হইয়া সূতনন্দনকে উৎকৃষ্ট গতি প্রদান করিবে। পূর্ব্বে কর্ণ সভামধ্যে পাণ্ডবগণকে ভৎসনা করিয়া দ্রৌপদীর প্রতি যে সমস্ত নিষ্ঠুর বাক্য প্রয়োগ করিয়াছিল, আজি তন্নিমিত্ত নিশ্চয়ই অনুতাপ করিবে। যে পাণ্ডবেরা কৌরব সভায় ষণ্ডতিল হইয়াছিলেন, আজি দুরাত্মা কর্ণ নিহত হইলে তাঁহারা তিল হইবেন। নির্ব্বোধ রাধানন্দন আপনার গুণগর্ব্ব প্রকাশ করিয়া পাণ্ডবগণের হস্ত হইতে ধৃতরাষ্ট্র পুত্রদিগকে পরিত্রাণ করিবে কহিয়াছিল, আজি আমার সুশাণিত শরজাল তাহার সেই বাক্য নিষ্ফল করিবে। যে দুরাত্মা পাণ্ডবগণকে পুত্রের সহিত

বিনাশ করিবে বলিয়াছিল এবং দুর্য্যোধন যাহার ভুজবীর্য্যের উপর নির্ভর করিয়া প্রতিনিয়ত পাণ্ডবগণের অবমাননা করিয়া থাকে, আজি আমি ধনুর্দ্ধরদিগের সমক্ষে সেই সূতনন্দনের বিনাশ সাধন করিব। আজি মহাবীর কর্ণ পুত্রগণ ও বন্ধুবান্ধব সমভিব্যাহারে আমার শরে নিহত হইলে ধৃতরাষ্ট্র তনয়গণ সিংহদর্শনভীত মৃগযূথের ন্যায় ভয়াকুলিত চিত্তে চতুর্দ্দিকে পলায়নে প্রবৃত্ত হইবে এবং দুরাত্মা দুর্য্যোধন স্বীয় দুষ্কর্ম্মের নিমিত্ত অনুতাপ ও আমারে ধনুর্দ্ধরদিগের অগ্রগণ্য বলিয়া গণনা করিবে। আজি আমি কর্ণকে নিহত করিয়া রাজা ধৃত-রাষ্ট্রকে পুত্র, পৌত্র, অমাত্য ভৃত্যবর্গের সহিত নিরাশ্রয় করিব। আজি চক্রাঙ্গ ও বিবিধ ক্রব্যাদগণ আমার শরনিকরে ছিন্ন সূতপুত্রের দেহের উপর সঞ্চরণ করিবে। আজি আমি সমস্ত ধনুর্দ্ধর সমক্ষে তীক্ষ্ন বিপাঠ ও ক্ষুরাস্ত্র দ্বারা দুরাত্মা রাধাপুত্রের শরীর বিদারণ ও মস্তক ছেদন করিব। আজি রাজা যুধিষ্ঠির চিরসঞ্চিত মনস্তাপ ও মহাকষ্ট হইতে মুক্ত হইবেন। আজি আমি সূতপুত্রকে বান্ধবগণের সহিত বিনাশ করিয়া ধর্ম্মনন্দনকে আনন্দিত করিব। আজি আমার সর্পবিষ সদৃশ পাবক সন্নিভ গৃধ্রপত্র যুক্ত সায়কে কর্ণের অনুচরগণ নিহত হইবে। আজি আমি নরপালগণের দেহে বসুন্ধরা সমাচ্ছন্ন এবং নিশিত শরনিকরে অভিমন্যুর শত্রুগণের মস্তক ছিন্ন ও কলেবর ক্ষত বিক্ষত করিব। আজি আমি হয় এই পৃথিবী ধৃতরাষ্ট্রতনয় শূন্য করিয়া জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার হস্তে সম-র্পণ করিব, না হয় তুমি অর্জ্জুন বিহীন হইয়া ইহাতে বিচরণ করিবে। আজি আমি সমুদায় ধনুর্দ্ধর সমক্ষে ক্রোধ, শর

সমুদায় ও গাণ্ডীব শরাসনের ঋণ পরিশোধ করিব। হে কৃষ্ণ! পুরন্দর যেমন সম্বরকে বিনাশ করিয়াছিলেন, তদ্রূপ আজি আমি কর্ণকে নিহত করিয়া ত্রয়োদশবর্ষ সঞ্চিত দুঃখ হইতে বিমুক্ত হইব। আজি সূতপুত্র বিনষ্ট হইলে মিত্রজয়লাভার্থী সোমবংশীয় মহারথগণ চরিতার্থ হইবেন। আজি আমি সমরে জয়লাভ করিলে সাত্যকির আহ্লাদের আর পরিসীমা থাকিবে না। আজি আমি কর্ণকে ও উহার মহারথ তনয়কে নিহত করিয়া ভীমসেন, নকুল, সহদেব ও সাত্যকিরে পরম প্রীত এবং ধৃষ্ট-দ্যুম্ন, শিখণ্ডী ও অন্যান্য পাঞ্চালগণের ঋণ হইতে মুক্ত হইব। আজি সকলে অমর্ষপরায়ণ ধনঞ্জয়কে সমরাঙ্গনে কৌরবগণের সহিত সংগ্রাম ও সূতপুত্রকে বিনাশ করিতে সন্দর্শন করুক।

হে মাধব! আমি পুনরায় তোমার নিকট আত্মগুণ কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। এই ভূমণ্ডলে ধনুর্বিদ্যা পরায়ণ পরা-ক্রমশালী ক্রোধপরায়ণ বা ক্ষমাগুণ সম্পন্ন আর কোন ব্যক্তি নাই। আমি ধনুর্দ্ধারণ করিলে একাকী একত্র সমবেত সমু-দায় সুর, অসুর ও অন্যান্য প্রাণিগণকে পরাভূত করিতে পারি। অতএব তুমি আমারে অন্যান্য ব্যক্তি অপেক্ষা সমধিক পুরুষকার সম্পন্ন বলিয়া অবগত হও। আমি গ্রীষ্মকালীন কক্ষদহন দহনের ন্যায় একাকীই গাণ্ডীব নির্ম্মুক্ত শরনিকর দ্বারা সমস্ত কৌরব ও বাহ্লিকগণকে দগ্ধ করিতে পারি। আমার হস্তে শরনিকর ও শরসমাযুক্ত দিব্য শরাসন এবং পদতলে রথ ও ধ্বজের চিহ্ন বিদ্যমান রহিয়াছে; অতএব মাদৃশ ব্যক্তি যুদ্ধার্থে গমন করিলে কেহই তাহারে পরাজয় করিতে সমর্থ হয় না।

হে মহারাজ! লোহিতলোচন অদ্বিতীয় বীর অর্জ্জুন কেশবকে এই কথা বলিয়া ভীমসেনের পরিত্রাণ ও কর্ণের মস্তক ছেদন বাসনায় সমরে অগ্রসর হইলেন।

ষট্‌সপ্ততিতম অধ্যায়।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে সঞ্জয়! মহাবীর ধনঞ্জয় রণস্থলে গমন করিলে সূতপুত্রের সহিত তাহার কিরূপ সংগ্রাম হইতে লাগিল?

সঞ্জয় কহিলেন, হে মহারাজ! পাণ্ডবগণের ধ্বজদণ্ড সম্পন্ন সুসজ্জিত সৈন্যগণ রণস্থলে সমাগত হইয়া নিনাদ সহকারে বর্ষাকালীন জলদপটলের ন্যায় গর্জ্জন করিতে আরম্ভ করিল। তৎকালে সেই ভীষণ সংগ্রাম অসাময়িক অনিষ্টজনক বর্ষার ন্যায় নিতান্ত ক্রূর ও প্রজাবিনাশক হইয়া উঠিল। মহাকায় মাতঙ্গ সকল মেঘ; বাদ্য, নেমি ও তল-ধ্বনি গভীর নির্ঘোষ; সুবর্ণময় বিচিত্র আয়ুধ সমুদায় বিদ্যুৎ; শর, অসি ও নারাচ প্রভৃতি অস্ত্র সকল জলধারার ন্যায় শোভা ধারণ করিল। ঐ যুদ্ধে রুধিরপ্রবাহ অনবরত প্রবাহিত হইতে লাগিল। অসংখ্য ক্ষত্রিয় কালকবলে নিপতিত হইলেন; তৎকালে বহুসংখ্য রথী সমবেত হইয়া একমাত্র রথীরে, একমাত্র রথীবহুসংখ্য রথীরে এবং এক জন রথী অন্য এক জন রথীরে মৃত্যুমুখে নিপাতিত করিতে লাগিলেন। কোন রথী প্রতিপক্ষ রথীরে অশ্ব ও সারথির সহিত সংহার করি-লেন। এবং কোন কোন গজারোহী একমাত্র মাতঙ্গ দ্বারা বহুসংখ্য রথ ও অশ্ব সমুদায় চূর্ণ করিয়া ফেলিলেন। ঐ সময় মহাবীর ধনঞ্জয় শরনিকর বর্ষণ পূর্ব্বক অরাতিপক্ষীয়

অসংখ্য পদাতি, মহাকায় মাতঙ্গ, অশ্ব সারথি সমবেত রথ, সাদি সমবেত অশ্ব সমুদায়কে শমনসদনে প্রেরণ করিতে লাগিলেন। তখন কৃপাচার্য্য, শিখণ্ডীর সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইলেন; সাত্যকি দুর্য্যোধনের প্রতি গমন করিলেন এবং শ্রুতশ্রবা দ্রোণপুত্রের, যুধামন্যু চিত্রসেনের ও উত্তমৌজা কর্ণপুত্র সুষেণের সহিত ঘোরতর যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। সহদেব, ক্ষুধার্ত্ত সিংহ যেমন বৃষের প্রতি ধাবমান হয়, তদ্রূপ গান্ধাররাজ শকুনির প্রতি দ্রুতবেগে ধাবমান হইলেন। নকুলনন্দন শতানীক কর্ণপুত্র বৃষসেনের প্রতি শরনিকর বর্ষণ করিতে লাগিলেন। মহাবল পরাক্রান্ত বৃষসেনও শতানীককে লক্ষ্য করিয়া অনবরত শরজাল নিক্ষেপ করিতে আরম্ভ করিলেন। মহাবীর নকুল কৃতবর্ম্মারে এবং পাণ্ডব সেনাপতি ধৃষ্টদ্যুম্ন সসৈন্য কর্ণকে শরনিকরে সমাচ্ছন্ন করিয়া ফেলিলেন। মহারথ দুঃশাসনও সংশপ্তক সৈন্যগণ সমভিব্যাহারে ভীমপরাক্রম ভীমসেনের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইলেন। অনন্তর মহাবীর উত্তমৌজা শাণিত শর দ্বারা অবিলম্বে কর্ণাত্মজ সুষেণের মস্তক ছেদন করিলেন। কর্ণতনয়ের ছিন্ন মস্তক ভূমণ্ডল ও নভোমণ্ডল প্রতিধ্বনিত করত সমরাঙ্গনে নিপতিত হইল।

মহাবীর কর্ণ সুষেণের মৃত্যু দর্শনে একান্ত কাতর হইয়া ক্রোধভরে সুনিশিত শরনিকরে উত্তমৌজার অশ্ব, রথ ও ধ্বজদণ্ড খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিলেন। তখন উত্তমৌজা শাণিত শরনিকরে ও ভাস্বর খড়্গ দ্বারা কৃপাচার্য্যের পার্ষ্ণিগ্রাহগণকে বিনষ্ট করিয়া অবিলম্বে শিখণ্ডীর রথে আরোহণ করি-

লেন। ঐ সময় শিখণ্ডী কৃপাচার্য্যকে রথ শূন্য নিরীক্ষণ করিয়া তাঁহার উপর শর প্রহার করিতে অভিলাষী হইলেন না। অনন্তর মহাবীর দ্রোণপুত্র কৃপাচার্য্যকে পঙ্কে নিপতিত বৃষভের ন্যায় বিপন্ন দেখিয়া সত্বরে তাঁহার নিকট আগমন পূর্ব্বক তাহারে সেই বিপদ্ হইতে উদ্ধার করিলেন। ঐ সময় হিরণ্য বর্ম্মধারী ভীমসেন গ্রীষ্মকালীন মধ্যাহ্নগত দিবাকরের ন্যায় প্রখর তেজ প্রকাশ পূর্ব্বক সুনিশিত শরনিকরে আপনার পুত্রগণের সৈন্য সমুদায়কে নিপাতিত করিতে লাগিলেন।

সপ্ত সপ্ততিতম অধ্যায়।

হে মহারাজ! অনন্তর মহাবীর ভীমসেন সেই তুমুল সংগ্রামস্থলে অসংখ্য অরাতিসৈন্যে সমাবৃত হইয়া সারথিরে কহিলেন, হে সারথে! তুমি বেগে ধৃতরাষ্ট্রসৈন্য মধ্যে রথ সঞ্চালন কর। আমি অবিলম্বে ধৃতরাষ্ট্রতনয়গণকে যমরাজের রাজধানীতে প্রেরণ করিব। মহাবীর ভীমসেন এইরূপ কহিলে তাঁহার সারথি বিশোক দ্রুত বেগে রথ সঞ্চালন করত বৃকোদর যে স্থানে গমন করিতে বাসনা করিয়াছিলেন, অবিলম্বে তাঁহারে সেই স্থলে উপনীত করিল। তখন অন্যান্য কৌরবগণ চতুর্দ্দিক্ হইতে হস্তী, অশ্ব ও পদাতি সমভিব্যাহারে বৃকোদরের অভিমুখীন হইয়া তাঁহার বেগগামী রথের উপর শর বর্ষণ করিতে লাগিল। মহাত্মা ভীমসেনও সুবর্ণময় শরনিকরে সেই সমাগত শর সমুদায় দুই তিন খণ্ডে ভূতলে নিপাতিত করিলেন। ঐ সময় হস্তী, অশ্ব, রথী ও পদাতি সমুদায় ভীমশরে সমাহত হইয়া বজ্রাহত পর্ব্বতের

ন্যায় ভীষণ শব্দ করিতে লাগিল। ভূপালগণ ভীমসেনের ভীষণ শরে নির্ভিন্ন কলেবর হইয়া পুষ্পলাভার্থী বিহঙ্গমগণ যেমন বৃক্ষাভিমুখে গমন করে, তদ্রূপ চতুর্দ্দিক্ হইতে ভীমসেনের প্রতি ধাবমান হইলেন। তখন বীরবরাগ্রগণ্য বৃকোদর কল্পান্তকালীন ভূত সংহারে প্রবৃত্ত দণ্ডধারী অন্তকের ন্যায় মুখব্যাদান পূর্ব্বক মহাবেগে তাহাদের প্রতি গমন করিতে লাগিলেন। কৌরব সৈন্যগণ ভীমসেনের ভীষণ বেগ সহ্য করিতে অসমর্থ ও তাঁহার শরনিকরে নিতান্ত নিপীড়িত হইয়া ভীত চিত্তে অনিলাহত মেঘমণ্ডলের ন্যায় চতুর্দ্দিকে ধাবমান হইল।

তখন প্রবল প্রতাপশালী ধীমান্ ভীমসেন পুনরায় সাতিশয় আহ্লাদিত হইয়া সারথিরে কহিলেন, হে বিশোক! আমি এক্ষণে যুদ্ধে একান্ত আসক্ত হইয়াছি। সমাগত রথ সমূহ স্বকীয় বা পরকীয় বুঝিতে পারিতেছি না। অতএব তুমি উহা বিশেষরূপে অবগত হও। আমি যেন সমরোদ্যত হইয়া শরনিকরে স্বীয় সৈন্যগণকে সমাচ্ছন্ন না করি। চতুর্দ্দিকে অসংখ্য শত্রু, রথ ও ধ্বজাগ্র সকল দৃষ্টিগোচর হইতেছে, বিশেষত মহারাজ অদ্য অতিশয় নিপীড়িত হইয়াছেন এবং অর্জ্জুনও একাল পর্য্যন্ত প্রত্যাগত হয় নাই, এই সমুদায় কারণ বশত আমার অধিকতর কষ্ট হইতেছে। হে বিশোক! আজি ধর্ম্মরাজ আমার নিকট হইতে শত্রুমণ্ডলী মধ্যে গমন করিয়াছেন। ধর্ম্মাত্মা ধনঞ্জয়কেও অবলোকন করিতেছি না। এক্ষণে উহাঁরা দুই জন জীবিত আছেন কি না জানিতে না পারিয়া আমার অতিশয় দুঃখ হইতেছে। যাহা হউক, আজি

আমি এই সমরাঙ্গনে সমবেত শত্রু সৈন্যদিগকে বিনাশ করিয়া তোমার সহিত আনন্দানুভব করিব। এক্ষণে তুমি আমার রথস্থিত তূণীরে কোন্ কোন্ বাণ কি পরিমাণে অবশিষ্ট আছে, তাহা বিশেষরূপে পর্য্যবেক্ষণ করিয়া আমারে জ্ঞাপিত কর।

বিশোক কহিলেন, হে বৃকোদর! এক্ষণে আপনার তূণীরে অযুত সংখ্যক শর, অযুত সংখ্যক ক্ষুর, অযুত সংখ্যক ভল্ল, দুই সহস্র নারাচ, তিন সহস্র প্রদর এবং অসংখ্য গদা, অসি, প্রাস, মুদ্গর, শক্তি ও তোমর বিদ্যমান আছে। যে সকল অস্ত্র অবশিষ্ট রহিয়াছে, তৎসমুদায় শকটে নিহিত করিলে ছয় বলীবর্দ্দেও উহা বহন করিতে পারে না। অতএব তুমি স্বীয় বাহুবল প্রকাশ পূর্ব্বক নিঃশঙ্ক চিত্তে অসংখ্য অস্ত্র পরিত্যাগ কর। অস্ত্র নিঃশেষিত হইবার কিছুমাত্র আশঙ্কা করিও না।

ভীমসেন কহিলেন, হে বিশোক! আজি দেখ, আমার নৃপদেহ বিদারণ বেগবান্ বাণপ্রভাবে সূর্য্য তিরোহিত হইলে সমর ভূমি মৃত্যুলোক সদৃশ দুর্দ্দর্শ হইয়া উঠিবে। আজি ভূপালগণ হয় ভীমসেনকে সমরে নিহত, না হয় একমাত্র তাঁহার প্রভাবে কৌরবগণকে পরাজিত জানিতে পারিবেন। আজি আমি সমস্ত কৌরবগণকে নিপাতিত করিলে লোকে আমার শৈশবাবধি সঞ্চিত গুণ কীর্ত্তন করিবে। আজি হয় আমি কৌরবগণকে নিহত করিব নচেৎ তাহারাই আমারে নিপাতিত করিবে। এক্ষণে মঙ্গলাভিলাষী দেবগণ আমার বিঘ্ন বিনাশ করুন। শত্রুঘাতক ধনঞ্জয় যজ্ঞস্থলে আহুত পুরন্দরের ন্যায় অবিলম্বে এই সমরাঙ্গনে সমুপস্থিত হউক।

হে সারথে! ঐ দেখ, ভারতী সেনা ছিন্ন ভিন্ন হইয়াছে এবং নরপালগণ পলায়ন করিতেছেন, ইহার কারণ কি? আমার বোধ হয়, নরোত্তম ধীমান অর্জ্জুন শরনিকরে কৌরব সৈন্যগণকে সমাচ্ছন্ন করিতেছেন। ঐ দেখ, প্রভূতধ্বজ সম্পন্ন চতুরঙ্গ বল অসংখ্য শর ও শক্তির আঘাতে নিপীড়িত হইয়া পলায়ন করিতেছে। অনেক সৈন্য ধনঞ্জয়ের অশনি তুল্য স্বুবর্ণপুঙ্খ সায়কে সমাহত হইয়া নিরন্তর বিঘূর্ণিত হই-তেছে। হস্তী, অশ্ব ও রথ সমুদায় পদাতিগণকে বিমর্দ্দিত করিয়া ধাবমান হইয়াছে। কৌরবগণ দাবাগ্নি দহন ভীত মাতঙ্গগণের ন্যায় বিমুগ্ধ হইয়া পলায়ন এবং অন্যান্য ভূপতি-গণ হাহাকার করিতেছে।

বিশোক কহিলেন, হে মহাত্মন্! মহাবীর অর্জ্জুনের ঘোরতর গাণ্ডীব নিস্বন কি আপনার শ্রবণগোচর হয় নাই? মহাবল পরাক্রান্ত অমর্ষ পরায়ণ ধনঞ্জয়ের ধনুষ্টঙ্কারে কি আপনার শ্রবণেন্দ্রিয় বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে? হে পাণ্ডব! আজি আপনার সমুদায় মনোরথ সফল হইল। ঐ দেখুন, গজসৈন্য মধ্যে ধনঞ্জয়ের ধ্বজাগ্রস্থিত বানররাজ শত্রুসৈন্য-গণকে বিত্রাসিত করিতেছে। উহারে দেখিয়া আমিও ভীত হইয়াছি। ঐ দেখুন, মহাবীর অর্জ্জুনের শরাসনজ্যা নীল নীরদ বিরাজিত চপলার ন্যায় বিস্ফারিত হইতেছে। উহাঁর বিচিত্র কিরীট ও কিরীট মধ্যস্থিত দিবাকর সদৃশ দিব্য মণি অতিমাত্র শোভা ধারণ করিয়াছে এবং উহাঁর পার্শ্বে পাণ্ডুর মেঘসবর্ণ ভীষণ নিস্বন সম্পন্ন দেবদত্ত শঙ্খ বিদ্যমান রহিয়াছে। ঐ দেখুন, রথরশ্মিধারী রণচারী জনার্দ্দনের পার্শ্বে মার্ত্তণ্ডপ্রভ

যশোবর্দ্ধন ক্ষুরধার চক্র ও শশধরের ন্যায় শুভ্র পাঞ্চজন্য শঙ্খ এবং বক্ষঃস্থলে জাজ্বল্যমান কৌস্তুভ মণি ও বিজয়প্রদ মাল্য শোভা পাইতেছে। যদুবংশীয়েরা সর্ব্বদা উহাঁর চক্রের অর্চ্চনা করিয়া থাকেন।

ঐ দেখুন, মহাবীর অর্জ্জুন ক্ষুরাস্ত্রে করিগণের সরল বৃক্ষ সদৃশ কর সমুদায় ছেদন পূর্ব্বক উহাদিগকে আরোহিগণের সহিত সংহার করাতে উহারা বজ্রবিদারিত পর্ব্বতের ন্যায় নিপতিত হইতেছে। এক্ষণে মহারথাগ্রগণ্য ধনঞ্জয় বাসুদেব সঞ্চালিত শ্বেতাশ্বযুক্ত রথে আরোহণ পূর্ব্বক শত্রু সৈন্যগণকে বিদ্রাবিত করত সমরাঙ্গনে আগমন করিতেছেন, সন্দেহ নাই। ঐ দেখুন, অসংখ্য রথ, হস্তী ও পদাতি পুরন্দর সদৃশ প্রভাবসম্পন্ন ধনঞ্জয়ের শরনিকরে বিদ্রাবিত হইয়া গরুড়ের পক্ষবায়ুবিপাটিত মহাবনের ন্যায় নিপতিত হইতেছে। এক্ষণে অশ্ব ও সারথি সমবেত চারি শত রথ, সাত শত হস্তী এবং অসংখ্য সাদী ও পদাতি নিহত হইয়াছে। ঐ দেখুন, মহাবীর ধনঞ্জয় কৌরবগণকে সংহার করত আপনার সমীপে আগমন করিতেছেন। এক্ষণে হে ভীমসেন! আপনার শত্রু সকল বিনষ্ট ও মনোরথ পরিপূর্ণ হইল। আপনার আয়ু ও বল বৃদ্ধি হউক। তখন ভীমসেন সারথির বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, হে বিশোক! তুমি আমারে অর্জ্জুনের আগমন বার্ত্তা বিজ্ঞাপিত করাতে আমি তোমার প্রতি নিতান্ত প্রসন্ন হইয়া এই প্রিয় সংবাদ প্রদান নিবন্ধন তোমারে চতুর্দ্দশ গ্রাম, এক শত দাসী এবং বিংশতি রথ প্রদান করিব।

অষ্টসপ্ততিতম অধ্যায়।

হে মহারাজ! এ দিকে মহাবীর অর্জ্জুন সংগ্রামস্থলে রথ নির্ঘোষ ও সিংহনাদ শ্রবণ করিয়া বাসুদেবকে কহিলেন, হে গোবিন্দ! তুমি সত্বরে অশ্ব সঞ্চালন কর। তখন বাসুদেব কহিলেন, হে ধনঞ্জয়! যে স্থানে ভীমসেন অবস্থান করিতেছেন, অচিরাৎ তোমারে তথায় লইয়া যাইতেছি, এই বলিয়া তিনি তুষার শঙ্খ ধবল মণিমুক্তা ভূষিত সুবর্ণজালজড়িত অশ্ব সকলকে বায়ুবেগে সঞ্চালন করিতে লাগিলেন। তখন সেই কৌরবদিগের চতুরঙ্গিনী সেনা জম্ভাসুর সংহারার্থ প্রস্থিত নিতান্ত ক্রোধাবিষ্ট বজ্রধারী সুররাজ ইন্দ্রের ন্যায় মহাবীর অর্জ্জুনকে বিজয় লাভাভিলাষে গমন করিতে দেখিয়া ক্রোধভরে তাঁহার প্রতি ধাবমান হইল। অনবরত নিক্ষিপ্ত শরনিকরে ভীষণ-নিস্বন রথচক্রের ঘর্ঘর রব ও অশ্বগণের খুর শব্দে রণস্থল ও দিঙ্মণ্ডল প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। অনন্তর ত্রিলোক রক্ষার্থ অসুরগণের সহিত বৈকুণ্ঠনাথ বিষ্ণুর যেরূপ যুদ্ধ হইয়াছিল, তদ্রূপ কৌরবপক্ষীয় বীরগণের সহিত অর্জ্জুনের ঘোরতর যুদ্ধ আরম্ভ হইল। তখন মহাবীর ধনঞ্জয় একাকীই ক্ষুর, অর্দ্ধচন্দ্র ও নিশিত ভল্ল দ্বারা বিপক্ষগণের বিবিধ আয়ুধ, ছত্র, চামর, ধ্বজ, অশ্ব, রথ, পদাতি ও মাতঙ্গগণকে বিনষ্ট করিয়া অরাতিগণের মস্তক ও ভুজদণ্ড খণ্ড খণ্ড করিতে লাগিলেন। বীরগণ অর্জ্জুনের শরাঘাতে বিকৃতরূপ হইয়া বায়ুবেগে উন্মূলিত অরণ্যানীর ন্যায় ভূতলে নিপতিত হইল। যোধ ও ধ্বজপতাকা সম্পন্ন সুবর্ণজাল সমলঙ্কৃত বৃহদাকার করিনিকর সুবর্ণপুঙ্খ শরনিকরে সমাচ্ছন্ন হইয়া প্রজ্বলিত অচলের ন্যায় শোভা ধারণ করিল।

হে মহারাজ! মহাবীর ধনঞ্জয় এইরূপে বজ্রসন্নিভ শরনিকরে অসংখ্য হস্তী, অশ্ব ও রথ বিদীর্ণ করিয়া বলাসুর সংহারার্থে প্রস্থিত সুররাজের ন্যায় সূতপুত্রের বিনাশ সাধনার্থে দ্রুতবেগে গমন করিতে লাগিলেন। অনন্তর তিনি মকর যেমন সাগরে প্রবেশ করে, তদ্রূপ বিপক্ষ সৈন্য মধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন। তখন কৌরব পক্ষীয় বীরগণ একান্ত হৃষ্ট চিত্তে প্রভূত রথ, পদাতি, হস্তী ও অশ্ব সমভিব্যাহারে দ্রুতবেগে অর্জ্জুনের অভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন। তাঁহাদিগের গমন সময়ে ক্ষুভিত মহাসাগরের জলকল্লোলের ন্যায় তুমুল কোলাহল সমুত্থিত হইল। এইরূপে সেই ব্যাঘ্রের ন্যায় বিক্রম সম্পন্ন মহারথগণ প্রাণভয় পরিত্যাগ করিয়া পুরুষশ্রেষ্ঠ অর্জ্জুনের প্রতি ধাবমান হইলে মহাবীর পাণ্ডুনন্দন প্রবল বায়ু যেমন জলদজালকে সমাহত করে, তদ্রূপ তাঁহাদের সৈন্যগণকে নিপীড়িত করিতে লাগিলেন। তখন তাঁহারা সকলে মিলিত হইয়া অর্জ্জুনের অভিমুখে আগমন পূর্ব্বক তাঁহারে শরনিকরে বিদ্ধ করিতে আরম্ভ করিলেন। মহাবীর ধনঞ্জয় তাঁহাদের শরে আহত হইয়া ক্রোধভরে বিশিখজালে সহস্র সহস্র রথ, হস্তী ও অশ্ব ধ্বংস করিয়া ফেলিলেন। মহারথগণ পার্থশরে নিপীড়িত ও ভীত হইয়া স্পন্দহীনের ন্যায় স্ব স্ব রথে অবস্থান করিতে লাগিলেন। তখন মহাবীর অর্জ্জুন নিশিত শরনিকরে সংগ্রামনিপুণ চারি শত মহারথের প্রাণ সংহার করিলেন। হতাবশিষ্ট যোধগণ ধনঞ্জয়ের নানাবিধ শরনিকরে নিপীড়িত হইয়া তাঁহারে পরিত্যাগ পূর্ব্বক দশ দিকে পলায়ন করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের পলায়ন